যোগিনীতন্ত্রম্

যোগিনীতন্ত্রম্

পঠেদ্ যঃ শৃণুয়াদ্বাপি ভুক্তিমুক্তিমবাপ্নুয়াৎ।
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং কীর্ত্ত্যর্থী কীর্ত্তিমাপ্নুয়াৎ ॥১১৯
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং জয়ার্থী লভতে জয়ম্।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপঞ্চ পাপশুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥১২০
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং কন্যা বিন্দতি সৎপতিম্।
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ভোগার্থী ভোগমাপ্নুয়াৎ ॥১২১
কাব্যার্থী চ কবিত্বঞ্চ সারং নিঃসার আপ্নুয়াৎ।
জ্ঞানার্থী লভতে জ্ঞানং সর্ব্বসংসারমুত্তমম্ ॥১২২
ইদং স্বস্ত্যয়নং ধন্যং যোগিনীনাম তন্ত্রকম্।
নাকালে মরণং তস্য শ্লোকমেকন্তু যঃ পঠেৎ।
শ্লোকার্দ্ধপঠনাদস্য দুষ্টগ্রহক্ষয়ো ভবেৎ ॥১২৩
— যোগিনীতন্ত্রম্ঃ উত্তরখণ্ড, অষ্টম পটলঃ।

* * *

যদ্গৃহে নিবসেত্তন্ত্রং তত্র লক্ষ্মীঃ স্থিরায়তে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ সভায়াং রণমধ্যতঃ।
নির্জ্জনে চ জলে ঘোরে শ্বাপদৈঃ পরিভূষিতে।
মাহাত্ম্যাত্তস্য দেবেশি চমৎকারী ভবেৎ প্রিয়ে ॥
—বৃহন্নীলতন্ত্র

* * *

বিষ্ণুর্ব্বরিষ্ঠো দেবানাং হ্রদানামুদধির্যথা।
নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা পর্ব্বতানাং হিমালয়ঃ ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং রাজ্ঞামিন্দ্রো যথা বরঃ।
দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্ ॥
—মৎস্যসূক্ত

যোগিনীতন্ত্রম্

(মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

স্বামী সর্ব্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী

নবভারত

পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

নিবেদন

তন্ত্র নিগমাগমাত্মক সাধনশাস্ত্র। ইহাতে ভগবান ভূতভাবন ভূতনাথ এবং পরমেশ্বরী পার্ব্বতীর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে মানবের ঐহিক ও পারত্রিক পরমশুভকর মুক্তিপ্রদ তত্ত্ববিধায়ক ক্রিয়ানুষ্ঠানাদি বিস্তার করা হইয়াছে। আগম (শাক্তাগম, শৈবাগম, বৈষ্ণবাগম) সৃষ্টি প্রকরণ, প্রলয়, দেবার্চ্চন, সাধনবিধি, পুরশ্চরণ, ষট্‌-কর্ম্মসাধন, চতুর্বিধ ধ্যানযোগ এই সপ্তলক্ষণাক্রান্ত। পুনঃ তন্ত্রে সর্গ, প্রতিসর্গ, মন্ত্রনির্ণয়, দেবতাসংস্থান, তীর্থদর্শন, তীর্থবর্ণন, ব্রতবর্ণন, আশ্রমধর্ম্ম, বিপ্রসংস্থান, ভূতসংস্থান, যন্ত্রনির্ণয়, জ্যোতিষসংস্থান, শৌচাশৌচবিচার, হরচক্রবর্ণন, স্ত্রীপুরুষ লক্ষণ, দানধর্ম্ম, যোগসাধন, অধ্যাত্মতত্ত্ববর্ণন, পুরাণাখ্যান, যুগধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে বারাহীতন্ত্র ও বিশ্বসারতন্ত্র দ্রষ্টব্য। তন্ত্রান্তর্গত কল্যাণপ্রদ বিধানোপদেশাবলী তন্ত্রভক্ত গৃহস্থমাত্রেরই অবলম্বনীয় ও প্রতিপালনীয়।

তন্ত্র সার্ব্বভৌম শাস্ত্র। বিবিধতন্ত্রে মানবের স্ব স্ব মনোবৃত্ত্যনুসারী তদনুকূল পন্থত্যনুযায়ী সাধনপদ্ধতি ব্যবস্থিত আছে।

বেদান্তের ন্যায় তন্ত্র কেবল ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা বলেন না। তন্ত্র বলেন, জগৎ সত্য। ব্রহ্মের সৃজনাত্মিকা চৈতন্যশক্তি সর্ব্ববস্তু-মধ্যগত (অনুপ্রবিষ্ট) ও সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব॥

—কঠ, ৯৫।৯

অর্থাৎ যেমন অগ্নি এক, তিনি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেকটি রূপের মূর্ত্তি (দেহ) ধারণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বব্যাপক (আকাশরূপেও) সর্ব্বত্র স্থিত আছেন, ঠিক তেমনি তিনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা এক হইলেও প্রত্যেকটি রূপের সঙ্গে একাত্মরূপে অবস্থান করিতেছেন এবং প্রত্যেকটি রূপকে অতিক্রম করিয়া (আকাশের ন্যায়) ব্যাপক রূপেও সর্ব্বত্র অবস্থিত আছেন।

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

—কঠ, ৯৬।১০

অর্থাৎ যেমন বায়ু এক, তিনি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেকটি রূপের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক রূপের বাহিরেও ব্যাপকভাবে (আকাশের ন্যায়) অবস্থিত আছেন তদ্রূপ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা পরমাত্মা প্রত্যেকটি রূপের রূপ ধারণ করিয়াও ব্যাপকরূপে অবস্থিত আছেন।

অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মহাদেবীরই মহিমা, মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যে উচ্ছলিত ও উদ্বেলিত। ইহা তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ সুন্দর সুমনোহর সুমহান লীলাস্থল। দেহ-

মন-প্রাণের যাবতীয় বৃত্তির মধ্যেই তিনি প্রতিনিয়ত সুপ্রকাশ—তিনি ইচ্ছাময়ী, লীলাময়ী ও আনন্দময়ী। আগমে নিগমে তিনি লাবণ্যময়ী অনুপম নিরূপম কায়া। চরাচর বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই মহাশক্তি মহাদেবীকে অনুভব ও অনুভূতির মাধ্যমে উপলব্ধি দর্শনই সাধনার চরম লক্ষ্য। সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুতে তাঁহার এই সর্ব্বগত তত্ত্বজ্ঞানোপলব্ধিতেই সাধনার সমাপ্তি।

সর্ব্ববস্তুতে এইভাবে ঈশ্বর-দর্শনের ফলে স্বতোদ্ভাসিত হয় সর্ব্বেশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান। ক্রমে ক্রমে অবশেষে অদ্বৈতজ্ঞানে বিমণ্ডিত হইয়া ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া সাধক প্রত্যক্ষ করিবেন দ্বৈতবাদাত্মক জগৎ ব্রহ্মের চৈতন্যশক্তিরই লীলানন্দ বিলাস মাত্র—চৈতন্যরূপিণী দেবী সর্ব্বভূত প্রকাশিনী। চৈতন্যরূপিণী দেবী ব্রহ্মানন্দ প্রকাশিনী। সতত সানুরাগ নিষ্ঠা ও যত্নসহকারে নিখুঁতভাবে শাস্ত্র ও গুরূপদিষ্ট প্রণালীতে ক্রিয়াভ্যাসরত হইলে শাস্ত্রধৃত তত্ত্বরাজি স্বতঃই বাস্তব সত্যরূপে প্রতিভাত ও প্রত্যক্ষীভূত হইবে।

আলোচ্যমান তন্ত্রখানা বিষ্ণুক্রান্তার অন্তর্গত ৬৪ (চৌষট্টি) খানা তন্ত্রের অন্যতম। দুইটি প্রান্তীয় ভাষায় মুদ্রিত সংস্করণ এবং আরও একটি হস্তলিখিত পুঁথির তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণপূর্ব্বক পাঠনির্ণয়, সঙ্কলন ও সম্পাদনা পদ্ধতি এই সংস্করণে অনুসরণ করা হইয়াছে। পাদটীকায় পাঠান্তর ও টিপ্পনী সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এবং বঙ্গানুবাদও যথাসম্ভব মূলানুগ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

প্রত্যহ সুদীর্ঘ সময় সহসা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে দুঃসহ গরমে অর্দ্ধসিদ্ধ হইয়া প্রায়ান্ধকারের মধ্যেই ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে প্রেসের কর্ম্মীগণকে কাজ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে বাধ্য হওয়া নিবন্ধন এবং সম্পাদক স্বয়ং প্রুফ্ সংশোধন করিতে না পারার জন্য গ্রন্থমধ্যে কিছু কিছু অশুদ্ধি অনুপ্রবেশ করিয়াছে। আশা করি, দেশব্যাপী বিদ্যুৎ সঙ্কটের বিষয় স্মরণ করিয়া সুধী সাধক ও ভক্ত পাঠকবর্গ উপরোক্ত অবস্থাধীনে সংঘটিত ভুলত্রুটিগুলি নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন গ্রন্থান্তর্গত ভুলত্রুটিগুলি প্রদর্শন করত বিশুদ্ধ রূপটিও তৎসহ লিখিয়া পত্রযোগে প্রকাশকের ঠিকানায় আমাকে জানান। পরবর্ত্তী সংস্করণে সেসব অশুদ্ধি অবশ্যই সংশোধন করা হইবে।

সর্ব্বশেষে অনন্তশক্তি তন্ত্রেশ্বরী দুর্গা-দুর্গতিনাশিনী দীনদয়াময়ী মহাদেবীর শ্রীচরণসরোজে তন্ত্রাশ্রিত ও তন্ত্রপ্রাণ ভক্তসাধকগণের সর্ব্বাদিকে মঙ্গলোন্নতি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়া বক্তব্য সমাপ্ত করিলাম। অলমতিবিস্তারেণ—

শ্যামাপূজা, ১৩৮৫ সন, সর্ব্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী
কলিকাতা।

সূচীপত্র

পূর্বখণ্ড

পৃষ্ঠা

উত্তরখণ্ড

যোগিনীতন্ত্রম্

পূর্ব্বভাগঃ

প্রথমঃ পটলঃ

ওঁ নমো মহাভৈরবায়।

কৈলাসশিখরারূঢ়ং শঙ্করং পরমেশ্বরম্।
পপ্রচ্ছ গিরিজাকান্তং পার্ব্বতী বৃষভধ্বজম্ ॥১

শ্রীদেব্যুবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞানময় প্রভো।
সূচিতং যোগিনীতন্ত্রং তন্মে বদ জগদ্গুরো ॥২
মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং তস্য পুরা শ্রীশৈলমন্দিরে।
বারাণস্যাং কামাখ্যায়াং[১] নেপালে মন্দরাচলে ॥৩

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যোগিনীতন্ত্রমুত্তমম্।
পাবনং পরমং ধন্যং মোক্ষৈকফলদায়কম্ ॥৪

কৈলাসশিখরে গিরিজাপতি বৃষভধ্বজ পরমেশ্বর শঙ্কর উপবিষ্ট, এমন সময় ভগবতী পার্ব্বতী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১

হে ভগবন্! সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞানময় প্রভো! আপনি পূর্ব্বে শ্রীশৈলমন্দিরে, বারাণসীতে, কামরূপে, নেপালে ও মন্দরপর্ব্বতে যাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের প্রস্তাবনা করিয়াছিলেন, হে জগদ্গুরো! আমার নিকট সেই যোগিনীতন্ত্র বর্ণনা করুন।২—৩

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি! মোক্ষফলপ্রদ, পরমধন্য পরমপাবন ও পরমোৎকৃষ্ট যোগিনীতন্ত্র আমি তোমাকে বলিব।৪

---

(১) কামরূপে ইতি পাঠান্তরম্।

গোপিতব্যং প্রযত্নেন মম ত্বং প্রাণবল্লভে।
যথান্যো লভতে নৈব[১] তথা কুরু প্রিয়ংবদে ॥৫
এতত্তন্ত্রং বরারোহে সুরাসুরসুদুর্ল্লভম্।
কাঙ্ক্ষন্তি দেবতাঃ সর্ব্বাঃ শ্রোতুং তন্ত্রমনুত্তমম্ ॥৬
যক্ষাদ্যাঃ পরমেশানি ন তেভ্যঃ কথিতং ময়া।
কথয়ামি তব স্নেহাম্বন্ধোঽহং পরমং ত্বয়া ॥৭
বিদ্যুৎকান্তিসমানাভ-দন্তপংক্তিবলাকিনীম্।
নমামি তাং বিশ্বমাতাং কালমেঘসমদ্যুতিম্।
মুণ্ডমালাবলীরম্যাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাম্ ॥৮
লোলজিহ্বাং ঘোররাবামারক্তলোচনত্রয়াম্[২]।
কোটিকোটিকলানাথ-বিগলন্মুখমণ্ডলাম্[৩] ॥৯
অমাকলাসমুল্লাসকিরীটোজ্জ্বলমণ্ডলাম্।
শবদ্বয়কর্ণভূষাং[৪] নানামণিবিভূষিতাম্ ॥১০

হে প্রিয়ম্বদে! হে প্রাণবল্লভে! তোমার ও আমার মধ্যে এই তন্ত্রের আলোচিত তত্ত্বকথার গোপনীয়তা পরমযত্নসহকারে রক্ষা করিতে হইবে যাহাতে ইহা অন্যে লাভ করিতে না পারে, তুমি তাহা অবশ্য করিবে।৫

হে বরারোহে! সুরাসুর-সুদুর্ল্লভ এই অত্যুত্তম তন্ত্র সমস্ত দেবগণই শ্রবণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন।৬

হে পরমেশ্বরি! আমি ইহা যক্ষাদির নিকটও ব্যক্ত করি নাই। তোমার পরমস্নেহভরে আবদ্ধনিবন্ধন এক্ষণে আমি তোমার নিকট তাহা বর্ণনা করিতেছি।৭

যাঁহার বদনমণ্ডলে বলাকবলীতুল্য বিদ্যুৎকান্তির ন্যায় আভাযুক্ত দন্তপংক্তি শোভা পাইতেছে, যাঁহার দেহ মুণ্ডমালাবলীদ্বারা শোভামানা, যিনি দিগম্বরা, মুক্তকেশী, যিনি বিশ্বমাতা, বিশ্বেশ্বরী ও কালমেঘের ন্যায় কান্তিবিশিষ্টা, সেই কালিকাদেবীকে প্রণাম করি।৮

যিনি লোলজিহ্বাযুক্ত, যাঁহার লোচনত্রয় অলক্তকবর্ণ এবং রব অতিভয়ঙ্কর, যাঁহার মুখমণ্ডল হইতে কোটি-কোটি শশধর বিগলিত হইতেছে, যাঁহার শিরোদেশো সমুজ্জ্বল কিরীটমণ্ডল অতিশয় উল্লাসযুক্ত ও প্রফুল্ল শোভা বিস্তার করিতেছে; যাঁহার শ্রবণযুগলে শবদ্বয় বিভূষিত হইতেছে, যাঁহার অঙ্গসকল নানাবিধ মণি দ্বারা

---

(১) এবম্ ইতি পাঠান্তরম্।
(২) আরক্তান্তত্রিলোচনাম্ ইতি পাঠান্তরম্।
(৩) বিলসন্মুখমণ্ডলাম্— ইতি পাঠান্তরম্।
(৪) অমাকলাসমুল্লাসোজ্জ্বলৎকোটীরমণ্ডলাম্।
শবদ্বয়াভূষকর্ণাং …॥ ইতি পাঠান্তরম্।

সূর্য্যকান্তেন্দুকান্তৌঘ-প্রোল্লাসকর্ণভূষণাম্(১) ।
মৃতহস্তসহস্রৈস্তু কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্ ॥১১
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্ত-ধারাবিস্ফুরিতাননাম্ ।
খড়্গমুণ্ডবরাভীতি-সংশোভিতচতুর্ভুজাম্ ॥১২
দন্তুরাং পরমাং নিত্যাং রক্তমণ্ডিতবিগ্রহাম্ ।
শিবপ্রেতসমারূঢ়াং মহাকালোপরি স্থিতাম্ ॥১৩
বামপাদং শবহৃদি দক্ষিণে লোকলাঞ্ছিতম্(২) ।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং সমস্তভুবনোজ্জ্বলম্ ॥১৪
বিদ্যুৎপুঞ্জসমানাভোজ্জ্বলজ্জটাবিরাজিতম্ ।
রজতাদ্রিনিভং দেবং স্ফটিকাচলবিগ্রহম্ ॥১৫
দিগম্বরং মহাঘোরং চন্দ্রার্কপরিমণ্ডিতম্ ।
নানালঙ্কারভূষাঢ্যং ভাস্বৎস্বর্ণতনূরুহম্ ॥১৬
যোগনিদ্রাধরং শম্ভুং স্মেরাননসরোরুহম্ ।
বিপরীতরতাসক্তাং মহাকালেন সন্ততম্ ॥১৭

বিভূষিত এবং সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্ত মণি যাঁহার উল্লসিত কর্ণভূষণ, যাঁহার কটিতট শবহস্ত-সহস্র দ্বারা বিরচিত কাঞ্চীমালার ন্যায় পরিবেষ্টিত, যাঁহার মুখমণ্ডলে উচ্চকলধ্বনিকৃত হাস্য শোভা পাইতেছে, যাঁহার সৃক্কণীযুগল হইতে শোণিতধারা বিগলিত হইয়া মুখমণ্ডল বিস্ফুরিত করিতেছে, যাঁহার ভুজচতুষ্টয় খড়্গ মুণ্ড এবং বর অভয়দ্বারা সুশোভিত ; যাঁহার বিগ্রহ শোণিতচ্ছটায় মণ্ডিত, দন্তপংক্তি উচ্চ ও বিকট, যিনি শিবপ্রেতোপরি আরূঢ়া এবং মহাকালোপরি সংস্থিতা, সেই পরমা নিত্যা সনাতনী দেবীকে প্রণাম ।৯—১৩

তাঁহার বামপদ শবহৃদয়ে সংস্থিত এবং দক্ষিণ চরণ লোক-লাঞ্ছিত কোটিসূর্য্য-তুল্যপ্রভ সমস্ত ভুবন উজ্জ্বলকারী বিদ্যুৎপুঞ্জনিভ সমুজ্জ্বল জটাজাল-মণ্ডিত রজতগিরির ন্যায় ধবল স্ফটিকাচলতুল্য, দিগম্বর, মহাঘোর দর্শন, চন্দ্র-সূর্য্য পরিভূষিত, এবং নানাবিধ ভূষণে শোভিত, প্রদীপ্ত সুবর্ণ-সদৃশ লোমরাজি বিশিষ্ট যোগনিদ্রারত, ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখকমল, অখিলব্রহ্মাণ্ডপ্রকাশকারী মহাকাল শঙ্কর বিদ্যমান ।১৪—১৬

মহাকালের সহিত যিনি বিপরীত সুরতে আসক্তা, ঘোররাবী শিবাগণে

---

(১) প্রোল্লসৎকর্ণভূষণাম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

(২) লোকলাঞ্ছিতাম্—ইত্যাদি পাঠান্তর । এরূপ ১৭ শ্লোক পর্যন্ত সর্বত্রই স্ত্রীলিঙ্গে দেবীর বিশেষণ পাঠান্তর আছে ।

অশেষব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড-প্রকাশিতমহোজ্জ্বলাম্ ।
শিবাভির্ঘোররাবাভি-র্বেষ্টিতাং প্রলয়োদিতাম্ ॥১৮
কোটিকোটিশরচ্চন্দ্র-ন্যক্কৃতানখমণ্ডলাম্ ।
সুধাপূর্ণশীর্ষহস্ত-যোগিনীভির্বিরাজিতাম্ ॥১৯
আরক্তমুখমদ্যাভি[১]-র্মত্তাভিরন্বগাং চ বৈ ।
ঘোররূপৈর্মহানাদৈ-শ্চণ্ডতাপৈশ্চ ভৈরবৈঃ ॥২০
গৃহীতশবকঙ্কাল-জয়শব্দপরায়ণৈঃ ।
নৃত্যদ্ভির্বাদনপরৈ রনিশঞ্চ দিগম্বরৈঃ ।
শ্মশানালয়মধ্যস্থাং ব্রহ্মাদ্যুপনিষেবিতাম্ ॥২১
অধুনা শৃণু দেবেশি তন্ত্ররাজং সুদুর্ল্লভম্ ।
কথয়ামি তব স্নেহান্ন প্রকাশ্যং কথঞ্চন ।
অতীব স্নেহবন্ধেন ভক্ত্যা দাসোঽহস্মি তে প্রিয়ে ॥২২
গুরুমূলমিদং শাস্ত্রং গুরুমূলমিদং জগৎ ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুরেব শিবঃ স্বয়ম্ ।
গুরুর্যস্য বশীভূতো দেবাস্তং প্রণমন্তি চ ॥২৩

পরিবেষ্টিতা, যিনি প্রলয়কালের ন্যায় সংহার-মূর্ত্তি, যিনি নখমণ্ডলপ্রভাদ্বারা কোটি কোটি শরচ্চন্দ্রকে ন্যক্কৃত (ধিক্কৃত, অর্থাৎ তুচ্ছীকৃত) করিতেছেন, যিনি মস্তকমণ্ডলে ও করসমূহে সুধাধারিণী আরক্তমুখমণ্ডলা ও মদমত্তা যোগিনীগণে বিরাজিতা এবং যিনি মহানাদ, ঘোররূপ প্রচণ্ড প্রতাপ দিগম্বর বেশ নিরন্তর নৃত্যবাদ্যনিরত শবকঙ্কাল-জালগ্রাহী ও জয়শব্দপরায়ণ ভৈরবনিকরে অনুগতা অর্থাৎ ভৈরবগণ-বেষ্টিতা শ্মশানালয়মধ্যস্থা, ব্রহ্মাদি দেবগণে পরিসেবিতা, সেই মহাকালী দেবীকে নমস্কার করি। ১৭—২১

হে দেবেশ্বরি! এক্ষণে সুদুর্ল্লভ তন্ত্ররাজ যোগিনীতন্ত্র শ্রবণ কর। হে প্রিয়ে! তোমার অতিশয় ভক্তি ও স্নেহনিবন্ধন আমি তোমার দাস, অতএব তোমার প্রতি প্রণয়বশত এই শ্রেষ্ঠ তন্ত্র তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি কিন্তু কখনও ইহা প্রকাশ করিও না।২২

হে দেবি! এই শাস্ত্র গুরুমূলক এবং এই জগৎও গুরুমূলক; গুরুই পরম ব্রহ্ম এবং গুরুই সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ। গুরু যাঁহার বশীভূত হন, দেবতাগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া থাকেন।২৩

---

(১) আরক্তমুখভীমা ভমদমত্তাভিরন্বিতম্ ইতি পাঠান্তরম্।

অপি ব্যাধিগলৎপাদ-প্রক্ষালনজলং যদি।
পিবেদমৃতভাবেন যঃ স দেবীপুরং ব্রজেৎ ॥২৪
সুরাং যদ্যপ্যসংস্কারাং গুর্ব্বনুজ্ঞাবিধঃ[১] পিবেৎ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তত্রাপি[২] বেদেঽপি স্থিত এব হি ॥২৫
অপি তন্ত্রবিরুদ্ধং বা গুরুণা কথ্যতে যদি।
অথবা স্বমতং[৩] বেদৈ-র্ম্মহারুদ্রবচো যথা।
সর্ব্বং গুর্ব্বাজ্ঞয়া কার্য্যং তত্ত্বস্যাগমনং বিনা ॥২৬
অদ্বৈতং দেবতৈশ্বর্য্যং ন দ্বৈতং গুরুণা সহ।
নাদ্বৈতং প্লবতে কার্য্যং ন সমোঽস্তীহ ভুবনে ॥২৭
গুরুর্গতির্গুরুর্দ্দেবো গুরুর্দ্দেবী তথা প্রিয়ে।
স্বর্গলোকে মর্ত্ত্যলোকে নাগলোকে চ বর্ত্ততে ॥২৮
অল্পজ্ঞো নাল্পবিজ্ঞো বা গুরুদেবঃ সদা গতিঃ।
গুরুবদ্‌ গুরুপুত্রেষু গুরুবত্তৎসুতাদিষু ॥২৯

গুরু ব্যাধিবিগলিত হইলেও যদি তাঁহার পাদ-প্রক্ষালনবারি পান করে, তবে সেই মানব দেবীপুরে গমন করিয়া থাকে।২৪

গুরুর আজ্ঞাবিধির বশবর্ত্তী হইয়া অসংস্কৃত সুরাপান করিলেও তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত নাই এবং তদ্দ্বারা বেদবিধির অমর্য্যাদা হয় না।২৫

গুরু নিজমতে যাহা ব্যক্ত করিবেন, তন্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও তাহা বেদতুল্য এবং মহারুদ্রদেবের বাক্যতুল্য জানিবে। তত্ত্বাগম ব্যতিরেকে গুরুর আজ্ঞা সর্ব্বকার্য্যেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।২৬

দেবতৈশ্বর্য্য অদ্বৈত, গুরুর সহিত তাহার দ্বৈতভাব নাই। অদ্বৈত, গুরুকে ও গুরুকার্য্য অতিক্রম করিতে পারে না, ত্রিভুবনে গুরুর সমান কেহই নাই।২৭

হে প্রিয়ে! স্বর্গলোকে, মর্ত্ত্যলোকে ও নাগলোকে গুরুই একমাত্র গতি, গুরুই দেব এবং গুরুই দেবী।২৮

গুরু অল্পজ্ঞানসম্পন্নই হউন বা বহুজ্ঞানসম্পন্নই হউন, গুরু সততই গতি। হে মহেশ্বরি! গুরুপুত্র এবং গুরুপুত্রের পুত্র সকল গুরুতুল্য ভাবনা করিবে।২৯

---

(১) গুর্ব্বনুজ্ঞাবলাৎ—ইতি পাঠান্তরম্‌।
(২) তত্রাস্তি……এষ হি—ইতি পাঠান্তরম্‌।
(৩) স্বমতং সদৃশং বেদৈঃ—পাঠান্তরম্‌।

গুরুপত্নী মহেশানি গুরুরেব ন সংশয়ঃ।
গুরোরুচ্ছিষ্টবৎ দেবি তৎসুতোচ্ছিষ্টমেব চ।
ভোজনীয়ং ন সন্দেহো বিকারশ্চেদধোগতিঃ[১] ॥৩০
গুরূচ্ছিষ্টং মহাদেবি ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্লভম্।
গুরূচ্ছিষ্টং তথা প্রোক্তং মহাপূতং পরাৎপরম্ ॥৩১
গুরুণা গুরুপত্ন্যা বা গুরুপুত্রেণ বা প্রিয়ে।
ভুক্তান্নং মুষ্টিমাত্রং বা যো হদ্যাদর্ষবিংশতিঃ[২]।
চিরজীবী জরারোগবিমুক্তোঽন্তে শিবো ভবেৎ ॥৩২
গুর্বন্তিকে যদি বসেৎ পঞ্চাশদ্বর্ষমুত্তমে।
ভৈরবাচারসম্পন্নস্তৎপাদপরিচারকঃ ॥
ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগানন্তে দেবগণো[৩] ভবেৎ ॥ ৩৩
রূপযৌবনসম্পন্নৈ রুদ্রকন্যাগণৈঃ সহ।
অসৌ বিহরতি বীরো যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্ ॥৩৪

হে মহেশানি! গুরুপত্নী গুরুর তুল্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে প্রেয়সি! গুরুর উচ্ছিষ্টের ন্যায় গুরুপুত্রের উচ্ছিষ্টও ভোজনীয়, তাহাতে সংশয়, সন্দেহ বা দ্বিধা করিবার কিছু নাই, ইহাতে বিকার (ভাবান্তর) জন্মিলে অধোগতি হয়।৩০

হে মহাদেবি! গুরুর উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ, গুরুর উচ্ছিষ্ট মহাপবিত্র ও পরাৎপর (অতি দুর্লভ) বস্তু।৩১

হে প্রিয়ে! গুরু, গুরুপত্নী বা গুরুপুত্র কর্তৃক প্রদত্ত মুষ্টিমাত্র ভুক্তাবশিষ্ট অন্নও যে ব্যক্তি বিংশতি বৎসর ভক্ষণ করে, সে জরা ও ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া চিরজীবী হয় এবং অন্তকালে শিব-স্বরূপ হন, সন্দেহ নাই।৩২

হে সত্তমে! যে মানব, ভৈরবাচারসম্পন্ন এবং গুরুপাদপদ্মের পরিচারক হইয়া গুরুর সান্নিধানে পঞ্চাশৎ বৎসর বাস করে, সে ইহকালে উৎকৃষ্ট ভোগ্য সম্ভোগ করিয়া অন্তকালে দেবগণমধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।৩৩

সেই বীর, যে পর্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য ও তারকা বিদ্যমান থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত রূপযৌবনসম্পন্ন রুদ্রকন্যাগণের সহিত বিহার করিয়া থাকে।৩৪

---

(১) ভোজনীয়ং ন সন্দেহোঽন্যথা চেদধোগতিঃ।

(২) ভুক্ত মান্নং মুষ্টিমাত্রং বা যো বৎসরবিংশতিম্। চিরজীবী…।

(৩) দেবগণে ভবেৎ—পাঠান্তরম্।

প্রাতরুত্থায় যো নিত্যং গুরৌ দণ্ডনতিঞ্চরেৎ[১] ।
তৎসুতং তত্তনয়াং বা প্রণমেদ্বিধিপূর্ব্বকম্ ।
স সিধ্যতি বরারোহে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।৩৫
যত্রাশায়াং গুরোঃ স্থানং নিত্যং প্রাতশ্চ তন্মুখঃ ।
গুরুং তদ্দয়িতাপুত্রপুত্রীরুদ্দিশ্য[২] মানবঃ ।
প্রণমেদ্ভক্তিসংযুক্তঃ স সিদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৬
গুরোঃ স্থানং হি কৈলাসং গৃহং চিন্তামণের্গৃহম্ ।
বৃক্ষালী কল্পবৃক্ষালী[৩] লতা কল্পলতা স্মৃতা ।
জলখাতং স্বর্গগঙ্গা সর্ব্বং পুণ্যময়ং শিবে ॥৩৭
গুরুগৃহে স্থিতা দাস্যো ভৈরব্যঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ।
ভৃত্যা ভৈরবরূপাশ্চ[৪] ভাবয়েন্মতিমান্ সদা ॥৩৮
প্রদক্ষিণং কৃতং যেন গুরোঃ স্থানং মহেশ্বরি ।
প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥৩৯

হে বরারোহে! যে মানব প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া, গুরুকে, গুরুতনয়কে এবং গুরুতনয়াকে বিধিপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া থাকে, সে অবশ্যই সিদ্ধ হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ।৩৫

যে দিকে গুরুর স্থান, প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেইদিকে মুখ করিয়া গুরুপত্নীকে বা তাঁহার পুত্র কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া, যে মানব ভক্তিসংযুক্তহৃদয়ে প্রণাম করে সে ইহলোকে সিদ্ধ হয়, সন্দেহ নাই ।

গুরুর স্থান কৈলাসই, গুরুর গৃহই চিন্তামণির (অভীষ্টদায়ক মণি বা রত্ন অর্থাৎ পরমার্থ বিধায়ক ভগবান) গৃহ বা আবাস, কল্পবৃক্ষাবলীই (অভীষ্টফলপ্রদ স্বর্গবৃক্ষ, যাহার নিকট প্রার্থনামাত্রই প্রার্থিত বস্তু লাভ হয়) গুরুর বৃক্ষাবলী, কল্পলতাই গুরুর লতা। স্বর্গগঙ্গাই গুরুর জলখাত। অতএব, হে শিবে! গুরুর সকলই পুণ্যময় ।৩৭

মহেশ্বরি! মতিমান্ ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, গুরুগৃহে-স্থিতা দাসীগণ ভৈরবীতুল্য, ভৃত্যগণ ভৈরবস্বরূপ ।৩৮

যে গুরুর স্থান প্রদক্ষিণ করে, সে ব্যক্তি সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণ করার ফলপ্রাপ্ত হয় জানিবে ।৩৯

---

(১) প্রাতরুত্থায় যো মর্ত্ত্যো গুরবে প্রণতিঞ্চরেৎ ।

(২) গুরুং তদ্দয়িতাং পুত্রান্ ··· ।

(৩) বৃক্ষালিঃ কল্পবৃক্ষালিঃ

(৪) ভৃত্যান্ ভৈরবরূপাংশ্চ ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

গুরুঃ কো বা মহেশান বদ মে করুণাময়।
তত্ত্বাপ্যাধিক[১] এবায়ং গুরুস্তত্বয়া প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪০

ঈশ্বর উবাচ।

আদিনাথ মহাদেবি মহাকালো হি যঃ স্মৃতঃ।
গুরুঃ স এব দেবেশি সর্ব্বমন্ত্রেঽধুনা পরঃ ॥৪১
শৈবে শাক্তে বৈষ্ণবে চ গাণপত্যে তথৈন্দবে।
মহাশৈবে চ সৌরে চ স গুরুর্নাত্র সংশয়ঃ।
মন্ত্রবক্তা স এব স্যান্নাপরঃ পরমেশ্বরি ॥৪২
মন্ত্রপ্রদানকালে হি মানুষো নগনন্দিনি।
অধিষ্ঠানং ভবেত্তস্য মহাকালস্য শঙ্করি[২]।
অতস্তু গুরুতা দেবি হ্যমানুষী ন সংশয়ঃ[৩] ॥৪৩
মন্ত্রদাতা শিরঃপদ্মে যজ্জ্ঞানং কুরুতে গুরুঃ।
তজ্জ্ঞানং কুরুতে দেবি শিষ্যোঽপি শীর্ষপঙ্কজে ॥৪৪

দেবী কহিলেন, হে মহেশান! হে করুণাময়! গুরু কে? তাঁহার স্বরূপ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। আপনি আপনা হইতেও গুরুর আধিক্য কীর্ত্তন করিলেন, অতএব তাঁহার বিশেষ বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় ॥৪০

ঈশ্বর কহিলেন, হে মহাদেবি! যিনি আদিনাথ মহাকাল, তিনিই এক্ষণে পরমগুরু।৪১

শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপাত্য, ঐন্দব, মহাশৈব, সৌরাদি মন্ত্রে তিনিই মন্ত্রবক্তা, গুরু অপর কেহই নন, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে পরমেশ্বরি! হে নগনন্দিনি! মন্ত্র প্রদানকালে তিনিই মানুষরূপে মন্ত্র প্রদান করেন।৪২

হে শঙ্করি! সেই সময় সেই গুরুরূপে মহাকালেরই অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। হে দেবি! এই হেতু গুরুর সমস্ত কর্ম্ম অমানুষী বা অতিমানুষিক অর্থাৎ মানবীয় শক্তির অতীত অলৌকিক বলিয়া জানিবে, এবিষয়ে সংশয় নাই।৪৩

শিবস্বরূপ মন্ত্রদাতা গুরু সহস্রারপদ্মে বিরাজিত। হে দেবি! শিষ্য স্বীয় মস্তকোপরি অবস্থিত কমল মধ্যে সেই গুরুর ধ্যান করিবে।৪৪

---

(১) ত্বত্তোঽধিক।
(২) শাম্ভবি।
(৩) দেবি হ্যমানুষী চেয়ং গুরুতা নাত্র সংশয়ঃ।

অতএব মহেশানি এক এব গুরুঃ স্মৃতঃ।
অধিষ্ঠানং ভবেত্তস্য মানুষস্য মহেশ্বরি।
মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং তস্য সর্ব্বশাস্ত্রেষু শঙ্করি ॥৪৫
বিশেষমনুবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং গুরুগোচরম্।
পশুমন্ত্রপ্রদানে তু মর্য্যাদা দশপৌরুষী ॥৪৬
বীরমন্ত্রপ্রদানে তু পঞ্চবিংশতিপৌরুষী।
মহাবিদ্যাসু সর্ব্বাসু পঞ্চাশৎপৌরুষী মতা ॥৪৭
ব্রহ্মযোগপ্রদানে তু মর্য্যাদা শতপৌরুষী।
ব্রহ্মযোগো মহাদেবি ভেরুণ্ডায়াং প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪৮
গুরুপাদোদকং পুণ্যং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্।
সর্ব্বতীর্থাবগাহে তু যৎ ফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥৪৯
তৎফলং প্রাপ্নুয়ান্মর্ত্ত্যো গুরুপাদোদকাৎ কণাৎ[১]।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু যোঽভিষেকং সমাচরেৎ ॥৫০
পীতং পুতঞ্চ কুরুতে সর্ব্বপাপেভ্য এব হি।
বিশেষতো মহামায়ে তৎক্ষণাচ্ছিবতাং ব্রজেৎ ॥৫১

অতএব হে মহেশানি! গুরুই একমাত্র প্রধান জানিবে। মন্ত্রদানকালে সেই অলৌকিক অতিমানবিক দেবের অধিষ্ঠান হয়। হে শঙ্করি! সেই গুরুমাহাত্ম্য সর্ব্বশাস্ত্রেই কীর্ত্তিত হইয়াছে।৪৫

হে মহাদেবি! আমি তোমার নিকট গুরুমাহাত্ম্য বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি। পশুমন্ত্র প্রদানে গুরুর দশপৌরুষীমর্য্যাদা, বীরমন্ত্র প্রদানে পঞ্চবিংশতিপৌরুষী, সর্ব্বমহাবিদ্যামন্ত্র প্রদানে পঞ্চাশৎপৌরুষী, ব্রহ্মযোগ মন্ত্র প্রদানে শতপৌরুষী মর্য্যাদা জানিবে। ভেরুণ্ডাতন্ত্রে ব্রহ্মযোগ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।৪৬—৪৮

সর্ব্বতীর্থাবগাহনে যে পুণ্য, গুরুর পাদোদক পান করিলেও সেই পুণ্য হয়।৪৯

সকল তীর্থ অবগাহনে মানবগণ যে ফল পায়, গুরুপাদোদকের কণামাত্র পান করিয়াই সেই ফলপ্রাপ্তি হয়। যে গুরুপাদোদকে অবগাহন বা স্নান করে, তাহার একসঙ্গে সকল তীর্থস্নানের ফল লাভ হয়।৫০

গুরুপাদোদক পান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পবিত্র হয়। হে মহামায়ে! বিশেষতঃ এই পাদোদক পানের ফলে সে শিবত্ব লাভ করে।৫১

---

(১) পাদোদককণাদ্গুরোঃ।

গুরোঃ পদরজো শীর্ষে ধারয়েদ্ যস্তু মানবঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ স শিবো নাত্র সংশয়ঃ ॥৫২
তেনৈব রজসা দেবি তিলকং যস্তু কারয়েৎ।
চতুর্ভুজো ন সন্দেহঃ স বৈকুণ্ঠপতির্ভবেৎ ॥৫৩
তদ্রজো ভক্ষ্যতে যেন একস্মিন্ দিবসেঽপি চ।
কোটিযজ্ঞমহাফলং লভতে স ন[১] সংশয়ঃ ॥৫৪
ইতি তে কথিতং দেবি রহস্যং গুরুগোচরম্।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন স্বকীয়ং কুলপৌরুষম্ ॥৫৫
ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রে প্রথমঃ পটলঃ।

যে মানব নিজ মস্তকে গুরুপাদপদ্মধূলি ধারণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবতুল্য হয়, সন্দেহ নাই।৫২

হে দেবি! গুরুপদরজ দ্বারা যে তিলক করে, সে চতুর্ভুজ হইয়া বৈকুণ্ঠপতি হয়, ইহাতে আর সংশয় কি?৫৩

যে মানব একদিন মাত্র গুরুর পদধূলি ভক্ষণ করে সে কোটি মহাযজ্ঞের ফললাভ করে, সন্দেহ নাই।৫৪

হে দেবি! তোমার নিকট আমি গুরুর এই রহস্য ব্যক্ত করিলাম। স্বকীয় কুলপৌরুষস্বরূপ এই গুরুতত্ত্ব সর্ব্ব প্রযত্নে গোপনীয় ও অপ্রকাশ্য জানিবে।৫৫

ইতি সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তম শ্রীযোগিনীতন্ত্রের চতুর্বিংশতিসাহস্রে দেবীশ্বর-সংবাদে প্রথম পটল সমাপ্ত।

---

(১) লভতে নাত্র সংশয়ঃ।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

পরমানন্দসন্দোহ চরাচরজগদ্‌গুরো।
শ্রুতং তে গুরুমাহাত্ম্যং গুহ্যাদ্‌ গুহ্যতরং হি যৎ ॥১
অহঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি কালীং সকলতারিণীম্‌।
কথিতা সা মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা চ যামলে ॥২
মহামহাব্রহ্মবিদ্যা চামুণ্ডা তন্ত্রগোচরে[১]।
আজ্ঞাপয় মহাদেব রহস্যং কৃপয়া শিব ॥৩

ঈশ্বর উবাচ।

মহামহাব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যেয়ং[২] কালিকা মতা।
যামাসাদ্য চ নির্ব্বাণমুক্তিমেতি নরাধমঃ ॥৪
অস্যা উপাসকাশ্চৈব ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবাদয়ঃ[৩]।
রহস্যং কথ্যতে দেবি সর্ব্বলোকা উপাসকাঃ ॥৫

দেবী বলিলেন, হে পরমানন্দাসন্দোহ চরাচরজগদ্‌গুরো শঙ্কর মহাদেব! আপনার নিকটে আমি গুহ্য হইতে গুহ্যতর গুরুমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম।১

এক্ষণে হে দেব! নিখিল-চরাচর-বিশ্বের মুক্তিবিধাতৃ কালিকা মহাবিদ্যার রহস্যকথা শ্রবণ করিতে আমার হৃদয়ে বড় অভিলাষ হইয়াছে। সেই মহাবিদ্যার ও সিদ্ধবিদ্যার বিষয় যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে।২

তন্ত্রশাস্ত্রেও মহামহাব্রহ্মবিদ্যার এবং চামুণ্ডার বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে মহাদেব! আমার প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া সেই কালিকা রহস্য বর্ণনা করুন।৩

ঈশ্বর কহিলেন, এই মহামহাব্রহ্মবিদ্যাই কালিকাবিদ্যা; নরাধম ব্যক্তিও এই বিদ্যাপ্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়।৪

হে দেবি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি সকলে ঐ মহামহাবিদ্যার উপাসক। হে দেবেশি! এক্ষণে কালিকাদেবীর উপাসনা-রহস্য ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর।৫

---

(১) মহামহাব্রহ্মবিদ্যাং চামুণ্ডাং তন্ত্রগোচরে। আজ্ঞাপয় মহাকালীরহস্যং কৃপয়া শিব।
(২) পরেয়ম্‌।
(৩) রহস্যং কথ্যতে দেবি সর্বলোকস্তথৈব চ।
অস্যা উপাসকাশ্চৈব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।.৫

কালিকায়াঃ প্রসাদেন সর্ব্বে মুক্ত্যাদিভাগিনঃ।
সা কালীনাং সহস্রাণি[১] জপ্যানি চ হি কোটিশঃ ॥৬
তস্মাৎ সুভগো ভবতি[২] কালীসাধনতৎপরঃ।
কালী চ জগতাং মাতা সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতা ॥৭
কালীমন্ত্রং জপেদ্ যো হি কালীপুত্রো ন সংশয়ঃ ॥৮
ত্যজসি ত্বং পরঞ্চৈতৎ পুমাংসং পরমং তথা।
সদ্যশত্বং কদাচিৎ কালে ত্যজসি ত্বং জগন্ময়ি।
কালীবিদ্যা সমাসাদ্য ন ত্যজতি[৩] কদাচন ॥৯
গতং[৪] শূদ্রস্য শূদ্রত্বং ব্রাহ্মণানাঞ্চ বিপ্রতা।
মন্ত্রগ্রহণমাত্রে তু সর্ব্বে শিবসমাঃ কিল ॥১০
বারাণসীং নগরীং বা গঙ্গাং প্রাপ্য যথৈব তে।
স্বমন্ত্রগ্রহণাদেব সর্ব্বে শিবসমাঃ কিল ॥১১
অপি চেৎ ত্বৎসমা নারী মৎসমঃ পুরুষোঽস্তি চেৎ।
তস্যৈব জননী ধন্যা পিতা তস্য সুরোত্তমঃ ॥১২

হে দেবি! সকলেই তাঁহার উপাসক হইতে পারে; কালিকার প্রসাদে সকলেই মুক্তিভাগী হইতে পারে। সেই কালিকাবিদ্যামন্ত্র সহস্রবার বা কোটিবার জপ করিলে কালীসাধনতৎপর মানব সেই পুণ্যফলে ভাগ্যবান হয়। কালী জগতের মাতা, ইহা সকল শাস্ত্রেই সন্দেহাতীত ও নিশ্চিতরূপে নির্ণীত সিদ্ধান্ত।৬—৭

যে নর কালীমন্ত্র জপ করে, সে কালীর পুত্র—তাহাতে সন্দেহ নাই। হে জগন্ময়ি! কালীমন্ত্রতৎপর এই পরমপুরুষকে তুমিও কদাচিৎ ত্যাগ করিতে পার। কখনও স্বরূপত্ব ত্যাগ করিতে পার, কিন্তু কালিকাবিদ্যা এই পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া কখনও ত্যাগ করিতে পারেন না।৮—৯

যদ্যপি শূদ্রের শূদ্রত্ব এবং ব্রাহ্মণের বিপ্রত্ব গত হইয়া থাকে, তথাপি কালীমন্ত্র গ্রহণমাত্রেই তাহারা শিবতুল্য হয়।১০

ঐ সকল শূদ্রগণ ও বিপ্রগণ বারাণসী নগরীতে বা গঙ্গাতটে যদি কালীমন্ত্র গ্রহণ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহারা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়।১১

হে দেবি! যদি তোমার সমান নারী ও আমার তুল্য পুরুষ থাকেন. তবে তাঁহারা ঐ কালীমন্ত্রব্রত মানুষের জনক ও জননী হইতে পারেন। ধরণীতে তাঁহার জননী ধন্যা ও তাঁহার পিতা সুরশ্রেষ্ঠ দেবহৃদয়সম্পন্ন হইয়া থাকেন।১২

---

(১) রহস্যাস্য সহস্রাবৃত্ত্যা জপ্ত্বা বাপি কোটিশঃ।
(২) ভাগ্যবান্ জায়তে যস্মাৎ।
(৩) কালীবিদ্যাং সমাসাদ্য ন ত্যক্তুং শক্নুযাৎ কচিৎ।
(৪) গচ্ছেৎ ইতি পাঠান্তরম্।

তস্যৈব পিতরঃ সর্গং যান্তি যস্মাৎ সুদুর্ল্লভম্।
যেন ভাগ্যবশাদ্দেবি সা বা ভক্ত্যা সমাশ্রিতা ॥১৩
আশংসন্তি হি পিতরো নরাণাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
কদাস্মাকং[1] কুলে পুত্রঃ কালীমন্ত্রমুপাশ্রয়েৎ।
তদা মুক্তিপুরীং প্রাপ্য বিররাম[2] সদৈব হি ॥১৪
কালী তারা তথা ছিন্না গুরুশ্চ[3] ভূপতিস্তথা।
একত্বেন চ বোদ্ধব্যং ভেদেন নরকং ব্রজেৎ ॥১৫
তারাশিষ্যস্ত্যজেৎ কালীং কালীশিষ্যস্তু তারিণীম্।
ছিন্নামহিষমর্দ্দিন্যোঃ কদাচিৎ পূজনং স্মৃতম্ ॥১৬
যদি বা পূজয়েত দেবী নান্যথৈব ন[4] প্রপূজয়েৎ।
কালীত্বেন চ সংভাব্য অন্যত্র পূজয়েচ্ছিবে ॥১৭
যা কালী পরমা বিদ্যা সৈব তারা ন সংশয়ঃ।
এতয়োর্ভেদভাবেন নানামন্ত্রা ভবন্তি হি।
উক্তং তৎ কালিকাকল্পে তারাকল্পে চ তে ময়া ॥১৮

হে দেবি! যে ব্যক্তি ভাগ্যবশে ভক্তিপূর্ব্বক কালীর আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার পিতৃগণ দুর্ল্লভ স্বর্গলাভ করেন।১৩

পুণ্যকারী নরগণের পিতৃগণ কামনা করেন যে, আমাদের বংশধরগণ কবে কোন শুভক্ষত্রে কালীমন্ত্র আশ্রয় করিবে, যখন আমরা মুক্তিপুরী প্রাপ্ত হইয়া নিত্য বিরাম উপভোগ করিব।১৪

কালী, তারা ও অন্যান্য মহাবিদ্যা গুরু ও ভূপতি এই সকলকেই সমান জ্ঞান করিবে, ভেদজ্ঞান করিলে নরকে গতি হইবে।১৫

কিন্তু তারা-শিষ্য কালী পূজা না করিয়া তারারই এবং কালীশিষ্য তারার পূজা না করিয়া কালীরই পূজা করিবে, কদাচিৎ (অর্থাৎ বিশেষ আবশ্যক স্থলে) ছিন্না ও মহিষমর্দ্দিনীর পূজাও করিতে পারে।১৬

হে দেবি! যদিই বা অন্য দেবতার পূজা করে, তবে অপরের পূজা না করিয়া তারাকে কালীরূপে এবং কালীকে তারারূপে ভাবনা করিয়া পূজা করিবে।১৭

যিনি পরমাবিদ্যা কালী, তিনিই পরমাবিদ্যা তারা, তাহাতে সংশয় নাই। এই উভয় মন্ত্রের ভেদে নানাবিধ মন্ত্র হইয়াছে। হে দেবি! আমি তোমাকে কালিকাকল্পে ও তারাকল্পে তৎসমুদায়ই বলিয়াছি।১৭—১৮

---

(১) যদাস্মাকং ইতি পাঠান্তরম্।
(২) বিরেমিম „ „ ।
(৩) …গুরুর্বৈ…একরূপেণ বোদ্ধব্যা।
(৪) যদি বা পূজয়েদ্দেবি নান্যদেবান্ প্রপূজয়েৎ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

নানাবিধানাং[১] দেবেশ কথয়স্ব প্রিয়ংবদ।
বিশেষতো মহাদেব রহস্যং জপকর্ম্মণঃ ॥১৯

ঈশ্বর উবাচ।

বর্ণমালা* শুভা প্রোক্তা সর্ব্বমন্ত্রপ্রদীপনী।
তস্যাঃ প্রতিনিধির্দ্দেবী মহাশঙ্খময়ী† শুভা ॥২০
মহাশঙ্খং করে যস্য তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ।
তদভাবে বীরবন্দ্যে স্ফাটিকী‡ সর্ব্বসিদ্ধিদা ॥২১
মণিসংখ্যাং মহাদেবি মালায়াঃ কথয়ামি তে।
পঞ্চবিংশতিভির্ম্মোক্ষঃ পুষ্টিস্তু সপ্তবিংশতিঃ ॥২২
ত্রিংশদ্ভির্ধনসিদ্ধিঃ স্যাৎ পঞ্চাশন্মন্ত্রসিদ্ধয়ে।
অষ্টোত্তরশতৈঃ সর্ব্বা সিদ্ধিরেব মহেশ্বরি ॥২৩

দেবী কহিলেন, হে দেবেশ! হে প্রিয়ম্বদ! আপনি আমার নিকট বিবিধ বিধানসমূহ প্রকাশ করুন; হে মহাদেব! প্রধানতঃ জপকর্ম্মের রহস্য আমার শুনিতে ইচ্ছা হয়।১৯

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি! কল্যাণদায়িনী বর্ণমালাই সর্ব্বমন্ত্রের উদ্দীপনকারী বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। হে মহাদেবি! সেই বর্ণমালার প্রতিনিধি মহাশঙ্খময়ী মালাই মঙ্গলদায়িনী।২০

যাহার হাতে মহাশঙ্খমালা বর্ত্তমান থাকে তাহার সিদ্ধি অদূরেই বিদ্যমান। হে বীরবন্দ্যে, (বীরপূজ্যা)! তদভাবে স্ফাটিক মালাই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী বলিয়া জানিবে।২১

হে দেবি! মালার মণিসংখ্যা বিষয়ে বলিতেছি শ্রবণ কর। পঞ্চবিংশতি সংখ্যায় মোক্ষলাভ, সপ্তবিংশতি সংখ্যায় পুষ্টিলাভ, ত্রিংশৎ সংখ্যায় ধনসিদ্ধি, পঞ্চাশৎ সংখ্যায় মন্ত্রসিদ্ধি, হে মহেশ্বরি অষ্টোত্তরশত সংখ্যায় সর্ব্বকামনাই সিদ্ধ হইয়া থাকে।২২—২৩

---

(১) নানাবিধানং।

† মহাশঙ্খ-এখানে শঙ্খ অর্থ 'মানুষের ললাটের অস্থি।' তন্ত্রমতে বীরাচার প্রসিদ্ধ নরকপালাস্থি দ্বারা নির্ম্মিত (জপের) মালা।

* বর্ণমালা বর্ণ (অক্ষর) মালা (শ্রেণী), অকারাদি স্বরবর্ণ এবং ক হইতে হ পর্য্যন্ত ব্যঞ্জন বর্ণশ্রেণী।

‡ স্ফাটিকী—স্ফটিক প্রস্তরের নির্ম্মিত।

শ্রীদেব্যুবাচ।

এতৎ সাধারণং প্রোক্তং বিশেষং কামিনাং বদ ॥২৪

শ্রীশিব উবাচ।

দন্তমালা জপে কার্য্যা গলে ধার্য্যা নৃষু শুভা।
দশনৈর্যদি কর্ত্তব্যা মন্ত্রসংখ্যা তথা প্রিয়ে ॥২৫
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মালা রাজদন্তেন[1] মেরুণা।
অন্যত্রাপি চ দেবেশি মেরু[2]স্থানৈবমাদিশেৎ ॥২৬
সঙ্কল্পবাক্যে যৎসংখ্যা[3] সংখ্যা তু জপহোময়োঃ।
তৎ শৃণুষ্ব মহেশানি ক্রমেণ কথয়ামি তে ॥২৭
শতং সহস্রময়ুতং লক্ষং কোটিস্তথৈব চ।
সর্ব্বত্র পরিসংখ্যেয়মবিশেষং মহেশ্বরি ॥২৮
বিশেষে তু মহেশানি বিশেষমাচরেৎ ক্বচিৎ।
শতাদিপ্রতিসংখ্যায়ামষ্টোত্তরং জপেৎ প্রিয়ে[4] ॥২৯

দেবী করিলেন, হে দেব! ইহা তো সামান্যভাবে কহিলেন; কিন্তু কাম্যকর্ম্মিগণের পক্ষে বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়া বলুন।২৪

ঈশ্বর কহিলেন, হে প্রিয়ে! জপ বিষয়ে দন্তমালা কর্ত্তব্য, তাহা গলায় ধারণ করিলে মানবগণের শুভসাধিনী হয়। যদি দশন দ্বারা মন্ত্রসংখ্যা কর্ত্তব্য হয়, তবে সর্ব্বপ্রধান দন্তটিকে মেরু করিলে সেই মালা দ্বারা জপ করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। হে দেবি! অন্য মালাতেও মেরুস্থলে সর্ব্বপ্রধান মালাটিকে গ্রহণ করিবে।২৫—২৬

হে মহেশ্বরি! সঙ্কল্পবাক্য এবং জপ ও হোমে যে সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে তাহা ক্রমশঃ বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর।২৭

হে মহেশানি! শতসহস্র অযুত লক্ষ ও কোটি সর্ব্বত্রই এই সাধারণ সংখ্যা নিরূপিত আছে।২৮

হে দেবি! জপ-বিষয়ে কোথাও বিশেষ এই যে, শতাদি সংখ্যার অষ্টসংখ্যা অধিক জপ করিতে হয়।২৯

---

(১) রাজদন্ত—উপরের পাটির সম্মুখবর্তী মাঝের দাঁত বা দন্তদ্বয় অথবা দুই পাটির সামনের দন্ত চতুষ্টয়।

(২) মেরু—জপমালার দুই প্রান্ত একত্র করিয়া যে গিরা দেওয়া হয়, সেই সংযোগস্থলের উপরে একটি বড় গুটিকা গ্রথিত হয়, উহাকে মেরু বলে।

(৩) বা সংখ্যা।

(৪) অষ্টৌ তত্রাধিকং জপেৎ।

আদ্যন্তপর্ব্বদ্বিতয়ং হিত্বা চাষ্টকপর্ব্বভিঃ।
জপান্তে চ তথা মালাং শিরসি[১] ধারয়েত্ততঃ ॥৩০
রক্তপুষ্পার্ঘতোয়েন ঘণ্টাবাদ্যপুরঃসরম্।
দেব্যৈ সমর্পয়েদ্ধীমান্ ফলং তজ্জপকর্ম্মণঃ ॥৩১
সাঙ্গোপাঙ্গেন দেবেশি রহস্যং জপকর্ম্মণঃ।
উক্তং সরস্বতীতন্ত্রে তস্মাৎ জানীহি কামিনি ॥৩২
করমালাং মহেশানি শিবশক্তিক্রমেণ চ।
শৃণুষ্ব পরমেশানি সর্ব্বমন্ত্রপ্রসিদ্ধয়ে ॥৩৩
অনামামধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।
তর্জ্জনীমূলপর্যন্তং প্রজপেদ্দশপর্ব্বভিঃ ॥৩৪
মধ্যমামূলে পর্ব্বাণি[২] মেরুত্বেন সমাচরেৎ।
অষ্টোত্তরং জপেদ্দেবি আদ্যন্তদ্বিতয়ং ত্যজেৎ।
শিবমালা সমাখ্যাতা শক্তিমালাং শৃণুষ্ব মে ॥৩৫
অনামামধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিক্রমেণ চ
মধ্যমামূলপর্য্যন্তং প্রজপেদ্দশপর্ব্বসু ॥৩৬

আদি ও অন্ত এই পর্ব্বদ্বয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অষ্টপর্ব্ব দ্বারা জপ করিতে হয়। জপান্তে মালা একবার মস্তকে ধারণ কর্ত্তব্য।৩০

হে দেবি! ধীমান্ ব্যক্তি রক্তপুষ্পযুক্ত অর্ঘ্য কিঞ্চিৎ জলের সহিত ঘণ্টাবাদ্য সহকারে জপকর্ম্মের ফল দেবীকে সমর্পণ করিবে।৩১

হে দেবেশি! জপকর্ম্মের সাঙ্গোপাঙ্গ রহস্য সরস্বতীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে উহা অবগত হইবে।৩২

হে মহেশানি! হে পরেমেশ্বরি! সর্ব্বমন্ত্র সিদ্ধির নিমিত্ত শিব ও শক্তিক্রমে করমালার বিবরণ শ্রবণ কর।৩৩

অনামিকার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে তর্জ্জনীর মূল পর্যন্ত দশ-পর্ব্ব দ্বারা জপ করিবে।৩৪

মধ্যমার মূলপর্ব্ব মেরুতত্ত্বরূপে বিবেচনা করিবে। হে দেবি! অষ্টোত্তর জপকালে আদ্য ও অন্ত, এই দুইটি পরিত্যাগ করিবে। শিবমালা কহিলাম, এক্ষণে শক্তিমালা বিষয়ে শ্রবণ কর।৩৫

অনামিকার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে মধ্যমার মূলপর্য্যন্ত দশপর্ব্ব দ্বারা জপ করিবে।৩৬

---

(১) শিবে বৈ।
(২) মধ্যমামূলতো বাপি

তর্জ্জনীদ্বিতয়ং১ পর্ব্ব তর্জ্জন্যাঃ পরমেশ্বরি।
মেরুং জানীহি দেবেশি তদ্দ্বয়ং ন স্পৃশেৎ ক্বচিৎ ॥৩৭
অষ্টোত্তরজপে পর্ব্ব আদ্যন্তং দ্বিতয়ং ত্যজেৎ।
নিত্যং জপং করে কুর্য্যাৎ ন তু কাম্যং কদাচন।
কাম্যমপি করে কুর্য্যাম্মালাভাবে চ মৎপ্রিয়ে ॥৩৮
নিত্য২কর্ম্মার্চ্চিতজপো নিত্যজাপঃ স ঈরিতঃ।
স্নানং সতর্পণং হোমো বলিস্তৃপ্তিশ্চ নিত্যভাক্ ॥৩৯
অনুলোম-বিলোমেন সর্ব্বমালাসু সংজপেৎ।
কেবলঞ্চানুলোমেন প্রজপেৎ করমালয়া ॥৪০
পুংমন্ত্রং প্রজপেদ্দেবি শিবসম্ভবমালয়া৩।
শক্তিমন্ত্রং জপেদ্দেবি শক্তিসম্ভবমালয়া৪ ॥৪১

হে পরমেশ্বরি! তর্জ্জনীর পর্ব্বদ্বয় মেরুস্বরূপ জানিবে, সেই দুইটি কদাচ স্পর্শ করিবে না।৩৭

অষ্টোত্তর জপকালে আদ্য ও অন্তপর্ব্ব পরিত্যাগ করিবে। নিত্যজপ করে করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু কাম্যজপ করদ্বারা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু হে প্রিয়ে! মালাভাবে কাম্যজপ করদ্বারাও করা যাইতে পারে।৩৮

নিত্যকর্ম্মে যে জপ কর্ত্তব্য, তাহাই নিত্যজপ বলিয়া কথিত হয়। স্নান, তদঙ্গ তর্পণ, হোম, বলি ও তর্পণ এই সকল নিত্যকর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।৩৯

সকল মালাতেই অনুলোম ও বিলোম দ্বারা জপ কর্ত্তব্য। করমালায় কেবল অনুলোমক্রমেই জপ করিবে।৪০

হে দেবি! শিবমালা দ্বারা পুংমন্ত্র এবং শক্তিমালা দ্বারা শক্তিমন্ত্র জপ কর্ত্তব্য।৪১

---

(১) মধ্যমাদ্বিতয়ং।

(২) নিত্যকর্মান্বিতো জাপো……স্নানং চ তর্পণং নিত্যতঃ।

(৩) শিবসম্ভবমালয়া—অক্ষমালা রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি বৃক্ষের শুষ্ক ফলের গ্রথিত জপমালা। পুরাণে বর্ণিত আছে যে ত্রিপুরাসুর বধের পর শিবের অক্ষি (চক্ষু) হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইয়াছিল। সেই অশ্রুবিন্দু হইতে এই বৃক্ষ ও ফলের উৎপত্তি হয়।

(৪) শক্তিসম্ভবমালয়া—শক্তিমন্ত্রের উপাসকগণের পক্ষে বিহিত রুদ্রাক্ষ, স্ফটিক ও মণি-রত্নাদির গ্রথিত জপের মালা।

চন্দ্রমন্ত্রং জপেদ্দেবি করেণ শক্তিমালয়া।
সাবিত্রীং প্রজপেদ্দেবি করেণ শিবমালয়া[১] ॥৪২
সাবিত্রীজপনে শস্তা* সর্ব্বদা করমালয়া।
স্ফাটিকী মৌক্তিকী কৌষী (শী) শস্তাপি শঙ্খসম্ভবা ॥৪৩
বৈষ্ণবে তুলসীমালা গজদন্তৈর্গণেশ্বরে।
ত্রিপুরাজপনে শস্তা রুদ্রাক্ষৈ রক্তচন্দনৈঃ ॥৪৪
শ্মশানধুস্তুরবীজৈঃ[২] শস্তা ধূমাবতীজপে।
করপর্ব্বসমুদ্ভূতা নাড্যা সংগ্রথিতা সতী ॥৪৫
শস্তা* চ বগলামুখ্যাঃ সত্যং সত্যং মহেশ্বরি।
অসঙ্কল্পিতে চ যন্ন্যূনাধিকমথাপি বা ॥৪৬
ন সম্যক্ ফলভাগ্ ভূয়াৎ তস্মান্নিয়মমাচরেৎ ॥৪৭

হে দেবি! চন্দ্রমন্ত্র কর দ্বারা শক্তিমালায় করিবে; সাবিত্রীমন্ত্র কর দ্বারা শিবমালায় জপ করিবে।৪২

সাবিত্রীমন্ত্রজপে করমালা অথবা স্ফাটিকী, মৌক্তিকী, কৌষী (কুশনির্ম্মিত) এবং শঙ্খসম্ভবা (শঙ্খ নির্ম্মিত) মালাও প্রশস্ত।৪৩

বৈষ্ণবমন্ত্র জপে তুলসীমালা এবং গণপতিমন্ত্রজপে গজদন্তরচিত মালাই প্রশস্ত। রুদ্রাক্ষ ও রক্তচন্দন নির্ম্মিত মালা ত্রিপুরাজপে এবং ধূমাবতী মন্ত্র জপে শ্মশানজাত ধুস্তুরমালাই প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত।৪৪—৪৫

হে মহেশ্বরি! নর-করপর্ব্ব নির্ম্মিত মালা নাড়ীদ্বারা গ্রথিতা হইয়া বগলামুখীমন্ত্র জপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। হে দেবি! আমি তোমাকে ইহা সত্য কহিলাম। সঙ্কল্প না করিয়া যে জপ, অথবা করিলে নিয়মিতের ন্যূনাধিক অর্থাৎ অধিক বা কম করিয়া জপ করিলে তাহাতে সম্যক্ ফলভাগী হয় না, সেইহেতু নিয়ম-বন্ধন পূর্ব্বক জপ করিবে।৪৬—৪৭

---

(১) ৪২ ও ৪৩ শ্লোকে পৃথক্ পাঠ দৃষ্ট হয়—
"চন্দ্রমন্ত্রং জপেদ্দেবি তথৈবং বেদমাতরম্।
সাবিত্রীং প্রজপেদ্দেবি করেণ শিবমালয়া ॥৪২
চান্দ্রমন্ত্রং জপেদ্দেবি করাদ্বা শক্তিমালয়া।
সাবিত্রীজপনে শস্তা সর্বদা করমালিকা ॥৪৩

(২) শ্মশানোদ্ভব-ধুস্তুরবীজৈঃ—পাঠান্তরম্।

* শস্তা—শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট।

তাম্রপাত্রং সদূর্ব্বঞ্চ সতিলং জলপূরিতম্‌ ।
সকুশং সফলং দেবী গৃহীত্বাচম্য কল্পতঃ ॥৪৮
অভ্যর্চ্চ্য চ শিরঃপদ্মে শ্রীগুরুং করুণাময়ম্‌ ।
যক্ষাশাবদনো বাপি দেবেন্দ্রবদনোঽপি বা[১] ॥৪৯
মাসং পক্ষং তিথিঞ্চৈব দেবপর্ব্বাদিকস্তথা ।
আদ্যন্তকালমুচ্চার্য্য গোত্রং নাম চ কামিনাম্‌ ।
ক্রিয়াম্বয়ং[২] করিষ্যেঽহমৈশান্যামুৎসৃজেৎ পয়ঃ ॥৫০
চান্দ্রঃ সৌরস্তু সর্ব্বত্র চান্দ্রঃ স্যাত্তিথিচোদনে ।
চান্দ্রোঽপি মুখ্যঃ সর্ব্বত্র গৌণস্তু ক্রূরকর্ম্মণি ॥৫১
ঋণদানে তথাদানে পৌষ্ণপর্ব্বাদিষু[৩] প্রিয়ে ।
মাসো নাক্ষত্রিকঃ প্রোক্তঃ সাবনো বর্ষপর্ব্বণি ॥৫২
এবং যুগে যুগে প্রোক্তঃ কলৌ সৌরস্তু[৪] সর্ব্বতঃ ।
সৌরে মাসি শুভা দীক্ষা ন চান্দ্রে ন চ তারকে ।
ন সাবনো মহেশানি যস্মাৎ সা বিফলা ভবেৎ ॥৫৩
ক্রিয়াবতী বেদময়ী চান্দ্রমাসেঽপি শস্যতে ।
শুক্লপক্ষে শুভং সর্ব্বমশুভঞ্চ সিতেতরে* ॥৫৪

তিল, দূর্ব্বাদল, কুশ ও ফল সহিত জলপূরিত তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া বিধি অনুসারে আচমন এবং শিরঃপদ্মে করুণাময় গুরুর অর্চ্চনা করিয়া কৌবেরী অর্থাৎ উত্তরদিক বা দেবেন্দ্রাশয় অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া মাস, পক্ষ, তিথি ও দেবপর্ব্বাদি এবং আদ্যন্ত কাল এবং যজমানের গোত্র ও নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক, "আমি ক্রিয়াজপ করিব" এই বলিয়া ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবে ।৪৮—৫০

হে মহেশানি ! চান্দ্র ও সৌরকাল উভয়ই প্রশস্ত, কিন্তু তিথিঘটিত ক্রিয়ায় চান্দ্রকাল সর্ব্বত্র মুখ্য, কিন্তু ক্রূরকর্ম্মে সৌরই মুখ্য হয় ।৫১

ঋণদানে ও ঋণগ্রহণে এবং পুষ্যাদি নক্ষত্রঘটিত কার্য্যে নাক্ষত্রিক মাস উক্ত হয়, আর বৎসর ঘটিত কার্য্যে সাবন মাস গৃহীত হইয়া থাকে ।৫২

এইরূপে ক্রিয়াভেদে মাসভেদ যুগে যুগে উক্ত হয় । বিশেষতঃ কলিযুগে সর্ব্বত্রই সৌরমাস উক্ত হইয়া থাকে । সৌরমাসে দীক্ষা কর্ত্তব্য নহে, ঐ সকল সময়ে দীক্ষা গ্রহণ করিলে তাহা বিফল হইয়া থাকে ।৫৩

বেদময়ী ক্রিয়া চান্দ্রমাসেও প্রশস্ত, কিন্তু শুক্লপক্ষ সর্ব্বত্রই শুভ এবং কৃষ্ণপক্ষ সর্ব্বত্র অশুভ জানিবে ।৫৪

---

(১) দেবেন্দ্রাসামুখোঽপি বা ।
(২) কর্ম্মণ্যাদ্য ।
(৩) প্রোষ্ঠপদাদিষু ।
(৪) সৌরস্তু সর্ব্বতঃ ।
* সিত—শুক্ল

প্রাতঃকালং সমারভ্য যাবন্মধ্যংদিনং[১] রবেঃ।
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত যঃ সম্যক্ ফলমীহতে ॥৫৫
ক্রূরকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত শেষেঽপি[২] পরমেশ্বরি।
গতে তু প্রথমে যামে[৩] তৃতীয়প্রহরাবধি ॥৫৬
কালো নক্তং জপস্যোক্তং পূজাকালমিতি শৃণু[৪]।
অর্দ্ধযামে গতে নক্তং অর্দ্ধযামে স্থিতে সদা।
পূজাকালো ভবেদ্‌যামশ্চতুর্ব্বর্গপ্রদঃ সদা ॥৫৭
শ্লিষ্টে দ্বে ঘটিকে যে তু রাত্রের্ম্মধ্যমযাময়োঃ।
সা মহারাত্রিরুদ্দিষ্টা তৎকৃতমক্ষয়ং ফলম্ ॥৫৮
যদ্‌যজ্জপ্তং হুতং যদ্‌যৎ কৃতঞ্চ মোক্ষসাধনম্।
তৎসর্ব্বমক্ষয়ং যাতি তথানন্ত্যায় কল্পতে ॥৫৯
ন নক্তং বৈষ্ণবে সৌরে মহাসৌরে চ পৈতৃকে।
মধ্যাহ্নং চ বিনা দেবি শশাঙ্কগ্রহণাদ্বিনা।
দীক্ষা কার্য্যা প্রযত্নেন শুক্লপক্ষ-বিভেদতঃ।।৬০

যে ব্যক্তি সম্যক্ ফল কামনা করে, সে প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রবির মধ্যভাগ বা মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মই করিবে।৫৫

হে পরমেশ্বরি! ক্রূরকর্ম্ম ইহার পর করিলে কোন ক্ষতি নাই। প্রথম প্রহরের পর তৃতীয় যাম পর্য্যন্ত ক্রূর কার্য্যের প্রশস্ত কাল বলিয়া কথিত হয়।৫৬

জপের প্রশস্ত কাল রাত্রি, এক্ষণে পূজাকাল শ্রবণ কর। রাত্রির অর্দ্ধযাম গত হইলে উহার স্থিতিপর্য্যন্ত পূজাকাল উল্লিখিত হয়। এই কালে পূজা করিলে চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই।৫৭

রাত্রির মধ্যযামের শেষ দুই দণ্ডের নাম মহারাত্রি। মহারাত্রিতে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা অক্ষয় ফলজনক হয়।৫৮

এই মহারাত্রিকালে হোম প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া মোক্ষসাধক, অক্ষয় ফলদায়ক ও অনন্তকৃত জপ পুণ্যফল প্রদান করিয়া থাকে।৫৯

বৈষ্ণবকর্ম্ম, রাত্রিকালে কর্ত্তব্য নহে। সৌরকর্ম্ম, মহাসৌরকর্ম্ম এবং পৈত্রকর্ম্ম মধ্যাহ্নে কর্ত্তব্য। হে দেবি! চন্দ্র কিম্বা সূর্য্য গ্রহণে দীক্ষা প্রশস্ত। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ ভেদে দীক্ষাকার্য্য যত্ন সহকারে করণীয়।৬০

---

(১) মাধ্যন্দিন, মধ্যন্দিন—দিবসের মধ্যভাগ, মধ্যাহ্নকাল।
(২) শেষে—অবশেষ, পরিশেষে।
(৩) যাম—এক অহোরাত্রের এক-অষ্টমাংশ কাল, একপ্রহর, অর্থাৎ তিনঘণ্টা, অথবা সাড়ে সাত দণ্ড।
(৪) ...জপস্যোক্তঃ পূজাকালমিতঃ...। তৎকৃতং কর্ম চাক্ষয়ম্।

মুক্তিকামঃ কৃষ্ণপক্ষে ভুক্তিকামঃ সিতে তথা ।
ভুক্তিকামে* চ কর্ত্তব্যঃ কৃষ্ণে আ পাঞ্চম্যাদ্দিনাৎ[১] ॥৬১
শুভকালে শুভং সর্ব্বমশুভঞ্চার্ত্তিভিশ্চরেৎ[২] ।
উপরাগে মহাতীর্থে কালদোষো ন বিদ্যতে ॥৬২
বারাণস্যাং বিশেষেণ সর্ব্বদা সর্ব্বমাচরেৎ ।
সদা কৃতযুগন্তত্র[৩] সর্ব্বদা উত্তরায়ণম্[৪] ॥৬৩
অবিশেষং[১] দিবারাত্রৌ সন্ধ্যায়াঞ্চ মহানিশি ।
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে বহ্নৌ মূর্ত্ত্যাবর্ত্তে পুনঃ শিবে ।
কাশ্যাঞ্চ নোদেতি কদা সন্ধিযোগো[৫] বরাননে ।৬৪
দ্বিত্রিভ্যাং ক্রোশতঃ কাশী পঞ্চক্রোশী ভবান্তরে ।
আয়ামপ্রস্থতো দেবি নিত্যেয়ং নিত্যদা শুভা ॥৬৫

মুক্তিকামী ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষে এবং ভুক্তিকামী ব্যক্তি শুক্লপক্ষে, দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ভোগাভিলাষী ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষেও দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু তাহার কাল পঞ্চমী পর্য্যন্ত ।৬১

শুভকালে কার্য্য করিলে সকলই শুভ হয়। আতুর ব্যক্তি অশুভকালেও করিতে পারে। গ্রহণকালে ও মহাতীর্থে কালদোষ নাই ।৬২

বিশেষতঃ বারাণসীতে সর্ব্বদাই সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। তথায় সততই সত্যযুগ এবং সর্ব্বদাই উত্তরায়ণ ।৬৩

তথা দিবা, রাত্রি সন্ধ্যা ও মহানিশা এ সকল তথায় অবিশেষে গৃহীত হইয়া থাকে। হে শিবে! তথায় বহ্নিতে ও জলে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। হে বরাননে! নিত্যশুভ কাশীতে কখন সন্ধি যোগাদির আদর দেখা যায় না। দুই তিন ক্রোশ ব্যাপিয়া কাশীর অবস্থান ; তদ্ভিন্ন দৈর্ঘ্য প্রস্থে পাঁচ ক্রোশ (পঞ্চক্রোশী) জানিবে। হে দেবি! এই কাশী নিত্যা ও অনন্তকাল শুভদায়িনী ।৬৫

(*) ভুক্তিকামেন কর্তব্যঃ কৃষ্ণস্থাৎ পঞ্চমীদিনাৎ।

(১) শুভকালে শুভং কুর্যাদশুভং চাপি দুঃখিতঃ।

(২) কৃতযুগ—সত্যযুগ।

(৩) উত্তরায়ণ – উত্তর + অয়ন (পথ)। সূর্য্যের উত্তর গতি অর্থাৎ যে সময় সূর্য্যের পথ উত্তর দিকে সরিতে থাকে। মাঘ মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত. এই ছয় মাস সূর্য্য বিষুবরেখা (উত্তর ও দক্ষিণ মেরু হইতে সমদূরবর্তী ভূগোলক বেষ্টনকারী কল্পিত রেখা) হইতে উত্তর দিকে গমন করে। এই ছয় মাস দেবতাদিগের দিবা এবং অসুরদিগের রাত্রি।

(৪) অবিশেষ= (ন=অ) নাই বিশেষ (প্রভেদ) যার, অর্থাৎ বিশেষ নহে। পৃথকীকৃত নহে ; সমান।

বিষুব/প=বিষু (দিবা ও রাত্রির মানের সমতা বা সাম্য) + প=পা (পালন করা)। যে সময় দিন ও রাত সমান হয়।

(৫) সিদ্ধিযোগো।

ইয়ং নির্ব্বাণনগরী পরং জ্যোতির্ম্ময়ী শিবে।
ব্রহ্মাণ্ডং স্থাপয়েত্তত্র সকূটং বস্তু মানবম্ ॥৬৬
যত্র ভ্রমণতো দেবি স[১] নির্ব্বাণমবাপ্নুয়াৎ।
সর্ব্বস্বেনাপি কর্ত্তব্যং বারাণস্যাং দ্বিজার্পণম্ ॥৬৭
বারাণস্যাং দ্বিজস্থানং ব্রহ্মযোগারতিস্তথা[২]।
নিষ্কামো কর্ম্মবন্ধশ্চ সর্ব্বং নির্ব্বাণকারণম্ ॥৬৮
গঙ্গাদিমুক্তিক্ষেত্রাদৌ জ্ঞানযোগাদিভিস্তথা।
মৃতং পূতং নয়েৎ কাশ্যাং মুক্তো মমোপদেশতঃ[৩] ॥৬৯
ন বাসোঽন্যত্র মে যস্মান্ন মুক্তিঃ কাশিকাং বিনা।
তত্র যদ্যৎ কৃতং কর্ম্ম তদনন্তফলং লভেৎ ॥৭০
অক্ষয়ং হি ভবেৎ সর্ব্বং দৃঢ়াং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
তত্র সাংযোগিকং পুণ্যং তত্র চৈব বিমুচ্যতে ॥৭১

হে শিবে! এই কাশী নির্ব্বাণ (ভববন্ধন বা যন্ত্রণা হইতে নিস্কৃতি মুক্তি, বা মোক্ষ) নগরী এবং পরমজ্যোতির্ম্ময়ী। ইহাতে পর্ব্বত মানব প্রভৃতি সর্ব্ব বস্তুর সহিত ব্রহ্মাণ্ড সংস্থাপিত আছে।৬৬

ইহাতে ভ্রমণ করিলে নরগণ নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হয়। বারাণসীতে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও দ্বিজগণের সন্তোষ বিধান কর্ত্তব্য।৬৭

বারাণসীতে ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মযোগজনক। এখানে নিষ্কামকর্ম্মে নির্ব্বাণমুক্তি তো হয়ই, কাশীতে সকাম কর্ম্মও নির্ব্বাণ-কারণ।৬৮

গঙ্গাদি মোক্ষপ্রদ ক্ষেত্রাদিতে জ্ঞানাদিযোগেতে মানব মুক্তি পায়; কিন্তু আমার আদেশে কাশী মৃত ব্যক্তিমাত্রকেই পবিত্র করিয়া মুক্তি প্রদান করে।৬৯

কাশীতে আমার বাস, কাশী ব্যতিরেকে কেহই মুক্তিদানে সমর্থ হয় না। তথায় যে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা দ্বারা অনন্ত ফললাভ করিতে পারা যায়।৭০

কাশীতে কৃত সকল কর্ম্মই অক্ষয় হয়, কাশীতেই দৃঢ়সিদ্ধি (সাধনা দ্বারা নিশ্চিত ইষ্ট লাভ) প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে শিবে! সেইখানেই সাংযোগিক পুণ্য, সেইখানেই মুক্তি।৭১

---

(১) স স্থলে 'না' ইতি পাঠান্তরম্।

(২) ব্রহ্মযোগ—ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার মিলন বা সংযোগ বিধায়ক ক্রিয়া-কৌশল, যাহার অনুষ্ঠানের ফলে জীবাত্মা পরব্রহ্মে বিলীন হয়। ব্রহ্মযোগে ইতি পাঠান্তরম্।

(৩) ...জ্ঞানাদে যোগতস্তথা।
মৃতং পূতং নয়েদ্ কাশী মুক্তিং মদুপদেশতঃ॥

তত্রাহং তৎস্বরূপেণ পৃচ্ছামি নান্যথা শিবে।
স্বল্পত্বে তিথিকালস্য[১] ক্রিয়াকালগতির্ভবেৎ।
কালে খলু সমারভ্য অকালেঽপি সমাপয়েৎ ॥৭২
সন্ধ্যায়াং পতিতায়ান্তু গায়ত্রীং দশধা জপেৎ।
ততঃ কালোচিতাং সন্ধ্যাং কৃত্বা কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥৭৩
ইত্যেবং কথিতং তুভ্যং যৎ পৃষ্টং গিরিসম্ভবে।
ইতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ তদ্ব্রূয়াস্তব মানসে ॥৭৪
ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ।

সেইখানেই আমি তদ্ ব্রহ্মরূপে পৃষ্ট হই, তাহাতে অন্যথা নাই। যদি তিথিকাল স্বল্প থাকে এবং সেইকাল মধ্যে ক্রিয়া সমাপ্তি যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে কালে (বিহিত নির্দ্দিষ্ট সময়ে) আরম্ভ করিয়া অকালে সমাপন করিলে তাহাতে দোষস্পর্শ হয় না।৭২

সন্ধ্যা পতিতা হইলে, দশবার গায়ত্রী জপ করিবে; তদনন্তর কালোচিতা সন্ধ্যা করিয়া কর্ম্ম সমাপন কর্ত্তব্য।৭৩

হে গিরিনন্দিনি! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমুদায় কহিলাম, ইহার অধিকতর জানিবার যদি কিছু অভিলাষ তোমার থাকে তবে তুমি তাহা প্রকাশ করিয়া বল।৭৪

ইতি সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তম শ্রীযোগিনীতন্ত্রে চতুর্বিংশতি-সাহস্রে দেবীশ্বরসংবাদে
দ্বিতীয় পটল সমাপ্ত।

---

(১) স্বল্পত্বে তিথিকালস্য।

তৃতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

ভগবন্ প্রমথাধীশ দেবদেব জগদ্‌গুরো।
যুদ্ধস্য বারণং দেব জ্বরাদিবারণং তথা[1] ॥১
ক্ষিপ্রং ভবেৎ কথং নাথ কৃপয়া পরয়া বদ।
নাশু ত্রাতা চ জগতাং ত্বাং বিনা পরমেশ্বর ॥২

ঈশ্বর উবাচ।

কথয়ামি তব স্নেহাৎ কবচং বারণং মহৎ।
যুদ্ধস্য চ জ্বরাদেশ্চ ক্ষিপ্রং হি নগনন্দিনি।
প্রাকৃতেনৈব বাক্যেন কথয়ামি শৃণুষ্ব তৎ ॥৩

"ওঁ নমো ভগবতি বজ্রশৃংখলে হন্তু ভক্ষতু খাদতু, অহো রক্তং পিব কপালেন রক্তাক্ষি রক্তপটে ভস্মাক্ষি, ভস্মলিপ্তশরীরে বজ্রায়ুধপ্রকারনিচিতে[2] পূর্ব্বাং দিশং বন্ধতু, দক্ষিণাং দিশং বন্ধতু, পশ্চিমাং দিশং বন্ধতু, নাগার্থং ধনায় গ্রহপতীন্ বন্ধতু, নাগপতিং বন্ধতু, যক্ষরাক্ষসপিশাচান্ বন্ধতু, প্রেতভূতগন্ধর্ব্বা[3] যে যে কেচিৎ পুত্রিকাস্তেভ্যো রক্ষতু, উর্দ্ধ্বং রক্ষতু, অধো রক্ষতু, স্বনিকাং বন্ধতু,[4] জলমহাবলে এহ্যেহি তুলোটিলেষ্টিশতাবলিবজ্রাগ্নিবজ্রপ্রকরে হুং ফট্ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ফট্ হ্রঃ হ্রঃ ক্রূঁ ফঁ ফঁ সর্ব্বগ্রহেভ্যঃ সর্ব্বদুষ্টোপদ্রবেভ্যো হ্রীঁ অশেষেভ্যো মাং রক্ষতু" ॥৪

দেবী কহিলেন, হে ভগবন্! প্রমথাধীশ, যুদ্ধের বারণ, (রোধ) এবং জ্বরাদি নিরোধ বা নিবারণ কিরূপে সত্বর সম্পাদিত হয়, তাহা বিশেষ কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমার নিকট বিস্তার করিয়া বলুন। হে নাথ! হে পরমেশ্বর! আপনি ভিন্ন জগতের আশু ত্রাণকর্ত্তা আর কেহ নাই।১—২

ঈশ্বর কহিলেন,—হে নগেন্দ্রনন্দিনি! আমি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ যুদ্ধ এবং জ্বরাদির অবিলম্বে নিবারক মহৎ কবচাদি বলিতেছি—তাহা অতি সহজ ভাষাতেই ব্যক্ত করিব, তুমি শ্রবণ কর।৩

---

(১) জ্বরাদের্বারণং তথা।
(২) বজ্রায়ুধপ্রকরনিচিতে পূর্বাং দিশম্।
(৩) প্রেতভূতগন্ধর্বাদয়ো।
(৪) 'বধ্নাতু'—এই পাঠ সব স্থানে।

ইতীদং কবচং দেবি সুরাসুরসুদুর্ল্লভম্
গ্রহজ্বরাদিভূতেষু সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ ॥৫
ন দেয়ং যত্র কুত্রাপি কবচং মন্মুখাচ্চ্যুতম্।
দত্তে চ সিদ্ধিহানিঃ স্যাদ্ যোগিনীনাং ভবেৎ পশুঃ ॥৬
দদ্যাচ্ছান্তায় ধীরায়[১] সৎকুলীনায় যোগিনে।
সদাচারপ্রসক্তায় নির্জ্জিতাশেষশত্রবে ॥৭

শ্রীদেব্যুবাচ।

শ্রুতং হি কবচং দিব্যং ত্বন্মুখাম্ভোজনির্গতম্।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি জগদ্বশ্যকরং পরম্ ॥৮

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি জগন্মোহকরং মহৎ।
নারদেন পুরা পৃষ্টং ময়ি কৈলাসমূর্দ্ধনি।
কথিতং কবচং তস্মৈ সর্ব্বমোহকরং ময়া ॥৯
তেনৈব কবচেনৈব নারদো ব্রহ্মসম্ভবঃ।
মোহয়ামাস ত্রৈলোক্যং[২] ভিত্ত্বা হি কলহপ্রিয়ঃ ॥১০

হে দেবি ! এই কবচ (চার অনুচ্ছেদে লিখিত মূলমন্ত্রটি) সুরাসুরগণাদির পক্ষেও সুদুর্ল্লভ। ইহা গ্রহজ্বরাদি ও ভূতগণের পীড়া দূরীকরণ প্রভৃতি সর্ব্বকার্য্যেই প্রযোজ্য।৪—৫

হে শিবে ! আমার মুখবিনির্গত এই কবচ যাকে তাকে প্রদান করা কর্ত্তব্য নয়, দিলে সিদ্ধিহানি হয় এবং সেই ব্যক্তি যোগিনীগণের পশু হইয়া থাকে।৬

ইহা শান্ত, ধীর, সদ্বংশসম্ভূত যোগী, সদাচারনিরত এবং শত্রুজয়ী জনকে প্রদান করিবে।৭

দেবী কহিলেন—হে দেব ! আপনার শ্রীমুখপদ্ম-বিনির্গত দিব্য কবচ শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে উৎকৃষ্টতর জগদ্বশ্যকর কর্ম্মাদি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।৮

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি ! সেই মহৎ জগৎমোহকর বশীকরণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কৈলাসশিখরে নারদ ঋষি আমাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে সর্ব্বমোহকর কবচ কহিয়াছি।৯

সেই কলহপ্রিয় ব্রহ্মসম্ভব দেবর্ষি নারদ, সেই কবচ দ্বারাই ত্রৈলোক্যমণ্ডল ভেদ করিয়া মোহিত করিয়াছিলেন।১০

---

(১) বীরায় …। সদাচার-রতায়ৈব।
(২) লোকাংস্ত্রীন্।

তদসম্ভবমালোক্য বিষ্ণুরাহ বিধেঃ সুতম্ ।
কথং বা মোহিতং সর্ব্বং বদ মে কারণং মুনে ॥
তৎসর্ব্বমভবাব্ধিষ্ণৌ বিষ্ণুরাহ সমুদ্রজাম্ ॥১১
কৈলাসশিখরাসীনং মহাদেবং জগদ্গুরুম্ ।
পপ্রচ্ছ নারদো ধীমান্ সর্ব্বলোকহিতে রতঃ ॥১২

নারদ উবাচ

কালিকায়া[১] মহাবিদ্যা কথ্যতাং মহতী প্রভো ।
কিমেতস্যাঃ ফলং দেব কিমেতন্মোহনং ভবেৎ ।
কেনোপায়েন সমরে ত্রাণং মে বদ শঙ্কর ॥১৩

ঈশ্বর উবাচ ।

ত্রিকালে গোপিতং দেবী কলিকালে চ প্রকাশিতম্ ।
কালী দিগম্বরী দেবী জগন্মোহনকারিণী ।
তচ্ছৃণুষ্ব মুনিশ্রেষ্ঠ ত্রৈলোক্যমোহনক্ষিদম্ ॥১৪

তাঁহার সেই অসম্ভব কার্য্য দর্শন করিয়া বিষ্ণু, সেই ব্রহ্মনন্দন নারদকে কহিলেন, হে মুনে ! তুমি কি প্রকারে এই অখিল জগৎ মোহিত করিলে তাহার কারণ বর্ণনা কর। বিষ্ণু সেই মুনির নিকট হইতে সেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া ক্ষীরোদনন্দিনীকে বলিয়াছিলেন ।১১

সর্ব্বলোকহিতনিরত ধীমান্ নারদ কৈলাসশিখরে সমাসীন জগদ্গুরু মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।১২

নারদ কহিলেন, ! হে প্রভো ! শঙ্কর ! মহতী কালিকা মহাবিদ্যার বিষয় বলুন। হে দেব ! ইহার ফল কি ? কিরূপে এই মোহন হয় ? কি উপায়ে সমরে পরিত্রাণ হয়, এই সমস্ত আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া কীর্ত্তন করুন ।১৩

ঈশ্বর কহিলেন, এই মহাবিদ্যা সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিনযুগে গুপ্ত ছিল, কলিকালে প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি দিগম্বরী জগন্মোহনকারিণী কালিকা। অতএব হে মুনীন্দ্র ! এই সেই ত্রৈলোক্যমোহিনী বিদ্যা শ্রবণ কর ।১৪

---

(১) কালিকা বা মহাবিদ্যা বর্ণ্যতাম্…।

"অস্য কালভৈরব-ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ।
শ্মশানকালী দেবতা সর্ব্বত্র মোহনে বিনিয়োগঃ ॥১৫
ঐঁ হ্রীঁ হ্রূঁ হ্রঃ স্বাহা বিবাদে পাতু মাং সদা।
ক্লীং দক্ষিণকালিকাদেবতায়ৈ সভামধ্যে জয়প্রদা ॥১৬
হ্রীং হ্রীং শ্যামাঙ্গি শত্রুং মারয় মারয় ক্লীং ক্লীং ত্রৈলোক্যং বশমানয়।
হ্রীং শ্রীং ক্লীং মাং রক্ষ রক্ষ বিবাদে রাজগেহে চ স্বাবিংশত্যক্ষরা পরা ॥১৭
ব্রহ্মরাক্ষস বেতাল[১] সর্ব্বত্র রক্ষ মাং সদা।
কবচৈর্ব্বর্জ্জিতং যত্র তত্র মাং পাতু কালিকা।
সর্ব্বত্র রক্ষ মাং পাতু দেবি মমাগ্রম্বরূপিণী[২]।"।১৮
ইত্যেতৎ পরমং মোহং ভবদ্ভাগ্যো[৩] প্রকাশিতম্।
সদা যস্তু পঠেদ্বাপি ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥১৯
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা পূজয়েদ্বীরকামিনীম্।
সর্ব্বদা স মহাব্যাধিপীড়িতো নাত্র সংশয়ঃ ॥
অল্পায়ুঃ স ভবেদ্রোগী কথিতং তব নারদ ॥২০
ধারণং কবচস্যাস্য ভূর্জ্জপত্রে বিশেষতঃ।
সমন্ত্রকবচং ধৃত্বা ইচ্ছাসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥২১
শুক্লাষ্টম্যাং লিখেন্মন্ত্রী ধারয়েৎ স্বর্ণপত্রকে।
কবচস্যাস্য মাহাত্ম্যং নালং বক্তুং মহামুনে ॥২২

শ্লোকের পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ সংখ্যক মূল মন্ত্রগুলিই এস্থলে কবচ নামে উদ্দিষ্ট হইয়াছে।১৫—১৮

হে নারদ! তোমার সৌভাগ্য বশতঃ এই পরম মোহিনীবিদ্যা ব্যক্ত করা হইল। যে ব্যক্তি ইহা সর্ব্বদা পাঠ করে, সে ত্রৈলোক্য বশীভূত করিতে সমর্থ হয়।১৯

এই কবচ না জানিয়া যে বীরকামিনীর পূজা করে, সে মহাব্যাধি গ্রস্ত হইয়া অল্পায়ু হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। হে নারদ! আমি ইহা তোমাকেই কহিলাম। ২০

বিশেষতঃ ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া এই কবচ মন্ত্রসহিত ধারণ করিলে ইষ্টসিদ্ধি হয়।২১

মন্ত্রবান্ ব্যক্তি শুক্লাষ্টমীতে এই কবচ লিখিয়া স্বর্ণ-মাদুলিতে ভরিয়া ধারণ করিবে। হে মহামুনে! এই কবচের মাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়।২২

---

(১) ব্রহ্মরাক্ষসবেতালাদ্ সর্বতো…।
(২) মম মাতৃস্বরূপিণী।
(৩) ভবদ্ ভাগ্যাৎ।

শিখায়াং ধারয়েদ্‌যোগী ফলার্থী দক্ষিণে ভুজে।
ইদং কল্পদ্রুমং দেব তব স্নেহাৎ প্রকাশ্যতে।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন পঠয়েচ্চ[১] মহামুনে ॥২৩

বিষ্ণুরুবাচ

ইত্যেবং কবচং নিত্যং মহালক্ষ্মীঃ প্রপঠ্যতাম্[২] ॥২৪
অবশ্যাং বশমায়াতি ত্রৈলোক্যং তে চরাচরম্ ॥২৫
শিবেন কথিতং পূর্ব্বং নারদে চ ফলেপ্সিতে[৩]।
তৎপাঠান্নারদেনাপি মোহিতঞ্চ চরাচরম্ ॥২৬

শ্রীদেব্যুবাচ

পরমেশ[৪] জগদ্বন্দ্য প্রমথেশ বরপ্রদ।
নরাণামুপকার্য্যায় ব্রূহি যোগং সুবিস্তরম্।
যেনাশু লভতে রাজ্যং যেনাশু লভতে সুতম্।
যেনাশু লভতে জ্ঞানং যেনাশু লভতে ধনম্।
যেনাশু লভতে কীর্ত্তিং যেনাশু লভতেঽখিলম্ ॥২৭—২৯

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যস্মাৎ ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
উক্তং ফেৎকারিণীতন্ত্রে নীলতন্ত্রে চ বিস্তরম্ ॥৩০

যোগীব্যক্তি শিখায় এবং ফলকামী ব্যক্তি ইহা দক্ষিণভুজে ধারণ করিবে। হে দেবর্ষে! এই কল্পদ্রুমতুল্য কবচ তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ প্রকাশ করা হইল, ইহা অতি সংগোপনে নিয়তই পাঠ করিবে।২৩

বিষ্ণু কহিলেন, হে মহালক্ষ্মি! এই কবচ তুমি সর্ব্বদা পাঠ কর, চরাচর বিশ্ব ত্রৈলোক্য অবশ্য তোমার বশীভূত হইবে।২৪—২৫

পূর্ব্বে মহাদেব ইহা ফলকামী নারদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন, নারদ এই কবচ পাঠ করিয়া চরাচর মোহিত করিতেন।২৬।

দেবী আরও কহিলেন, হে পরমেশ! বিশ্ব চরাচর-জগদ্‌বন্দ্য! সর্ব্বাভীষ্ট প্রদানকারী হে মহাদেব! মানবের কল্যাণার্থে যাহাতে রাজ্যলাভ, পুত্রলাভ, জ্ঞানলাভ, ধনলাভ, কীর্ত্তিলাভ হয় এবং যদ্দ্বারা যাবতীয় বস্তুই লাভ হয়, সেই সাধন-কৌশল ও প্রণালী অতিশয় বিস্তারিতভাবে আমাকে বলুন।২৭—২৯

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ফেৎকারিণীতন্ত্রে এবং নীলতন্ত্রে ইহা বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে।৩০

---

(১) পঠনীয়ম্।
(২) প্রগৃহ্যতাম্।
(৩) ফলেপ্সবে।
(৪) পুরা মুনে...। নরাণামুপকারার্থং।

ইদানীং বিস্তারাদ্দেবি কথয়ামি শুচিস্মিতে।
উদেতি ভানুশ্চন্দ্রো বা পশ্চিমে বা পতেদ্‌ ভুবি[১]।
যদি শুষ্যতি পয়োধি র্ন মিথ্যা চ কদাচন ॥৩১
যোগরাজো মহেশানি অব্যর্থোঽয়ং[২] সদৈব হি।
বিষ্ণুচক্রং যথাব্যর্থং ত্রিশূলঞ্চ যথা মম।
কুলিশং দেবরাজস্য তথা যোগো ময়োদিতঃ ॥৩২
যথৈব নিশ্চিতং দেবি ব্রহ্মণঃ কমলাসনম্‌।
তথৈব নিশ্চিতো দেবি যোগোঽয়ং নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৩
কল্পবৃক্ষো যথা দেবি আকাঙ্ক্ষাপরিপূরকঃ।
অয়ং যোগবরো দেবি তথৈব পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৩৪
রাজ্যার্থঞ্চ কুলার্থঞ্চ সুতার্থং স্বর্ণপত্রকে।
আয়ামপ্রস্থতো[৩] দেবি ষোড়শাঙ্গুলসম্মিতে ॥৩৫
যজ্ঞার্থঞ্চ ধনার্থঞ্চ কীর্ত্ত্যর্থং রাজতে শুভে ॥৩৬
তথা মানমিতো দেবি তম্বত্তাম্রে বিনাশনে।
স্বর্ণে বা পরমেশানি অন্যথা[৪] ভূর্জ্জপত্রকে ॥৩৭

হে সুবিমলহাস্যময়ি! আমি এক্ষণে ইহা তোমার নিকট বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। যদি কখনও পশ্চিমদিকে সূর্য্যের উদয় হয়, চন্দ্র যদি ভূতলে পতিত হয়, সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যায় তথাপি এই সকল বাক্য কদাচিৎ মিথ্যা হয় না।৩১

হে মহেশ্বরি! এই শ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ সাধন প্রয়োগ-পদ্ধতি নিয়তই অব্যর্থ। বিষ্ণুর চক্র, আমার ত্রিশূল, দেবরাজের বজ্র যেমন অব্যর্থ, সেইরূপ মদুক্ত এই যোগক্রিয়াও অমোঘ নিশ্চিত-ফলপ্রদ জানিও।৩২

হে দেবি! ব্রহ্মার কমলাসন যেমন অটল, সেইরূপ এই যোগও অব্যর্থ, নিশ্চিত এবং সুদৃঢ় জানিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।৩৩

হে দেবি! কল্পবৃক্ষ যেমন সকল প্রকার আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক, অর্থাৎ অভীষ্ট (শ্রেষ্ঠযোগ) ফলদায়ক, সেইরূপ এই যোগরাজও সর্ব্বাভীষ্ট ফলদায়ক জানিবে।৩৪

হে দেবি! রাজ্যার্থ, কুলার্থ ও সুত-নিমিত্ত, দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ষোড়শাঙ্গুল পরিমিত স্বর্ণপত্রে (পাতে); যজ্ঞার্থ, ধনার্থ ও কীর্ত্তিনিমিত্ত রৌপ্য-নির্ম্মিত পত্রে; মারণ*-নিমিত্ত উক্ত পরিমিত তাম্রপত্রে এবং অন্য কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত স্বর্ণপত্রে বা ভূর্জ্জপত্রে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ তোমার এই মন্ত্র লিখিবে।৩৫—৩৭

---

(১) উদেতি পশ্চিমে ভানুশ্চন্দ্রঃ পততি ভূতলে।
··· ন মিথ্যা চ কদা চ ন।

(২) স্বব্যর্থোঽয়ং

(৩) আয়ামপ্রস্থতে।

(৪) অন্যার্থং।

* মারণ—অন্যের ক্ষতি ও বধোদ্দেশ্যে এবং নিজের অভীষ্ট সাধনের বাসনায় কৃত তন্ত্রোক্ত মারণ মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচাটন ও বশীকরণ প্রক্রিয়াদি।

লিখেন্মন্ত্রং বরারোহে তারিণ্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ।
রাজ্যার্থী চ ধনার্থী চ পুত্রার্থী কীর্ত্তিকাম্যকঃ[১] ॥৩৮
বুদ্ধ্যর্থী[২] বিলিখেদ্দেবি লেখন্যা সুমনোহরম্ ॥৩৯
স্বর্ণষষ্ঠাঙ্গুলায়াশ্চ কনিষ্ঠায়াঃ প্রমাণতঃ ।
জ্ঞানার্থং কুশমূলেন চান্যার্থং দূর্ব্বয়া লিখেৎ ॥৪০
আচম্য পুরতো দেবি নত্বা চ গুরুপাদুকাম্ ।
উত্তরাশামুখো ভূত্বা পূজয়িত্বা চ তারিণীম্ ॥৪১
কুঙ্কুমং রোচনা জটামাংসী চন্দনমেব চ ।
কাশ্মীরং কস্তুরীং লাক্ষাং[৩] সিন্দূরঞ্চ বরাননে ॥৪২
সর্ব্বমেকীকৃতেনাদৌ ষট্‌কোণচক্রমালিখেৎ ।
তন্মধ্যে বিলিখেত্তারাং সার্দ্ধবেদাক্ষরীং পরাম্ ॥৪৩
সার্দ্ধপঞ্চাক্ষরীং বাপি তন্ময়ো বেদমধ্যগম্[৪] ।
সাধ্যং লিখেত্তচ্চ[৫] সাধ্যং শৃণুষ্ব শম্ভুবল্লভে ॥৪৪

হে বরারোহে ! রাজ্যার্থী, ধনার্থী ও কীর্ত্তিকামী এবং ঐশ্বর্য্যার্থী কনিষ্ঠ ষষ্ঠাঙ্গুলি প্রমাণ স্বর্ণ-লেখনী দ্বারা ঐ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ তারিণীমন্ত্র মনোহররূপে লিখিবে। জ্ঞানার্থী কুশমূলে এবং অন্যকর্ম্মার্থী দূর্ব্বা দ্বারা লিখিবে ।৩৮—৪০

হে বরাননে ! প্রথমে আচমন করিয়া গুরুপাদুকা নমস্কার পূর্ব্বক উত্তরমুখে তারিণীর পূজা করিবে। তদনন্তর কুঙ্কুম, রোচনা, জটামাংসী, চন্দন, কাশ্মীর, কস্তুরী, লাক্ষা ও সিন্দূর, এই সকল বস্তু একত্র করিয়া প্রথমে ষট্‌কোণচক্র লিখিবে। তন্মধ্যে উৎকৃষ্টতর সার্দ্ধচতুরক্ষরী অথবা সার্দ্ধপঞ্চাক্ষরী তারামন্ত্র লিখিবে ।৪২—৪৪

---

(১) কীর্ত্তিকামিকঃ ।
(২) বিত্তার্থী ।
(৩) লাক্ষা কস্তূরীকাশ্মীরঃ ।
(৪) বেদমধ্যগম্ ।
(৫) সাধ্যং তত্র লিখেৎ সাধ্যং ।

"অমুকস্যামুকং বাক্যং বশীকুরু চ কুর্ব্বিতি।
অমুকস্যামুকং জ্ঞানং সিদ্ধিং কুরু চ কুর্ব্বিতি ॥৪৫
অমুকীনাং শুভং পুত্রমুৎপাদয়োৎপাদয়েতি চ।
অমুকস্যামুকং ধনং দেহি দেহীতি কামিনি" ॥৪৬
এবমেব ক্রমেণৈব সাধ্যং সংলিখ্য যত্নতঃ।
ক্লীবহীনান্ দীর্ঘবর্ণান্ ষট্‌কোণে ষট্‌সমালিখেৎ ॥৪৭
বৃত্তমষ্টদলং পদ্মং সুদৃষ্টং সুমনোহরম্।
অষ্টপত্রং লিখেত্তত্র কিঞ্জল্ক[১] যুগলং যুগম্ ॥৪৮
অষ্টপত্রে অষ্টবর্ণান্ বক্ষ্যমাণান্ লিখেত্ততঃ।
বাগ্‌ভবং ভুবনেশানি[২] কামং হুং প্রণবং তথা ॥৪৯
মায়ামন্ত্রং ততঃ স্বাহা পূর্ব্বাদিক্রমতো লিখেৎ।
চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং যন্ত্রং সমালিখেৎ ॥৫০
জ্ঞানাপ্তৌ চ সিদ্ধয়েঽপি[৩] অনত্র ক্ষমৃতোদয়ে।
গুরৌ শুক্রে তথা সোমে মঙ্গলে বা বুধেঽহি চ।
তারায়াং সানুকূলায়াং ভজেন্মন্ত্রং[৪] সমাহিতঃ ॥৫১

তদনন্তর তদ্‌গতচিত্তে ঐ চক্রমধ্যে (বেদিমধ্যে) সাধ্য বিষয় অর্থাৎ বাঞ্ছিত বিষয় লিখিত হইবে; সেই সাধ্য বিষয় শ্রবণ কর। পয়তাল্লিশ ও ছিচল্লিশ সংখ্যাক শ্লোকদ্বয়বিধৃত মন্ত্রই সাধ্যমন্ত্র। ৪৫—৪৬।

হে শম্ভুবল্লভে! এইরূপ ক্রমে যত্নপূর্ব্বক সাধ্য মন্ত্র লিখিবে। ঐ ষট্‌কোণে ক্লীববিহীন ছয়টি দীর্ঘবর্ণ লিখিবে।৪৭

তদনন্তর অষ্টদল বৃত্তাকার যুগলে যুগল কিঞ্জল্কবিশিষ্ট মনোহর পদ্ম এবং অষ্টপত্রে অষ্টবর্ণ লিখিবে।৪৮

হে ভুবনেশি! পূর্ব্বাদিক্রমে বাগ্‌ভব, (ঐং) কাম, (ক্লীং) হুং, প্রণব (ওঁ) এবং মায়ামন্ত্র (হ্রীং) ও স্বাহা লিখিতে হইবে। তৎপরে চতুষ্কোণ চতুর্দ্বার বিশিষ্ট যন্ত্র লিখিবে।৪৯—৫০

জ্ঞানপ্রাপ্তি ও অন্যসিদ্ধি বিষয়ে এবং অন্যান্য শুভকার্যে গুরু, শুক্র, সোম, মঙ্গল বা বুধবারে সানুকূল তারায় তদগত একাগ্র চিত্তে মন্ত্রজপ কর্ত্তব্য।৫১

---

(১) কিঞ্জল্ক—পুষ্পের পরাগ। ফুলের পাপড়ির মধ্যস্থিত কেশর সদৃশ বা কেশাকার অঙ্গ।
(২) ভুবনেশানীং।
(৩) জ্ঞানাপ্তৌ সিদ্ধিকার্য্যেষু।
(৪) জপেন্মন্ত্রং।

পীতবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য জতুনা* পরিবেষ্টয়েৎ।
পট্টবস্ত্রেণ রক্তেণ বধ্নীয়াৎ সাধকোত্তমঃ ॥৫২
স্বর্ণপীঠেষু সংস্থাপ্য সংখ্যানমাচরেৎ কৃতী।
ভূমিপৃষ্ঠে নৈব কুর্য্যাৎ ন নির্ম্মাল্যেন স সংস্মৃতম্[১] ॥৫৩
বিদীর্ণং লঙ্ঘনং[২] বাপি নৈব কুর্য্যাৎ কদাচন।
আয়ামে প্রস্থতো[৩] দেবি ষোড়শাঙ্গুলমানতঃ।
ঘটং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন সর্ব্বদৃষ্টিমনোহরম্ ॥৫৪
রাজ্যার্থী কাঞ্চনেনৈব পুত্রার্থী রজতেন চ।
তাম্রেণ চৈব যুদ্ধার্থী মৃদাপ্যন্যত্র কারয়েৎ[৪] ॥৫৫
তত্র মুক্তাং প্রবালঞ্চ মণিং রজতকাঞ্চনে।
ধান্যং ক্ষিপ্ত্বা মুখং তস্য পল্লবৈঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥৫৬
ক্ষৌমযুগ্মেন রক্তেন প্রচ্ছাদ্য প্রযতঃ সুধীঃ।
অষ্টাঙ্গুলস্বর্ণপত্রে চতুরস্রং সমন্ততঃ ॥৫৭
তত্র মন্ত্রং লিখেচ্চৈব ঘটে সংস্থাপ্য যত্নতঃ।
চতুঃষষ্ট্যুপচারেণ যজেত্তারাং পরাং শিবাম্ ॥৫৮

হে শিবে! সাধকসত্তম পীতবস্ত্র ও জতুদ্বারা ঐ মন্ত্রাধারপাত্র বেষ্টন করিবে। তারপর তাহা রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্রে বন্ধন করিবে।৫২

অনন্তর কৃতি ব্যক্তি স্বর্ণপীঠে তাহা সংস্থাপন করিয়া "সংখ্যান" অর্থাৎ যোগ বা বিহিত সংখ্যক জপকার্য্য কখন ভূমিপৃষ্ঠে রেখাদি অঙ্কন দ্বারা বা নির্ম্মাল্য দ্বারা সংখ্যা রাখিবে না।৫৩

জপকালীন মালার মেরু বিদীর্ণ বা লঙ্ঘন করিবে না। হে দেবি! দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে ষোড়শাঙ্গুল পরিমিত চিত্তাকর্ষক সুমনোহর ঘট যত্নপূর্ব্বক স্থাপন করিবে।৫৪

রাজ্যার্থী কাঞ্চন দ্বারা, পুত্রার্থী রজতদ্বারা যুদ্ধার্থী তাম্রদ্বারা, অন্য কামার্থী মৃত্তিকা দ্বারা ঘট প্রস্তুত করাইবে।৫৫

ঐ ঘটে মণি, মুক্তা, প্রবাল, রজত, কাঞ্চন, ও ধান্য নিক্ষেপ করিয়া মুখভাগে পল্লব প্রদান করিয়া রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র বা রেশমীবস্ত্র যুগলে ঐ ঘট যত্নপূর্ব্বক আচ্ছাদন করিবে। তৎপরে অষ্টাঙ্গুল স্বর্ণপত্রে চারিদিকে চতুষ্কোণাকারে মন্ত্র লিখিয়া ঐ ঘটে সংস্থাপনপূর্ব্বক, চতুঃষষ্টি উপচার দ্বারা, পরমা শিবরূপিণী তারার আরাধনা করিবে। ৫৬—৫৮

---

* জতু—গালা, লাক্ষা বা তৎসদৃশ বস্তু।
(১) ভূমিপৃষ্ঠং ন চেদ্ কুর্য্যান্ন নির্ম্মাল্যেন সংস্কৃতম্।
(২) লঙ্ঘিতং।
(৩) প্রস্থতে।
(৪) মৃদাস্তত্র ঘটকরেদ্।

হোমস্থানে কৃতে চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলকল্পিকে।
অব্জকং পুষ্পকং দেবি ষোড়শচ্ছদনং কুলে১ ॥৫৯
কিঞ্জল্কৈর্ম্মণ্ডিতং দেবি বলিমাদায় পূর্ব্ববৎ।
নিবেদয়েন্মহাভক্ত্যা বলিমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ২ ॥৬০
পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়িত্বা চ পূজয়েৎ।
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু হুত্বা সাধকসত্তমঃ* ।
তৎপুটোপরি৩ দেবেশি পুষ্পাক্ষতং৪ বিনিক্ষেপেৎ ॥৬১
ভূমিং গ্রামমিতাং দদ্যাদ্ রাজ্যমিচ্ছতি কামুকঃ।
দক্ষিণাং যুদ্ধকামী চ কাঞ্চনাশ্বৌ মহেশ্বরি ॥৬২
শালগ্রামশিলামেকাং স্বর্ণরেখাদ্যলঙ্কৃতাম্।
জ্ঞানসিদ্ধ্যৈ প্রদদ্যাত্তু অন্যত্র৫ গাঞ্চ কাঞ্চনম্ ॥৬৩

হে দেবি! অনন্তর চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুল পরিমাণ হোমস্থান বিরচিত করিয়া ষোড়শচ্ছদ কিঞ্জল্ক মণ্ডিত অব্জকপুষ্পে ও বলি দ্বারা পূর্ব্ববৎ মহাভক্তিযুক্ত হইয়া মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বলিমন্ত্র দ্বারা পূর্ব্ববৎ নিবেদন করিবে।৫৯—৬০

পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া পূজা কর্ত্তব্য। সাধকশ্রেষ্ঠ, অষ্টোত্তর সহস্রবার হোমাহুতিও প্রদান করিবে। হে দেবেশি! সেই পুটের উপরে পুষ্প আতপ তণ্ডুল নিক্ষেপ করিবে।৬১

অনন্তর রাজ্যাভিলাষী গ্রামপরিমিতা ভূমি, যুদ্ধার্থী কাঞ্চন নির্ম্মিত অশ্বযুগল, জ্ঞানার্থী স্বর্ণরেখাদি দ্বারা অলঙ্কৃত শালগ্রামশিলা এবং অন্যকামী গো এবং কাঞ্চন দক্ষিণা প্রদান করিবে।৬২

হে কল্পপল্লবি! তদনন্তর ধীর ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণকে ভোজন করাইয়া

---

(১) ষোড়শচ্ছদমণ্ডিতম্।
(২) বলিমাদায় পূর্ব্ববৎ।
(৩) পুট—নির্ম্মিত পাত্র, আধার।
(৪) অক্ষত—আতপ তণ্ডুল। ক্ষিপেৎ পুষ্পাক্ষতঃ তথা—পাঠান্তর।
(৫) ধনার্থী গাঞ্চ কাঞ্চনম্।
* সাধকসত্তম—সত্তম=সৎ+(অতিশয়ার্থে) তম, অর্থাৎ অত্যুত্তম, শ্রেষ্ঠ; অতএব সাধকসত্তম অর্থ হইতেছে—সাধুত্তম, সাধকাগ্রগণ্য।

ভোজয়েদ্ব্রাহ্মণান্ ধীরঃ কুমারীঃ কল্পপল্লবি(৬) !
ততস্তু ধারয়েদ্ যন্ত্রং পুরুষো দক্ষিণে ভুজে ॥৬৪
নারী বামভুজে চৈব শিশুশ্চ কণ্ঠগোচরে(৭) ॥৬৫
ইত্যেবং কথিতং রম্যং ন দেয়ং প্রাণসঙ্কটে ॥৬৬

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রে তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥৩

ঐ যন্ত্র পুরুষগণ দক্ষিণ বাহুতে নারীগণ বামবাহুতে এবং শিশুগণ কণ্ঠে ধারণ করিবে ।৬৩—৬৫

হে শিবে ! এই আমি তোমাকে রাজ্যলাভাদি যোগ কহিলাম । ইহা প্রাণসঙ্কটাপন্ন হইলেও অপাত্রে প্রদান করিবে না ।৬৬

ইতি সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তম শ্রীযোগিনীতন্ত্রে চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রে
দেবীশ্বরসংবাদে তৃতীয় পটল সমাপ্ত ।

---

(৬) কল্পপল্লবি—পল্লব+অস্ত্যর্থে ইন পল্লবিন্=বৃক্ষ । কল্প (সঙ্কল্প=অভীষ্ট)=অভীষ্টফলদাতা কল্প (কল্পান্তস্থায়ী) তরু বা বৃক্ষ, যাহার নিকট প্রার্থনামাত্রই অভীষ্ট (আকাঙ্ক্ষিত) বস্তু পাওয়া যায় ।

কল্প—ব্রহ্মার এক অহোরাত্র (একদিবস) । এই এক কল্পের পরিমিত কাল মানুষের ৪,৩২০,০০০,০০০ (চারিশত বত্রিশ কোটি বৎসর) বৎসরে ব্রহ্মার একদিন ও একরাত্রি হয় । দিবসে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয় ও বিদ্যমান থাকে, রাত্রিকালে উহা লয়প্রাপ্ত হয় । এই সৃষ্টি ও লয়কে কল্প বলে ।

(৭) শিশুর্বৈ কণ্ঠভাগকে ।

চতুর্থঃ পটলঃ

শ্রী দেব্যুবাচ।

দেবদেব জগদ্বন্দ্য সুরাসুরনমস্কৃত।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বীরষট্‌কর্ম্মসাধনম্‌ ॥১
ধন্যং পুণ্যবতাং রাজ্ঞাং রাজ্যাদিকবয়োজুষাম্‌।
স্ত্রিয়াস্তু সিদ্ধসংস্থানাং সর্ব্বভোগবিলাসিনাম্‌ ॥২

শ্রী ঈশ্বর উবাচ ॥

শান্তিবশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে তথা।
মারণং পরমেশানি ষট্‌ কর্ম্মেদং প্রকীর্ত্তিতম্‌ ॥৩
তারিণীং কালিকাং ছিন্নামধিকৃত্য জগন্ময়ি।
কথয়ামি তব স্নেহাৎ দ্রুতসিদ্ধিকরং[১] পরম্‌ ॥৪
রতির্ব্বাণী রমা জ্যেষ্ঠা মাতঙ্গী কুলকামিনী।
দুর্গা চৈব ভদ্রকালী কর্ম্মাদৌ কর্ম্মসিদ্ধয়ে ॥৫
ষোড়শৈরুপচারৈশ্চ যজেদ্বীরঃ স্বশক্তিতঃ।
শূন্যাগারে মহারণ্যে দেবতায়তনেঽপি বা ॥৬
পঞ্চকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত মারণন্তু শবোপরি।
তদভাবে পিতৃভূমৌ বাসাংসি কথয়ামি তে ॥৭

দেবী কহিলেন, হে সুরাসুরনমস্কৃত চরাচর-বিশ্বজগৎ-পূজ্য-দেবদেব! এক্ষণে আমি পুণ্যবান্‌ রাজগণের, রাজ্যযৌবনাদি বয়োভোগিগণের, স্ত্রীগণের, সিদ্ধগণের এবং সর্ব্বভোগবিলাসিগণের মধ্যে ধন্য ও গ্রহণীয় বীরভাবান্বিত ষট্‌কর্ম্ম-সাধন শ্রবণ করিতে বাসনা করি। ১—২

ঈশ্বর কহিলেন, হে পরমেশি! শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ এই ছয়টি-ই ষট্‌কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয়। হে জগন্ময়ি! তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ তারিণী, কালিকা ও ছিন্নমস্তা সম্বন্ধীয় আশুসিদ্ধিপ্রদ (আশু অভীষ্টপ্রদ) পরম বিষয় আমি তোমাকে বলিতেছি। ৩—৪

রতি, বাণী, রমা, জ্যেষ্ঠা, মাতঙ্গী, কুলকামিনী, দুর্গা, ভদ্রকালী বীরসাধক ক্রিয়ারম্ভে কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত ইহাদিগকে নিজশক্তি অনুসারে ষোড়শোপচার দ্বারা পূজা করিবে। শূন্যাগার, মহারণ্য অথবা দেবায়তনে প্রথমোক্ত পঞ্চকর্ম্ম করিবে, কিন্তু মারণকর্ম্ম শবোপরি কর্ত্তব্য তদভাবে শ্মশানভূমে মারণ করিবে। এখন এই ক্রিয়া অনুষ্ঠান কালে ব্যবহার্য্য বা পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে বলিতেছি শ্রবণ কর। ৫-৭

---

(১) দ্রুতং সিদ্ধিকরং।

মুখ্যং দিগম্বরং জ্ঞেয়ং দ্বীপিচর্ম্ম দ্বিতীয়কম্ ।
তদভাবে রক্তক্ষৌমং নান্যদ্বস্ত্রং প্রকল্পয়েৎ ॥৮
স্বর্ণমাদৌ দ্বিতীয়ে চ রাজতং স্তম্ভনে শিলা ।
বিদ্বেষোচ্চাটনে তাম্রং কপালং মারণে শুভম্ ॥৯
বিপ্রাদন্যো[১] নরঃ প্রোক্তো যুবা চ কৃষ্ণবর্ণকঃ ।
অদুর্ভিক্ষাব্যাধিমৃতো মালা তস্য শুভাবহা ।১০
অভাবে স্ফাটিকী জপ্যা ইন্দ্রাক্ষৈর্ব্বা* জপেৎ প্রিয়ে ।
মৃদি বা কোমলে বাপি বিষ্টরে বা সুরেশ্বরি ॥১১
মুণ্ডে[২] বা যোনিকে দেবি ত্বচে ব্যাঘ্রস্য বা প্রিয়ে ।
একহস্তে দ্বিহস্তে বা চতুর্হস্তে সমন্ততঃ ॥১২
স্থিরাসনশ্চরেৎ সম্যক্ স্বাভয়ং[৩] তত্র চিন্তয়েৎ ।
ভয়ে জাতে মহেশানি ভৈরবোক্তমনুং জপেৎ ॥১৩

দিগ্বস্ত্রই মুখ্য, ব্যাঘ্রচর্ম্ম দ্বিতীয়, তদভাবে রক্তবর্ণ ক্ষৌম বস্ত্র গ্রহণ করিবে, অন্যবস্ত্র নিষিদ্ধ ।৮

শান্তিতে স্বর্ণ, বশীকরণে রজত, স্তম্ভনে শিলা, বিদ্বেষে ও উচ্চাটনে তাম্র এবং মারণে নরকপাল শুভকর ।৯

বিপ্র ভিন্ন অন্য জাতীয় কৃষ্ণবর্ণ যুবা অদুর্ভিক্ষপীড়িত বা ব্যাধিহীন মৃত ব্যক্তির মুণ্ড বা কপালের অস্থিমালাই শুভ ফল প্রদায়িনী ।১০

তদভাবে স্ফটিক মালা, বা ইন্দ্রাক্ষ (ইন্দ্রনীল) দ্বারা জপ করিবে। হে প্রিয়ে ! হে সুরেশ্বরি ! মৃত্তিকায় অথবা কোমল কুশাসনে, মুণ্ডে বা যোনিতে কিম্বা ব্যাঘ্রচর্ম্মে ; একহস্ত বা দ্বিহস্ত অথবা চারিদিকে চতুর্হস্ত স্থানে সম্যক্‌রূপে স্থিরাসন করিয়া সাধক আপনার অভয় চিন্তা করিবে। হে মহেশ্বরি ! ভয় জন্মিলে ভৈরবোক্ত মন্ত্রজপ করিবে ।১১—১৩

---

(১) বিপ্রোক্তোঽপি—ইতি পাঠান্তরম্।

(২) মুণ্ডে—মুণ্ড বলিতে এখানে নৃমুণ্ড বুঝাইতেছে।

(৩) অভয়—দক্ষিণ। কালিকার দক্ষিণের উর্দ্ধ করস্থিত অভয়মুদ্রা এবং দক্ষিণের নিম্ন করে বরমুদ্রা।

*ইন্দ্রাক্ষ—নীলকান্ত মণি, মরকত মণি, পান্না। দুগ্ধের ভিতর এই মণি রাখিলে দুগ্ধ নীলবর্ণ হয়। (শব্দস্তোম মহানিধি)।

বিষযুগ্মং বজ্রজালে হনযুগ্মমতঃপরম্ ।
সর্ব্বভূতানুতঃ কূর্চ্চমন্ত্রান্তো ভৈরবো মনুঃ ॥১৪
ততো ভূতবলিং[১] দদ্যাৎ সাধকো ধর্ম্মসম্মিতম্ ।
অশ্বত্থেন মহেশানি তন্ধর্ম্মকীলকঞ্চরেৎ[২] ॥১৫
সূর্য্যবারাদিযোগেন পঞ্চকর্ম্ম সমাচরেৎ ।
শনৌ চ মারণং দেবি নিশ্চিতং বীরবন্দিতে ॥১৬
রাত্রিযোগে চ কর্ত্তব্যং সর্ব্বকর্ম্ম শুচিস্মিতে ।
প্রাগিদ্ধবান্ প্রজপেৎ সম্যক্ স্বমন্ত্রমযুতং শবে ।
প্রয়োগস্য ফলাবাপ্তৌ স্ব স্ব রক্ষাকরং মহৎ ॥১৭
ততঃ সাধ্যদিনে মন্ত্রী যামমত্রে গতে নিশি[৩] ।
গণাদিপঞ্চভির্দ্দেবৈ র্যজেৎ কুলবিনাশিনীম্ ॥১৮
দিগ্বাসা গলিতাশেষচিকুরঃ কুলকৌলিকঃ ।
শক্তিযুক্তো জপেদ্বিদ্যাং সদা স্বাং মনসা স্মরেৎ ॥১৯

হে মহেশানি। বজ্রজালে বিষযুগ্ম, হনযুগ্ম এবং কূর্চ্চমন্ত্র যোগ করিলে ভৈরবমন্ত্র হয়। এই মন্ত্র সর্ব্বপ্রাণীর পূজ্য।১৪

তদনন্তর সাধক ব্যক্তি যথাশাস্ত্র ভূতবলি প্রদান করিবে। অশ্বত্থবৃক্ষের শাখা দ্বারা যথাবিধি কীলক সংস্থাপন কর্ত্তব্য।১৫

সূর্য্যবারাদিযোগে পঞ্চকর্ম্মের আরম্ভ করিবে। হে বীরবন্দিতে দেবি! তন্মধ্যে শনিবারে মারণ ক্রিয়া প্রশস্ত।১৬

হে শুচিস্মিতে! উক্ত পঞ্চকর্ম্ম রাত্রিতেই কর্ত্তব্য। বিচক্ষণ সাধক স্বীয় মন্ত্র রাত্রিযোগে শবোপরি অযুত সংখ্যক জপ করিবে। হে শুচিস্মিতে! প্রয়োগের ফলপ্রাপ্তি নিমিত্ত নিজ নিজ রক্ষাবিধান কর্ত্তব্য।১৭

তদনন্তর উক্ত মন্ত্রসাধনের দিনে মন্ত্রবান্ ব্যক্তি রাত্রিকালে প্রহরমাত্র গত হইলে গণাদি পঞ্চদেবতাসহিত কুলবিনাশিনী দেবীর পূজা করিবে।১৮

দিগ্বসন, প্রমুক্ত সমস্ত কেশ, কুলকৌলিক ও শক্তিযুক্ত হইয়া নিরন্তর নিজমনে মন্ত্র স্মরণ পূর্ব্বক জপ করিবে।১৯

---

(১) ভূতবলি—জীবজন্তুর খাদ্যাদি দান।

(২) ধর্মকীলকমাচরেৎ—ইতি পাঠান্তরম্।

(৩) যামমাত্রনিশোত্তরম্—ইতি পাঠান্তরম্। যাম বলিতে দিবারাত্রির এক অষ্টমাংশ, এক প্রহর অর্থাৎ তিন ঘণ্টা।

লক্ষসংখ্যং মহেশানি শক্তিপূজাপুরঃসরঃ ।
প্রত্যহং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ কৌলিকাদীন্ দিনান্তরে ॥২০
মাংসং মদ্যং তথা মৎস্যং হুনেদ্বহ্নৌ৪ শতং শতম্ ।
দক্ষিণাং গুরবে দদ্যাদ্ গুরুরূপেণ শাম্ভবি ॥২১
এবমুক্তবিধানেন দিগ্‌ভ্যো বা বীরপুঙ্গবঃ ।
যদি কুর্য্যান্মহেশানি দেবানপি তথা নয়েৎ ॥২২
নাপেক্ষা জায়তে কান্তে চাবশ্যং ফলভাগ্‌ভবেৎ ।
মহাপ্রয়োগে দেবেশি কৃষ্ণছাগং বলিং হরেৎ ॥২৩
পূজান্তে সততং দেবি তন্মাংসৈর্ব্বহ্নিমর্চ্চয়েৎ ।
বিধিঃ সর্ব্বত্র কথিতো দিব্যবীরপশুক্রমাৎ ॥২৪
ক্রমেণ ফলমাপ্নোতি ব্যত্যয়ে পাতকী ভবেৎ ।
ইত্যেবং কথিতং তুভ্যং সম্যক্ ষট্‌কর্ম্মগোচরম্ ॥২৫
গোপনীয়ং খলে দুষ্টে পশুপামরসন্নিধৌ ॥২৬

হে মহেশ্বরি ! লক্ষবার শক্তিপূজা করতঃ প্রত্যহ বিপ্রগণকে এবং দিনান্তরে কুলকৌলিকগণকে ভোজন করাইবে ।২০

মাংস, মদ্য ও মৎস্য দ্বারা অনলে দুই শত বার হোম করিয়া গুরুকে প্রচুরতর-রূপে দক্ষিণা দান করিবে ।২১

হে শাম্ভবি ! এইরূপে উক্ত বিধানক্রমে বীরশ্রেষ্ঠগণ এই সকল কার্য্য সমাধা করিলে, দেবতাগণকেও সেই স্থানে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়, অধিক কি, এই ক্রিয়া আংশিক অনুষ্ঠিত হইলেও উক্তফল প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় ।২২

হে কান্তে ! যদি ইহাতে উপেক্ষা না থাকে তবে অবশ্যই ইহার ফলভাগী হইবে। হে দেবেশি ! মহাপ্রয়োগে কৃষ্ণছাগ বলি আহরণ কর্ত্তব্য ।২৩

হে দেবি ! পূজার পর তাহার মাংসে অগ্নির অর্চ্চনা করিবে। দিব্য-বীর-পশুক্রমে সর্ব্বত্র বিধি কথিত হইয়াছে ।২৪

ক্রম অনুসারে কার্য্য করিলে ফলপ্রাপ্ত এবং ব্যতিক্রম করিলে পাপভাগী হয়। এই আমি তোমাকে ষট্‌কর্ম্মের বিষয় সম্যক্ কহিলাম। খল, দুষ্ট ও পশুতুল্য পামর ব্যক্তির নিকট ইহা গোপন করা কর্ত্তব্য ।২৫—২৬

---

(৪) হুত্বা বহ্নৌ—ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রীদেব্যুবাচ ।

সুরাদ্যাঃ কিংবিধা দেব শক্তির্ব্বা কীদৃশী শুভা ।
ষট্‌কর্ম্মসু যথাযোগ্যং বদ মে করুণানিধে ॥ ২৭

শ্রীঈশ্বর উবাচ ।

মাধবী শান্তিকরী প্রোক্তা বৈশ্যে[১] চ স্ফাটিকী শুভা ।
স্তম্ভনে ডাকিনী জ্ঞেয়া বিদ্বেষে পৈষ্টিকী মতা ॥২৮
উচ্চাটনে তথা গৌড়ী মারণে ভৈরবী মতা ।
এতাসাং লক্ষণং দেবি কথিতং কুলমোহনে ॥২৯
পদ্মিনী শান্তিদা প্রোক্তা বশ্যে চ শঙ্খিনী মতা ।
স্তম্ভনোচ্চাটনে দেবি প্রশস্তা নাগবল্লভা ॥৩০
মারণে চ তথা শস্তা ডাকিনী শত্রুমৃত্যুদা ।
গৌরাঙ্গী দীর্ঘকেশী যা সদা চামৃতভাষিণী ॥৩১
রক্তনেত্রা সুশীলা চ পদ্মিনী সাধনে শুভা ।
মন্ত্রসিদ্ধিকরী হ্যেষা শঙ্খিনী সাপি ভাবিনী[২] ॥৩২

দেবী কহিলেন, হে করুণাধারে। ষট্‌কর্ম্ম বিষয়ে কোন্ কোন্ সুরা শুভকরী এবং কিরূপ শক্তিই বা কল্যাণকরী হয়, এই সকল যথাযথ অর্থাৎ বিধিবৎ যেমন সেইরূপ প্রকাশ করুন ।২৭

ঈশ্বর কহিলেন, শান্তি বিষয়ে মাধবী, বশীকরণে স্ফাটিকী, স্তম্ভনে ডাকিনী, বিদ্বেষে পৈষ্টিকী, উচ্চাটনে গৌড়ী ও মারণে ভৈরবী শুভকরী হয়। হে দেবি ! এই সকল শক্তির লক্ষণ কুলমোহনতন্ত্রে কথিত হইয়াছে ।২৮—২৯

শান্তিকার্যে পদ্মিনী, বশ্যে শঙ্খিনী, স্তম্ভনে ও উচ্চাটনে নাগবল্লভা প্রশস্তা ।৩০

মারণে ডাকিনী প্রশস্তা, অধিক কি এই ডাকিনী শত্রুমৃত্যুপ্রদা হইয়া থাকে। গৌরাঙ্গী, দীর্ঘকেশী,সর্ব্বদা অমৃতভাষিণী রক্তনেত্রা পদ্মিনী সাধন বিষয়ে শুভদায়িনী হয়। হে ভাবিনি ! শঙ্খিনী মন্ত্র সিদ্ধিকরী ।৩১—৩২

---

(১) বশ্যে—ইতি পাঠান্তরম্ ।
(২) ভামিনি ইতি পাঠান্তরম্ ।

দীর্ঘাংগী সা শঙ্খিনী স্যাজ্জগদ্রঞ্জনকারিণী।
সমাঙ্গী শুভ্রদেহী চ ন খর্ব্বা নাতিদীর্ঘিকা[১] ॥৩৩
দীর্ঘকেশী মধ্যপুষ্টা মৃদুভাষা চ নাগিনী।
কৃষ্ণাঙ্গী কৃশাংগী চ দন্তুরা মদতাপিতা ॥ ৩৪
হ্রস্বকেশী দীর্ঘঘোণা সদা নিষ্ঠুরবাদিনী।
সদা ক্রুদ্ধা দীর্ঘদেহা মহারাবপরায়ণা ॥৩৫
নির্লজ্জা হাস্যহীনা চ নিদ্রালুর্ব্বহুভক্ষিকা।
ইয়ং সা ডাকিনী প্রোক্তা মৃত্যুযোগে প্রশস্যতে ॥৩৬
এতাস্তু শক্তয়ো দেবি সর্ব্বজাতিসমুদ্ভবাঃ।
সাপত্যাশ্চ সুরতাশ্চ জাতপুত্রাদিকাঃ শুভাঃ।
গ্রাহ্যা কুলরসৈঃ পূজ্যা ভক্তিভাবেন কামিনী ॥৩৭॥

দেব্যুবাচ।

কেন কেন চ মন্ত্রেণ মন্ত্রী ষট্‌কর্ম্মভাগ্ ভবেৎ।
তত্তন্মন্ত্রং মহেশান[২] যদ্যহং তব বল্লভা ॥৩৮॥

শঙ্খিনী ও দীর্ঘাঙ্গী নিখিল জনরঞ্জনকারিণী, সমাঙ্গী শুভ্রতুল্যদেহধারিণী নাতিখর্ব্বা এবং নাতিদীর্ঘা।৩৩

দীর্ঘকেশী, মধ্যপুষ্ট ও নাগিনী মৃদুভাষিণী হয়। কৃষ্ণাঙ্গী ও কৃশাঙ্গী দন্তুরা, মদতাপিতা, হ্রস্বকেশী, দীর্ঘনাসা, নিরন্তর নিষ্ঠুরবাদিনী, সদাক্রুদ্ধা, দীর্ঘদেহা, মহারাবিণী, নির্লজ্জা, হাস্যহীনা, নিদ্রালু ও বহুভক্ষণী ইনিই ডাকিনী বলিয়া কথিতা, এই ডাকিনীই মৃত্যুযোগে প্রশস্তা।৩৪—৩৬

হে দেবি! সর্ব্বজাতিসমুদ্ভব এই সকলই শক্তি, সসন্তানা, সুরতিবিশিষ্টা ও জীববৎসা শুভকারিণী। এই সকল শক্তিই গ্রাহ্য, এই সকল কামিনীকে কুলরসদ্বারা ভক্তিভাবে পূজা করিবে।৩৭

দেবী কহিলেন, হে মহেশ! যদি আমি আপনার বল্লভা হই তবে মন্ত্রবান্ ব্যক্তি কোন্ কোন্ মন্ত্র দ্বারা ষট্‌কর্ম্মসেবী হয়, সেই—সেই মন্ত্র আপনি আমার নিকট বলুন।৩৮

---

(১) নাতিদীর্ঘকা—ইতি পাঠান্তরম্।
(২) তন্মন্ত্রং কথয় স্বামিন্—ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রীঈশ্বর উবাচ ।

একাক্ষরং কালিকায়াস্তারায়াস্তু ত্রিবীজকম্ ।
বজ্রবৈরোচনীয়ো হি মনুরেকাদশাক্ষরঃ ॥৩৯
সর্ব্বতেজোঽপহারী চ মনুরাখ্যাত এব চ ।
বহুনাত্র কিমুক্তেন শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে ॥৪০
কেবলং শক্তিযুক্তশ্চ জপেদ্দেবীং সমাহিতঃ ।
অবশ্যং ফলমাপ্নোতি নান্যথা বীরবন্দিতে ॥৪১
খলো যদি ফলপ্রাপ্তঃ সবলো যদি নিষ্ফলঃ ।
ভবেদেতন্মহেশানি তদা সর্ব্বং বৃথা ভবেৎ ॥৪২
অহং ধাতা তথা পাতা রক্ষানুদযোগিনঃ[১] শিবে ।
তথাপি নহি সিদ্ধিঃ স্যাচ্চিত্রমেতন্নগাত্মজে ॥৪৩
এবন্তু মারণং দেবি বিশেষাৎ কথয়ামি তে ।
সান্তং বহ্নিসমাযুক্তং বামনেত্রবিভূষিতম্ ॥৪৪
হ্রীঁ হূঁ হূঁ অমুকং মারয় মারয় স্বাহা ।
কূর্চ্চযুগ্মং ততো দেবি অমুকং মারয় মারয় ॥৪৫

ঈশ্ব কহিলেন, কালিকার বীজ একাক্ষর, তারার বীজ ত্র্যক্ষর, বজ্রবৈরচনীর বীজ একাদশাক্ষর ।৩৯

এই সকল সর্ব্বতেজোবিনাশী মন্ত্র কহিলাম । অয়ি প্রাণবল্লভে ! আর বেশী কথার প্রয়োজন নাই ।৪০

কেবল শক্তিযুক্তা হইয়া সমাহিতচিত্তে দেবীকে জপ করিবে । হে বীরবন্দিতে ! তাহা হইলে অবশ্যই ফলপ্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই, ফল প্রাপ্তির ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই ।৪১

যদি খলব্যক্তি ফলপ্রাপ্ত হয় এবং সবল যদি নিষ্ফল হয়, তবে এই সকল বৃথা অর্থাৎ এই সকল বৃথা প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । ৪২

হে শিবে ! আমি ধাতা, পাতা, এবং উদযোগিগণের রক্ষক ; তবে যদি সিদ্ধি না হয়, তবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে । হে নগনন্দিনি দেবি ! আমি তোমাকে প্রকরণ বিশেষভাবে বলিতেছি । সান্ত, বহ্নিসংযুক্ত চন্দ্রান্বিত মন্ত্র মারণ বিষয়ে প্রশস্ত ।৪৩—৪৪

হে দেবি ! হ্রীঁং হূঁং হূঁং অমুকং মারয় মারয় স্বাহা । ঐ মন্ত্র কূর্চ্চযুক্ত করিয়া অমুকং মারয় মারয় বলিতে হইবে ।৪৫

---

(১) রক্ষিতোদ্যোগবান্ শিবে—ইতি পাঠান্তরম্ ।

চতুর্দ্দশাক্ষরো মন্ত্রঃ স্বাহান্তঃ শত্রুনাশকঃ ।
খদিরাঙ্গারমাদায় কুজাষ্টম্যাং বিশেষতঃ ॥৪৬
লেখয়েৎ পুত্তলীং শত্রুস্বরূপাং লৌহপত্রকে ।
নিশায়াং মস্তকে নেত্রে ললাটে হৃদয়ে করে ॥ ৪৭
নাভৌ গুহ্যে কটৌ পৃষ্ঠে ক্রমোক্তেন পাদদ্বয়ে ॥
মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য প্রতিষ্ঠাং তত্র কারয়েৎ ॥৪৮
সংহারমুদ্রাং বধ্বা তু ধ্যায়েদ্দেবীং জয়প্রদাম্ ।
দীর্ঘাকারাং কৃষ্ণবর্ণাং সদোদ্ধ্বস্তনমস্তকাম্ ॥৪৯
নৃমুণ্ডযুগলং হস্তে চর্ব্বয়ন্তী দিগম্বরীম্(১) ।
শত্রুনাশকরীং দেবীং ধ্যায়েচ্ছত্রুক্ষয়ায় চ ॥৫০
এবং ধ্যাত্বেষ্টকাচূর্ণৈ র্বামহস্তেন শঙ্করি ।
ওঁ শত্রুনাশকর্য্যৈ নম ইতি দত্ত্বা মহেশ্বরি ॥৫১
হরিদ্রাচূর্ণসহিতাং ধারাং দদ্যাদনেন তু ।
অমুকস্য শোণিতং পিব পিবেতি তৎপরম্ ।
মাংসং খাদয় খাদয় হ্রীং নম ইতি মন্ত্রতঃ ॥৫২
মধ্যাহ্নে মধ্যরাত্রৌ তু পূজয়িত্বা শতাষ্টকম্ ।
জপেদেকাদশাহে চ রোগঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৩

চতুর্দ্দশাক্ষর স্বাহান্ত মন্ত্র শত্রুনাশক জানিবে। খদিরের অঙ্গার আহরণ করিয়া বিশেষতঃ মঙ্গলবারযুক্ত অষ্টমীতে লৌহপাত্রে শত্রুর স্বরূপ পুত্তলিকা লিখিয়া রাত্রিকালে মস্তকে, চক্ষে, ললাটে, হৃদয়ে, করে, নাভিতে, গুহ্যে, কটিতে, পৃষ্ঠে, পাদদ্বয়ে ক্রমশঃ মন্ত্রবর্ণ লিখিয়া তথায় প্রতিষ্ঠা করিবে ।৪৬—৪৮

সংহারমুদ্রা বন্ধনপূর্ব্বক জয়প্রদা দেবীকে ধ্যান করিবে। দীর্ঘাকারা, কৃষ্ণবর্ণা, সততোদ্গতস্তনা ও উদ্গতমস্তক, দিগম্বর, করধৃত নরমুণ্ডযুগল এইরূপে চর্ব্বণ করিতেছেন। শত্রুক্ষয়ের নিমিত্ত শত্রুনাশকরী দেবীকে ধ্যান করিবে ।৪৯—৫০

হে মহাদেবি ! এই ধ্যান করিয়া ইষ্টকাচূর্ণ দ্বারা বামহস্তে ওঁ শত্রুনাশকর্য্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে হরিদ্রা চূর্ণের সহিত ধারা প্রদান করিবে। তৎপরে "অমুকস্য শোণিতং পিব পিব মাংসং খাদয় খাদয় হ্রীং নমঃ" এই মন্ত্রে মধ্যাহ্নে বা মধ্যরাত্রে একশত অষ্টবার পূজাপূর্ব্বক জপ করিবে। এইরূপ করিলে একাদশ দিবসে শত্রুর রোগ হইবে সন্দেহ নাই ।৫১—৫৩

---

(১) দিগম্বরাম্- ইতি পাঠান্তরম্।

দণ্ডাধিকৈকবিংশাহে মৃত্যুরেব রিপোর্ধ্রুবম্ ।
অথবান্য প্রকারেণ শত্রুক্ষয়মহং বদে ॥ ৫৪
পুংগোশকৃৎ সমাদায় পূজয়েদুষ্ণবারিণা[১] ।
বিপরীতক্রমেণৈব জপপূজাদিকঞ্চরেৎ ॥৫৫
মহাদেবায় নম ইতি পুংগোশকৃৎ সমাহরেৎ ।
শিবায় নম ইতি মন্ত্রেণ গঠনঞ্চ সমাচরেৎ[২] ॥৫৬
পশুপতয়ে নম ইতি প্রাণান্ সংস্থাপয়েত্ততঃ ।
লৌহপাত্রে মহেশানি খাদিরাঙ্গারযোগতঃ ॥
শত্রুপ্রতিকৃতিং লিখ্য তত্র সংস্থাপয়েচ্ছিবম্ ॥৫৭
ততো ধ্যায়েন্মহারুদ্রং ধ্যানং শৃণু সমাহিতঃ ।
শত্রোর্ব্বক্ষঃস্থিতং রুদ্রং জলদগ্নিসমপ্রভম্ ॥৫৮
বামহস্তধরং কেশং দক্ষিণ প্রাণকর্ষণম্[৩] ।
নরচর্ম্মাম্বরং দেবং মহাব্যালাদিবেষ্টিতম্ ॥৫৯
পিণাকধৃগিহাগচ্ছ ইত্যাদিনাবাহ্য যত্নতঃ[৪] ।
শূলপাণয়ে নম ইতি স্নাপয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥৬০

একবিংশতি দিন একদণ্ডে রিপুর নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। অন্যপ্রকারে শত্রুমারণ বিষয় আমি বলিতেছি শ্রবণ কর।৫৪

বৃষের গোময় আনয়ন করিয়া উষ্ণবারি সহযোগে তাহার পূজা করিবে। বিপরীত ক্রম দ্বারাও জপ পূজাদির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। পশুপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে ষাঁড়ের গোময় আহরণ করিয়া শিবায় নমঃ এই মন্ত্রে শিব নির্ম্মাণ করিয়া পশুপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে।৫৫—৫৬

হে মহেশ্বরি! লৌহপাত্রে খাদির (খয়ের) কাষ্ঠের অঙ্গার দ্বারা শত্রুর প্রতিকৃতি লিখিয়া তথায় স্থাপন করতঃ তদনন্তর মহারুদ্রের ধ্যান কর্ত্তব্য। ধ্যানটি সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর। শত্রুর বক্ষঃস্থলস্থিত প্রজ্বলিত অগ্নিপ্রভ বামহস্তে শত্রুর কেশধারী এবং দক্ষিণহস্তে শত্রুর প্রাণকর্ষী, নর-চর্ম্মাম্বর মহাসর্পাদিবেষ্টিত রুদ্রদেবকে ধ্যান করিবে।৫৭—৫৯

পিণাকধৃক্ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রে যত্নপূর্ব্বক আহ্বান করতঃ শূলপাণয়ে নমঃ এই মন্ত্র স্নান করাইবে।৬০

---

(১) মেলয়েদুষ্ণবারিণা- ইতি পাঠান্তরম্ ।
(২) পিণ্ডীকরণমাচরেৎ—ইতি পাঠান্তরম্।
(৩) বামহস্তে কেশধরং দক্ষিণাৎ প্রাণকর্ষণম্—ইতি পাঠান্তরম্।
(৪) ইত্যাদ্যাবাহ্য যত্নতঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

মহেশ্বরায় নম ইতি পাদ্যাদিনা প্রপূজয়েৎ।
ঈশানাদিস্তথা মূর্ত্তিং ব্যুৎক্রমেণ* প্রপূজয়েৎ ॥৬১
অগ্নিকোণাদিপর্য্যন্তং সূর্য্যরীত্যা মহেশ্বরি।
ওঁ শিবায় নমঃ ওঁ মূলমষ্টাবিংশতি সংজপেৎ১ ॥৬২
হূং ক্ষমস্বেতি বামেন করেণ তু বিসর্জ্জয়েৎ।
অজিত কেশব বিষ্ণো হরে সত্য জনার্দ্দন।
হংস নারায়ণায় স্বাহা মন্ত্রমেব সকৃজ্জপেৎ ॥৬৩
হূং নমো ভগবতে বাসুদেবায় স্বাহা২।
ইতি ষঃ শিবঃ নমঃ ইত্যপি সকৃজ্জপেৎ ॥৬৪
এবমেকাদশাহেন শত্রুস্মাদনমঞ্জসা।
অবশ্যং জায়তে দেবি সত্যং সত্যং ত্রিলোচনে ॥৬৫
কথয়ামি মহাদেবি বৈরস্তম্ভনমুত্তমম্।
কুম্ভকারস্য পয়নাদানয়েৎ৩ পিঠরং শূলম্।
একং দ্বয়ং ত্রিকস্ফুটং যৎ কৃতং সাধকোত্তমঃ ॥৬৬

সাধকাগ্রণ্য সাধকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মহেশ্বরায় নমঃ এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। তদনন্তর অগ্নিকোণাদি পর্য্যন্ত ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ হইতে সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ এইরূপ ভাবে বিপরীতক্রমে পূজা কর্ত্তব্য। ওঁ শিবায় নমঃ ওঁ মূলমন্ত্র অষ্টাবিংশতি-বার জপ কর্ত্তব্য।৬১—৬২

হূং ক্ষমস্ব এই মন্ত্রে বাম হস্ত দ্বারা বিসর্জ্জন করিবে। অজিত কেশব বিষ্ণো হরে সত্য জনার্দ্দন। হংস নারায়ণায় স্বাহা এই মন্ত্র একবার জপ কর্ত্তব্য।৬৩

"হূং নমো ভগবতে বাসুদেবায় স্বাহা" এই মন্ত্র এবং "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র একবার জপ করিবে।৬৪

এইরূপ করিলে একাদশ দিবসে শত্রু একেবারে উন্মাদিত হইয়া উঠিবে। হে দেবি! ইহা সত্য সত্যই ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।৬৫

হে ত্রিলোচনে! উত্তম শত্রুস্তম্ভন কহিতেছি, শ্রবণ কর। কুম্ভকারের গৃহ হইতে পিঠরশূলক* আনয়ন করিবে। হে মহেশ্বরি! সাধকশ্রেষ্ঠ! তাহাতে এক

---

*ব্যুৎক্রমেণ – বি-উৎ (বিপরীত) + ক্রম (নিয়ম), অর্থাৎ বিপরীত ক্রম, বৈপরীত্ব, প্রতিক্রম।
(১) অষ্টাবিংশতিধা জপেৎ—ইতি পাঠান্তরম্।
(২) ..স্বাহা ইতি যঃ।
ওঁ শিবায় নমো মন্ত্রমপি নিত্যং সকৃজ্জপেৎ ॥
(৩) কুম্ভকারস্য সদনাদানয়েৎ পিঠরং শুভম্।
একং দ্বিকং ত্রিকং চৈব যৎকৃতং সাধকোত্তমঃ ॥
(কক) পিঠর—পাত্র, হাঁড়ি, পাতিল। শূল—শলাকা, সিক। স্ফুট—ফুটা, রন্ধ্র, ছিদ্র।

আনীয় চ উখামধ্যাস্তস্ম পর্য্যুষিতস্তথা।
নিক্ষিপ্য পিঠরে শুষ্কনালিকাপত্রবিস্তরম্।
ভস্মোপরি চ সংস্থাপ্য বাটিকায়াঃ[১] সুরেশ্বরি।
ঐশান্যাং বিবরং কৃত্বা শনৈর্ব্বারে মহেশ্বরি।৬৭
পুনর্ম্মধ্যাহ্নকালে চ নির্জ্জনে সতি ভাবিনি[২]।
চতুর্দ্দিক্ষু বাটিকায়া গর্ত্তস্য নিকটাৎ প্রিয়ে ॥৬৮
তত্তাবতীমহং ভূমিং চৌরেভ্যো রক্ষয়ামি চ।
প্রফুল্লমনসা দেবী ভূমৌ পরিগ্রহঞ্চরেৎ[৩] ॥৬৯
তাবতাঞ্চ ততো ভূমিং বামাবর্ত্তনে ভাবিনি[৪]।
পরিক্রম্য পুনস্তত্র গর্ত্তস্য নিকটং ব্রজেৎ ॥৭০
তত্রৈব নির্জ্জনে গর্ত্তে শলাকাং লৌহনির্ম্মিতাম্।
রোপয়িত্বা তদুপরি পিঠরং সশরাবকম্।
সংস্থাপ্য মৃদ্ভিঃ সংপূর্য্য তদ্গর্ত্তং গৃহমাব্রজেৎ ॥৭১

দুই তিনটি স্ফুট করিয়া ঐ হাঁড়িতে (পাত্রে) উনান মধ্যস্থিত পর্য্যুষিত ভস্ম নিক্ষেপপূর্ব্বক বিস্তর শুষ্ক নালীকাপত্র (পাটপাতা) ভস্মোপরি সংস্থাপন করিয়া বাটীর ঈশানকোণে শনিবারে গর্ত্ত করিবে।৬৬—৬৭

হে ভাবিনি! অনন্তর মধ্যাহ্নকালে নির্জ্জন হইলে বাটিকার চারিদিকে গর্ত্তের নিকট হইবে, হে প্রিয়ে! ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি চোর হইতে রক্ষা রাখিতেছি এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া রক্ষিত ভূমির একটী সীমা মনে মনে নির্দ্দেশ করিবে।৬৮—৬৯

হে দেবি মহেশ্বরি! সেই তাবতীভূমি বামাবর্ত্তে পরিক্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার গর্ত্তের নিকট গমন করিবে।৭০

গোপনে সেই গর্ত্তে লৌহনির্ম্মিত শলাকা প্রোথিত করিয়া তদুপরি শরাবসহিত পিঠর সংস্থাপন পূর্ব্বক মৃত্তিকা দ্বারা সেই গর্ত্ত ভর্ত্তি করিয়া গৃহে গমন করিবে।৭১

---

(১) বাটিকায়াঃ স্থলে –'পিঠরং তং'—এ পাঠ দৃষ্ট হয়।
(২) ভামিনি—ইতি পাঠান্তরম্।
(৩) চরভূমেঃ পরিগ্রহম্—ইতি পাঠান্তরম্।
(৪) তাবতীঞ্চ ততো ভূমিং বামাবর্ত্তেন ভামিনি।

গতিস্তম্ভো ভবেদ্দেবি চৌরাদীনাং তথা খলু।
অয়ং যোগবরো দেবি দুর্লভো বসুধাতলে ॥৭২

পিশাচভূতবেতাল-কুষ্মাণ্ডব্রহ্মরক্ষসাম্।
দানবানাং তথান্যেষাং গতিস্তত্র ন জায়তে ॥৭৩
ধনপুত্রসমৃদ্ধিস্তু বর্দ্ধতেঽহর্নিশন্তথা।
দিনে দিনে ধর্ম্মবৃদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭৪

ইতি যোগিনীতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্বিংশসহস্রে চতুর্থঃ পটলঃ ॥৪

হে দেবি! এইরূপ করিলে চৌরাদির গতি স্তম্ভ হইবে। হে দেবি! এই উৎকৃষ্টযোগ পৃথিবীতে দুর্লভ।৭২

এই যোগ করিলে পিশাচ, ভূত, বেতাল, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষস, দানব ও অন্যান্য ভূতগণের তথায় গতি হয় না।৭৩

অহর্নিশ ধন পুত্র ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ও দিন দিন ধর্ম্মবৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইতে থাকে ইহাতে আর সংশয় নাই।৭৪

সর্বতন্ত্রোত্তম যোগিনীতন্ত্রে চতুর্থ পটল সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ লোকানুগ্রহকারক।
সাধনং সর্ব্বমন্ত্রস্য সর্ব্বাশাপরিপূরকম্।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্‌বদস্ব মহেশ্বর ॥১

শ্রীঈশ্বর উবাচ

শয্যায়াং সাধনমাদৌ বক্ষ্যেঽহং পরমাদ্ভুতম্।
সার্দ্ধযামগতায়াস্তু নিশায়াং সাধকোত্তমঃ ॥২
ভূত্বা দিগম্বরঃ সম্যগাচম্য বিধিবত্তদা।
অভ্যুক্ষ্য মূলমন্ত্রেণ শয্যায়াস্তত্র সংবিশেৎ ॥৩
গুরুং পরগুরুঞ্চৈব পরাপরগুরুস্তথা।
পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চৈব বামেঽভ্যর্চ্চ্য গণেশ্বরম্ ॥৪
দক্ষিণে চ ভ্রুবোরূর্দ্ধং শ্মশানবাসিনে নমঃ।
ততো মায়মাসনায়[২] নমঃ ইত্যর্চ্চয়েচ্ছিবে ॥৫

দেবি কহিলেন, হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ লোকানুগ্রাহক ভগবন্! সকল মন্ত্রের সর্ব্বাশাপরিপূরক সাধন শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে, হে মহেশ্বর! আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।১

ঈশ্বর কহিলেন, প্রথম পরমাদ্ভুত শয্যাসাধন বলিব। সাধকোত্তম রাত্রির অর্দ্ধযাম (প্রহর) গত হইলে, দিগম্বর হইয়া যথাবিধি আচমন পুরঃসর মূলমন্ত্রে শয্যায় অভ্যুক্ষণ (জল সিঞ্চন) করিয়া সেই শয্যায় গমন করিবে।২–৩

অনন্তর বামভাগে, গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু, পরমেষ্ঠিগুরু এই সকল গুরুকে এবং গণেশ্বরকে (গণেশ) দক্ষিণে ভ্রূর ঊর্দ্ধভাগে শ্মশানবাসীকে প্রণাম করিবে "আয়ামাসনায় নমঃ", এই মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে।৪–৫

---

(১) শয্যায়াঃ সাধনং হ্যাদৌ—ইতি পাঠান্তরম্।
(২) ততো যমাসনায়ান্তে—ইতি পাঠান্তর এবং 'যমাসনায় নমঃ' এইরূপ অর্থ হইবে।

শয্যাং শয্যাতলে দেবি প্রণবং বাগ্‌ভবঞ্চ ফট্ ।
লিখিত্বাচম্য যত্নেন সমন্ত্রোক্তবিধানতঃ ॥৬
প্রণবং মণিধরিণ্যৈব বজ্রিণি[1] চেম্মহাপদম্ ।
প্রতিসরে রক্ষ রক্ষ মাং হুং ফট্ স্বাহয়ান্বিতম্ ॥৭
অনেন মনুনা দেবি শিখাং বধ্বা বিধানতঃ ।
অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ মাতৃকান্যাসমেব চ ॥৮
ভূতশুদ্ধ্যাদিকং কৃত্বা হৃৎপদ্মে পরমাং শিবাম্ ।
ধ্যাত্বা ভক্ত্যা সমভ্যর্চ্য মানসৈঃ সাধকোত্তমঃ ॥৯
শয্যাতলে প্রণীয় তাং মন্ত্রোপরি বরাননে ।
প্রণবঞ্চ ততো দেবি বটুকেভ্যো নমস্তথা ॥১০
ইতি মন্ত্রেণ মনসা বটুকং[2] পাদ্যাদিভির্যজেৎ ।
ততস্তু বহ্নিবীজেন সমন্তাজ্জলধারয়া ॥১১
বহ্নিপ্রাচীরমাচিন্ত্য সংকল্পঞ্চ সমাদরাৎ ।
জপং কৃত্বা সমর্প্যাথ বিধিনা পরমেশ্বরি ।
পুনঃ সঙ্কল্প্য দেবেশি কুর্য্যাৎ সর্ব্বক্রমং শিবে ॥১২
হোমঞ্চ তর্পণঞ্চৈব অভিষেকং ততঃ পরম্ ।
বিপ্রস্য ভোজনঞ্চৈব অভাবে দ্বিগুণং জপেৎ ॥১৩

হে শিবে ! শয্যাতলে প্রণব এবং ফড়ন্ত বাগ্‌ভব মন্ত্র লিখিয়া আচমনান্তে নিজমন্ত্রোক্ত বিধানে "ওঁ মণিধারি বজ্রিণি চেম্মহাপদং প্রতিসরে রক্ষ রক্ষ মাং হুং ফট্ স্বাহা", এই মন্ত্র দ্বারা বিধিপূর্ব্বক শিখাবন্ধন করিবে। অনন্তর অঙ্গন্যাস করন্যাস মাতৃকান্যাস ও ভূতশুদ্ধ্যাদি সম্পন্ন করিয়া হৃৎপদ্মে ভক্তিপূর্ব্বক মানস-পূজা সম্পন্ন করিয়া পরমাশিবার ধ্যান করিবে ।৬—৯

হে বরাননে ! তদনন্তরে শয্যাতলে প্রণবযুক্ত মন্ত্র বিন্যাস করিয়া তৎপরে "বটুকেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা বটুকের মানসপূজা কর্ত্তব্য। তৎপরে বহ্নিবীজ দ্বারা চারিদিকে জলধারায় বহ্নি-প্রাচীর চিন্তা করিয়া ঠিক-ঠিক ক্রম অনুসারে সঙ্কল্প করিবে। হে পরমেশ্বরি ! অনন্তর জপ ও জপ সমর্পণ করিয়া পুনর্ব্বার সঙ্কল্প করতঃ অন্যান্য যাবতীয় পূজাক্রম অনুষ্ঠান করিবে ।১০—১২

হোম, তর্পণ ও অভিষেক ও ব্রাহ্মণ ভোজন এই সকল অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইলে দ্বিগুণ জপ করিবে ।১৩

(১) প্রণবং মণিবরিঞ্চ বজ্রিণীং...... ।
প্রতিসীরে...... ॥ ইতি পাঠান্তরম্ ।
(২) বটুং......ইতি পাঠান্তরম্ ।

কাঞ্চনং দক্ষিণাং দত্ত্বাচ্ছিদ্রাবধারণঞ্চরেৎ* ।
সংপ্রোচ্য বটুকং দেবি ক্ষমস্বেতি বিসর্জ্জয়েৎ ॥১৪
এবমুক্তং মহাদেবি শয্যাসাধনমুত্তমম্ ।
মন্ত্রসিদ্ধিকরং শীঘ্রমস্মৎসাযুজ্যদায়কম্ ॥১৫
অথ শৃণু ত্রিবাটস্য চতুর্ব্বাটস্য সাধনম্ ।
গত্বা তু ত্রিপথং বাপি চতুষ্পথং বরাননে ॥১৬
প্রণমেদ্ গুরুমভ্যর্চ্চ্য মণিধরীতি চ মন্ত্রতঃ ।
বধ্বা গ্রন্থিন্তু বজ্রান্তে নির্ভয়ঃ সাধকোত্তমঃ ॥১৭
শ্মশানবাসিনো যে যে দেবা দেব্যশ্চ ভৈরবাঃ ।
দয়াং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে সিদ্ধিদাশ্চ ভবন্তু মে ॥১৮
প্রণমেৎ প্রণবাদ্যেন মনুনানেন ভক্তিতঃ ।
ততঃ পূর্ব্বমুখো বাপি উত্তরাশামুখোঽপি বা ॥১৯
উপবিশ্য সমাচম্য স্বস্তিবাচ্য[১] মহেশ্বরি ।
স্থানং সম্মার্জ্জ্য তত্রৈব প্রেতবীজং লিখেৎ সুধীঃ ॥২০

হে শিবে ! হে পরমেশ্বরি ! তদনন্তর দক্ষিণা কাঞ্চন প্রদানপূর্ব্বক অচ্ছিদ্রাবধারণ* (সুসমাপন ; সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ সমাপ্তি) করিবে। তৎপরে "হে বটুকত্ত্বং ক্ষমস্ব" এই মন্ত্রে বটুককে বিসর্জ্জন করিবে ।১৪

হে মহাদেবি ! এই আমি তোমাকে মন্ত্রসিদ্ধিকর আমার সাযুজ্য প্রদায়ক উত্তম শয্যাসাধন কথা কহিলাম । এক্ষণে তুমি ত্রিবাট ও চতুর্ব্বাটের সাধন শ্রবণ কর ।১৫

হে বরাননে ! ত্রিপথ বা চতুষ্পথে গমনপূর্ব্বক গুর্ব্বাদিকে প্রণাম পূর্ব্বক মণিধরী এই মন্ত্রে গ্রন্থিবন্ধনপূর্ব্বক বজ্রমন্ত্রোচ্চারণকরত সাধক নির্ভয় হইবে ।১৬—১৭

তদনন্তর "ওঁ শ্মশানবাসিনো যে যে দেবা দেব্যশ্চ ভৈরবাঃ। দয়াং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে সিদ্ধিদাস্তু ভবন্তু মে।" এই মন্ত্রে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। হে মহেশ্বরি ! তদনন্তর শুদ্ধবুদ্ধি নম্র শান্ত তত্ত্বসাধক পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক আচমনান্তে স্বস্তিবাচন উচ্চারণপূর্ব্বক স্থান মার্জ্জনা (পরিষ্কার) করিয়া, সেই স্থানেই প্রেতবীজ লিখিবে ।১৮—২০

---

*অচ্ছিদ্রাবধারণ—অচ্ছিদ্র + অবধারণ – নাই ছিদ্র যাহাতে অর্থাৎ ছিদ্রহীন, ত্রুটিহীন, নির্দ্দোষ সমাপ্তি।

(১) স্বস্তি বাচ্য—ইতি পাঠান্তরম্।

বীজোপরি মহাদেবি বিহিতাসনমাস্তরেৎ।
তত্রোপবিশ্য দেবেশি হৃদীষ্টদেবতাং স্মরেৎ ॥২১
যথেষ্টমনসারাধ্যাং[১] অষ্টাসু চ বলিং হরেৎ।
কালাদিভ্যো মহেশানি পূজয়িত্বা বিধানতঃ ॥২২
কালী কপালিনী কুল্বা কুরুকুল্বা[২] বিরোধিনী।
বিপ্রচিত্তা তথা নীলা বলাকা চ ধনাত্মিষঃ ॥২৩
প্রণবাদি নমোঽন্তেন পূজা বল্যাদিনা স্মৃতা।
সঙ্কল্প্যাষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বাচ্ছিদ্রাবধারণম্।
কৃত্বা স্থানং পরিত্যজ্য স্মরন্ দেবীং গৃহং ব্রজেৎ ॥২৪
এবমুক্তং সাধনন্তে সর্ব্বসিদ্ধনিষেবিতম্।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং সাধকানাং পরং হিতম্ ॥২৫
অতঃপরমহং বক্ষ্যে বিল্বমূলস্য সাধনম্।
বিল্বমূলং মহেশানি সমন্তাৎ ষোড়শষ্করম্[৩] ॥২৬

হে দেবি! বীজোপরি শাস্ত্রোক্ত বিধিসম্মত আসন আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাহাতে উপবেশন করিয়া হৃদয়ে ইষ্টদেবতার স্মরণ কর্ত্তব্য।২১

ইচ্ছা বা বাঞ্ছানুরূপ প্রচুর মানসাদি আরাধনা করিয়া অষ্টদিকে বলি আহরণপূর্ব্বক যথাবিধি কালাদির পূজা করিয়া প্রণবাদি নমোঽন্ত মন্ত্রে কালী, কপালিনী, কুল্বা, কুরুকুল্বা, বিরোধিনী, বিপ্রচিত্তা, লীলা, ঘনা ও বলাকার যথাযথ ক্রম-বিধি অনুযায়ী পূজা করিয়া বলি প্রদান করিবে। পরে সংকল্প করিয়া অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। তদনন্তর সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবীকে স্মরণ করিতে করিতে গৃহে গমন করিবে।২২—২৪

হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট সিদ্ধসাধকগণের সাধনের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ইহা যাহাকে তাহাকে দানযোগ্য অর্থাৎ প্রকাশিতব্য নহে, ইহা সাধকগণের পরম হিতকারক বলিয়া জানিবে।২৫

এক্ষণে আমি তোমাকে বিল্বমূল সাধন বলিব। হে মহেশানি! বিল্বমূলের চারিদিকে ষোড়শহস্ত পরিমিত স্থানই বিল্বমূল বলিয়া সংজ্ঞিত বা কথিত।২৬

---

(১) যথেষ্ট: মনসারাধ্য হৃষ্টাহ্…।
(২) …কুল্লা কুরুকুল্লা……বলাকা চ মুনিদ্বিষা॥ ইতি পাঠান্তরম্।
(৩) সমন্তাৎ শঙ্করঃ স্মৃতম্—ইতি পাঠান্তরম্।

মম জটাস্বরূপং হি[1] পর্ণং জানীহি সুন্দরি।
ঋগ্‌যজুঃসামসদৃশং পত্রত্রয়ং বরাননে ॥২৭
শাখা হি সর্ব্বশাস্ত্রাণি জানীহি[2] মীনলোচনে।
কল্পবৃক্ষসমো বিল্বো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
মহালক্ষ্মীর্ব্বিল্ববৃক্ষো জাতঃ শ্রীশৈলপর্ব্বতে ॥২৮

শ্রীদেব্যুবাচ।

কথং সা বিষ্ণুবনিতা বিল্ববৃক্ষো বভূব হি।
বৃত্তান্তং পরমাশ্চর্য্যং বদ মে করুণাময় ॥২৯

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বৃত্তান্তং পরমাদ্ভুতম্।
সত্যে তু পূজয়ামাস লিঙ্গং রামেশ্বরাভিধম্ ॥৩০
জ্যোতীরূপং মদীয়াংশং প্রার্থ্য ব্রহ্মাদিভিঃ সহ।
তত্র মেহনুগ্রহাদ্ বাণী সর্ব্বেষাং প্রিয়তাং গতা ॥৩১
বিষ্ণোরতিপ্রিয়া নিত্যং সাভূৎ সরস্বতী সদা[3]।
তাদৃক্ প্রীতি র্ন লক্ষ্ম্যাঞ্চ জায়তে কেশবস্য চ[4] ॥৩২

হে সুন্দরি! তাহার পত্র আমার জটাস্বরূপ, হে বরাননে! তাহার ত্রিপত্র ঋক্ যজুঃ ও সামবেদ। শাখা সর্ব্বশাস্ত্র জানিবে।২৭

হে মীনলোচনে! বিল্ববৃক্ষ কল্পবৃক্ষতুল্য এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবস্বরূপ। মহালক্ষ্মী বিল্ববৃক্ষ হইয়া শ্রীশৈলপর্ব্বতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।২৮

দেবী কহিলেন, হে করুণাময়! বিষ্ণু-বনিতা কিরূপে বিল্ববৃক্ষ হইয়া জন্মিলেন, সেই পরমাশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।২৯

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি! এই অত্যদ্ভুত পরমাশ্চর্য বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে জ্যোতীরূপ মদীয়াংশ রামেশ্বর নামক লিঙ্গ, ব্রহ্মাদি দেবতা সহিত দেবীগণ পূজা করেন, ফলে আমার অনুগ্রহবশে বাণীদেবী সকলের প্রিয়া হন।৩০—৩১

সেই সরস্বতী বিষ্ণুর সতত প্রিয়া হইলেন। তৎকালে কেশবের লক্ষ্মীর প্রতি তাদৃশী প্রীতি জন্মিল না।৩২

---

(১) জটাস্বরূপং দেবেশি......ত্রিপত্রং হি বরাননে॥ ইতি পাঠান্তরম্।
(২) জানীতাম্—ইতি পাঠান্তরম্।
(৩) ......সদা সা ভূৎ সরস্বতী ইতি পাঠান্তরম্।
(৪) ....কৈশবস্ত হি ইত্যপি দৃশ্যতে।

ইতি চিন্তাপরা লক্ষ্মীর্যযৌ শ্রীশৈলমুত্তমম্ ।
প্রাপ্তা[1] মল্লিংগমেকান্তে তপস্তেপেঽতিদারুণম্ ॥৩৩
তথাপি হৃদি নৈবাভূৎ কৃপা মে পরমেশ্বরি !
তদা সা বৃক্ষরূপেণ স্থিতা লিংগাগ্রতঃ সতী ॥৩৪
পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈঃ স্বীয়ৈঃ পূজয়ামাস সন্ততম্ ।
কোটিবর্ষে মহেশানি ততো মেঽনুগ্রহোঽভবৎ ॥৩৫
তেনৈবানুগ্রহেণৈব বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থিতাভবৎ ।
তত্রৈব পরমেশানি বিহরেৎ সা সদৈব হি ॥৩৬
অতস্তু কারণাদ্দেবি তদ্রূপেণ হরিপ্রিয়া ।
সদৈব পূজয়েন্মাং[2] সা মদ্ভক্তা সাতুলা শিবে ॥৩৭
অতস্তু বৃক্ষমাশ্রায় তিষ্ঠামি চ দিবানিশম্ ।
সর্ব্বতীর্থময়ো দেবঃ[3] সর্ব্বদেবময়ঃ সদা ॥৩৮
শ্রীবৃক্ষঃ পরমেশানি অতএব ন সংশয়ঃ ।
তৎফলৈস্তৎপ্রসূনৈর্ব্বা তৎপত্রৈর্ব্বঃ প্রপূজয়েৎ ॥৩৯
তৎকাষ্ঠ-চন্দনৈর্ব্বাপি স মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥৪০

এইহেতু লক্ষ্মীদেবী চিন্তান্বিতা হইয়া উত্তম শ্রীশৈলপর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় আমার এক লিঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া অতি উগ্র তপস্যা আরম্ভ করিলেন।৩৩

হে পরমেশ্বরি ! তথাপিও আমার কৃপা হইল না দেখিয়া, লক্ষ্মীদেবী আমার মূর্ত্তির উর্দ্ধদেশে বৃক্ষরূপে অবস্থান করিয়া আপনার পত্রপুষ্প ও ফলদ্বারা নিরন্তর আমার পূজা করিতে লাগিলেন। হে মহেশানি ! তদনন্তর কোটিবর্ষ পরে আমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে সেই অনুগ্রহবলে লক্ষ্মী দেবী বিষ্ণুর পুনঃ হৃদয়স্থিতা হইয়া তিনি নিরন্তর তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ।৩৪—৩৬

হে দেবি ! এই কারণেই সেই হরিপ্রিয়া, সেই বৃক্ষরূপে সর্ব্বদাই অতিশয় ভক্তি সহকারে পরম যতনে আমার পূজা করিয়া থাকেন। হে শিবে ! তিনি সর্ব্বদাই আমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী ।৩৭

এই কারণে আমি অহর্নিশ বিল্ববৃক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করি। হে পরমেশ্বরি ! এইহেতু বিল্ববৃক্ষ সর্ব্বদাই সর্ব্বতীর্থময় ও সর্ব্বদেবময়, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। বিল্বপত্রে বা বিল্বপুষ্পে বা বিল্বফলে বা বিল্বকাষ্ঠের চন্দনে যে আমার পূজা করে, হে দেবি ! সে আমার ভক্ত, সে আমার প্রিয় ।৩৮—৪০

---

(১) প্রাপ্য মল্লিঙ্গম্—ইতি পাঠান্তরম্।
(২) সদৈব পূজয়ন্তী মাং মদ্ভক্তা সাতুলা শিবে।
(৩) দেবি—এই সম্বোধন পদ পুস্তকান্তরে দেখা যায়।

তৎকাষ্ঠচন্দনং ভালে যো ধারয়তি সংভ্রমাৎ।
মত্তনুং শিববুধ্যা সা নমেদ্দেবি মুদান্বিতা ॥৪১
অতস্তচ্চন্দনং দেবি ধারয়েন্ন কদাচন।
তৎপত্রং তৎপ্রসূনং বা কদাপি ধারয়েন্ন হি[১] ॥৪২
বিল্বমূলে মহেশানি প্রাণাংস্ত্যজতি যো নরঃ।
রুদ্রদেহো ভবেৎ সত্যং পাপকোটিযুতোঽপি সঃ ॥৪৩
অতস্তৎসাধনং দেবি সর্ব্বেষাং প্রিয়কারকম্।
তত্র গত্বা বিল্বমূলং প্রাপ্য গুরুচতুষ্টয়ম্।
অভ্যর্চ্য যত্নতো দেবি ক্ষেত্রপালং প্রপূজ্য চ ॥৪৪
ক্ষেত্রপাল মহাভাগ শ্মশানাধিপ সুব্রত।
সিদ্ধিং দেহি জগৎকর্ত্তঃ স্থানং দেহি নমোঽস্তু তে ॥৪৫
অনেন প্রণবাদ্যেন মনুনা প্রণমেত্ততঃ।
ততঃ স্থানন্তু সংপূজ্য লিখেত্তত্র বরাননে ॥৪৬
বাগ্‌ভবং প্রেতবীজঞ্চ পুনর্ব্বাগ্‌ভবমেব চ।
তদন্তে মূলমন্ত্রঞ্চ বিলিখেৎ সাধকোত্তমঃ ॥৪৭

হে দেবি! বিল্ববৃক্ষ শিবসদৃশ, বিল্বতরু আমার তনু এই বুদ্ধিতে যে সসম্ভ্রমে অর্থাৎ আমার প্রতি গৌরব প্রদর্শন মানসে ললাটে বিল্বকাষ্ঠের চন্দন ধারণ করে, সেই মানব-দেহকে শিবদেহজ্ঞানে রমা হর্ষচিত্তে নমস্কার করিয়া থাকেন।৪১

অতএব হে দেবি! সেই চন্দন নরগণ কদাচ ধারণ করিবে না এবং তাহার পত্র বা পুষ্প ধারণ করা উচিত নয়।৪২

হে মহেশানি! যে মানব বিল্বমূলে প্রাণত্যাগ করে, সে যদি কোটিপাপসংযুক্তও হয় তথাপি সে রুদ্রদেহ প্রাপ্ত হয়।৪৩

হে দেবি! অতএব তাঁহার সাধন সর্ব্বদেবতার প্রিয়কর। সেই বিল্বমূলে গমন করিয়া পূর্ব্ববৎ গুরুচতুষ্টয়ের পূজান্তে পরমযত্নে ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে।৪৪

অতঃপর 'হে ক্ষেত্রপাল, মহাভাগ, শ্মশানাধিপতি, সুব্রত, তুমি জগৎকর্ত্তা আমাকে স্থান দাও এবং সিদ্ধি প্রদান কর, তোমাকে প্রণাম'।৪৫

প্রাণবাদি এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে। হে বরাননে! তদনন্তর সেই স্থান পূজা করিয়া বাগ্‌ভববীজ, প্রেতবীজ, পুনর্ব্বার বাগ্‌ভববীজ তৎপরে মূলমন্ত্র লিখিবে।৪৬-৪৭

---

(১) ধারয়েন্ন কদাপি হি।

পূজয়িত্বা চ কাল্যাদ্যাঃ[১] পূর্ব্ববৎ পরমেশ্বরি।
সংকল্প্যাষ্টোত্তরশতং জপ্তাচ্ছিদ্রাবধারয়েৎ ॥৪৮
পরিত্যজ্য ততঃ স্থানং গুরুং স্মরন্ গৃহং ব্রজেৎ।
ইত্যেবং কথিতং তুভ্যং সারাৎসার পরাৎপরা[২] ॥ ৪৯
গোপনীয়ং সদা ভদ্রে বিশেষাৎ পশুসংকুলে ॥ ৫০
ইদানীং শৃণু দেবেশি মুণ্ডসাধনমুত্তমম্।
যৎ কৃত্বা সাধকো যাতি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্[৩] ॥৫১
নরমহিষমার্জ্জারমুণ্ডত্রয়ং[৪] বরাননে।
অথবা পরমেশানি নৃমুণ্ডত্রয়মাদরাৎ ॥ ৫২
শিবাসর্পসারমেয়-বৃষভাণাং মহেশ্বরি।
পঞ্চমুণ্ডং তথা মধ্যে পঞ্চমুণ্ডানি হীরিতম্[৫] ॥৫৩

হে পরমেশ্বরি! সাধকোত্তম তৎপরেই কাল্যাদির পূজা পূর্ব্ববৎ সমাপন করিয়া সংকল্পপূর্ব্বক অষ্টোত্তরশত জপ সমাপনান্তে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।৪৮

তদনন্তর গুরুকে স্মরণ করিতে করিতে সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া নিজগৃহে গমন করিবে। এই আমি তোমাকে সারাৎসার পরাৎপর বিল্বসাধন কহিলাম। হে ভদ্রে! ইহা সততই বিশেষতঃ পশুসংকুলস্থানে একান্ত গোপনীয় ॥৪৯—৫০

হে দেবেশি! এক্ষণে উত্তম মুণ্ডসাধন কথা শ্রবণ কর। সাধক এই মুণ্ড সাধন করিয়া মহাদেবীর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।৫১

হে বরাননে! নরমুণ্ড, মহিষমুণ্ড ও মার্জ্জারমুণ্ড অথবা নৃমুণ্ডত্রয় যত্নপূর্ব্বক আহরণ করিবে।৫২

শিবামুণ্ড, সর্পমুণ্ড, কুক্কুরমুণ্ড, বৃষমুণ্ড, নরমুণ্ড, হে মহেশ্বরি এই কয়েকটিই পঞ্চমুণ্ড বলিয়া অভিহিত।৫৩

---

(১) ...কালাদীন্...জপ্তাঽচ্ছিদ্রং চ ধারয়েৎ ইত্যপি পাঠঃ।

(২) স্থানং পরিত্যজ্য গুরুং সংস্মরন্ তদ্গৃহং ব্রজেৎ।...সারাৎ সারং পরাৎ পরম্—ইতি পাঠান্তরম্।

(৩) পরমং পদং—পরম—শ্রেষ্ঠ, পদ=ধাম, স্থান ; অতএব শ্রেষ্ঠস্থান অর্থাৎ মুক্তি বা মোক্ষ।

(৪) নরমাহিষমার্জ্জার-মুণ্ডকানি বরাননে।

(৫) পঞ্চমুণ্ডী সমীরিতা—ইতি পাঠান্তরম্।

অথবা পরমেশানি নরাণাং পঞ্চমুণ্ডকান্ ।
তথা শতং সহস্রং বাযুতং লক্ষং তথৈব চ ॥৫৪
নিযুতঞ্চাথবা কোটিং নৃমুণ্ডান্ পরমেশ্বরি ।
নরমুণ্ডং স্থাপয়িত্বা প্রোথয়িত্বা ধরাতলে ॥৫৫
বিতস্তি*প্রমিতাং বেদীং তস্যোপরি প্রকল্পয়েৎ ।
আয়ামপ্রস্থতো দেবি চতুর্হস্তৌ সমাচরেৎ ॥ ৫৬
সহস্রলক্ষপর্য্যন্তং ষোড়শীং হস্তসম্মিতাম্ ।
ততঃ পরং মহাদেবি শতহস্তমিতাঞ্চরেৎ ॥ ৫৭
তস্যাস্তু ভূতনাথাদীংশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৫৮
পূর্ব্বোক্তভূতনাথায় নমোমন্ত্রেণ দেশিকঃ ।
পাদ্যাদিভিঃ পূজয়িত্বা বলিং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৫৯
এবন্তু দক্ষিণে দেবি শ্মশানাধিপমাদরাৎ ।
তদ্বচ্চ পশ্চিমে ভাগে কালভৈরবমুত্তমম্ ॥ ৬০
শ্মশানমুত্তরে[১] তদ্বৎ পূজয়িত্বা বলিং দদেৎ ।
বেদীমধ্যে প্রেতবীজং ফট্কারং তদনন্তরম্ ॥ ৬১
পাদ্যাদিভিরনেনৈব কুণ্ডেভ্যঃ পরিপূজয়েৎ ॥ ৬২

হে মহেশ্বরি! পঞ্চ নরমুণ্ডই পঞ্চমুণ্ডরূপে গৃহীত হয়। অথবা শত সহস্র, অযুত (দশ সহস্র) লক্ষ, নিযুত (দশ লক্ষ) বা কোটি যত অধিক সংখ্যক নৃমুণ্ড সংগৃহীত হয়, হে শুভঙ্করি! হে পরমেশ্বরি! মাটির নীচে সে সকল প্রোথিত করিয়া তাহার উপরে ঊর্দ্ধে বিতস্তি প্রমিত (পরিমিত) বেদী প্রস্তুত করিবে। আয়াম (দৈর্ঘ্য) ও প্রস্থে (চওড়া) বিস্তার তাহা চারিহস্ত পরিমিত হইবে! ৫৪—৫৬

সহস্র হইতে লক্ষমুণ্ড পর্য্যন্ত ষোড়শহস্ত বেদী এবং নিযুত হইতে কোটিসংখ্যক মুণ্ড শতহস্ত পরিমিত বেদী প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। সেই বেদীতে চারিদিকে ভূতনাথাদির পূজা করিবে। ৫৭—৫৮

সাধকব্যক্তি, পূর্ব্বোক্ত ভূতনাথকে নমোমন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহাকে বলি (পূজোপকরণ) প্রদান করিবে।৫৯

এইরূপে দক্ষিণদিকে শ্মশানাধিপতিকে এবং পশ্চিমদিকে উক্ত কালভৈরবকে, উত্তরে শ্মশানের পূজা করিয়া আদর-যত্ন-সহকারে বলিপ্রদান কর্ত্তব্য। বেদীমধ্যে প্রেতবীজ ও ফট্কার মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা কুণ্ডসকলের পূজা করিবেন। ৬০—৬২

---

* বিতস্তি—দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত মাপ। বিঘত অর্থাৎ হাতের বুড়ো আঙ্গুল হইতে কড়ে আঙ্গুল পর্য্যন্ত বিস্তার।

(১) শ্মশানমুত্তরে…ফট্কারেণদনন্তরম্।

নৈর্ঋত্যাং হ্রী* চণ্ডিকায়ৈ বীজং বিলিখ্য সাধকোত্তমঃ[১]।
তত্রৈব পূজয়েদ্ভক্ত্যা ভারতীং শুভ্রবিগ্রহাম্ ॥ ৬৩
বাগ্দেবতামগ্নযুতাং নমোঽন্তবাগ্ভবাদিনা।
অনেন মনুনাভ্যর্চ্চ্য বলিন্তস্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ৬৪
হে বীর সর্ব্বদেবেশ মুণ্ডরূপ জগৎপতে।
দয়াং কুরু মহাভাগ সিদ্ধিদো ভব মজ্জপে ॥ ৬৫
বেদিকোপর্য্যনেনৈব পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং ক্ষিপেৎ।*
শবং কুর্য্যাদ্বহ্নিসংস্থং পাশমিন্দুকলান্বিতম্ ॥ ৬৬
মায়াবীজং কূর্চ্চবীজং ফট্কারন্তদনন্তরম্।
পাদ্যাদিভিরনেনৈব কুণ্ডেভ্যঃ[২] পরিপূজয়েৎ ॥ ৬৭
নৈর্ঋত্যাং হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমোমন্ত্রেণ দেশিকঃ।
বায়ব্যাং হ্রীং ভদ্রকাল্যৈ নমোমন্ত্রেণ তৎপরম্ ॥ ৬৮

সাধকোত্তম নৈর্ঋতকোণে "হ্রী* চণ্ডিকায়ৈ" এই বীজমন্ত্র লিখিয়া সেইস্থানেই ভক্তিযুক্ত অন্তঃকরণে শ্বেতবর্ণা সরস্বতীর পূজোপাসনাদি করিবে।৬৩

অগ্নযুত বাগ্দেবতাকে নমোঽন্ত বাগ্-ভবাদি মন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে বলিনিবেদন কর্ত্তব্য।৬৪

"হে মুণ্ডরূপিন্ সর্ব্বদেবেশ! হে বীর! হে জগৎপতে! হে দাক্ষিণ্যাদি নানা গুণ সমন্বিত মহাসৌভাগ্যবান্ মহদাশয় মহাত্মন্! অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই জপে সিদ্ধি প্রদান করুন।" এই মন্ত্র দ্বারা বেদিকার উপরিভাগে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। পরে শবকে বহ্নিসংস্থ এবং পাশকে ইন্দু (চন্দ্র) কলাযুক্ত করিয়া মায়াবীজ ও কূর্চ্চবীজ ফট্কার মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা কুণ্ড পূজা করিবে।৬৫—৬৭

সাধক হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ মন্ত্রে নৈর্ঋতকোণে, তৎপরে হ্রীং ভদ্রকাল্যৈ নমঃ মন্ত্রে বায়ুকোণে, হ্রীং দয়ায়ৈ নমঃ মন্ত্রে ঈশাণকোণে এবং হ্রীং চণ্ডোগ্রায়ৈ নমঃ

---

(১) ...বীজং চ বিলিখেত্ততঃ ইতি পাঠান্তরম্।
* এই পংক্তি অন্য পুস্তকে নাই।
(২) কুণ্ডানি—ইতি পাঠান্তরম্।

ঈশানে হ্রীঁ দয়ায়ৈ নমোমন্ত্রেণ শাম্ভবি।
অগ্নৌ তু হ্রীঁ চণ্ডোগ্রায়ৈ নমোমন্ত্রেণ সাধকঃ ॥ ৬৯
পূজয়িত্বা বলিং দত্ত্বা উত্থায় সম্মুখে ততঃ[১]।
শ্মশানবাসিনো যে যে দেবা দেব্যশ্চ ভৈরবাঃ ॥ ৭০
দয়াং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে সিদ্ধিদাস্তে ভবন্তু মে।
অনেন প্রণবাদ্যেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং[২] ক্ষিপেৎ ॥ ৭১
ততঃ স্থানন্তু সংস্পৃশ্য বশো ভব বদেদিতি।
বিষ্টরাসনমাস্তীর্য্য উপবিশ্য মহেশ্বরি ॥ ৭২
অষ্টাধিকাযুতং জপং কৃত্বাঽচ্ছিদ্রাবধারয়েৎ[৩]।
স্থানং পরিষ্কৃত্য নত্বা দেবীং ধ্যায়ন্ গৃহং ব্রজেৎ ॥ ৭৩
পুরশ্চর্য্যাবিধৌ দেবি শেষং শৃণুষ্ব শাম্ভবি।
কীলকং* নৈব কুর্য্যাত্তু ত্রিমুণ্ডোপরি কর্হিচিৎ ॥৭৪

মন্ত্রে অগ্নিকোণে পূজা করিয়া বলি প্রদানপূর্ব্বক উঠিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখে 'শ্মাশানবাসি যে যে দেবা দেব্যশ্চ ভৈরবাঃ। দয়াং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে সিদ্ধিদাস্তে ভবন্তু মে' প্রণবাদি সহ এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। ৬৮—৭১

অতঃপর স্থান স্পর্শ করিয়া বশী ভব এই বাক্য বলিবে। হে মহেশ্বরি! তৎপরে কুশাসন প্রসারিত করিয়া তদুপরি উপবেশনপূর্ব্বক অষ্টাধিক অযুত (১০০০৮) বার জপ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ (নির্দ্দোষ সমাপ্তি, সুসমাপন) করিবে। তদনন্তর স্থান পরিষ্কার করিয়া দেবীকে প্রণাম এবং ধ্যান করিয়া গৃহে গমন করিবে। ৭২—৭৩

হে শাম্ভবি দেবি! অবশেষে পুরশ্চরণ বিধি শ্রবণ কর। তাহাতে ত্রিমুণ্ডাপরি কখন কলীক করিবে না।৭৪

---

(১) ...তদুত্থায় চ সম্মুখে।
(২) ত্রি র্বৈ পুষ্পাঞ্জলিং ক্ষিপেৎ।
(৩) ৭২ ও ৭৩ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ে পাঠভেদ দৃষ্ট হয়।
বদে স্থানন্ত সংস্পৃশ্য বশী ভব বশী ভব।
বিষ্টরাসনমস্তীর্য্য উপবিশ্য মহেশ্বরি ॥৭২
অষ্টাধিকাযুতজপং কৃত্বাঽচ্ছিদ্রং চ ধারয়েৎ।
নত্বা স্থানং পরিস্কৃত্য দেবীং ধ্যায়ন্ গৃহং ব্রজেৎ ॥৭৩
* কীলক—তন্ত্রশাস্ত্রানুসারী দেবী, মন্ত্র ও স্তব বিশেষ।

শূন্যাগারে নদীতীরে পর্ব্বতে বা চতুষ্পথে।
বিল্বমূলে শ্মশানে বা নির্জ্জনে চৈকলিঙ্গকে ॥৭৫
এতেষু প্রোথয়েন্মুণ্ডান্ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে।
এবম্বিধঃ প্রোথয়িত্বা চ নরং[১] মুণ্ডং বিধানতঃ ॥৭৬
অনেন সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাদ্ বহুভিঃ কিমু সুব্রতে।
ইত্যেবং কথিতং দেবি মুণ্ডানাং সাধনং শিবে।
যৎকৃত্বা সর্ব্বসিদ্ধানামধিপো ভুবি জায়তে ॥৭৭

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রে পঞ্চমঃ পটলঃ।

হে দেবি! সর্ব্বকামনাসিদ্ধির নিমিত্ত শূন্যাগারে, নদীতটে, পর্ব্বতে, চতুষ্পথে বা বিল্বমূলে অথবা শ্মশানে, নির্জ্জন স্থানে বা একলিঙ্গে এই সকল স্থানে মুণ্ডসকল প্রোথিত করিবে।৭৫—৭৬

যথাবিধি নরমুণ্ড প্রোথিত করিয়া এই বিধানে পূজা করিলে সকল প্রকার মনস্কামনা পূর্ণ হয়, হে সুব্রতে! অধিক বাক্যে প্রয়োজন কি? হে দেবি! হে শিবে! আমি তোমাকে মুণ্ডসাধন বিষয়ে ইহাই বলিলাম। ইহা সাধন করিয়া অবনীতলে সর্ব্বসিদ্ধগণের ঈশ্বর হইতে পারা যায়।৭৭

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বর সংবাদে
চতুর্বিংশতি সাহস্রে পঞ্চম পটল সমাপ্ত।

---

১) 'এবং বা প্রোথয়িত্বা চ নরং মুণ্ড বিধানতঃ'—ইতি পাঠান্তরম্।

ষষ্ঠঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বাগম-বিশারদ!
গুরুস্ত্বং সর্ব্বমন্ত্রাণাং করুণাময়সাগর।১
সর্ব্বধর্ম্মকৃতাং[১] যোগিহৃৎপদ্মভাস্কর।
দিব্যভাবো বীরভাবো মহত্ত্বেন প্রদর্শিতঃ।
ত্বয়া[২] তত্র বিশেষেণ বদ মে চন্দ্রশেখর॥২

শ্রীঈশ্বর উবাচ

দিব্যবীর-বিভেদেন যোগদ্বয়ং সমীরিতম্[৩]।
তদ্‌যোগাদভবৎ কৌলো[৪] দিব্যবীরো মহেশ্বরি॥৩
তদ্‌যোগং হি বিনা দেবি তৎকর্ম্ম যঃ সমাচরেৎ।
স নো যোগী ভবেদ্দেবি মুমুক্ষুঃ কুলকামিনি॥৪

দেবী কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাগমবিশারদ ভগবন্! আপনি সকল মন্ত্রের গুরু ও করুণাসাগর। আপনি সর্ব্বধর্ম্ম সাধন করিয়াছেন, যোগিহৃৎকমলভাস্কর আপনি দিব্যভাব ও বীরভাব প্রদর্শিত করিয়াছেন, হে চন্দ্রশেখর! এক্ষণে আপনি তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া বলুন।১—২

ঈশ্বর কহিলেন, (অনুষ্ঠেয় সংস্কার আচারাদির রকম প্রকার বৈলক্ষণ্য ও ভিন্নতা হেতু) দিব্য এবং বীর এই দুই ভেদে যোগ দুই প্রকার। হে মহেশ্বরি! সে যোগপ্রভাবে কৌল দিব্যাচারী ও বীরাচারী বলিয়া কথিত হয়।৩

হে দেবি! সেই যোগভিন্ন যে সেই কর্ম্ম আচরণ করে, সে মুমুক্ষু যোগী হয় না।৪

---

(১) সর্ব্বধর্ম্মকৃতাবুরং যোগিহৃৎপদ্মভাস্করাঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
(২) গোপ্যং তত্র বিশেষেণ—ইতি পাঠান্তরম্।
(৩) যোগৌ দ্বৌ তু সমীরিতৌ—ইতি পাঠান্তরম্।
(৪) তদ্যোগো হ্যভবৎ কৌলো—ইতি পাঠান্তরম্।

তাবত্তেঽহং[১] প্রবক্ষ্যামি শ্রুত্বা কর্ণেঽবতংসয় ।
আত্মানং পরম ব্রহ্ম চিন্তয়েদথ বা ন চেৎ ॥৫
আত্মদেহং স্বেষ্টরূপং সদৈব পরিচিন্তয়েৎ ।
ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ তথা সর্ব্বং স্বরূপেণ বিভাবয়েৎ ॥৬
দিব্যযোগমিমং দেবি সাবধানেন গোপয় ।
বীরযোগং শৃণুষ্বেমং সর্ব্বদেব-নমস্কৃতম্ ॥৭
বিন্দুত্রয়ং কলাক্রান্তং প্রথমং পরিচিন্তয়েৎ ।
তত্তস্মাদ্ভাবয়েজ্জাতং স্ত্রীরূপং ষোড়শাব্দিকম্ ॥৮
বালার্ককোটিসংজ্যোতিঃ[২]প্রকাশিতদিগন্তরম্ ।
মূর্দ্ধাদি স্তনপর্য্যন্ত-মূর্দ্ধবিন্দোঃ সমুদ্ভবম্ ॥৯
বিন্দুযাবন্মধ্যদেহং কণ্ঠাদিকটিশীর্ষকম্[৩] ।
স্তনদ্বয়েন ভাষন্তং ত্রিবলী-পরিমণ্ডিতম্ ॥১০

ওগো সৎকুল সম্বংশজাতা কুলনারী! আমি সেইসব তোমার নিকট বর্ণনা করিব, শ্রবণ করিয়া তাহা কর্ণভূষণ কর। আত্মাকে পরমব্রহ্মরূপে চিন্তা করিবে, অথবা আত্মদেহই ইষ্টস্বরূপ, সতত এইরূপ চিন্তা করিবে। আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আপন ইষ্টস্বরূপ এইরূপ ভাবনা কর্ত্তব্য। হে দেবি! ইহাই দিব্যযোগ, তুমি ইহা সাবধানে গোপন রাখিবে।৫—৬

হে পরমেশ্বরি! সর্ব্বদেবগণের প্রণম্য বীরযোগ কথা শ্রবণ কর। প্রথমে কলাযুক্ত বিন্দুত্রয় চিন্তা করিবে। অতঃপর তাহা হইতে ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রীরূপ ভাবনা করিবে।৭—৮

ঐ স্ত্রীর কোটি নবোদিত অরুণসম জ্যোতিঃরাশি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল প্রকাশিত হইয়াছে। মূর্দ্ধাদি স্তন পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধবিন্দু হইতে ঐ জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রদীপ্ত ও উদ্ভাসিত হইয়াছে।৯

উহার মধ্যদেহই মধ্যবিন্দু, তাহা কণ্ঠ হইতে কটির ঊর্দ্ধভাগ পর্যন্ত; ঐ ভাগ স্তনদ্বয়ে দীপ্তিমান এবং ত্রিবলি দ্বারা পরিশোভিত।১০

---

(১) তাবচ্ছ তে প্রবক্ষ্যামি—ইতি পাঠান্তরম্।
(২) বালার্ককোটিসুজ্যোতিঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
(৩) কণ্ঠাদিকটিশীর্ষকৈঃ.....ত্রিবলীপরিমণ্ডিতম্।

যোন্যাদিকণ্ঠ পাদান্তং কামন্তৎ পরিচিন্তয়েৎ ॥১১
নানালঙ্কারভূষাঢ্যং ব্রহ্মেশবিষ্ণুবন্দিতম্[১] ।
এবং কামকলারূপং স্বাত্মদেহং বিচিন্তয়েৎ ॥১২
সদৈব পরমেশানি বীরযোগমিমম্ শৃণু ।
সংক্ষেপাৎ কথয়িষ্যামি তয়োরাচারমুত্তমম্ ॥১৩
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ ।
ইদমাচরণং দেবি পশোর্ন দিব্যবীরয়োঃ ॥১৪
স দেবাচারবান্ ভূয়াৎ দিব্যো বীরো মহেশ্বরি ।
যদি দৈবান্মহেশানি মদ্যাদি চ ন লভ্যতে ॥১৫
কস্মিন্নহনি দেবেশি তদাত্মানং সমাচরেৎ[২] ।
তথাপি ন হি ত্যক্তব্যমিদমাচরণং শিবে ॥১৬
মহামদ্যং বিনা কৌলঃ ক্ষণাদূর্ধ্বং ন তিষ্ঠতি ।
তস্মান্মদ্যাদিকং দেবি সেবিতব্যং দিনে দিনে ॥১৭

অতঃপর যোনি আদি পাদান্ত পর্য্যন্ত একান্তচিত্তে চিন্তা করিবে ।১১

ঐ স্ত্রীরূপ নানাভূষণসম্পন্ন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও বন্দিত । আত্মদেহকে এইরূপে কামকলারূপে চিন্তা করিবে ।১২

হে জগদীশ্বরি ! ইহাই বীরযোগ । এক্ষণে সংক্ষেপে ঐ উভয়যোগের উত্তম আচার বর্ণনা করিব, শ্রবণ কর ।১৩

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই আচার পশুভাবের নহে ; পক্ষান্তরে দিব্য এবং বীরভাবের জানিবে ।১৪

হে মহেশ্বরি ! দিব্যযোগী ও বীরযোগী দেবাচারবান্ হইবেন । হে মহেশানি ! যদি কোন দিন দৈবাৎ আকস্মিকঘটনাবশতঃ মদ্যাদি প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তবে আত্মাকে তদাত্মরূপে তৎস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহার সহিত অভিন্নাত্মা ভাবনা করিবে । তথাপি হে শিবে ! এই আচরণ ত্যাগ করিবে না ।১৫—১৬

মহামদ্য বিনা কৌল-এর ক্ষণোর্দ্ধকাল অবস্থিত হয় না । হে দেবি ! সেজন্য প্রতিদিন মদ্যাদি সেবা (ব্যবহার, সেবন) করিবে ।১৭

---

(১) ···বিষ্ণুব্রহ্মেশবন্দিতম্ ।...আত্মদেহং··· ইতি পাঠান্তরম্ ।

(২) ···তথাত্মানং তু ভাবয়েৎ ।
তথাপি ন হি তত্ত্যাজ্যমিদমাচমনং শিবে ।

অনুষ্ঠানবিধিং বক্ষ্যে শৃণু ত্বং পর্ব্বতাত্মজে।
গুরুণা দীক্ষিতো ভূত্বা কৌলং ন্যাসং[১] সমাচরেৎ ॥১৮
তদ্বিধিশ্চোত্তরে তন্ত্রে এতৎ স্যাত্তু কুলার্ণবে।
ময়োক্তং তৎক্রমেণৈব অভিষেকদ্বয়ঞ্চরেৎ ॥১৯
নাম লব্ধা গুরোশ্চাপি বৃণুয়াদ্ যোগমুত্তমঃ[২]।
দিব্যম্বা বীরযোগম্বা যথা কর্ম্মানুসারতঃ ॥২০
তৎক্ষণাৎ প্রিয়তামেত্য মন্ত্রো ভবতি কালতঃ।
যস্তু দিব্যো ভবেৎ সত্যং স বিষ্ণুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥২১
যো রুদ্রো ভবিতা শেষে বীর এব ন সংশয়ঃ।
যত্র দেশে নরস্তিষ্ঠেদ্ দিব্যো বা বীরপুঙ্গবঃ ॥২২
তত্তৎকুলম্বা দেবেশি স দেশঃ ক্ষিতিরাট্ স্বয়ং।
সিদ্ধিক্ষেত্রং সমুদ্দিষ্টং সমন্তাদ্দশযোজনম্ ॥২৩

হে পার্ব্বতি! এক্ষণে অনুষ্ঠান বিধি শ্রবণ কর। গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া কৌলন্যাস অবশ্য করণীয়।১৮

সেই বিধি উত্তরতন্ত্রে এবং কুলার্ণবে আমি প্রকাশ করিয়াছি। তদনুসারে দুইবার অভিষেকান্তে উত্তম যোগী গুরুর নাম লইয়া—দিব্যই হউক বা বীরই হউক, অধিকার অনুসারে যোগ অবলম্বন করিবে, তৎক্ষণাৎ ঐ যোগপ্রিয় হইয়া কালানুসারে মুক্তি প্রদান করে। যিনি দিব্যযোগী, তিনি বিষ্ণুস্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই, যিনি বীরযোগী তিনিও রুদ্রস্বরূপ অর্থাৎ রুদ্রের সহিত অভিন্ন ও একাত্ম এবিষয়ে আর অনুমাত্র সংশয় নাই।১৯—২২

হে দেবেশি! যে-দেশে দিব্যযোগী বা বীরযোগী অবস্থান করেন, সেই দেশ এবং সেই কুল সমগ্র পৃথিবীতলে সর্ব্বোত্তম, পুণ্যদায়ক ও পবিত্র হয়। যেখানে দিব্য বা বীরযোগী বাস করেন, তাহার চারিদিকের দশ যোজন পরিমিত স্থান সিদ্ধক্ষেত্র হয়।২৩

১। ন্যাস—কৌলমার্গ বিধানানুযায়ী শ্বাস পূরণ, ধারণ ও রেচন প্রাণায়ামাদি যোগে মন্ত্রাদি জপ।

(২) যোগমুত্তমম্—ইতি পাঠান্তরম্

তত্রৈব সর্ব্বতীর্থানি তত্র গঙ্গা সরিদ্বরা।
যোগিনীদুর্ল্লভাপ্যেতদ্[১] ডাকিনীভিঃ সরীসৃপৈঃ ॥২৪
ব্রহ্মরাক্ষসবেতালৈঃ কুষ্মাণ্ডৈর্ভৈরবৈঃ শিবৈঃ।
গুহ্যকৈর্দানবৈর্ব্বাপি মারীভির্যক্ষকিন্নরৈঃ ॥২৫
রোগৈদুষ্টৈর্মৃগৈশ্চৈব দুর্ভিক্ষৈঃ সর্পসংকুলৈঃ[২]।
অবশ্যং মঙ্গলং তত্র তৎপুরীপরিবর্দ্ধনম্ ॥২৬
সুভিক্ষং ক্ষেমমারোগ্যমেবং তে ধর্ম্মকোষকঃ।
স্ফুরন্তি সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্বস্মাদপি[৩] নিত্যশঃ ॥২৭
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদীনাং সুপ্রিয়ঃ সাধকোত্তমঃ।
তরবোঽপি হি জীবন্তে পশুঃ পক্ষী সুজীবতি ॥২৮
কুলধর্ম্মে মনো যস্য স্বধর্ম্মশ্চ ব্যবস্থিতঃ।
যত্র কুত্র মৃতো দেবি দিব্যো বা বীরপুঙ্গবঃ ॥
তত্রৈব পরমং জ্ঞানং কর্ণমূলে দদাম্যহম্।
কুলধর্ম্মমিদং দেবি সংসেব্যং সনিরন্তরম্[৪] ॥২৯

সেই স্থানেই সর্ব্বতীর্থ এবং সেইখানেই নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা অবস্থান করেন। ঐ স্থান যোগিনীগণের দুর্লভ এবং ডাকিনী, সরীসৃপ, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল, কুষ্মাণ্ড, ভৈরব, গুহ্যক, দানব, মায়া, যক্ষ, কিন্নর, রোগ, দুষ্ট জন্তু, দুর্ভিক্ষ, সর্পকুল, এই সকলেরই দুর্গম্য। তথায় অবশ্যই সতত মঙ্গল বিরাজ করে। যে-পুরে দিব্য বীরযোগী অবস্থান করেন, সেই পুরীর শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তথায় অন্নপ্রাচুর্য্য, ক্ষেম, (শুভ, কল্যাণ, মঙ্গল) আরোগ্য এবং সকল ধর্ম্ম বিরাজ করে, তথায় সর্ব্বজনহিতকর সর্ব্ববিধ শাস্ত্র স্ফুরিত (বিকাশ প্রাপ্ত) হয়।২৪—২৭

হে প্রিয়ে! এই দিব্য ও বীর সাধক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদির অতিশয় প্রিয় হন। হে দেবি! তথায় তরুগণ মৃত হয় না, পশুপক্ষী জীবিত থাকে।২৮

যাঁহার কুলধর্ম্মে ইচ্ছা ও প্রীতি আছে, যাহার স্বধর্ম্ম ব্যবস্থাসঙ্গত, অর্থাৎ নিজ জাতি সমাজ বা প্রকৃতির অনুসারী দিব্য বা বীর পুরুষ যেখানে সেখানে মৃত হইলেও তাহার কর্ণমূলে আমি পরমজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকি। হে দেবি! এই কুলধর্ম্ম নিরন্তর সেবা (পালন কবা) কর্ত্তব্য।২৯

---

(১) যোগিনাং দুর্লভং চ তৎ—ইতি পাঠান্তরম্।
(২) দুর্ভিক্ষৈ নৈর্ব পীড়িতম্।
(৩) সর্বং স্তাদপি নিত্যশ।
(৪) কুলধর্মমিদং দেবি সংসেব্যশ্চ নিরন্তরম্।

কুলধর্ম্মপরা দেবি সর্ব্বে চ ত্রিদিবৌকসঃ।
মুনয়ো মানবা নাগাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ॥৩০
ঋষয়ো বসবো দৈত্যা যেঽপি স্যুঃ কুলপুঙ্গবাঃ।
কুলধর্ম্মপ্রসাদেন তে সর্ব্বে কুলনায়কাঃ ॥৩১
ইন্দ্রাদ্যাঃ খেচরারূঢ়া ভবেয়ুশ্চিরজীবিনঃ।
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তে তথা ফলভাগিনঃ ॥৩২
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যো ব্রহ্মচারী গৃহী তথা।
বানপ্রস্থো যতিশ্চৈব ভবেয়ুস্তে কুলানুগাঃ ॥৩৩
তেষাং বিধিং শৃণুষ্বাদ্যমতস্ত্বং[1] কুলনায়িকে।
গুড়ার্দ্রকরসেনৈব সুরা তু ব্রাহ্মণস্য চ ॥৩৪
নারিকেলোদকং কাংস্যে ক্ষত্রিয়স্য বরাননে।
বৈশ্যস্য মাক্ষিকং প্রোক্তং কাংস্যস্থং বরবর্ণিনি ॥৩৫
মাংসং মৎস্যস্তু সর্ব্বেষাং লবণার্দ্রকমীরিতম্।
ভৃষ্টধান্যাদিকং যদ্‌যচ্চর্ব্বণীয়ং প্রচক্ষতে ॥৩৬
সা মুদ্রা কথিতা দেবি সর্ব্বেষাং নগনন্দিনি।
ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণস্যৈব ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়স্য চ ॥৩৭
বৈশ্যা বৈশ্যস্য দেবেশি মৈথুনে যদ্বিধিঃ স্মৃতঃ।
বৈশ্যা বা ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিস্ত্রিবর্ণানাং[2] মহেশ্বরি ॥৩৮

হে শিবে! কুলধর্ম্মনিরত দেবগণ, মুনিগণ, মানবগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ, ঋষিগণ, বসুগণ, দৈত্যগণ মধ্যে যে কেহ কুলশ্রেষ্ঠ আছেন, তাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্মের প্রসাদে কুলনায়ক হইয়া থাকেন।৩০—৩১

ইন্দ্রাদি দেবগণ ও খেচরগণ ইহাতে চিরজীবী হইয়াছেন। আমাকে যে যেরূপ ভজনা করে সে সেইরূপই ফলভাগী হয়, (অর্থাৎ কাম্য বিষয়ে ফল লাভ হয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়)।৩২

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ, যতি প্রভৃতি সকলেই কুলানুগামী হইবে। হে কুলনায়িকে! তাহাদের বিধি শ্রবণ কর।২৮—৩৪

গুড় ও আর্দ্রকরস মিশ্রিত করিলে ব্রাহ্মণের সুরা হয়। কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক (জল) ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের কাংস্যস্থ মাক্ষিক মধু সুরা কল্পিত (রচিত) হয়, লবণাক্ত আর্দ্রক, মৎস্য ও মাংস সকলের পক্ষেই সমান।৩৫-৩৬

হে নগনন্দিনি! ভৃষ্ট (ভর্জ্জিত, ভাজা) ধান্যাদি যে চর্ব্বণীয়দ্রব্য তাহাই মুদ্রা বলিয়া কথিত হয়। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যা বৈশ্যের, মৈথুন বিষয়ে প্রশস্তা।৩৭-৩৮

(১) শৃণুষ্বাদ্য মতস্ত্বং···ইতি পাঠান্তরম্।
(২) বৈশ্যা বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রৌস্ত্রিবর্ণানাং মহেশ্বরি।

ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণস্যাপি কথিতা বরবর্ণিনি।
শূদ্রা বা ব্রাহ্মণাদীনাং ত্রিবর্ণানামভাবতঃ ॥৩৯
ব্রহ্মক্ষত্রবিশাঞ্চৈব আশ্রমিণামিদং স্মৃতম্।
ত্রিবর্ণবিহিতানাঞ্চ যতীনাং শৃণু সম্প্রতি ॥৪০
সহস্রারোপরি বিন্দৌ কুণ্ডল্যা মেলনং শিবে।
মৈথুনং শয়নং দিব্যং যতীনাং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৪১
অবধূতাশ্রমী যো হি তস্য বক্ষ্যে বিধিং শৃণু।
পৈষ্ঠিকাদীনি সর্ব্বাণি মদ্যানি তস্য শাম্ভবি ॥৪২
মৎস্যং মাংসং তস্য দেবি জলভূচরখেচরম্।
পূর্ব্বোক্তা চ ভবেন্মুদ্রা দেবতা সাদরাম্বিতা[1] ॥৪৩
মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য মৈথুনং সর্ব্বযোনিষু।
ক্ষতযোনিস্তাড়িতব্যা অক্ষতাং নৈব তাড়য়েৎ ॥৪৪
অক্ষতাতাড়নাদ্দেবি সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে।
দ্বাদশাব্দাধিকা যোনির্যাবৎ ষষ্ঠিঃ প্রজায়তে।
তাবত্তু মৈথুনং তস্যা যাবত্তু স্যাৎ স্বয়ম্ভবা ॥৪৫

তদভাবে বৈশ্যা, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের এবং ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণের এবং শূদ্রা ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের মৈথুনযোগ্য।৩৫—৩৯

বর্ণাশ্রমী বিপ্র, ক্ষত্র ও বৈশ্যগণের বিষয়ে এই বিধি কথিত হইল। এক্ষণে ত্রিবর্ণ বিহিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণান্তর্গত যতিগণের বিধি শ্রবণ কর।৪০

হে শিবে! সহস্রদলকমলান্তর্গত বিন্দুতে যে কুলকুণ্ডলিনীর মিলন, তাহা যতিগণের পরমমৈথুন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।৪১

অবধূতাশ্রমীর বিধি শ্রবণ কর। পৈষ্টিকাদি সর্ব্ববিধ মদ্য, জলচর, ভূচর ও খেচর মৎস্য ও মাংস তাহার সেবনীয়। পূর্ব্বোক্ত মুদ্রাই তাহার পক্ষে সেবনীয়া।৪২—৪৩

সে মাতৃযোনি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বযোনিতেই মৈথুনাচরণ করিবে। কিন্তু ক্ষতযোনিই গ্রাহ্য করিবে, অক্ষতযোনি সেব্য নয়।৪৪

হে দেবি! অক্ষতযোনি গ্রহণ করিলে সিদ্ধিহানি হয়। দ্বাদশবর্ষ হইতে ষাট বৎসর পর্য্যন্ত যোনি পুষ্টা জানিবে। এই সময় যোনি স্বয়ম্ভবা অর্থাৎ স্বয়ং প্রবৃত্তা হয়। অতএব, সেই সময়েই মৈথুন প্রশস্ত।৪৫

---

(১) সেবিতা সাদরাম্বিতা—ইতি পাঠান্তরম্।

অবধূত*সমাচারাঃ শূদ্রে সর্ব্বে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিশেষং মৈথুনং তস্য কথয়ামি শৃণুষ্ব মে ॥৪৬
ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং বৈশ্যাং ত্যক্ত্বা তু সর্ব্বজাতিষু।
মৈথুনং প্রচরেদ্ধীমান্ দেবতাভাবচেষ্টিতম্ ।৪৭
গৃহমেধী ভবেচ্ছূদ্রো নান্যাশ্রমী ভবেৎ কদা।
শূদ্রবদন্যজাতীনামাচারোঽয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪৮
গুরুবদ্ বৈ ত্রিবর্ণে তু তথা মাতামহে কুলে।
মৈথুনং সুসমুদ্দিষ্টমবধূতাশ্রমেঽপি চ ॥৪৯
কালী তারা ছিন্নমস্তা সুন্দরী ভৈরবী তথা।
মাতঙ্গী চ তথা বিদ্যা বিদ্যাধূমাবতী তথা ॥৫০
এতাসাং সাধকাচারশ্চাবধূতসমঃ স্মৃতঃ।
সর্ব্বাশ্রমে সর্ব্ববর্ণে সর্ব্বযোগে তথা শিবে ॥৫১
সর্ব্বস্থানেষু সর্ব্বত্র ন বিশেষঃ কদাচিদ্ভবেৎ।
আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্ ॥৫২

অবধূতাচার সমস্তই শূদ্রের পক্ষে বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মৈথুনে তাহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা গুণ শ্রবণ কর ।৪৬

বুদ্ধিমান্ ধীমান্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব জাতিতেই দিব্যাচারবিহিত মৈথুন করিবে ।৪৭

শূদ্র সর্ব্বদা গৃহাশ্রমী হইবে, অন্যাশ্রমী কদাচ হইবে না। শূদ্রেতর অন্য জাতিরও শূদ্রবৎ আচার কীর্ত্তিত হয় ।৪৮

অবধূতাশ্রমেও গুরুর ন্যায় দুই ও তিনবর্ণে এবং মাতামহকুলে মৈথুন উক্ত হইয়াছে ।৪৯

কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, সুন্দরী, ভৈরবী, মাতঙ্গী, বিদ্যা বিদ্যাধূমাবতী ইহাদের সাধকগণের আচার অবধূতের অনুরূপ ।৫০

হে শিবে! সর্ব্বাশ্রমে, সর্ব্ববর্ণে, সর্ব্বযোগে, সর্ব্বস্থানে সর্ব্বত্রই ইহার বিশেষ কোথাও নাই। আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহা দেহে ব্যবস্থিত আছে ।৫১—৫২

---

*অবধূতাচার—সংস্কার মায়ামুক্ত সন্ন্যাসী (শৈব সম্প্রদায়) এই সন্ন্যাসীদিগের পালনীয় আচার বিধি। ইঁহারা জটা ও শ্মশ্রু ধারণ করেন—সন্ন্যাসগ্রহণ, ষট্কর্ম্ম সাধন ও নানাবিধ বৃত্তি অবলম্বন করেন। কিন্তু তন্ত্রমতে অবধূত চারি প্রকার। যথা - ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, ভক্তাবধূত ও হংসাবধূত।

**অবধূতী বা নারী সন্ন্যাসিনীগণ অবধূতানী নামে অভিহিতা হন। ইঁহারা সন্ন্যাসীদের মত বিভূতি রুদ্রাক্ষাদি শৈব-চিহ্ন ধারণ করেন এবং তীর্থ পর্য্যটন ও ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করেন। সন্ন্যাসী যেমন সন্ন্যাসীর গুরু, তদ্রূপ অবধূতানী অবধূতানীদিগের গুরু। গঙ্গাগিরি নাম্নী জনৈকা স্ত্রী প্রথম অবধূতানী হন।

এবং বিপ্রো দেবতায়ৈ স্বগাত্ররুধিরং দদেৎ।
শক্তিনাশবিকারোঽস্তি স্বদেহরুধিরার্পণে ॥৫৩
তস্যাভিব্যঞ্জনং দ্রব্যং দীয়তে কুলযোগিভিঃ।
দ্রব্যাদিসকলং দেবি ব্যঞ্জকস্যাপরার্দ্ধকম্ ॥৫৪
কেবলেনাদ্যযোগেন সাধ্যঃ কাল্যাদ্যুপাসকঃ।
ভৈরবায় দ্বিতীয়েন শিবস্তু তৃতীয়কম্ ॥৫৫
চতুর্থে সর্ব্বসিদ্ধীশশ্চিত্রমেতন্নগাত্মজে।
পরেণ পরতাং যাতি মম তুল্যো ন সংশয়ঃ ॥৫৬
সেবিতে কুলতত্ত্বে তু কুলতত্ত্ব-সুদর্শিনঃ।
জায়ন্তে ন ভৈরবাস্তে বেশাস্তৎসমদর্শিনঃ ॥৫৭
তমঃ পরিবৃতং বেশ[১] যথা দীপেন দৃশ্যতে।
তথা মায়াবৃতং চিত্তং জ্ঞানদীপেন দৃশ্যতে ॥৫৮
নিরস্তভেদবস্তু স্যান্মেধ্যামেধ্যাদি বস্তুষু।
জীবন্মুক্তো দেহভাবো দেহান্তে ক্ষেমমাপ্নুয়াৎ ॥৫৯

অতএব বিপ্রগণ দেবতাকে নিজের দেহের রুধির প্রদান করিবে। নিজদেহের রুধির অর্পণ করিলে শক্তিনাশ ও বিকারাদি হয়।৫৩

অতএব কুলযোগিগণ ঐ রুধিরের দ্যোতক অভিব্যঞ্জক দ্রব্যও প্রদান করিতে পারেন। হে দেবি! দ্রব্যাদি সকল ব্যঞ্জক বস্তু, তাহার অপরার্দ্ধ স্বরূপ বলিয়া কথিত হয়।৫৪

কেবল আদ্যযোগ দ্বারাই কালী আদি মহাবিদ্যার উপাসক হয়। দ্বিতীয় যোগে ভৈরবের, তৃতীয় যোগে শিবের এবং চতুর্থযোগে সর্ব্বসিদ্ধ হয়। হে নাগনন্দিনী! ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, পরপর দ্বারা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া—অর্থাৎ একের পর এক অর্থাৎ পর্যায়ক্রম ঠিক রাখিয়া (একের পার্শ্বে অথবা পশ্চাতে) আর এক যোগ দ্বারা উহার গুণের উৎকৃষ্টতা উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া যে আমার সদৃশ বা সমতুল হয়, তদ্বিষয়ে আর সংশয় বা দ্বিধা করিবার কিছুই নাই।৫৫—৫৬

কুলতত্ত্বদর্শীগণ, কুলতত্ত্বের সেবা করিলে ভৈরবও তৎসম বেশ (তাহার সমান বেশ) এবং তৎসমদর্শী (তাঁহার সমান সমদর্শী) হয়। অন্ধকারাবৃত গৃহ যেমন দীপ দ্বারা দৃষ্ট হয়, সেইরূপ বিষয় মায়াবৃত চিত্ত জ্ঞানদীপ দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে, জ্ঞান-প্রদীপ প্রজ্বলিত হইলে, বস্তুর প্রভেদ নিরস্ত (নিবারিত) হয়।৫৭—৫৮

মেধ্য ও অমেধ্য অর্থাৎ পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু সমুদয়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয়। এরূপে জীবন্মুক্ত দেহভাব প্রাপ্ত হইয়া দেহনাশে পরমমঙ্গলরূপ মুক্তিলাভ করে।৫৯

---

(১) বেশ্ম ইতি পাঠান্তরম্।

পীত্বা কুলরসং বীরো ব্রহ্মধ্যানমুপাশ্রয়েৎ।
ব্রহ্মধ্যানং মহেশানি ব্রহ্মনির্ব্বাণকারণম্ ॥৬০
তচ্ছৃণুষ্ব মহেশানি সারাৎসারং পরাৎপরম্।
স্বকায়জীবদেহাদি-ব্রহ্মাণ্ডোঽনন্তমেব চ ॥৬১
এবং হি সকলং দেবি দেহে মহার্ণবাদি[১] যৎ।
ন চিন্তনীয়ং তৎ সর্ব্বং নাস্তীতি পরিভাবয়েৎ ॥৬২
মাৎস্যীয়কং মহাতেজশ্চৈতন্যব্যাপকং যথা।
অহমেবং জলরূপশ্চাধারদেহবর্জ্জিতঃ ॥৬৩
আত্মানমপি দেবেশি তদভেদেন[২] চিন্তয়েৎ।
ব্রহ্মধ্যানমিদং প্রোক্তমেতৎ স্থিরতরায় চ ॥৬৪
সেবন্তে যোগিনো দ্রব্যং নান্যথা তু কদাচন।
ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্য্যাদাত্মচিন্তনম্ ॥৬৫
তত্র দদ্যাৎ ফলং দেবি তস্যান্তে নৈব গম্যতে।
ময়া বা ব্রহ্মণা বাপি বিষ্ণুণা বাপি কথঞ্চন ॥৬৬

বীরযোগী কুলরস পান করিয়া ব্রহ্মধ্যান আশ্রয় করিবে। হে মহেশানি! ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্তির কারণ, সেই সারাৎসার পরাৎপর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ (সর্ব্বোত্তম) পরম বস্তু পরমেশ্বরের বিষয় শ্রবণ কর।৬০—৬১

স্বকীয় জীবাত্মা ও দেহাদি অখিল ব্রহ্মাণ্ড, মহার্ণবাদি যাহা কিছু আছে সেই সমস্তই অলীক, এইরূপ ভাবনা করিয়া তাহা চিন্তা করিবে না।৬২

মাৎস্যীয়ক তেজঃ মহাতেজঃ, তাহা চৈতন্য ব্যাপক, আমি জলরূপ দেহবর্জ্জিত আধার।৬৩

হে মহাদেবি! আত্মাকেও তাহা হইতে অভেদ—এক ও অভিন্ন চিন্তা করিবে এই আমি স্থিরতর ব্রহ্মধ্যান কহিলাম।৬৪

এই ব্রহ্ম ব্যতিরেকে যোগিগণ অন্য কোন বস্তু চিন্তা করিবেন না। ব্রহ্মাঽহমস্মি, আমিই ব্রহ্ম—যে-ব্যক্তি ক্ষণকাল এইরূপ আত্মচিন্তা করে, দেবী তাহাকেই ফলপ্রদান করেন। তাহা না হইলে, আমি ব্রহ্মা অথবা বিষ্ণু কেহই তাহা জানিতে পারেন না।৬৫—৬৬

---

(১) দেহমহার্ণবাদি যৎ—ইতি পাঠান্তরম্।

(২) তস্তেদেন ইতি পাঠান্তরম্।

অতএব মহেশানি নিত্যকর্ম্ম ন লোপয়েৎ।
দ্রব্যাভাবে মহেশানি জলেনাপি সমাচরেৎ ॥৬৭
অথবা মনসা নিত্যং কুলযোগং সমাচরেৎ।
বক্ষ্যেঽযুতবিধিং ভদ্রে শৃণুষ্ব কমলাননে ॥৬৮
কুণ্ডল্যা মিলনাদ্বিন্দোঃ[১] স্রবতে যৎপরামৃতম্।
পিবেদ্ যোগী মহেশানি সত্যং সত্যং বরাননে ॥৬৯
কুলযোগং মহাদেবি মহাপানমিদং স্মৃতম্।
পাপপুণ্যং পশুং হত্বা জ্ঞানখড়্গেন শাম্ভবি ॥৭০
পরমাত্মনি নয়েচ্চিত্তং পলানীতি নিগদ্যতে।
মনসা স্বেন্দ্রিয়ং সর্ব্বং সংযম্যাত্মনি[২] যোজয়েৎ॥৭১
মৎস্যাশী স ভবেদ্‌যোগী মুক্তবন্ধস্তব প্রিয়ে।
অশেষব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডং[৩] পরং ব্রহ্মণি সংনয়েৎ ॥ ৭২

অতএব হে মহেশ্বরি! নিত্যকর্ম্মের লোপ করিবে না। হে মহেশানি! দ্রব্যাভাবে জল দ্বারাও নিত্যকর্ম্ম অবশ্য করণীয়। অথবা মনে মনে প্রতিদিন কুলযোগের আচরণ করিবে; হে কমলাননে! আমি অযুতবিধি* বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬৭—৬৮

হে বরাননে! হে ভদ্রে! কুলকুণ্ডলিনীর মিলনে সহস্রার বিন্দু হইতে যে অমৃতোপম সুধা ক্ষরণ হয়, যোগিগণ তাহা পান করিয়া থাকেন, আমি তোমাকে সত্য সত্যই কহিলাম।৬৯

হে বরাননে! এই মহাপানই কুলযোগ বলিয়া জানিবে। হে শাম্ভবি! জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা পাপপুণ্যরূপ পশু হনন করিয়া চিত্তরূপ মাংস পরমাত্মায় নিয়োজিত করিবে, আপনার ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া আত্মায় সংযোজিত করিলে, সেই মৎস্যাশী যোগী বন্ধনমুক্ত হইয়া তোমার প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে! অশেষ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড পরমাত্মায় সংনীত করিবে। ৭০—৭২

---

(১) মিলনাদ্বিন্দোঃ স্রবতে যৎ পরামৃতম্। ইতি পাঠান্তরম্।
(২) সংযতাত্মনি ইতি পাঠান্তরম্।
(৩) অশেষব্রাহ্মণভাণ্ডং ইতি পাঠান্তরম্।
* অযুতবিধি—ন (অ) যুত (যুক্ত)=অযুক্ত বা অসংযুক্ত, পৃথক্।
চিত্তবৃত্তি/বিষয়াসক্তি নিবৃত্ত্যর্থ অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসাদির প্রত্যক্ষ নিরোধ, প্রয়োগাত্মক সাধনাভ্যাস।

পরশক্ত্যাত্মসংযোগো ন বীর্য্যৈ মৈথুনং মতম্[১]।
এবন্তে কথিতং দেবি সারাৎসারং পরাৎপরম্।
গোপনীয়ং গোপনীয়ং মম সর্ব্বস্বসাধনম্ ॥৭৩

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্র্যে ষষ্ঠঃ পটলঃ

পরশক্তির সহিত আত্মার সংযোগেই মৈথুন, আর বীর্য্য দ্বারা মৈথুন, মৈথুন নহে। হে দেবি! এই আমি তোমাকে সারাৎসার পরাৎপর আমার সর্ব্বস্ব সাধন কহিলাম, ইহা সাতিশয় গোপনীয় জানিবে ॥-৭৩

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্বিংশতি-সাহস্র্যে ষষ্ঠ পটল সমাপ্ত।

১। স্মৃতম্ ইতি পাঠান্তরম্।

সপ্তমঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

নমস্তুভ্যং মহাদেব সাংসারার্ণবতারক।
জয়াশেষজগন্নাথ ভক্তবৎসল চেশ্বর ॥১
পরমানন্দসন্দোহ কারণানাঞ্চ কারণ।
দিব্যবীরপ্রভেদেন শ্রুতং যোগদ্বয়ং ময়া।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বিদ্যাং স্বপ্নবতীং শুভাম্ ॥২
মৃতসঞ্জীবনীং বিদ্যাং তথা মধুমতীমপি।
আসফলং[১] সাধনঞ্চ বদ মে পরমেশ্বর ॥৩

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যস্মাৎ ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥৪
ওঁ হ্রীং স্বপ্নরাবাহি কালি স্বপ্নে কথয়ামুকস্যামুকম্
দেহি ক্রীং স্বাহা ॥৫
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য মায়াবীজং তদন্তরম্।
তদন্তে স্বপ্নরাবাহি কালি সম্বোধনদ্বয়ম্ ॥৬

দেবী কহিলেন, হে সংসারসাগরতারক মহাদেব! তোমাকে নমস্কার। হে পরমানন্দসন্দোহকারণ শঙ্কর! আপনি জয়যুক্ত হউন।১

আচার ও অনুষ্ঠানের বিভিন্নতা প্রকার ও রকমের প্রকাশ প্রভেদিকা দিব্য ও বীর প্রভেদ যোগদ্বয় শ্রবণ করিলাম।২

এক্ষণে মঙ্গলদায়িনী স্বপ্নবতী বিদ্যা মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা ও মধুমতী বিদ্যা বিষয়ে শ্রবণ করিতে আমার বড় অভিলাষ হইতেছে; এক্ষণে সেই সকলের সাধন ও সাফল্য বিষয়ে কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতুহল চরিতার্থ করুন।৩

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। "ওঁ হ্রীং স্বপ্নরাবাহি! কালি স্বপ্নে কথয়ামুকস্যামুকং দেহি ক্রীং স্বাহা।"৪-৫

প্রথম প্রণব, তৎপরে মায়াবীজ, তারপর স্বপ্নরাবাহি, কালি এই সম্বোধনদ্বয়, পরে স্বপ্নে কথয় অমুকস্যামুকং দেহি, পরে দেহি এই পদের পর কালীবীজ,

---

১। আশুফলং ইত্যপি পাঠভেদঃ দৃশ্যতে।

স্বপ্নে কথয় তৎপশ্চাদমুকস্ততঃ[১]।
দেহিপদাৎ কালীবীজমন্তে বহ্নিবধূস্তথা ॥৭
ইয়ং স্বপ্নাবতী বিদ্যা ত্রৈলোক্যে চাতিদুর্ল্লভা।
মহাচমৎকারকরী মহাকালেন ভাষিতা[২] ॥৮
অষ্টোত্তরশতং নিত্যং জপেদ্বর্ষচতুষ্টয়ম্।
ততঃ সিদ্ধা ভবেদ্বিদ্যা স্বপ্নে তিষ্ঠতি নিত্যশঃ ॥৯
স্বপ্নে দর্শয়তে সর্ব্বং যদ্যন্মনসি কল্পতে।
মৃতসঞ্জীবনীং বিদ্যামিতঃ শৃণু নগাত্মজে ॥১০
অমৃতং বীজমাভাষ্য মৃতসঞ্জীবনীতি চ।
স্বমন্ত্রাচ্চ ততঃ পশ্চান্মৃতমুত্থাপয়ত্বিমম্ ॥১১
বৃহদ্ভানুবধূমন্তে ত্রৈলোক্যে চাপি বিশ্রুতা।
সংসুপ্তেয়ং মহাবিদ্যা সারাৎ সারতরং স্মৃতম্ ॥১২
নিত্যমষ্টোত্তরশতং জপমাত্রেণ শাম্ভবি।
সিদ্ধিদা সা ভবেদ্বিদ্যা মৃতসঞ্জীবনী ততম্[৩] ॥১৩

তৎপরে বহ্নিবধূ অর্থাৎ স্বাহা মন্ত্র পদ উচ্চারণ করিতে হইবে, ইহাই স্বপ্নবতী বিদ্যা।৬—৭

এই বিদ্যা ত্রৈলোক্যে অতিশয় দুর্ল্লভ, ইহা মহাকাল কর্ত্তৃক কথিত এবং মহাচমৎকারিণী।৮

ইহা চারি বৎসরকাল প্রতিদিন একশত আটবার করিয়া জপ করিলে এই বিদ্যা সিদ্ধা হয় এবং প্রতিদিনই স্বপ্নে প্রত্যক্ষ হ'ন।৯

মনে মনে যাহা যাহা কল্পনা করা যায় তাহাই স্বপ্নে দেখাইয়া থাকে। হে নগনন্দিনি! অতঃপর মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শ্রবণ কর।১০

অমৃতবীজ উচ্চারণ করিয়া মৃতসঞ্জীবনীর এই বাক্য উচ্চারণকরতঃ স্বমন্ত্র উচ্চারণের পর মৃতমুত্থাপয়ত্বিমং অর্থাৎ এই মৃতকে উত্থাপিত কর এইমন্ত্র, তৎপরে অগ্নিজায়া মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। এই মহাবিদ্যা বাক্য বিখ্যাত, ইহা সুসুপ্তা থাকেন। এই বিদ্যা সর্ব্বাতীত, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ চরম পরম বলিয়া জানিবে, প্রতিদিনই অষ্টোত্তরশতবার জপ করিলে এই মৃতসঞ্জীবনী মহাবিদ্যা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা হন। যে যমালয়ে গমন করিয়াছে, অথবা যাহার চিতাধূম উত্থিত হইয়াছে এমতাবস্থায়ও এই বিদ্যা জপ করিয়া মৃতের শব স্পর্শ করিলে সে

১। ...তৎপশ্চাদমুক(ং)।মুকস্ততঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

২। ভাবিতা—ইতি পাঠান্তরম্।

৩। ততঃ ইতি পাঠান্তরম্।

কালালয়ং গতো যো বা চিতাধূমাগতোঽপি বা।
মন্ত্রং জপন্ স্পৃশেচ্ছবং[1] তদা দেবি বরাননে ॥
চিরজীবী ভবেৎ সত্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।১৪
বক্ষ্যে মধুমতীং বিদ্যাং সর্ব্বরঞ্জনকারিণীম্ ॥১৫
শ্রীমধুমতিঃ ইত্যুক্ত্বা দিশঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ।
সাগরপুররত্নানি সর্ব্বেষাং কর্ষিণীতি চ ॥১৬
ঠং ঠং স্বাহা মহাবিদ্যা বসুচন্দ্রাক্ষরী পরা।
ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী বিদ্যা প্রোক্তেয়ং দেবদুর্ল্লভা ॥১৭
একবর্ষং জপেন্নিত্যং শতমষ্টোত্তরং নরঃ।
ততঃ সিদ্ধা মহাবিদ্যা সর্ব্বজ্ঞান-প্রকাশিনী ॥১৮
আকর্ষয়েৎ সুমেরুঞ্চ দিশঃ সাগরমেব চ।
নদীং রত্নানি চ পুরীং স্ত্রিয়ঃ শৈলান্ বনস্পতীন্ ॥১৯
অলভ্যানি চ দ্রব্যাণি পাতালাদিস্থিতান্যপি।
পুরস্থানঞ্চ বৃত্তান্তং রাজ্ঞাঞ্চ বিম্বিষামপি।
নক্তং তল্পে শতজপাৎ[3] সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি সাধকঃ ॥২০

পুনর্জীবিত হইয়া চিরজীবি হয়। হে বরাননে! ইহাতে কার্য্য-বিচরণা কিম্বা সংশয় বা সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।১১—১৪

হে দেবী! এখন সর্ব্বরঞ্জনকারিণী মধুমতী বিদ্যার বিষয় বর্ণনা করিব। "শ্রীমধুমতী দিশঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ সাগরপুররত্নানি সর্ব্বেষাং কর্ষিণি, ঠং ঠং স্বাহা" এই বসুচন্দ্রাক্ষরী মহাবিদ্যা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠতমা বলিয়া জানিবে। এই মন্ত্র ত্রৈলোক্যের আকর্ষণী দেবদুর্ল্লভা মহাবিদ্যা, আমি তোমার নিকট ইহা ব্যক্ত করিলাম।১৫—১৭

যে মানব ইহা একবৎসরকাল প্রতিদিন একশত আটবার করিয়া জপ করে, তাহার এই বিদ্যা সিদ্ধ হয়। এই মহাবিদ্যা সর্ব্বজ্ঞান-প্রকাশিনী।১৮

ইহা সুমেরু দিক, সাগর, নদী, রত্ন, পুরী, স্ত্রী, শৈল, বনস্পতি এবং পাতালাভ্যন্তরস্থ দুরধিগম্য দুষ্প্রাপ্য বস্তুসমূহও আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা রাজগণের পুরস্থান বৃত্তান্ত সমুদায় জানিতে পারা যায়। সাধক ব্যক্তি রাত্রিকালে শয্যায় শতবার জপ করিলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।১৯—২০

---

(১) স্পৃশেচ্ছবং জপেন্মন্ত্রং—ইতি পাঠান্তরম্।

(২) শ্রীমধুমতী ইত্যুক্ত্বা...সাগরোপুররত্নানি—ইতি পাঠান্তরম্।

(৩) নক্তং তল্পে শতং জপ্যাৎ—ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রীদেব্যুবাচ।

দেব দেব জগন্ধাম[১] প্রসীদ সুমুখ প্রভো।
যৎ পৃষ্টং যচ্ছ্রুতং নাথ শ্রোতুমিচ্ছামি সংপ্রতি।
পদ্মাবতীমহাবিদ্যাং[২] সর্ব্ববিদ্যাবিনোদিনীম্ ॥২১

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

কথয়ামি বরারোহে বিদ্যাং পদ্মাবতীং শুভাম্।
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য মায়াবীজং তদন্তরম্।
পদ্মাবতীপদং দেবীসম্বুদ্ধ্যন্তং সমুদ্ধরেৎ ॥২২
ত্রৈলোক্যবার্ত্তামন্তে চ কথয়-দ্বন্দমুচ্চরেৎ[৩]।
স্বাহান্তেয়ং মহাবিদ্যা কথিতা কল্পবল্লরী ॥২৩
অষ্টোত্তরশতং নিত্যং জপেদ্বর্ষদ্বয়ং প্রিয়ে।
ততঃ সিদ্ধা মহাবিদ্যা সর্ব্বং বদতি সাধকে ॥২৪
তল্পে স্থিত্বা নক্তযোগে[৪] জপেন্মন্ত্রং শতাষ্টকম্।
জগদ্ধিতস্য বৃত্তান্তং তজ্জানাতি দিনে দিনে ॥২৫

দেবী কহিলেন, হে দেবদেব! জগন্নাথ! হে সুমুখ! হে প্রভো! হে নাথ! যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহা শুনিলাম। এক্ষণে সর্ব্ববিদ্যাবিনোদিনী পদ্মাবতী মহাবিদ্যা শ্রবণ করিবার বাসনা হইয়াছে।২১

শ্রীঈশ্বর কহিলেন, হে বরারোহে! আমি শুভদায়িনী পদ্মাবতী বিদ্যা বিষয়ে বলিব। প্রথমে 'প্রণব' উচ্চারণপূর্ব্বক তৎপরে মায়াবীজ বলিয়া সম্বোধনান্ত পদ্মাবতী দেবীর পদ উদ্ধৃত বা উল্লেখ করিবে।২২

পরে ত্রৈলোক্যবার্ত্তা উচ্চরণ করিয়া 'কথয় কথয়' এই পদদ্বয় উচ্চারণপূর্ব্বক অন্তে স্বাহা পদ উল্লেখ করিবেন। আমি তোমাকে কল্পলতাতুল্য এই মহাবিদ্যা কহিলাম।২৩

হে প্রিয়ে! এই মন্ত্র প্রত্যহ একশত আটবার হিসাবে ক্রমান্বয়ে দুই বৎসর জপ করিলে সিদ্ধ হইয়া সাধক সর্ব্ববিষয়েই বলিতে সমর্থ হন।২৪

যে মানব শয্যায় বসিয়া রাত্রিতে একশত আটবার এই মন্ত্র জপ করে, তিনি দিনে দিনে জগতের বৃত্তান্ত সকল জানিতে পারেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি

---

(১) দেব দেব জগন্নাথ প্রসীদ জগন্নাথ প্রভো—ইতি পাঠান্তরম্।

(২) পদ্মাবতীং মহাবিদ্যাং—ইতি পাঠান্তরম্।

(৩) কথেয়দ্বন্দ্বমুচ্চরেৎ—ইতি পাঠান্তরম্।

(৪) তল্পে স্থিত্ব ভক্তযোগী—ইতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিকানাঞ্চ ত্রৈলোক্যস্যাপি শঙ্করি !
বৃত্তান্তং কথয়েৎ স্বপ্নে বিদ্যা পদ্মাবতী শুভা ॥২৬

শ্রীদেব্যুবাচ।

শ্রুতঞ্চ সাধনং পুণ্যং মহাকালেন ভাষিতম্।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বশীকরণমুত্তমম্।
অল্পসাধ্যং মহাদেব দ্রুতসিদ্ধিকরং মহৎ ॥২৭

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

তবানুরোধাদ্দেবেশি কথয়ামি শৃণুষ্ব তৎ।
পুরা তে কথিতং দেবি যোগিনাং জ্ঞানসম্ভবে ॥২৮
সংক্ষেপাদধুনা দেবি বিস্তরাৎ কথয়ামি তে।
গোপিতব্যং প্রযত্নেন সর্ব্বদা পশুসঙ্কুলে ॥২৯
কুজবারে* নক্তযোগে অমায়াঞ্চ তিথৌ নরঃ।
শত্রুনাম লিখিত্বা তু বামপাদতলে ন্যসেৎ ॥৩০
তৎপাদোপরি দেবেশি বগ্‌ভবং প্রজপেৎ সুধীঃ।
অষ্টোত্তরশতং দেবি তদা বাদী বশো ভবেৎ।
অতিমূকো ভবেচ্ছত্রুর্ব্বিবাদে ব্যবহারকে।
তার্ক্ষ্যং দৃষ্টা যথা সর্পো জড়ো ভবতি কামিনি !
তথৈব তং সমালোক্য জড়ো বাদী ন সংশয়ঃ ॥৩১

এবং ত্রৈলোক্যের সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাত হন। কল্যাণদাত্রী পদ্মাবতী বিদ্যা তাহাকে স্বপ্নযোগে ঐ সকল বার্ত্তা বলিয়া থাকেন।২৫—২৬

দেবী কহিলেন, মহাকালকর্ত্তৃক কথিত পবিত্র সাধন সমুদায় শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে উত্তম বশীকরণ বিষয় সম্পর্কে শুনিতে মনে বড় স্পৃহা জাগ্রত হইয়াছে। হে মহাদেব! যাহা স্বল্পায়াসসাধ্য ও অবিলম্বে অভীষ্টপ্রদায়ী তাহা বলিয়া আমার ঔৎসুক্য পূর্ণ করুন।২৭

পরমেশ্বর কহিলেন, হে দেবেশি! তোমার বিশেষানুরোধে বশীকরণ সম্বন্ধে বলিতেছি, এখন তুমি তাহা শ্রবণ কর। হে যোগিজন পরমার্থ-জ্ঞান-প্রদায়িকে ইতিপূর্ব্বে আমি তোমাকে বশীকরণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিয়াছি, এক্ষণে তোমাকে তাহা সবিস্তারে বলিব। পশুসংকুলস্থানে এবিষয় সর্ব্বদাই গোপন কর্ত্তব্য। মঙ্গলবারে অমাবস্যারাত্রে উদ্দিষ্ট শত্রুর নাম লিখিয়া বামপদতলে ন্যাস করিবে।২৮—৩০

সুধীব্যক্তি সেই পদের উপরিভাগেই বাগ্‌ভব বীজ একশত আট বার জপ করিলে, সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি বশীভূত হয়। বিবাদ এবং ব্যবহার বিষয়ে

* কুজবারে—কুজ (মঙ্গলগ্রহ) + বার (দিবস) অর্থাৎ মঙ্গলবার।

তথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি বশীকরণমুত্তমম্ ।
যেন যোগপ্রভাবেন ভুবনং বশমানয়েৎ ॥৩২
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য সুন্দরী ভৈরবী তথা ।
যোগিনীপদতো দেবি রাজা প্রজা মহারথী ॥৩৩
বশঙ্করি তথা প্রোচ্য অং ইং উং তথা বদেৎ[১] ।
ষড়্বিংশত্যক্ষরো মন্ত্রঃ কথিতঃ কল্পপাদপঃ ॥৩৪
অনেন মনুনা দেবি তৈলঞ্চ চন্দনঞ্চ বা ।
শতাষ্টং জপ্তব্যং তত্তৈলং[২] মুখে দদ্যাম্বরাননে ॥৩৫
তচ্চন্দনেন তিলকং ভালে দদ্যান্নগাত্মজে ।
জগদ্বশ্যক্রিয়ামেতাং কৃত্বা সাধকসত্তমঃ ॥৩৬
চেত্তু পশ্যতি যং দেবি স বশো নাত্র সংশয়ঃ ।
এবমেব বিধানেন দেবেন্দ্রমপি মোহয়েৎ ।
কিং পুনর্ম্মানবান্ দেবি সার্ব্বভৌমান্ নরাধিপান্ ॥৩৭

বাদী অতিশয় মুগ্ধ হয় । হে দেবি ! পক্ষিরাজ গরুড়দর্শনে সর্প যেমন জড়সড় বা সঙ্কুচিত হইয়া যায় বাদী তাহাকে দেখিয়া তদ্রূপ অকর্ম্মণ্য ও নিশ্চিত নিষ্ক্রিয় হইয়া যায় ।৩১

এক্ষণে তোমাকে আমি উৎকৃষ্টতর অন্য একপ্রকার বশীকরণ বিষয়ে বলিব। সেই যোগশক্তি প্রভাবে ত্রিভুবন বশীভূত হয় ।৩২

প্রথম প্রণব উচ্চারণ তৎপরে সুন্দরী ভৈরবী, তদনন্তর যোগিনী এই শব্দের অন্তে রাজা প্রজা, মহারথী । তৎপর বশঙ্করি এই পদ বলিয়া অং ইং উং ঋং এই সকল বীজ উচ্চারণ কর্ত্তব্য । এই মন্ত্র ষড়্বিংশত্যক্ষর বিশিষ্ট, ইহা কল্পতরুতুল্য ফলপ্রদ ।৩৩—৩৪

হে নগাত্মজে ! এই মন্ত্র তৈল ও চন্দনে একশত আটবার জপ করিয়া উহা মুখে লেপন করিবে ।৩৫

সেই চন্দনে কপালে তিলক করিলে তাহা জগদ্বশীকরণের কারণ হয়। ঐরূপে যাহাকে দর্শন করিবে, সে নিঃসন্দেহে বশীভূত হইবে। হে দেবি ! এই বিধানমতে সাধারণ মানুষ এবং সার্ব্বভৌম রাজগণের কথা আর বেশী কি, দেবরাজ ইন্দ্রকেও মোহিত করিতে পারা যায় ।৩৬—৩৭

---

(১) অং ইং উং ঋং তথা বদেৎ—ইতি পাঠান্তরম্।

(২) শতাষ্টজপ্তং তত্তৈলম্—ইতি পাঠান্তরম্।

অথোচ্যতে মহাদেবি বশীকরণমুত্তমম্ ।
সর্ব্বেষাং জগতাং দেবি মোহনং পরমাদ্ভুতম্ ॥৩৮
মন্ত্রমাদৌ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্ ॥৩৯
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য বদেদ্রাজমুখীপদম্ ।
পুনা রাজমুখী প্রোচ্য মায়াবীজদ্বয়ং বদেৎ ॥৪০
কামবীজং ততঃ পশ্চাদ্দেবি দেবীপদদ্বয়ম্ ।
মহাদেবিপদং পশ্চাদ্দেবি দেবাধিদেবি চ ॥৪১
সম্বোধনান্তং দেবেশি পদমেতচ্চতুষ্টয়ম্ ।
সর্ব্বজনস্যাভিমুখং মম বশং কুরু কুর্ব্বিতি ।
স্বাহান্তোহয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বশ্যপ্রদো মহান্ ॥৪২
ইতি মন্ত্রেণ শয্যাস্থঃ প্রাতঃকালে মহেশ্বরি !
ত্রিবারং দক্ষহস্তেন মুখং সংমার্জ্জয়েৎ কৃতি[১] ॥৪৩
এবন্তু প্রত্যহং কুর্যাজ্জগদ্বশ্যায় কামিনি ।
অবশ্যং জায়তে বশ্যং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥৪৪

হে মহাদেবি ! এক্ষণে এক প্রকার উত্তম বশীকরণের কথা বলিতেছি। ইহা দ্বারা জগতের পরমাদ্ভুত রূপে মোহ হইয়া থাকে ।৩৮

সর্ব্বপ্রথমেই সর্ব্বতন্ত্রে উপদিষ্ট গোপিতব্য মন্ত্র বলিতেছি ।৩৯

প্রথমে প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক পরে রাজমুখী পদ বলিতে হইবে ; পুনরায় মায়াবীজ হ্রীঁ উল্লেখ করিবে, তৎপর কামবীজ, তারপর দেবীপদ উচ্চারণ করিবে, অতঃপর মহাদেবী পদ, তারপর দেবাধিদেবি শব্দে আবাহন ও আমন্ত্রণপূর্ব্বক এই পদচতুষ্টয় উচ্চারণ করিতে হইবে। সর্ব্বজনাভিমুখং মম বশং কুরু কুরু, বলিবার পর স্বাহা এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। ইহা সর্ব্ববশ্যকর মহামন্ত্র ।৪০—৪২

হে মহেশ্বরি ! কৃতী ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যায় অবস্থান করিয়া উক্তমন্ত্রে তিনবার দক্ষিণ হস্তে মুখ মার্জ্জন করিবে। হে শিবে ! জগৎবশীকরণের নিমিত্ত প্রত্যহ এইরূপ করিতে হইবে। ইহাতে এই চরাচর জগৎ অবশ্য বশীভূত হইবে, ইহাতে আর লেশমাত্র সন্দেহ নাই ।৪৩—৪৪

---

(১) কৃতী—ইতি পাঠান্তরম্

শ্রীদেব্যুবাচ।

শ্রুতমেতন্মহাদেব ত্বৎপ্রসাদাৎ পুরাতনম্।
স্বপ্নাবতী চ যা বিদ্যা কথিতাবগতা ময়া ॥৪৫
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বিশেষং যত্র যদ্ভবেৎ।
তদ্বদস্ব মহাদেব যদি তেঽনুগ্রহো ময়ি ॥৪৬

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

কথয়ামি শৃণু প্রাজ্ঞে বিদ্যাং স্বপ্নাবতীং পরাম্।
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য বধূবীজং সমুদ্ধরেৎ ॥৪৭
স্বপ্নাবতী-পদান্তে চ স্বপ্নং কথয় চোদ্ধরেৎ।
মায়াবীজং ততঃ স্বাহা মন্ত্রমেতন্নগাত্মজে।
দিবা ভুক্ত্বা হবিষ্যান্নং রাত্রৌ জপ্ত্বা সহস্রকম্ ॥৪৮
ততঃ শুদ্ধায়াং শয্যায়াং তদা স্বপ্নে হি পশ্যতি।
মনসা চিন্তিতং যদ্যত্তৎ সর্ব্বং পরমেশ্বরি ॥৪৯
অথাপরং প্রবক্ষ্যামি স্বপ্নপ্রবোধমুত্তমম্।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ সর্ব্বং জানাতি নিশ্চিতম্ ।৫০

দেবী কহিলেন, হে মহাদেব! আমি আপনার প্রসাদে এই পুরাতন কথা শ্রবণ করিলাম। আপনি আমাকে যে স্বপ্নাবতী বিদ্যার বিষয় বলিলেন তাহা আমি অবগত আছি।৪৫

কিন্তু তাহার বিশেষ বিধি এক্ষণে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে তাহা এক্ষণে বর্ণনা করুন।৪৬

ঈশ্বর কহিলেন, হে প্রাজ্ঞে! অত্যুত্তমা স্বপ্নাবতী বিদ্যা বিষয়ে এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ—উৎকৃষ্টতরা।৪৭

প্রথমে ওঁকার উচ্চারণ করিয়া পরে বধূবীজ, তৎপরে স্বপ্নাবতী পদ বলিয়া তৎপর স্বপ্নং কথয় এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। ইহার পর, মায়াবীজ, পরে স্বাহা, এই পদদ্বয় প্রয়োগ করিবে। হে পর্ব্বতনন্দিনী! ইহাই মন্ত্র।৪৮

দিবসে হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া রাত্রিকালে এই মন্ত্র হাজার বার জপ করিলে শুদ্ধশয্যায় স্বপ্নে তাহাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে যে মন্ত্র মনে মনে চিন্তা করা হয় স্বপ্নে সেই সমস্তই দর্শন হয়।৪৯

হে পরমেশ্বরি! এক্ষণে অপর উত্তম স্বপ্নপ্রবোধ অর্থাৎ মনের ক্রিয়া বা অনুভূত বিষয় সম্বন্ধে বলিতেছি, সে সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপত্তি হওয়ামাত্রই মানবগণ নিশ্চিত সকল বিষয় অবগত হইতে পারে।৫০

প্রণবং প্রাক্ সমুচ্চার্য্য হিলি হুঁং শূলপাণয়ে।
স্বাহান্তোঽয়ং মহামন্ত্রঃ প্রোক্তস্তে কমলেক্ষণে ॥৫১
বিধানং পূর্ব্ববৎ সর্ব্বং জপান্তে প্রার্থনাং শৃণু ॥৫২
ওঁ নমো জগত্ত্রিনেত্রায় পিঙ্গলায় মহাত্মনে।
বামদেবস্বরূপায়[1] স্বপ্নাধিপতয়ে নমঃ।
স্বপ্নে কথয় মে তত্ত্বং সর্ব্বং কার্য্যং শুভাশুভম্ ॥৫৩
ইতি মন্ত্রেণ সংপ্রার্থ্য সর্ব্বং জানাতি তাবতঃ[2]।
এতত্তে কথিতং দেবি স্বপ্নবোধমনুত্তমম্ ।৫৪
রহস্যং পরমং রম্যং বশীকরণমুত্তমম্ ।
সর্ব্বস্মেতন্মহাদেবি সর্ব্বজ্ঞানপ্রদায়কম্ ॥৫৫
নিরন্তরং মহাদেবি সেবিতঃ সিদ্ধিশঙ্করৈঃ।
মধুমত্যাঃ প্রসাদেন সর্ব্বেত্তং[3] সর্ব্বযোনিষু ॥৫৬
যাচন্তং পরমেশানি তস্মাত্ত্বাং সমুপাশ্রয়েৎ।
স্বপ্নাবত্যাদিবিদ্যায়া যো জপঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥৫৭

হে কমলেক্ষণে! প্রথমে প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করিয়া তৎপর হিলি হুং শূলপাণয়ে উচ্চারণান্তে স্বাহা উচ্চারণ করিতে হইবে। হে দেবি! আমি তোমাকে এই মহামন্ত্র বলিলাম ।৫১

ইহার বিধান পূর্ব্ববৎ জানিবে এবং এক্ষণে জপশেষে প্রার্থনা শ্রবণ কর ।৫২

ওঁ নমো জগত্ত্রিনেত্রায় পিঙ্গলায় মহাত্মনে। বামদেব স্বরূপায় স্বপ্নাধিপতয়ে নমঃ। স্বপ্নে কথয় মে ত্তত্ত্বং সর্ব্বকার্য্যং শুভাশুভম্ ।৫৩

এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিলে সকল বিষয় জানিতে পারা যায়। হে দেবি! এই আমি তোমাকে অত্যুত্তম স্বপ্নবোধ বর্ণনা করিলাম ।৫৪

হে মহাদেবি! ইহা পরম রহস্য পরম রমণীয় অত্যুত্তম বশীকরণ সর্ব্বজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকে ।৫৫

সিদ্ধি শঙ্করগণ সততই ইহার সেবা করেন, মধুমতীর প্রসাদে সর্ব্বযোনির বিষয় সর্ব্বপ্রকারে তোমাকে বলা হইয়াছে ।৫৬

হে পরমেশানি! তোমার যাচিত (প্রার্থিত) এই সকল বিষয় তোমাকে বলা হইয়াছে। হে শাম্ভবি! স্বপ্নাবতী প্রভৃতি বিদ্যাদি জপের প্রকার বলিয়াছি ॥৫৭

---

(১) বামদেবস্বরূপায় – ইতি পাঠান্তরম্।
(২) তত্ত্বতঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
(৩) সর্বোত্তমম্—ইতি পাঠান্তরম্।

বর্ষসংখ্যাক্রমেণৈব সিদ্ধকামস্য[১] শাম্ভবি !
ত্বং জপন্তু বিনা দেবি ফলসিদ্ধিঃ সমীরিতা।
সিদ্ধবিদ্যাপ্রভাবেন তাং সুসিদ্ধাঃ সুরাসুরৈঃ ॥৫৮
ইতি তে কথিতং সম্যগ্‌রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
গোপনীয়ং খলে দুষ্টে পশুপামরসন্নিধৌ ॥৫৯
অন্যথা কুরুতে যস্তু স ভক্ষ্যো ডাকিনীগণৈঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গোপনীয়ং বিশেষতঃ ॥৬০
দদ্যাচ্ছান্তায় দান্তায় সৎকুলীনায় যোগিনে।
ভক্তায় পাপহীনায় সাধকায় মহাত্মনে ॥৬১

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্র্যে সপ্তমঃ পটলঃ।

সেই সমস্ত বর্ষসংখ্যাক্রমে সিদ্ধি হইয়া থাকে। সেইরূপ জপ ব্যতীত কাম্য বস্তুর উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। দেবাসুর প্রভৃতি সিদ্ধবিদ্যার প্রভাবেই সেই সকল বিদ্যা সুসিদ্ধ করিতে পারেন।৫৮

এই প্রকার আমি পরমাদ্ভুত সমুদয় রহস্যই তোমার নিকট বিবৃত করিলাম। ইহা খল, দুষ্ট, পশু এবং নরাধম ও নীচ পাপীর নিকট সতত অপ্রকাশ্য ॥৫৯

ইহার যে অন্যথা করে ডাকিনীগণ তাহাকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন। সেই কারণে ইহা সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে গোপন রাখিবে।৬০

কেবল শান্ত, দান্ত, কুলীন, যোগী, ভক্ত, পাপহীন, মহাত্মা সাধককে ইহা প্রদান করিবে।৬১

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্বিংশতি-সাহস্র্যে সপ্তম পটল সমাপ্ত।

---

(১) সিদ্ধিকামস্য—ইতি পাঠান্তরম্।

অষ্টমঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

শ্রুতং হিং সাধনং সর্ব্বং ত্বন্মুখাম্ভোজনির্গতম্।
দেবদানবগন্ধর্ব্ব-সিদ্ধচারণসেবিতম্ ॥১
পরমানন্দসন্দোহং সান্দ্রানন্দবিভূতিদম্।
পরং পারং পরং পুণ্যং পবিত্রং পরমং মহৎ ॥২
যোগিন্যুৎপত্তিকথনং ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্ল্লভম্।
কথয়স্ব মহাদেব কেবলানন্দবৃংহিতম্ ॥৩

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

পূর্ব্বং যদাবয়োর্বৃত্তং সর্ব্বং তদ্বিস্মৃতং শিবে।
অত্যন্তগুহ্যং পরমং দেবাসুরভয়ঙ্কর[১] ॥৪
প্রাচীনমতিগোপ্যং[২] হি সারাৎসারং পরাৎপরম্।
শৃণু বক্ষ্যামি চার্ব্বঙ্গি সমাসেন শিবপ্রিয়ে ॥৫
গোপনীয়ং ত্বিদং ভদ্রে যোনিং পরনরে যথা ॥৬

দেবী কহিলেন, হে দেব! আমি আপনার শ্রীমুখকমলবিনির্গত, দেবদানবগন্ধর্ব্বসিদ্ধচারণগণ কর্ত্তৃক আরাধিত পরমানন্দসন্দোহ, সান্দ্রানন্দ বিভূতিপ্রদ পরপাররূপ, পরমপুণ্যস্বরূপ, পবিত্র ও পরমমহৎ সর্ব্ববিধ সাধন শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে ত্রৈলোক্যেরও দুর্ল্লভ, কেবলানন্দবর্দ্ধন যোগিনীগণের উৎপত্তি বিবরণ কীর্ত্তন করুন।১—৩

ঈশ্বর বলিলেন, হে শিবে। পূর্ব্বে আমাদের উভয়ের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ? যাহা হউক, অত্যন্ত গুহ্য, সুরাসুরগণেরও ভয়াবহ এবং প্রাচীন। অতীব গোপ্য সারাৎসার পরাৎপর পরম দুর্জ্ঞেয় অনুভবনীয় বস্তু সম্বন্ধে বলিতেছি। হে চার্ব্বঙ্গি! হে শিবপ্রিয়ে! তুমি সমুদয় বিষয় শ্রবণ কর।৪—৫

হে ভদ্রে, পরপুরুষ সন্নিধানে যোনি যেরূপ গোপনীয়, ইহাও তদ্রূপ অপ্রকাশ্য।৬

---

(১) দেবাসুরভয়ঙ্করম্—ইতি পাঠান্তরম্।
(২) প্রাচীনমপি গোপ্যং হি—ইতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মাণ্ডস্যায়ুষঃ শেষে সর্ব্বসত্ত্ববিবর্জ্জিতম্ ।
ভূম্যাদিপঞ্চতত্ত্বং তু কেবলে সংস্থিতং শিবে ॥৭
ত্বাং মাং বিনা মহেশানি নাসীৎ কিঞ্চিজ্জগত্ত্রয়ে ।
এতস্মিন্নন্তরে ত্বাং বৈ পপ্রচ্ছাহং প্রহাসতঃ ॥৮
মমাধিকা যোগ্যতা বা তবাপি বা মহেশ্বরি ।
ইদানীং পরমেশানি ততো ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলম্ ॥৯
স্থাতুং স্থানং ন কুত্রাপি কুত্র স্থাস্যামি ভাবিনি ।
যদ্‌যন্ময়া কৃতং সর্ব্বং তৎ সর্ব্বং গতমেব হি ॥১০
বিবিক্তোঽহং সদা দেবি ভবসংসারকর্ম্মণি ।
স্থাতুং স্থানমিদানীং ত্বং কল্পয়স্ব মহেশ্বরি ॥১১
ইতি শ্রুত্বা তদা দেবি ক্রোধেনারুণলোচনা ।
উবাচ মাং সুনিষ্ঠুরং[১] দুরাচারাদিদারুণা ॥১২
যদ্‌যৎ কৃতং ত্বয়া দেব মামুপাশ্রিত্য সর্ব্বদা ।
মাং বিনা তে মহাদেব শবত্বমিতি নিশ্চিতম্ ॥১৩

ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বকালের অবসানে বিশ্বজগৎ সর্ব্বসত্ত্ব বিবর্জ্জিত হওয়া হেতু ভূম্যাদি পঞ্চতত্ত্বমাত্র কেবলাত্মায় অবস্থিত হইলে, হে মহেশ্বরি ! তুমি আর আমি ব্যতীত এই ত্রিজগতে আর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। এই অবসরে আমি সহাসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।৭—৮

হে মহেশ্বরি ! বোধ হয় আমা অপেক্ষা তোমার যোগ্যতা অধিক। এই দেখ এক্ষণে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল শূন্যাকার, কোথাও থাকিবার স্থান নাই। হে ভাবিনি ! এখন কোথায় থাকিব ? আমি যাহা সৃষ্টি করিয়াছিলাম, সেই সমুদয়ই গত হইয়াছে।৯—১০

তুমি জান যে, আমি সংসারকর্ম্মে সংস্পর্শশূন্য থাকিতেই সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিয়া থাকি। হে মহেশ্বরি ! এক্ষণে তুমি অবস্থানের নিমিত্ত স্থান কল্পনা কর।১১

হে দেবি ! তুমি ইহা শুনিয়া ক্রোধে রক্তনয়না ও দুরাচারদারুণা হইয়া অতি নির্ম্মম কঠোর কটুকর্কশ ঝাঁঝাল ভাষায় আমাকে বলিতে আরম্ভ করিলে।১২

তুমি যাহাই কর তৎসমুদয় সর্ব্বদা আমাকে আশ্রয় করিয়াই করিয়া থাক, আমাকে ব্যতিরেকে তুমি মৃতবৎ হইয়া থাক।১৩

---

(১) নিষ্ঠুরং চ ইতি পাঠান্তরম্।

যোগে হি তে মহেশান ময়া সর্ব্বমিদং ততম্‌
কল্পিতং বৎসরূপেণ যোগ্যতা কা তবাস্তি হি ॥১৪
কারণাবস্থয়াপন্না সদাহং ধাত্রীরূপিণী।
নাকার্য্যং মে হি যৎ কিঞ্চিৎ সদাহং হ্যক্ষরা পরা ॥১৫
কার্য্যভাবসমাপন্না সদা প্রকৃতিরূপিণী।
তদা ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বেঽপ্যাবির্ভবন্তি হি[1] ॥১৬
মম মায়াময়মিদং বিশ্বং দেব চরাচরম্‌।
বিক্ষেপাবরণে মাসারম্ভো হে পরমেশ্বর ॥১৭
ইতি শ্রুত্বা বচস্তেঽহং বজ্রতুল্যং সুদারুণম্‌।
নোবাচ কিঞ্চিত্তাং[2] দেবী স্থিরক্ষমভবত্তদা ॥১৮
পরীতোঽহং সদা দেবি দুঃখেনান্তরজেন চ।
ততঃ স্থিরীকৃত্য হৃদি উপায়ং তব নিগ্রহে ॥১৯
জগাম পশ্চিমে ভাগে ব্রহ্মাণ্ডস্য বরাননে।
গত্বা তত্র মহাদেবি নির্জ্জনে দারুণং পুরা ॥২০
স্বদেহভস্মনা দৈত্যং প্রাগদৃষ্টং শ্রুতং মুদম্‌।
দানবেন্দ্রং মহাঘোরং ঘোরনামানমদ্ভুতম্‌ ॥২১

তোমার যোগাবলম্বনে চিচ্ছায়া দ্বারা আমি এই সংসার বিস্তারিত প্রসারিত করিয়া তোমার সন্তানরূপে কল্পনা করিয়াছি, তোমার কি যোগ্যতা আছে? ।১৪

আমি সর্ব্বদাই কারণাবস্থাপন্না বিধাতৃরূপিণী। আমার কিছুই অকর্ম্ম নাই, আমি সততই অক্ষরা ও পরমা পরমেশ্বরীরূপে সতত বিদ্যমানা ।১৫

ক্রিয়াহীন-নিষ্ক্রিয়তা বলিয়া কিছু নাই, নিয়তই আমি কার্য্যভাবসম্পন্না প্রকৃতিরূপিণী। তৎকালে ব্রহ্মাদি সকলেই আবির্ভূত হন ।১৬

এই চরাচর বিশ্ব আমারই মায়ায় সৃষ্ট। হে পরমেশ্বর! আমার বিক্ষেপ ও আবরণ নামক শক্তিদ্বয়যোগেই জগতের সমস্ত কার্য্যই সাধিত হইয়া থাকে ।১৭

তোমার এইরূপ বজ্রতুল্য নিদারুণ বাক্য শুনিয়া আমি তোমাকে তখন কিছুই বলি নাই, অচঞ্চল স্থির নিশ্চল নীরবতা অবলম্বন করিয়া রহিলাম ।১৮

হে দেবি! আমি নিয়ত দুঃখজনিত তাপে তাপিত হইয়া, তোমার এই অপমানের দণ্ড বিধানার্থে মনে মনে এক উপায় ঠিক করিলাম ।১৯

অনন্তর আমি ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চিমভাগে গমন করিয়া নির্জ্জনে নিজ দেহের ভস্মদ্বারা এক দারুণ মহাঘোর ঘোরনামক এক সৃষ্টিছাড়া অপরূপ বিস্ময়কর দানবেন্দ্রের সৃষ্টি করিলাম ।২০—২১

---

(১) সর্ব্বেঽপ্যাবির্ভবন্তি হি ইতি পাঠান্তরম্‌।
(২) নাবোচং কিঞ্চিত্তাং দেবি ইতি পাঠান্তরম্‌।

কোটিযোজনবিস্তীর্ণং দ্বাত্রিংশল্লক্ষপ্রাস্থিতম্ ।
কোটিহস্তং মহারৌদ্রং কোটিলোচনমুজ্জ্বলম্ ॥২২
পঞ্চাশল্লক্ষবদনং জ্বালাবলিসমাকুলম্ ।
তস্মৈ দত্ত্বা মহাসিদ্ধীরণিমাদ্যা মহেশ্বরি ॥২৩
সর্ব্বভাবে মৎসদৃশে বিধায় তং সুদারুণম্ ।
উল্লাসমনসা দেবি হ্যাগতোঽহং তবান্তিকম্ ॥২৪
সোঽপি তস্থৌ দানবেন্দ্রঃ গ্রাসং কৃত্বা জনার্ণবম্ ।
গণ্ডুকে দ্বে[১] বিধায়ৈব সুবেল-বেল-পর্ব্বতৌ ॥২৫
তদা মম মনো জ্ঞাত্বা ত্বমবাদীশ্চ মাং প্রতি ।
ইদানীং ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডং জীবহীনমজায়ত ॥২৬
আজ্ঞাপয় মহাদেব পশ্যামি সকলং শিব ।
তদা বিহস্য মনসা তবোৎকণ্ঠানুবর্দ্ধয়ন্[২] ॥২৭
উবাচ ত্বামহং ভদ্রে আগচ্ছ[৩] পশ্চিমাং দিশম্ ।
সর্ব্বত্রান্যত্র দেবেশি দৃষ্ট্বা পশ্চাতং[৪] ময়ি ॥২৮

ঐ দৈত্য দৈর্ঘ্যে কোটিযোজন এবং প্রস্থে বত্রিশলক্ষ-যোজন ; তাহার হস্ত কোটিসংখ্যক, প্রজ্বলিত সাতিশয় ঝলসান দীপ্তিমান ভাস্বরলোচন সমন্বিত ।২২

বদন পঞ্চাশৎ-লক্ষ এবং সেই সকল মুখগহ্বর প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা সমাচ্ছন্ন । অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রদানপূর্ব্বক সেই ভীষণ দৈত্যকে আমি সর্ব্বতোভাবে আমার সদৃশ করিয়া আনন্দোল্লাসযুক্ত হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে তোমার নিকট আগমন করিলাম ।২৩—২৪

সেই দানবের জনার্ণব গ্রাস এবং সুবেল ও বেল পর্ব্বতে দুই গণ্ডুষে অবস্থাপিত করিয়া রহিল ।২৫

তখন তুমি আমার মনোভাব জানিতে পারিয়া আমাকে বলিয়াছিলে—হে মহাদেব ! এক্ষণে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড জীবহীন হইল ।২৬

হে শিব ! আপনি আজ্ঞা করুন, আমি সকলই দর্শন করিব। তখন আমি মনে মনে মৃদুহাস্যযুক্ত হইয়া তোমার উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলাম—হে ভদ্রে ! আইস, পশ্চিমদিকে গমন করি। হে দেবেশি ! আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্যত্র সর্ব্বত্রই দর্শন করিয়া গমন করিয়াছিলে ।২৭—২৮

---

(১) গণ্ডুষে দ্বে—ইতি পাঠান্তরম্ ।
(২) তাবোৎকণ্ঠাং বিবর্দ্ধয়ন্ —ইতি পাঠান্তরম্ ।
(৩) অবোচং ত্বামহং ভদ্রে ত্বাগচ্ছ—ইতি পাঠান্তরম্ ।
(৪) পশ্চাদগতং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

স্ত্রীণাং স্বভাবো দেবেশি য এবাধঃ স্থিতো ভবেৎ।
তত্রৈব মহতী শ্রদ্ধা দৃষ্ট্বা যাতুং সদা ভবেৎ ॥২৯
ইতি জ্ঞাত্বা ময়োক্তং তন্নিষেধবচনং শিবে।
ততঃ প্রয়োজনাভাবাৎ তব স্বভাবতঃ শিবে ॥৩০
ন গতান্যত্র দেবেশি স্থিতা ত্বঞ্চ মমান্তিকে।
মহদ্ধামেং চ কান্তারে যত্র কেদারকেশ্বরঃ ॥৩১
তত্র গত্বা মহাদেবী জগন্মোহনকারিণী।
বিব্যাধ দৈত্যরাজেন্দ্রং কামবাণান্[৩] সহস্রশঃ ॥৩২
অত উত্থায় দৈত্যেন্দ্রঃ কামবাণেন বিহ্বলঃ।
করান্ প্রসার্য্য সকলান্ আহ চাটুবচো ভৃশম্ ॥৩৩

ঘোর উবাচ।

মে ক্রোড়ে ত্বং সমাগচ্ছ[৪] ভব সর্ব্বেশ্বরী মুদা।
ত্রাহি মাং কামজলধৌ নিমগ্নং স্বাঙ্গদানতঃ ॥৩৪
কিঞ্চিৎ কালং ন জীবামি ত্বাং বিনাহং কথঞ্চন।
আলিঙ্গ্য পতিভাবেন জীবনং রক্ষ সুন্দরি ॥৩৫

সর্ব্বদাই স্ত্রীলোকগণের স্বভাব অধঃস্থিতঃ অর্থাৎ অনুভবশীল হয়! সেই স্থান দর্শন করিয়া তোমার তথায় গমন করিতে মহতী শ্রদ্ধা হইল।২৯

আমি ইহা জানিতে পারিয়া তোমাকে তথায় যাইতে নিষেধ করিলাম। তদনন্তর প্রয়োজনাভাবে এবং তোমার স্বভাবসুলভ প্রকৃতিগুণবশতঃ।৩০

তুমি অন্যত্র গমন না করিয়া আমার নিকটেই অবস্থান করিয়াছিলে। কিয়ৎকাল অবস্থানের পর যে মহৎ কান্তারস্থানে কেদারকেশ্বর আছেন, জগন্মোহনকারিণী! সেই স্থানে তুমি গমন করতঃ সেই দৈত্যরাজকে সহস্র-সহস্র কামবাণে বিদ্ধ করিয়াছিলে। সেই দৈত্য কামবাণে বিবশ এবং অভিভূত ও মোহমত্ততাহেতু সমস্ত কর সম্প্রসারণ করিয়া তোমার প্রীতির জন্য মনোরঞ্জনকারী অতিরঞ্জিত প্রশংসাপূর্ণ স্তোকবাক্যাদি বলিতে আরম্ভ করিল।৩১—৩৩

ঘোর বলিল, তুমি আমার ক্রোড়ে আসিয়া আনন্দে সর্ব্বেশ্বরী হইয়া অবস্থান কর। আমি কামসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, এক্ষণে স্বদেহ ও আলিঙ্গন দান করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর।৩৪

হে সুন্দরি! আমি তোমাকে ছাড়িয়া মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিতে পারিব না। প্রিয়ে! তুমি আমাকে পতিভাবে আলিঙ্গন করিয়া আমার জীবন রক্ষা কর।৩৫

---

(১) যত্রৈবাধঃ স্থিতো ভবেৎ—ইতি পাঠান্তরম্
(২) মহদ্ধাম্নি—ইতি পাঠান্তরম্।
(৩) কামবাণৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
(৪) মম ক্রোড়ে সমাগচ্ছ—এই পাঠ শুদ্ধ।

ইত্যাদি চাটুবাক্যেস্ত্বাং মুহুর্ম্মুহুর্জগাদ চ।
ততঃ সা ত্বমবাদীশ্চ সকটাক্ষং শুচিস্মিতম্ ॥৩৬

শ্রীদেব্যুবাচ।

ত্বং সর্ব্বদৈত্যেন্দ্রঃ সমস্তভোক্তা, ত্বং বৈ বলী দেবনিকায় এব।
ত্বং বীর্য্যবান্ সর্ব্ববিনাশনশ্চ ত্বাং বৈ বরায়ো যদি তৎ করোষি ॥৩৭
মদীয়বৃত্তান্তমিহ শৃণুষ্ব নাবস্থিতিঃ কুত্রাপি ভবেন্ন যস্মাৎ।
পুরা প্রতিজ্ঞা হি ময়া কৃতা যা, তাং পালয় ত্বং যদি মাং গ্রহীতুম্ ॥৩৮
মনস্তু চৈবং খলু দৈত্যরাজ, যো মাং বিনির্জ্জিত্য রণে স্থিতঃ স্যাৎ।
স মে তু ভর্ত্তা হি ন চান্য এব, তদাদিতো যুদ্ধমিতঃ শ্রয়স্ব ॥৩৯

শ্রীঈশ্বর-উবাচ।

এবং ব্রুবাণাং ত্বাং দেবি ক্রোধেন মহতা যুতঃ।
উচ্চৈর্নির্ভৎসয়ামাস প্রলয়াম্ভোধিঘর্ঘরম্ ॥৪০

ইহা এবং এই শ্রেণীর আরও বিবিধ প্রকারের স্তোকবাক্য তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল। তখন তুমি তাহাকে বক্র ইঙ্গিত-দৃষ্টিতে বিমলহাস্যে বলিতেছিলে।৩৬

দেবী কহিলেন, তুমি দৈত্যকুলশ্রেষ্ঠ সর্ব্বভোগী, তুমি দেবগণ অপেক্ষাও অধিক বলশালী, তুমি শৌর্য্যবীর্য্যবান্ ও সর্ব্ববিনাশকারী হন্তারক; যদি তুমি আমার সেই কার্য্য সাধন কর, তবে আমি তোমাকে বরণ করিব।৩৭

তুমি আমার সকল বিষয় শ্রবণ কর। সেই কার্য্য পরিপূর্ণ না হওয়ার জন্য আমার কোথাও অবস্থিতি হয় নাই। আমাকে গ্রহণ করিতে যদি তোমার বাসনা হইয়া থাকে তবে আমি পূর্ব্বে যে-প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তুমি তাহা পালন কর।৩৮

আমার প্রতিজ্ঞা এই, যে-ব্যক্তি আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবে, সে-ই আমার স্বামী হইবে, ঐ বিজয়ী বীর ব্যতীত অন্য কেহই আমার পতি হইতে পারিবে না। অতএব প্রথমেই আমার সহিত তুমি যুদ্ধ কর।৩৯

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি! তুমি যখন এইরূপ বলিতেছিলে, তখন সেই ভয়ঙ্কর দৈত্য প্রলয়পয়োধির ন্যায় মহাভয়ঙ্কর ঘর্ঘররবে তোমাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল।৪০

ততঃ সমুত্থিতো ঘোরঃ কালরুদ্রঞ্চ ন্যক্কৃতঃ।
সমাহর্ত্তুং তদা দৈত্যো ধাবতি স্মাখিলং জগৎ ॥৪১
তথাপি ত্বাং গৃহীতুং স ক্ষমো নাভূৎ কথঞ্চন।
তদা বেগেন মহতা গত্বা স দানবেশ্বরঃ ॥৪২
হস্তামর্ষবশাত্তে চ পর্ব্বতাশ্চূর্ণতাং গতাঃ।
পদাঘাতাদুপরতা মগ্না হি স্যুর্জলার্ণবে ॥৪৩
তদ্দেহভ্রমবাতেন[১] প্রোচ্ছলজ্জলমণ্ডলম্।
উর্দ্ধাধশ্চ কটাহান্তং মহাভীমতরঙ্গকম্ ॥৪৪
ব্রহ্মাণ্ডং পরিসংব্যাপ্য ভ্রমতে স নিরন্তরম্।
ধর্ত্তুং কামো[২] মহামায়ে ত্বাং ধর্ত্তুং স্বক্ষমো ভবেৎ ॥৪৫
অগ্রেঽগ্রে ত্বাং পশ্যতি স্ম কেবলং দৈত্যপুঙ্গবঃ।
যদ্‌যদ্‌যুদ্ধং কৃতং তেন কথিতুং নৈব শক্যতে ॥৪৬
যদ্ যৎ ক্ষিপ্তং ত্বয়ি শিবে তৎ সর্ব্বং ভস্মসাদ্‌গতম্।
তত্তেজসা মহেশানি তত্রাপি ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥৪৭
ভবন্নিরন্তরং[৩] দৈত্যো ঘোরো ঘোরপরাক্রমঃ।
আশ্চর্য্যং শৃণু দেবেশি যুদ্ধবৃত্তং মহোজ্জ্বলম্ ॥৪৮

তারপর সেই মহাঘোরতর ঘোরদৈত্য মহাকাল রুদ্রকে অতিশয় নিন্দনীয় বাক্যে ধিক্কৃত করিয়া অখিল জগৎ সংহার করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইয়া প্রধাবিত হইল।৪১

তথাপি সে তোমাকে কিছুতেই ধরিতে সক্ষম হইল না। সেই দানব তখন অতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল।৪২

তাহার হস্ত-স্পর্শে পর্ব্বতসকল চূর্ণবিচূর্ণ হইতে লাগিল, পদাঘাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া জলার্ণবে মগ্ন হইতে লাগিল।৪৩

তাহার অঙ্গবাত ভ্রমে জলধিমণ্ডল উচ্ছলিত হইয়া মহাভীম তরঙ্গ সহকারে ব্রহ্মাণ্ডের উর্ধ্বাধঃ কটাহ পর্যন্ত নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। হে মহামায়ে! সে তোমাকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইয়াও ধরিতে সমর্থ হইল না।৪৪ ৪৫

তোমাকে কেবল সম্মুখবর্ত্তী অগ্রগামিনী দেখিতে লাগিল। সে যেভাবে যেরূপ যুদ্ধ করিল, তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না।৪৬

হে শিবে! তোমার প্রতি সে যে-যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল সেই নিক্ষিপ্ত

---

(১) তদঙ্গভ্রমবাতেন – ইতি পাঠান্তরম্।
(২) ধর্ত্তুকামো ত্বাং ধর্ত্তুং ন ক্ষমোঽভবৎ—ইতি পাঠান্তরম্।
(৩) ভবেন্নিরন্তরম্—ইতি পাঠান্তরম্।

জলজাতাৎ কটাহাচ্চ ধূলিরুৎপদ্যতে ভৃশম্ ।
একমেকাহতো যুদ্ধং কোটিবর্ষমভূত্তদা ॥৪৯
এবং তত্র মহেশানি যুদ্ধকালে ভয়াতুরঃ ।
অহং যোগং সমাশ্রিত্য অতি সূক্ষ্মতরং বপুঃ ।
বিধায় পরমেশানি ত্বামাশ্রিত্য স্থিতঃ সদা ॥৫০
কথঞ্চিদপি ন প্রাপ্য ত্বাং ধর্ত্তুং দৈত্যরাট্ তদা ।
চিন্তয়ামাস চ খলু ত্বাং হন্তুং বিবিধক্রমম্ ॥৫১
বর্দ্ধয়িত্বা শরীরং স্বং ঘর্ষয়িত্বা চ বাহুনা ।
কটাহে মারয়িষ্যামি মহাদুষ্টাহি[১] ত্বামহম্ ॥৫২
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা বর্দ্ধয়িত্বা কলেবরম্ ।
পূরিতং তেন ব্রহ্মাণ্ডং ঘোরো হর্ষমুপাগমৎ ॥৫৩

অস্ত্রসমূহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। হে মহেশানি! তথাপি তেজোভরে ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া, সেই ঘোরদৈত্য ক্রমে ক্রমে ভয়ঙ্কর ব্যর্থ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিল! হে দেবেশি! অতীব ঘনঘোর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।৪৭—৪৮

সেই ভীষণ মহাসংগ্রাম সময়ে কেবল ধূলিরাশি জলজাত কটাহ হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। একাহ হইতে আরম্ভ করিয়া কোটিবৎসর কাল পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ চলিয়াছিল।৪৯

হে মহেশানি! এইরূপ সংগ্রাম কালে আমি ভয়ে কাতর হইয়া, যোগবলম্বন পূর্ব্বক সূক্ষ্মতর শরীর ধারণকরতঃ তোমাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিত রহিলাম।৫০

দৈত্যরাজ তোমাকে কোনরূপেই ধরিতে না পারিয়া তোমাকে হত্যা করিবার জন্য বিবিধপ্রকারে উপায় চিন্তা করিতে লাগিল ॥৫১

অবশেষে নিজদেহ সম্বর্দ্ধিত করিয়া এবং বাহু দ্বারা তাহা ঘর্ষণ করিয়া সে চিন্তা করিতে লাগিল, আমি এই দুষ্টা নারীকে এই কটাহে নিক্ষিপ্ত করিয়া বধ করিব।৫২

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আপন দেহ বর্দ্ধিত করিতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড পরিপূরিত হইতে দেখিয়া ঘোর দৈত্য অত্যন্ত আনন্দিত হইল।৫৩

---

(১) মহাদুষ্টাং হি - ইতি পাঠান্তরম্।

উবাচ ত্বাং তদা দৈত্যো হত্বা যাস্যসি কুত্র বা ।
ভবতী ভূশমালোক্য দৈত্যং ব্রহ্মাণ্ডপূরিতম্ ॥৫৪
ত্বয়োক্তোঽসৌ ঘোরদৈত্যস্তিষ্ঠ তিষ্ঠ সুদুর্ম্মতে ।
কথং ব্যস্তো ভবান্ জাতো নিহন্মি ত্বামহং মুদা ॥৫৫
অধুনৈব মহাদুষ্ট জানাসি ন হি মাং কদা ।
মত্তঃ সৃষ্টিঃ সমুৎপন্না ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥৫৬
ময়ৈব পাল্যতে সর্ব্বং মম মায়াময়ং জগৎ ।
মত্তো নান্যং কিঞ্চিদস্তি ব্রহ্মৈবাহং সনাতনঃ ॥৫৭
শৃণু মূঢ়বরাস্মাকং পরমং মঙ্গলং মহৎ ।
দুষ্টভাবেন বা দৈত্য শিষ্টভাবেন বা পুনঃ ॥৫৮
ভজন্তে মাং যথা যে হি তথা কামং দদামি তে ।
নিদানন্তু প্রযচ্ছামি মহাফলমনুত্তমম্ ॥৫৯
ত্বয়াহং সেবিতা দৈত্য বহুকালং ন সংশয়ঃ ।
সমাপ্তমেকচিত্তেন মমৈষা ত্বকরোদ্ যতঃ ॥৬০

তখন সেই দৈত্যরাজ তোমাকে কহিল, এখন আপনাকে হতপ্রায় দেখিয়া কোথায় পলায়ন করিবে। তুমি দৈত্যকে নিজ কলেবরে ব্রহ্মাণ্ড পরিপূরিত করিতে দেখিয়া ।৫৪

বলিয়াছিলে, রে দুর্ম্মতি ঘোরদৈত্য! থাক্ থাক্, তুই ব্যস্ত হইতেছিস্ কেন? আমি তোকে এক্ষণেই অবলীলায় সংহার করিতেছি ।৫৫

রে মহাদুষ্ট! তুই এখনও আমাকে জানিতে পারিতেছিস্ না কেন? আমা হইতেই সৃষ্টি সমুৎপন্ন হইয়া আবার আমাতেই তাহা লয় পাইয়া থাকে ।৫৬

আমিই এই অখিল সংসার পালন করিয়া থাকি; এই জগত আমারই মায়াময় জানিও, কোন বস্তুই আমা হইতে ভিন্ন নহে, আমিই সনাতন ব্রহ্ম ।৫৭

রে মোহাচ্ছন্ন ভ্রান্ত নির্ব্বোধ মূর্খ, আমার পরম মহৎ মংগলভাব শ্রবণ কর। রে দৈত্য! অসৎ অশুভ কু-ভাবেই হউক, আর শুভ কল্যাণবুদ্ধিতেই হউক, আমাকে যে-ব্যক্তি যে-ভাবে ভজনা করে, আমি তাহার সেই কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি; আমিই অত্যুত্তম মহাফল অর্থাৎ সকল বস্তুর মূলীভূত চরম পরিণতি ও পরমা গতি এবং আমিই চরম ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রদান করি ।৫৮—৫৯

হে দৈত্য! তুমি বহুকাল আমার সেবা করিয়াছ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তুমি আমার প্রতি একান্ত-নিষ্পন্ন-চিত্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য কামনা করিয়াছ ।৬০

শিবোঽসি নাত্র সন্দেহো মৎকৃতে যদ্‌শ্রমস্তব।
ইদানীং পশ্য মদ্রূপং ব্রহ্মানন্দং পরং পদম্ ॥৬১
যদ্দৃষ্টবান্ পুনঃ কোঽপি কদাপ্যাবির্ভবেৎ কিল।
ধ্যাত্বা যৎ পরমং রূপং শিবং নূনমিতি প্রভো ॥৬২
তদ্রূপং পরমং ধাম কালীরূপমিতি শৃণু।
ইতঃ পরতরং রূপং ব্রহ্মণো নাস্তি কুত্রচিৎ ॥৬৩
ইত্যুক্ত্বা ত্বং তদা দেবি ভবানী ভবমোচনী।
ধ্যাত্বা যৎ পরমং রূপং অহং কালীতি বাদিনী ॥৬৪
অসকৃৎ পরমেশানি জাতা ত্বং কালিকা তদা।
কৃষ্ণবর্ণা মহাঘোরা মহাকালোপরি স্থিতা ॥৬৫
মুণ্ডমালাবলী-রম্যা মুক্তকেশী স্মিতাননা।
লোলজিহ্বা রক্তঘোরা লোচনত্রয়রাজিতা ॥৬৬
অমাকলাসমুল্লাসা কিরীটোজ্জ্বলবিগ্রহা।
শিবাকোটিসহস্রৈস্তু তেজোমণ্ডলসম্ভবৈঃ ॥৬৭

অতএব তুমি নিঃসন্দেহে শিবসদৃশ, আমার প্রাপ্তির জন্য তুমি প্রভূত শ্রম স্বীকার করিতেছ। তুমি আমার পরমপদ ব্রহ্মানন্দরূপ অবলোকন কর।৬১

এই শিবময় পরমপদ ধ্যান করিয়াও কেহ দেখিতে পায় না। তুমি সত্বর সেই পদ অবলোকন কর, কারণ তাহা দেখিবার জন্য অপর কেহ আবির্ভূত হইতে পারে।৬২

সেই রূপ পরমধাম, তাহা কালীরূপ জানিবে। পরব্রহ্মের ইহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্টতর রূপ কোথাও নাই।৬৩

হে দেবি! হে ভবানি ভবমোচনী! তখন তুমি এই সকল বাক্য বলিয়া পরমরূপ ধ্যানপূর্ব্বক আমি কালী—এই বাক্য বলিতে বলিতে পুনঃপুনঃ কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলে।৬৪—৬৫

সেই কালী কৃষ্ণবর্ণা মহাঘোররূপা, মহাকালের উপরি সংস্থিতা, মুণ্ড মালা-বলি দ্বারা শোভিতা, মুক্তকেশী, স্মিতাননা, লোলজিহ্বা এবং রক্তবর্ণ লোচনত্রয়ে বিরাজিতা।৬৬

উজ্জ্বলকিরীটশোভিতা বিগ্রহা এবং অমাকলার ন্যায় উদ্ভাসিত তেজোমণ্ডল-সম্ভূতা, ঘোররব, ঘোরপরাক্রম, কোটিসহস্র শিবাগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিতা।৬৭

মহারাবৈশ্চতুর্দ্দিক্ষু যতো ঘোরপরাক্রমৈঃ।
রশ্মিবৃন্দসমুদ্ভূতা যোগিন্যঃ কোটিকোটিশঃ ॥৬৮
সমন্তাদ্ ঘোররূপস্থা মহাযুদ্ধমহোৎসুকাঃ।
প্রতিলোমকূপমধ্যে[১] ব্রহ্মাণ্ডং কোটিকোটিশঃ।
ভাসন্তে সততং দেবি সর্ব্বাঃ সূর্য্যময়াঃ পুনঃ ॥৬৯
এবং স্বাং[২] কালিকাং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিতো দানবেশ্বরঃ।
প্রতীতোঽসৌ মহাকাল্যা দৃষ্ট্বা শ্রীমুখমণ্ডলম্ ॥৭০
তৎক্ষণাদ্দানবাধীশো ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্তবান্।
ততস্তং দানবাধীশং জ্ঞানে[৩] ভক্তং সুনির্ম্মলম্।
জিহ্বয়া লোলয়া কালী চকর্ষ চ রণান্তরে ॥৭১
ব্রহ্মাণ্ডসহিতাং মাতা চর্চ্চয়িত্বা মৃতং ক্ষণাৎ[৪]।
চকার লীলয়া কালী ঘোরবাদ্যমহোৎসুকা।
নানাযন্ত্রস্য বৃহতঃ পতাকা ব্যাপিকা তদা ॥৭২

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্বিংশতি-সাহস্র্যে অষ্টমঃ পটলঃ সমাপ্তঃ।

দানবেশ্বর তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিল। মহাকালীর রশ্মিবৃন্দসমূহ হইতে ঘোররূপা মহাযুদ্ধসমুৎসুকা কোটি-কোটি যোগিনীগণ চতুর্দিক হইতে উৎপন্না হইলেন। হে দেবি! সেই সকল যোগিনীগণ সূর্য্যসম দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। মহাকালীর প্রতি লোমকূপে কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইতে লাগিল।৬৮-৬৯

সেই দানবেশ্বব এবম্ভূতা সেই কালীকে দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইল। মহাকালীর শ্রীমুখমণ্ডল অবলোকনে ঐ দানব পরমানন্দ ও সন্তোষ লাভ করিল।৭০

অতঃপর মহাকালী সেই সুনির্ম্মল ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞানবান্ দানবরাজকে লোলজিহ্বা দ্বারা সংগ্রাম মধ্যে আকর্ষণ করেন এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডসহিত জগন্মাতা তাহাকে চর্ব্বণ করিয়া ক্ষণমধ্যেই সংহার করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাকালী লীলায় বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রের ঘোর বাদ্য মহোৎসব করিলেন এবং আকাশপ্রদেশ পরিব্যাপী পতাকাবলী ঊর্দ্ধে উত্থাপিত করিয়া আন্দোলিত করিলেন।৭১—৭২

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্বিংশতিসাহস্র্যে অষ্টম পটল সমাপ্ত।

---

(১) প্রতিলোমে কূপমধ্যে—ইতি পাঠান্তরম্।
(২) তাং—ইতি পাঠান্তরম্।
(৩) জ্ঞানং—ইতি পাঠান্তরম্।
(৪) চর্ব্বয়িত্বা মৃতং ক্ষণাৎ—ইতি পাঠান্তরম্।

নবমঃ পটলঃ

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

তদ্দৃষ্ট্বা তু মহাশ্চর্য্যং ভয়বিহ্বলমানসঃ।
অহং জগাম[1] সহসা তত্র কান্তারমুত্তমম্ ।১
সুষুম্নাবর্ত্মনা দেবি তত্র গত্বা ময়া কিল।
সমুদ্দিষ্টং শ্রুতং যদ্‌যৎ কথিতুং নৈব শক্যতে ॥২
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবি ন দৃষ্টং ন শ্রুতং ক্বচিৎ।
অতীব বৃহদাকারাঃ ব্রহ্মাণ্ডাঃ কোটিকোটিশঃ ॥৩
চরন্তি সর্ব্বদা দেবি কঃ সংখ্যাতুং ক্ষমো ভবেৎ।
কোটিকোটিমুখা দেবি কোটিকোটিভুজাস্তথা ॥৪
এবঞ্চ বিবিধাকারা ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
মহদৈশ্বর্য্যসম্পন্নাঃ প্রতিব্রহ্মাণ্ডবাসিনঃ ॥৫
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবি দৃষ্ট্বা কুশলমানসঃ।
সর্ব্বং মে বিস্মৃতং জাতং কোঽহং চিন্তাপরায়ণঃ ॥৬

শ্রীঈশ্বর কহিলেন, সেই মহাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে ভয়বিহ্বলচিত্তে আমি সেই উত্তম কান্তারে সহসা আগমন করিলাম।১

হে দেবি! সুষুম্নাবর্ত্মযোগে সেই স্থানে আগমন করিয়া আমি যাহা যাহা শ্রবণ করিলাম আমার তৎসমুদয় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই।২

হে দেবি! তাহা সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, ইতিপূর্ব্বে আমি ঐরূপ ব্যাপার কোথাও দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। অতীব বৃহদাকার কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল সততই বিচরণ করিতেছে।৩

কেহই তাহার ইয়ত্তা বা সংখ্যাসীমা করিতে সক্ষম নহে। সেথা কোটি-কোটি মুখ, কোটি-কোটি বাহুবিশিষ্ট নানা প্রকার চেহারা বা মূর্ত্তি প্রতিব্রহ্মাণ্ডনিবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি মহদৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেবগণ সুখে বিচরণ করিতেছে।৪—৫

হে দেবি! ঐ সর্ব্বাশ্চর্য্যময় ব্যাপার অবলোকন করিয়া, আমি বিহ্বলমানস হইলাম, আমি সকলই বিস্মৃত হইলাম, আমি কে? এই চিন্তা তখন আমার মনে উপস্থিত হইল।৬

---

(১) অহং জগচ্ছং—ইতি পাঠান্তরম্।

অহং কঃ কুত্র চায়াতঃ কেন পৃচ্ছতি কুত্রচিৎ।
এবং নানাবিধং দেবি ভুবনে বিস্মৃতঃ সদা ॥৭
নানাস্থানসম্ভ্রমণ্ড স্মর্য্য নাস্তি মে কদা[১]।
ততশ্চ কোটিবর্ষান্তে প্রাপ্তং তে হৃদয়াম্বুজম্ ॥৮
তত্র গত্বা ময়া সর্ব্বং দৃষ্টমাশ্চর্য-সুন্দরম্[২]।
তৎ সর্ব্বং পরমেশানি কথিতুং নৈব শক্যতে ॥৯
স্বধর্ম্মার্থোদয়ং[৩] শাস্ত্রং কারণং সুখমোক্ষয়োঃ।
পরাত্মাগমো বেদা জীবে দর্শনমিন্দ্রিয়ঃ ॥১০
দেহঃ পুরাণমঙ্গানি স্মৃতয়ো নিয়মানি চ।
তত্রৈব সর্ব্বশাস্ত্রাণি হোমাদীনি বরাননে ॥১১
জীবাত্মনো যথা ভেদস্তথা বেদাগমেষ্বপি।
পত্রাগ্রে পত্রমধ্যে চ পত্রান্তে হৃদয়াম্বুজে ॥১২
দৃষ্টবা বর্ণাবলী যা তু তীব্রতেজোময়ী শুভা।
শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দ এব বা ॥১৩
অন্যানি সর্ব্বশাস্ত্রাণি ক্ষুদ্রাণি যানি কানি চ।
কিন্তু পূর্ণাবলোকেন জ্ঞাতোঽহং কথিতং তব ॥১৪

আমি কে, কোথা হইতে আগমন করিলাম ইত্যাদি বিষয়ে কেহ কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেছে না। এইরূপে চিন্তা দ্বারা আমি ভুবনের সমস্তই ভুলিয়া গেলাম।৭

আমি নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, আমার কিছুই স্মরণ হইতেছে না, তাহার পর কোটিবর্ষ পরে তোমার হৃদয়াম্বুজ প্রাপ্ত হইয়া আমি পরিতৃপ্ত হইলাম।৮

হে পরমেশানি! আমি সেখানে গিয়া যে-সকল পরমসুন্দর আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখিলাম সে-সব বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমার নাই।৯

সুখ ও মোক্ষের কারণ, ধর্ম্মার্থময় শাস্ত্র, পরমাত্মা, আগম, বেদ, জীবাত্মা, দর্শন, ইন্দ্রিয়, দেহ, পুরাণের অঙ্গসকল, সমুদায় স্মৃতিশাস্ত্র হোমাদিসর্ব্বশাস্ত্র দর্শন করিলাম।১০—১১

বেদাগম সকলে জীবাত্মার যেরূপ ভেদ, তাহা হৃদয়াম্বুজে পত্রাগ্রে, পত্রমধ্যে ও পত্রান্তে দর্শন করিয়া তীব্রতেজোময়ী শুভকরী বর্ণাবলী দর্শন করিলাম। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এবং অন্যান্য আরও কত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শাস্ত্রাদি দেখিলাম।১২—১৪

---

(১) নাস্তি স্মর্য্যঞ্চ মে কদা—ইতি পাঠান্তরম্।
(২) দৃষ্টমাশ্চর্য্যমুত্তমম্—ইতি পাঠান্তরম্।
(৩) যত্তাবার্থোদয়ং...জীবো দর্শনমিন্দ্রিয়ম্—ইতি পাঠান্তরম্।

ততো ময়া শতং দেবি কর্ণিকান্তর্মহোজ্জ্বলম্ ।
কোটিকোটিদিবানাথ-নিশানাথ-সমুজ্জ্বলম্ ॥১৫
কোটিকোটিমহাবহ্নি-তেজোমণ্ডলমণ্ডিতম্ ।
তন্মধ্যে তু ময়া দৃষ্টং বর্ণপুঞ্জং মহোজ্জ্বলম্ ॥১৬
সূর্য্যকোটিসমাভাসং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্ ।
বহ্নিকোটিমহোজ্জ্বলং পরং ব্রহ্মময়ং ধ্রুবম্ ॥১৭
সর্ব্বজ্ঞানময়ং দেবি সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং সদা ।
সর্ব্বযজ্ঞময়ং দেবি সর্ব্বতীর্থময়ং সদা ॥১৮
সর্ব্বপুণ্যময়ং দেবি সর্ব্বধর্ম্মময়ন্তথা ।
ব্রহ্মজ্ঞানময়ং দেবি ব্রহ্মানন্দময়ং তথা ॥১৯
প্রমাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বেদাদীনাং মহেশ্বরি ।
প্রমাণং সর্ব্বসত্ত্বানাং ব্রহ্মতেজঃ পরং হিতং[১] ॥২০
সর্ব্বমায়াবহির্ভূতং সর্ব্বমায়ানিকৃন্তনাম্ ।
সর্ব্বানন্দময়ং দেবি ব্রহ্মানন্দময়ং সদা ॥২১
পূর্ণানন্দময়ং দেবি ব্রহ্ম নির্ব্বাণমুত্তমম্ ।
সর্ব্বমায়াময়ং দেবি সর্ব্ববিদ্যাময়ং পুনঃ ॥২২
সর্ব্বতপোময়ং দেবি সর্ব্বসিদ্ধিময়ন্তথা ।
সর্ব্বমুক্তিময়ং দেবি সর্ব্ববেদময়ং তথা ॥২৩
সর্ব্বলোকময়ং দেবি সর্ব্বভোগময়ং তথা ।
সর্ব্বশাস্ত্রময়ং দেবি সর্ব্বযোগময়ং তথা ॥২৪

অতঃপর আমি পূর্ণালোকে জ্ঞাত হইলাম যে কর্ণিকা বর্ণ মধ্যে কোটি-কোটি সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং কোটিকোটি মহাবহ্নি তেজোমণ্ডলে মণ্ডিত মহোজ্জ্বল বর্ণপুঞ্জ রহিয়াছে ।১৫—১৬

হে মহেশ্বরি ! তন্মধ্যে কোটিসূর্য্যসম দীপ্তিময়, কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল, কোটি বহ্নির ন্যায় মহোজ্জ্বল, নিত্য পরব্রহ্মময়, সর্ব্বজ্ঞানময়, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, সর্ব্বযজ্ঞময়, সর্ব্বতীর্থময়, সর্ব্বপুণ্যময়, সর্ব্বধর্ম্মময়, ব্রহ্মজ্ঞানময়, ব্রহ্মানন্দময় বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণ এবং সর্ব্ববিধ সত্ত্বের ব্রহ্মতেজোময় পরম ও হিতকর প্রমাণ দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম ।১৭—২০

সর্ব্বমায়ার বহির্ভূত, সর্ব্বমায়ার নিবর্ত্তক, সর্ব্বানন্দময়, ব্রহ্মানন্দময়, পূর্ণানন্দময়, উত্তম ব্রহ্মনির্ব্বাণ এবং সর্ব্বমায়াময়, সর্ব্ববিদ্যাময়, সর্ব্বতপোময়, সর্ব্বসিদ্ধিময়, সর্ব্বমুক্তিময়, সর্ব্ববেদময়, সর্ব্বলোকময়, সর্ব্বভোগময়, সর্ব্বশাস্ত্রময়, সর্ব্বযোগময়,

---

(১) পরং হি তৎ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

দৃষ্ট্বাগমমিমং তত্র মম জ্ঞানান্ধসাগরে।
গতা শর্ব্বর্য্যথোদ্রাক্ষং যথা সূর্য্যোদয়োজ্জ্বলম্ ॥২৫
অভ্যস্তং হি ময়া সর্ব্বং মহাকালীপ্রসাদতঃ।
দৃষ্টাভ্যস্তং ময়া সর্ব্বং তৎক্ষণাৎ নাত্র সংশয়ঃ ॥২৬
ততঃ কিঞ্জল্কপুঞ্জেষু গত্বা দৃষ্টং ময়া কিল।
বর্ণং পুঞ্জময়ং দেবি সূর্যকান্তিসমপ্রভম্ ॥২৭
ন্যায়ো মীমাংসকং সাংখ্যং পাতঞ্জলং কথা পুনঃ।
বৈশেষিকং যথাপূর্ব্বং ময়া জ্ঞাতং হি তৎক্ষণাৎ ॥২৮
ততো বর্ণাবলীং দৃষ্ট্বা কর্ণিকাপ্রান্তদেশতঃ।
শতসূর্যসমাভাসাং সর্ব্বরঞ্জনকারিণীম্ ॥২৯
আয়ুর্ব্বেদাভিষগ্বেদো ময়াভ্যস্তৌ তদৈব হি।
তদন্তরে মহাদেবি দৃষ্টা বর্ণাবলী শুভা ॥৩০
সহস্রাদিত্যসঙ্কাশা শুদ্ধবর্ণা মহোজ্জ্বলা।
স্মৃতীতিহাসো দেবেশি পুরাণানি ময়া পুনঃ ॥৩১
ময়াভ্যস্তং হি তৎ সর্ব্বং তৎক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ।
তথাপি ভ্রমদেহো মে ন শুধ্যতি কদাচন ॥৩২

আগম দেখিলাম। তাহাতে আমার অজ্ঞানান্ধসাগরের শর্ব্বরী বিগতা হইয়া গেল। আমি সূর্য্যোদয়োজ্জ্বল জ্ঞান দর্শন করিলাম।২১—২৫

আমি মহাকালীর প্রসাদে সেই সকল শাস্ত্রাদি অভ্যাস করিলাম। সে সকল দর্শন করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ সমস্তই অভ্যাস করিলাম, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।২৬

তদনন্তর কিঞ্জল্কপুঞ্জে গমন করিয়া দেখিলাম, সূর্যকান্তি সমান প্রভাসম্পন্ন বর্ণপুঞ্জময়।২৭

ন্যায়, মীমাংসা, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক শাস্ত্রসকল আমি পূর্ব্ববৎ যথাযথ তৎক্ষণাৎ অবগত হইলাম।২৮

তদনন্তর কর্ণিকার প্রান্তদেশে শতসূর্য্যসম দীপ্তিশালিনী সর্ব্বরঞ্জনকারিণী বর্ণাবলী দর্শনের পর আয়ুর্ব্বেদ ও ভিষগ্বেদ তখনি অভ্যাস করিলাম।২৯—৩০

হে মহাদেবি! বর্ণাবলী দর্শনানন্তর সহস্রাদিত্যসঙ্কাশ মহোজ্জ্বল শুদ্ধ বর্ণসকল ও স্মৃতি ইতিহাস ও পুরাণ সমূহ তৎক্ষণাৎ অভ্যাস করিলাম।৩১

আমি সকল কিছু অভ্যাস করিলাম সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার ভ্রমদেহ কখনও শুদ্ধ হইল না অর্থাৎ আমার মনের ভ্রম শান্ত হইল না।৩২

তদন্তরে ময়া দৃষ্টং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ।
ব্রহ্মজ্ঞানং ময়া দেবি ব্রহ্মতেজঃপরীবৃতম্ ॥৩৩
বেদান্তমিতি বিখ্যাতং বর্ণপুঞ্জং মহৎপ্রভম্ ।
ময়াভ্যস্তং তৎক্ষণাত্তম্মহদেভাশ্চ মোহতঃ[১] ॥৩৪
তদন্তরে ময়া দৃষ্টং বর্ণপুঞ্জসমুজ্জ্বলম্ ।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্ ॥৩৫
সর্ব্বজ্ঞানময়ং দেবি সর্ব্বতীর্থময়ং সদা ।
সর্ব্বযজ্ঞময়ং দেবি সর্ব্বধর্ম্মময়ং তথা ॥৩৬
প্রমাণং সর্ব্বসত্ত্বানাং শাস্ত্রাদীনাং মহেশ্বরি ।
বেদচতুষ্টয়ং সামাথর্ব্বঋগ্‌যজুরুত্তমম্ ॥৩৭
ময়াভ্যস্তং হি তৎ সর্ব্বং তৎক্ষণান্মাত্র সংশয়ঃ ।
তথাপি ন চ তৃপ্তির্মে জায়তে ন চ তৎক্ষণাৎ ॥৩৮
সর্ব্বজ্ঞানসর্ব্বতত্ত্ব[২] সর্ব্বসিদ্ধিময়ো হ্যহম্ ॥৩৯
তদা নমস্কৃতাং দেবি তৈস্তাং কালীং সনাতনীম্ ।
শিবাভির্যোগিনীভিশ্চ নৃত্যন্তীং ব্রহ্মরূপিণীম্ ।৪০
স্থিত্বা স্থিত্বা সম্মুখে মে দৃষ্টা শ্রীমুখমণ্ডলম্ ।
তত উড্ডীনমাসাদ্য দ্বিদলে চাগতং ময়া ॥৪১

তদনন্তর, কোটিসূর্য্যসমপ্রভাসম্পন্ন ব্রহ্মতেজঃ পরিবৃত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন বর্ণপুঞ্জ মহাপ্রভা সমন্বিত বেদান্ত এই নামে বিখ্যাত মহাশাস্ত্র আমি তৎক্ষণাৎ অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ পাঠ) করিলাম ।৩৩—৩৪

তার পর বর্ণপুঞ্জে সমুজ্জ্বল, কোটিসূর্য্যের সমান দীপ্তিমান্, কোটিচন্দ্রতুল্য সুশীতল, সর্ব্বজ্ঞানময়, সর্ব্বতীর্থময়, সর্ব্বযজ্ঞময়, সর্ব্বধর্ম্মময়, সর্ব্বসত্ত্বের এবং সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণস্বরূপ সাম, অথর্ব্ব, ঋক্, যজুঃ এই অনুত্তম বেদ চতুষ্টয়, আমি তখনই অভ্যাস করিলাম। তথাপিও তাহাতে আমার তৃপ্তি হইল না ।৩৫—৩৮

তৎপর আমি সর্ব্বজ্ঞানময়, সর্ব্বসত্ত্বময়, সর্ব্বসিদ্ধিময় হইয়া বেদবেদান্তাদি দ্বারা নমস্কৃতা সেই সনাতনী ব্রহ্মস্বরূপিণী মহাকালীদেবীকে শিবাগণ ও যোগিনীগণের সহিত নৃত্যশীলা অবলোকন করিতে লাগিলাম ।৩৯—৪০

তিনি থামিয়া থামিয়া আমার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার শ্রীমুখ দর্শন করতঃ আকাশগামী হইয়া দ্বিদলপদ্মে গমন করিলাম ।৪১

---

(১) ময়াভ্যস্তং তৎক্ষণাত্তু তন্মহত্তাশ্চ মোহতঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
(২) সর্ব্বজ্ঞানসর্ব্বসত্ত্ব—ইতি পাঠান্তরম্।

আজ্ঞাচক্রে ভ্রুবোর্মধ্যে¹ মহাকাল্যা মহেশ্বরি।
তদা মম স্মৃতির্জাতা ব্রহ্মাবিষ্ণুকৃতে পুনঃ ।৪২
তন্নৃত্যসময়ে কালাম্বয়োশ্চিবুকয়োশ্চিতৌ²।
চ্যুতে স্বেদৌ মাহেশানি তাভ্যাং জাতৌ গুণোচিতৌ ॥৪৩
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ তৌ দৃষ্ট্বা ভয়কম্পিতবিগ্রহৌ।
তদা তৌ চ গতৌ তূর্ণং নাসিকারন্ধ্রয়োর্দ্বয়োঃ ॥৪৪
কাল্যাস্তদায়াতা³ ধাতা পিঙ্গলায়াং মহেশ্বরি।
ইড়ায়াঞ্চ ততো বিষ্ণুস্তত্র গত্বা চ তৌ শম্ভো ॥৪৫
মহাবিড়ম্বিতো ভূতৌ দৃষ্টাশ্চর্যমনেকশঃ।
রুদন্তৌ সততং দেবি বিস্মৃতং কি ভবিষ্যতি ॥৪৬
এবমাদি রুদন্তৌ তৌ প্রধাবিতাবিতস্ততঃ।
তাবীশ্বরো মহেশ্বরি মহাদুঃখেন দুঃখিতৌ ॥৪৭
জ্ঞাত্বা মহা মহেশানি প্রাগ্‌গতং বিষ্ণুমন্দিরম্।
তস্মৈ দত্তং ময়া জ্ঞানং মন্ত্রং পরমমঙ্গলম্ ॥৪৮

হে মহেশ্বরি! ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থিত মহাকালীর আজ্ঞাচক্রে অবস্থিতিকালে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আমার স্মৃতিপথে উদিত হইলেন ।।৪২

হে দেবি! সেই নৃত্যকালীন কালীর চিবুকদ্বয় হইতে পতিত স্বেদবিন্দু হইতে গুণ ও চিত জন্মগ্রহণ করিল অর্থাৎ পতিত দুইটি স্বেদবিন্দু হইতে গুণযুক্ত ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উৎপন্ন হইল ।।৪৩

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ঐ দুইজনকে দেখিয়া ভয়ে কম্পিতকলেবর হইলেন। তাঁহারা শীঘ্রই নাসিকার ছিদ্র পথ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন ।।৪৪

তৎপর মহাকালীর পিঙ্গলায় বিধাতা এবং ঈড়া নাড়ীতে বিষ্ণু প্রবিষ্ট হইলেন ।।৪৫

তাঁহারা উভয়ে মহাবিড়ম্বিত ভূতদ্বয় এবং আরও অনেকানেক অত্যাশ্চর্য্য বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়া ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু রোদন করিতে লাগিলেন। হে মহাদেব! তুমি এ সকল বিস্মৃত হইতেছ কেন ।।৪৬

এইরূপ মহাদুঃখে ক্লিষ্ট ও দুঃখিত হইয়া উভয়ে রোদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিয়া ছুটিতে লাগিলেন ।৪৭

হে মহেশানি! আমি ইহা জানিতে পারিয়া প্রথমে বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরমমঙ্গল জ্ঞানমন্ত্র প্রদান করিলাম ।৪৮

---

(১) আজ্ঞাচক্রভ্রবোর্মধ্যে—ইতি পাঠান্তরম্। আজ্ঞাচক্রে—অর্থাৎ মহাকালীর ইশারা ক্রমে।

(২) তন্নৃত্যসময়ে কাল্যা দ্বয়োশ্চিবুকয়োশ্চ্যুতৌ ।
স্বেদবিন্দু মহেশানি তাভ্যাং জাতৌ গুণান্বিতৌ ।—এই পাঠ দৃষ্ট হয়।

(৩) কাল্যাস্তদা তহো ধাতা -ইতি পাঠান্তরম্।

৭

তৎকালাশ্রম তুল্যোঽসৌ বামাঙ্গে কেবলো মম।
তস্মৈ দত্তং সর্ব্বশাস্ত্রং বাঙ্মাত্রেণাগমং বিনা ॥৪৯
গরুড়স্থো মহাবিষ্ণু হৃষ্টপুষ্টো বভূব হ।
তমাদায় গতস্তত্র ব্রহ্মাণ্ডে পরমেশ্বরি ॥৫০
গত্বা তস্মৈ ময়া দত্তং মন্ত্রং পরমমদ্ভুতম্‌।
মহাজ্ঞানী মহাদেবি তৎক্ষণাৎ স পিতামহঃ ॥৫১
মম তুল্যো জায়তেঽসৌ দক্ষাঙ্গে[১] মম কেবলঃ।
স বিধিঃ পরমেশানি মম শাসনতস্তদা।
দত্তং তস্মৈ সর্ব্বশাস্ত্রং বেদশাস্ত্রঞ্চ বিষ্ণুনা ॥৫২
গতব্যথস্তদা ব্রহ্মা হৃষ্টঃ পুষ্টঃ সদৈব হি।
অত আদিগুরুস্ত্বং হি বর্ত্ততে মম সর্ব্বদা ॥৫৩
তদঙ্গীকৃত্য তজ্জ্ঞানং সহ তাভ্যাং মহেশ্বরি।
পরং কাল্যা ময়া যাতং তেন তেন পথা ময়া[২] ॥৫৪
শিবাভির্যোগিনীভিশ্চ মহানৃত্যপরায়ণা।
শতকোটি-দিব্যবর্ষং নৃত্যতি স্ম পরাত্মিকা ॥৫৫

তৎকালে তিনি আমার তুল্য হইয়া বামাঙ্গে রহিলেন, আমি তাঁহাকে আগম ব্যতীত সকল শাস্ত্র বাঙ্মাত্রে অর্থাৎ কথন ভাষণ আলোচনার দ্বারা প্রদান করিলাম।৪৯

সেই বিষ্ণু গরুড়াস্থিত হইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিলেন। হে পরমেশ্বরি! আমি বিষ্ণুকে গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করতঃ ব্রহ্মাকে পরমাদ্ভুত মন্ত্র প্রদান করিলাম। হে মহাদেবি! তৎক্ষণাৎ তাহাতে অর্থাৎ মন্ত্রের ফলে, সেই পিতামহ মহাজ্ঞানী হইলেন।৫০—৫১

ব্রহ্মা আমার তুল্য হইয়া, দক্ষিণাঙ্গে অবস্থিত করিলেন। হে মহেশানি! আমার শাসনবশতঃ বিষ্ণু তখন বিধাতাকে সর্ব্বশাস্ত্র ও বেদশাস্ত্র প্রদান করিলেন।৫২

তৎপর ব্রহ্মা বিগতব্যথ হইয়া সর্ব্বদা হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিলেন। অতএব তুমি সর্ব্বদাই আমার আদিগুরু।৫৩

হে মহেশ্বরি! ব্রহ্মা সেই জ্ঞান অঙ্গীকার (স্বীকার) করিলেন, আমি তাহাদের সহিত কালীর সেই সেই পথ দ্বারা গমন করিলাম।৫৪

মহাকালী শিবা ও যোগিনীগণের সহিত শতকোটি দিব্য-বৎসর মহানৃত্যপরায়ণা হইয়া রহিলেন।৫৫

(১) ক্ষণাঙ্গে···ইতি পাঠান্তরম্‌।
(২) তেন তেন পথা হৃষ্ট—ইতি পাঠান্তরম্‌।

নানাবাদ্যমহোল্লাসা নানালঙ্কারগাথিকা।
চন্দ্রসূর্য্যবহ্নিসৌম্যৈর্ব্বিচিত্রৈশ্চ প্রসূনকৈঃ ॥৫৬
উত্থিতৈঃ পতিতৈঃ পুষ্পৈর্দ্দিব্যগন্ধৈর্ম্মহোৎসুকা।
বীক্ষণাগোচরে দেবি সদা নৃত্যপরা রহঃ ॥৫৭
শতশো ব্রহ্মাণ্ডসমা[১] পাতকাভিশ্চ রঞ্জিতা।
বিচিত্রাভিশ্চ বহুভিদৃষ্টাক্রান্তাভিরেব চ ॥৫৮
অতঃ স্তোতুং সমারব্ধা বয়ং কালীং করালিকাম্‌।
সাশ্রুল্পুতা গদ্গদোক্ত্যা নতশীর্ষাঃ পুটৈঃ করৈঃ ॥৫৯
তদাদৌ বিধিরস্তোষীৎ সর্ব্বশাস্ত্রেণ ভক্তিতঃ।
কোটিবর্ষং মহেশানি তমুবাচ তদা পরা ॥৬০
যদ্গুণজ্ঞমহো ধাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিজ্ঞাতঃ[২]।
অনুসন্ধানবেত্তাসি সৃজকস্তং সদা ভব ॥৬১
ইত্যাজ্ঞপ্তস্ততো ধাতা কৃতকৃত্যোঽভবত্তদা।
ততোঽস্তৌষীন্মহাবিষ্ণুঃ সর্ব্ববেদেন শাম্ভবি ॥৬২

সেই পরাত্মিকা কালী নানালঙ্কার ও বাদ্যযোগে মহোল্লাস করিতে লাগিলেন।৫৬

চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় বিচিত্র দিব্যগন্ধ অতিশয় ও পতিত এবং সুগন্ধিত দৃষ্টির আগোচর কুসুমসমূহ দ্বারা ক্রীড়াশালিনী এবং নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া, নির্জ্জনে নিরন্তর নৃত্য করিতে লাগিলেন।৫৭

শতশত ব্রহ্মাণ্ডসম বিচিত্র বহুতর পতাকাসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত ও শোভামানা হইয়া দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।৫৮

অতঃপর আমরা সজলনেত্রে গদ্গদবচনে যুক্তপাণি ও নতশীর্ষ হইয়া সেই করালী কালীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম।৫৯

প্রথমে বিধাতা সাশ্রুনয়নে সভক্তি গদগদবাক্যে সর্ব্বশাস্ত্র দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। কোটিবর্ষ পরে মহাকালী বিধাতাকে কহিলেন, হে ধাতঃ। তুমি অনুসন্ধানবেত্তা এবং সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞ সেইহেতু তুমি সদা নিপুণ জগদ্-ব্রহ্মাণ্ড সৃজনকারক হও।৬০—৬১

বিধাতা এবম্প্রকার অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। তৎপর মহাবিষ্ণু, সর্ব্ববেদদ্বারা সেই পরমা মহাকালীর স্তব করিতে লাগিলেন।৬২

---

(১) শতব্রহ্মাণ্ডসঙ্কাশৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্‌।
(২) সর্বশাস্ত্রার্থবিদ্‌ যত—ইতি পাঠান্তরম্‌।

দশকোটিয়ুগান্তে তত উবাচ শিবা প্রিয়া।
বেদজ্ঞোঽসি চ মহাবিবেকো১ মদ্ভক্তোঽসি গুণোদয়ঃ।
ধর্ম্মজ্ঞোঽসি চ লোকং ত্বং ভব সৃষ্টৌ বিবর্দ্ধকঃ ॥৬৩
ইত্যাজ্ঞাঞ্চ শিরে কৃত্বা কৃতার্থোঽভবৎ জগদ্ধিতঃ।
ততোঽহং পরমাং নিত্যাং কালীং ব্রহ্মসনাতনীম্ ॥৬৪
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা আগমেন মহেশ্বরি।
বিংশকোটিবৎসরাণাং মামুবাচ তদা তু সা ॥৬৫

শ্রীকাল্যুবাচ।

আগমজ্ঞো মহাপ্রাজ্ঞো নির্ম্মায়োঽসি সদাশিব।
সগুণস্ত্বং মহাযোগী সৃষ্টিসংহারকো ভব ॥৬৫
এতদাজ্ঞাং শিরে কৃত্বা পুনস্তুষ্টাব তামহম্।
পঞ্চকোটিদিব্যবর্ষং মামুবাচ ততস্তু সা ॥৬৬
আগমে সংস্তুতা তেঽহং তুষ্টা তেঽস্মি সদাশিব।
কিং প্রার্থ্যতে মহাদেব দদামি নাত্র সংশয়ঃ ॥৬৭-৬৮

হে মহেশানি! দশকোটি বৎসর পরে শিবা তাঁহাকে কহিলেন—হে মহাবিষ্ণো! তুমি বেদজ্ঞ, মহাতত্ত্বজ্ঞানযুক্ত বিবেকবান, মদ্ভক্ত এবং সর্ব্বগুণার্ণব, গুণাধার ও ধর্ম্মজ্ঞ। অতএব তুমি পালক হইয়া সৃষ্টির বর্দ্ধন (বিস্তার ও প্রসারিত) কর।৬৩

জগতের হিতকারক বিষ্ণু কালীর এই আজ্ঞা শিরোধারণপূর্ব্বক কৃতকৃতার্থ হইলেন। অতঃপর আমি, সেই পরমা নিত্যা ব্রহ্মসনাতনী কালীকে আগম দ্বারা পরমভক্তিভরে স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম। বিংশতিকোটি বৎসর পরে সেই মহাকালী আমাকে বলিলেন, হে সদাশিব! তুমি আগমজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ, নির্ম্মায়া (মায়ারহিত) সগুণ এবং মহাযোগী; এই কারণে তুমি সৃষ্টির সংহারকারী হও।৬৪—৬৬

এই আদেশ শিরোধারণ করতঃ পুনঃ তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম। পঞ্চকোটি দিব্য বৎসর পরে তিনি আমাকে কহিলেন, আমি তোমা কর্ত্তৃক আগম দ্বারা সংস্তুত হইলাম। হে সদাশিব! তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, আমি তোমাকে নিশ্চিত তাহা প্রদান করিব।৬৭—৬৮

---

(১) দশকোটিয়ুগানাং চ...মহাবিষ্ণো—ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

তিষ্ঠামি সততং মাতস্তদীয়ে চরণাম্বুজে ॥৬৯

শ্রীকাল্যুবাচ।

ঘোরনাম্না দানবেন যাদৃগ্ যুদ্ধং কৃতং ময়া ॥
তৎকোটিকোট্যংশযুদ্ধং করিষ্যত্যেব যো ময়া ॥৭০
মহিষীগর্ভসংভূতস্তব রেতঃসমুদ্ভবঃ।
ভবিষ্যসি ত্বং[1] দেবেশ মহিষাসুরনামধৃক্।
আসুরং ভাবমাসাদ্য মহাযুদ্ধং করিষ্যসি।।৭১
তদা তং নাশয়িত্বাহং ভদ্রকালীস্বরূপতঃ।
বামাঙ্গুষ্ঠং পদাব্জস্য স্থাপয়িস্যামি তে হৃদি ॥৭২
ইদানীং চ মহাদেব মম পদতলে সদা।
তিষ্ঠ ত্বং শবরূপেণ মম মানসতাং[2] ব্রজ ॥৭৩
ইত্যাজ্ঞপ্তো মহাদেব্যা পতিতা পদসন্নিধৌ।
দণ্ডবৎ প্রণিপাতেন লক্ষবর্ষং গতস্তদা ॥৭৪

ঈশ্বর কহিলেন, শ্রীকালিকে হে মাতঃ! আমার এই বাসনা যে আমি তোমার চরণে সততই অবস্থান করিব।৬৯

মহাকালী কহিলেন, আমি ঘোর নামক দানবের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিলাম, তোমার শুক্রসম্ভূত, মহিষীর গর্ভোৎপন্ন যে অসুর, ঐ যুদ্ধের কোটি কোটি অংশ মাত্র যুদ্ধ করিবে, মহিষাসুরনামধারী সেই মহাসুর হইবে। আমি তখন তাহাকে ভদ্রকালীরূপে বিনাশ করিয়া চরণকমলের বামাঙ্গুষ্ঠ তোমার হৃদয়োপরে স্থাপন করিব।৭০—৭২

হে মহাদেব! তুমি এক্ষণে শবরূপে আমার পদতলে আসনস্বরূপ হইয়া অবস্থান কর।৭৩

দেবী কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া আমি দেবীর পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া রহিলাম। দণ্ডবৎ প্রণিপাত অবস্থায় লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হইল।৭৪

---

(১) ভবিষ্যতি স দেবেশ—ইতি পাঠান্তরম্।
(২) মম হ্যাসনতাং ব্রজ—ইতি পাঠান্তরম্।

তত্রৈবান্তরগাৎ কালী চিদ্রূপা ব্রহ্মনিষ্কলা ।
ইত্যেবং কথিতং তুভ্যং যোগিন্যুৎপত্তিবিস্তরম্ ।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন সর্ব্বেষাং সাধনোত্তমম্ ॥৭৫

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রে নবমঃ পটলঃ ।

তদনন্তর চিৎস্বরূপা ব্রহ্মবিগ্রহা কালী সেইস্থানেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। হে দেবি! এই আমি তোমাকে যোগিনীর উৎপত্তিবৃত্তান্ত বিস্তারভাবে কহিলাম, সর্ব্বপ্রযত্নে ইহা সর্ব্বদা অপ্রকাশ্য ।৭৫

ইতি সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তম শ্রীযোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রে নবম পটল সমাপ্ত ।

দশমঃ পটলঃ

ঈশ্বর উবাচ

উত্থায় চ পুনর্দ্দেবী তাং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মং পুনঃ১ ।
বদন্তো ভৃশদুঃখার্ত্তা নিমগ্নাঃ শোকসাগরে ॥১
হা মাতস্তে মুখাম্ভোজং কোটিচন্দ্রার্কন্যক্কৃতম্ ।
কীদৃক্ চরণরাজস্তে২ কৃপাসাগরসঞ্চয়ম্ ॥২
কিন্তুতং পরমং রূপং মহামায়াবিমোহনম্ ।
কিম্ভূতং নখচন্দ্রাণাং জ্যোতিঃপরমমঙ্গলম্ ॥৩
কোটিকোটি-নিশানাথ-বিগলন্মুখমণ্ডলম্ ।
কিম্ভূতং কিং ভবেন্মাতঃ ক্ব যাতমিদমদ্ভুতম্ ॥৪
হা হা মাতরিদং রূপং সচ্চিদানন্দমব্যয়ম্ ।
অস্মাকং মাতৃভাবেন ন পশ্যামঃ পুনশ্চ তাম্ ॥৫

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি ! আমি উত্থিত হইয়া সেই মহাকালীকে আর দেখিতে পাইলাম না—অনন্তর শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম এবং সাতিশয় দুঃখার্ত্ত অন্তঃকরণে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে আরম্ভ করিলাম—হা মাতঃ ! আপনার শ্রীমুখকমল কোটিকোটি সূর্য্য চন্দ্রকের বিনিন্দিত (পরাভূত) করিয়া থাকে, আপনার চরণযুগল কৃপাবারিধি বিস্তারশীল প্রবাহ এবং সেই অতীব অপূর্বসুন্দর কমনীয় নয়ন মনোহর লাবণ্যময় রূপ-রাশি যেন মোহন করিতে চায় মহামায়ারও মতি ।১—২

আপনার নখচন্দ্রসকলের জ্যোতিঃ অনির্ব্বচনীয় পরমমঙ্গলকর । হে মাতঃ ! কি হইল ? রাশি রাশি ক্ষরিত কমনীয় স্নিগ্ধ লাবণ্যমাধুরীময় কোটিকোটি, চন্দ্রের সেই অদ্ভুত রূপ কোথায় গেল ? হা হা মাতঃ ! তোমার সেই রূপ সচ্চিদানন্দ ও অব্যয় । আমরা তাঁহাকে আর মাতৃভাবে দেখিতে পাইতেছি না ।৩—৫

---

(১) …ন সা দৃষ্টা ময়া পুনঃ ।
কথয়ন্ ভৃশদুঃখার্ত্তো নিমগ্নঃ শোকসাগরে ইতি পাঠান্তরম্ ।

(২) চরণরাজো তে—ইতি পাঠান্তরম্ ।

পিতৃমাতৃবিহীনাশ্চ ভ্রমন্তি বালকা যথা।
রুদিত্বা রুদিত্বা চ বয়ং সর্ব্বে তথাভবন্ ॥৬
ইত্যাদি বিবিধৈর্দেবি বিলাপৈঃ পরমেশ্বরি।
নীতা বয়ং পঞ্চলক্ষং বর্ষাণামম্বুজেক্ষণে ॥৭
রুদিত্বা পুনরুত্থায় রুদন্তো ভূশমুচ্চকৈঃ।
মাতর্মাতা ক্ব যাতা অস্মাকং কিং ভবিষ্যতি ॥৮
বয়ন্তে কথমুৎপাদ্য নিক্ষিপ্তা দুস্তরার্ণবে।
দয়া নাস্তি হাহো মাতর্ব্বয়ন্তে দীনবালকাঃ ॥৯
ন পালয়সি চেদস্মান্ কো বাস্মান্ পালয়িষ্যতি।
ত্বাং বিনা জননী নাস্তি নাস্মাকং তাত এব চ ॥১০
ত্বামদৃষ্ট্বা মরিষ্যামঃ সত্যমেব সুনিশ্চিতম্।
মাতৃতাতবিহীনস্য বালকস্য চ জীবনম্ ॥১১
কথং ভবতি হে মাতর্জ্জায়তাং স্বয়মেব হি।
নিরুৎসুকা হৃদস্মাকং রুপা তস্যাস্তদা ভবেৎ।
সোবাচ যোগিনী বাণীং মহামৃতপ্রবর্ষিণীম্ ॥১২

পিতৃমাতৃহীন বালকগণ যেমন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে আমরাও তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি।৬

হে পরমেশ্বরি! দেবি! হে বরাননে! এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপে আমাদের পাঁচ লক্ষ বৎসর গত হইল। মাতঃ! মাতঃ! তুমি কোথায় গিয়াছ? আমাদের কি হইবে, এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে একবার ভূমিতে পতিত হই আবার উত্থিত হই, এইরূপে উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম।৭—৮

আপনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া দুঃসাধ্য-দুর্লঙ্ঘ্য দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিলেন কেন? অহো! মাতঃ! তোমারই দীন হীন দরিদ্র সন্তান আমরা, তোমার আমাদের প্রতি কি কিছুমাত্র দয়া নাই?৯

যদি আপনি আমাদিগকে পালন না করেন, তবে কে আমাদিগকে প্রতিপালন করিবে? আপনি বিনা আমাদের জনক-জননী কেহই নাই।১০

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে তোমাকে না দেখিলে আমরা সত্যসত্যই নিশ্চয় মরিব। হে মাতঃ! আপনি স্বয়ং বিচার করিয়া দেখুন, পিতৃমাতৃবিহীন জীবন কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? এইরূপে আমাদিগের হৃদয়, শোকসন্তপ্ত ও নিরুৎসুক নিরীক্ষণ করিয়া সেই যোগিনী মহাকালী মহামৃতবর্ষিণী বাণী বলিতে লাগিলেন।১১—১২

শ্রীকাল্যুবাচ।

মা ভয়ার্ত্তা মহেশান ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠামি সততং দেবা নিত্যাহমহমব্যয়া ॥১৩
সচ্চিদানন্দরূপাহং ব্রহ্মৈবাহং স্ফুরৎপ্রভম্‌।
মম নাশো নাস্তি কদা নিঃসন্দেহাস্তু তিষ্ঠত ॥১৪
যদ্রূপং দৃষ্টমস্মাকং যুস্মাভিঃ পরমং মতম্‌।
ধ্যাত্বা যদ্রূপমমলং জপং কুরুত মে মনুম্‌ ॥১৫
তদেব মঙ্গলং লাভং ভবিষ্যতি মহাপ্রভম্‌।
ইদানীং ব্রহ্মণো দেহে বিশ বিষ্ণো স্থিরো ভব ॥১৬
অহো মহেশ দেবেশ ব্রহ্মদেহে প্রবিশ্য তু।
যাবৎ সৃষ্টিং করোতীশ ইমাং জ্ঞানক্রিয়াময়ীম্‌ ॥১৭

শ্রীঈশ্বর উবাচ

ইত্যুক্ত্বা সা মহাকালী দদাবস্মাসু শাম্ভবি।
ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশক্তীঃ সর্ব্বকার্য্যার্থসাধিনীঃ ॥১৮

কালী কহিলেন, হে ভগবন্‌! হে বিষ্ণো! হে মহেশ্বর! তোমরা ভীত হইও না; আমি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছি।১৩

আমি নিত্যা ও অব্যয়া। আমিই সচ্চিদানন্দরূপ, আমার বিনাশ নাই, আমিই স্ফুরৎপ্রভ (বিকাশমান্‌ স্ফুরিত কান্তিযুক্ত) ব্রহ্ম।১৪

তোমরা আমার যে পরমনির্ম্মল রূপ দর্শন করিয়াছ, উহার স্বরূপ ভাবনা অর্থাৎ ধ্যান করিয়া আমার মন্ত্র জপ কর।১৫

তাহাতে তোমাদের পরম মঙ্গল লাভ হইবে। এক্ষণে হে বিষ্ণো! তুমি ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করিয়া অবস্থিত রহ।১৬

অহো! মহেশ! দেবেশ! তুমিও ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ কর, যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর জ্ঞান-ক্রিয়াময়ী হইয়া সৃষ্টি আরম্ভ না করেন ততদিন ইহার দেহে তুমি অবস্থান কর।১৭

ঈশ্বর কহিলেন, হে শাম্ভবি! এই বলিয়া সেই মহাকালী আমাদিগকে সর্ব্বকার্য্যার্থসাধিকা ইচ্ছাজ্ঞান ও ক্রিয়াময়ী শক্তি প্রদান করিলেন।১৮

---

(১) যাবৎ সৃষ্টিঃ কুরুতশ ইতি পাঠান্তরম্‌।

ইচ্ছা তু বিষ্ণবে দত্ত্বা ক্রিয়াশক্তিস্তু ব্রহ্মণে।
মহ্যং দত্ত্বা জ্ঞানশক্তিঃ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী ॥১৯
তদোবাচ মহাকালী শৃণুধ্বং পরমেশ্বরি।
অহং বিশামি যুষ্মাসু পূর্ণরূপেণ শঙ্করে ॥২০
অয়মেব গুরুর্দ্দেবঃ শ্রীশিবঃ পরমেশ্বরঃ।
অয়ং হি বক্তা শাস্ত্রাণাং নাপ্যন্যোঽপি বিধিহরিঃ ॥২১
শ্রোত্রিয়াহং হি যুষ্মাকং সর্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ।
মোহয়িষ্যামি ব্রহ্মাণং বিষ্ণুং বাপি মহেশ্বরম্‌ ॥২২

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা মহাকালী হৃদ্যাসু প্রবিবেশ হ।
অহঞ্চ মাধবে দেহে প্রবিষ্টো ব্রহ্মণস্তদা ॥২৩
ততস্তং মোহয়ামাস ব্রহ্মাণং ব্রহ্মবিগ্রহম্‌।
ততো ব্রহ্মা স্বয়ং জ্ঞাত্বা স্বয়ং জুহোতি চাব্যয়াম্‌ ॥২৪
স্বয়ম্ভূরিতি বিখ্যাতং তদা প্রাপ্তো[১] ন সংশয়ঃ।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি ইতি চিন্তাসমাকুলঃ ॥২৫
এবমেব বিধাতাসাবুষিত্বা পরিবৎসরম্‌।
জলমেব সসর্জ্জাদৌ ব্যাপকং পরমং মহৎ ॥২৬

তিনি বিষ্ণুকে ইচ্ছাশক্তি, ব্রহ্মাকে ক্রিয়াশক্তি এবং আমাকে জ্ঞানশক্তি প্রদান করিয়া তদনন্তর সেই সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী আমাদিগকে কহিলেন।১৯

হে পরমেশ্বরগণ! আমি তোমাদের সকলের মধ্যেই প্রবেশ করিতেছি। কিন্তু মহাদেব শঙ্করে পূর্ণরূপে প্রবেশ করিলাম।২০

এই শঙ্করই গুরুদেব শ্রীশিব ও পরমেশ্বর, ইঁনিই সর্ব্বশাস্ত্রের বক্তা; বিধাতা বা হরি অন্য কেহই নয়।২১

আমি তোমাদের সকলেরই শ্রোত্রিয়া অর্থাৎ বেদপাঠিকা, ইহাতে কোন প্রকার দ্বিধা বা সন্দেহ নাই। আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে মোহগ্রস্ত করিব।২২

ঈশ্বর কহিলেন, এই কথা বলিয়া সেই মহাকালী আমাদিগের অন্তর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমিও তখন মাধবের এবং বিধাতার দেহে প্রবেশ করিলাম।২৩

তৎপর ব্রহ্মা ইহা অবগত হইয়া স্বয়ং অব্যয়া মহাকালীর হোম করিলেন; সেই কারণে ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন—ইহাতে আর সন্দেহ সংশয়ের কিছু নাই। অতঃপর কোথায় যাই, কি করি এইরূপ চিন্তায় ব্রহ্মা অসহায় ও নিরুপায়

---

(১) তদা প্রোক্তো ন সংশয়ঃ—ইতি পাঠান্তরম্‌।

গুণাভিমানং তত্তোয়ং কারণার্ণবমুল্বণম্‌ ।
তত্র স্থিতা হেমরূপমসৃজম্বর্গসঞ্চয়ম্[১] ॥২৭
তদ্বীর্য্যং বুদবুদং যাবদনীকং জাতমম্বিকে।
তত্তদ্‌ ব্রহ্মান্ডমাখ্যাতং প্লবতে কারণার্ণবে ॥২৮
তত্তদ্‌ ব্রহ্মান্ডরক্ষার্থং ব্রহ্মান্ডানাং[২] বিয়োগতাম্‌ ।
করোমি সততং দেবি রুদ্রমূর্ত্তিধরঃ স্বয়ম্‌ ॥২৯
শূলপাণির্ম্মহাদেবি প্রতিব্রহ্মাণ্ডপার্শ্বতঃ ।
একৈকরুদ্ররূপেণ তিষ্ঠামি সততং শিবে ॥৩০
যথা ব্রহ্মাণ্ডয়োশ্চাপি সংযোগো জায়তে ন হি ।
তথা করোমি সততং স্থিত্বা তৎকারণার্ণবে ॥৩১
এবমেব বয়ং সর্ব্বে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।
প্রতিব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তু প্রতিষ্ঠামাত্র সংশয়ঃ ॥৩২
ততো ব্রহ্মা জগদ্ধাতা প্রতিব্রহ্মাণ্ডমধ্যতঃ ।
প্রবিশ্যৈকৈকরূপেণ হ্যন্যতত্ত্বচতুষ্টয়ম্‌ ॥৩৩
ভূমির্ম্মগ্নিং তথা বায়ুমাকাশঞ্চ সসর্জ্জ সঃ ।
এতৈস্তু পঞ্চভিস্তত্ত্বৈঃ সর্ব্বাং সৃষ্টিমকারয়ৎ ॥৩৪

বোধ করিয়া কাতর ও ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া উঠিলেন। এইরূপে সংবৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বব্যাপক পরম মহৎজলের সৃষ্টি করিলেন।২৪—২৬

সেই জল গুণাভিমানসম্পন্ন ; সেই জলই মহোদ্ধত কারণার্ণব। ঐ কারণার্ণবে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মা হেমরূপ বীর্য্যসঞ্চয় সৃজন করিলেন।২৭

বুদ্বুদাকারে সেই বীর্য্য তৎসন্নিধানে উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মাণ্ড নামে তাহাই বিখ্যাত হইয়া, কারণার্ণবে প্লবমান হয়।২৮

হে দেবি! স্বয়ং রুদ্রমূর্ত্তি আমি ধারণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষণ ও বিয়োগকার্য্য সর্ব্বদা সম্পন্ন করিয়া থাকি।২৯

হে মহাদেবি শিবে! আমি প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের পার্শ্বদেশে এক-এক রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শূলপাণি হইয়া সব সময়েই অবস্থিত করি।৩০

আর সেই কারণার্ণবে অবস্থান করিয়া যাহাতে ব্রহ্মাণ্ডদ্বয়ের নাশ না হয়, সতত তাহাই সম্পন্ন করিয়া থাকি।৩১

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমরা সকলে প্রতি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেই এইভাবে অবস্থান করিয়া থাকি, তাহাতে সংশয় নাই।৩২

তদনন্তর জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক এক-একরূপে

---

(১) অসৃজদ্‌ বীর্য্যসঞ্চয়ম্‌—ইতি পাঠান্তরম্‌।
(২) ব্রাহ্মণানাং বিয়োগতাম্‌—ইতি পাঠান্তরম্‌।

ততস্তু ভগবান্ বিষ্ণুরিচ্ছয়া[১] ব্রহ্মণস্তদা।
ব্রহ্মদেহাৎ সমুদ্ভূয় পালয়ামাস স্বাং সদা ॥৩৫
সৃষ্টির্ব্রহ্মাজ্ঞয়া দেবি প্রতিব্রহ্মাণ্ডমধ্যতঃ।
পৃথক্ পৃথক্ সমাস্থায় বিষ্ণুরূপং মহাভুজম্ ॥৩৬
প্রতিব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তু সংহরামি পুনঃ পুনঃ।
অহং হি পরমেশানি ব্রহ্মদেহং সমাশ্রিতঃ ॥৩৭
এবং কিঞ্চিন্ন স্মরসি ত্বং হি কিঞ্চিন্মহেশ্বরি।
সর্ব্বকার্য্যং মমৈবৈতজ্জানাতি হি জগন্নিধিঃ ॥৩৮
জলাদিসকলং তত্ত্বং ব্রহ্মাণ্ডাদিকবিস্তরম্।
দেবাদিসকলং দেবি দিগ্বিদিক্ চ চরাচরম্ ॥৩৯
কার্য্যঞ্চ কারণং দেবি তথা বিষ্ণোঃ সমুদ্ভবঃ।
সর্ব্বং জানাতি হি ব্রহ্মা মৎকৃতং মায়য়া পুনঃ ॥৪০
কিন্তু সর্ব্বং হি মিথ্যৈব মাতুর্মায়া হি কেবলম্।
তাং মায়াং হি ভজন্তে যে তৎপরং যান্তি তে নরাঃ ॥৪১

অন্য তত্ত্ব-চতুষ্টয় অর্থাৎ ভূমি, অগ্নি বায়ু ও আকাশ সৃজন করিলেন। এই পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ পঞ্চ পরমাণু দ্বারা এই সমস্ত সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।৩৩—৩৪

তদনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু আপন ইচ্ছার দ্বারা ব্রহ্মদেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই সতত সৃষ্টি পালন করেন।৩৫

হে দেবি! ব্রহ্মার আজ্ঞায় সৃষ্টি হইল। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি পৃথক্ পৃথক্ মহাভুজ বিষ্ণুরূপে অবস্থান করিয়া পালন, আর রুদ্ররূপে পুনঃ পুনঃ সংহার করিয়া থাকি। হে পরমেশানি! আমিই ব্রহ্মদেহ আশ্রয় করিয়া থাকি।৩৬-৩৭

হে মহেশ্বরি! তোমার কি কিছুই স্মরণ হয় না? হে দেবি! এই সমস্ত কার্য্য আমারই জানিবে। আমাতেই জগৎ অবস্থিত আছে।৩৮

জলাদি তত্ত্ব সকল ও ব্রহ্মাণ্ডাদি বিস্তার সকল দেবাদি সমুদায় দিক্‌বিদিক্ ও চরাচর কার্য্য কারণ এবং বিষ্ণুর উৎপত্তি, এই সমস্তই ব্রহ্মা মৎ-কৃত মায়া দ্বারা অবগত আছেন।৩৯—৪০

কিন্তু হে দেবি! এই সমস্তই মিথ্যা, কেবল মায়াধীশ্বরী শক্তিমাতার মায়া জানিবে। যে মানব সেই মায়াকে ভজনা করে, সে এই মায়া পার হইতে অর্থাৎ অতিক্রম করিতে পারে।৪১

---

(১) ততস্তু ভগবান্ বিষ্ণুঃ স্বেচ্ছয়া ব্রহ্মণস্তদা।
...স্বাং সদা।—ইতি পাঠান্তরম্।

তুষ্টা সা পরমা মায়া মুক্তিমাগ্রং প্রযচ্ছতি।
রুষ্টা সা পরমা মায়া ভূমিযোগং প্রযচ্ছতি ॥৪২
তস্যাঃ পাদাম্বুজে দেবি বশ্যা মুক্তিঃ সমাশ্রিতা।
যস্য তুষ্টা মহাদেবী মম মাতা মহেশ্বরী ॥৪৩
দদৌ তস্যৈ চ তাং মুক্তিং মহামায়া চ শঙ্করি ॥৪৪

শ্রীদেব্যুবাচ।

শ্রুতং হি সকলং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বর।
অশ্রুতং পরমং তত্ত্বং ব্রহ্মাদীনামগোচরম্ ॥৪৫
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি যৎ প্রোক্তং কারণার্ণকম্।
কিমাধারং মহাদেব তদাধারঞ্চ কিং বদ ॥৪৬
সীমানং বদ দেবেশ যদি স্নেহোঽপি মাং প্রতি ॥৪৭

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং শুভম্।
অতিগোপ্যং সুগোপ্যং হি ব্রহ্মাদিকদেবাগোচরম্ ॥৪৮

পরমা মায়া তুষ্টা হইলে সে (মনুষ্য) মুক্তি পায়, ইহা সুনিশ্চিত, আর যদি তিনি রুষ্টা হন তবে ভূমিযোগ অর্থাৎ যোনিযোগ অর্থাৎ বিভিন্ন জন্ম-জন্মান্তর প্রদান করিয়া থাকেন।৪২

মহাদেবী মহেশ্বরী পরিতুষ্টা হইলে মুক্তি দেবীর শ্রীচরণসরোজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সতত বশীভূতা থাকে। সেই মহামায়া মহাদেবী মহাকালী যাহার প্রতি তুষ্টা হন, তাঁহাকেই সেই পরম মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।৪৩—৪৪

দেবী কহিলেন, হে মহেশ্বর! আপনার প্রসাদে আমি সকল বিষয়ই শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে ব্রহ্মাদির অগোচর, অশ্রুত পূর্ব্ব পরমতত্ত্বসমূহ আমার শুনিতে ইচ্ছা হয়।৪৫

আপনি ইতিপূর্ব্বে যে-কারণার্ণবের কথা বলিলেন তাহা কোন আধার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, আর সেই আধারের সীমা বর্ণনা করুন। হে দেব! আপনার যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকে তবে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তার করিয়া বলিয়া আমার কৌতুহল নিবৃত্ত করুন।৪৬—৪৭

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি! ব্রহ্মাদির অগোচর, গুহ্যাদপি গুহ্য, অতি সুগোপ্য ও শুভকারক মঙ্গলদায়ক বিষয় বলিব, তুমি তাহা শ্রবণ কর।৪৮

মহার্ণবো ভবেদ্দেবি মহাকালো মহেশ্বরঃ।
তুল্যরূপং[1] হি ক্রীড়ার্থং ভর্ত্তারং পর্য্যকল্পয়েৎ ॥৪৯
সৈব কালী জগন্মাতা মহাকালতুল্যা তু সা।
ভর্ত্তার্ধতেজসীরূপা মহাকালঞ্চ বিভ্রতি ॥৫০
শূন্যরূপা কৃষ্ণবর্ণা মত্তাঃ[2] স্যাদূর্দ্ধতেজসী।
সীমা পৃষ্টা ত্বয়া দেবি ব্রহ্মৈব কেবলম্ ॥৫১
তেজোরূপং ব্রহ্মতেজঃ প্রকাশরূপকং তথা।
তৎ প্রকাশং মহাদেবি ব্যাপ্যব্যাপকবর্জ্জিতম্ ॥৫২
নাধেয়ঞ্চৈব নাধারমদ্বিতীয়ং নিরন্তরম্।
ইদং হি সকলং দেবি সর্ব্বং মায়াময়ং পুনঃ ॥৫৩
মিথ্যৈব সকলং দেবি সত্যং ব্রহ্মৈব কেবলম্।
ইদং হি কথিতং তুভ্যং সারাৎসারং পরাৎপরং ॥৫৪
গুহ্যাদ্গুহ্যতরং গুহ্যং গুহ্যাদ্গুহ্যং মহেশ্বরি।
ইদং হি পরমং জ্ঞানং সর্ব্বমায়ানিকৃন্তনম্ ॥৫৫
সর্ব্বজ্ঞানময়ং ভেদং মহামার্ত্তণ্ডবিগ্রহঃ।
কোটি-কোটি-মহাদানাৎ কোটি-কোটি-মহাতপাৎ ॥৫৬

হে দেবি! মহার্ণবে! তোমারও মহাকাল মহেশ্বরের স্বরূপ সেই জগন্মাতা কালী ক্রীড়ার নিমিত্ত শূন্যরূপে ভর্ত্তাকে কল্পনা করিয়াছেন। সেই জগন্মাতাই মহাকাল সামান্য হইয়া অর্দ্ধতেজোরূপা হইয়া মহাকালকে ধারণ করিতেছেন।৫০

তিনিই শূন্যরূপা, কৃষ্ণবর্ণা উর্দ্ধতেজে মত্তা। দেবি! তুমি যে সীমা জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহা কেবল ব্রহ্মই জানিবে।৫১

তেজোরূপ ব্রহ্মতেজঃ এবং প্রকাশস্বরূপ, আর সেই প্রকাশ ব্যাপ্য ও ব্যাপক বর্জ্জিত।৫২

সেই প্রকাশের আধেয় নাই, আধার নাই, তাহা নিরন্তর অদ্বিতীয়। হে দেবি! সকলই মায়াময়, সকলই মিথ্যা, কেবল ব্রহ্মই সত্য। এই আমি তোমাকে সারাৎসার, পরাৎপর, গুহ্য হইতেও গুহ্যতর, সর্ব্বমায়া-নিকৃন্তন অর্থাৎ ছেদন বা বিনাশকারী পরমজ্ঞানের বিষয় বলিলাম।৫৩-৫৫

মহামার্ত্তণ্ডবিগ্রহ সর্ব্বজ্ঞানময় ভেদমাত্র। হে মহেশ্বর! কোটি কোটি মহাদান হইতে, কোটি কোটি মহাতপ হইতে, কোটি কোটি মহাজ্ঞান হইতে, কোটি

---

(১) শূন্যরূপং...পর্য্যকল্পয়ং—ইতি পাঠান্তরম্।
(২) মত্তা—ইতি পাঠান্তরম্।

কোটি-কোটি-মহাজ্ঞানাৎ কোটি-কোটি-মহাব্রতাৎ।
কোটি-কোটি-মহাতীর্থাবগাহেন মহেশ্বরি ॥৫৭
বহুজন্মব্যতীতে তু শৃণোতি যদি কর্হিচিৎ।
তদা মুক্তো ভবেদ্দেবি সংসারে ন পুনর্ভবেৎ ॥৫৮
ইত্যেবং কথিতং তুভ্যং গোপয়স্ব স্বয়োনিবৎ।
যথান্যো লভতে নৈব তথা কুরু প্রযত্নতঃ ॥৫৯
গোপনীয়ং গোপনীয়ং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন মম সর্ব্বস্বমুত্তমম্ ॥৬০
দদ্যাচ্ছান্তায় ধীরায় যোগিনে কুলযোগিনে।
জ্ঞানিনে দেবদেবেশি অন্যথা নরকং ব্রজেৎ ॥৬১
কথিতং সারভূতং তে খেলৎখঞ্জননয়নে।
ব্রহ্মজ্ঞানং ময়া দেবি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৬২
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ বিদ্যতে মম মানসে।
গোপনীয়ং সদা ভদ্রে পশুপামরসন্নিধৌ ॥৬৩
ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্বিংশতিসাহস্রো দশমঃ পটলঃ।

কোটি মহাব্রত হইতে, কোটি কোটি মহাতীর্থে অবগাহন হইতেও এই জ্ঞান উৎকৃষ্টতম জানিও।৫৬—৫৭

বহুজন্ম অতীত হইলে, যদি কেহ শ্রবণ করে তবে সে মুক্ত হয়, তাহাকে আর পুনর্ব্বার সংসারে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।৫৮

আমি তোমাকে সমস্ত কহিলাম, ইহা স্বীয় যোনির ন্যায় গোপন করিবে। ইহা যাহাতে অন্য কেহ লাভ করিতে না পারে সেজন্য সর্ব্বদা সযত্ন প্রয়াস করিবে।৫৯

সর্ব্বপ্রযত্নে সংগোপ্য—গোপনীয়, গোপনীয়, গোপনীয় বলিয়া ইহা জানিবে। আমার এই সর্ব্বোত্তম সর্ব্বস্ব ধন গোপনীয় ইহা সুনিশ্চিত জানিবে।৬০

হে দেবদেবেশি! কেবল শান্ত সুধীর, যোগী, কুলযোগী, জ্ঞানী, ব্যক্তিকেই ইহা প্রদাতব্য অর্থাৎ দান করা বিধেয় অন্যথায় নিশ্চিত নরকগমন।৬১

হে খেলৎখঞ্জননয়নে[১] হে মহাদেবি! আমি সর্ব্ববস্তুর সারাৎসার সারভূত ব্রহ্মজ্ঞান তোমাকে বলিলাম। ইহার অধিক আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয়?৬২

ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্য আর কোন কিছুই আমার মানসহৃদয়ে নাই। হে মঙ্গলময়ী! ইহা সর্ব্বদা পশু ও পামর সন্নিধানে গোপনীয়।৬৩

ইতি সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তম শ্রীযোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্বিংশতিসাহস্রো দশম পটল সমাপ্ত।

---

(১) খঞ্জন পাখীর মত চঞ্চল নয়ন যার। খঞ্জন এক জাতীয় ছোট পাখী—যার চক্ষু অতি সুন্দর এবং নৃত্য করিতে করিতে চলন অতি মনোহর।

একাদশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

দেবদানবগন্ধর্ব-সুরেশসুরপূজিত* ।
গণেশনন্দিচন্দ্রেশ-গোবিন্দবিধিবন্দিত ॥১
যোগীন্দ্রবন্দিতপদ সর্ব্বলোকগুরো হর ।
যা প্রোক্তা পরমা বিদ্যা কালী কলুষনাশিনী ॥২
যদ্‌যদুক্তং সাধনঞ্চ পূজনঞ্চ পুরস্ক্রিয়াম্‌ ।
মুদ্রাং বলিং তথা হোমং ভাবং স্থানং তথৈব চ ॥৩
ধ্যানং স্তোত্রঞ্চ কবচং শ্রুতমস্যাঃ পুরা ময়া ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি স্থানভেদং মহেশ্বর ॥৪
কুত্র বা প্রাপ্যতে মোক্ষঃ কুত্র বা সিদ্ধিরুত্তমা ।
কথয়স্ব মহাদেব কৃপয়া বদ শঙ্কর ॥৫
যদাশ্রিত্য দ্রুতং লোকঃ স্বকার্য্যফলভাক্‌ ভবেৎ ।
প্রয়াসস্য চ বাহুল্যং হিত্বা হি পরমেশ্বর ॥৬

দেবী কহিলেন, হে দেবদানবগন্ধর্ব ও সুরবন্দিত! হে সুরেশপূজিত গণেন্দ্রনন্দিচন্দ্রেশ-গোবিন্দ-বিধিবন্দিত যাহার পাদপদ্ম যোগীন্দ্রবন্দিত সর্ব্ব-লোকগুরো পরমেশ্বর শঙ্কর! হর! আপনি যে কলুষনাশিনী পরমা বিদ্যা কালী।১—২

এবং যে যে মন্ত্র পুরস্ক্রিয়া, (পূজন), সাধন, মুদ্রা, হোম বলি, ও ভাব স্থান ধ্যান, স্তোত্র এবং কবচ ইত্যাদি যাহা যাহা বলিলেন, তৎসমুদয়ই ইতঃপূর্ব্বে আমি শ্রবণ করিয়াছি। হে মহেশ্বর! আমি এক্ষণে স্থানভেদ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।৩—৪

হে শঙ্কর মহাদেব! মোক্ষপ্রাপ্ত কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যায় আর কোথায় বা অতি শীঘ্র উত্তম সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা আপনি কৃপাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।৫

হে পরমেশ্বর লোকনাথ! মনুষ্যগণ যাহাতে প্রয়াসবাহুল্য ব্যতিরেকে বা স্বল্পায়াসে যাহা আশ্রয় করিয়া শীঘ্রই স্ব-স্ব কার্য্যের ফল লাভ করে তাহা কৃপা-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।৬

---

*...সুরেশপরিপূজিত—ইতি পাঠান্তরম্‌।

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি স্থানং পরমদুর্লভম্।
দ্রুতসিদ্ধিকরং দেবি মহামোক্ষ-ফলপ্রদম্ ॥৭
কালিকায়াঃ শ্মশানাদ্ধি নান্যং স্থানং প্রশস্যতে।
তত্র যদ্‌যদ্ কৃতং কর্ম্ম তদনন্তফলং লভেৎ ॥৮
তত্র চৈকা পুরশ্চর্য্যা কৃতা চেৎ পরমেশ্বরি।
ন তু মৈবং মহাদেবি ভাবযুক্তঃ সশক্তিকঃ ॥৯
অবশ্যং মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্নাত্র চিত্রং কথঞ্চন।
অনন্তফলদা পূজা সর্ব্বত্রৈব জলে স্থলে ॥১০
দিব্যভাবেন বা দেবি বীরভাবেন চেদ্ভবেৎ।
শাক্তং বা বৈষ্ণবং বাপি শৈবং বান্যং তথা পুনঃ ॥১১
বারাণস্যাং জপেদ্ যো হি মাসত্রয়ং(১) বরাননে।
প্রাতঃকালং সমারভ্য যাবন্মধ্যন্দিনম্ভবেৎ ॥১২
অবশ্যং মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ সত্যমেব সুসিদ্ধিদে।
নির্ব্বাণং তস্য দেবেশি হ্যবশ্যং জায়তে শিবে ॥১৩
মহাশ্মশানং দেবেশি আনন্দকাননং তথা।
অবিমুক্তং মহাদেবি তথা গৌরীমুখং পুনঃ ॥১৪

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি! মহামোক্ষফলপ্রদ, শীঘ্র সিদ্ধিকর পরমদুর্লভ স্থান তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।৭

কালিকার শ্মশান হইতে প্রশস্ত স্থান অন্য আর নাই, সেখানে যে-যে 'কর্ম্ম করা যায় সমুদয়ই অনন্তফলপ্রদ হইয়া থাকে।৮

হে পরমেশ্বরি! মহাদেবি! ভক্তিসহিত ভাবযুক্ত হইয়া তথায় পুরশ্চরণ ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে উহার তুল্য কার্য্য আর নাই, তদ্দ্বারা নিশ্চয় মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। জলে বা স্থলে সর্ব্বত্রই দিবাভাগে বীরভাবে পূজা করিলে তাহা অনন্ত ফল প্রদান করিয়া থাকে।৯—১০

হে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে শঙ্করি! বৈষ্ণব, শাক্ত বা শৈব যে-মন্ত্রই হউক, যদি কেহ বারাণসীতে প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তিনমাস জপ করে. তাহা হইলে তাহার অবশ্যই মন্ত্রসিদ্ধি হয়, একথা সুনিশ্চিত সত্য বলিয়া জানিবে। হে শিবে! তাহার অবশ্যই নির্ব্বাণ মোক্ষলাভ হয়।১১—১৩

হে অমরেশ্বরি! মহাদেবি! বারাণসীর মহাশ্মশান আনন্দকানন, অবিমুক্ত ও গৌরীকানন।১৪

---

(১) ...জপেদ্ যাবন্মাসমাত্রং... ...ইতি পাঠান্তরম্।

বারাণসী মহাক্ষেত্রং কালীরূপং পরাৎপরম্ ।
তত্র যদ্‌যৎ কৃতং দেবি কিং তস্য কথয়ামি তে ॥১৫
কামরূপে মহাপূজা সর্ব্বসিদ্ধিফলপ্রদা ।
নেপালস্য কাঞ্চনাদ্রিং ব্রহ্মপুত্রস্য সংগমম্ ॥১৬
করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনী ।
উত্তরাস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াত্তু পশ্চিমে ॥১৭
তীর্থশ্রেষ্ঠাদিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে ।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সংগমাবধি ।
কামরূপ ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ ॥১৮
ঋণানি ত্রীণ্যপাকর্ত্তুং যস্য চিত্তং প্রসীদতি ।
স গচ্ছেৎ পরয়া ভক্ত্যা কামাখ্যাযোনিসন্নিধিম্ ॥১৯
তীর্থযাত্রাং সমাসাদ্য যদেকোঽপ্যত্র গচ্ছতি ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥২০
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণং দীর্ঘেণ শতযোজনম্ ।
কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকারমুত্তমম্ ॥২১
ঈশানে চৈব কেদারো বায়ব্যাং গজশাসনঃ ।
দক্ষিণে সংগমে দেবি লাক্ষায়া ব্রহ্মরেতসঃ ॥২২

বারাণসী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কালীস্বরূপ মহাক্ষেত্র, সেখানে যেই যেই কর্ম্ম করা যায়, উহার ফল যাহা তাহা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আমার নাই ।১৫

কামরূপে মহাপূজা করিলে সর্ব্ববিধ সিদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার ফললাভ হয়। নেপালের কাঞ্চনগিরি, ব্রহ্মপুত্রের সংগম, করতোয়া হইতে দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত এবং উত্তরে কঞ্জগিরি ও তীর্থশ্রেষ্ঠ করতোয়ার পশ্চিমে ইক্ষুনদী পর্য্যন্ত, পূর্ব্বদিকে গিরিকন্যকা পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের ও লাক্ষানদীর সংগম পর্য্যন্ত স্থান কামরূপ বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে বিধিসম্মতভাবে নিশ্চিত আছে ।১৬—১৮

পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণ, এই ঋণত্রয় পরিশোধ করিতে যাহার মানস প্রসন্ন হয়, সে পরমভক্তি সহকারে কামাখ্যার যোনি সন্নিধানে গমন করিবে ।১৯

তীর্থযাত্রা উদ্দেশ্যে যে মানব এই তীর্থে গমন করে, পদে পদে তাহার অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয় ।২০

হে দেবি ! কামরূপ ত্রিকোণাকার, দৈর্ঘ্যে শতযোজন এবং বিস্তার ত্রিংশৎ যোজন জানিবে। ঈশানে কেদার, বায়ুকোণে গজশাসন, দক্ষিণে ব্রহ্মরেতঃ অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষানদীর সংগম ।২১-

ত্রিকোণমেবং জানীহি সুরাসুরনমস্কৃতম্ ।
তত্র যে মানবাঃ সন্তি তে দেবা নাত্র সংশয়ঃ ॥২৩
তত্র যদ্যজ্জলং দেবি তৎ সর্ব্বং তীর্থমেব হি ।
উপবীথিশ্চ বীথিশ্চ উপপীঠং চ পীঠকম্ ॥২৪
সিদ্ধপীঠং মহাপীঠং ব্রহ্মপীঠং তদন্তরম্ ।
বিষ্ণুপীঠং মহাদেবি রুদ্রপীঠং তদন্তরম্ ॥২৫
নবযোনিরিতি খ্যাতা চতুর্দ্দিক্ষু সমন্ততঃ ।
তত্র তত্র মহাপূজোত্তরোত্তরফলাধিকা ॥২৬
দ্বিগুণং দ্বিগুণং ভদ্রে ফলমেবং সুনিশ্চিতম্ ।
সর্ব্বাসাঞ্চৈব বিদ্যানাং সর্ব্বমন্ত্রস্য শাম্ভবি ॥২৭
পূজনে জপনে চৈব দ্বিগুণং দ্বিগুণং ফলম্ ।
নবযোনিঃ সমাখ্যাতা কামাখ্যা যোনিমণ্ডলম্ ॥২৮
আ যোনির্মহিপর্য্যন্তং যা বিদ্যা গন্ধমাদনম্ ।
পঞ্চক্রোশমিদং দেবি সর্ব্বেষামেব দুর্লভম্ ॥২৯
ব্রহ্মাবিষ্ণুসুরেশাদ্যৈঃ সেবিতং পরমাদ্ভুতম্ ।
দেবা মরণমিচ্ছন্তি কা কথা মানুষেষু চ ॥৩০
যোনিপীঠে মহেশানি পঞ্চক্রোশমিতে শিবে ।
যে গচ্ছন্তি শিবাকারা যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ ॥৩১

কামরূপ এইরূপ ত্রিকোণ। এই স্থান সুরাসুর সকলেরই নমস্কৃত। এই স্থানে যেসব মানব অবস্থান করে তাহারা নিঃসন্দেহে দেবতাত্মা, দেবতাস্বরূপ।২৩

সেখানে যত জল আছে তৎসমুদায়ই তীর্থ। হে মহাদেবি! তথায় উপবীথি, বীথি, পীঠ, উপপীঠ, সিদ্ধপীঠ, ব্রহ্মপীঠ, মহাপীঠ, বিষ্ণুপীঠ ও রুদ্রপীঠ, এই নবপীঠ নবযোনি বলিয়া খ্যাত এবং সর্ব্বত্র উহার চতুর্দিকেই অবস্থিত।২৪—২৫

সেই সকল স্থানে মহাপূজা, উত্তরোত্তর স্থানসকলের অধিক ফল প্রদান করিয়া থাকে। হে মহেশ্বরি! হে শিবে! ঐ সকলে ক্রমানুসারে অর্থাৎ পর্য্যায়ক্রমে দ্বিগুণ দ্বিগুণ ফল অবধারিত আছে।২৬

সেস্থানে সর্ব্ববিধ বিদ্যার এবং সর্ব্ববিধ মন্ত্রের পূজা ও জপ করিলে দ্বিগুণ দ্বিগুণ ফল লাভ হয়। কামাখ্যা যোনিমণ্ডল নবযোনি দ্বারা আখ্যাত হয়।২৭—২৮

যোনি হইতে মহি পর্য্যন্ত এবং বিদ্যা হইতে গন্ধমাদন পর্য্যন্ত এই পঞ্চক্রোশস্থান সকলের পক্ষেই দুর্লভ এবং পরমাদ্ভুত ব্রহ্মা বিষ্ণু সুরেশ্বরাদি সেবিত। মানুষের আর কি কথা, দেবগণও এইস্থানে মৃত্যু কামনা করেন।২৯—৩০

হে মহেশানি! পঞ্চক্রোশ পরিমিত যোনিপীঠে যে মানব গমন করে, সে শিবতুল্য হয় এবং মৃত্যুর পরে তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না।৩১

তে চ সূর্য্যকরং ক্লেশং ন প্রাপ্নুবন্তি কর্হিচিৎ।
যোনিপীঠে চ নিষ্পাপা যে বসন্তি নরোত্তমাঃ।
তে সর্ব্বে শঙ্করা জাতা স্ত্রিনেত্রাশ্চন্দ্রমূর্দ্ধজাঃ ॥৩২
সর্ব্বাসাঞ্চৈব বিদ্যানাং সর্ব্বমন্ত্রস্য চেশ্বরি।
পূজনং জপনঞ্চৈব কুর্ব্বতে সাধকোত্তমঃ।
অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীনামাশ্রয়ো জায়তে নরঃ ॥৩৩
তন্মধ্যে চ মহাদেবি গিরির্নীলাচলোজ্জ্বলঃ[১]।
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাকারঃ সর্ব্বশক্তিময়ঃ পুনঃ ॥৩৪
তন্মধ্যে পরমেশানি মনোভবগুহা পরা।
মনোভবগুহামধ্যে রক্তপানীয়রূপিণী ॥৩৫
কোটিলিঙ্গসমাকীর্ণা কামাখ্যা কল্পবল্লরী।
তত্তেজসা তু সন্দীপ্তা মনোভবগুহা সদা ॥৩৬
অস্যাঃ স্পর্শনমাত্রেণ লৌহো যাতি সুবর্ণতা।
চতুর্হস্তপ্রমাণানি সমন্তাৎ পর্ব্বতাত্মজে ॥৩৭
অস্যাঃ স্পর্শনমাত্রেণ শিবত্বমেতি মানবঃ।
নিষ্পাপো জায়তে দেবি তৎক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৮

সেই মানবকে আর প্রখর সূর্য্যকিরণের ক্লেশদায়ক নিষ্ঠুরতা কিছুমাত্র ভোগ করিতে হয় না। যেসব নিষ্পাপ নরশ্রেষ্ঠগণ যোনিপীঠে বাস করে, তাহারা চন্দ্রমস্তক ও ত্রিনেত্র শঙ্করতুল্য হয় ।৩২

হে ঈশ্বরি! সাধকোত্তমগণ সর্ব্ববিধ বিদ্যার এবং সর্ব্ববিধ মন্ত্রের পূজা এবং জপ করিয়া থাকেন। মানব এখানে অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে ।৩৩

হে মহাদেবি! সেই যোনিপীঠ মধ্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিবাকার সর্ব্বশক্তিময় নীল নামক এক উজ্জ্বল গিরি বর্ত্তমান ।৩৪

হে পরমেশ্বরি! উহার মধ্যে পরমোত্তম মনোভবগুহা, আর সেই মনোভবগুহার মধ্যে রক্তপানীয়রূপিণী ।৩৫

কোটিলিঙ্গসমাকীর্ণা কামাখ্যা নামক কল্পলতা বিদ্যমান। ঐ মনোভব গুহা স্বীয় তেজ দ্বারা নিরন্তর সন্দীপ্ত (উজ্জ্বল আলোকিত) রহিয়াছে ।৩৬

উহা স্পর্শমাত্রই লৌহ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। হে পর্ব্বতাত্মজে! উহা চতুর্দ্দিকে চতুর্হস্ত পরিমিত হইবে, উহার স্পর্শমাত্রেই মানব শিবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সেই মুহূর্ত্তে নিষ্পাপ হয়, এবিষয়ে আর সন্দেহ নাই ।৩৭—৩৮

---

(১) নীলাভিধোজ্জ্বলঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

অত্র যদ্যৎ কৃতং কর্ম্ম তদনন্তফলং লভেৎ ॥৩৯
তন্মধ্যে পরমেশানি সমন্তাদ্দ্বাদশাঙ্গুলম্ ।
আপাতলাদ্ হ্রদং দেবি প্রোচ্ছলজ্জলমণ্ডলম্ ॥৪০
তজ্জলং পরমেশানি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্ ।
ঐশ্বরং তজ্জলং দেবি কারণার্ণবসংজ্ঞকম্ ॥৪১
বহু কিং কথ্যতে দেবি তজ্জলং পরমামৃতম্ ।
শঙ্কিতেনৈব কথিতং মাতর্জানীহি[1] সুন্দরি ॥৪২
কাঙ্ক্ষন্তি সততং দেবি তজ্জলং সচরাচরম্ ।
তজ্জলস্পর্শমাত্রেণ তদ্‌হ্রদস্পর্শনেন চ ॥৪৩
তৎক্ষণান্মানবো দেবি দেবো ভবতি নিশ্চিতম্ ।
পুণ্যপাপবিনির্মুক্তো জীবন্মুক্তো ভবেদ্‌ধ্রুবম্ ॥৪৪
তদ্‌হ্রদে পূজয়েদ্ যো হি তজ্জলেন মহেশ্বরি ।
জিহ্বাকোটিসহস্রৈস্তু বক্ত্রকোটিশতৈরপি ।
বর্ণিতুং নৈব শক্নোমি তৎফলং গিরিনন্দিনি ॥৪৫

ইহাতে যে যে কৃতকৃত্য সাধিত হয় তৎসমুদয়ই অনন্তফলদায়ক হইয়া থাকে ।৩৯

হে পরমেশানি ! তাহার মধ্যে চতুর্দ্দিকে দ্বাদশাঙ্গুলে পরিমাণ-বিশিষ্ট পাতাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত প্রোচ্ছলিত জলমণ্ডল হ্রদ বিদ্যমান আছে, সেই জল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাত্মক (অর্থাৎ তদ্‌তদ্‌ভাব বা গুণন্বিত, গুণসম্পন্ন)। হে দেবি ! সেই জল ঐশ্বরীয় এবং কারণার্ণব নামে কথিত ।৪০—৪১

হে দেবি ! আর অধিক বা বেশী কথায় কি হইবে বল—সেই জল পরম অমৃত স্বরূপ। আমি শঙ্কিত ও সন্তর্পণে তোমার নিকট ইহা ব্যক্ত করিলাম, চরাচর নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল সেই জলের বাসনা কামনা করিয়া থাকে। সেই হ্রদ ও সেই জল স্পর্শ করিবামাত্রই মানবগণ দেবতা তুল্য হয় এবং পাপপুণ্য হইতে কি নিশ্চিত নির্মুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হয় ।৪৩—৪৪

হে গিরিনন্দিনি ! যে নর, সেই হ্রদে সেই জল দ্বারা পূজা করে তাহার যে কি ফল হয় তাহা আমি সহস্রকোটি জিহ্বা এবং শতকোটি মুখযুক্ত হইলেও তাহা বর্ণন করিতে সমর্থ নহি ।৪৫

১। নাতর্জানীহি—ইতি পাঠান্তরম্।

হ্রদে হস্তং বিনিক্ষিপ্য জলমধ্যে মহেশ্বরি।
অষ্টোত্তরশতজপান্মহাসিদ্ধীশ্বরো ভুবি।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য তৎক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ ॥৪৬
শৈবো বা বৈষ্ণবো বাপি শাক্তো নান্যো মহেশ্বরি।
জপ্যতে যৈস্তু মন্ত্রো হি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধিমৃচ্ছতি ॥৪৭
অষ্টোত্তরশতেনাপি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৪৮
কুশাগ্রোখিতং তদ্দেবি পিতৃভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি।
গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন নিযুতাব্দং মহেশ্বরি ॥৪৯
এতত্তে কথিতং দেবি কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্।
সংক্ষেপেণ মহেশানি বক্ষ্যাম্যেবং বিশেষতঃ ॥৫০
কিন্তুস্য কথ্যতে দেবি মাহাত্ম্যন্তে যশস্বিনি।
তত্র কোটিযোগিনীভিঃ কালী বসতি তারিণী ॥৫১
ছিন্নমস্তা ভৈরবী সা সপ্ত সপ্ত বিভেদিতা।
ধূমা চ ভুবনেশানি মাতঙ্গী কমলালয়া ॥৫২
ভগক্লিন্না ভগধারা তথা চৈব ভগন্দরী।
দুর্গা চ জয়দুর্গা চ তথা মহিষমর্দ্দিনী ॥৫৩
উপবিদ্যাশ্চ যাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বাভিস্তাভিরেব চ।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যৈর্ম্মহাকালী বসেৎ সদা ॥৫৪

হে মহেশ্বরি! সেই হ্রদের জলমধ্যে হস্ত নিক্ষেপ করিয়া অষ্টোত্তর শতবার জপ করিলে, সেই ব্যক্তি মহীতলে মহাসিদ্ধির অধীশ্বর হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।৪৬

হে মহেশানি! শাক্তই হউক বৈষ্ণবই হউক বা শৈবই হউক অথবা অন্য যাহাই হউক না কেন, সেখানে যে অষ্টোত্তর শতবার মন্ত্র জপ করে, তাহার তৎক্ষণাৎ মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।৪৭

যে মানব সেখানে কুশের অগ্র দিয়া সেই জল পিতৃগণকে প্রদান করে, তাহার দ্বারাই তাহার নিযুতাব্দব্যাপী গয়াশ্রাদ্ধের ফল হয়।৪৮—৪৯

হে দেবি! কামাখ্যা যোমিমণ্ডল বিষয়ে এই আমি তোমাকে বলিলাম। এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর।৫০

হে কীর্ত্তিময়ি! সেখানে কোটি কোটি যোগিনীগণের সহিত জগত্তারিণী কালিকা সদা বাস করেন।৫১

সপ্তসপ্তবিভেদ ছিন্নমস্তা, ভৈরবী, ধূমাবতী, ভুবনেশ্বরী, মাতঙ্গী, কমলালয়া, ভগক্লিন্না, ভগধারা, ভগন্দরী, দুর্গা, জয়দুর্গা, মহিষমর্দ্দিনী এবং যে সকল

ব্রহ্মমুখাশ্রয়ং পীঠমুগ্রতারাধিদৈবতম্ ।
তৎপীঠং দ্বিবিধং প্রোক্তং গুপ্তং ব্যক্তং মহেশ্বরি ॥৫৫
ব্যক্তাদ্ গুপ্তং পুণ্যতরং দুরাপং সাধকোত্তমৈঃ ।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দেবি কুলশ্বয়বিশারদৈঃ ॥৫৬
মনোভবগুহাবহ্নৌ দেবীশিখরমুন্নতম্ ।
তন্মহোগ্রমিতি খ্যাতং পীঠং পরমদুর্লভম্ ॥৫৭
সিদ্ধিকালী ব্রহ্মরূপা দেবতা ভুবনেশ্বরী ।
নিবসেত্তত্র যা কালী ঘোরদৈত্যবিনাশিনী ॥৫৮
তৎপীঠোপরি সংবিশ্য দশধা চ জপেন্মনুম্ ।
তদা মন্ত্রবিশুদ্ধিঃ স্যাৎ তদ্দেহেন শিবো ভবেৎ ॥৫৯
যৎ ফলং তে ময়া প্রোক্তং হৃদমধ্যে সুলোচনে ।
পাদহীনং তৎফলং স্যাৎ পূর্ণং শিবজপার্চ্চনে ॥৬০
অর্দ্ধং জালন্ধরে জ্ঞেয়মুড্ডীয়ানে তদর্দ্ধকম্ ।
অবশ্যং মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্নেপালে তিথিবাসরে ॥৬১

উপবিদ্যা আছেন, সেই সকলেরই সহিত এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশাদি দেবগণের সহিত মহাকালী সদাসর্ব্বদাই তথায় বাস করিতেছেন ।৫২—৫৪

হে দেবি ! উগ্রতারা যাহার অধিদেবতা, সেই ব্রহ্মমুখাশ্রয় পীঠ বিদ্যমান আছে। পীঠ দুই প্রকার—গুপ্ত ও ব্যক্ত ।৫৫

ব্যক্ত অপেক্ষা গুপ্তপীঠ সাধককে অধিকতর পুণ্য প্রদান করে। ঐ গুপ্তপীঠ দুর্লভ, কিন্তু কুলশ্বয়-বিশারদ অর্থাৎ বিদ্যাবীরভাবাপন্ন মনুষ্যগণ সর্ব্বত্রই তাহা লাভ করিতে পারেন ।৫৬

মনোভবগুহায় অনলে দেবীর শিখর সমুন্নত রহিয়াছে, সেই পীঠ মহোগ্র নামে বিখ্যাত এবং পরমদুর্লভ ।৫৭

সেই পীঠে ঘোরদৈত্য-বিনাশিনী, ব্রহ্মরূপা ভুবনেশ্বরী দেবতা সিদ্ধিকালী বাস করেন ।৫৮

সেই পীঠের উপরিভাগে উপবেশনপূর্ব্বক দশবার জপ করিলে, মন্ত্রসিদ্ধি হয় এবং সেই দেহেই শিবসদৃশ হইয়া থাকে ।৫৯

হে সুলোচনে ! আমি তোমাকে হৃদমধ্যে যে ফল হয় তাহা বলিলাম, সেই ফল পাদহীন হয় ; কিন্তু শিবের জপ ও অর্চ্চনায় সম্পূর্ণ হইয়া থাকে ।৬০

হে দেবি ! জালন্ধরে তাহার অর্দ্ধফল, উড্ডীয়ানে তাহার অর্দ্ধেক জানিবে। নেপালে নীলকণ্ঠ সমীপে তিথিবাসরে (শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে) মন্ত্র জপ করিলে নিশ্চয় মন্ত্রসিদ্ধি হয় ।৬১

নীলকণ্ঠসমীপে তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
জপেন দেবদেবেশি কথিতং তে ময়া মুদা ॥৬২
ত্রয়োদশাহে মহাসিদ্ধিরেকাম্রকাননে তথা।
দশলক্ষেণ গঙ্গায়াং সিদ্ধিরাবশ্যকং শিবে ॥৬৩
রাঢ়ায়াং বিকটাক্ষায়াং দ্রুতঞ্চ পর্ব্বতাত্মজে।
লক্ষত্রয়েণ সিদ্ধিঃ স্যাৎ সত্যমেব সুসিদ্ধিদে ॥৬৪
পুষ্করাখ্যে চ লক্ষেণ প্রয়াগে বিংশলক্ষতঃ।
কোটিজপাদ্দ্রোণগিরৌ জ্বালায়াঞ্চ দ্বিলক্ষতঃ ॥৬৫
তত্রৈব বিরজাক্ষেত্রে[1] লক্ষদ্বাদশতঃ শিবে।
হিমালয়ে দ্বিলক্ষেণ কেদারে পঞ্চলক্ষতঃ ॥৬৬
কৈলাসে দশলক্ষেণ জয়ন্ত্যাং পঞ্চলক্ষতঃ।
উজ্জয়িন্যাং দশাহেন মাসেন মন্দরাচলে ॥৬৭
অবশ্যং মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাজ্জপনাৎ পূজনাচ্ছিবে ॥৬৮
ইত্যেবং কথিতং তুভ্যং যৎ পৃষ্টং গিরিসম্ভবে।
মাতৃজারসমং দেবি সর্ব্বদা পরিগোপয়েৎ ।৬৯

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্বিংশতিসাহস্র্যে একাদশ পটলঃ

নীলকণ্ঠের নিকটে কোন বিচারের আবশ্যকতা নাই, সেখানে জপেই সিদ্ধি হয়। হে দেবদেবেশি! আমি সানন্দে তোমার কাছে ইহা বলিলাম ।৬২

হে দেবি! দেবেশ্বরি! একাম্রকাননে (ভুবনেশ্বর তীর্থের প্রাচীন নাম) ত্রয়োদশ দিবস জপ করিলে মহাসিদ্ধি লাভ হয়। হে শিবে! গংগায় দশলক্ষ জপ করিলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী ।৬৩

হে পর্ব্বতনন্দিনি! রাঢ়ায় এবং বিকটাক্ষায় তিন লক্ষ জপ করিলে সত্য সত্যই অতিদ্রুত অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি হয় ।৬৪

হে সুসিদ্ধিপ্রদে! পুষ্করে লক্ষ জপে এবং প্রয়াগে বিশ লক্ষ জপে, এবং দ্রোণগিরিতে কোটিজপে, জ্বালামুখীতে দুইলক্ষ জপে, বিরাজক্ষেত্রে দ্বাদশলক্ষ জপে, হিমালয়ে দ্বি-লক্ষ জপে, কেদারে পঞ্চলক্ষ জপে, কৈলাসে দশলক্ষ জপে, জয়ন্তীতে পঞ্চলক্ষ জপে, উজ্জয়িনীতে দশ দিবস জপে, মন্দরাচলে মাস মাত্র জপে ও পূজায়, সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত ।৬৫—৬৮

হে গিরিসুতে! তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তরে আমি তোমাকে এই সকল বলিলাম ; এসকল বিষয় সর্ব্বদাই মাতৃ-জার মত গোপনীয় ।৬৯

সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তম শ্রীযোগিনীতন্ত্রের দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্বিংশতিসাহস্র্যে একাদশ পটল সমাপ্ত।

১। তত্রৈব বিরজে ক্ষেত্রে…হিমালয়ে ত্রিলক্ষেণ…ইতি পাঠান্তরম্।

দ্বাদশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

ভোঃ স্বামিন্ পরমানন্দ যোগিনামভয়প্রদ।
কামাখ্যাযোনিমাহাত্ম্যং যদুক্তং মে ত্বয়া শিব ॥১
সত্যং সত্যং ন সন্দেহো হ্যাশ্চর্য্যং সর্ব্বমেব হি।
তত্তেন তন্ময়া জ্ঞাতং কলৌ কিং ন সুসিদ্ধিদম্ ॥২
ন পশ্যামঃ শিবজ্ঞানং মন্ত্রসিদ্ধিস্তথৈব চ।
কিমেতৎ কারণং নাথ বদ মে করুণাময় ॥৩

শ্রীঈশ্বর উবাচ

নরকাসুরনামা তু বিষ্ণুবীর্য্যসমুদ্ভবঃ।
পৃথিবীগর্ভসম্ভূতো দানবানামধীশ্বরঃ ॥৪
তস্মৈ বিষ্ণুর্দ্দদৌ রাজ্যং কামরূপং মহাফলম্।
পৃথিবীবচনাৎ সোঽপি দানবো যুদ্ধদুর্দ্ধরঃ ॥৫
কিরাতৈর্ঘটিতং জিত্বা রণে কামনৃপোঽভবৎ।
পুনশ্চ ভগবান্ তস্মৈ নিবাসায় দদৌ মুদা ॥৬

দেবি কহিলেন, হে স্বামিন্! পরমানন্দবিগ্রহ! যোগিগণের অভয়প্রদ শিব। আপনি কামাখ্যা দেবীর যোনি-মহাত্ম্য বিষয়ে যাহা বর্ণনা করিলেন, সত্যসত্যই পরমাশ্চর্যজনক তাহা আমি সমস্তই অবগত হইলাম। হে করুণাময়! কলিতে তাহা কি হেতু সুসিদ্ধিপ্রদ হয় না।১—২

এইকালে কি শিবজ্ঞান, কি মন্ত্রসিদ্ধি দেখিতে পাই না। হে নাথ! হে করুণাময় ইহার কারণ বর্ণনা করিয়া কৃতার্থ করুন।৩

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি! পৃথিবীর গর্ভসম্ভূত, বিষ্ণুর বীর্যসমুৎপন্ন নরকাসুর নামে এক দানব ছিল। বিষ্ণু তাহাকে মহাফলযুক্ত কামরূপ রাজ্য প্রদান করেন।৪—৫

পৃথিবীর বরে যুদ্ধ-দুর্ধর্ষ সেই দানব কিরাতের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নৃপতিশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল।৬

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং খ্যাতং কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্ ।
জিত্যাভিষেচনং রাজা১ বিষ্ণুঃ শক্তিং দদাবপি ॥৭
ততস্তু দর্শয়ামাস মনোভবগুহাং হরিঃ ।
সুস্নাতং নরকং তত্র্বাদ্বিধেয়ামাস বৈ তদা ॥৮

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ

কামাখ্যায়াশ্চ মাহাত্ম্যং সর্ব্ববেদার্থসম্মতম্ ।
ব্রহ্মত্বং ব্রহ্মণা প্রাপ্তং বিষ্ণুত্বঞ্চ ময়া পুনঃ ॥৯
শিবত্বঞ্চ শিবেনৈব কামাখ্যায়াঃ প্রসাদতঃ ।
তস্মাদ্‌যোনিং পূজয়স্ব২ যত্নাৎ সর্ব্বাত্মভিস্তদমুম্ ॥১০
যদা তে সুমুখী মাতা তদা তে সর্ব্বসম্পদঃ ।
যদা তে বিমুখী মাতা তদা তে ন শুভং ধ্রুবম্ ॥১১
তদৈবাহঞ্চ ত্যক্ষ্যামি পুত্রত্বং বেদ্মহং পুনঃ ।
ইতি জ্ঞাত্বা পূজয়স্ব বিশেষেণ বদামি কিম্ ॥১২

ভগবান্ বিষ্ণু প্রীত হইয়া তাহাকে বাস করিবার জন্য পুনর্ব্বার প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামে বিখ্যাত কামাখ্যাযোনিমণ্ডল প্রদান করেন। সে তাহাতে অভিষিক্ত রাজা হইলে, বিষ্ণু তাহাকে শক্তি প্রদান করিলেন।৭

অনন্তর হরি তাহাকে মনোভবগুহা দেখাইলেন, নরকাসুর তাহাতে স্নান করিয়া সর্ব্বপাপ বিনির্মুক্ত হইল।৮

বিষ্ণু কহিলেন, কামাখ্যার মাহাত্ম্য সর্ব্ববেদার্থসম্মত। কামাখ্যার প্রসাদে ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণু বিষ্ণুত্ব, শিব শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব সর্ব্বাত্মায় সর্ব্বপ্রযত্নে যোনিপূজা কর্ত্তব্য।৯—১০

যখন কামাখ্যামাতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সুমুখী হইবেন, তখন তোমার সম্পদ্‌লাভ, আর যখন তিনি বিমুখী হইবেন তখন তোমার অমঙ্গল নিশ্চিত জানিবে।১১

তখন আমিও ত্যাগ করিব। আমি সমস্ত পুত্রভাবই অবগত আছি। ইহা জানিয়া তাঁহার পূজা কর, ইহার চাইতে বিশেষভাবে অধিক আর কি বলিব।১২

১। রাজ্যে প্রাপ্তাভিষেকায়—ইতি পাঠান্তরম্।
২। পূজনীয়া যোনিরিয়ং—ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রীঈশ্বর উবাচ

ইত্যুক্ত্বা স যযৌ বিষ্ণুর্বৈকুণ্ঠং স্বং নিকেতনম্‌ ।
নরকঃ পালয়ামাস বিষ্ণুক্তং যদ্‌যদেব হি ॥১৩
এতস্মিন্নন্তরে দেবি বৃত্তান্তং শৃণু দারুণম্‌ ॥১৪
ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রো বশিষ্ঠোঽতীব সদ্‌যতিঃ ।
তারামারাধয়ামাস তদা নীলাচলে মুনিঃ ॥১৫
তত্রৈবৈকদিনে দেবি যজিতুং স সুরেশ্বরীম্‌ ।
কামাখ্যামণ্ডলে তারাং পুরদ্বারে সমাগতঃ ।
তত্র তং বারয়ামাস নরকো ব্রহ্মসম্ভবম্‌ ॥১৬

নরক উবাচ

ইদানীং তিষ্ঠ বিপ্র ত্বং নায়াহি মণ্ডলান্তরে ।
এতর্হি পূজ্যতে দেবী পূজান্তে ত্বং গমিষ্যসি ॥১৭
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য নরকস্য মুনীশ্বরঃ ।
দ্বাদশাদিত্যসঙ্কাশো বভূব ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
উবাচ নরকং বিপ্রো বশিষ্ঠস্তাম্রলোচনঃ ॥১৮

ঈশ্বর কহিলেন, সেই বিষ্ণুদেব এরূপ বলিয়া নিজনিকেতন বৈকুণ্ঠপুরে গমন করিলেন। বিষ্ণু যেরূপ আজ্ঞা করিলেন নরকাসুর সেইরূপ সমস্তই প্রতিপালন করিতে লাগিল। হে দেবি! এইসময়ে এক দারুণ দুর্ঘটন উপস্থিত হইল, তাহা শ্রবণ কর।১৩—১৪

ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ ঋষি অতিশয় অনন্যসাধারণ তপস্বী। সেই মুনি একদিন তারাদেবীর আরাধনা করিবার মানসে নীলাচলে আগমন করিলেন।১৫

হে দেবি! একদিন সেই মুনি সেই কামাখ্যামণ্ডলে সুরেশ্বরী তারাকে অর্চ্চনা করিবার জন্য পুরদ্বারে উপস্থিত হইলে, সেখানে নরকাসুর সেই ব্রহ্মসম্ভব মুনিবরকে নিষেধ করিল।১৬

নরক বলিল, হে বিপ্র! তুমি ঐ স্থানেই অবস্থান কর, এই মণ্ডলের ভিতর আসিও না। এখন দেবীর পূজা হইতেছে; পূজা সমাপনের পরে তুমি আগমন করিবে।১৭

মুনীশ্বর নরকের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে দ্বাদশ সূর্যের ন্যায় রক্তিম ও আরক্তলোচন হইলেন এবং ক্রোধে রক্তচক্ষুবিশিষ্ট হইয়া নরকাসুরকে বলিতে লাগিলেন।১৮

বশিষ্ঠ উবাচ।

রে পাপিষ্ঠ কিমুক্তস্তে হ্যযোগ্যোঽহং সুদুর্ম্মতে।
কামাখ্যাপূজনে কালে মা লভেম গৃহান্তরে ॥১৯
গন্তুং যোন্যন্তরে মূঢ় ভূত্বাপি ব্রহ্মসম্ভবঃ।
ইদানীং পশ্য বীর্য্যং মে তব নাশকরং মহৎ ॥২০
ইত্যুক্ত্বা চ বসিষ্ঠোঽসৌ জগ্রাহ পাণিনা জলম্।
কমণ্ডলোর্ম্মহাদেবীং শশাপ দারুণং মুনিঃ ॥২১

বশিষ্ঠ উবাচ।

অহঞ্চ ব্রাহ্মণো মাতঃ কামাখ্যে ব্রহ্মসম্ভবঃ।
হিত্বা ত্বাং হি ব্রজাম্যদ্য হ্যন্যথা চেৎ ক্রিয়তে ত্বয়া।
ব্রহ্মবধোদ্ভবং পাপং সত্যং তেঽদ্য ভবিষ্যতি ॥২২
এবমত্র মহাপীঠে জপনাৎ পূজনাদপি।
সিদ্ধির্ন জায়তে কর্হি কালে মদ্বচনাৎ পুনঃ ॥২৩

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

দত্ত্বেমং দারুণং শাপং ত্যক্ত্বা তজ্জলমুত্তমম্।
নীলাচলং পরিত্যজ্য গতোঽসৌ খাণ্ডবং গিরিম্ ॥২৪

বশিষ্ঠ কহিলেন, রে পাপিষ্ঠ! তুই কি বলিলি? রে দুর্ম্মতে! আমি অযোগ্য? কামাখ্যার পূজার নিমিত্ত আমি যথাকালে গৃহান্তর গমন করিতে পারিব না? রে মূঢ়! আমি ব্রহ্মনন্দন ঋষি হইয়াও অন্য যোনিতে পূজার্থ যাইতে পারিব না? তোর বিনাশসাধানে সমর্থ আমার মহৎ বীর্য্য এই তুই দেখ।১৯—২০

এই বলিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ কমণ্ডলু হইতে কর দ্বারা জল গ্রহণ করিয়া মহাদেবীকে নিদারুণ অভিশাপ প্রদান করিলেন।২১

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে মাতঃ কামাখ্যে! আমি ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মার পুত্র। আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি, তুমি আমার পূজার অন্যথা (প্রতিকূলতা) করিলে; অতএব অদ্য তোমার ব্রহ্মবধপাপ হইবে।২২

আর আমার বচনে এই মহাপীঠে জপ ও পূজা করিলে কোনকালেও তাহা সিদ্ধ হইবে না।২৩

ঈশ্বর কহিলেন, ঐ মুনি এই নিদারুণ অভিশাপ প্রদান করিয়া সেই পুণ্যবারি পরিহার পূর্ব্বক নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া খাণ্ডবগিরিতে গমন করিলেন।২৪

ততঃ সা পরমা বিদ্যা কামাখ্যা বিশ্ববন্দিতা।
মহাজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সর্ব্বপ্রকাশরূপিণী ॥২৫
তাপ্যত্যহর্নিশং দেবি সর্ব্বং হি স্বাঙ্গতেজসা।
তৎক্ষণাৎ পরিসংদহ্য গতা কৈলাসমন্দিরম্ ॥২৬
তদৈব পরমেশানি মনোভবগৃহা পুনঃ।
মহান্ধকারপটলৈরাবৃতা তদ্বিয়োগতঃ ॥২৭
হাহাকারং সর্ব্বলোকে মূর্চ্ছিতো দানবেশ্বরঃ।
ততস্তাং পরমাং মায়াং বিষণ্ণবদনাং পুনঃ ॥২৮
দৃষ্ট্বাহং পরিপপ্রচ্ছ কামাখ্যাং পরিসাদরম্।
কথং শিবে সমায়াতা ত্যক্ত্বা তদ্‌যোনিমণ্ডলম্ ॥২৯
বিষণ্ণবদনা ভূত্বা কামাখ্যে বদ কারণম্।
ত্বং দেবি পরমারাধ্যা স্থীয়তাং মে হৃদি স্বয়ম্।
সর্ব্বং প্রতিকরোম্যেব বিষণ্ণবদনে কথম্ ॥৩০

শ্রীকামাখ্যোবাচ।

বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ পুত্রস্তারামারাধিতুং মুনিঃ।
মদ্‌যোনিমণ্ডলে নাথ স্থারং মে সমুপাগতঃ ॥৩১

সেই বিশ্ববন্দিতা মহাজ্যোতির্ম্ময়ী সর্ব্বপ্রকাশস্বরূপিণী পরমা বিদ্যা কামাখ্যা স্বদেহ-বিনির্গত তেজে নিরন্তর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই তেজে নির্দগ্ধা হইয়া কৈলাসমন্দিরে গমন করিলেন।২৫—২৬

হে পরমেশানি! দেবি! তাঁহার বিয়োগজনিত ফলে সেই মনোভবগৃহা মহা অন্ধকারপটলে আবৃত হইয়া উঠিল।২৭

সর্ব্বলোক হাহাকার করিতে লাগিল এবং সেই দানবেশ্বর মূর্চ্ছিত হইয়া রহিল। তদনন্তর আমি সেই পরমা মায়া কামাখ্যাদেবীকে বিষণ্ণবদনা দর্শন করিয়া আদরপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, হে শিবে! তুমি কেন সেই যোনিমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিলে?২৮—২৯

হে কামাখ্যে দেবি! বদনমণ্ডল তোমার বিষণ্ণ অবলোকন করিতেছি, ইহার কারণ ব্যক্ত কর। হে দেবি! তুমি পরমারাধ্যা, তুমি আমার হৃদয়ে অবস্থান কর, তুমি বিষণ্ণবদন হইলে কেন? আমি সকলই প্রতীকার করিতেছি।৩০

কামাখ্যা কহিলেন, হে নাথ! ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ তারার আরাধনা করিবার জন্য আমার যোনিমণ্ডলে আসিয়াছিলেন।৩১

প্রাতস্তস্মিন্ ব্রাহ্মণো মাং যজতে মানবেশ্বরঃ।
দ্বারপালোঽভবদ্রাজা যাবন্মে পূজনং ভবেৎ।
তাবৎ কোঽপি ন ক্ষমো হি গন্তুং মদ্‌যোনিমণ্ডলম্ ॥৩২
এবং নিত্যং নিয়মিতং নরকেণাসুরেণ চ।
ততস্তং বারয়ামাস নরকো ব্রহ্মনন্দনম্ ॥৩৩
ততস্তেনৈব মুনিনা শাপো দত্তঃ সুদারুণঃ।
শাপং শৃণু মহাদেব কথনে রোদনং মম ॥৩৪
ব্রহ্মাবিষ্ণুসুরেশাদ্যৈঃ কাঙ্ক্ষ্যতে যৎ পরং স্থলম্।
তন্ময়া বিহিতং দেব কো বাপায়োঽস্তি[1] মে বদ ॥৩৫
হিত্বা ত্বং হি ব্রজেতর্হ্যন্যথা[2] চেৎ ক্রিয়তে ত্বয়া।
ব্রহ্মবধোদ্ভবং পাপং সত্যং তেঽদ্য ভবিষ্যতি ॥৩৬
এবমত্র মহাপীঠে জপনাৎ পূজনাদপি।
সিদ্ধির্ন জায়তে কর্হি কালে মদ্বচনাৎ পুনঃ ॥৩৭
এবমেব মুনেঃ শাপাদাগতোঽহং তবান্তিকম্।
কমুপায়ং করিষ্যামি বদ মে করুণাময় ॥৩৮

প্রাতঃকালে মানবপ্রবর ব্রাহ্মণ যখন আমার পূজা করেন সেইসময় আমার যোনিমণ্ডলে কেহই গমন করিতে সমর্থ হয় না।৩২

যে পর্যন্ত আমার পূজা হয়, সেইপর্যন্ত রাজা নরকাসুর দ্বারপালরূপে অবস্থিত করেন। নরকাসুর এইরূপ নিত্য নিয়ম করিয়াছে।৩৩

নরকাসুর সেই সমাগত ব্রহ্মনন্দন বশিষ্ঠকে বারণ করিয়াছিল, সেই হেতু সেই মুনি সুদারুণ অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন। হে মহাদেব! তাহা বলিতে আমার ক্রন্দন আসিতেছে, তুমি অভিশাপ শ্রবণ কর।৩৪

ব্রহ্মাবিষ্ণু সুরগণ সকলেই যে পরম স্থলের আকাঙ্ক্ষা করেন, আমি সেই পরমস্থল কামনা করিয়া বিহিত কার্যই করিয়াছি, ইহাতে আমার কি দোষ হইতে পারে? ।৩৫

আমি এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতেছি। এক্ষণে আমার পূজার অন্যথা করিলে, অতএব ইহার ফলে অদ্য দিবস তোমার ব্রাহ্মণ বধের পাপ স্পর্শ করিবে।৩৬

আর আমার বচনে, এই মহাপীঠে জপ পূজা করিলেও তাহা কোন কালেই সিদ্ধ হইবে না।৩৭

হে করুণাময়! মুনির এইরূপ অভিশাপে আমি তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। ইহার কি উপায় বিধান করিব বল।৩৮

১। কো বা পাপোঽস্তি—ইতি পাঠান্তরম্।

২। ত্বং পরিত্যজ্য গচ্ছামি হন্যথা ক্রিয়তে ত্বয়া। ব্রহ্মঘ্নে যস্তবেঽ পাপং……ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রীঈশ্বর উবাচ ।

এবমুক্ত্বা রুদন্তীং তামাশ্বাস্য চ পুনঃ পুনঃ ।
আগত্যাহং যোনিপীঠে জজাপ কালিকামনুম্ ॥৩৯
শাপোদ্ধারায় দেবেশি তস্মাচ্ছাপাদ্বিমোচিতা ।
কামাখ্যাং স্থাপয়ামাস পূর্ব্ববদ্‌যোনিমণ্ডলে ॥৪০
ততঃ সা পরমা মায়া মহাহর্ষমুপাগতা ।
কলৌ কিন্তু মহেশানি বর্ষাণাঞ্চ শতত্রয়ম্ ।
ব্রহ্মশাপো মহেশানি ফলিষ্যতি সুনিশ্চিতম্ ॥৪১

শ্রীদেব্যুবাচ ।

বশিষ্ঠেন পুরা শপ্তা কামাখ্যা কামবাসিনী ।
নরকস্য প্রসঙ্গেন তৎ সর্ব্বং কথিতং ত্বয়া ॥৪২
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি শাপোদ্ধারস্য তে কথা ।
কথং শাপশ্চ জ্ঞাতব্য-স্তস্যাপি লক্ষণং বদ ।
যচ্ছ্রুত্বা সাধবঃ সর্ব্বে দয়ামেষ্যন্তি সর্ব্বদা ॥৪৩

শ্রীঈশ্বর উবাচ ।

কুমতেঃ পুরভূপস্য রাজ্যনাশো যদা ভবেৎ ।
তদ্দিনাৎ পরমেশানি ব্রহ্মশাপঃ প্রবর্ত্ততে ॥৪৪

ঈশ্বর কহিলেন, এই সকল বাক্য বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। আমি পুনঃ পুনঃ তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া যোনিপীঠে আগমনপূর্ব্বক সেই শাপ বিমোচনের জন্য কালিকামন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম ।৩৯

হে দেবি ! তদ্দ্বারা সেই শাপ হইতে বিমোচিতা করিয়া কামাখ্যাদেবীকে পূর্ব্বের ন্যায় সেই যোনিমণ্ডলে সংস্থাপন করিলাম ।৪০

তদনন্তর সেই পরমা মায়া মহাহর্ষযুতা হইলেন। কিন্তু মহেশানি ! কলিযুগে তিনশত বৎসর ব্রহ্মশাপ নিশ্চয়ই ফলিবে সন্দেহ নাই ।৪১

দেবী কহিলেন, পুরাকালে বশিষ্ঠ ঋষি কামবাসিনী কামাখ্যাদেবীকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নরকাসুরের কথাপ্রসঙ্গে কহিলাম ।৪২

এখন আমি তোমার শাপোদ্ধারের কথা শ্রবণ করিতে বাসনা করি। কিরূপে শাপ জ্ঞাত হওয়া যায় তাহার লক্ষণ বলুন, সাধুগণ যাহা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদাই দয়াপরবশ সদয় হইবেন ।৪৩

ঈশ্বর কহিলেন, যখন দুর্ম্মতি পুরভূপের রাজ্যনাশ হয়, সেইদিন হইতেই ব্রহ্মশাপ প্রবৃত্ত হইয়াছে ।৪৪

ততোঽতীব দুরাচরো কামরূপে ভবিষ্যতি।
প্রজাপীড়া রোগকৃত্যা বহুদোষো ভবিষ্যতি ॥৪৫
সদা যুদ্ধং মহামায়ে সদা দুর্বৃত্তমেব চ।
দেবদানবগন্ধর্ব্বাঃ সদা পীড়াপরায়ণাঃ ॥৪৬
কুপূর্ব্বকুলচন্দ্রেণ মিতে শাকে চ দিবানিশম্।
সৌমারৈশ্চ কুবাচৈশ্চ যবনৈর্যুদ্ধমুল্বণম্ ॥৪৭
ভবিষ্যতি কামপৃষ্ঠে বহুসৈন্যসমাকুলম্।
ততো রণে চ সৌমারং জিত্বা যবন ঈপ্সিতম্ ॥৪৮
বর্ষমেবাকরোদ্রাজ্যং মকরাদির্ম্মহীপতিঃ ॥৪৯
তৎসহায়ং সমাসাদ্য কুবাচঃ স্বীয়রাজ্যভাক্।
বর্ষান্তে যবনং জিত্বা সৌমারো রাজ্যনায়কঃ ॥৫০
কুমারীচন্দ্রকালেন্দৌ গতে শাকে মহেশ্বরি।
কামরূপে পুন যুদ্ধসংযোগঃ সম্ভবিষ্যতি ॥৫১
কামরূপে তথা রাজ্যং দ্বাদশাব্দং মহেশ্বরি।
কুবাচসংগতো ভূত্বা যবনশ্চ করিষ্যতি ॥৫২
ষষ্ঠবর্গপঞ্চমাদিস্ততঃ শরীরমিচ্ছতি।
শামিতব্যং কামরূপং সৌমারৈশ্চ কুবাচকৈঃ ॥৫৩

সেজন্য কামরূপে অতিভয়ঙ্কর দুরাচার সংঘটিত হইবে এবং প্রজাপীড়া, রোগ প্রভৃতি বহু দোষাবহ ব্যাপার উপস্থিত হইবে।৪৫

হে মহামায়ে! নিরন্তর যুদ্ধ ও দুর্বৃত্ততা প্রবর্ত্তিত হইবে। দেবতা দানব ও গন্ধর্ব্বগণ সদাই পীড়িত হইবে।৪৬

২১২ শাকে কামরূপপৃষ্ঠে সৌমারগণের সহিত কুবাচ ও যবনদিগের বহুসৈন্যসঙ্কুল ঘোরতর সংগ্রাম হইবে, সেই সময়ে মকারাদি মহীপতি যবন সৌমারগণকে পরাজিত করিয়া এক বৎসর রাজ্য করিবে।৪৭—৪৯

কুবাচরাজ, তাহাকে সহায়প্রাপ্ত হইয়া নিজরাজ্য প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর এক-বৎসর পর সৌমারগণকে পরাজিত করিয়া বিতারণ পূর্ব্বক রাজ্যনায়ক হইবে।৫০

হে মহেশ্বরি! ৯০১ শাক বিগত হইলে কামরূপে পুনর্ব্বার যুদ্ধ-সংযোগ সংঘটিত হইবে।৫১

তদন্তর কুবাচের সহিত সম্মিলিত হইয়া যবনগণ দ্বাদশ বৎসরকাল কামরূপে রাজত্ব করিবে। তদন্তর কিছুকাল পরে সৌমার ও কুবাচগণের মধ্যে সন্ধি সংঘটিত হইয়া কামরূপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।৫২—৫৩

যবনশ্চ কুবাচশ্চ সৌমারশ্চ তথা প্লবঃ ॥
কামরূপাধিপো দেবি শাপমধ্যে ন চান্যকঃ ॥৫৪
এবমেব বহুবিধং বক্ষ্যে লক্ষণমীশ্বরি।
ক্রিয়তে সকলং স্পষ্টং প্রত্যেকং পরমেশ্বরি ॥৫৫
বশিষ্ঠস্য তপোদাববহ্নিঃ শাম্যতি কামিনি।
ভবিষ্যন্তি চ তরবঃ শালাখ্যপর্ব্বতোপরি ॥৫৬
স্বর্গদ্বারে শিলাপাতে তত্র বৈ পুরসন্নিধৌ।
কামাখ্যা-কমঠে[১] ভগ্নে উর্ব্বশ্যা সদৃশঙ্গমঃ ॥৫৭
ব্রহ্মপুত্রস্য দেবেশি সূক্ষ্মধারা তু তস্য চ।
ষোড়শাব্দে গতে শাকে ভূমহীরিপুচন্দ্রকে।
বিগতা ভবিতা ন্যূনং সৌমার-কামপৃষ্ঠয়োঃ ॥৫৮
ষণ্মাসং তত্র সংস্থায় উত্তরাকালকোষয়োঃ।
গমিষ্যন্তি চ রাজানঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৫৯
কুবাচৈর্যবনৈশ্চান্দ্রৈর্বহুসৈন্যসমাকুলৈঃ।
ত্রিভির্ম্লেচ্ছৈঃ সমাকীর্ণং মহাযুদ্ধং ভবিষ্যতি ॥৬০

শাপকাল মধ্যে যবন কুবাচ সৌমার ও প্লবগণ কামরূপের অধীশ্বর হইয়া রাজত্ব করিবে।৫৪

হে দেবেশি! এইরূপ বহুবিধ লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে পরমেশ্বরি! এই সকল বিষয়ই তুমি প্রত্যক্ষ করিও।৫৫

তদনন্তর বশিষ্ঠের তপোদাববহ্নি প্রশমিত হইবে। শালাখ্য পর্ব্বতোপরি তরুগণের উৎপত্তি হইবে।৫৬

ঐ পুর সন্নিধানে স্বর্গদ্বারে শিলা বৃষ্টি (করকাপাত) হইয়া কামাখ্যার মঠ খণ্ডিত হইবে। উর্ব্বশীসহিত ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম হইয়া ঐ নদের ধারা সৌমার (বর্তমান সুর্মাভ্যালী) ও কামাখ্যাতে ১৬৩১ শকাব্দের পর সূক্ষ্ম হইয়া যাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।৫৭

তথায় ছয়মাস অবস্থানপূর্ব্বক বহুসৈন্যসমাকুল চান্দ্র যবন ও কুবাচগণের সহিত যুদ্ধ-বিশারদ রাজগণ উত্তরাকাল ও কোষদেশে গমন করিবে।৫৮

তথায় তিনজন ম্লেচ্ছের সহিত বহুসৈন্যসমাকুল এক মহাভয়ঙ্কর সংগ্রাম সংঘটিত হইবে।৫৯

১। কামাখ্যায়া মঠে ইতি পাঠান্তরম্।

৯

অশ্বমুণ্ডৈর্নরমুণ্ডৈর্গজমুণ্ডৈর্বিশেষতঃ।
লোহিত্যো রক্তপূর্ণশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৬১
তদৈব পরমা মায়া যোগিনীগণবন্দিতা।
কামাখ্যা বর্ণকশ্যামা বলিহস্তা হসন্মুখী ॥৬২
ললজিহ্বা মুণ্ডমালা দিগ্বস্ত্রা পরমাস্থিতা।
পর্ব্বতাগ্রং সমাশ্রিত্য রক্তপানং করিষ্যতি ॥৬৩
ততঃ কুবাচো যবনং হিত্বা সৌম্যবিনাশিতঃ।
করতোয়ানদীং যাবৎ করিষ্যতি মহদ্রণম্ ॥৬৪
দশাহং তত্র সংস্থায় যাস্যন্তি পুনরালয়ম্।
ততো বিপ্রো নৃপো ভূত্বা কামরূপনিবাসিনঃ।
করিষ্যতি জনান্ দেবি জপপূজাদি-তৎপরান্ ॥৬৫
এবং বর্ষত্রয়ং রাজ্যং কৃত্বা দণ্ডী দ্বিজো নৃপঃ।
ভবিষ্যতি মহামায়ে যোনিমণ্ডলসন্নিধৌ ॥৬৬
ততো দ্বাদশদলে নাভিঃ কল্পতে পূর্ব্বভূমিপঃ।
ঐশানীমাগতঃ কামানেকচ্ছত্রং করিষ্যতি।
তদ্রাজ্যং সকলং দেবি ধর্ম্মেণ পালয়িষ্যতি ॥৬৭

সেই যুদ্ধে অশ্বমুণ্ড, নরমুণ্ড ও গজমুণ্ড ছিন্ন হইয়া ধরাতল লোহিত শোণিতে পরিপূর্ণ হইবে।৬১

তখন যোগিনীগণবন্দিতা, শ্যামবর্ণা, দিগ্‌বসনা, লোলজিহ্বা বলিহস্তা ও হাস্যোন্মুখী পরমামায়া কামাখ্যা পর্ব্বতাগ্র আশ্রয় করিয়া রক্তপান করিবেন।৬২—৬৩

তদনন্তর কুবাচগণ সৌমগণকে বিনাশিত করিয়া, যবনগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক করতোয়া নদ পর্যন্ত ভূভাগে মহাযুদ্ধ করিবে।৬৪

তথায় দশ দিবস অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার নিজালয়ে গমন করিবেন। কামরূপনিবাসী বিপ্রগণ রাজা হইয়া, জনগণকে জপ পূজাদি তৎপর ও অনুরক্ত করিবেন।৬৫

দণ্ডী বিপ্র নরপতি হইয়া এইরূপে তিন বৎসর রাজত্ব করিয়া যোনিমণ্ডল সন্নিধানে অবস্থিতি করিবেন।৬৬

তদন্তর পূর্ব্বভূমিপতি ঈশানদিক্ হইতে আগমন করিয়া দ্বাদশদলে নাভিকল্পনা এবং কামরূপে একচ্ছত্রের অন্তর্গত করিবেন। হে দেবি! তখন তিনি ধর্ম্মানুসারে এই রাজ্য পরিচালন করিবেন।৬৭

তৎপত্নী শ্যামবর্ণা স্যাৎ সদারাধিতপার্ব্বতী।
বিনীতং[১] তনয়ং সাধ্বী রাজানং রাজপুত্রকম্ ॥৬৮
তজ্জন্মদিবসাদ্দেবি যাবৎ স্যাদ্দ্বাদশং দিনম্ !
তাবৎ স্পর্শাচলে স্পর্শমণিরাবির্ভবিষ্যতি ॥৬৯
তেনৈব ধনিনঃ সর্ব্বে কামরূপনিবাসিনঃ।
ভবিষ্যন্তি তদৈব স্যাদ্ বশিষ্ঠশাপমোচনম্ ॥৭০
ততস্তেজাংসি ভূয়াংসি কামাখ্যাযোনিমণ্ডলে।
কামাখ্যাসন্নিধানে চ ভবিষ্যতি কলৌ যুগে ॥৭১
মন্ত্রসিদ্ধিশ্চ ভবিতা তদৈব যোনিমণ্ডলে।
যথোক্তফলদা দেবি কামাখ্যা হি ভবিষ্যতি ॥৭২
জড়ীভূতা ব্রহ্মশাপাদ্ বর্ষাণাঞ্চ শতত্রয়ম্।
কামাখ্যা দেববন্দ্যাঙ্ঘ্রি-কমলা লজ্জিতা স্বয়ম্ ॥৭৩
পূর্ব্ববৎ সকলং দেবি ততস্তু সংভবিষ্যতি।
এবং কামপরিত্রাণং সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া।
কিং শ্রোতব্যমিতো দেবি গিরিজে কথ্যতাং ত্বয়া ॥৭৪

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্র্যে দ্বাদশঃ পটলঃ।

তাঁহার পত্নী শ্যামবর্ণা সাধ্বী হইয়া সততই পার্ব্বতীর আরাধনা করিবেন। সেই সতী এক বিনীত রাজতনয় প্রসব করিবেন।৬৮

হে দেবি! তাহার জন্ম-দিবস হইতে দ্বাদশদিনে স্পর্শাচলে স্পর্শমণির আবির্ভাব হইবে।৬৯

তদ্দ্বারা কামরূপনিবাসী সকলেই ধনসম্পদশালী হইবে। হে দেবি! তখন বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক দেবীর প্রতি শাপমোচন হইবে।৭০

তদনন্তর কামাখ্যার যোনিমণ্ডলে প্রভূত তেজের আবির্ভাব হইবে। কলিযুগে তখন কামাখ্যার সন্নিকটে যোনিমণ্ডলে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। এবং কামাখ্যা যথাযথ ফলপ্রদানকারিণী হইবেন।৭১—৭২

দেবগণ যাঁহার চরণকমল বন্দনা করেন, সেই কামাখ্যাদেবী তিনশত বৎসর ব্রহ্মশাপে জড়ীভূতা হইয়া থাকিয়া, আপনি লজ্জিতা হইলেন।৭৩

হে দেবি! সকলই পূর্ব্ববৎ ফলসিদ্ধিপ্রদা হইবে। হে গিরিজে! দেবি! এই আমি তোমাকে কামরূপের পরিত্রাণ কথা সংক্ষেপে কহিলাম, যদি তোমার এক্ষণে আর কোন কিছু শুনিবার থাকে তবে তাহা তুমি বল।৭৪

ইতি সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তম শ্রীযোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্র্যে দ্বাদশ পটল সমাপ্ত।

১। সন্নিভং ইতি চ পাঠঃ।

ত্রয়োদশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

দেবেশ পরমেশান সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বপূজিত।
ক্ব গচ্ছসি মহানাথ কৃপয়া বদ শঙ্কর ॥১

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

কোচাখ্যানে চ দেশে চ যোনিগর্ত্তসমীপতঃ।
সাধ্বী সতী ব্রাহ্মিকা হি রেবতী জলবিস্মৃতা ॥২
ম্লেচ্ছদেহোদ্ভবা যা তু যোগিনী সুন্দরী মতা।
তৎকুচৌ কঠিনৌ স্কন্দৌ যোনৌ তস্যাশ্চ পীনতা ॥৩
ভিক্ষাচারপ্রসঙ্গেন গচ্ছামি চ দিবানিশম্।
তৎসন্নিধৌ মহেশানি ত্বয়া মে মরণং মহৎ ॥৪

শ্রীদেব্যুবাচ।

কুত্রাসীৎ কিং তপস্তপ্তং কথং প্রাপ্তং মহীতলম্।
ত্বয়া সার্দ্ধং রতির্যস্যা নাল্পস্য তপসঃ ফলম্ ॥৫
তথাপি চ কৃপা তস্যাং লক্ষ্যতে মহতী ময়া।
ইদানীং কিমভূৎ সা হি কৃপয়া পরয়া বদ ॥৬

দেবি কহিলেন, হে পরমেশান! সর্ব্বজনপূজিত সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর! আপনি কোথায় কোথায় গমন করেন তাহা কৃপা করিয়া আমাকে বলুন।১

ঈশ্বর কহিলেন, যোনিগর্ত্তের সান্নিধানে কোচ নামে এক দেশ আছে, তথায় ব্রাহ্মিকা সাধ্বী সতী জলবিস্মৃতা ম্লেচ্ছদেহোদ্ভবা রেবতী যোগিনী নামে এক সুন্দরী রমণী ছিলেন।২

তাহার কুচযুগল কঠিন এবং যোনিমণ্ডল পীন, আমি ভিক্ষাচারপ্রসঙ্গে দিবানিশি তাহার নিকট গমন করি। হে মহেশানি! তোমার নিকটে আমার এ সকল কথা মহৎ মরণতুল্য বোধ হইতেছে।৩—৪

দেবী কহিলেন, সেই রমণী কোথায় ছিল, সে কিরূপ তপস্যা করিয়াছিল, কিরূপে সে মহীতল প্রাপ্ত হইল? হে দেব! তোমার সহিত যাহার রতিক্রিয়া তাহার তপের ফল নিতান্ত নগণ্য নহে। তাহার প্রতি আপনার মহতী কৃপা লক্ষ্য করিতেছি। হে নাথ! এক্ষণে তিনি কি হইয়াছেন? কৃপাপূর্ব্বক আমাকে তাহা বলুন।৫—৬

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

নগেন্দ্রতনয়ে বালে শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে।
তৎ সাধ্বীচরিতং কিঞ্চিৎ কথয়ামি শুচিস্মিতে ॥৭
রাসক্রীড়া কৃতা সার্দ্ধমেকাম্রকাননে মুদা।
বেদাঙ্গসম্ভবা সাধ্বী যোগিনী সা সুরী মতা ॥৮
নাভূত্তস্যাঃ সুতৃপ্তির্মে মৎক্রিয়ায়াং নগাত্মজে।
মামাপ্তুমুৎকটং তপ্তং স্থিরং মে ক্ষেত্রকামদা ॥৯
একাম্রগহনে দেবি পর্ব্বতে তীর্থসংকুলে।
তত্রৈকো ব্রাহ্মণো যাতো ভিক্ষার্থং তামুবাচ হ ॥১০
ন দত্তমুত্তরং তস্মৈ ভিক্ষা তিষ্ঠতু দূরতঃ।
ততঃ শশাপ বিপ্রস্তাং ম্লেচ্ছতাং যাহি দুর্ম্মদে ॥১১
ইত্যুক্তা স যযৌ বিপ্রো ম্লেচ্ছত্বং প্রাপ যোগিনী।
অতোঽর্থিনং সমর্থশ্চেৎ যাচিতং ন দদাতি চেৎ ॥১২
স দুর্গতিমবাপ্নোতি সমর্থো বিনয়ং চরেৎ।
তস্যাস্তু তপসা দেবি ক্রীতোঽহমভবম্ সদা ॥১৩

ঈশ্বর কহিলেন, হে নগেন্দ্রনন্দিনি! আমার প্রাণবল্লভে বালে! হে শুচিস্মিতে! সেই সাধ্বীর চরিতাখ্যান যৎকিঞ্চিৎ বলিব, এক্ষণে তুমি তাহা শ্রবণ কর।৭

তিনি হৃষ্টচিত্তে একাম্রকাননে আমার সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। তিনি বেদাংগসম্ভবা যোগিনী, সুরী (দেবী) ছিলেন। হে নগনন্দিনি! আমার সহিত রতিক্রিয়ায় তাঁহার সুতৃপ্তি হয় নাই। তিনি আমার নিমিত্ত উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন। এই যোগিনী আমার ক্ষেত্রকামদায়িনী ছিলেন।৮—৯

হে দেবি! একাম্রকাননে তীর্থসংকুল পর্ব্বতে তিনি তপনিরতা আছেন, এমন সময়ে ভিক্ষা করিবার জন্য এক ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিলেন।১০

ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, তিনি তাঁহার কথার উত্তর পর্য্যন্ত প্রদান করিলেন না। তাহাতে ঐ বিপ্র, রে দুর্ম্মদে! তুমি ম্লেচ্ছা হও, বলিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন।১১

এই বাক্য বলিয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন; যোগিনী ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অতএব হে দেবি! সমর্থ ব্যক্তি যাচিত হইয়া যদি যাচককে যথাশক্তি দান না করে, তাহা হইলে সে অবশ্যই দুর্গতিপ্রাপ্ত হয়।১২

সমর্থ ব্যক্তি যাচকের প্রতি বিনীত আচরণ করিবেন। হে দেবি! আমি তাঁহার তপস্যায় সততই ক্রীত রহিয়াছি।১৩

অতস্তয়া রতির্যাতা মম কামিনী সর্ব্বদা।
তস্যাঃ পুত্রো বেন্দুসিংহো মদৌরসসমুদ্ভবঃ ॥১৪
একেন জিতবান্ কামান্ সৌমারান্ গৌড়পঞ্চমান্।
বিনির্জ্জিত্য নৃপান্ সর্ব্বান্ একঃ শ্রীমান্ মহামতিঃ ॥১৫
তস্যাপি বহবঃ পুত্রাঃ পৃথিবীপরিপালকাঃ।
কুবাচা ধার্ম্মিকাঃ সর্ব্বে রাজানো যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ॥১৬
তেঽপি ত্বং স বেন্দুসিংহো[১] যোগমাশ্রিত্য বিহ্বলে।
তিষ্ঠদ্ ব্যক্তরূপেণ পদমাকল্পমম্বিকে ॥১৭
কালাৎ সা মাধবী দেবী মদ্দেহে লীনতাং গতা ॥১৮
যথা জায়া নন্দিমাতা তথেয়ং যোগিনী মতা।
যথা পুত্রো ভৃঙ্গরীটস্তথা বেন্দুর্ম্মমাত্মজঃ ॥১৯
বেন্দুসিংহোঽপি কল্পান্তে পরাং সিদ্ধিমবাপ্স্যতি ॥২০
তদ্বংশজাস্তু রাজানঃ সর্ব্বে কৈলাসবাসিনঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো গণেশাঃ সর্ব্বশালিনঃ ॥২১

এইজন্যই তাঁহার সহিত আমার সর্ব্বদা রতিভাব সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাঁহার গর্ভে আমার ঔরসে বেন্দুসিংহ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়।১৪

সেই মহামতি বেন্দুসিংহ একাকী সৌমারগণকে এবং গৌড়পঞ্চমগণকে ও সমুদায় নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া, এক শ্রীমান্ ও প্রধান নৃপতি হইয়াছিল।১৫

সেই বেন্দুসিংহের পৃথিবীপালক বহু পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে কুবাচগণ সকলকেই ধার্ম্মিক রাজা ও যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ বীরযোদ্ধা হইয়াছিল।১৬

হে বিহ্বলে! অম্বিকে! সেই বেন্দুসিংহ যাগাশ্রয়পূর্ব্বক কল্পকাল পর্য্যন্ত অব্যক্তরূপে অবস্থান করিতেছে।১৭

হে অম্বিকে! সেই মাধবীদেবী কালধর্ম্মানুসারে, আমার দেহে লীন হইয়াছিল।১৮

নন্দিমাতা আমার যেরূপ জায়া, এই যোগিনীও তদ্রূপ জানিবে। ভৃঙ্গরীট আমার যেরূপ পুত্র, এই বেন্দুসিংহও সেইরূপ জানিও।১৯

বেন্দুসিংহও কল্পান্তকালে পরমাসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।২০

তাহার বংশজাত রাজগণ সকলেই কৈলাসবাসী মহাত্মা হইবে এবং সর্ব্বসমৃদ্ধিশালী গণেশ্বর হইবে। তাহারা রূপযৌবনসম্পন্ন দেবকন্যাগণের সহিত ভৈরবগণের ন্যায় আনন্দে বিহার করিয়া থাকে।২১—২২

১। তেঽপি সর্বে বেন্দুসিংহে…তিষ্ঠন্তো…॥ ইতি পাঠান্তরম্।

রূপযৌবনসম্পন্নৈ র্দেবকন্যাগণৈঃ সহ।
বিহরন্তি সদা দেবি ক্রীড়ন্তে ভৈরবা যথা ॥২২
যদা যদা ব্রহ্মশাপঃ কামাখ্যায়াং ভবেৎ পুনঃ।
তদা তদাবতীর্য্যাসৌ স্বস্য কামস্য পালকঃ।
তথা তদ্বংশজাঃ সর্ব্বে ভবেয়ুঃ কামপালকাঃ ॥২৩
কল্পান্তমেবং দেবেশি যাবচ্ছাপো বিমুচ্যতে।
তাবদেব মহামায়ে তদ্বীর্য্যে ক্রীড়িতা ধ্রুবম্ ॥২৪
কল্পমেবং মহেশানি কলৌ বর্ষশতত্রয়ম্।
প্রাণাশ্চ পরমেশানি[১] ভুঙ্‌ক্তে শাপং পরাত্মিকা ॥২৫
কামাখ্যা হি মহামায়ে তদন্তে সফলং ভবেৎ।
এবন্তে কথিতং দেবি ব্রহ্মশাপবিমোচনম্ ॥২৬
কামাখ্যায়া[২] মহেশানি সাফল্যেন ময়া ধ্রুবম্।
তাবদ্‌যস্য ব্রহ্মশাপো নিষ্কৃতিস্তস্য দূরতঃ ॥২৭
তক্ষকেণাপি দষ্টস্য প্রতিকারো হি তৎক্ষণাৎ।
ব্রহ্মশাপপ্রসক্তস্য কল্পান্তে স্যাৎ প্রতিক্রিয়া ॥২৮
নরকান্নিষ্কৃতির্নাস্তি তস্যাভাবান্ন সংশয়ঃ।
এবং তদ্বংশজাঃ সর্ব্বে পীড্যন্তেঽহর্নিশং প্রিয়ে ॥২৯

যখন-যখন কামাখ্যায় পুনঃ ব্রহ্মশাপ হইবে, তখন-তখনই ঐ বেন্দুসিংহ অবতীর্ণ হইয়া আপনার কামরূপ পালন করিবে। তদ্বংশীয়গণ সকলেই কামরূপপালক হইবে।২৩

আর কল্পান্ত প্রলয়কাল পর্য্যন্ত যতকাল শাপমোচন না হয় ততদিন হে মহামায়ে! তোমারই প্রভাবে তাহারা ক্রীড়া করিবে। হে মহেশানি! কলিতে তিনশত বৎসরে এইরূপ কল্প হয়। হে পরমেশ্বরি! মহামায়ে! শঙ্করি! পরমাত্মিকা কামাখ্যা বিপ্রশাপ ভোগ করিতেছেন।২৪—২৫

শাপকাল অবসানে তাঁহার সকলই সফল হইবে। হে দেবি! আমি তোমাকে কামাখ্যায় শাপবিমোচনবৃত্তান্ত সকলই বর্ণন করিলাম। হে ঈশানি! ব্রহ্মশাপ যাহার ঘটিয়াছে তাহার নিষ্কৃতি (মুক্তি) দূরে অবস্থিত।২৬—২৭

তক্ষক দংশন করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মশাপগ্রস্ত ব্যক্তির কল্পান্ত না হইলে ঐ শাপের প্রতিকার (নিবারণ) হয় না।২৮

হে দেবি! প্রলয় ব্যতিরেকে তাহার নিষ্কৃতি নাই। হে প্রিয়ে! ব্রহ্মশাপগ্রস্ত

১। প্রাণেশ্বরি পরেশানি—ইতি পাঠান্তরম্।
২। কামাখ্যা বা মহেশানি সাফল্যেন ময়া ধ্রুবম্।

নানাবিধমহোৎপাতৈ র্যাবৎ স্যাৎ সাপ্তপৌরুষম্ ।
তস্মাত্তু ব্রাহ্মণং দেবি নাবমন্যেত কুত্রচিৎ ॥৩০
সর্ব্বদেবময়ো বিপ্রো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ ।
ব্রহ্মতেজঃসমুদ্ভূতঃ সদা প্রাকৃতিকো দ্বিজঃ ॥৩১
ব্রাহ্মণৈর্ভুজ্যতে যত্র তত্র ভুঙ্‌ক্তে হরিঃ স্বয়ম্ ।
তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ খেচরা ঋষয়ো মুনিঃ ॥৩২
পিতরো দেবতাঃ সর্ব্বে ভুঞ্জন্তে নাত্র সংশয়ঃ ।
সর্ব্বদেবময়ো বিপ্রস্তস্মাত্তং নাবমানয় ॥৩৩
ব্রাহ্মণঞ্চ কুমারীঞ্চ শক্তিমগ্নিং শ্রুতিঞ্চ গাম্ ।
নিত্যমিচ্ছন্তি তে দেবা যজিতুং কর্ম্মভূমিষু ॥৩৪
পূজিতৈকা কুমারী চেদ্ দ্বিতীয়ং পূজনং ভবেৎ ।
কুমারীপূজনফলং ময়া বক্তুং ন শক্যতে ॥৩৫
কুমার্য্যঃ শক্তয়শ্চাপি সর্ব্বমেতচ্চরাচরম্ ।
একা চেদ্ যুবতী দেবী পূজিতা স্বাত্মলোকিতা ।
সর্ব্বা এব পরাদেব্যঃ পূজিতাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ ॥৩৬

ব্যক্তির বংশধরগণও সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত বিবিধ উৎপাতে অহর্নিশি প্রপীড়িত হইয়া থাকে। হে দেবি! সেজন্য ব্রাহ্মণের কখনই অবমাননা করিবে না।২৯—৩০

ব্রাহ্মণ সর্ব্বদেবময় এবং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবস্বরূপ। দ্বিজগণ যদিও প্রাকৃতিক অর্থাৎ পঞ্চভূতময়, তথাপি তাঁহারা ব্রহ্মতেজ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন।৩১

যেখানে ব্রাহ্মণগণ ভোজন করেন, সেখানে স্বয়ং হরি ভোজন করিয়া থাকেন এবং তথায় ব্রহ্মা, রুদ্র, খেচরগণ, ঋষিগণ, মুনিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ সকলেই ভোজন করেন, ইহাতে আর সংশয় বা সন্দেহ নাই। অতএব হে দেবি! ব্রাহ্মণ সর্ব্বদেবময়, অতএব তুমি কখনই তাঁহাদের অবমাননা করিও না।৩২—৩৩

হে দেবি! দেবগণ সততই কামনা করেন যে, কর্ম্মভূমিতে ব্রাহ্মণ, কুমারী, শক্তি, অগ্নি, শ্রুতি এবং গো এই সকলের নিত্যই পূজা হউক।৩৪

যদি নরগণ একটি কুমারীর পূজা করে তাহারও মহৎফল হয়। হে দেবি! কুমারীপূজনের ফলমাহাত্ম্য ভাষায় বর্ণন করিতে আমিও সম্পূর্ণ সক্ষম নই।৩৫

হে অম্বিকে! কুমারীগণ ও শক্তিগণ এই স্থাবর জঙ্গম চরাচর বিশ্বজগৎস্বরূপ। হে দেবি! যদি একটি যুবতীরও পূজা করা যায়, তাহা হইলেও তাহাতেই সমস্ত দেবীগণই পূজিতা হইয়া থাকেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।৩৬

হুতমেকগুণং বহ্নৌ দত্তমেকগুণং দ্বিজে।
লভ্যতে কোটিগুণিতং বিশ্বাসান্নাত্র সংশয়ঃ।
অবিশ্বাসে শতগুণং ফলমেব সুনিশ্চিতম্ ॥৩৭
গোগ্রাসং পাবনং লোকে সর্ব্বপাপনিকৃন্তনম্।
কুমার্য্যৈ চৈব যদ্দত্তং তথা শক্ত্যৈ মহেশ্বরি ॥৩৮
ন নশ্যতি কদাপি তৎ কল্পকোটিশতাযুতৈঃ।
ধর্ম্মযোনি র্হি তে দেবা ধর্ম্মো যজ্ঞাদিকো মতঃ ॥৩৯
পরলোকে মহাবন্ধু র্ধর্ম্মো হ্যত্র ন সংশয়ঃ।
কর্ম্মণ্যেব কৃতে দেবি বৈদিকে বহুজন্মনি।
ততশ্চাগমকে ধর্ম্মে ধর্ম্মেণৈব প্রবর্ত্ততে ॥৪০
তত্র সম্প্রাপ্যতে মুক্তিঃ কর্ম্মবন্ধবিনাশিনী।
ততস্তু বহুজন্মান্তে জ্ঞানমাসাদ্য মুচ্যতে ॥৪১
কর্ম্মণা লভ্যতে ভক্তির্ভক্ত্যা জ্ঞানমুপালভেৎ।
জ্ঞানান্মুক্তির্মহাদেবি সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ॥৪২
জ্ঞানভাবে সমুৎপন্নে সংপ্রাপ্য জ্ঞানমুত্তমম্।
তদা যোগী বিমুক্তঃ স্যাদিত্যাহ ভগবান্ শিবঃ ॥৪৩
ন কর্ম্মণঃ সমারম্ভান্নৈস্ফলং পুরুষোঽশ্নুতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম মহামায়ে সর্ব্বদা সমুপাচরেৎ ॥৪৪

বিশ্বাস সহকারে বহ্নিতে একগুণ হোম এবং বিপ্রগণকে একগুণ দান করিলে কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। অবিশ্বাস করিয়াও হোম ও দান করিলে, এবং দৃঢ় প্রত্যয় না থাকিলেও শতগুণমাত্রায় ফলপ্রাপ্ত হয়—ইহা সুনিশ্চিত জানিবে।৩৭

হে মহেশ্বরি! ইহলোকে গোগ্রাস দান পরম পবিত্র কর্ম্ম, তদ্দ্বারা সমস্ত পাপ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া যায়। কুমারীকে ও শক্তিকে যাহা দেওয়া, যায় কল্পকোটি-শতাযুত বৎসরেও তাহা বিনষ্ট হয় না। দেবগণই ধর্ম্মযোনি, যজ্ঞাদিই ধর্ম্ম, পরলোকে ধর্ম্মই মহাবন্ধু, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।৩৮—৩৯

হে দেবি! বহুজন্ম বৈদিককর্ম্ম করিয়া তারপর আগমধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। তাহাতে কর্ম্মবন্ধবিনাশিনী মুক্তি প্রাপ্তি হওয়া যায়। আগমধর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়া বহুজন্মান্তে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ হইবে।৪০—৪১

কর্ম্ম দ্বারা ভক্তি, ভক্তি দ্বারা জ্ঞান, জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। হে মহাদেবি! আমি তোমাকে ইহা সত্য সত্যই কহিলাম।৪২

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন, যখন জ্ঞানভাব উৎপন্ন হয় তখন যোগিগণ উত্তম জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।৪৩

কর্ম্ম করিলে পুরুষগণ নিস্ফলতা লাভ করে না, তাহার ফলপ্রাপ্তি অবশ্যই হইয়া থাকে। হে মহামায়ে! সেই কারণে সর্ব্বদা কর্ম্ম আচরণ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।৪৪

বৈদিকং তান্ত্রিকং বাপি যদি ভাগ্যেন লভ্যতে।
ন বৃথা গময়েৎ কালং দ্যূতক্রীড়াদিনা সুধীঃ ॥৪৫
গময়েদ্ দেবতাপূজা-জপযজ্ঞস্তবাদিনা।
দ্বিবিধঞ্চৈব তৎ কর্ম্ম বাহ্যান্তরবিভেদতঃ ॥৪৬
বাহ্যঞ্চানিয়মাসক্তং মানসং ন তথা পুনঃ।
অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি যত্র কুত্র স্থলেঽপি বা ॥৪৭
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ বাপি যদ্বা যদ্বা বরাননে।
কুর্য্যাচ্চ মানসং ধর্ম্মং ন দোষো মানসে ক্বচিৎ ॥৪৮
সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং শ্রেষ্ঠং জপযজ্ঞং মহেশ্বরি।
জপযজ্ঞো মহেশানি মৎস্বরূপো ন সংশয়ঃ ॥৪৯
জপযজ্ঞে হি তিষ্ঠেদ্ যো বাহ্যে বা চান্তরেঽপি বা।
সর্ব্বদা পরমেশানি জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥৫০
বৈদিকাস্তান্ত্রিকা যে যে ধর্ম্মাঃ সন্তি মহেশ্বরি।
সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥৫১
গ্রহভূতপিশাচাদ্যা যক্ষরক্ষোগণাশ্চ যে।
ব্যাঘ্রাদ্যা জন্তবো দেবি তথৈব কুপিতান্তরাঃ ॥৫২

যদি ভাগ্যবশে বৈদিক বা তান্ত্রিক কর্ম্ম করিতে পারে, তবে সুধীগণ দ্যূত-ক্রীড়াদি দ্বারা কালাতিপাত করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না।৪৫

দেবতাপূজা, জপ, যজ্ঞ ও স্তবাদি দ্বারা কাল যাপন করিবেন। কর্ম্ম দ্বিবিধ বাহ্য ও আন্তরিক।৪৬

বাহ্যকর্ম্ম অনিয়ম দ্বারা করিতে পারা যায় না। কিন্তু মানসিক বা আন্তরিক কর্ম্ম সেরূপ নহে। অশুচিই হউক বা শুচিই হউক, আর যে কোনও স্থলে অবস্থিতি করিয়াই হউক, চলিতে চলিতেই হউক অথবা যে কোন কর্ম্ম করিতে করিতেই হউক, মানসধর্ম্মের আচরণ করিবে। কারণ মানসকর্ম্মে কোন আচার দোষ নাই।৪৭—৪৮

হে মহেশ্বরি। জপযজ্ঞ সকল কর্ম্ম হইতেই শ্রেষ্ঠ; জপযজ্ঞ আমার স্বরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই।৪৯

বাহ্যেই হউক বা অন্তরেই হউক, যে মানব জপযজ্ঞে নিয়মাসক্ত হয়, তাহাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া জানিবে, ইহাতে সংশয় করিও না।৫০

হে দেবি! বৈদিক বা তান্ত্রিকই হউক, জগতীতলে যে-যে ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে সে সকল জপযজ্ঞের এক ষোড়শাংশ হইবে না।৫১

গ্রহ, ভূত, পিশাচ, যক্ষ ও রক্ষগণ, ব্যাঘ্রাদি কুপিতান্তর হিংস্রজন্তুগণ,

ডাকিন্যো গুহ্যকাশ্চৈব গন্ধর্বাশ্চ সরীসৃপাঃ।
দানবা ভৈরবা দুষ্টা যে বৈ শ্মশানবাসিনঃ ॥৫৩
কেঽপি নেক্ষন্তে[১] তং দেবি জাপিনং ভয়বিহ্বলাঃ।
ন স্পৃশন্তি চ পাপানি কদাপি সাধকং প্রিয়ে ॥৫৪
ফলমেতদ্বাচিকস্য জপস্য পরকীর্ত্তিতম্।
তস্মাচ্ছতগুণোপাংশুঃ সহস্রো মানসো মতঃ ॥৫৫
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্বাচা বাচিকো জপ ঈরিতঃ।
কিঞ্চিৎ সুশ্রবণোপেত উপাংশুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৫৬
নিজকর্ণগোচরো যো মানসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বাচিকস্তু জপো বাহ্যো মানসোঽভ্যন্তরো মতঃ ॥৫৭
উপাংশুর্মিশ্র এব স্যাৎ ত্রিবিধোঽয়ং জপঃ স্মৃতঃ।
জপেন দেবতা নিত্যং স্তুয়মানা প্রসীদতি ॥৫৮
প্রসন্না বিপুলান্ কামান্ দদ্যান্মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীম্।
সাধনঞ্চ জপশ্চৈব ধ্যানঞ্চৈব বরাননে।
নাল্পেন তপসা দেবি কেনাপি কুত্র লভ্যতে ॥৫৯

ডাকিনীগণ, গুহ্যকগণ, গন্ধর্বগণ, সরীসৃপগণ, দানবগণ, ভৈরবগণ এবং শ্মশাননিবাসী দুষ্টগণ।৫২—৫৩

কেহই ভয়বিহ্বল হইয়া জপকারী ব্যক্তিকে দর্শন করিতে পারে না। হে প্রিয়ে! পাপসকল সাধকব্যক্তিকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না।৫৪

আমি তোমার নিকট বাচক জপের ফল কীর্ত্তন করিয়াছি। উপাংশু জপে তাহার শতগুণ, মানসিক জপে তাহার সহস্রগুণ ফললাভ হয়।৫৫

বাক্য দ্বারা মন্ত্রের উচ্চারণ করিলে তাহাকে বাচিক জপ, অল্পোচ্চারিত অর্থাৎ অন্যলোকের শ্রবণের অযোগ্যরূপে অর্থাৎ শ্রুতিগোচর না হয় তদ্রূপ জপই উপাংশু জপ এবং যাহা নিজের কর্ণগোচর না হয় তাহাই মানসিক জপ; বাচিক জপই বাহ্যজপ এবং মানসিক জপকে আভ্যন্তর জপ এবং উপাংশু জপকে মিশ্র জপ কহে, এইরূপে জপ তিন প্রকার। জপ দ্বারা স্তুয়মান দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া বিপুল অভিলষিত বিষয় এবং পরিশেষে শাশ্বতী মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। হে বরাননে! সাধন, জপ ও ধ্যান, এসব স্বল্প তপস্যা দ্বারা কোথাও কিছু লভ্য নহে।৫৬—৫৯

১। নেচ্ছন্তি ইতি পাঠান্তরম্।

যদি ত্যক্তেন দেবেশি বহুজন্মার্জ্জিতেন চ।
প্রাপ্যতে যত্র তচ্চেত্তু জন্মনাপ্যেকমোক্ষভাক্ ॥৬০
ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ যৎ প্রোক্তং সমাধিস্তৎ প্রকীর্ত্তিতে।
ইত্যেবং কথিতং রম্যং সমাসেন মহেশ্বরি।
ইতঃ পরং মহাদেবি কিং পুনঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৬১

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রো ত্রয়োদশঃ পটলঃ সমাপ্তঃ।

হে দেবেশি! যদি বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে সেই সকল প্রাপ্ত হওয়া যায় তবে একজন্মেই মোক্ষলাভ হইতে পারে।৬০

ব্রহ্মজ্ঞান যাহা বলিয়াছি তাহা সমাধি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। হে মহাদেবি! এই আমি তোমাকে সংক্ষেপে মনোরম গুহ্যবিষয় সমূহ কহিলাম। অতঃপর তোমার আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয় তাহা আমাকে বল।৬১

ইতি সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তম শ্রীযোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রে ত্রয়োদশ পটল সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

ভো দেব পরমানন্দ মহাযোগেশ্বর প্রভো।
শুশ্রূষা যত্র মে দেব কৃপয়া কথ্যতাং গুরো ॥১
শ্রুতং বিপ্রস্য চরিতং রেতসম্ভে সনাতন।
প্লবশ্চ যবনশ্চৈব সৌমারশ্চ মহেশ্বর ॥২
তেষাং রেতঃসমুদ্ভূতা ম্লেচ্ছাস্তে কামপালকাঃ।
কথং জাতা মহাদেব বদ মে করুণাময় ॥৩

শ্রীঈশ্বর উবাচ

শাল্বপুত্রাশ্চ বাহ্লীকা মৃতাঃ কৌরবসংযুগে।
নান্যো বংশধরঃ কশ্চিত্তদ্বংশে তু ত্রিলোচনে ॥৪
তদা বাহ্লীকরমণী কীর্ম্মির্গুণবতী শুভা।
যুবতী সুন্দরী রম্যা তপঃশীলা মহামতিঃ ॥৫
পুত্রেচ্ছয়া গতা কাশীং তপস্তেপে দিবানিশম্।
স্থিত্বা বিশ্বেশ্বরাগ্রে তু দ্বারে মে মুক্তিমণ্ডপে ॥৬
তদা বলিসুতো বাণো মহাকালো মহাবলঃ।
তদ্দ্বারপালকো দেবি শুশুভে তাং নিরীক্ষ্য চ ॥৭
মদধিকারমাদায় ভৈরবঃ কামমোহিতঃ।
কপালমালী মদিরামোদিতোম্মত্তবেশবান্ ॥৮

দেবী কহিলেন, হে পরমানন্দদেব মহাযোগেশ্বর প্রভো! আমি যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক তাহা কীর্ত্তন করুন।১

হে সনাতন! গুরো! আমি বিপ্রচরিত এবং আপনার বীর্যতেজ শ্রবণ করিলাম। প্লব, যবন, সৌমারগণের রেতঃসমুৎপন্ন ম্লেচ্ছ কামরূপের পালকগণ কিরূপে এবং কোথা হইতে জন্মগ্রহণ করিল, আপনি করুণা পরবশ হইয়া তৎসমুদয় বর্ণন করুন।২—৩

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি! শাল্বপুত্র বাহ্লীকগণ কৌরব সমরে নিহত হইয়াছে। হে ত্রিলোচনে! সেই বংশে কোন বংশধর ছিল না।৪

সেই সময় পরমাসুন্দরী যুবতী মহামতি তপঃশীলা গুণবতী বাহ্লীক রমণী কল্যাণী কীর্ম্মি পুত্রলাভ আশায় কাশীতে আগমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের সম্মুখবর্ত্তী মুক্তিমণ্ডপে দিবারাত্র তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময়ে বলিপুত্র বাণ মহাবল মহাকাল বিশ্বেশ্বরের দ্বারপালক ছিলেন। তন্মধ্যে আমার অধিকারস্থিত ভৈরব সুশোভিনী কীর্ম্মিকে দেখিয়া কামমোহিত হইল।৫—৮

তপস্বিবেশমাস্থায় নির্লজ্জো রতিনায়কঃ।
কীর্ম্মের্জাতা মহাদেবি বন্ধুকামলকাদ্যুতিঃ ॥৯
ভৈরবো বিপুলস্তত্র ততো জাতো মহাঙ্কুশঃ।
কীর্ম্মেঃ সুতো মহাদেবি মহাকালস্য রেতসঃ ॥১০
বাৎসল্যং তত্র দৃষ্টবাহং তৎপুত্রো ভৈরবস্য চ।
তয়ানিশং রতিশ্চাপি মহাঙ্কুশমহাভুজম্ ॥১১
রাজ্যাপ্তিং সহ তস্যাপি কীর্ম্মিচেষ্টাশ্চ শাম্ভবি।
কামরূপান্তকঃ শাম্বো রাজ্যং প্রাপ্তো মহাঙ্কুশঃ ॥১২
কীর্ম্মের্যোনিং সমাসাদ্য কুলাচারপরায়ণঃ।
সমর্চ্চয়েদ্ যথা কাশ্যাং তথা তত্রাপি সর্ব্বদা ॥১৩
তৎপূজা তত্র মহতী ভবিষ্যতি দিবানিশম্।
মহাঙ্কুশং সমুদ্ভূয় কাশ্যামাস্কন্দনং কুতঃ ॥১৪
ততঃ প্লবেতি নামা চ জগাম মণিমণ্ডপম্।
এবন্তে কথিতং দেবি চরিতং প্লবসম্মতম্ ॥১৫

কপালমালাধারী তপস্বীবেশ অবস্থায় মদিরামত্ত, উন্মত্ত বেশধারী নির্লজ্জ রতিনায়ক ভৈরব কীর্ম্মির সহিত প্রেমাবেশে সহবাস করিল।৯

হে মহাদেবি! মহাকালের ঔরসে তাহাতে কীর্ম্মির মহাঙ্কুশ নামে এক পুত্র জন্মিল। বন্ধুকামলকের* ন্যায় ঐ পুত্রের কান্তি দর্শনে কীর্ম্মি অতিশয় আহ্লাদিত হইল। মহাকালের বীর্য্যে ঐ কীর্ম্মির পুত্র উৎপন্ন হইল। ভৈরবের সেই পুত্রদর্শনে আমারও অত্যন্ত বাৎসল্য জন্মিল। হে শাম্ভবি! মহাভুজশালী মহাঙ্কুশ সাতিশয় আদর যত্নে লালিত পালিত হইতে লাগিল। কীর্ম্মির তপশ্চর্য্যায় তাহার রাজ্যলাভ হইল। কামরূপান্তক শাম্ব এই প্রকারে মহাঙ্কুশরূপে রাজ্য প্রাপ্ত হইল।১০—১২

সেই শাম্ব কীর্ম্মির গর্ভে জন্মলাভ করিয়া কুলাচারপরায়ণ হইল, এবং কাশীতে অবস্থান করিয়া সদাসর্ব্বদা তোমার অর্চ্চনা করিতে লাগিল।১৩

হে দেবি! সেখানে অহর্নিশ তোমার মহতীপূজা হইবে সন্দেহ নাই। মাহঙ্কুশের উৎপত্তির পর আর কাশীতে আক্রমণ ও আতঙ্কাদি কিছুই নাই। তদনন্তর সে প্লব নামে বিখ্যাত হইয়া মণিমণ্ডপে গমন করিল। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট প্লব-চরিত বর্ণন করিলাম।১৪—১৫

---

*বন্ধুক পুষ্পও আমলকীর ফলের ন্যায়। বন্ধুক মধ্যাহ্নকালে প্রস্ফুটিত রক্তবর্ণ পুষ্প বিশেষ এবং আমলকী ফল গৌরবর্ণ—অর্থাৎ রক্ত ও গৌরবর্ণ মিশ্রিত অঙ্গের কান্তি।

যাবনং চরিতং কিঞ্চিৎ কথয়ামি শৃণুষ্ব তৎ ।
আসীৎ ত্রেতাযুগে রাজা বাহু ধর্ম্মপরায়ণঃ ।
মহাবুদ্ধি র্মহাযোদ্ধা সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ ॥১৬
পিতৃশত্রূন্ বিনির্জ্জিত্য সপ্তদ্বীপাং বসুন্ধরাম্ ।
বুভুজে পরমং কামং যোগধ্যানং তু বিস্মৃতম্ ॥১৭
বহুকালে মহামায়ে ততঃ স্বমদমোহিতঃ ।
মত্তোঽধিকোঽধিকো রাজা নাস্তি ভূমণ্ডলেঽধুনা ।১৮
নিপাত্য পিতৃশত্রূন্ যৎ পিতৃশ্রাদ্ধং কৃতং[১] ময়া ।
এবং জাতঃ হ্যহঙ্কারঃ সর্ব্বনাশকরো হি যৎ ॥১৯
তস্মাত্তু পাপসঞ্চারো জাতস্তস্য[২] মহীভুজঃ ।
পাপাত্মা যো ভবেদ্রাজা রাজতা ন কদাচন ॥২০
অহঙ্কারে যুদ্ধচর্য্যা সদা নৈবং ব্যবস্থিতম্ ।
মহাপাপানি সর্ব্বাণি সাঙ্গান্যেতানি নিশ্চিতম্ ॥২১

এক্ষণে কিঞ্চিৎ যবনচরিত বর্ণন করিব—তাহা তুমি শ্রবণ কর। ত্রেতাযুগে বাহু নামে মহাবুদ্ধি মহাযোদ্ধা ধর্ম্মপরায়ণ এক সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন। তিনি সকল পিতৃশত্রু পরাজিত করিয়া সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার পরম ভোগ্য বিষয়বস্তু সমূহ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। ফলে হোমধ্যানাদি সমস্তই বিস্মৃত হইলেন।১৬—১৭

হে মহামায়ে! তদন্তর বহুকাল পরে মহারাজ নিজমদে মোহিত হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে এক্ষণে অবনীমণ্ডলে আমার অপেক্ষা অধিকতর বলবীর্য্য বৈভবাদি সম্পন্ন নরপতি আর কে আছে ? আমি পিতৃশত্রুগণকে নিপাত করিয়া ত পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছি। এইরূপ সর্ব্বনাশকর অহঙ্কার তাঁহার মনে উপস্থিত হইল।১৮—১৯

সেইজন্য সে মহাভুজ মহারাজের পাপের সঞ্চার হইল। যে রাজা পাপাত্মা হয় তাহার রাজত্ব কখনই থাকে না।২০

অহঙ্কার ও সতত যুদ্ধচর্চ্চা উচিত নহে, এই সকল বীরগণের পক্ষে সদা নিন্দনীয় ও বিনাশের হেতু এবং মহাদোষকর বলিয়া জানিবে।২১

১। "হি যৎ" ইতি চ পাঠঃ।

২। আতঙ্কস্ত ইতি চ পাঠঃ।

তস্য তেনৈব ভাবেন রাজলক্ষ্মীর্দ্ধিনির্গতা।
আবির্ভূতো হৈহয়শ্চ তালজঙ্ঘা নৃপোত্তমাঃ ॥২২
মন্ত্রয়িত্বা চ রাজানো লঙ্ঘয়িত্বাম্বুধিং তদা।
ব্যজিতাঃ করদানেন১ প্রাপুরুত্তরকোশলান্ ॥২৩
আদৌ পরাজিতস্তৈস্তু বাহুর্মাসেন নিষ্কৃতঃ।
হৃতরাজ্যো বাহুরাজঃ সস্ত্রীকো বনমাযযৌ ॥২৪
মমার তদ্বনে বাহুঃ সমস্তং নিষ্প্রভং যথা।
তৎপুত্রঃ সগরো ধীরো মহাবীর্য্যপরাক্রমঃ।
বিসর্জ্জিতৌ তেন ভূপৌ তালজঙ্ঘোঽথ হৈহয়ঃ ।২৫
অবমানাদ্বশিষ্ঠস্য তত্তয়োরীদৃশী গতিঃ।
পুনশ্চ তৌ চ রাজানৌ যবনৌ প্রাণকাতরৌ ॥২৬
বশিষ্ঠং শরণং যাতৌ রক্ষ রক্ষেতি বাদিনৌ।
ততস্তান্ যবনান্ বিপ্রো বশিষ্ঠস্ত্বভয়ং দদৌ ॥২৭
এতস্মিন্নন্তরে ভূপঃ সগরঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
তান্ হন্তুকামো নৃপতির্বশিষ্ঠান্তিকমাযযৌ ॥২৮

সেই কারণে বাহুরাজের রাজলক্ষ্মী শীঘ্রই বিচ্যুতা হইলেন। অবিলম্বেই তালজঙ্ঘ ও হৈহয় রাজগণ আবির্ভূত হইল ।২২

সমস্ত রাজগণ একত্র মিলিত হইয়া মন্ত্রণাপূর্ব্বক সমুদ্র লঙ্ঘন করতঃ বাহুরাজকে পরজিত করিয়া উত্তরকোশল অধিকার করিয়া লইল ।২৩

বাহুরাজ একমাস মধ্যেই পরাজিত হইলেন। হৃতরাজ্য হইয়া সস্ত্রীক বনগমন করিলেন ।২৪

তথায় তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন, তাহাতে তাঁহার সমস্তই নিষ্প্রভ হইল। বাহুর পুত্র সগর, ধীর মহাবীর্য ও মহাপরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি ভুজবলে, তালজঙ্ঘ ও হৈহয়দিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন ।২৫

উহারা বশিষ্ঠের অবমাননা করিয়াছিল, সেই হেতুই তাহাদের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল। ঐ যবনরাজদ্বয় দুঃখে অভিভূত ও প্রাণভয়ে কাতর হইয়া বশিষ্ঠের নিকট আগমন করত 'রক্ষ রক্ষ' বলিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিল, বশিষ্ঠ ঋষি ঐ যবনগণকে অভয় দান করিলেন ।২৭

এই সময় সগররাজ ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে বশিষ্ঠের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।২৮

১। করদানস্যেতি পাঠান্তরম্।

তং তথাভূতমালোক্য বশিষ্ঠো ব্রহ্মসম্ভবঃ।
উবাচ সগরং দেবি ধর্ম্মজ্ঞং বাহুনন্দনম্‌ ॥২৯
মা হিংসী র্বাহুনন্দন অভয়ং দত্তবানহম্‌।
তচ্ছ্রুত্বা স্বগিতো রাজা বাহুজো হ্যভবৎ কৃতী ॥৩০
ব্রহ্মবাক্যং বৃথা ন স্যাৎ প্রতিজ্ঞা মেঽপি পূর্ব্বজা।
ইদানীং কিং করোম্যদ্য সঙ্কটং সমুপস্থিতম্‌ ॥৩১
ইতি সঞ্চিন্ত্য তৎ সর্ব্বং বশিষ্ঠমভ্যবেদয়াৎ[১]।
হন্মি তান্‌ মানুষগণান্‌ প্রতিজ্ঞা মে কৃতা পুরা ॥৩২
তত্র তদ্বচনং শ্রুত্বা হতোঽস্মি কিং করোম্যতঃ।
তদ্বাক্যমন্যথা কর্ত্তুং নাহং শক্তো মুনীশ্বর ॥৩৩
যদ্যুপায়ং ন করোষি শ্রেয়ো মে মরণং তদা।
এবং শ্রুত্বা বশিষ্ঠোঽসৌ সত্বরং প্রত্যভাষত ॥৩৪

বশিষ্ঠ উবাচ।

মা বিষাদং গচ্ছ সখে কর্ত্তব্যং যচ্ছৃণুষ্ব মে।
তবারাতীনিমান্‌ সর্ব্বান্‌ মুণ্ডয়িত্বা শিরাংসি তু।
বেদাচারবহির্ভূতান্‌ কারয়ামাস দূরতঃ[২] ॥৩৫

হে দেবি! তাহাকে সেরূপভাবে আসিতে দেখিয়া ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ, ধর্ম্মজ্ঞ বাহুনন্দন সগরকে বলিলেন—"হে বাহুনন্দন! তুমি ইহাকে মারিও না। আমি ইহাকে অভয় দিয়াছি।" ইহা শুনিয়া কৃতী বাহুনন্দন নিবৃত্ত হইলেন।২৯—৩০

আমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এদিকে ব্রহ্মবাক্য বৃথা হয় না। এক্ষণে আমি কি করিব—আমার আজ দারুণ সঙ্কট উপস্থিত হইল।৩১

এই সকল চিন্তা করিয়া বাহুরাজ বশিষ্ঠকে সকল কথা নিবেদন করিলেন, আমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে এই সকল যবনদিগকে বধ করিব।৩২

কিন্তু এক্ষণে আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি, কি করি সে বিষয়ে এক্ষণে কিছুই নির্ধারণ করিতে পারিতেছি না। হে মুনিবর! আমি আপনার বাক্যেরও অন্যথা করিতে পারিব না।৩৩

আপনি যদি ইহার প্রতিকার অর্থাৎ প্রতিকরণীয় কর্তব্য কার্য কি তাহা স্থির করিয়া না দেন তাহা হইলে আমার মরণই শ্রেয়স্কর। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ সত্বরই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।৩৪

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে সখে! তুমি বিষণ্ন হইও না, এক্ষণে কি করণীয় তাহা তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর। তোমার এই সকল শত্রুগণের মস্তক মুণ্ডন

১। বসিষ্ঠঃ স ন্যবেদয়ং—ইতি পাঠান্তরম্‌।
২। দেশাত্তং কুরু দূরতঃ—ইতি পাঠান্তরম্‌।

হিমাদ্রেঃ পশ্চিমে ভাগে দেশে তু যবনো নৃপঃ।
ইত্থং মে বচনং তিষ্ঠেৎ প্রতিজ্ঞাঽপি চ তে বিভো ॥৩৬
শিরসাং কৃন্তনং যুদ্ধে মুণ্ডনং তদ্বদেব হি।
বেদেঽপি স্থিরমেবং হি সমানং সমুদাহৃতম্ ॥৩৭

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

ইত্থং তদ্বচনং শ্রুত্বা সগরোঽপি তথাকরোৎ।
তেঽপি বৈ ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বে হৈহয়াস্তালজঙ্ঘকাঃ।
বিড়ম্বিতা বিহীনাস্তে সদা মুণ্ডিতমস্তকাঃ ॥৩৮
সুষেণং মুনিমাশ্রিত্য সদাচারবিবর্জ্জিতাঃ।
সুষেণস্যোপদেশাত্তে তপস্তেপুঃ সদাশ্রিতাঃ ॥৩৯
যমাশ্রিত্য মহাদেবি ম্লেচ্ছাচারপরায়ণাঃ।
তামসাস্তে মহাদেবি তামসং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥৪০
সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ মন্ত্রাণাঞ্চ দ্বিধা গতিঃ।
সাত্ত্বিকে রাজসে দেবি সংযোগঃ ফলদায়কঃ।
বাহ্যান্তরবিয়োগেন সংযোগোঽপি হ্যনুত্তমঃ।
তামসে তু বিয়োগঃ স্যাদ্ বাহ্যসিদ্ধিফলপ্রদঃ ॥৪১

এবং তাহাদিগকে বেদাচার-বহির্ভূত করিয়া দেশ হইতে সুদূর দেশে নির্ব্বাসিত কর।৩৫

হিমাচলের পশ্চিমভাগে যবনদেশ, ইহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত কর। হে মহারাজ তাহা হইলে আমার বাক্য থাকিবে, তোমারও প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইবে না, যেহেতু যুদ্ধে শিরচ্ছেদ ও মস্তকমুণ্ডন একই কার্য্য ; বেদে এই উভয় কার্য্যই সমান বলিয়া কথিত হইয়াছে।৩৬—৩৭

ঈশ্বর কহিলেন, বশিষ্ঠের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সগরও তাহাদের প্রতি তদ্রূপ আচরণ করিলেন। ক্ষত্রিয় হৈহয় ও তালজঙ্ঘগণ এইরূপে মুণ্ডিতমস্তক ও বিড়ম্বিত এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবনমিত হীনাবস্থাপন্ন হইয়া সুষেণ মুনির আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক সদাচার অর্থাৎ বেদবিহিত আচারাদি বিরহিত হইয়া রহিল। অনন্তর সুষেণ মুনির উপদেশে তাহারা সদাচারবান হইয়া সতত তপস্যা নিরত রহিল।৩৯

হে মহাদেবি! তাহারা ম্লেচ্ছাচারপরায়ণ। অতএব তামসভাব গ্রহণপূর্ব্বক, তামসধর্ম্মী হইল।৪০

মন্ত্র সকলের গতি সংযোগ ও বিয়োগভেদে দুই প্রকার। হে দেবি! সাত্ত্বিক ও রাজস ধর্ম্মের সংযোগ ফলদায়ক এবং বাহ্যান্তর বিয়োগের সহিত সংযোগও উত্তম ; তামসে বিয়োগও বাহ্যসিদ্ধি ফলপ্রদ হয়।৪১

তামসঃ পরলোকস্য[১] বাহ্যস্তদ্ধর্ম্ম ঈরিতঃ।
তেষান্তেনৈব ভাবেন প্রসাদো মেঽভিজায়তে।
ময়া দত্তো বরস্তেভ্যো শৃণু কামায়িতুর্বরম্।
ভুঙ্‌ক্তেদানীমিদং রাজ্যং যবন তিষ্ঠ এব চ[২] ॥৪২
কালে তথেন্দবষ্টনবান্ গতে শাকে কলৌ যুগে।
পুণ্যদেশাধিপা যূয়ং ভবিষ্যথ সুনিশ্চিতম্ ॥৪৩
এবমেব মহেশানি কামরূপাধিপঃ শিবে।
যবনো মৎপ্রসাদেন তথান্যপুণ্যভূমিষু।
বহুভূপসমাকীর্ণঃ কলৌ ভুঙ্‌ক্তে মহীং মুদা ॥৪৪
এবন্তে কথিতং দেবি বৃত্তান্তো যাবনঃ সদা।
ইদানীং শ্রূয়তাং যুদ্ধে সৌমারচরিতং তথা ॥৪৫
একদামররাজস্তু খাণ্ডবং বনমাষযৌ।
বিহায় দেবরাজ্যং চ কৌশাঙ্গ্যা[৩] সহিতঃ স্বয়ম্ ॥৪৬
গতেষু বহুকালেষু ক্রীড়য়া দেবভূভুজঃ।
তৌর্য্যত্রিকে সম্যগিচ্ছা জাতা বহুবিধা তথা ॥৪৭

তামস পরলোকে বাহ্যধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাহাদের সেই তামসভাব দ্বারাই আমার প্রসন্নতা হয়, আমি তাহাদিগকে বর প্রদান করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ কর। হে যবনগণ! তোমরা এক্ষণে এই রাজ্য ভোগ করিয়া অবস্থান কর।৪২

আর কলিযুগে ৯৮১ শাক গত হইলে তোমরা নিশ্চিতই পুণ্যদেশের অধীশ্বর হইবে।৪৩

হে মহেশ্বরি! শিবে! যবনগণ এইরূপে কামরূপের অধীশ্বর হইয়াছিল, যবনেরা আমার প্রসাদে কলিকালে অন্যান্য বহুতর পুণ্যভূমির অধীশ্বর হইয়া প্রফুল্লিত চিত্তে পৃথিবীমণ্ডল ভোগ করিবে।৪৪

হে দেবি! এই আমি তোমাকে যাবনিক বৃত্তান্ত বলিলাম। এক্ষণে সৌমারগণের চরিতকথা শ্রবণ কর।৫৫

একদা দেবরাজ ইন্দ্র দেবরাজ্য ত্যাগ করিয়া কৌশাঙ্গীর সহিত খাণ্ডববনে আগমন করিলেন। দেবরাজ তথায় বহুকাল ক্রীড়া করিলেন। তদনন্তর তাঁহার গীতবাদ্য ও নৃত্যাদি বিষয়ে বহুবিধ বাসনা জন্মিল।৪৭

১। পরলোকে তু—ইতি পাঠান্তরম্।
২। যবনাভীষ্টমেব চ—ইতি পাঠান্তরম্।
৩। কৌশলাঙ্গ্যা সহ স্বয়ম্—ইতি পাঠান্তরম্।

রম্ভাং তিলোত্তমাং কাঞ্চীং কুরঙ্গাক্ষীং মনোহরাম্ ।
আদিদেশ সমানীয় নৃত্যং কর্ত্তুঞ্চ রম্ভয়া ॥৪৮
ততস্তেন তাঃ স্বর্গবেশ্যা জম্মুর্মদান্বিতাঃ ।
নানাবিধবিধানেন ইন্দ্রং তুতোষ মোহিনী[১] ॥৪৯
মোহিতা চাপি কৌশাঙ্গী দেবরাজেন সঙ্গতা ।
তাসাং নৃত্যপ্রগীতেন কামোদ্রেকোঽভবত্তদা ॥৫০
এতস্মিন্নন্তরে দেবি যা স্বর্বেশ্যা মনোহরা ।
তয়া রতিং সমকরোৎ দেবেন্দ্রো বলসূদনঃ ॥৫১
ইন্দ্রং তদ্বিধমালোক্য মনো দধ্রে তথা তু সা ।
কামকরূপেষু[২] বিভ্রান্তা স্খলিতা নৃত্যগীতয়োঃ ॥৫২
রতিধৈর্য্যং তয়োর্জাতং তস্যাস্তৎস্খলনং পুনঃ ॥৫৩
ততস্তস্যা মনো জ্ঞাত্বা কৌশাঙ্গী ক্রোধমূর্চ্ছিতা ।
উবাচ নিষ্ঠুরাং বাণীং শৃণু দেবি মনোহরে ॥৫৪
ভূত্বা বেশ্যা মহাদুষ্টা মদ্রতং দেবমীহসে ।
অতঃ প্রচলিতং চিত্তমাবয়ো রতিকর্ম্মণি ॥৫৫

তৎপর দেবেন্দ্র, রম্ভা, তিলোত্তমা, কাঞ্চী, কুরঙ্গাক্ষী, মনোহরা এই সকলই স্বর্গ কামনীগণকে আনয়ন করিয়া নৃত্য করিতে আদেশ করিলেন ।৪৮

তাহারা দেবরাজকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল এবং নানাবিধ বিধান দ্বারা স্বর্গবেশ্যাগণ তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিল ।৪৯

অনন্তর কৌশাঙ্গী কামমোহিত হইয়া দেবরাজের সহিত মিলিত হইল। তাহাদের নৃত্যগীত দ্বারা ইন্দ্রের কাম উদ্দীপিত ও প্রজ্বলিত হইল। অতঃপর সেই সুরাসুরপ্রণম্য, দুর্দ্দান্ত বলঘাতক ইন্দ্র, মনোহরা নাম্নী স্বর্গবেশ্যার প্রতি প্রেম ও সোহাগ প্রকাশ করিলেন ।৫০—৫১

ইন্দ্রকে আসক্ত দেখিয়া সেই মনোহরা স্বর্গবেশ্যাও ইন্দ্রের প্রতি মনোধারণ করিল। তাহাতে কামাবেশবশে বিভ্রান্তা হইয়া মনোহরার নৃত্যগীতে চ্যুতি ঘটিতে লাগিল ।৫২—৫৩

তদ্দর্শনে, তাহাদের উভয়ের রতি জন্মিয়াছে বুঝিতে পারিয়া কৌশাঙ্গী ক্রোধমূর্চ্ছিতা হইয়া কঠোর কর্কশবাক্যে মনোহরাকে বলিল—মনোহরে! তুমি শ্রবণ কর ।৫৪

তুমি মহাদুষ্টা স্বর্গবেশ্যা হইয়া আমাতে আসক্ত দেবতাকে ইচ্ছা করিতেছ ? এইজন্য আমাদের রতিকর্ম্মের বিঘ্ন জন্মাইয়া তাহা ভঙ্গ করিয়া দিলে ।৫৫

১। ততস্তেন বৃতাঃ সর্বা বেশ্যা নন্‌তুরন্বিতাঃ। ইন্দ্রং বিধিবিধানেন তোষয়ামাসুরোজসা ।৪৯

২। কামবেগেন ইতি পাঠান্তরম্ ।

অতো যাহি ভুবি বেশ্যে রাজানং পতিমাপ্নুহি।
এবমুক্তং দুষ্টশাপং কৌশাঙ্গীমুখনিঃসৃতম্।
শ্রুত্বা চ মূর্চ্ছিতা ভূত্বা কৌশাঙ্গীচরণেঽপতৎ ॥৫৬
বিললাপ বহুবিধং ধৃত্বা চ চরণে মুহুঃ।
ততো জগাদ কৌশাঙ্গী দ্বাত্রিংশদ্ধায়নং ভুবি।
ভুক্ত্বা শাপং মনোহরে পূর্ণে স্বাস্থ্যং গমিষ্যসি ॥৫৭
মন্দাকিন্যাং ত্যক্ততনুং ততস্তাং মানবীশ্রিতাম্[১]।
কঙ্কতা মোহিনী রম্যা ধার্ত্তরাষ্ট্রং পতিং গতা ॥৫৮
কৌরবে চ কুরুক্ষেত্রে হতে নারীশতা মৃতাঃ[২]।
তূর্ণঞ্চ কঙ্কতী সাগাচ্চন্দ্রচূড়ং গিরিং ভিয়া।
অত্যুচ্চশিখরে তস্য সা তস্থৌ ভৃশদুঃখিতা ॥৫৯
প্রাপ্তা ঋতুং স্বর্গবেশ্যা সা দ্বিতীয়দিবসে নিশি।
কামবাণে সদা বিদ্ধা[৩] মূর্চ্ছিতা তাপমাগতা ॥৬০

যাও, তুমি মর্ত্ত্যলোকে গমন করিয়া নৃপতিকে পতিরূপে লাভ কর। কৌশাঙ্গীর মুখ হইতে নির্গত এইরূপ অশুভ অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া মনোহরা অচৈতন্য হইয়া কৌশাঙ্গীর চরণে নিপতিত হইল।৫৬

মনোহরা বারবার কৌশাঙ্গীর চরণ ধরিয়া নানাপ্রকার বিলাপোক্তি করিতে লাগিল। এতদ্দর্শনে হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইলে কৌশাঙ্গী বলিল, তুমি দ্বাত্রিংশদ্ বৎসর পৃথিবীতে শাপ ভোগান্তে পুনর্ব্বার সুস্থতা লাভ করিবে।৫৭

তদনন্তর তুমি মন্দাকিনীতে মানবী তনু পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গপুরে পুনরাগমন করিবে। সেই মনোহরা মর্ত্ত্যলোকে কঙ্কতী নামে মোহিনী কামিনী হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রকে পতি রূপে লাভ করিল।৫৮

অনন্তর কুরুক্ষেত্র সমরে কৌরবগণ নিহত হইলে শতনারী প্রাণত্যাগ করিল। কঙ্কতী ভয়ার্ত্তা হইয়া অতি অবিলম্বে চন্দ্রচূড়পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। কঙ্কতী অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া সেই পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শিখরে বাস করিতে লাগিলেন।৫৯

এইসময়ে সেই স্বর্গবেশ্যা ঋতুমতী হইয়া দ্বিতীয় দিবসে কামবাণে সংবিদ্ধা হইয়া অত্যন্ত উত্তাপিতা ও ক্লিষ্টা হইলেন।৬০

১। মন্দাকিন্যাং ত্যক্ততনুস্ততঃ স্বর্গং গমিষ্যসি।
২। নারিশতং মৃতম্—ইতি পাঠান্তরম্।
৩। কামবাণৈশ্চ সংবিদ্ধা—ইতি পাঠান্তরম্।

ইন্দ্রো রথসমারূঢ় যাত্যপশ্যত্তু[1] সুন্দরীম্ ।
সালঙ্কারাং কুশদ্বীপাৎ স্মৃত্বা তৎপূর্ব্বকারণম্ ।।৬১
বেদয়িত্বা চ তৎসর্ব্বং তাং কান্তাং কামমোহিতাম্ ।
রতিং ধৃত্বা গতস্তস্যাঃ সুতোঽভূচ্চ হ্যরিন্দমঃ ।।৬২
কঙ্কত্যাঃ পরমেশানি পর্ব্বতে গন্ধমাদনে ।
যতো জগ্রাহ তামিন্দ্রো দ্বিতীয়দিবসে ঋতৌ ।।৬৩
ততঃ সোঽরিন্দমশ্চাভূন্ ম্লেচ্ছাচারপরায়ণঃ ।
ব্যাধবৃত্তিরতো ঘোরঃ সর্ব্বদা প্রাণহিংসকঃ ।।৬৪
সর্ব্বমাংসাদনো দেবি কিরাতো ঘটিতো যথা ।
সর্ব্বপুণ্যবহির্ভূতঃ সর্ব্বপাপসমাকুলঃ ।।৬৫
মদ্যমাংসমদামোদী কদাচারপরায়ণঃ ।
ঈদৃশং তং সুতং দৃষ্টা কঙ্কতী ভৃশদুঃখিতা ।।৬৬
তপস্তেপেঽতিগাঢ়ঞ্চ সারাৎসারং পরাৎপরম্ ।
ততস্তাং দেবরাজোঽসাবুবাচ তৎপুরস্থিতঃ[2] ।।৬৭

ইন্দ্র উবাচ

কথং তপ্তং তপোবাচং[3] ত্বয়া কঙ্কতি মে বদ ।
তপসা তেঽতিসন্তুষ্টো যদিচ্ছসি দদামি চ ।।৬৮

এমন সময় দেবরাজ রথারোহণে কুশদ্বীপ হইতে গমন করিতে করিতে সালঙ্কারা সেই সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন। তাহার পূর্ব্ব-কারণ স্মরণ হওয়ায় সেই কামমোহিতা কান্তাকে বিগত পূর্ব্বজন্মের সকল বিত্তান্ত জ্ঞাত করাইলেন। তদনন্তর, আসক্ত হইয়া তাহার সহিত সহবাস করিলেন। তাহাতেই গন্ধমাদন পর্ব্বতে কঙ্কতীর অরিন্দম নামে এক পুত্র জন্মিল ৬১—৬২

ইন্দ্র, ঋতুর দ্বিতীয় দিবসে তাহার সহিত সহবাস করিয়াছিলেন, সেজন্য অরিন্দম ম্লেচ্ছাচারপরায়ণ, ব্যাধবৃত্তিনিরত, ঘোরতর সর্ব্বপ্রাণীহিংসক, মদ্যমাংস সম্ভোগামোদী এবং কিরাতবৎ সর্ব্বমাংস ভক্ষক, কদাচারপরায়ণ অর্থাৎ নিন্দিতাচার-যুক্ত পবিত্র কর্ম্মরহিত ও সর্ব্বপ্রকার পাপাসক্ত হইয়া পড়িল। কঙ্কতী পুত্রের এই রূপ আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া অতি ভয়ঙ্কর দুশ্চর তপসা আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া দেবরাজ, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন।৬৩—৬৭

ইন্দ্র কহিলেন, হে কঙ্কতি! তুমি এই কঠোর তপস্যাচরণ করিতেছ কেন,

১। রথসমারূঢ়োঽয়াদপশ্যত্তু...ইতি পাঠান্তরম্।
২। তদা তস্যাঃ পুরঃ স্থিত্বা দেবরাজো জগাদ হ।
৩। কিং নিমিত্তং তপস্তপ্তং—ইতি পাঠান্তরম্।

কঙ্কত্যুবাচ

সুতস্তে ঈদৃশো জাতঃ সদা পাপপরায়ণঃ।
দ্রষ্টুং ন শক্তা দেবেশ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥৬৯
দেবাধিদেব দেবেশ সুতস্তেঽয়ং সুরাধিপ।
ভবেৎ সত্যং ন সন্দেহঃ পাপচারী নরাধমঃ ॥৭০
অতস্ত্বং দেবতানাথ পিতুশ্চায়ং সুতস্তব।
যথেচ্ছসি কুরু তথা মাং তু নয় দ্রুতং প্রভো[১] ॥৭১
কিঙ্করং ত্বৎপার্শ্বদেশে কিঙ্করীত্বে নিয়োজয়।
দেবাধীশ এব কাম্যো নান্যঃ কাম্যঃ কদাচন[২] ॥৭২

ইন্দ্র উবাচ।

শৃণু প্রেয়সি মদ্বাক্যং শাপকালো গতস্তব।
ত্বরিতং নেষ্যাম্যধুনা ত্বামহং সুস্থিরা ভব ॥৭৩
পুত্রস্য পাপযোগেন বংশনাশকরোঽভবৎ[৩]।
অতঃ শতাষ্টবিংশে চ পুরুষে ক্ষয়িতে সতি ॥৭৪

আমাকে তাহা বল, আমি তোমার তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই প্রদান করিব।৬৩—৬৮

কঙ্কতী কহিল, আমার গর্ভে তোমার যে সন্তান জন্মিয়াছে, সে সর্ব্বদাই পাপাচারে লিপ্ত। হে দেব! আমি তাহার পাপচার আর দেখিতে পারি না। এ বিষয়ে আপনি যাহা উত্তম হয় তাহাই করুন।।৬৯

হে দেবাধিদেব! দেবেশ! তোমার এই পুত্র পাপাচারী নরাধম হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।৭০

হে ইন্দ্র! আপনি দেবতাদিগের অধিপতি, আপনার পুত্র এরূপ নরাধম হইয়াছে, এ বিষয়ে আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন।৭১

আর আমাকে সত্বরই যেখানে ইচ্ছা হয় সেখানে লইয়া যান। এই কিঙ্করীকে লইয়া কিঙ্করীকার্য্যে নিয়োজিত করুন। হে দেবাধিপ! এই আমার বাসনা— আমার আর অন্য কামনা নাই।৭২

ইন্দ্র কহিলেন, হে প্রেয়সি! শ্রবণ কর, তোমার শাপকাল গত হইয়াছে; তোমাকে শীঘ্রই লইয়া যাইব, স্থির হও।৭৩

পুত্রের পাপযোগে জন্মে বংশনাশ হয়। অতএব একশত-অষ্টাবিংশতি পুরুষ

১। যতস্ত্বং দেবতানাথো বিরাধোঽয়ং সুতস্তব।
যথেচ্ছসি তথা নাথ কুরু মাং নয় হে প্রভো ॥৭১

২। কিঙ্করীত্বং পার্শ্বদেশে…।
দেবাধীশ বরো হ্যেষ নান্যঃ কামঃ কদাচন ॥৭২

৩। বংশনাশো ধ্রুবং ভবেৎ।

সৌমারবাসিনো ভূত্বা বংশে মে রাজপুংগবাঃ ॥৭৫
ন্যায়বুদ্ধিমহোৎসাহা দেববিপ্রপরায়ণাঃ।
ভবিষ্যন্তি ন সন্দেহো ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মবাদিনঃ।
গচ্ছন্তি চাপি বৈকুণ্ঠে সর্ব্বে স্যুর্বিষ্ণুবল্লভাঃ ॥৭৬
লয়মেষ্যন্তি তত্রৈব যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥৭৭

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

ততস্তান্তু সমাদায় জগামেন্দ্রো নিজালয়ম্।
তথা কালে তু সৌমারঃ কামরূপাধিপোঽভবৎ ॥৭৮
পূর্ব্বভাগে চ সৌমারঃ কুবাচঃ পশ্চিমে তথা।
দক্ষিণে যবনস্তদ্বদুত্তরে প্লব এব চ ॥৭৯
এবমেব মহাদেবি তে সর্ব্বে কামপালকাঃ।
এবন্তে কথিতং দেবি সৌমারচরিতং হি তৎ ॥৮০
ইতঃ কিমিচ্ছসি শ্রোতুং যত্ত্বয়া কোঽপি ন শ্রুতম্[১] ॥৮১

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রে চতুর্দ্দশঃ পটলঃ।

অবসান হইলে মদ্বংশ্যগণ সৌমারদেশে বসতি করিয়া রাজশ্রেষ্ঠ হইবে।৭৪—৭৫

তাহারা সকলেই পুণ্যশ্লোক, ধর্ম্মরত, সদাচারপরায়ণ, ন্যায়বুদ্ধিসম্পন্ন, মহোৎসাহশালী, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ও দেবদ্বিজপরায়ণ হইবে সন্দেহ নাই। তাহারা সকলেই বিষ্ণু ভক্তিপরায়ণ হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। তদনন্তর যখন প্রলয় হইবে, তখন তাহারা লয় প্রাপ্ত হইবে।৭৬—৭৭

ঈশ্বর কহিলেন, তাহার পর ইন্দ্র সেই কণ্ঠকতীকে লইয়া নিজালয়ে গমন করিলেন। যথাকালে কণ্ঠকতীগর্ভজ সৌমারগণ কামরূপের অধীশ্বর হইল।৭৮

পূর্ব্বভাগে সৌমার, পশ্চিমে কুবাচ, দক্ষিণে যবন ও উত্তরে প্লবগণ রাজত্ব করিয়াছিল।৭৯

হে দেবি! তাহারা সকলেই কামরূপের পালক হইয়াছিল। হে দেবি! আমি তোমাকে এই সৌমারচরিত বলিলাম। অতঃপর যাহা কখনও শ্রবণ কর নাই, এইরূপ আর কি শুনিতে বাসনা হয় বল ॥৮০—৮১

ইতি সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তম শ্রীযোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্বিংশতিসাহস্রে চতুর্দ্দশ পটল সমাপ্ত।

১। যত্ত্বয়া ন শ্রুতং ক্বচিৎ—ইতি পাঠান্তরম্।

পঞ্চদশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

গুপ্তেন ত্বামহং পৃচ্ছে[1] কামাখ্যা কা বদস্ব মে ॥১

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

যা কালী পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
কামাখ্যা সৈব দেবেশি সর্ব্বসিদ্ধিবিনোদনী ॥২

শ্রীদেব্যুবাচ।

কথং কালী ব্রহ্মরূপা কামাখ্যাভূন্মহেশ্বর।
সর্ব্বং মে কৃপয়া নাথ বদস্ব চন্দ্রশেখর ॥৩

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

যদা সৃষ্টিঃ কৃতা ধাত্রা স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
তদাহঙ্কারদোষেণ পূরিতোহসৌ পিতামহঃ ॥৪
অহঙ্কারঃ সর্ব্বনাশকরঃ সর্ব্বস্য চেশ্বরি।
তমহঙ্কারমাদায় স্থিতো ব্রহ্মা জগদ্বিভুঃ ॥৫

দেবী কহিলেন, আমি আপনাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে দেব! কামাখ্যা কে তাহা আমাকে বলুন।১

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবেশি! যিনি ব্রহ্মরূপা সনাতনী মহাবিদ্যা পরমেশ্বরী কালী, তিনিই সর্ব্বসিদ্ধিবিনোদিনী কামাখ্যা।২

দেবী কহিলেন, হে নাথ! মহেশ্বর! চন্দ্রশেখর! ব্রহ্মরূপা কালী কিরূপে কামাখ্যা হইলেন, করুণা প্রকাশপূর্ব্বক তাহা আমাকে বলুন।৩

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি! স্বয়ম্ভু বিধাতা যখন সৃষ্টি করেন তখন সেই পিতামহ অহঙ্কারদোষে পরিপূরিত হইলেন।৪

হে ঈশ্বরি! অহঙ্কার সকলেরই বিনাশকর। জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মা সেই অহঙ্কার লইয়াই অবস্থিত ছিলেন।৫

১। পৃচ্ছামি ত্বাং রহঃ কিঞ্চিৎ—ইতি পাঠান্তরম্।

বিস্মৃতঃ সর্ব্ববৃত্তান্তঃ কালিকোক্তঃ হি যঃ পুরা।
কেবলাহঙ্কারযুতো ধাতা ভূতো হি সর্ব্বদা ॥৬
সর্ব্বকালময়ং বিশ্বং কস্য বা কিং কৃতং ভবেৎ[১]।
তথাপি মায়য়া দেবি ব্রহ্মাহঙ্কারমোহিতঃ ॥৭
তস্তথাভূতমালোক্য ব্রহ্মাণং পরমেশ্বরী।
তদ্দেহাৎ কল্পয়ামাস তদহঙ্কারতঃ শিবে ॥৮
দৈত্যং পরমদুর্দ্ধর্ষং কেশিনামানমুদ্যতম্।
নিঃসৃত্য ব্রহ্মণো দেহাদ্দৈত্যঃ পরমদারুণঃ ॥৯
ধাবতি স্ম তদা দেবি ব্রহ্মাণং গ্রসিতুং ততঃ।
ততঃ পলায়নঞ্চক্রে বিষ্ণুনা প্রপিতামহঃ ॥১০
ততঃ কেশী মহাদৈত্যঃ পুরঞ্চক্রে চ ভারতে।
কেশিপুরমিদং খ্যাতং তত্র স্থিত্বা হি দানবঃ ॥১১
বুভুজে সকলং দেবি ভূর্ভুবঃস্বশ্চরাচরম্।
ব্রহ্মাণং জহি শব্দোঽভূৎ সদা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ॥১২
ততো ব্রহ্মা জগদ্ধাতা বিষ্ণুনা নিরহঙ্কৃতিঃ।
অস্তৌষীজ্জগতাং ধাত্রীং কালীং বিঘ্নবিনাশিনীম্ ॥১৩

পূর্ব্বে মহাকালী যেসব বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন সেই সমুদায় বিস্মৃত হইয়া বিধাতা কেবল অহঙ্কারবশে মত্ত রহিলেন।৬

সর্ব্বকামভোগালয় বিশ্ব কাহার? কাহার বা কি হইতেছে, এ সকলের কিছুই তত্ত্বাবধারণ করিলেন না, কেবল মায়াবশে অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়াই রহিলেন।৭

হে শিবে! পরমেশ্বরী কালী, ব্রহ্মাকে অহঙ্কার-নিমগ্ন নিরীক্ষণ করিয়া, ব্রহ্মার দেহস্থিত অহঙ্কার হইতেই পরম দুর্দ্ধর্ষ কেশিনামক অতি ভয়ঙ্কর দৈত্যকে সৃষ্টি করিলেন।৮—৯

ঐ দৈত্য ব্রহ্মাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল; তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুর সহিত পলায়নপর হইলেন।১০

তদনন্তর কেশিদৈত্য ভারতে এক নগর নির্ম্মাণ করিল। ইহা কেশিপুর নামে খ্যাত। সেই মহাদানব তথায় অবস্থানপূর্ব্বক ভূর্ভুবঃ স্বঃ আদি অখিল চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উপভোগ করিতে লাগিল। ব্রহ্মাকে বধ কর, এই শব্দ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে সতত ধ্বনিত হইতে লাগিল।১১—১২

জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা এক্ষণে নিরহঙ্কার হইয়া বিষ্ণুর সহিত বিঘ্নবিনাশিনী বিশ্বমাতা কালীর স্তুতি করিতে লাগিলেন।১৩

১। সর্বকামালয়ং বিশ্বং কস্য বা কিং নিমিত্তকম্।
অজ্ঞাত্বৈব মহাদেবি...॥

ব্রহ্মাবিষ্ণূ উচতুঃ।

নমঃ পরমকল্যাণীং প্রণবাত্মানমীশ্বরীম্‌।
নিজবীজস্বরূপাঞ্চ কামবীজস্বরূপিণীম্‌ ॥১৪
মুণ্ডমালাবলীরম্যাং লোলজিহ্বাং সনাতনীম্‌।
মায়াবীজস্বরূপাঞ্চ কূর্চ্চবীজস্বরূপিণীম্‌ ॥১৫
বন্দেঽহং জগতাং ধাত্রীং কালীং কমললোচনাম্‌।
ঘোররবাং শিবাশব্দাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাম্‌ ॥১৬
নমামি কালিকাং দেবীং মহাবিঘ্নবিনাশিনীম্‌।
প্রণমামি সদা হৃদ্‌গাং তাং চ ত্রিভুবনেশ্বরীম্‌ ॥১৭

শ্রীঈশ্বর উবাচ

এবং স্তুতা ততো দেবী ব্রহ্মণা বিষ্ণুনাপি চ।
সহসাকাশবাণ্যাহ কিমিচ্ছসি পিতামহ।
ভো বিষ্ণো ত্বং মহাবাহো কিমিচ্ছসি চ তদ্বদ ॥১৮

ব্রহ্মাবিষ্ণূ উচতুঃ

জাতো দৈত্যবরশ্চৈকঃ কেশিনামা মহাসুরঃ।
আবয়োঃ সকলং নীতং নিত্যং তত্তেন মণ্ডলম্‌ ॥১৯

ব্রহ্মা-বিষ্ণু কহিতে লাগিলেন, হে পরমকল্যাণি! প্রণবাত্মা ঈশ্বরীকে নমস্কার। যিনি নিজ বীজ-স্বরূপা ও কামবীজস্বরূপিণী, যিনি মুণ্ডমালাবলীযুতা সেই লোলজিহ্বা সনাতনী মনোরমা মহাকালীকে নমস্কার। যিনি মায়াবীজস্বরূপা ও কূর্চ্চবীজ স্বরূপিণী, সেই জগন্মাতা কমললোচনা কালীমাতাকে বন্দনা করি। যিনি ঘোররবা, অখিল শিবা যাহার সঙ্গিনী, যিনি মুক্তকেশী ও দিগম্বরা, সেই মহাবিঘ্নবিনাশিনী কালিকামাতাকে নমস্কার করি। যিনি ত্রিভুবনেশ্বরী সেই হৃদয়গামিনী বিশ্বজননী মহাকালীকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করি।১৪—১৭

ঈশ্বর কহিলেন, মহাকালী এইরূপে সঙ্কীর্ত্তিতা হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এইরূপে মহাকালীর স্তব করিলে, সহসা আকাশবাণী হইল, হে পিতামহ! তুমি কি কামনা করিতেছ? ভো মহাবাহু বিষ্ণু! তুমিই বা কি বাসনা করিতেছ, তাহা বল।১৮

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কহিলেন, কেশি নামক এক দৈত্যবর মহাসুর আমাদের অখিল জগন্মণ্ডল হরণ করিয়াছে, এক্ষণে সেই অসুরকে হনন করিয়া আমাদিগকে

হন্ত্বেদানীং তমস্তুরমাবাং স্থাপয় পূর্ব্ববৎ।
দেহি দাস্যং পদাম্ভোজে মম ন্বেতন্নিবেদনম্[১] ॥২০

শ্রীকাল্যুবাচ

শৃণু ব্রহ্মন্নহো বাক্যমহঙ্কারো গতস্তব।
ইদানীং পরিসন্তুষ্টা তচ্চায়াতি তবান্তিকম্[২] ॥২১
সর্ব্বং মায়াময়ং বিশ্বং কিন্তে বান্যস্য পঙ্কজ[৩]।
অহঙ্কারাগ্নমীক্ষিত্বা বিঘ্নং দত্তং দুরাসদম্ ॥২২
ময়া তুভ্যং জগদ্ধাতস্তবাহঙ্কারনির্মিতম্।
কেশিদৈত্যস্বরূপং হি হন্মি ত্বন্তু স্থিতো ভব[৪]।
মা ভয়ং কুরু ভো বিষ্ণো স্থিরো ভব মহামতে ॥২৩

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

এবমাসাদ্য আশ্বাস্য ব্রহ্মবিষ্ণু পরাত্মিকা।
হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম চকার দানবোত্তমম্।
কেশিমহাসুরং কালী বিধিমাহ ততস্তু সা ॥২৪

পূর্ব্বের ন্যায় স্থাপন করুন। হে দেবি! আপনার চরণকমলে এই আমাদের নিবেদন।১৯—২০

কালী কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! শ্রবণ কর, তোমার অহঙ্কার দূর হইয়াছে, এক্ষণে আমি তুষ্ট হইয়াছি সেই জগৎও তোমার অধিকৃত হইবে।২১

এই বিশ্ব মায়াময় তোমার কিম্বা অন্যের নহে। হে কমলযোনি! তোমার অহঙ্কার দর্শন করিয়া তোমার প্রতি দুর্দ্ধর্ষ বিঘ্ন প্রদান করিয়াছিলাম। হে জগদ্বিধাতঃ, ঐ বিঘ্ন তোমারই অহঙ্কার সহজাত কেশি দৈত্যস্বরূপ। যাহা হউক, আমি তাহাকে বিনাশ করিব, তুমি অচঞ্চল, স্থিরবুদ্ধি হও। ভো মহামতে বিষ্ণো! তুমি ভীত হইও না, তুমি স্থির হও।২২—২৩

ঈশ্বর কহিলেন, পরমাত্মিকা মহাকালী এইরূপে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে আশ্বাস প্রদান করিয়া হুঙ্কার দ্বারাই সেই দানবেন্দ্র মহাসুর কেশিকে ভস্ম করিলেন। তদনন্তর মহাকালী পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন।২৪

১। হোতদ্ধি নৌ নিবেদনম্—ইতি পাঠান্তরম্।
২। জগদ্ যাস্যতি তেঽন্তিকম্—ইতি পাঠান্তরম্।
৩। সর্ব্বং মায়াময়ং তত্তে বিশ্বং নান্যস্য পদ্মজ।
অহঙ্কারস্ত তে দৃষ্ট্বা…… ॥২২
৪। কেশিদৈত্যস্বরূপং তদ্ধন্মি বিঘ্নং স্থিরো ভব।

শ্রীকাল্যুবাচ।

অহঙ্কারাৎ পাতকং তে জাতং ব্রহ্মন্ মহত্তরম্।
তৎপাপস্যাপনোদায় ক্রিয়তাং পর্ব্বতোত্তমঃ ॥২৫
ভস্মনা কেশিদৈত্যস্য গোগ্রাসতৃণপূরিতঃ।
তদ্গ্রাসভক্ষণান্নিত্যং গোষ্ঠে পাপং ক্ষয়িষ্যতি ॥২৬

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

একীকৃত্য চ তদ্ভস্ম কেশিদৈত্যশরীরজম্।
কমণ্ডলুজলক্ষেপাচ্চকার পর্ব্বতং বিধিঃ ॥২৭
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনিম্নং গোগ্রাসং বহুনাবৃতম্।
তদ্গ্রাসভক্ষণাদ্ গোশ্চ তুষ্টঃ পুষ্টো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥২৮
অতো গোবর্দ্ধনং নাম পর্ব্বতায় দদৌ বিধিঃ।
যথা যথাশ্নাতি গোশ্চ তদ্গ্রাসং পর্ব্বতোত্তমে।
তথা তথা ক্ষয়ং যাতি পাতকং ব্রহ্মণঃ শিবে ॥২৯
তাবত্তু নিষ্কৃতির্ধাতুর্যাবদ্গোবর্দ্ধনো গিরিঃ।
ততস্তন্নিষ্কৃতিস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরি ॥৩০

মহেশ্বরী কালী কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অহঙ্কারের জন্য তোমার মহত্তর পাপ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তোমার অর্জ্জিত সেই পাপরাশির দূরীকরণ নিমিত্ত কেশিদৈত্যের ভস্ম দ্বারা একটি তৃণলতাপূর্ণ পর্ব্বতের সৃষ্টি কর; ঐ পর্ব্বত বহুপ্রকার প্রচুর গোগ্রাস ও তৃণগুল্মাদি দ্বারা পরিপূর্ণ ও আচ্ছাদিত হইবে, গোগণ তৃণলতারূপ সেই গ্রাস ভক্ষণ করিলে তোমার পাপক্ষয় হইবে।২৫—২৬

ঈশ্বর কহিলেন, বিধাতা কেশীদৈত্যের শরীরজাত ভস্মসমূহ একত্রিত করিয়া কমণ্ডলুর জল নিক্ষেপ করিয়া এক পর্ব্বত সৃষ্টি করিলেন।২৭

ঐ পর্ব্বত অতিশয় উচ্চও নয়, আবার অতি নিম্নও নয়। উহাতে নানাপ্রকার গোগ্রাস পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিল। সেই ভস্মজাত গোগ্রাস ভক্ষণ দ্বারা গো-সকল প্রকৃতই হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিল।২৮

এজন্য বিধাতা সেই পর্ব্বতের নাম রাখিলেন গো-বর্দ্ধন। হে শিবে! গো-গণ যে পরিমাণে ঘাস ভক্ষণ করিতে লাগিল, ব্রহ্মারও সেই পরিমাণে পাপক্ষয় হইতে লাগিল। এইরূপে গোবর্দ্ধন গিরি দ্বারা ব্রহ্মা সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।২৯—৩০

এবমেবাপরাধস্তে প্রাধান্যে যদি জায়তে।
তৎফলং পীড়নন্তস্য১ সর্ব্বেষাঞ্চ ত্রিলোচনে ॥৩১
ততো ব্রহ্মা জগদ্ধাতা বিষ্ণুশ্চ জগতাং পতিঃ।
পুনশ্চ তৎক্রমেণৈব অস্তৌষীৎ পরমেশ্বরীম্ ॥৩২
ততঃ কালী জগন্মাতা তাবুবাচ কিমিচ্ছথঃ।
দদামি বৎসৌ তৎ সর্ব্বং ভবন্তৌ কাতরৌ কথম্ ॥৩৩

ব্রহ্মবিষ্ণু উচতুঃ।

আবয়োর্জগতাঞ্চৈব মঙ্গলায় পদাম্বুজম্।
মহামুক্তিপ্রদঞ্চৈব ত্বদীয়মতিনির্ম্মলম্ ॥৩৪
অদৃশ্যমপি গোপ্যং হি মাতুরাকারবর্জ্জিতম্।
কথন্তৎ পূজয়িষ্যাবঃ সর্ব্বমংগলদায়কম্ ॥৩৫
ভূমৌ স্থানং কল্পয়স্ব যজিতুং তৎ পদাম্বুজম্।
সর্ব্বদা পূজয়িষ্যাবো মহামংগলকারণম্ ॥৩৬
আবয়োশ্চৈব সর্ব্বেষাং মহামুক্তিফলায় চ।
তদাবয়োর্দানবাদ্যাঃ কিং করিষ্যন্তি চাশুভম্।
অবশ্যং বৈ তরিষ্যাবো দুস্তরং ত্বৎপদার্চ্চনাৎ ॥৩৭

হে শিবে! যদি প্রধান ব্যক্তির নিকট তোমার কোন অপরাধ হয়, তবে এইরূপ গোগ্রাস দ্বারা সেই পাপের পীড়ন হইতে রক্ষা পাইতে পার।৩১

তদনন্তর জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা ও জগৎপতি বিষ্ণু পুনর্ব্বার সেইপ্রকারে পরমেশ্বরী কালীর স্তব করিলেন।৩২

জগন্মাতা কালী তাঁহাদিগকে কহিলেন হে বৎসদ্বয়! তোমরা কি ইচ্ছা করিতেছ? বল, আমি অভিপ্রায় অনুযায়ী তোমাদিগকে বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিতেছি, দুঃখার্ত্ত চিত্ত হইতেছ কেন।৩৩

ব্রহ্মা বিষ্ণু কহিলেন, হে মাতঃ! আমাদের এবং জগতের মংগলের নিমিত্ত আপনার মহামুক্তিপ্রদ অতি নির্ম্মল অদৃশ্য, আকাররহিত, গোপ্য ও সর্ব্বমংগল-দায়ক অচ্যুতপদ আমরা কিরূপে পূজা করিব?৩৪—৩৫

আপনি সেই চরণকমল পূজনার্থ ভূমণ্ডলে স্থান কল্পনা করুন, যেখানে আমরা মহামংগলের কারণস্বরূপ মহামুক্তিফলপ্রদ আপনার পাদপদ্ম পূজা করিব।৩৬

এতদ্দ্বারা আমাদের এবং অখিল জীবগণের মঙ্গল সাধিত হইবে। তাহা হইলে অশুভ অকল্যাণকারী দানবসকল আমাদের কি করিতে পারিবে? আমরা আপনার চরণার্চ্চন-হেতু দুঃসাধ্য দুর্লঙ্ঘ্য পারাবার হইতেও মুক্তি পাইব—ইহাতে সন্দেহ নাই।৩৭

১। তৎফলাগোঽনঃ হ্যেবং...॥

শ্রীকাল্যুবাচ ।

শৃণু বৎস মহাবিষ্ণো বচনং পরমং মহৎ ।
যেন হুঙ্কারবীজেন চকার ভস্ম দানবম্ ॥৩৮
কেশিমন্ত্রং মহাবীজং শব্দব্রহ্মস্বরূপকম্ ।
মহাতেজোময়ং বিদ্ধি তদ্বীজং পরমং পদম্ ॥৩৯
কেশিপুরে চ তদ্বীজং কেশিং হত্বা ব্যবস্থিতম্ ।
আপাতালং ক্রোশমাত্রং তদ্বীজং তেজসা ব্রতম্ ॥৪০
অতো হি পূজ্যং তৎস্থানং মহাতেজোময়ং ধ্রুবম্ ।
তৎস্থানং ত্বং সমাগম্য মাং পূজয় যথেপ্সিতম্ ॥৪১
অতিসংগুপ্তভাবেন ঈপ্সিতং প্রাপ্যতে ফলম্ ।
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈ রন্যৈরপি মহামতে ॥৪২
যথা ন জ্ঞায়তে কৈশ্চিত্তথার্চ্চনং কুরুষ্ব মে ।
সর্ব্বাপদ্ভ্যঃ পরিত্রাণং ত্বাং করিষ্যামি সর্ব্বদা[১] ॥৪৩
ক্রীড়াস্থানমিদং বিষ্ণোরুক্তং তুভ্যমিদং সদা ।
ইচ্ছাশক্তিস্তু যা দত্তা যাশ্চৈব মায়য়া পুরা[২] ॥৪৪

কালী কহিলেন, হে বৎস মহাবিষ্ণো ! আমার পরম বচন শ্রবণ কর। হুঙ্কার বীজ দ্বারা দানবকে ভস্ম করিয়াছি। কেশিমন্ত্র মহাবীজ ও শব্দব্রহ্মস্বরূপ। সেই বীজ মহাতেজোময় ও পরমপদ ।৩৮—৩৯

কেশীকে হত্যা করিয়া কেশিপুরে সেই বীজ সংস্থাপিত করিয়াছি। এবং তাহা ক্রোশমাত্র পাতাল পর্য্যন্ত তেজোদ্বারা বিস্তারিত ও পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।৪০

সেইকারণে সেই স্থান পূজ্য এবং নিশ্চিতই মহাতেজোময় (অতীব দীপ্তিশালী)। তুমি সেই স্থানে গমন করিয়া যথেচ্ছারূপে আমার পূজা কর ॥৪১

তথায় সাতিশয় সংগুপ্ত ভাবে পূজা করিলে অভিলষিত ফললাভ হয়। হে মহামতে ! দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ এবং অন্যান্য সকলেই পূজা করিলে ইচ্ছানুরূপ ফল পাইবে সন্দেহ নাই ।৪২

যাহাতে কেহ জানিতে না পারে সেইরূপেই আমার পূজা করিবে। তাহাতে আমি তোমাকে সর্ব্ববিধ আপদ্ হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা ও পরিত্রাণ করিব ।৪৩

এই স্থান বিষ্ণুর ক্রীড়াস্থান, ইহা আমি তোমাকে নিশ্চিতরূপে কহিলাম। আমি পূর্ব্বে বিষ্ণুকে ইচ্ছাশক্তি প্রদান করিয়াছি, সেই রক্ষসংস্থিতা শক্তিই

১। করিষ্যামি চ তে সদা।
২। বিষ্ণবে চ ময়া পুরা—ইতি পাঠান্তরম্।

মহালক্ষ্মীস্বরূপেণ সেবতে ব্রহ্মসংস্থিতা ।
সৈব বৃন্দাস্বরূপেণ পুরেঽত্র সম্ভবিষ্যতি ॥৪৫
কেশিপুরে সমাব্যাপ্য ততো[1] বৃন্দাবনাভিধম্ ।
কেশিপুরে চ ভবিতা তথা ত্বৎক্রীড়নং ধ্রুবম্ ॥৪৬
ভূত্বা বৃন্দাতরুর্লক্ষ্মীরত্র স্থাস্যতি সর্ব্বদা ।
দৈত্যবিঘ্নী হি ভবিতা সর্ব্বদৈত্যনিষূদনী ॥৪৭
ভো ব্রহ্মন্ ! শৃণু বৎস[2] ত্বদ্বচনং মে শুভোদয়ম্ ।
কেশিদৈত্যবধার্থায় যত্র মে পূজনং কৃতম্ ॥৪৮
যুবাং বৈ পশ্যতস্তত্র জাতং মে যোনিমণ্ডলম্ ।
মম তেজঃসমুদ্ভূতং জানীহি যোনিমণ্ডলম্ ॥৪৯
সর্ব্বেষামুদ্ভবস্থানং যোনিরেবং ন সংশয়ঃ ।
জানীহি প্রকৃতিং দেবযোনিমেতেষাস্তু মামকীম্ ॥৫০
সংপূজ্য যোনিং দেবেশ সৃষ্টিং কুরু যথার্থতঃ ।
সর্ব্বেভ্যোঽপি[3] ভয়ং ন স্যাত্তবাপীহ পিতামহ ॥৫১

মহালক্ষ্মীরূপে বিষ্ণুর সেবা করিবে। তিনি বৃন্দাস্বরূপে এই পুরে অবস্থান করিবেন।৪৪—৪৫

বৃন্দা কেশিপুরে অবস্থিত হইলে তাহার নাম হইবে বৃন্দাবন। কেশিপুরে বৃন্দার সহিত তোমার ক্রীড়া হইবে। লক্ষ্মী, বৃন্দাতরুরূপে এইস্থানে সর্ব্বদা তাহাতে অবস্থান করিবেন। তাহাতে দৈত্যবিঘ্ন ঘটিবে এবং সকল দৈত্যের বিনাশ সাধন হইবে।৪৬—৪৭

ভো ব্রহ্মন্ ! তুমি আমার মঙ্গলজনক কল্যাণবাক্য শ্রবণ কর। কেশিদৈত্যের বধের জন্য যেস্থানে আমার পূজা করিলে, তোমারা দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক চাহিয়া দেখ, সেই স্থানে আমার যোনিমণ্ডল উৎপন্ন হইয়াছে। এই যোনিমণ্ডল আমার তেজঃসমুৎপন্ন, ইহা সকলেরই উদ্ভবস্থান জানিও।৪৮—৪৯

সেই স্থানেই আমার যোনিমণ্ডল সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই যোনিমণ্ডল আমারই তেজরাশি সমুদ্ভূত, ইহা সকলেরই উৎপত্তি-মূল স্থল বলিয়া জানিবে। আমার যে প্রকৃতি, তাহাই যোনিমণ্ডল। হে দেবেশ ! এই যোনিমণ্ডলের পূজা করিয়া তুমি সৃষ্টি কর। হে পিতামহ ! তোমার কোথাও ভয় নাই। ৫০—৫১

১। বৃন্দায়া বাসতস্তদ্ধি পুরং...। তৎপুরে চাপি ভবিতা...॥
২। কস্মিষ্যো শৃণু বৎসৈত্যোত্তবচনং মে শুভোদয়ম্ ।
৩। কস্মাদপি ..ইতি পাঠান্তরম্ ।

অধিষ্ঠানমস্তি মম তত্র[২] পীঠে ন সংশয়ঃ।
জানীহি তদধিষ্ঠাত্রীরূপং মেঽতিসুশোভনম্ ॥৫২
নিত্যং পূজয় তদ্রূপং কামাখ্যাযোনিমণ্ডলে।
যোনিমণ্ডলমাসাদ্য কামাখ্যাং যস্তু পূজয়েৎ ॥৫৩
সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভূত্বা পরত্রেহ চ মোদতে।
ন ভয়ন্তস্য কুত্রাপি কস্মাদপি প্রজায়তে ॥৫৪
তবান্যেষাং হিতার্থায় স্থাপিতং যোনিমণ্ডলম্।
পৃথিব্যাং ভারতে বর্ষে কামরূপং মহাফলম্ ॥৫৫
নবযোনিসমাকীর্ণং মহামুক্তিফলপ্রদম্।
নবযোন্যাত্মকে ব্রহ্মন্ কামরূপে মনোহরম্ ॥৫৬
কামাখ্যাতেজসা দেবি দীপ্যতে যোনিমণ্ডলম্।
কিন্ত্বিদানীং ভবৎপাপং ন পশ্যামি কথঞ্চন ॥৫৭
অহঙ্কারাৎ সমুৎপন্নং ত্রিবিধং পাতকং তব।
কায়িকং বাচিকঞ্চৈব মানসঞ্চ তথা পুনঃ ॥৫৮
তৎপাপাদ্ যোনিপীঠং মে ন পশ্যসি কদাচন।
তৎপাপধ্যানধারাভি-রন্ধীভূতো দিবানিশম্ ॥৫৯

সেই পীঠে আমার অধিষ্ঠান আছে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। সেই অধিষ্ঠাতৃস্বরূপ আমার সুশোভন রূপ। নিত্য কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে সেইরূপের পূজা কর। যোনিমণ্ডলে গমন করিয়া যে ব্যক্তি কামাখ্যার পূজা করে, সে সর্ব্বসিদ্ধির ঈশ্বর হইয়া ইহকালে ও পরকালে আনন্দ লাভ করে। তাহার কোথাও এবং কাহার নিকট হইতেও ভয় হয় না।৫২—৫৪

তোমার এবং অন্য সকলের কল্যাণের জন্য এই যোনিমণ্ডল স্থাপিত হইয়াছে। এই মহাস্থান কামরূপ নামে পৃথিবীমণ্ডলে ভারতবর্ষে অবস্থিত।৫৫

এই মহালয় নবযোনি সমাকীর্ণ (ব্যাপ্ত, বিস্তীর্ণ) এবং মহামুক্তিফলপ্রদ। হে ব্রহ্মন্! নবযোন্যাত্মক কামরূপে কামাখ্যাতেজে ঐ মনোহর যোনিমণ্ডল দীপ্তি পাইতেছে। কিন্তু এক্ষণে তোমার কোন পাপ দর্শন করিতেছি না।৫৬—৫৭

অহঙ্কার হইতে তোমার কায়িক বাচিক ও মানসিক, এই ত্রিবিধ পাপ উৎপন্ন হইয়াছিল।৫৮

সেই পাপহেতু তুমি আমার যোনিপীঠ দেখিতে পাইতেছ না। সেই পাপের ধ্যানধারায় দিবানিশি অন্ধীভূত হইয়া রহিয়াছ।৫৯

২। অধিষ্ঠানং মমাপি স্যাত্তত্র…ইতি পাঠান্তরম্।

তত্র বাচনিকং পাপং গোবর্ধনাৎ প্রশাম্যতি।
তদন্যস্য প্রশমনং বদামি তচ্ছৃণুষ্ব মে[১] ॥৬০
নক্ষত্রলোকান্নক্ষত্রমেকন্তত্র নিপাত্য চ।
শ্রেষ্ঠন্তজ্জ্যোতিষা দেব দৃষ্টা পীঠং তপঃ কুরু ॥৬১
যাবদ্দ্রক্ষ্যসি জ্যোতিস্তু মিলিতে যোনিতেজসি।
তাবৎ কুরু তপো ঘোরং তদন্তে পাতকদ্বয়ম্ ॥৬২
প্রশাম্যতি ন সন্দেহো বসতিং কুরু সত্বরম্।
তত্র তপোবশাত্তত্তু কেনাপি ন হি বীক্ষ্যতে ॥৬৩
অপরাধাৎ শ্রেয়সন্তু ভবেদ্বৈ গতিরীদৃশী।
নক্ষত্রস্থাপনাত্তত্র পৃথগ্জাতিষু বারিতঃ ॥৬৪
স্থানন্তদ্ গম্যতে বৎস সর্বলোকে নিরন্তরম্।
ইত্যুক্ত্বা বিররামাসৌ গগনস্থা পরাত্মিকা ॥৬৫

তথায় গোবর্ধন হইতে বাচনিক পাপ প্রশমিত (বিদূরিত) হয়। অন্য দুই পাপদ্বয়ের প্রশমনের (নিবারণের) উপায় বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর।৬০

ধ্যানযোগে নক্ষত্রলোক হইতে একটি নক্ষত্র তথায় নিপাতিত করিয়া যোনিপীঠকে উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃসম্পন্ন দর্শন করিয়া সেখানে তপশ্চারণ (তপসাধনা) কর।৬১

যে পর্যন্ত না যোনিতেজে সেই জ্যোতিঃ মিলিত হইতেছে দেখিবে, সেই পর্যন্ত দারুণ ভয়ঙ্কর তপস্যা করিবে; তদনন্তর সেই পাপদ্বয় নিশ্চিত বিনষ্ট হইবে। অতএব সত্বর তথায় গমন করিয়া বসবাস কর। তথায় তাহা তপোবলে কেহ দেখিতে সমর্থ নহে।৬২—৬৩

অপরাধের পর শ্রেয়োলাভের উপায় এইরূপ জানিবে। তথায় নক্ষত্র স্থাপন অন্যান্য জাতির মধ্যে নিষিদ্ধ। হে বৎস! অন্য সকল স্থানেই অন্য সকল লোক গমন করিতে পারে। এই সকল বলিয়া পরাত্মিকা গগনস্থিতা কালী বিরত হইলেন।৬৪—৬৫

১। তত্র বাচনিকং পাপং ধ্রুবং নশ্যতি দর্শনাৎ।
গোবর্দ্ধনস্থ পরয়োরুপায়ং তচ্ছৃণুষ মে। ৬০ ইতি পাঠান্তরম্।

২। যাবদ্ ত্রক্ষ্যসি জ্যোতির্না মিলিতং যোনিতেজসি ইতি পাঠান্তরম্।

৩। সর্বলোকে নিরন্তরম্ ইত্যপি পাঠঃ।

কালীং পরমকল্যাণীং তাং নত্বা বিধিকেশবৌ।
বিস্ময়াবিষ্টমনসৌ রাজ্যং তচ্চক্রতুস্তু তৌ[1] ॥৬৬
ইত্যেবং কথিতং গুহ্যং যৎ পৃষ্টং গিরিসম্ভবে।
প্রাচীনমতিগোপ্যং হি বৃত্তান্তং কুলনায়িকে ॥৬৭

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্র্যে পঞ্চদশঃ পটলঃ।

অনন্তর, কেশব ও বিধাতা পরমকল্যাণী মহাকালীকে নমস্কার করিয়া, বিস্ময়াবিষ্টমানসে উভয়ে বিশ্বরাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।৬৬

হে গিরিজাত্মজে কুলনায়িকে! এই আমি তোমাকে অতি প্রাচীন, অতি গুহ্য বৃত্তান্ত কহিলাম।৬৭

সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তম শ্রীযোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্র্যে পঞ্চদশ পটল সমাপ্ত।

১। ....তচ্চক্রতুস্ততঃ। ইতি পাঠান্তরম্।

ষোড়শঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

শ্রুতো হি পূর্ব্ববৃত্তান্তঃ সর্ব্বেষামপ্যগোচরঃ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কালীরূপাভবৎ কথম্ ॥১

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি পরং গুহ্যং ব্রহ্মাদীনামগোচরম্।
সারাৎসারতরং দেবি ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥২
একদা ব্রহ্মবিষ্ণু তৌ বিরোধন্তৌ পরস্পরম্।
ঈশ্বরোঽহমীশ্বরোঽহমুক্তবন্তৌ জলার্ণবে ॥৩
তয়োঃ শান্ত্যৈ মহেশানি প্রাদুর্ভূতং জলার্ণবে।
অপ্রমেয়ং মহালিঙ্গং মদীয়ং পাবনং পরম্ ॥৪
জ্ঞানাজ্ঞানময়ং দিব্যং দুর্নিরীক্ষ্যং ভয়ঙ্করম্।
তন্মধ্যেঽহং রুদ্ররূপো বভ্রাম বৃষবাহনঃ ॥৫
দৃষ্ট্বা তু তৌ তদাশ্চর্য্যং ভয়কম্পিতবিগ্রহৌ।
স্তুত্বা চ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈরূচতুর্ম্মাং পুনশ্চ তৌ ॥৬

দেবি কহিলেন, হে ত্রিলোচন! সকলেরই অগোচর পুরাতন গুহ্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। এখন কিরূপে কালীরূপা হইলেন, তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।১

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি! ব্রাহ্মাদিরও অগোচর সারাৎসার, ভোগমোক্ষ-প্রদায়ক পরম গুহ্য বিষয় বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।২

এক সময়ে কারণার্ণবে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু 'আমিই ঈশ্বর, আমিই ঈশ্বর' এই বলিয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ করেন।৩

হে মহেশ্বরি! এতদুভয়ের বিরোধ মীমাংসা বা শান্তির জন্য আমার অপ্রমেয়, জ্ঞানাজ্ঞানময় দিব্য দুর্নিরীক্ষ্য ভয়ঙ্কর পরম পাবন এক মহালিঙ্গ (সৃষ্টির আদি নিদান বা কারণ অন্ধ তমসাচ্ছন্ন) কারণবারিধি মধ্য হইতে তখন আবির্ভূত হইল।৪

আমি রুদ্ররূপে বৃষভবাহন হইয়া তন্মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। সেই আশ্চর্য্য দর্শনে তাঁহারা উভয়ে সভয়ে কম্পিত কলেবরে বিবিধ স্তোত্র দ্বারা আমার স্তব করত পুনর্ব্বার আমাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।৫—৬

ব্রহ্মবিষ্ণু উচতুঃ।

কস্ত্বং বদ ভীমরূপ! উত্থিতোঽসি জলার্ণবে ॥৭

রুদ্ররূপ উবাচ।

পরস্পরং বিরুদ্ধন্তৌ যুবাং দৃষ্ট্বা জলার্ণবে।
উত্থিতোঽহং চ ভবতোরীশ্বরত্বং পরীক্ষিতুম্ ॥৮
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য স্থগিতৌ ব্রহ্মকেশবৌ।
নিগূঢ়ং ধ্যানতো জ্ঞাত্বা সন্তুষ্টো মাধবোঽভবৎ ॥৯
উদ্বিগ্নচেতসা ব্রহ্মা ধ্যাত্বা স জ্ঞানমাপ্তবান্।
কেবলং রুদ্ররূপং মাং জ্ঞাত্বাসৌ কমলাসনঃ ॥১০
বিচিকিৎসাপরো ভূত্বা বিষ্ণুমাহ তদা বিধিঃ ॥১১

ব্রহ্মোবাচ।

ভো বিষ্ণো মৎকপালাদ্ যো জাতো রুদ্রোঽপ্যসত্তমঃ ॥১২

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

এবমুক্ত্বা চোপহাসং কৃত্বা চাপি বিগর্হিতম্[১]।
চকার বহুধা দেবি বিঘ্নং দত্তং সুদারুণম্ ॥১৩

ব্রহ্মা-বিষ্ণু কহিলেন, হে ভীমরূপ! কারণসাগর হইতে উদ্গত হইতেছ, তুমি কে, তাহা বল।৭

রুদ্ররূপী কহিলেন, আমি তোমাদের পরস্পর বিরোধ-বিবাদ দর্শন করিয়া তোমাদের ঈশ্বরত্ব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হইলাম।৮

বিরিঞ্চি ও কেশব এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তদনন্তর মাধব ধ্যানযোগে নিগূঢ়তত্ত্ব অবগত হইয়া পরম সন্তোষপ্রাপ্ত হইলেন।৯

ব্রহ্মা উদ্বিগ্নচিত্তে ধ্যান করিয়া আমাকে বিশেষরূপে জানিতে পারিলেন না, কেবল রুদ্ররূপ অবগত হইয়া সন্দিগ্ধ হইলেন অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া বিষ্ণুকে বলিতে লাগিলেন।১০—১১

ব্রহ্মা বলিলেন, হে বিষ্ণো! আমার কপাল হইতে এই অসত্তম (মিথ্যা) রুদ্র আবির্ভূত হইয়াছে।১২

ঈশ্বর কহিলেন, বিধাতা এইরূপে উপহাস ও বহুতর নিন্দা করিতে লাগিলেন। হে দেবি! আমি তখন দারুণ বিঘ্ন প্রদান করিলাম।১৩

১। বিগর্হণম্ ইতি পাঠান্তরম্।

ময়া তস্মৈ ব্রহ্মণে তাদ্বিগর্হিতবির্নিম্মিতম্ ।
অবিঘ্ন মহাসুরো ভূত্বা মধ্যাহ্নসময়ো রবিঃ[১] ।
জাতো দেহাৎ স ত্রিপুরনাম্না চ দানবঃ শিবে ॥১৪
সর্ব্বেষাং সকলং নীতমিন্দ্রাদীনাং মহেশ্বরি।
তেন দৈত্যেন দেবেশি ততো বিষ্ণোর্হৃতং জগৎ ॥১৫
গরুড়ঞ্চ বিনা লক্ষ্মীমন্যৎ সর্ব্বং হৃতং বলাৎ ।
হৃতং তেনৈব দৈত্যেন ব্রহ্মণঃ কমলাসনম্ ॥১৬
ততঃ পলায়িতা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ ।
হিমালয়ং সমাসাদ্য বিষ্ণুরাহ তদা বিধিম্ ॥১৭॥

বিষ্ণুরুবাচ

শিবনিন্দা কৃতা ধাতস্ত্বয়া পূর্ব্বং জলার্ণবে ।
তেনৈব চাপরাধেন বয়ং সর্ব্বে প্রপীড়িতাঃ ॥১৮
ততস্তু পরমেশানং স্তোষ্যামত্র গিরৌ পুনঃ ।
তদেব মঙ্গলং লেভে ভূয়ো মে রোচতে হৃদি[২] ॥১৯

সেই বিঘ্ন মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডতুল্য এক মহাসুররূপে আবির্ভূত হইল ; ঐ দানবের নাম ত্রিপুর।১৪

সেই মহাদৈত্য মদীয় দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, অধিক কি কহিব, সকলেরই সকল অধিকার বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইল।১৫

সেই দৈত্য বিষ্ণুর গরুড় ও লক্ষ্মী ব্যতিরেকে অখিল জগৎ অন্যায় বলপ্রয়োগে অপহরণ করিল।১৬

সেই দৈত্য যখন ব্রহ্মার কমলাসন হরণ করিল, তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ পালাইয়া হিমালয়ে আমার আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মাধব আমার সমক্ষে বিধাতাকে বলিতে লাগিলেন।১৭

বিষ্ণু কহিলেন, হে বিধাতঃ! তুমি পূর্ব্বে কারণসলিলার্ণবে শিবনিন্দা করিয়াছ, সেই অপরাধেই আমরা সকলেই প্রপীড়িত হইতেছি।১৮

তবে এস আমরা এখন এই কৈলাসপর্বতে তাঁহার সন্তোষ বিধানার্থ আরাধনা করি। আমার হৃদয়ে এইরূপ ভাব জাগরিত হইতেছে যে তাহাই আমাদের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলদায়ক হইবে।১৯

১। তদ্বিঘ্নমসুরো ভূত্বা মধ্যাহ্নে চ যথা রবিঃ ।
জাতস্ত্রিপুরনামাসৌ দানবো দেহতো মম ॥ ইতি পাঠান্তরম্।

২। সর্ব্বং স মঙ্গলং কুর্য্যাৎ ভূয়ো মে রোচতে হৃদি ॥ ১৯ ইতি পাঠান্তরম্

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

সমাশ্রিত্য তপস্তেপুর্ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ।
হিমালয়ং তদা দেবাঃ প্রসাদো মে ভবেত্তদা ॥২০
পৃথিবীঞ্চ রথং কৃত্বা চক্রে চন্দ্রদিবাকরৌ।
ব্রহ্মাণং সারথিং কৃত্বা বেদান্ রশ্মীংস্তথৈব চ ॥২১
দেবান্ কৃত্বা রথাঙ্গানি অশ্বাংশ্চৈব তথা পুনঃ।
ধনুঃ কৃত্বা সুমেরুঞ্চ জ্যাঞ্চ কৃত্বা তু বাসুকীম্ ॥২২
বিশ্বঞ্চ সকলং কৃত্বা রথস্থং যচ্চরাচরম্।
বাণং বিষ্ণুং বিধায়ৈব ত্রিপুরং ভস্মসাৎ কৃতম্[১] ॥২৩
চরাচরেণ সহিতং দেবদৈত্যাদিভিঃ সহ।
ময়া তত্র মহেশানি পুনঃ সৃষ্টিঃ কৃতা ততঃ[২] ॥২৪
যত্র ভস্ম কৃতং দেবি জগদেতচ্চরাচরম্।
মহৎ শ্মশানং তদ্বিদ্ধি সর্ব্বেষাং লয়কারণম্ ॥২৫
মৃতানাং সর্ব্বদেবানাং তেজস্তত্র ব্যবস্থিতম্ ॥২৬
পঞ্চক্রোশাত্মকং ভূত্বা তেজসা জগতাং তথা।
নির্ম্মায় মায়য়া দেহং ত্রৈপুরং তস্য বক্ষসি ॥২৭

ঈশ্বর কহিলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেব গণ হিমালয়কে আশ্রয় করত সকলে মিলিত হইয়া তপস্যা করে; তদনন্তর আমার প্রসন্নতা (অনুগ্রহ) লাভ করিতে সমর্থ হয়।২৭

হে দেবি! তদনন্তর আমি পৃথিবীকে রথ, চন্দ্রসূর্য্যকে চক্র, ব্রহ্মাকে সারথি, বেদ সকলকে রজ্জু, দেবগণকে অন্যান্য রথাঙ্গ ও অশ্ব, সুমেরুকে শরাসন (ধনুক), বাসুকিকে গুণ, স্থাবর-জঙ্গম অখিল বিশ্বকে রথস্থ এবং বিষ্ণুকে বাণ করিয়া চরাচর ও দেবদৈত্যাদির সহিত ত্রিপুরাসুরকে ভস্ম করিলাম।২১—২৩

হে মহেশ্বরি! তদনন্তর আমি দেবদৈত্যাদি সহ চরাচর বিশ্বজগৎ তথায় পুনঃ সৃষ্টি করিলাম।২৪

যেস্থানে এই চরাচর ভস্মীভূত হইল, সেইস্থান নিখিল জগতের লয়কারণ হেতু মহাশ্মশান জানিবে।২৫

তথায় সমস্ত দেবগণের মৃত তেজ নিহিত আছে; সেই স্থানের উপরিভাগে জগতের তেজঃ। মায়া দ্বারা পঞ্চক্রোশাত্মক ত্রৈপুর দেহ নির্ম্মাণ করত তথায় আমি মৃত্যুস্থলে পরমা চৈতন্যরূপিণী পরমেশ্বরী মহাকালীর স্তব করিতে

১। ত্রিপুরো ভস্মসাৎ কৃতঃ ইতি পাঠান্তরম্।
২। পুনঃ সৃষ্টং জগত্ততঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

তত্র মৃত্যুস্থলে চাহং তুষ্টাব পরমেশ্বরীম্ ।
তত্তেজসি মহাকালীং পরাং চৈতন্যরূপিণীম্ ॥২৮
ততস্তেজসি সা কালী প্রাদুর্ভূতা পরা কলা ।
মহাদ্বীপপ্রমাণন্তু তেজঃ কালীতি কীর্ত্তিতম্ ॥২৯
মুখমাত্রং সমাদৃষ্টং মহাকাল্যাস্তু তেজসি ।
অতো গিরিমুখং নাম মুনিভিঃ পরিগীয়তে ॥৩০
তদ্দৃষ্ট্বা পরমেশানি আনন্দো জায়তে ধ্রুবম্ ।
আনন্দকাননং তস্মাদ্ গীয়তে বেদবাদিভিঃ ॥৩১
কালীময়ং হি তত্তেজঃ সকলং সংবভূব হ ॥৩২
যথা তু সাগরে গচ্ছন্ শীকরঃ সাগরো ভবেৎ ।
তথা সূর্য্যাদিতেজো হি কালীতেজো বভূব হ ॥৩৩
তথা নানাজলং দেবি গঙ্গায়াং পতিতং যদি ।
গঙ্গৈব জায়তে সর্ব্বং তথা তেজঃ সুরেশ্বরি ॥৩৪
সর্ব্বং কাল্যভবৎ পূর্ণং নাস্তি ভেদো মহেশ্বরি ।
সর্ব্বং তদমৃতং দেবি জানীহি সুরসুন্দরি ॥৩৫

আরম্ভ করিলাম। তারপর সেই তেজে পরম কলা কালী প্রাদুর্ভূতা হইলেন। মহাকালীর সেই তেজঃ মহাদ্বীপপ্রমাণ, তাহা কালী নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।২৬—২৯

সেই তেজে মহাকালীর মুখমাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে মুনিগণ সেই স্থানের 'গিরিমুখ' নাম প্রদান করিয়াছেন।৩০

হে পরমেশানি! তাহা দর্শন করিলে দর্শকের মনে অনুপম আনন্দের উৎপত্তি হয়। সেই নিমিত্ত বেদবাদিগণ তাহার 'আনন্দকানন' নাম প্রদান করিয়াছেন ॥৩১

সেই তেজ সকলই কালীময় হইল। যেরূপ বারিবিন্দুও সাগরে পতিত হইয়া সাগররূপে পরিণত হয়, সেইরূপ সূর্য্যাদির তেজও কালীতেজ হইল।৩২—৩৩

যেমন অন্যান্য বহুবিধ জল গঙ্গায় পতিত হইয়া গঙ্গাই হইয়া যায়, হে সুরেশ্বরি! অন্যান্য সকল তেজও তদ্রূপ কালীময় হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই।৩৪

হে পরমেশ্বরি! কালীই পূর্ণতেজ-স্বরূপা পূর্ণরূপা। হে সুরসুন্দরি! তাঁহার ভেদ দৃষ্ট হয় না; তাঁহার সমস্তই অমৃত বলিয়া বিদিত হইবে।৩৫

তামহং চানিশং দেবি শিরসা ধারয়ামাহম্ ।
ততো হি শঙ্করত্বং মে নিশ্চিতং সত্যমেব ॥৩৬
তাং কালীং শিরসা ধার্য্য পঞ্চক্রোশময়ীং সদা ।
অহর্নিশং পূজয়ামি পরমানন্দবৃংহিতঃ ॥৩৭
অতো বিশ্বেশ্বরত্বং মে সদৈব নাত্র সংশয়ঃ ।
ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিকানাঞ্চ ঈশ্বরো যঃ সুরেশ্বরি ।
বিশ্বেশ্বরঃ স এব স্যান্নাপরঃ পরমেশ্বরি ॥৩৮
কেবলানন্দবান্ ভূত্বা পূজয়ামি পরং সদা ।
তত্র তস্যাঃ কৃপা জাতা বাগ্ভরা যাশরীরিণী ॥৩৯

শ্রীকাল্যুবাচ ।

ভো দেব পরমানন্দ মমানন্দঃ কৃতস্ত্বয়া ।
অতঃ কাশ্যাং মৃতানাং ত্বমানন্দং দেহি সর্ব্বদা ॥৪০

শ্রীঈশ্বর উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যা মগ্নোঽহমমৃতার্ণবে ।
দদামি পরমং ব্রহ্ম মুমূর্ষোঃ কর্ণগোচরে ॥৪১
বারণাস্যাং সদা দেবি স্থিত্বা ধ্যানপরঃ শিবে ।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে বারাণস্যাং মৃতাশ্চ যে ।
দদামি পরমং ব্রহ্ম তেষাং হি কর্ণগোচরে ॥৪২

হে দেবি ! আমি তাঁহাকে সতত শিরে ধারণ করিয়া আছি ; সেই হেতুই আমার শঙ্করত্ব সত্যসত্যই সন্দেহাতীতরূপে সিদ্ধান্তীকৃত ও নির্ণীত হইয়াছে ।৩৬

সেই পঞ্চক্রোশময়ী সেই কালীকে শিরে ধারণপূর্ব্বক পরমানন্দে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, আমি অহর্নিশ তাঁহার পূজা করি ।৩৭

এই কারণেই আমি বিশ্বেশ্বর হইয়াছি, সন্দেহ নাই। হে সুরেশ্বরি ! সেই বিশ্বেশ্বরই ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির ঈশ্বর, অপর কেহই নহে ।৩৮

হে পরমেশ্বরি ! আমি কেবলানন্দময় হইয়া সর্ব্বদাই সেই মহাকালীর পূজা করিয়া থাকি। তিনি তথায় আমাকে অশরীরিণী বাণীদ্বারা করুণা প্রকাশ করিয়া থাকেন ।৩৯

কালী কহিলেন, ভো পরমানন্দদায়ক দেব ! তুমি আমার আনন্দ বর্দ্ধন করিলে ; অতএব তুমি কাশীতে মৃত ব্যক্তিগণকে সর্ব্বদাই আনন্দ প্রদান করিবে ।৪০

ঈশ্বর কহিলেন, মহাকালীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলাম, হে শিবে ! আমি অমৃতার্ণবে মগ্ন হইলাম । হে দেবি ! আমি বারাণসীতে নিয়তই ধ্যানপরায়ণ হইয়া

হিত্বা হি সকলং কর্ম্ম সুকৃতং দুষ্কৃতং হি সঃ।
ভবেচ্চ ব্রহ্মনির্ব্বাণং মমোপদেশতঃ ক্ষণাৎ ॥৪৩
তৎসর্ব্বং সুকৃতং কর্ম্ম দুষ্কৃতং বা মহেশ্বরি।
ভবেদ্ভস্ম মহাকাল্যাঃ প্রসাদাজ্জ্ঞানযোগতঃ ॥৪৪
কাশীলগ্নং হি যৎকিঞ্চিৎ কাশী ভবতি তৎক্ষণাৎ।
কাশীস্পর্শনমাত্রাৎ তু পাপরাশির্বিনশ্যতি ॥৪৫
শূলী কর্ম্ম দহেৎ কালীতেজঃ-স্পর্শাৎ ক্ষণাত্তথা।
তুলারাশিং দহত্যগ্নিঃ কিঞ্চিৎ কালাদ্ যথা শিবে ॥৪৬
তথা দহেৎ কর্ম্মরাশিং কাশী জন্মৈকতো নৃণাম্।
কাশী স্থানং পুণ্যচয়ং কি বাহং কথয়ামি তে ॥৪৭
অপি চেৎ ত্বৎসমা নারী মৎসমঃ পুরুষোঽস্তি চেৎ।
তদা কাশীফলং কিঞ্চিৎ দেবি বক্তুং ক্ষমো ভবেৎ ॥৪৮

অবস্থান করিয়া মুমুর্ষুগণের কর্ণকুহরে পরমব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকি। যে যে ব্যক্তিগণ বারাণসীতে জলে, স্থলে বা অন্তরীক্ষে প্রাণ ত্যাগ করে, আমি তাহাদিগের কর্ণবিবর মধ্যে পরম ব্রহ্মমন্ত্র প্রদান করি ॥৪১—৪২

সেই সকল মানব সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার উপদেশে তন্মুহূর্ত্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে।৪৩

হে মহেশ্বরি! সেই সকল সৎকর্ম্ম ও দুষ্কর্ম্ম মহাকালীর প্রসাদলব্ধ (অনুগ্রহের ফলে প্রাপ্ত) জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া যায়।৪৪

যাহা কিছু কাশীর সহিত লগ্ন (যুক্ত) হয়, তাহাই কাশীর স্বরূপ অর্থাৎ স্বভাব বা প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। কাশীর স্পর্শমাত্রেই পাপরাশি বিনাশপ্রাপ্ত হয়।৪৫

কালীর তেজঃস্পর্শহেতু শূলী (মহাদেব) সঙ্গেসঙ্গেই কর্ম্ম দহন করে। হে শিবে! অগ্নি যেমন স্পর্শমাত্র তন্মুহূর্ত্তেই তুলারাশি দগ্ধ করিয়া নিঃশেষ করে, সেইরূপ কাশী মানবের একজন্মেই অতীত সকল জন্মের কর্ম্মরাশি দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করে। কাশীস্থান পুণ্যময়। হে দেবি! পুণ্যরাশি-কাশীর কথা আমি তোমাকে আর কি বলিব।৪৬ ৪৭

যদি তোমার সমান নারী এবং আমার সমান পুরুষ হয়, তবে কাশীর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ফল বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়, (কিন্তু তাহা—লৌকিক ভাষায় ব্যক্ত করা অপরের পক্ষে সাধ্যাতীত)।৪৮

অণ্ডজা উষ্মজাশ্চৈব উদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ।
তে সর্ব্বে মুক্তিমায়ান্তি কাশ্যাঞ্চেদ্ ভাগ্যতো মৃতাঃ ॥৪৯
ইয়ং বারাণসী দেবি মহাতেজোময়ী শুভা।
যুগভেদাজ্জনৈরেব দৃশ্যতে হি চতুর্ব্বিধা ॥৫০
কৃতে রত্নময়ী কাশী ত্রেতায়াং স্বর্ণজা স্মৃতা।
দ্বাপরে সা শিলারূপা কলৌ ভূমিময়ী শুভা ॥৫১
নাতঃ পরতরং ক্ষেত্রং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
সত্যং সত্যং মহাদেবি শপথেন বদামি তে ॥৫২
সংসারবর্ত্মনো দেবি মুক্তিমিচ্ছতি যঃ পুনঃ।
পাষাণসদৃশো ভূত্বা তিষ্ঠেৎ কাশ্যাং নিয়ন্ত্রিতঃ ॥৫৩
স এব পণ্ডিতো জ্ঞানী স এব কুলপাবনঃ।
প্রাণান্তেঽপি মহাদেবি কাশীং ন নিস্ত্যজেদ্‌বুধঃ ॥৫৪
স এব পরমো মূর্খঃ স এব কুলনাশকঃ।
বৃথৈব মূর্খলোকেন[১] কাশীং প্রাপ্য সমুজ্‌ঝিতঃ ॥৫৫

অণ্ডজ, উষ্মজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ—এই চতুর্ব্বিধ জীবই যদি ভাগ্যবশে কাশীতে জীবন পরিত্যাগ করে, তবে তাহারা সকলেই মুক্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর অপ্রতিরোধ্য বিধির বিধান হইতে নিষ্কৃতি বা অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই।৪৯

হে দেবি! এই বারাণসী মহাতেজোময়ী ও কল্যাণদায়িনী। যুগভেদে কাশী চতুর্ব্বিধা দৃষ্টা হইয়া থাকেন।৫০

কাশী সত্যযুগে রত্নময়ী, ত্রেতায় স্বর্ণময়ী, দ্বাপরে শিলারূপা, কলিতে ভূমিময়ী জানিবে ॥৫১

হে মহাদেবি! কাশী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র ত্রিলোক মধ্যে আর নাই, ইহা আমি তোমাকে সত্যসত্যই শপথ করিয়া বলিতে পারি।৫২

যে ব্যক্তি সংসারবর্ত্মে অবস্থিত হইয়া মুক্তিলাভের কামনা করে তাহাকে পাষাণসদৃশ হইয়া মনঃসংযমপূর্ব্বক কাশীতে বাস করিতে হইবে।৫৩

হে মহাদেবি! যে ব্যক্তি প্রাণান্তেও কাশী পরিত্যাগ না করে, সেই ব্যক্তিই পণ্ডিত, জ্ঞানী ও কুলপাবন ইহাতে সন্দেহ নাই।৫৪

যে মানব কাশীপ্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ কাশীধামে বসবাস করত আবার উহা পরিত্যাগ করে, তাহার তুল্য অতিমূর্খ ও কুলনাশক আর নাই। মূর্খলোকেই কাশী প্রাপ্ত হইয়া কাশীস্থান অকারণ পরিত্যাগ করে।৫৫

১। বৃথৈব মূর্খলোকোঽয়ং কাশীং প্রাপ্য ত্যজেত্তু যঃ ॥৫৫ ইতি পাঠান্তরম্।

বহুভির্জন্মভিঃ পুণ্যৈর্যদি কাশীং লভেৎ পুনঃ।
তদা নৈব ত্যজেৎ কাশীং প্রাণান্তেঽপি কদাচন ॥৫৬
অনায়াসেন সংসার-সাগরং যস্তিতীর্ষতি।
স গচ্ছেদ্যপি যত্নেন মম বারাণসীং পুরীম্ ॥৫৭
অন্নং দদ্যাদন্নপূর্ণা জ্ঞানং দদ্যাৎ সরস্বতী।
প্রাণান্তে মুক্তিদাতাঽহং কাশ্যাং স্থিত্বা সদৈব হি ॥৫৮
এবন্তে কথিতং দেবি যৎ পৃষ্টং গিরিজে ময়ি।
পরমং পাবনং মোক্ষং কিমিতঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৫৯

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্র্যে ষোড়শঃ পটলঃ সমাপ্তঃ।

বহুজন্মপুণ্যফলবশে যদি কাশীলাভ হয় তাহা হইলে প্রাণান্তেও সেই পুণ্যভূমি কাশীস্থান পরিত্যাগ করিবে না।৫৬

যে বুদ্ধিমান্ মানব অনায়াসে সংসারসাগর অতিক্রম বা পার হইবার বাসনা করে, তাহা হইলে সে যত্নপূর্ব্বক আমার বারাণসীপুরে গমন করিবে।৫৭

তথায় অন্নপূর্ণা অন্নদান করেন, সরস্বতী জ্ঞানদান করেন এবং আমি সততই অবস্থান করিয়া প্রাণান্তকালে মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকি।৫৮

হে দেবি! গিরিজে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে সেই পরমপাবন মোক্ষবিষয় আমি তোমাকে বলিলাম। অতঃপর কি আর শুনিতে ইচ্ছা কর।৫৯

সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তম শ্রীযোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্র্যে ষোড়শ পটল সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

গুরুস্ত্বং সর্ব্বলোকানাং পরমেশ পুরাতন।
জগদূর্দ্ধকলাধীশ বদ কোলানিপাতনম্ ॥১

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কোলাসুরনিপাতনম্।
মহাকালীপ্রসঙ্গেন বৃত্তান্তমিদমদ্ভুতম ॥২
পাপং জাতং ব্রহ্মশাপাদ্ বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
পীড়িতস্তেন পাপেন তপশ্চক্রে স সর্ব্ববিৎ ॥৩
হিমালয়ান্তিকে গত্বা পাপস্যাস্য ক্ষয়াত্মিকাম্
অষ্টাক্ষরীং মহাবিদ্যাং মহাকাল্যাঃ সদা জপন্ ॥৪
দশবর্ষসহস্রান্তে সন্তুষ্টাঽভূন্মহেশ্বরী।
তস্যাঃ সন্তোষমাত্রেণ বিষ্ণোর্হৃদয়পঙ্কজাৎ।
কোলানামাসুরো ভূত্বা নির্গতঃ সহসা হি সঃ ॥৫
তেন দৈত্যেন বলিনা সর্ব্বং নীতং দুরাত্মনা।
ইন্দ্রাদিসকলান্ দেবান্ বিনির্জ্জিত্য মহাসুরঃ।
জিত্বা চ[১] বৈষ্ণবং ধাম ব্রহ্মণঃ কমলাসনম্ ॥৬

দেবী কহিলেন, হে অনাদিসত্য সনাতন পুরাতন! পরমেশ! আপনি সর্ব্বলোক-গুরু! হে জগতের উর্দ্ধকলাধীশ্বর! এক্ষণে কোলানিপাতন কাহিনী বর্ণন করুন।১

ঈশ্বর কহিলেন, দেবি! কোলাসুর নিপাতন কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর। মহাকালীর প্রসঙ্গে এই বৃত্তান্ত পরম অদ্ভুত।২

ব্রহ্মশাপফলে অতুল তেজশালী বিষ্ণুর পাপ উৎপন্ন হইল। সেই সর্ব্বজ্ঞদেব সেই পাপে প্রপীড়িত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।৩

তিনি হিমাচলসন্নিধানে গমন করিয়া সেই পাপের ক্ষয়কারী মহাকালীর অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা সততই জপ করিতে লাগিলেন।৪

হে মহেশ্বরি! দশসহস্র বৎসরান্তে মহাকালী সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার সন্তোষমাত্রই বিষ্ণুর হৃদয়পঙ্কজ হইতে কোলানামক মহাসুর সহসা নির্গত হইল।৫

সেই দুরাত্মা বলবান দৈত্য, ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া, অখিল দিঙ্মণ্ডল, বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মার কমলাসন প্রভৃতি সকলই জয় করিয়া লইল।৬

১। হৃতবান্ বৈষ্ণবং ধাম ইতি পাঠান্তরম্।

ততো বিষ্ণ্বাদয়ো দেবাঃ কালীং গত্বা সনাতনীম্ ।
তুষ্টুবুর্ভক্তিযোগেন রক্ষ রক্ষেতি বাদিনঃ ॥৭

শ্রীকাল্যুবাচ ।

ইদানীং রে বৎস বিষ্ণো হন্মি কোলান্ সবান্ধবান্ ।
কোলানগরমাস্থায় কুমারীরূপমাস্থিতা ॥৮

শ্রীঈশ্বর উবাচ ।

এবং শ্রুত্বা তু তদ্বাণীং ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়ঃ সুরাঃ ।
আনন্দজলধৌ মগ্নাঃ শিখিবন্ননৃতুর্ঘনাৎ ॥৯
অতঃ কালী করালাস্যা দ্বিজবালাস্বরূপতঃ ।
গত্বা কোলাপুরং দেবী কোলাসুরসমীপতঃ ।
তমযাচত তদ্ভক্ষ্যং কুমারী দৈত্যপুঙ্গবম্ ॥১০

শ্রীকাল্যুবাচ

মাতৃতাতবিহীনাহং সহায়পরিবর্জ্জিতা ।
ক্ষুধিতাহং মহারাজ ভোজ্যং মহ্যং প্রদীয়তাম্ ॥১১

অনন্তর বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, সনাতনী কালীর নিকট গমন করত 'রক্ষ, রক্ষ'' ইত্যাদি বাক্যে ভক্তিপূর্ব্বক স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন।৭

ঈশ্বরী কহিলেন, রে বৎস! বিষ্ণো! বর্ত্তমানে আমি কুমারীরূপ ধারণপূর্ব্বক কোলানগরী গমন করত সেই অসুরকুল-বর্ব্বর কোলাসুরকে সবান্ধবে বধ করিব।৮

ঈশ্বর কহিলেন, ব্রহ্মবিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ মহাকালীর এইরূপ বাণী শ্রবণ করিয়া মেঘগর্জ্জনে ময়ূরের মত আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।৯

তদনন্তর করালবদনী মহাকালী বিপ্রকুমারীর রূপ ধারণপূর্ব্বক কোলাপুরে কোলাসুর সান্নিধানে গমন করত, সেই দৈত্যরাজের নিকট কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রার্থনা করিলেন।১০

কালী কহিলেন, আমি পিতৃমাতৃহীন এবং সহায়বিহীনা। হে মহারাজ! আমাকে কিছু ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করুন।১১

শ্রীঈশ্বর উবাচ ।

ততঃ কোলাসুরো দেবি মায়য়া পরিমোহিতঃ ।
দয়য়া তাং করে ধৃত্বা বিবেশান্তঃপুরে স্বয়ম্ ॥১২
উবাচ ভোজ্যং দাস্যামি তুভ্যং যত্তে স্বভীপ্সিতম্[১] ।
অত্রোপবিশ বালে ত্বমাসনে মণিরঞ্জিতে ॥১৩
ইত্যুক্ত্বাসৌ দদৌ ভোজ্যং নানাবিধমনেকশঃ ।
ভুক্ত্বা সা সকলং দেবি পুনর্দ্দেহীতি বাদিনী ॥১৪
পুনর্দ্দদৌ বহুতরং তচ্চাপি বভুজে স্বয়ম্ ।
নাহং তৃপ্তা বদন্তীং তাং কোলোবাচ মহাসুরঃ ॥১৫
যথা তৃপ্তির্ভবেদ্বালে তাবদ্ধি তত্তথা কুরু ।
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য কালী বালস্বরূপিণী ॥১৬
কোষং হয়ং হস্তিনঞ্চ রথং সৈন্যং সবান্ধবম্ ।
ক্ষণেন বভুজে কালী কেলাসুরং মহাবলম্ ॥১৭
কালরুদ্রো যথা কালে ক্ষণাদ্ যুগত্রয়ং[২] নয়েৎ ।
তথা কোলাপুরং শূন্যং কৃতং কাল্যা ক্ষণাচ্ছিবে ।১৮

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি! তদনন্তর কোলাসুর মায়ায় মোহিত হইয়া দয়ার্দ্রচিত্তযুক্ত হইয়া সেই কুমারীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক স্বয়ং তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন ।১২

এবং তাহাকে বলিলেন, তুমি যাহা ইচ্ছা কর আমি তোমাকে সেই ভোজ্যই প্রদান করিব। হে বালিকে! তুমি এই মণিরঞ্জিত আসনে উপবেশন কর। এই বলিয়া ঐ দৈত্য বহুবিধ ভোজ্যদ্রব্য বহুবার তাঁহাকে প্রদান করিল। বালিকা সেই সমস্তই ভক্ষণ করিয়া বলিলেন—ইহাতে আমার তৃপ্তি হইল না; আবার ভোজ্য আনয়ন কর ।১৩—১৪

দৈত্যরাজ পুনর্ব্বার বহুতর খাদ্য প্রদান করিলে, সেই-সকলও ভক্ষণ করিয়া কহিলেন—আমার ইহাতেও পরিতৃপ্তি হইল না। তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কোলাসুর কহিল ।১৫

হে বালে! যাহাতে তোমার তৃপ্তি হয়, তুমি তাহাই কর। বালারূপিণী কালী কোলার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার কোষ, অশ্ব, হস্তী, রথ, সৈন্য, বান্ধব-সকল ভক্ষণ করিয়া মহাবল কোলাসুরকে ভোজন করিলেন ।১৬—১৭

হে শিবে! কালরুদ্র যেমন ক্ষণমধ্যে যুগত্রয়কে মহাকালমধ্যে আনয়ন করে, সেইরূপ মহাকালী কোলাপুরকে মুহূর্ত্তমধ্যে শূন্য করিয়া ফেলিলেন ।১৮

১। সমীপ্সিতম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।
২। ……ক্ষণাল্লোকত্রয়ং যথা ।১৭ ইতি পাঠান্তরম্ ।

হতারয়স্ততো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমুখাস্তথা[১] ।
নিরন্তরং পুষ্পবৃষ্টিং চক্রুস্তে ননৃতুঃ পরম্ ॥১৯
জগুঃ সুললিতং গীতং দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ।
বিদ্যাধরী-দেবপত্নী-কিন্নরীভিঃ সমন্ততঃ ॥২০
পূজিতা তৈঃ কুমারী সা কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ ।
সর্ব্বলোকৈঃ পূজিতা চ কুমারী সা গৃহে গৃহে[২] ॥২১
ততঃ সান্তর্হিতা দেবি কুমারী ব্রহ্মবিগ্রহা ।
এবং তেহদ্য ময়া প্রোক্তং কোলাসুরনিষূদনম্ ॥২২
ব্রহ্মশাপো দুরাধর্ষো ভ্রমতোঽপি ন তচ্চরেৎ ।
বাগ্‌বজ্রশ্চ ব্রাহ্মণানাং সদা জানীহি কামিনি ॥২৩
অতোঽবিদ্যঃ সবিদ্যো বা বিপ্রঃ পূজ্যঃ সদা ভবেৎ ।
সন্তুষ্য ব্রাহ্মণান্ দেবি তুষ্টা বয়ং সদা সুরাঃ[৩] ।২৪
বিতুষ্টে ব্রাহ্মণে দেবি বিতুষ্টা বয়মেব হি ॥২৫
যদ্যকার্য্যশতং দেবি ব্রাহ্মণঃ সমুপাচরেৎ ।
আত্মনো হিতকামেন তথাপি তং ন চোৎসৃজেৎ ॥২৬

তদনন্তর বিষ্ণুপ্রমুখ দেবতাগণ শত্রুগণকে হত দেখিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ তথা বিদ্যাধরী কিন্নরী ও দেবপত্নীগণ হর্ষভরে সুললিত গীত ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন ।১৯—২০

সকলেই মিলিত হইয়া নন্দনকাননোদ্ভব কুসুমচন্দনে সেই কুমারীর পূজা করিলেন। তৎপরে সমস্ত লোক আপন আপন গৃহে নিত্য কুমারীপূজা করিতে লাগিল ।২১

হে কুলবতি! ব্রহ্মশাপ দুষ্প্রতিরোধ্য ; ভ্রমেও ব্রহ্মশাপের কার্য্য করিবে না। ব্রাহ্মণের অভিশাপবাক্য বজ্রস্বরূপ জানিয়া সেই ব্রহ্মশাপের কার্য্য করিবে না ; ব্রাহ্মণের অভিশাপ বাক্য বজ্রস্বরূপ জানিবে ।২২

এই হেতু ব্রাহ্মণ বিদ্বান বা অবিদ্বান হইলেও সে দেবতুল্য। ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট থাকিলেই আমরা সকল দেবতা সন্তুষ্ট থাকি ।২৫

হে দেবি! ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হইলে, আমরাও বিতুষ্ট (অ-প্রসন্ন) হই ।২৫

ব্রাহ্মণ যদ্যপি শতশত অকার্য্য (অকরণীয় গর্হিত কর্ম্ম) করেন, তথাপি তাহাকে আত্মহিতকামনায় পরিত্যাগ করিবে না ।২৬

১। অথাসুরাংস্তথা নষ্টান্ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুমুখাঃ সুরাঃ।
২। দিনে দিনে ইতি পাঠান্তরম্।
৩। সন্তুষ্টে ব্রাহ্মণে দেবি তুষ্টা দেবা বয়ং সদা ॥২৪

নাপমানঞ্চ কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা সুরপুঙ্গবে।
ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বদেবাত্মা মোক্ষতেজঃসমো হি সঃ ॥২৭
অপ্রসূতিশ্চ সা কালী কুমারীরূপধারিণী।
ততঃ প্রভৃতি দেবেশি কুমারী পূজ্যতে সুরৈঃ ॥২৮
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাদ্যৈঃ কুমারী পূজ্যতে সদা।
অন্যৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রপূজ্যেত ব্রহ্মাণ্ডতলগোচরৈঃ[১] ॥২৯
কুমারীপূজনফলং বক্তুং নার্হামি সুন্দরি।
জিহ্বাকোটিসহস্রৈস্তু বক্ত্রকোটিশতৈরপি ॥৩০
তস্মাচ্চ পূজয়েদ্বালাং সর্ব্বজাতিসমুদ্ভবাম্।
জাতিভেদো ন কর্ত্তব্যঃ কুমারীপূজনে শিবে ॥৩১
জাতিভেদান্মহেশানি নরকান্ন নিবর্ত্ততে।
বিচিকিৎসাপরো মন্ত্রী ধ্রুবঞ্চ পাতকী ভবেৎ ॥৩২
দেবীবুদ্ধ্যা মহাভক্ত্যা তস্মাত্তাং পরিপূজয়েৎ।
সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপা[২] হি কুমারী নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৩

হে সুরবরে! তাহাকে কখনই অপমান করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ সর্ব্বদেবময় এবং মোক্ষতেজঃসমান জানিবে।২৭

সেই কালী অপ্রসূত অযোনিজ অর্থাৎ যোনি হইতে উৎপন্ন নহে। তিনি কুমারীরূপধারিণী হইয়াছিলেন, সেইহেতু তদবধি দেবগণ কুমারীপূজা আরম্ভ করিলেন।২৮

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি সকলেই এবং ব্রহ্মাণ্ডতলনিবাসী সর্ব্বলোকই কুমারীপূজা করিতে লাগিলেন।২৯

হে সুন্দরি! আমি কোটিসহস্র জিহ্বা এবং মুখদ্বারাও কুমারীপূজার ফল বর্ণন করিতে সক্ষম নহি।৩০

হে মহেশানি! সেইহেতু সর্ব্বজাতীয় কুমারীগণের পূজা করা কর্ত্তব্য। হে শিবে! কুমারীপূজায় জাতিভেদ (জন্মগত সামাজিক গোষ্ঠীগত কুলবিভাগ বিচার) নাই।৩১

ইহাতে জাতিভেদ বিচার করিলে, নরকে পতিত হইয়া আর প্রত্যাগমন করিতে পারে না। মন্ত্রবান্ ব্যক্তি সন্দিগ্ধ হইয়া কর্ম্ম করিলে নিশ্চিত পাতকী হয়।৩২

অতএব হৃদয়ে মহাভক্তি ভাব ধারণপূর্ব্বক দেবীবোধে কুমারীর পূজা করা কর্ত্তব্য। কুমারী সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপা, ইহাতে সন্দেহ নাই।৩৩

১। অন্যে সর্ব্বে প্রপূজ্যন্তে ব্রহ্মাণ্ডতলগোচরাঃ ॥২৯

২। সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপা ইতি পাঠান্তরম্।

একা হি পূজিতা বালা সর্ব্বং হি পূজনং ভবেৎ ॥৩৪
যদি ভাগ্যবশাদ্দেবি বেশ্যাকুলসমুদ্ভবাম্* ।
কুমারীং লভতে কান্তে সর্ব্বস্বেনাপি সাধকঃ ।
যত্নতঃ পূজয়েত্তাস্তু স্বর্ণরৌপ্যাদিভির্ম্মুদা ॥৩৫
তদা তস্য মহাসিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ।
মহাসিদ্ধির্ভবেদস্য স এব শ্রীসদাশিবঃ ॥৩৬
লক্ষণং তস্য বক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব প্রিয়ম্বদে ।
বপুস্তস্য মহেশানি কাঞ্চনং পরিজায়তে ।
সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভূত্বা ক্রীড়তে ভৈরবো যথা ॥৩৭

একটি কুমারীর পূজা করিলে সর্ব্বদেবদেবীর পূজা করা হয় ।৩৪

হে দেবি! যদি ভাগ্যবশে বেশ্যাকুলসমুদ্ভবা কুমারী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে সাধক ব্যক্তি তাহাকে স্বর্ণরৌপ্যাদি সর্ব্বস্ব প্রদান করত যত্ন সহকারে পূজা করিবে ।৩৫

সাধকের মহাসিদ্ধি লাভ হয় এবং সে সদাশিব তুল্য হয়, সন্দেহ নাই ।৩৬

হে প্রিয়ম্বদে! কুমারীসাধকের লক্ষণ বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। তাহার দেহ কাঞ্চনকান্তিসম কান্তিযুক্ত হয় এবং সর্ব্ববিধ সিদ্ধাই বা বিভূতি শক্তিযুক্ত অর্থাৎ ঐশী বা দেবী শক্তি সমন্বিত হইয়া ভৈরবের ন্যায় বিহার করিয়া থাকে ।৩৭

---

*'...এস্থলে বেশ্যা শব্দ দেখিয়া অনেকে চমকিত হইতে পারেন। পরন্তু বেশ্যাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এমন কি দেবতা প্রতিষ্ঠার সময় বা দুর্গোৎসব প্রভৃতির সময় বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকা লইয়া তজ্জলে দেবতার অভিষেক করিলে দেবতার আবির্ভাব হয়। এরূপ বিধিও সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। এই বেশ্যা যে কে, সাধারণে জ্ঞাত নহেন। অনেকে অজ্ঞান নিবন্ধন বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকাস্থলে কুলটার দ্বারের মৃত্তিকা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

গুপ্তসাধনতন্ত্রে সদাশিব বেশ্যার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, "এবংবিধা ভবেদ্বেশ্যা, ন বেশ্যা কুলটা প্রিয়ে। কুলটাসঙ্গমাদ্দেবি! রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।"

ফলতঃ পূর্ণাভিষিক্তা শক্তিকেই বেশ্যা বলা হইয়া থাকে ; ব্যভিচারিণী কুলটা, বেশ্যা শব্দবাচ্য নহে। কালী তারা ত্রিপুরা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা এবং তাহাদের আবরণ দেবতাকে বেশ্যা বলা যায়।

পূর্ণাভিষিক্তা শক্তি কোন আবরণ দেবতার মধ্যে সন্নিবিষ্টা হয়েন বলিয়া তিনিও 'বেশ্যা,' এই উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই বেশ্যা সাতপ্রকার—গুপ্তবেশ্যা, মহাবেশ্যা, কুলবেশ্যা, রাজবেশ্যা, দেববেশ্যা, ব্রহ্মবেশ্যা, ও সর্ব্ববেশ্যা—এই সপ্তবিধ বেশ্যার লক্ষণ গুপ্তসাধনতন্ত্রে এবং নিরুত্তরতন্ত্রে বিবৃত আছে।"—পূজ্যপাদ সিদ্ধকুলাবধূতাচার্য্য শ্রীমন্ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহোদয় কৃত সানুবাদ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র (ষষ্ঠ সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৬৯) বিধৃত, ৭১৩ পৃষ্ঠান্তর্গত ৩৫৭ সংখ্যক পাদটীকা হইতে সংগৃহীত।

স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গতিস্তস্য সুনিশ্চিতম্ ।
হঠাত্তু জায়তে সর্ব্বং যদ্যস্মনসি বর্ত্ততে ।।৩৮
কায়ব্যূহং সমাসাদ্য সর্ব্বত্র ব্যাপকো ভবেৎ ।
অব্যাহতশ্চ সর্ব্বত্র পুরন্দরসমঃ শিবে ।৩৯
দেবদানবগন্ধর্ব্ব-নাগকিন্নরকামিনী[১] ।
বিদ্যাধরী রাজনারী সেবন্তে তং দিবানিশম্ ।।৪০
অন্তে চ প্রাপ্যতে তেন পরং নির্ব্বাণমুত্তমম্ ।
কুমারীপূজনে কালে সাধকঃ শিবতাং ব্রজেৎ ।।৪১
কুমারী পূজ্যতে যত্র স দেশঃ ক্ষিতিপাবনঃ ।
মহাপুণ্যতমো ভূয়াৎ সমন্তাৎ ক্রোশপঞ্চকম্ ।।৪২
কুমারীপূজনং যত্র কুর্য্যাচ্চ পরমেশ্বরি ।
স্ফুরত্যেব মহাজ্যোতিঃ প্রত্যক্ষং ভারতে ভুবি ।।৪৩
বিশ্বম্ভরো নাম রাজা চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ ।
অপূজয়ৎ কুমারীং তাং বেশ্যাকুলসমুদ্ভবাম্ ।
কাঞ্চীনাম্নীং কৃষ্ণবর্ণাং সর্ব্বলক্ষণপূরিতাম্ ।।৪৪

সে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল সর্ব্বত্রই গমন করিতে পারে। যখন যেরূপ ভাব বা ইচ্ছা মনে উদিত হয়, অমনি সেই প্রকার রূপ ধারণ করিতে পারে।৩৮

কায়বিস্তার অর্থাৎ যোগলব্ধ ঐশ্বর্য্য—ব্যাপ্তি শক্তি প্রাপ্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ সর্ব্বত্রই ব্যাপক হইবার সামর্থ্য হয়। পুরন্দরের (ইন্দ্রের) ন্যায় তাহার আজ্ঞা সর্ব্বত্র অব্যর্থ।৩৯

দেব দানব, গন্ধর্ব্ব, নাগ, কিন্নরকামিনীগণ, বিদ্যাধরী ও রাজনারীগণ সকলেই দিবরাত্রি তাহার সেবা করিয়া থাকে।৪০

অন্তকালে সেই সাধক পরমনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। কুমারী পূজাকালে সাধক শিবত্ব লাভ করে।৪১

যেস্থানে কুমারীপূজা হয়, সেই স্থান ক্ষিতিমধ্যে পবিত্র ও সেই স্থান চারিদিকে পঞ্চক্রোশ সহিত পুণ্যময় হয়। ৪২

এই ভারতমণ্ডলে কুমারীর পূজা করিলে, ঐ কুমারীর দেহ হইতে প্রত্যক্ষ রূপে দীপ্ত প্রভা স্ফুরিত হয় অর্থাৎ বিস্তার লাভ করে।৪৩

বিশ্বম্ভর নামে চৈত্রবংশীয় এক রাজা বেশ্যাকুলসমুদ্ভবা এক কুমারীর পূজা করিয়াছিলেন; ঐ কুমারীর নাম কাঞ্চী, সে সর্ব্ব সুলক্ষণসম্পন্না ও কৃষ্ণবর্ণা।৪৪

১। বোধিতঃ ইতি পাঠান্তরম্।

পূজাকালে মহাদেবি কাঞ্চী জাতা স্ফুরৎপ্রভা।
যৎপ্রভাপটলাচ্ছন্নো রাজা মোক্ষমবাপ্তবান্ ॥৪৫
সম্যক্ প্রপূরিতা নাসীৎ কাঞ্চী জ্যোতির্ম্ময়ী প্রভা।
ভূত্বা নিত্যা হি তৎস্থানে গৃহ্নাতি পূজনং সদা ॥৪৬
কাঞ্চীনাম্নী পুরী জাতা তৎস্থানন্তু মহাফলম্।
মোক্ষদা সা পুরী জ্ঞেয়া পঞ্চক্রোশময়ী শুভা ॥৪৭
গৃহব্যাপারমন্যচ্চ তত্র যদ্ যদ্ কৃতং ভবেৎ।
তৎসর্ব্বং পূজনং তস্যাং চিত্রমেতন্নগেন্দ্রজে[১] ॥৪৮
অতঃ কাঞ্চী পুরী দেবি বারণস্যা সমা শুভা।
এবন্তু পূজিতা বালা কাম্পিল্লেন মহাত্মনা ॥৪৯
কাম্পিল্লে নগরে পূর্ব্বং সমুদ্ভূতা বরাননে।
অদ্যাপি দৃশ্যতে লোকে শিলারূপেণ তিষ্ঠতী ॥৫০
সর্ব্বপুণ্যতমো বাসঃ সর্ব্বতীর্থসমাকুলঃ।
সর্ব্বযজ্ঞযুতো দেবি বেষ্টিতশ্চ মহর্ষিভিঃ[২] ॥৫১

হে মহাদেবি! পূজাকালে ঐ কুমারীর কৃষ্ণবর্ণ দেহ হইতে প্রভামণ্ডল স্ফুরিত হইতে লাগিল। রাজা সেই মহাপ্রভামণ্ডলে আচ্ছন্ন হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইলেন।৪৫

ঐ কুমারী কাঞ্চী প্রভাপূর্ণা ছিল না, সে তদবধি জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া সেই স্থানে পূজা গ্রহণ করিতে লাগিল।৪৬

হে দেবি! সেই স্থানে কাঞ্চী নাম্নী মহাফলদায়িনী এক পুরী হইল। চারিদিকে পঞ্চক্রোশসহিতা সেই পুরী কল্যাণপ্রদা ও মোক্ষদায়িনী।৪৭

হে নগেন্দ্রনন্দিনী! সেখানে গৃহকর্ম্মাদি যাহা করা যায়, তদ্দ্বারাই তাহার পূজা হয়। হে দেবি! ইহা অতি বিচিত্র।৪৮

হে মহেশানি! এইহেতু কাঞ্চীপুরী বারাণসীর ন্যায় শুভদায়িনী জানিবে। এইরূপে তথায় মহাত্মা কাম্পিল কর্তৃক কুমারী পূজিতা হন।৪৯

পূর্ব্বে কাম্পিল্ল নামক নগরে কুমারীদেবী আবির্ভূত হন, অদ্যাপিও সেই কুমারী শিলারূপে তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।৫০

সেইস্থান পরম পুণ্যতম বসতিস্থান; উহা সর্ব্বযজ্ঞযুত ও সর্ব্বতীর্থসমাকুল, ঋষিগণ সেবিত ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়।৫১

১। ...চিত্রমেতন্নগাত্মজে ইতি পাঠান্তরম্।
২। ...মহর্ষিণাঞ্চ বেষ্টিতং ইতি চ পাঠান্তরম্।

সর্ব্বাশ্চর্য্যসমাক্রান্তঃ কাম্পিল্লে চ পুরে বরে।
যে বসন্তি মহাদেবি কাম্পিল্লে নগরে শুভে।
ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ মম তুষ্টিপ্রদায়কান্ ॥৫২
সর্ব্বসম্পৎসমাকীর্ণা হ্যন্তে দেব্যাঃ প্রসাদতঃ।
উল্লঙ্ঘ্য বিষ্ণুলোকং বৈ দেব্যাঃ স্থানং সমাপ্নুয়ুঃ ॥৫৩
যদি কামী ভবেৎ কোঽপি বৈকুণ্ঠং পরমং ব্রজেৎ।
মল্লোকং বা মহেশানি গচ্ছেন্মে মণিমন্দিরম্ ॥৫৪
এতৎ তেঽদ্য ময়া প্রোক্তং কুমারীচরিতং শিবে।
কিঞ্চিদেব মহামায়ে পুনঃ কিং পরিকথ্যতে ॥৫৫

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্র্যে সপ্তদশঃ পটলঃ।

হে দেবি! যে ব্যক্তি কাম্পিল্ল নগরে বাস করে, সে দেবীর প্রসাদে ইহলোকে সর্ব্ববিধ উৎকৃষ্ট তুষ্টিপ্রদ ভোগ্য উপভোগবান্ এবং সর্ব্বসম্পত্তিমান্ হয়। পরকালে বিষ্ণুলোক উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক দেবীর স্থান প্রাপ্ত হয়।৫২—৫৩

যদি কোন ব্যক্তি কামী হন তবে সে বৈকুণ্ঠপুরে গমন করিয়া থাকে, অথবা আমার লোকে মণিমন্দিরে বাস করে।৫৪

হে শিবে! এই আমি তোমাকে অদ্য কিঞ্চিৎ কুমারীচরিত বিষয়ে বলিলাম। মহামায়ে! আর কি কহিব, বল।৫৫

ইতি সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তম শ্রীযোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্বিংশতিসাহস্র্যে সপ্তদশ পটল সমাপ্ত।

অষ্টাদশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

শ্রুতং কুমারীচরিতং পূর্ব্বং হি দেববাঞ্ছিতম্।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কহোলচরিতং পরম্ ॥১
আজ্ঞাপয় মহাদেব কৃপয়া পরমং হি তৎ।
হিতং হি সর্ব্বলোকানাং যোগিনাং হৃদয়ার্থদম্ ॥২

শ্রীঈশ্বর উবাচ

বেদবেদান্তবেদাঙ্গ[১] সর্ব্বশাস্ত্রস্বরূপভাক্।
সর্ব্বযোগী সর্ব্বতীর্থপূতঃ সর্ব্বাঘবর্জ্জিতঃ ॥৩
সর্ব্ববিদ্যাসর্ব্বমন্ত্র-কৃতসিদ্ধির্ঋষীশ্বরঃ।
সর্ব্ববর্য্যো ঋষিশ্রেষ্ঠঃ পরিবভ্রাম মেদিনীম্ ॥৪
চিন্তামবাপ মহতীমতীবোদ্বিগ্নমানসঃ।
সহস্রসূর্য্যসঙ্কাশঃ স এবাসীৎ পুরা শিবে ॥৫
চিন্তয়া পরয়া সোঽভূৎ প্রদীপ ইব চাপরঃ।
তদাকাশসমুদ্ভূতা শ্রুতা বাণী মহর্ষিণা ॥৬

দেবী কহিলেন, হে মহাদেব! দেবতাবাঞ্ছিত পুরাতন কুমারীচরিত শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে পরমোৎকৃষ্ট কহোলচরিত শ্রবণ করিতে বাসনা হইতেছে।১

আপনি কৃপা করিয়া সেই সর্ব্বলোকহিতকর, যোগিগণের হৃদয়ার্থপ্রদ (উদার হৃদয়গ্রাহী মনোরম) সাধুচরিত কীর্ত্তন করুন।২

ঈশ্বর কহিলেন, বেদবেদান্ত বেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্বগ্রাহী, সর্ব্ব-যোগকারী, সর্ব্বতীর্থসম্পূত অর্থাৎ পবিত্র, সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিত, সর্ব্ববিদ্যা ও মন্ত্রদ্বারা লব্ধ সিদ্ধি, ঋষিগণের বরণীয় ঋষিশ্রেষ্ঠ, ঋষীশ্বর কহোল সমগ্র ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।৩—৪

সেইকালে তিনি এক অতি প্রবল চিন্তাগ্রস্ত হইলেন; তদ্দ্বারা তিনি অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বে তিনি সহস্রসূর্য্যপ্রভ ছিলেন।৫

এক্ষণে উৎকণ্ঠা ও সংশয়জনিত আকুল ভাবনাচিন্তায় নিপতিত হইয়া প্রদীপ শিখার ন্যায় ক্ষীণবল হইয়া পড়িলেন। তদনন্তর মহর্ষি এক আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন।৬

১। বেদবেদান্তবেদাঙ্গ-সর্ব্বশাস্ত্রস্বরূপভাক্।
সর্ব্বযোগীশ্বরস্তীর্থপূতঃ সর্ব্বাঘবর্জ্জিতঃ ॥৩

কহোল যাহি পূর্ব্বং ত্বং[১] শঙ্করং দেবশঙ্করম্ ।
স গুরুঃ সর্ব্বসত্ত্বানাং সকলং তে করিষ্যতি ॥৭
শ্রুত্বা তাং গাগনীং বাণীং পরমানন্দসংপ্লুতঃ ।
গত্বোবাচ কহোলো মে বৃত্তান্তং সকলং হি তৎ ॥৮
ততস্তস্মৈ ময়া দত্তা বিদ্যা কালী পরাকলা ।
চন্দ্রাক্ষরী সর্ব্বজ্ঞানভাবনী চিন্ময়ী শুভা ।
দত্তশ্চ পরমাচারঃ শ্রীমদাগমসম্মতঃ ।
কথিতশ্চ ময়া তস্মৈ কহোল পুত্র তচ্ছৃণু ॥৯
অনেনাচারযোগেন গত্বা কালীং দিগম্বরীম্[২] ।
ভাবয়িত্বা পূজয়েত সর্ব্বাজ্ঞানবিনাশিনীম্ ॥১০
ততস্তে সংশয়া নষ্টা ভবেয়ুর্ভুবনেশ্বরে ॥১১
ইত্যাজ্ঞপ্তঃ কহোলঃ স ঋষির্বেদবিশারদঃ ।
গত্বা কাশীং যজেৎ কালীং পঞ্চাচারযুতো মুদা ॥১২

অহে কহোল ! তুমি পূর্ব্বদিকে কল্যাণকারী শঙ্করদেবের নিকট গমন কর। তিনি সর্ব্বজীবের গুরু, তিনিই তোমার সর্ব্বপ্রকার চিন্তা দূর করিয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিবেন। অন্তরীক্ষ হইতে সেই দেববাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রু পরিপ্লাবিত হইয়া, পূর্ব্বদিকে গমনপূর্ব্বক আমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন।৭—৮

তদনন্তর আমি তাঁহাকে পরমাকলা কালীবিদ্যা অর্পণ কারলাম। ঐ বিদ্যা চন্দ্রাক্ষরী এবং সর্ব্বজ্ঞানদায়িনী চিন্ময়ী ও কল্যাণপ্রদা। আর তাঁহাকে শ্রীমদাগমসম্মত পরম সদাচারও প্রদান করিয়া কহিলাম, হে বৎস কহোল ! শ্রবণ কর।৯

এই আচারযোগে কাশীতে দিগম্বরী কালীর নিকট গমন করিয়া, সেই সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞান-বিনাশকারিণীকে পূজা করিবে।১০

তাহাতে ভুবনেশ্বর সন্নিধানে তোমার সর্ব্বসংশয় বিনষ্ট হইবে।১১

সেই বেদবিশারদ ঋষি কহোল আমার দ্বারা এইরূপ আদিষ্ট হইয়া কাশী গমন করত, পঞ্চোপচারে কালীর পূজা করিলেন।১২

১। কহোল যাহি পূর্ব্বস্মিঞ্ছঙ্করং দেবশঙ্করম্ ইতি পাঠান্তরম্।

২। ...দিগম্বরাম্ ইতি চ পাঠঃ।

ততস্তে সংশয়া বিঘ্নাঃ পলায়ন্তে দিনে দিনে[১]।
ঋষেস্তস্য কহোলস্য বেদমূর্ত্তের্মহামতেঃ ॥১৩
ততস্তস্মিন্ কৃপা জাতা মহাকাল্যা ঋষৌ শুভা।
তথা চ কৃপয়া যুক্তঃ কহোল ঋষিসত্তমঃ ॥১৪
আত্মানং কালিকারূপং মেনে ব্রহ্ম সনাতনম্।
জ্ঞানমায়াবিনির্ধূতমদ্বৈতং পরমং শিবে ॥১৫
সর্ব্বমায়াবিনির্ম্মুক্তো জাতঃ স ঋষিরুত্তমঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং[২] পশ্যেজ্জগতেচ্চরাচরম্ ॥১৬
আত্মদেহাদিকং কিঞ্চিজ্জানাতি ন চ কর্হিচিৎ।
তেনৈব ব্রহ্মজ্ঞানেন দেহকর্ম্মাদিকং খলু।
ভস্মীভূতং মহেশানি ঋষেস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১৭
ব্রহ্মভূতঃ কহোলর্ষির্মহাকাল্যাঃ প্রসাদতঃ।
অত্যাচারেষু সর্ব্বেষু রতঃ স্যাৎ স্ফুরতে হি সঃ ॥১৮
এবমেব মহাকালী কহোলঋষিমানিতা[৩]।
চকার লীনং তমৃষিং স্বীয়দেহে তু কারণে ॥১৯
যং যং ভাবমুপাশ্রিত্য যজেৎ কালীং হি সাধকঃ।
প্রাপ্নুয়াদচিরাত্তং হি মহাকাল্যাঃ প্রসাদতঃ ॥২০

তদনন্তর তাহাতে মহামতি বেদমূর্ত্তি ঋষির সংশয়-বিঘ্নসমূহ দিনে দিনে পলায়ন করিতে লাগিল।১৩

তদনন্তর সেই ঋষির প্রতি মহাকালীর কৃপা হইল। কালীর কৃপায় কহোল ঋষি আত্মস্বরূপ পরমব্রহ্ম সনাতন মায়াবিরহিত জ্ঞান নির্ধূত অদ্বৈত পরমকালীরূপ প্রাপ্ত হইলেন।১৪—১৫

তদনন্তর তিনি সর্ব্বমায়া বিমুক্ত অর্থাৎ তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত ও সংশয়বর্জ্জিত হইয়া এই অখিল চরাচর ব্রহ্মময় দেখিতে লাগিলেন।১৬

তিনি আত্মদেহাদি কিছুই জানিতে পারিলেন না। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সেই মহাত্মা ঋষির দেহকর্ম্মাদি সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গেল।১৭

মহাকালীর প্রসাদে সেই কহোল ঋষি ব্রহ্মস্বরূপ হইলেন, তদনন্তর তিনি সর্ব্ব-প্রকার অত্যাচারে রত দীপ্ত প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।১৮

এইরূপে মহাকালী কহোল ঋষি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, সেই মহর্ষিকে স্বীয় কারণদেহে লীন করিয়া লইলেন।১৯

যে সাধক যে ভাব অবলম্বন করিয়া কালীর আরাধনা করে, সে মহাকালীর প্রসাদে তৎকালে তন্মুহূর্ত্তেই তাহা প্রাপ্ত হয়।২০

১। পলায়াঞ্চক্রিরেঽন্বহম্ ইতি পাঠান্তরম্।
২। সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং চাসীৎ ইতি পাঠান্তরম্।
৩। ·· কহোলর্ষিসুমানিতা ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রীকাল্যুবাচ

শ্রুতং কহোলচরিতং পূর্ব্বং বিস্ময়কারকম্।
দেবাসুরমুনীন্দ্রাণামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥২১
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি গঙ্গাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্।
কাং বিদ্যাং প্রাপ্য সা জাতা তাং বদস্ব ময়ি প্রভো ॥২২

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
শ্রবণাৎ সর্ব্বপাপানি নাশমায়ান্তি নান্যথা ॥২৩
মন্ত্রমাদৌ প্রবক্ষ্যামি ত্রৈলোক্যপাবনাভিধম্।
মহাদেব্যা মহাকাল্যা মহাদেবেন ভাষিতম্ ॥২৪
নিজবীজং সমুদ্ধৃত্য সম্বোধনপদদ্বয়ম্।
পুনশ্চ নিজবীজং হি বিদ্যা যশস্করী পরা[১] ॥২৫
এতাং বিদ্যাং সমারাধ্য গংগা ত্রৈলোক্যপাবনী।
মম জটাতটে স্থিতা[২] জপদ্বিদ্যামহর্নিশম্ ॥২৬

দেবী কহিলেন হে প্রভো! আমি দেব অসুর মুনি ঋষিগণেরও বিস্ময়কর পুরাতন কহোল চরিত্র শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গার মাহাত্ম্য বিষয়ে শুনিতে অভিলাষ হইতেছে। আর তিনি কোন্ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন তাহা আমায় সবিস্তারে বর্ণনা করুন।২১—২২

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি! যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহা শ্রবণ কর। ইহার শ্রবণে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইয়া যায়, এ বিষয়ে সন্দেহ কি আছে?২৩

প্রথমে মহাদেব কথিত মহাদেবী মহাকালীর ত্রৈলোক্যপাবন নামক মন্ত্র বলিব।২৪

নিজবীজ উচ্চারণ করণান্তর সম্বোধন পদদ্বয় উদ্ধারপূর্ব্বক অর্থাৎ উল্লেখ করত মহাদেবের পুনশ্চ নিজবীজ উদ্ধারান্তে অর্থাৎ উল্লেখ করিবার পর যশস্করী পরাবিদ্যা উচ্চারণ করিবে।২৫

ত্রৈলোক্যপাবনী গংগা এই বিদ্যার আরাধনা করিয়া আমার জটাতটে অবস্থান করত অহর্নিশি ঐ বিদ্যা জপ করিতে লাগিলেন।২৬

১। ...বিদ্যা চাপি যশস্করীম্। ইত্যপি পাঠান্তরম্।
২। জটাতটে মমাস্থায়াজপৎ। ,, ,,

তেন সা পাবনী গংগা মোক্ষদা সর্ব্বদেহিনাম্ ।
সিদ্ধমন্ত্রপ্রভাবেন কালীতেজোপবৃংহিতা ॥২৭
অতঃ সা পাবনী ভূত্বা মোক্ষদা চ সদাশিবে ।
অতো হি সর্ব্বতীর্থানাং[১] সা বিদ্যা সর্ব্বপূজিতা ॥২৮
মহাত্ম্যং কিমু বক্ষ্যামি গঙ্গায়াশ্চ সুরেশ্বরি ।
যন্নামস্মরণাদেব পাপিনো মুক্তিভাগিনঃ ।২৯
গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ পাপিনামপি পাতকী ।
সর্ব্বাংশ্চ পাতকান্ হিত্বা স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবীং পুরীম্ ॥৩০
যানি কানি চ পাপানি প্রোক্তানি তে মহেশ্বরি ।
প্রায়শ্চিত্তবিহীনানি প্রায়শ্চিত্তপরাণ্যপি ॥৩১
তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি গংগাজলাভিষেকতঃ ।
নগরী বা পুরাদম্বুপাত্রাদ্ গঙ্গাং প্রবাহয়েৎ[২] ॥৩২
সর্ব্বং গঙ্গা ভবত্যেব মন্ত্রমাহাত্ম্যতঃ শিবে ॥৩৩
যত্র দেশে বসদ্গঙ্গা স দেশঃ পুণ্যভাজনঃ ।৩৪

সেই মন্ত্রপ্রভাবে পাবনী গংগা দেহিগণের মোক্ষদায়িনী হইলেন। সিদ্ধমন্ত্রের প্রভাবে কালীতেজে সম্বর্দ্ধিতা হইয়া তিনি সর্ব্বদাই পাবনী ও মুক্তিপ্রদা হইয়াছেন। হে শিবে! এই কারণে সেই বিদ্যা সর্ব্বতীর্থ মধ্যে সদা সম্পূজিতা হন ।২৭—২৮

হে শিবে! গঙ্গার মহাত্ম্য সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব, যাঁহার নাম স্মরণ-মাত্রই পাপিগণ মুক্তিলাভ করে ।২৯

পাপিগণের মধ্যেও পাতকী এবং অতি পাতকী হইয়াও যে ব্যক্তি গঙ্গা গংগা বলিয়া ডাকিয়া থাকে তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং অন্তকালে সে বিষ্ণুলোক গমন করে ।৩০

হে মহেশ্বরি! যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে বা যাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই, সেইরূপ সমস্ত পাপই পবিত্র উদ্ধারকারিণী গঙ্গাস্নানেই বিনষ্ট হয়। হে শিবে! নগরী, পুরী বা অন্যান্য স্থান হইতে প্রবাহিত বারিরাশি গঙ্গায় পতিত হইলেও মন্ত্রমাহাত্ম্যে তাহা গংগাই জানিবে। যে দেশে গঙ্গাদেবী প্রবাহিত হন, সেই দেশ পুণ্যভাজন ।৩১—৩৪

১। অতো হি সর্ব্বতীর্থেষু। ইতি পাঠান্তরম্।
২। নগর্য্যা বা পুরাদম্বু যত্তদ্ গঙ্গাং প্রসর্পতি।

পুণ্যক্ষেত্রং সমুদ্দিষ্টং পবিত্রং যোজনদ্বয়ম্ ।
তত্র যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম গঙ্গায়াং নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৫
গঙ্গায়াং যৎ কৃতং দেবি তদক্ষয়ফলং লভেৎ ।
সাঙ্গং বা বিহীনং বাপি কথিতং শম্ভুবল্লভে ॥৩৬
তত্রস্থাঃ প্রাণিনঃ সর্ব্বে দেবলোকবিনিঃসৃতাঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিবিধান্ ভোগান্ কৃত্বা চ সুকৃতিং সদা ।
অনায়াসেন যাস্যন্তি স্থানং পরমদুর্ল্লভম্ ॥৩৭
যত্র লোকা ন শোচন্তি দেবর্ষিগণসংস্তুতে ।
গঙ্গায়াং ত্যজতে প্রাণান্ যস্তু পুণ্যস্বভাবতঃ ॥৩৮
জ্ঞানতো মোক্ষমাপ্নোতি বৈকুণ্ঠং তদভাবতঃ ।
স্বর্লোকাদ্যা মহেশানি গঙ্গাপাপবিনির্জ্জিতাঃ ॥৩৯
গঙ্গামুদ্দিশ্য ব্রজতঃ[১] পথি প্রাণান্ বিমুঞ্চতি ।
বিষ্ণুলোকং বহুগুণং পাপী চেৎ সোঽপি গচ্ছতি ॥৪০
তত্তীরে যস্ত্যজেৎ প্রাণান্ ন্যায়তোঽন্যায়তোঽপি বা ।
সোঽপি স্বর্গমবাপ্নোতি সর্ব্বসম্ভাবসংযুতম্ ॥৪১

গঙ্গার দুই যোজন দূর পর্যন্ত ভূমি পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ সিদ্ধান্তান্বিত আছে। তথায় কোনও কার্য্য করিলে গঙ্গাতেই সেই কার্য্য করা হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। গঙ্গায় সাঙ্গ (পূর্ণাঙ্গ সমাপ্ত) বা হীনরূপে অর্থাৎ ত্রুটিযুক্ত বা অসম্পূর্ণভাবে যাহা কিছু করা যায়, তৎসমুদয়ই অক্ষয়ফলদায়ক হইয়া থাকে।৩৫—৩৬

হে শম্ভু! গঙ্গাস্থিত সকল প্রাণীই দেবলোক হইতে বহির্নিগত বা বাহির হইয়া গঙ্গাবাসী হইয়াছে। গঙ্গাবাসিগণ, বিবিধ ভোগ উপভোগপূর্ব্বক সততই সুকৃতি সাধনপূর্ব্বক সহজেই শোক সন্তাপাদিশূন্য পরমদুর্ল্লভ স্থানে গমন করিয়া থাকে।৩৭

হে দেবর্ষিগণ-সংস্তুতে দেবি! গঙ্গাতীরে গমনপূর্ব্বক মানুষ শোক করে না, যে ব্যক্তি সজ্ঞানে গঙ্গায় প্রাণত্যাগ করে, সে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়, অজ্ঞানে মরিলে বৈকুণ্ঠলাভ হইয়া থাকে। হে মহেশ্বরি! স্বর্গাদি লোকসকল গঙ্গা দ্বারা প্রক্ষালিত হইয়াই পাপহীন পবিত্র স্থান হইয়াছে।৩৮—৩৯

গঙ্গার উদ্দেশ্যে গমন করিয়া যদি সে পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করে পাপী হইলেও তথাপি সে বহুগুণযুত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়।

যে ব্যক্তি ন্যায় বা অন্যায়েই হউক, গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলেও সে সর্ব্বফলসমন্বিত স্বর্গলাভ করে।৪১

১। ...যো গচ্ছন্...ইতি পাঠান্তরম্।

যাবদস্থীনি গঙ্গায়াং নিক্ষিপন্তে[১] মৃতস্য চ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৪২
গঙ্গাজলসমাযোগাম্ম্রিয়তে যত্র কুত্রচিৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৪৩
গঙ্গাতীরে চতুর্হস্তে পিন্ডং দদ্যাৎ সমাহিতঃ।
পিতৃণাং নিষ্কৃতিং কৃত্বা বিষ্ণুলোকে বসেন্নরঃ ॥৪৪
গঙ্গায়াং তর্পণং দেবি পুণ্যবান্ যঃ সমাচরেৎ।
মহাতৃপ্তির্ভবেৎ সত্যং পিতৃণাঞ্চ শতাব্দিকম্ ॥৪৫
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ তথৈব সমুদাহৃতম্।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ সন্ধ্যায়াং বা মহানিশি ॥৪৬
স্নানং দানং তপো হোমং তর্পণং পূজনং শিবে।
সর্ব্বং কুর্য্যাত্তু গঙ্গায়াং কালভেদং ন চাচরেৎ ॥৪৭
কালভেদং সমাচর্য্য যদি কর্ম্ম ত্যজেৎ শিবে।
ততস্তু স্থাবরো ভূয়াদরণ্যে তদনন্তরম্ ॥৪৮
দাবাগ্নীনাং শিখাভির্বা নষ্টো হ্যন্যেন হেতুনা।
তদন্তে পরমেশানি চাণ্ডালো নিত্যদুঃখিতঃ ॥৪৯

যাবৎ মৃতের অস্থি গঙ্গায় অবস্থিত থাকে তাবৎ সহস্র বৎসর পরিমিত কাল ঐ ব্যক্তি স্বর্গলোকে পূজ্য হয়।৪২

যে কোনও ব্যক্তি, যে কোন স্থানে গঙ্গাজল-সংযোগে প্রাণত্যাগ করিলে সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পরিপূজিত হয়।৪৩

গঙ্গাতীরে, গঙ্গা প্রবাহের চতুর্হস্ত দূরে, সমাহিতচিত্তে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ড প্রদান করিলে পিতৃগণ নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন এবং পিণ্ডপ্রদ ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে বাস করে।৪৪

যে পুণ্যবান ব্যক্তি গঙ্গায় পিতৃগণের তর্পণ করে তাহার পিতৃগণ শতবর্ষকালয় মহাপরিতৃপ্ত রহেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।৪৫

হে দেবি! দিবা বা রাত্রি, সন্ধ্যা বা মহানিশা সকল সময়েই গঙ্গায় স্নান, দান, তপঃ, হোম, তর্পণ পূজা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পাদন করিবে। ইহাতে কালভেদ বিচার করা উচিত নহে।৪৬—৪৭

হে শিবে! যদি কালভেদ সমাচারণপূর্ব্বক গঙ্গায় দেহত্যাগ করে তবে সে স্থাবর হইয়া অরণ্যে জন্মগ্রহণ করে, তদন্তর দাবাগ্নিশিখা বা অন্যবিধ বহু প্রকারের, কারণবশতঃ বিনষ্ট হয়। হে পরমেশ্বরি! অধিকন্তু তারপর সেই ব্যক্তি নিত্যদুঃখী চণ্ডাল হইয়া জন্মিয়া থাকে।৪৮—৪৯

১। স্থীয়ন্তে হি · ইতি পাঠান্তরম্।

জায়তে সপ্তজন্মানি[১] তদন্তে রজকো ভবেৎ।
জন্মত্রয়ং মহেশানি তদন্তে শূদ্রযোনিষু ॥৫০
দশ জন্ম মহেশানি ততো বৈশ্যত্বমাপ্নুয়াৎ।
চতুর্জন্মন্যতীতে তু ক্ষত্রিয়ত্বং ত্রিজন্মতঃ[২]।
ব্রাহ্মণত্বং ততঃ প্রাপ্য লভেৎ পুণ্যগতিং নরঃ ॥৫১
গঙ্গায়াং হরতে যো হি যৎ কিঞ্চিৎ পরমেশ্বরি।
তস্য মোহান্ধতমসো রৌরবান্নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥৫২
আহূতং সংপ্লবং[৩] দেবি কথিতং তে সুরেশ্বরি।
গঙ্গাতীরে চ গংগায়াং প্রতিগৃহ্নাতি যো নরঃ।
শ্বপচো জায়তে নিত্যং দশজন্মানি কামিনি।৫৩
ততো দারিদ্র্যদোষেণ পরিভ্রমতি মেদিনীম্‌।
সপ্ত জন্ম মহাদেবি তদন্তে নিষ্কৃতিং লভেৎ[৪] ॥৫৪
এবন্তে কথিতং তস্যা মন্ত্রমাহাত্ম্যমুত্তমম্‌।
কালিকায়া মহেশানি গঙ্গামাহাত্ম্যকারণম্‌ ॥৫৫

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্বিংশতিসাহস্রে অষ্টাদশঃ পটলঃ।

তৎপরে সপ্তজন্ম চণ্ডাল হইয়া তিন জন্ম রজক হয়। অতঃপর দশজন্ম শূদ্রযোনিতে যাপন করিয়া চারি জন্ম বৈশ্য হয়। তৎপরে তিন জন্ম ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মিবার পর তার পরে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যগতি অর্থাৎ পুণ্যদায়ক পবিত্র অবস্থা বা পরিণাম লাভ করিতে পারে।৫০—৫১

হে পরমেশ্বরি! হে সুরেশ্বরি! যদি কোন মানব, গংগায় কিঞ্চিন্মাত্র দ্রব্যও হরণ করে, তবে সেই ব্যক্তি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত মোহান্ধতামস ও রৌরব নামক নরকে পতিত হয়, ইহা হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় না।৫২

হে সুরেশ্বরি! যে লোক গঙ্গাতীরে বা গঙ্গায় প্রতিগ্রহ অর্থাৎ দান গ্রহণ করে সে শ্বপচ (চণ্ডাল) যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দশজন্ম যাপন করে।৫৩

পুনঃ দারিদ্র্যদোষে পীড়িত হইয়া সাতজন্ম পৃথিবীমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকে তদনন্তর অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়।৫৪

হে মহেশানি! এই আমি তোমাকে গঙ্গামাহাত্ম্যের কারণ কালিকার উত্তম মন্ত্রমাহাত্ম্য বর্ণনা করিলাম।৫৫

ইতি সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তম শ্রীযোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্বিংশতিসাহস্রে অষ্টাদশ পটল সমাপ্ত।

১। সপ্তজন্মসু জায়েত ইতি পাঠান্তরম্‌।
২। অয়ং ন দৃশ্যতে পুস্তকান্তরে।
৩। আভূতসংপ্লবং যাবৎ ইতি পাঠান্তরম্‌।
৪। ...নিষ্কৃতিং ব্রজেৎ। ইতি চ পাঠঃ।

ঊনবিংশতিঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

ভো দেব পরমানন্দ করুণাময়বারিধে[১]।
অপারে ঘোরসংসারে পতিতানাং মহার্ণবে।
ত্বামৃতে কঃ সমুদ্ধর্ত্তানন্তে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ॥১
গুরুস্ত্বং সর্ব্বসত্ত্বানাং ব্রহ্মাদীনাং যতো ধ্রুবম্।
পৃচ্ছামি ত্বামতো নাথ কৃপয়া পরয়া বদ ॥২
শ্রুতং সর্ব্বং জগন্নাথ ত্বন্মুখাম্ভোজনির্গতম্।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি যন্মে মনসি চাগতম্ ॥৩
কাং বিদ্যাং সমুপাশ্রিত্য করালো ভৈরবঃ স্বয়ম্।
ক্রোধবক্ত্রো ভৈরবোঽভূৎ সর্ব্বসত্ত্বভয়প্রদঃ ॥৪
বিদ্রবন্তি ভয়ার্ত্তা বৈ যস্মাদ্দেবাসুরাদয়ঃ।
ত্যক্ত্বা স্বাং স্বাং শ্রিয়ং সত্ত্বং পলায়ন্ত ইতস্ততঃ ॥৫
তাং বিদ্যাং শ্রোতুমিচ্ছামি বদ নাথ দিগম্বর॥৬

দেবি কহিলেন, হে পরমানন্দ দেব! করুণাসিন্ধো! অপার এবং ঘোরতর সংসার সাগরে পতিত মানবগণের উদ্ধারকর্ত্তা আপনি ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে আর কে আছে।১

আপনিই ব্রহ্মাদি সমুদয় জীবগণের গুরু। হে নাথ! জগন্নাথ! এই কারণেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কৃপাপূর্ব্বক বলুন।২

হে দেব! আপনার কমলবদন-বিনির্গত সকল বিষয় শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আমার মনোগত বিষয় আপনার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিতে কামনা করি।৩

করালভৈরব কোন বিদ্যা অবলম্বন করিয়া সর্ব্বজীবের ভয়প্রদ ক্রোধবক্ত্র ভৈরব হইলেন?৪

যাঁহাকে দর্শন করিলে ভয়ে ভীত ও অভিভূত হইয়া দেব সুরাদিসকলে স্ব-স্ব ঐশ্বর্য্য সত্ত্ব প্রভৃতি পরিহারপূর্ব্বক পলায়ন করে।৫

হে নাথ! দিগম্বর! আমি সেই বিদ্যা বিষয়ে শ্রবণ করিতে বড় অভিলাষী।৬

১। করুণাবারিবারিধে। ইতি চ পাঠঃ।

শ্রীঈশ্বর উবাচ

অতিগুহ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরা হি সা।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং সর্ব্বস্বং জীবনাবধি ॥৭
কথিতুং নৈব শক্নোমি তাং বিদ্যাং পরমেশ্বরি।
কথ্যতে নামমাত্রং হি জ্ঞায়তাং কুলভৈরবি ॥৮
যত্র বৈ পরমেশানি সুন্দরী বরদায়িনী।
বিদ্যারাজ্ঞী ঘোরকালী অনিরুদ্ধসরস্বতী ॥৯
গৃহীত্বা তাং মহাবিদ্যামাদিনাথঃ সঃ ভৈরব।
মহাকালশ্রীভৈরবাৎ সদ্‌গুরোঃ শ্রীমুখাচ্ছিবে ॥১০
প্রাপ্তিমাত্রাম্মহাদেবী করালভৈরবো মনো[১]।
অকরোৎ পূতমাত্মানঃ সর্ব্বস্মাদধিকং স্বয়ম্।
সর্ব্বসংসারনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মাদিসুরবন্দিতঃ ॥১১
স তূদয়াচলে পূর্ব্বে তপস্তেপেঽতিদুষ্করম্।
ভূত্বোর্দ্ধচরণো দেবি বর্ষাণাং নিযুতদ্বয়ম্ ॥১২
হিমাচলে চৈকলক্ষং লক্ষঞ্চ মন্দরাচলে।
কনকাদ্যাশ্রমে লক্ষমুড্ডীয়ানে দ্বিলক্ষকম্ ॥১৩
পঞ্চবিংশতিলক্ষঞ্চ তথা জালন্ধরে শিবে।
পূণ্যশৈলে তথা লক্ষং পঞ্চবিংশতিমানতঃ ॥১৪

ঈশ্বর কহিলেন, হে পরমেশ্বরি! সেই মহাবিদ্যা গুহ্যাৎ গুহ্যতরা, অতি গুহ্য তাহা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদির জীবনসর্ব্বস্ব। অতএব আমি সেই বিদ্যা ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহি। হে কুলভৈরব! আমি শুধু নাম মাত্র উল্লেখপূর্ব্বক অর্থাৎ আভাষ ইঙ্গিতে মাত্র নির্দ্দেশ করিতেছি, তুমি জানিয়া লও।৭—৮

হে পরমেশানি! আদিনাথ সেই ভৈরব মহাকাল ভৈরবাদি সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ হইতে সুন্দরী বরপ্রদা ঘোরকালী অনিরুদ্ধ সরস্বতী নামে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা প্রাপ্ত হন।৯

করালভৈরব সেই মহাবিদ্যার প্রাপ্তিমাত্র আপন আত্মাকে পবিত্র করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মাদি দেবগণবন্দিত এবং সর্ব্বসংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া সকলের হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেন।১০—১১

তিনি পূর্ব্বদিকে উদয়াচল গমনপূর্ব্বক অতীব কৃচ্ছসাধন ব্রত ভীষণ দুষ্কর কঠোর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তিনি উর্দ্ধপদে দুই নিযুত বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। হিমাচলে একলক্ষ, মন্দরাচলে লক্ষ, কনকাচলে লক্ষ বৎসর এবং উড্ডীয়ানে দুই লক্ষ, জালন্ধরে পঞ্চবিশতি লক্ষ, পূণ্যশৈলে পঞ্চবিংশতি লক্ষ, কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে পঞ্চবিংশতি লক্ষ বৎসর। এইরূপে কোটিবৎসর করালভৈরব

১। প্রাপ্তিমাত্রাম্মনো যস্যা করালো ভৈরবঃ শিবে ইতি পাঠান্তরম্।

পঞ্চবিংশতিলক্ষঞ্চ কামাখ্যাযোনিমণ্ডলে।
এবং তপ্তং তপো হ্যেবং[১] কোটিবর্ষং সুদুষ্করম্ ॥১৫
কষ্টেন মহতা দেবি করালভৈরবেণ তে[২]।
তথাপি তং প্রতি প্রীতা নাভূৎ কালী কদাচন[৩] ॥১৬
ততঃ স ভৈরবো দেবি গুরোরন্তিকমন্বগাৎ।
নিবেদয়ামাস তথা বৃত্তান্তং তপসঃ শিবে ॥১৭
শ্রুত্বা শ্রীমদাদিনাথো মহাকালো মহেশ্বরঃ।
মন্নাথঃ পরমেশানি ভাবনাবশতাং গতঃ ॥১৮
বিনা চ পরমাচারং ন হি সিদ্ধির্ভবেৎ কিল।
কথং ত্বাং পরমাচারং কথয়ামি সমাসতঃ ॥১৯
স এব পরমাচারঃ কালীহৃদয়সংগতঃ।
গুহ্যাতিগুহ্যগুহ্যশ্চ ব্রহ্মাদীনামগোচরঃ ॥২০
পরমুক্তিপ্রদঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বসিদ্ধিবরপ্রদঃ।
কালীপ্রত্যক্ষবীজোঽয়ং মম সর্ব্বস্বমেব চ ॥২১

মহাকষ্টে সুদুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন। তবুও কিন্তু কালী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না।১২—১৬

অতঃপর করালভৈরব গুরুর নিকটে গমন করিয়া তপস্যার সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।১৭

হে দেবি ! তাহা শ্রবণ করিয়া মদীয়নাথ শ্রীমদাদিনাথ মহেশ্বর মহাকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন।১৮

যে পরমাচার ব্যতিরেকে তাহা সিদ্ধ হইবার নহে আমি কিরূপে তাহা বর্ণনা করিব।১৯

তাহা সেই দুরূহ তত্ত্বাচার মহাকালীর হৃদয়গত অর্থাৎ হৃদয়কন্দরাভ্যন্তরে নিহিত (গুপ্ত) রহিয়াছে। উহা গুহ্যাতিগুহ্য (নিগূঢ় দুর্জ্ঞেয় ও অপ্রকাশ্য), ব্রহ্মাদিরও অগোচর (অজ্ঞাত)।২০

এবং সর্ব্বসিদ্ধিবরপ্রদ ও সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ। ইহা কালীর প্রত্যক্ষবীজ এবং আমার সর্ব্বস্বধন।২১

১। এবং তেপে তপো ঘোরং …। ইতি পাঠান্তরম্

২। করালো ভৈরবঃ স্বয়ম্ ইতি পাঠান্তরম্।

৩। কপালিনী ইতি পাঠান্তরম্।

কেবলং কথিতং সর্ব্বং শিবেন সদৃশো ভবেৎ।
স তু[১] শান্তো মহাযোগী গোপিতস্তেন যত্নতঃ ॥২২
আচারার্থং স্বীয়পাদং কালরুদ্রে সমর্পিতম্।
মম সর্ব্বস্বকং চেদং নিরুদ্বেগোঽপ্যনেন বৈ
সঙ্গোপ্যানেন পরমং তথাচারং সদাচরেৎ ॥২৩
সদাচারস্য নিগূঢং[২] তত্ত্বজ্ঞানং মহামতিঃ।
সর্ব্বেষামধিপো ভূতো বিশ্ববন্দ্যঃ সদাশিবঃ।
অজরামরতাং প্রাপ্তো মহাশান্তঃ পরমেশ্বরঃ ॥২৪
তদাচাররতং নিত্যং শান্তং দৃষ্ট্বা ময়া[৩] পুনঃ।
পদং মদীয়ং গুরুতাং দত্ত্বা তস্মৈ সমাসতঃ ॥২৫
অহন্তু তস্য দেহে বৈ তিষ্ঠামি সর্ব্বদা মুদা।
সর্ব্বেষান্তু সহস্রারে তিষ্ঠামি কমলে পরে ॥২৬
শিবত্বং সকলং প্রাপ্য তিষ্ঠামি[৪] সর্ব্বদা হ্যহং।
শিবঃ শিবোঽহস্তু শিবো ন ভেদঃ কুত্রচিৎ সদা ॥ ২৭
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদীনাং গুরুর্যত্র ততঃ শিবঃ।
সোঽপি শান্তো মহাযোগী আচারক্ষম এব সঃ ॥ ২৮

কেবল কথিত হইলেই তাহা শ্রবণে শিবতুল্য ও সত্ত্বশান্ত মহাযোগী হয়, সেইজন্য ইহা সুগুপ্ত রহিয়াছে।২২

আচারের নিমিত্ত ইহার পাদাংশ কালরুদ্রে প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা আমার সর্ব্বস্ব ধন, সকল বস্তুর সারাৎসার। ইহা প্রাপ্ত হইয়া আমি নিরুদ্বেগ ও সুস্থচিত্ত রহিয়াছি। অতিশয় গুপ্তরীতি অনুসারে গোপনীয়ভাবে, সানুরাগ উদ্যম ও চেষ্টা সহকারে এই আচারের অনুষ্ঠান করিতে হয়।২৩

সদাচারের নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে মানব সকলের অধীশ্বর, মহামতি, বিশ্ববন্দ্য সদাশিব, মহাশান্ত ও পরমেশ্বর হইয়া।২৪

অজরত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। তদাচারনিরত নিত্যশান্ত মানবকে দর্শন করিয়া আমি মদীয় পদ ও গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকি। আমি তাহার দেহে সদানন্দে বাস করি। আমি সকলের সহস্রারকমলে বাস করি।২৫-২৬

আমি তথায় শিবত্বময় প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদাই অবস্থান করি। আমি শিব, আমি শিব, আমি শিব, আমার কোথাও কোনকালে প্রভেদ নেই।২৭

১। শ্রুত্বা ইতি পাঠান্তরম্।
২। —সম্প্রাপ্তা—।—ভূয়াদ্—॥ ইতি পাঠান্তরম্।
৩। দৃষ্ট্বাপ্যহং পুনঃ ইতি পাঠান্তরম্।
৪। শিবত্বং প্রাপ্য তিষ্ঠামি মামকং সর্ব্বদা হ্যহম্।

নান্যঃ কশ্চিৎ ক্ষমঃ কুত্রাপি তদাচারে কদাচন।
শিবস্য কৃপয়া চৈব কেবলং সাধকঃ ক্ষমঃ ॥২৯
ক্ষমা সা গিরিজা দেবী নান্যঃ কশ্চিৎ কদাচন।
উগ্রভাবো ভীমকর্ম্মা করালো ভৈরবঃ সদা ॥৩০
তমেব পরমাচারং কথং গোপ্তুং ক্ষমো ভবেৎ।
যথা মে কালিকারাধ্যা তথাচারোঽয়মেব হি ॥৩১
বিদ্যারাজ্ঞীং সমারাধ্যাং দাতুং যোগ্যঃ কদাপ্যহম্।
যোগ্যো ন পরমাচারং দাতুং কালীহৃদঙ্গমম্[১] ॥৩২
ইতি সম্ভাব্য মন্নাথঃ করালভৈরবং প্রতি[২]।
আজ্ঞাপয়ামাস গচ্ছ পুত্র ত্রিলোচনং প্রতি ॥৩৩
দেবী শিবং সমারুহ্য তত্রাপি করুণাময়ী[৩]।
যাতা মাতুঃ কালিকায়াস্ততঃ স ভৈরবঃ স্বয়ম্ ॥৩৪

যেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদির গুরু, সেইখানেই শিব। তত্ত্বনির্ণয়াত্মক বিচার-মননশীল মনুষ্যই শান্ত ও মহাযোগী এবং আচারক্ষম অর্থাৎ ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুগত সদাচার আচরিত পবিত্র বিশুদ্ধাচারপরায়ণ নিষ্ঠাবান সদাচারী। অন্য কোন ব্যক্তিই সেই আচারে সমর্থ নহে। সাধক ব্যক্তি শিবের কৃপাবলেই তাহাতে সক্ষম হয়, আর সেই গিরিসুতা দেবী সমর্থ হন। আর অন্য কেহই নহে। এই ভীমকর্ম্ম করাল ভৈরব সততই উগ্রভাব, তবে সেই পরমাচার গোপন করিতে কিরূপে সমর্থ হইবে ॥২৮-৩০

কালিকা দেবী আমার যেরূপ আরাধ্যা, এই আচারও তদ্রূপ আরাধনার।৩১

আরাধ্যা বিদ্যারাজ্ঞী প্রদানে আমি কদাচিৎ যোগ্য, কিন্তু কালীর হৃদয়গত পরমাচার প্রদান করিতে কখনও যোগ্য নহি। শ্রীমান্ আদিনাথ এইরূপ বিচার করিয়া করাল ভৈরবকে আজ্ঞা করিলেন, হে পুত্র! তুমি ত্রিলোচন সন্নিধানে গমন কর।৩২—৩৩

তথায় করুণাময়ী কালী শিবোপরি আরোহণ করিয়া অবস্থিত আছেন। তদনন্তর ভৈরব মাতার নিকট গমন করিলেন।৩৪

১। ··কালীহৃদঃপ্রিয়ম্। ইতি পাঠান্তরম্।
২। ...ইতি সম্ভাব্যাদিনাথঃ করালং ভৈরবং প্রতি।
আজ্ঞাপয়ামাস পুত্র প্রতি গচ্ছ ত্রিলোচনম্। ইতি পাঠান্তরম্।
৩। ·· তত্রাসীৎ করুণাময়ী।
যাতো মাতুঃ কালিকায়াস্ততোঽসৌ ভৈরবঃ স্বয়ম্। ইতি পাঠভেদঃ।

ত্যক্ত্বা তপস্তু সকলং ভাবয়ন্নন্তরাত্মনা।
যদ্যজ্জপ্তং তপো হ্যেবং সর্ব্বং জাতং বৃথা হি তৎ ॥৩৫
মম ভাগ্যবশাৎ সা হি গুর্ব্বাজ্ঞা বিফলা ভবেৎ।
অতঃ শরীরং ত্যক্ষ্যামি ন বক্ষ্যামি কদাচন ॥৩৬
প্রতিজ্ঞামীদৃশীং কৃত্বা দেহং সংত্যক্তুমুদ্যতঃ।
তদাকাশসমুদ্ভূতা বাণী সেয়ং সমীরিতা[১] ॥৩৭
শ্রুত্বা তেন করালেন ভৈরবেণ মহাত্মনা[২]।
তামাজ্ঞাং কথয়ামীশে শ্রুত্বা কর্ণেঽবতংসয় ॥৩৮
গুর্ব্বাজ্ঞা বিফলা যা তু তব বৈ ভৈরবোত্তম।
নাচারেণ তপস্তপ্তং ত্বয়াত্মজ্ঞানতঃ সদা ॥৩৯
কথং ভুভ্যং ন চাসিদ্ধিং[৩] দর্শনং বা দদাম্যহম্।
পুনর্যাহি মহাকালভৈরবং ভবনাশনম্ ॥৪০
আদিনাথং তব গুরুং বৃত্তান্তং কথয়েদৃশম্।
তদাবশ্যং মহাচারং তুভ্যং বৈ স প্রদাস্যতি ॥৪১
তেনৈবাচারতো দেব মমারাধনমাচর।
অচিরাত্তৎ প্রদাস্যামি যদ্যন্মনসি বর্ত্ততে ॥৪২

তপস্যা ত্যাগ করিয়া অন্তরাত্মার সহিত যাহা যাহা জপ করিলেন তৎসমস্তই তপের ন্যায় বিফল হইল। ভৈরব মনে মনে বিচার করিল আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার গুরুর আজ্ঞা বিফল হইল। অতএব আমি এই শরীর পরিত্যাগ করিব, এই দেহভার আর কখনই বহন করিব না।৩৫—৩৬

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি শরীর পরিত্যাগে উদ্যত হইলে এক মনোহর আকাশবাণী হইল।৩৭

হে মহাত্মা করাল ভৈরব! তুমি তাহা শ্রবণ কর এবং শুনিয়া ধারণা কর।৩৮

তোমার গুরুর আজ্ঞা বিফল হইবার কারণ এই যে, তুমি আচার পালন ব্যতিরেকে কেবল আত্মজ্ঞানানুসারে সদা তপশ্চরণ করিয়াছ।৩৯

আমি তোমাকে কিরূপে দর্শন দিব? সুতরাং তোমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় নাই—সকলই অসিদ্ধ হইয়াছে। তুমি পুনর্ব্বার সেই আদিনাথ ভবনাশন মহাকাল-ভৈরব গুরুর নিকট গমন করিয়া তাহার নিকট সকল বৃত্তান্ত নিবেদন কর, তিনি তোমাকে অবশ্যই মহাচার প্রদান করিবেন।৪০—৪১

হে সুব্রত, তুমি সেই আচার-রীতিতে আমার আরাধনা কর, তাহা হইলে

১। ···বাণী জাতা মনোহরা। ইত্যপি পাঠভেদঃ।
২। শৃণু ত্বং হি মহাভাগ মহাত্মন্ ভৈরবাগ্রজ। তামাজ্ঞাং কথয়ামি ত্বাং··· ॥৩৮
৩। ···তু সিদ্ধিং দদাম্যহম্। ইতি চ পাঠঃ।

কালীতারামহামন্ত্রং হিতং মন্ত্রঞ্চ বৈ ধ্রুবম্ ।
কুলাচারং বিনা যো হি জপেৎ স নারকী ভবেৎ ॥৪৩
কথং সিদ্ধির্ভবেৎ তস্য মুক্তিস্তিষ্ঠতি দূরতঃ ॥৪৪
এবমাজ্ঞাং মহাকাল্যা লব্ধ্বাসৌ ভৈরবোত্তমঃ ।
পুনর্গত্বা চ শ্রীনাথং আদিনাথং মহাপ্রভুম্ ॥৪৫
মহাকালং মহাদেবং শূন্যরূপং জগদ্গুরুম্ ।
নিবেদয়ামাস তদা যদ্যম্বাক্যং সমীরিতম্ ॥৪৬
মাতুঃ কৃপা মহাকাল্যাঃ করালভৈরবোঽধুনা ।
ইতি মত্বানন্দিতঃ স গুরুর্বৈ শূন্যরূপভাক্ ॥৪৭
তদা নিয়মপূর্ব্বং হি করালো ভৈরবোঽবদৎ ॥৪৮
কুলাচারং পরং গুপ্তং কালীতন্ত্রোদিতং হি যৎ ।
মহাকালো জগন্নাথোঽভিষিক্তং তচ্চকার হ ॥৪৯
শাক্তাভিষেকবিধিনা পূর্ণাভিষেকতস্তথা ।
দদৌ নাম করালায় ক্রোধবক্ত্রেতি বিশ্রুতম্ ॥৫০
দিব্যভাবং শ্রাবয়িত্বা বীরভাবং তদন্তরম্ ।
মদিরাং মৎস্যমুদ্রাস্তু পাত্রং কারণপূরিতম্ ॥
দদৌ তস্মৈ মহাকালঃ শূন্যরূপী গুরুঃ স্বয়ম্ ॥৫১

তোমার মনে যাহা যাহা আছে, তিনি তৎসমুদয়ই প্রদান করিবেন ।৪২

কুলাচার ব্যতীত যে ব্যক্তি কালী তারা মহামন্ত্র জপ করে, সে নিঃসন্দেহে নরকভোগী পাতকী, হয় ।৪৩

কিপ্রকারে তাহার সিদ্ধি হইবে ? মুক্তি তাহার বহুদূরে,—সুদূর পরাহত, মুক্তি তাহার বাধাপ্রাপ্ত, তাহার মুক্তিলাভ সুকঠিন ।৪৪

সেই ভৈরবোত্তম মহাকালীর এবম্প্রকার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার গমন-পূর্ব্বক মহাকালী যে-যে বাক্য বলিয়াছিলেন সেই সেই বাক্য, শ্রীনাথ মহাপ্রভু, মহাকাল, মহাদেব শূন্যরূপ জগদ্গুরু আদিনাথকে নিবেদন করিলেন ॥৪৫—৪৬

করালভৈরবের প্রতি মহাকালী মাতার কৃপা হইয়াছে, এই ভাবিয়া শূন্যরূপী জগদ্গুরুর আনন্দোদয় হইল ।৪৭

তখন তিনি বিধিপূর্ব্বক কালীতন্ত্রোদিত (কালীতন্ত্রোক্ত) পরমগুপ্ত কুলাচার ব্যক্ত করিলেন ।৪৮

মহাকাল জগন্নাথ শাক্তাভিষেক ও পূর্ণাভিষেক বিধানানুযায়ী তাহাকে অভিষিক্ত করিলেন। এবং করালবক্ত্র ভৈরবকে ক্রোধবক্ত্র ভৈরব এই নাম প্রদান করিলেন ।৪৯—৫০

সেই শূন্যরূপী স্বয়ং গুরু মহাকাল তাহাকে দিব্যভাব ও বীরভাব প্রদান

তদানীং শুশুভে সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ।
ক্রোধবক্ত্রোঽপি নত্বা শ্রীমহাকালী-পদাম্বুজম্ ॥৫২
মহাকালস্তদা দেবি স্মৃত্বা শ্রীগুরুপাদুকাম্ ।
গুর্ব্বাজ্ঞয়া ভাবযুক্তঃ স্বীকৃত্য কারণং পরম্ ॥৫৩
স বুদ্ধিমাংশ্চ তেজস্বী পরমানন্দপূরিতঃ ।
আনন্দজলধৌ[১] দেবি নিমগ্নঃ ক্রোধভূপতিঃ ॥৫৪
শক্তিপাদৌ মহেশানি ভূয়ো নত্বা গুরোঃ পদম্ ।
অস্তোষীৎ পরয়া ভক্ত্যা সংসারে সাগরে স্থিতঃ ॥৫৫

ক্রোধবক্ত্রভৈরব উবাচ ।

নামামি নাথং সুরকল্পবৃক্ষং গুরুং চিদানন্দমহাবতারম্ ।
নিত্যং হি বিজ্ঞানমানন্দরূপং পরাৎপরং ব্রহ্ম শিবস্বরূপম্ ॥৫৬
জগন্নিবাসং জগদাদিমূলমজ্ঞাতমেকং পরমাত্মসংগম্ !
তেজোময়ং নিষ্কলতত্ত্বভাবং ক্রিয়াবিহীনং পরমং নিরঞ্জনম্ ॥৫৬
প্রপঞ্চহীনং পরিপূর্ণভাবমাদ্যন্তহীনং প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ ।
অরূপরূপং স্ফুটমেব সত্যং কৃপাবতারং খলু শূন্যরূপম্ ।
অনাদিসংসারবিনাশবীজং পরং পবিত্রঞ্চ হৃগোচরং[২] গুরুম্ ।
শিবাভিধং কেবলনামমন্ত্রাৎ প্রকাশভাবং প্রণমামি নিত্যম্ ॥৫৯

করিবার পর মদিরা মদ্য মৎস্য ও মুদ্রা (মদের চাট) সহিত কারণ (শোধিত মদ) পূরিত পাত্রের উপদেশ প্রদান করিলেন ।৫১

তখন চরাচর জগৎ শোভা পাইতে লাগিল। ক্রোধবক্ত্র ভৈরব শ্রীমহাকালীর শ্রীচরণকমলে প্রণাম পূর্ব্বক মহাকালীকে ও গুরুপাদুকা স্মরণ করিয়া গুরুর আজ্ঞায় ভাবযুক্ত হইয়া কারণ স্বীকার করিলেন ।৫৩

তদনন্তর বুদ্ধিমান তেজদীপ্ত ক্রোধবক্ত্র ভৈরব, অনন্তসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া শক্তিপদে বারম্বার প্রণতিপূর্বক গুরুর পদ বন্দনা করিয়া, সংসারে অবস্থানপূর্ব্বক, পরমভক্তিসহকারে গুরুর স্তব করিতে লাগিলেন ।৫৪—৫৫

ক্রোধবক্ত্র ভৈরব কহিলেন, যিনি চিদানন্দে মহাবতার সুরকল্পবৃক্ষ, শ্রীনামগুরু, বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দময়, নিত্য, শিবব্রহ্মস্বরূপ পরাৎপর, জগন্নিবাস, জগদাদিমূল, অজ্ঞাত এক, পরম অসঙ্গ, সঙ্গরহিত, তেজোময়, নিষ্কল তত্ত্বভাব, ক্রিয়াবিহীন, নিরঞ্জন, প্রপঞ্চহীন, পরিপূর্ণভাব, অনাদ্যন্ত, প্রকৃতির পূর্ব্ববর্ত্তী অরূপরূপ, সত্যস্বরূপ, করুণাবতার, শূন্যরূপ, অনাদিসংসার বিনাশবীজ সেই পরম

১। জ্ঞানানন্দজলধৌ...। ইতি চ পাঠঃ।
২। পবিত্রং পরগোচরং গুরুম্ ইত্যপি পাঠঃ।

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্ পশ্যন্তি ত্বামাদিবিদশ্চ সর্ব্বে।
যজ্ জ্ঞানজং লোচনমেব সত্যং স চ প্রবিষ্টস্ত্বয়ি নাথ সত্যম্ ॥৬০
অসারসংসারসমুদ্রনাবং বন্দেঽহমাদ্যং পুরুষং পুরাণম্।
ত্বমেব কালীপরমার্থবীজং নমাম্যহং তচ্চরণারবিন্দম্ ॥৬১
স্তোত্রেণানেন যো ভক্ত্যা ত্বাং স্তোষ্যতি চ সাধকঃ।
প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে তেষাং মুক্তিপ্রদা ভব ॥৬২

মহাকালভৈরব উবাচ।

স্তোত্রেণানেন সন্তুষ্টঃ সদাহং তব পুত্রক।
গচ্ছ শীঘ্রং যোনিপার্শ্বং[১] দেবীশিখরমাশ্রিতঃ ॥৬৩
ভজ কালীং কুলাচারভাববেশ্যাপরায়ণঃ।
অচিরাদ্বাঞ্ছিতসিদ্ধি র্ভবিতা তে ন সংশয়ঃ ॥৬৪
বেশ্যামধ্যগতং বীরং কদা পশ্যামি সাধকম্।
এবং বদতি সা কালী তস্মাদ্বেশ্যাপরো ভব ॥৬৫
মন্ত্রাচারে হি সর্ব্বত্র ন হি দোষঃ কদাচন।
তস্মাদ্ভ্রান্তিং পরিত্যজ্য কুলধর্ম্মং সমাশ্রয় ॥৬৬

পবিত্র গুরুকে প্রণাম করি। ইন্দ্রিয়াদির অগোচর যিনি শিবময়, কেবল নামমন্ত্রেই যাঁহার প্রকাশভাব, সেই গুরুকে নিত্য প্রণাম করি।৫৬—৫৯

হে নাথ! হে গুরো! আদি-উৎপত্তি মূলতত্ত্ববিদ্ জ্ঞানবান বরণীয় বধূগণ যাহাকে অণু হইতেও অণীয়ান্ এবং মহৎ হইতেও মহান্ অবলোকন করেন এবং যাঁহার জ্ঞানজ লোচনই সত্য, তিনিই আপনাতে প্রবিষ্ট আছেন; সেই অসার সংসারার্ণব তারক সেই অনাদি পুরাতন পুরুষকে প্রণাম, পরমার্থ মহাকালীর বীজস্বরূপ আপনার চরণকমলে প্রণাম।৬০—৬১

যে সাধক প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল এই স্তোত্র দ্বারা ভক্তি সহকারে স্তব করিবে, তাহাকে মুক্তিপ্রদান কর।৬২

মহাকালভৈরব কহিলেন, হে পুত্র! তোমার এই স্তোত্র দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি শীঘ্র যোনিপীঠে গমনপূর্ব্বক দেবীশিখর আশ্রয় করিয়া কুলাচার-ভাব রূপ বেশ্যাপরায়ণ হইয়া কালীর ভজনা কর, তাহা হইলেই অচিরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে; ইহাতে সন্দেহ নাই।৬৩—৬৪

কালী কহিয়া থাকেন যে 'বীরসাধককে কখন আমি বেশ্যামধ্যগত দেখিব?' অতএব বীরসাধনে বেশ্যাপরায়ণ হইবে।৬৫

মন্ত্রাচারে সর্ব্বত্রই বেশ্যা দোষজনক হয় না। অতএব ভ্রান্তি পরিহারপূর্ব্বক কুলধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর।৬৬

১। যোনিপীঠঃ ইতি পাঠান্তরম্।

ভ্রান্তিস্তত্র ন কর্ত্তব্যা সিদ্ধিহানির্যতো ভবেৎ।
বিশুদ্ধচিত্তো ভূয়াচ্চেৎ সিদ্ধিঃ স্যাদপরার্দ্ধগা[১] ॥৬৭

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

ততো নত্বা মহাকালীং গুরুং বহুবিধং মুদা।
যোনিপীঠং সমাসাদ্য দেবীশিখরমাশ্রিতঃ॥৬৮
উর্ব্বশীমেনকারম্ভা-পঞ্চচূড়াতিলোত্তমাঃ।
পঞ্চবেশ্যারতো ভূত্বা কুলাচারপরায়ণঃ।
ভাবশুদ্ধাং মহাবিদ্যাং জজাপ ক্রোধভূপতিঃ ॥৬৯
বিদ্যারাজ্ঞীং ঘোরকালীমনিরুদ্ধসরস্বতীম্।
অষ্টোত্তরশতেনৈব তস্য প্রত্যক্ষতাময়াৎ ॥৭০
কালী করালবদনা তোজোরূপা সনাতনী।
তেজসা পরিসংচ্ছাদ্য ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলং সদা ॥৭১
তদ্দৃষ্টবা সুমহত্তেজো ভৈরবো ভয়বিহ্বলঃ।
অনুপায়ো মূর্চ্ছিতঃ সন্নপতৎ পর্ব্বতাদ্ ভুবি ॥৭২
ততঃ কালী জগন্মাতা কৃপাসাগরসংজ্ঞয়া।
আশ্বাস্যোবাচ তং ক্রোধং বাচামৃতসমানয়া ॥৭৩

সাধনবিষয়ে ভ্রান্তি সিদ্ধিহানি করে; অতএব ভ্রান্তি পরিত্যাগ করিবে। বিশুদ্ধচিত্ত হইলে, সিদ্ধি অবশ্য অদূরবর্ত্তী হয়।৬৭

ঈশ্বর কহিলেন, তদনন্তর ভৈরব কালী ও গুরুকে বহুবার প্রণতিপূর্ব্বক যোনিপীঠ আশ্রয়পূর্ব্বক উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা, পঞ্চচূড়া ও তিলোত্তমা এই পঞ্চ বেশ্যায় নিরত হইয়া কুলাচারপরায়ণ হইলেন। অনন্তর ক্রোধভৈরব বিদ্যারাজ্ঞী ঘোরকালী অনিরুদ্ধ ও সরস্বতী—ভাবশুদ্ধা মহাবিদ্যা মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। অষ্টোত্তর শতবার জপ দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ লাভ করিলেন।৬৮—৭০

করালবদনা, তেজোরূপা সনাতনী কালী, তেজোদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন।৭১

সেই সুমহৎ তেজ দর্শন করিয়া ভৈরব ভয়বিহ্বল, মূর্চ্ছিত অবসন্ন ও নিরুপায় (অবলম্বনহীন) হইয়া পর্ব্বত হইতে ভূতলে পতিত হইলেন।৭২

তদনন্তর কৃপার উদ্রেক হওয়ায় জগন্মাতা কালী বচনামৃত দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া সেই ক্রোধ-ভূপতিকে প্রবোধ বাক্য দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।৭৩

১। বিশুদ্ধচিত্তো ভূয়াচ্চেৎ সিদ্ধিঃ স্যান্নিকটস্থিতা॥ ইতি পাঠঃ।

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

সমুত্থায় ততো দেবীং ভৈরবঃ পুলকান্বিতঃ।
অস্তৌষীৎ পরয়া ভক্ত্যা নানাবিধবিধানতঃ॥
মুহুর্মুহুর্নমাসৌ ততঃ কালীমুবাচ হ॥৭৪

ক্রোধবক্ত্র উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরমাত্মা সনাতনী।
মমাঽভীষ্টং প্রযচ্ছ ত্বং সর্ব্বদা মে মনোম্ময়ি॥৭৫

শ্রীকালুবাচ।

ব্রহ্মাবিষ্ণ্বাদিকানাঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডান্তরবাসিনাম্।
নিত্যং নিগ্রাহকত্বং[১] হি ভব ভৈরবসত্তম॥৭৬
কুলাচারেণ যঃ কোঽপি মামর্চ্চয়তি পুত্রক।
স মে পুত্রত্বমাগচ্ছেৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥৭৭
গৃহাণ তু বক্ত্রং দাস্যামি ব্রহ্মাণ্ডভয়দো[২] ভবান্।
বক্ত্রং হি কালরূপং তৎ সর্ব্বনিগ্রাহকং পরম্॥৭৮

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

তস্মৈ বক্ত্রং হি সা দত্ত্বা ভৈরবায় ক্ষণং শান্তিমগাৎ শিবা।
মহাকালী ভৈরবোঽপি বজ্রপাণির্ব্বভূব সঃ॥৭৯

ঈশ্বর বলিলেন, তদনন্তর ভৈরব সহর্ষ পুলকান্বিত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পরমভক্তিসহকারে বহুবিধ বিধানে কালিকার স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং তদনন্তর পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া মহাকালীকে কহিলেন।৭৪

ক্রোধবক্ত্র কহিলেন, হে মনোম্ময়ী মহাকালি! আপনি পরমব্রহ্ম, পরমধাম, পরমাত্মা ও সনাতনী, আপনি আমাকে মনোভিলষিত বর প্রদান করুন।৭৫

কালী কহিলেন, হে ভৈরবোত্তম! তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির এবং ব্রহ্মাণ্ডেতরবাসিগণের সকলেরই নিত্য নিগ্রাহক হও।৭৭

যে কুলাচারসম্মতক্রমে আমার অর্চ্চনা করে, সে সত্যসত্যই আমার পুত্র হয়। আমি তোমাকে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের ভয়প্রদ বক্ত্র প্রদান করিতেছি, তোমার এই বক্ত্র কালরূপ এবং সকলেরই নিগ্রাহক ভয়কারী হইবে।৭৮

ঈশ্বর কহিলেন, হে শিবে! ভৈরবকে বক্ত্র প্রদাম করিয়া মহাকালী ক্ষণকালের নিমিত্ত শান্তিপ্রাপ্ত হইলেন এবং সেই ভৈরবও বজ্রপাণি হইল।৭৯

১। নিয়ামকত্বম্ ইতি পাঠান্তরম্ :

২। ব্রহ্মাণ্ডভয়দঃ ইত্যপি পাঠঃ।

করালভৈরবং রূপং ক্রোধবক্ত্রো হ্যবাপ সঃ।
বজ্রপাণির্ম্মহাকালী-প্রসাদাদীশ্বরাভিধঃ ॥৮০
ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্র-পূর্ব্বার্দ্ধং কথিতং ময়া।
গোপনীয়ং সদা ভদ্রে যোনিং পরনরে যথা ॥৮১

শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসম্বাদে
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্র্যে একোনবিংশতিঃ পটলঃ।

সেই করাল ভৈরবরূপ ক্রোধবক্ত্র হইল। মহাকালীর প্রসাদে ঐ বজ্রপাণি ভৈরব ঈশ্বর নামে কথিত হইয়াছেন।৮০

এই আমি যোগিনীতন্ত্রে পূর্ব্বার্দ্ধে পরম বিষয় সমূহ কীর্ত্তন করিলাম। হে ভদ্রে! ইহা পরনরে যোনির ন্যায় নিয়তই গোপন রাখিবে।৮১

সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তম শ্রীযোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে
চতুর্বিংশতিসাহস্র্যে ঊনবিংশ পটল সমাপ্ত।

পূর্বখণ্ড সমাপ্ত

উত্তরখণ্ডম্

ওঁ নমো কামাখ্যায়ৈ

প্রধানসাধারবিকল্পসত্তা স্বভাবভাবাস্ভুবনত্রয়স্য।
সা বিদ্যয়া ব্যক্তমপীহ[১] মায়াজ্যোতিঃ পরা পাতু জগন্তি নিত্যম্ ॥১

শ্রীদেব্যুবাচ

উড্ডীয়ানাদিকং পীঠং শ্রুতোঽহং[২] প্রাণবল্লভ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কামরূপস্য নির্ণয়ম্ ॥২
যদুক্তং তত্ত্বথা নাথ ঘোরপাপবিনাশকম্।
কামাখ্যসংজ্ঞকং পীঠং প্রকাশং কলিযুগে মতম্[৩] ॥৩
কলিসর্পস্য দংষ্ট্রাণাং বিচিত্রাণাং বিভেদকম্।
ভেষজং পরমং দেবি কিং মে তৎ কথ্যতাং বিভো ॥৪

শ্রীভগবানুবাচ

উড্ডীয়ানস্য দেবেশি প্রাদুর্ভাবঃ কৃতে যুগে।
পূর্ণশৈলস্য সংভূতি-স্ত্রেতাযুগমুখেঽভবৎ ॥৫

যিনি প্রকৃতি ও আধার সহিত বিকল্পসত্ত্বার স্বভাবভাবে এবং বিদ্যা দ্বারা ত্রিজগৎ ব্যক্ত করিয়াছেন সেই মায়াময়ী পরমাজ্যোতিঃ নিয়তই জগৎ রক্ষা করুন।১

দেবি কহিলেন, হে প্রাণবল্লভ! উড্ডীয়ানাদি পীঠ বিষয়ে শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে কামরূপের নির্ণয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়। হে নাথ! যাহার কীর্ত্তনে ঘোর পাপ বিনাশ হয়, সেই কামাখ্যা নামক পীঠ কলিযুগে পুণ্যময় বলিয়া বিখ্যাত।২—৩

হে দেব! তবে কলিসর্পদষ্ট বিচিত্র মানবগণের পরম ভেষজ কি তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।৪

ভগবান্ বলিলেন, হে দেবেশি! সত্যযুগে উড্ডীয়ান, ত্রেতাযুগে পূর্ণশৈল,

---

১। ব্যক্তকরীহ ইতি পাঠান্তরম্।
২। শ্রুতং মে ইতি পাঠান্তরম।
৩। প্রখ্যাতং হি কলৌ যুগে ইতি পাঠান্তরম্।

দ্বাপরে জালশৈলস্য কামাখ্যাস্য কলৌ যুগে।
ঘোরস্য কলিপাপস্য বিনাশায় মহেশ্বরি ॥৬
প্রতিবর্ষে তব পীঠযুগ্মমুপপীঠং তথা চ তে।
ত্রয়ং ত্রয়ং মহাক্ষেত্রং পুণ্যারণ্যং ত্রয়ং ত্রয়ম্ ॥৭
প্রতিপীঠে মহাদেবঃ প্রতিপীঠে চতুর্ভুজঃ।
প্রতিপীঠে স্থিতা গংগা পার্ব্বতী প্রতিপীঠকে ॥৮
প্রতিপীঠে প্রতিক্ষেত্রং পুণ্যরণ্যন্তু পীঠকে[১]।
কলৌ গৃহাৎ সুদূরে চ তীর্থবুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥৯
কিন্তু তীর্থানি বৈ সন্তি ভাবনাসিদ্ধিরিষ্যতে[২]।
প্রতিপীঠে পৃথগ্ ধর্ম্ম আচারশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥১০
দেশে দেশে কুলাচারা মন্তব্যাশ্চৈব চ হেতুভিঃ।
পৃথক্ পূজা পৃথঙ্ মন্ত্রো মর্ত্ত্যে চ তীর্থপীঠকম্ ॥১১
ভদ্রপীঠং দাক্ষিণাত্যে মধ্যদেশস্য পার্ব্বতি।
জালন্ধরন্তু পাশ্চাত্যং পূর্ণপীঠন্তু পূর্ব্বতঃ ॥১২
ঐশান্যাং পূর্ব্বভাগে চ কামরূপং বিভাবয়।
জালন্ধরন্তু বায়ব্যে কোলাপুরন্তু উত্তরে[৩]।১৩

দ্বাপরে জালশৈল এবং হে মহেশ্বরি! ঘোরতর কলিযুগে পাপের বিনাশ নিমিত্ত কামাখ্যা প্রাদুর্ভূত হন।৫—৬

প্রতিবর্ষে তোমার যুগল-যুগল পীঠ ও উপপীঠ, তিন-তিন মহাক্ষেত্র এবং তিন-তিন পুণ্যক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে।৭

প্রতিপীঠে মহাদেব ও চতুর্ভুজ, প্রতিপীঠে গঙ্গা অবস্থিতা এবং প্রতিপীঠে পার্বতী বিদ্যমান আছেন। প্রতিপীঠ, প্রতিক্ষেত্র, প্রতি পুণ্যারণ্যই তীর্থ। কলিযুগে গৃহ হইতে দূরদেশে তীর্থ বুদ্ধি হয়।৮—৯

কিন্তু তীর্থসকল ভাবনাসিদ্ধ বলিয়াই কথিত। প্রতিপীঠে ধর্ম্ম ও আচার পৃথক্ পৃথক্।১০

দেশের বিভিন্নতা হেতু কুলাচার ভিন্ন ভিন্ন হয়। মর্ত্ত্যলোকে তীর্থপীঠে পূজা ও মন্ত্র পৃথক্ পৃথক্।১১

হে পার্ব্বতি! মধ্যদেশস্থ দাক্ষিণাত্যে ভদ্রপীঠ, পশ্চিমে জালন্ধর, পূর্ব্বে পূর্ণপীঠ, ঈশানকোণের পূর্ব্বভাগে কামরূপ জানিবে; বায়ুকোণে জালন্ধর,

---

১। প্রত্যরণ্যে তথৈব চ. ইতি পাঠঃ।
২। সর্ব্বাণি স্বস্বভাবতঃ ইতি পাঠান্তরম্।
৩। কোলাপুরে তথোত্তরে ইতি পাঠান্তরম্।

ঈশানে চৈব বিহারং মহেন্দ্রং কিয়দুত্তরে।
শ্রীহট্টমপি পূর্ব্বে চ হ্যুপপীঠান্যথো শৃণু ॥১৪
নৌকাযানেন দেবেশি অষ্টষষ্টিস্তু যোজনম্।
প্রস্তাবে ওড্রপীঠস্য আয়ামেতি গুণং ভবেৎ[১] ॥১৫
শকটাকারকং পীঠং চতুষ্কোণং সুপীঠকম্।
চতুর্দ্দারসমাযুক্তং বায়ুবিম্বেন চিহ্নিতম্ ॥১৬
তীর্থকোটিদ্বয়যুতং সিদ্ধভদ্রকপীঠকম্।
যত্র সোমেশ্বরং লিঙ্গমাদিপীঠং তথাপরম্ ।১৭
কামধেনুশ্চ যত্রৈব যত্র চক্রেশ্বরো হরঃ।
ক্ষেত্রং বিরজসংজ্ঞঞ্চ একাম্রং তদনন্তরম্ ॥১৮
ভাস্করস্য মহাক্ষেত্রং যত্র মাতঙ্গশঙ্করঃ।
কুশস্থলী মহাপুণ্যা দণ্ডকঞ্চ বনন্তথা ॥১৯
সুমন্তশ্চ তথারণ্যং শিবযূপশ্চ পূর্ব্বতঃ।
পশ্চিমে ধেনুকারণ্যং উত্তরে তু গয়াশিরঃ ॥২০
দক্ষিণে চন্দ্রভাগা চ ওড্রপীঠং বরাননে।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণমায়ামে শতযোজনম্ ॥২১
অত্র কামেশ্বরী দেবী যোনিমুদ্রাস্বরূপিণী ॥২২

উত্তরে কোলাপুর, ঈশানে বিহার, কিয়দ্দূর উত্তরে মহেন্দ্র ও পূর্ব্বে শ্রীহট্ট। এতদ্ভিন্ন উপপীঠ সকল সম্বন্ধে শ্রবণ কর।১৩—১৪

হে দেবেশি! নৌ-যানদ্বারা অষ্টষষ্টিযোজন বিস্তারবিশিষ্ট ওড্রপীঠ, ইহার আয়াম (দৈর্ঘ্য) বিস্তারের তিনগুণ বেশী।১৫

শকটাকার-পীঠ পীঠযুক্ত ও চতুষ্কোণ, চতুর্দ্বার বিশিষ্ট, বায়ুবিম্বদ্বারা চিহ্নিত।১৬

এই স্থানে দুইকোটি তীর্থযুক্ত সিদ্ধভদ্রক পীঠ আদিপীঠ সোমেশ্বর লিঙ্গ। যেখানে কামধেনু এবং চক্রেশ্বর হর অবস্থিত আছেন। তদনন্তর বিরাটক্ষেত্র, তৎপরই একাম্র।১৭—১৮

অতঃপর ভাস্করের মহাক্ষেত্র ও মাতঙ্গশঙ্কর! তদনন্তর মহাপুণ্যা কুশস্থলী ও দণ্ডক বন।১৯

সুমন্তারণ্য এবং পূর্ব্বদিকে শিবযূপ, পশ্চিমে ধেনুকারণ্য, উত্তরে গয়াশির, দক্ষিণে চন্দ্রভাগা ও ওড্রপীঠ, উহা বিস্তারে ত্রিংশদ্‌যোজন ও দৈর্ঘ্যে শতযোজন।২০—২১

এই স্থানেই যোনিমুদ্রাস্বরূপিণী কামেশ্বরী দেবী অবস্থিতা আছেন এবং তথায়

১। বিস্তারঃোড্রপীঠস্য আয়ামস্ত্রিগুণো ভবেৎ।

ভূগোলপীঠকঃ নাম যত্র বৈ গোলোকেশ্বরঃ[১]।
ধর্ম্মপীঠং মহাপীঠং যত্র কামেশ্বরো হরঃ ॥২৩
অবিমুক্তং মহাক্ষেত্রং হংসপ্রপতনস্তথা।
ব্রহ্মযূপস্তু যত্রৈব যত্র শ্বেতবটঃ স্থিতঃ ॥২৪
কুরুক্ষেত্রস্তু তত্রৈব যত্র মায়াস্বনা নদী।
অযোধ্যারণ্যকং পুণ্যং ধর্ম্মারণ্যং তথা পরম্ ॥২৫
কচাত্মকং মহারণ্যং যত্র পাতালশঙ্করঃ।
গণ্ডকী চ নদী পূর্ব্বে বিষ্ণুযূপশ্চ পশ্চিমে ॥২৬
দক্ষিণে বৃষভং লিঙ্গমুত্তরে কদলীবনম্।
এতন্মধ্যতমং পীঠং চাপাকারং মনোরমে ॥২৭
জানাম্যহং তথা পদ্মং রক্তবর্ণং বিভাসতে।
একাদশশতায়ামং যোজনানাং তথা নব ॥২৮
অশীত্যষ্টৌ চ প্রস্তারে ত্রিকোণং পীঠমুত্তমম্।
প্রবরং পীঠকং তত্র পীঠঞ্চাশোকমেব চ।
সীতায়াশ্চ মহাক্ষেত্রং অগস্ত্যস্যাশ্রমস্তথা ॥২৯
হরস্য পরমং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রত্রয়মিদং প্রিয়ে।
মাধবারণ্যকং ক্ষেত্রং হরস্যারণ্যকস্তথা ॥৩০
অরণ্যঞ্চৈব ভর্গস্যেত্যেবমদারণ্যকং ত্রয়ম্ ॥৩১

ভূগোলপীঠে গোলকেশ্বর বিদ্যমান আছেন। তৎপরে ধর্ম্মপীঠ ও মহাপীঠ—এইস্থানে কামেশ্বর হর অবস্থিত আছেন।২২—২৩

তদনন্তর অবিমুক্ত ধামে মহাক্ষেত্র ও হংসপ্রপতন ; তথায় ব্রহ্মযূপ ও শ্বেতবট বিদ্যমান আছে।২৪

সেইস্থানেই কুরুক্ষেত্র ও মায়াস্বনা নদী। তদন্তর পুণ্যময় অযোধ্যারণ্যক ধর্ম্মারণ্য ও কচাত্মক মহারণ্য। এই স্থানে পাতালশঙ্কর অবস্থিত আছেন। অনন্তর পূর্ব্বে গণ্ডকী নদী ও পশ্চিমে বিষ্ণুযূপ, দক্ষিণে বৃষলিঙ্গ এবং উত্তরে কদলীবন ; হে মনোরমে ! ইহাই চাপাকার মধ্যপীঠ।২৫—২৭

এখানে পদ্ম রক্তবর্ণ প্রকাশিত হয়। তদন্তর দৈর্ঘ্যে একাদশশত নবযোজন ও বিস্তারে অষ্টাশীতি যোজন ত্রিকোণনামক উত্তম পীঠ ও অশোক পীঠ বিদ্যমান আছে। হে প্রিয়ে ! তদন্তর সীতার মহাক্ষেত্র ও অগস্ত্যাশ্রম।২৮—২৯

এখানে হরের মহাক্ষেত্র, এই তিন ক্ষেত্র বিদ্যমান আছে। ৩০

তৎপরে মাধবারণ্যক ক্ষেত্র ও হরাণ্যক এবং ভর্গারণ্য এই তিনটী অরণ্য বিদ্যমান আছে।৩১

১। ভূগোলপীঠকে তত্র গোলোকেশ্বর এব চ. ইত্যপি পাঠঃ।

উত্তরে ব্রহ্মক্ষেত্রঞ্চ দক্ষিণে সাগরাবধি।
পূর্ব্বে চোদয়কূটঞ্চ পশ্চাৎ শ্রীপর্ব্বতং প্রিয়ে ॥৩২
এতন্মধ্যতমং পীঠং পুণ্যাখ্যং নাম নামতঃ।
পদাৎ পাদান্তরং যাবন্মধ্যে হস্তদ্বয়ান্তরম্ ॥৩৩
শিবরাত্রৌ চ গমনং সৌরমাসেন ভাসকম্।
কামরূপং বিজানীয়াৎ ষট্‌কোণঞ্চ প্রগর্ভকম্ ॥৩৪
তৎপুণ্যং তৎসমং বেত্থ নবব্যূহং ত্রিমণ্ডলম্।
পর্ব্বতৈর্দ্দশভির্যুক্তং বেদিমধ্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৩৫
মধ্যপীঠং মহাপীঠং যত্র কামেশ্বরো ভবেৎ।
তত্র পীঠে হি দেবেশি যত্র চম্পাবতী নদী ॥৩৬
কন্যাশ্রমং মহাক্ষেত্রং যত্র রুদ্রপদদ্বয়ম্।
একাশ্রমং পরং ক্ষেত্রং যত্র নাগাখ্যশঙ্করঃ ॥৩৭
মানসং ক্ষেত্রকঞ্চৈব যত্র বিশ্বেশ্বরো হরঃ।
নাটকারণ্যকঞ্চৈব চম্পকারণ্যকস্তথা ॥৩৮
পিচ্ছিলা বা দক্ষিণতো গৌতমস্য মহাফলা।
পূর্ব্বে স্বর্ণনদীং যাবৎ করতোয়া চ পশ্চিমে ॥৩৯

ইহার উত্তরে ব্রহ্মক্ষেত্র, দক্ষিণে সাগর, পূর্ব্বে উদয়কূট ও পশ্চিমে শ্রীপর্ব্বত।৩২

এই সকলের মধ্যস্থিত ভূভাগে যে-সকল পীঠ আছে, যাহা পুণ্যাখ্যা নামে প্রসিদ্ধ। তথায় শিবরাত্রিতে সৌরমাস গণনা অনুসারে একমাস মধ্যভাগে একপদ হইতে পদান্তর দুই হাত অন্তরে অন্তরে ব্যবধানে গমন করিতে হয়। কামরূপ, ষট্‌কোণ ও প্রকৃষ্টগর্ভক।৩৩—৩৪

তাহাতে কামরূপ সমান পুণ্যজনক নয় ব্যূহ ও তিনটি মণ্ডল আছে। তাহার বেদিমধ্য দশটি পর্ব্বতযুক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত।৩৫

তথায় মধ্যপীঠ ও মহাপীঠ আছে; সেই পীঠে কামেশ্বর বিদ্যমান আছেন। হে দেবি! সেই স্থানেই চম্পাবতী নদী প্রবাহমানা।৩৬

তৎপরে মহাক্ষেত্র কন্যাশ্রম—তথায় নাগাখ্য শঙ্কর বিদ্যমান আছেন।৩৭

আর সেখানে মানসক্ষেত্র বিদ্যমান। সেইক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বর হর অবস্থিত আছেন। নাটকারণ্য ও চম্পকারণ্যক।৩৮

দক্ষিণদিকে গৌতমের মহাফলা পিচ্ছিলা নদী আছে। পূর্ব্বে স্বর্ণনদী,

দক্ষিণে মন্দশৈলশ্চ হ্যুত্তরে বিহগাচলঃ।
প্রস্তারে চৈব মাসার্দ্ধং যোজনানাঞ্চ পঞ্চকম্[১] ॥৪০
অযুতত্রয়ঞ্চ ত্রিস্রোতস্তথা পঞ্চোদ্ভবং দশ।
অষ্টকোণঞ্চ সৌমারং যত্র দিক্করবাসিনী ॥৪১
তস্মিন্ বসতি সা দেবী জ্ঞানাদ্ ধ্যানেন মুক্তিদা।
তত্র দেব্যাঃ প্রসাদেন স্থিতিং গচ্ছন্তি নান্যথা ॥৪২
অথোত্তরং নবং পীঠং সৌমারাবধি কথ্যতে।
বসত্যত্র তু প্রত্যক্ষং সদা দিক্করবাসিনী ॥৪৩
দিক্করস্য বায়ব্যে চ নীলপীঠং সুদুর্ল্লভম্।
যত্র কামেশ্বরী দেবী যোনিমুদ্রাস্বরূপিণী ॥৪৪
পারিজাতং মহাক্ষেত্রং যত্রাদিত্যস্তু শঙ্করঃ।
কৌষেয়স্য পুরং ক্ষেত্রং তথা চামরকণ্টকম্ ॥৪৫
অরণ্যমাশ্বিনঞ্চৈব গৌতমারণ্যকং শিবম্।
অরণ্যং শিবনাথস্য শৃণু পীঠাদতঃ প্রিয়ে ॥৪৬
পূর্ব্বে সৌরশিলারণ্যং পীঠং স্বর্ণদী শুভা।
দক্ষিণে ব্রহ্মযূপস্তু উত্তরে মানসং সরঃ ॥৪৭

পশ্চিমে করতোয়া, দক্ষিণে মন্দশৈল এবং উত্তরে বিহগাচল। বিস্তারে যোজনার্দ্ধ অর্দ্ধযোজন এবং দৈর্ঘ্যে পঞ্চযোজন।৩৯—৪০

তিন অযুত ত্রিস্রোত ও দশযোজন পঞ্চোদ্ভব। তদনন্তর সৌমার অষ্টকোণ তথায় দিক্করবাসিনী দেবী বাস করেন; সেখানে জ্ঞানযোগে ধ্যান করিলে মুক্তিলাভ হয়। তত্রত্য নিবাসী জনগণ দেবীর প্রসাদে সুখে বাস করে। ৪১—৪২

অনন্তর যেখানে দিক্করবাসিনী বাস করেন, সেই সৌমার হইতে আরম্ভ করিয়া নবপীঠ কথিত হইতেছে।৪৩

দিক্করের বায়ুকোণে সুদুর্ল্লভ নীলপীঠ, তথায় যোনিমুদ্রাস্বরূপিণী কামেশ্বরী দেবী।৪৪

এবং পরিজাত মহাক্ষেত্র ও আদিত্যশঙ্কর বিরাজমান আছেন। তদনন্তর কাষেয়ের পুর ও ক্ষেত্র তথা অমরকণ্টক।৪৫

অশ্বিনারণ্য ও মঙ্গলপ্রদ গৌতমারণ্য। হে প্রিয়ে! তদনন্তর শিবনাথের অরণ্য, তাহা পীঠ আদি (প্রথমা) হইতে শ্রবণ কর।৪৬

পূর্ব্বে সৌরশিলারণ্য, পশ্চিমে শুভদায়ক স্বর্ণনদী, দক্ষিণে ব্রহ্মযূপ, ইহার পর উত্তরে মানস সরোবর।৪৭

১। প্রস্তারে যোজনার্দ্ধং চায়ামে পঞ্চ চ যোজনম্ ॥°•

এতন্মধ্যগতং পীঠং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ।
সৌমারাখ্যং মহাপীঠং ষট্‌কোণন্তু ত্রিমণ্ডলম্ ॥৪৮
সহস্রযোজনায়ামং হয়তাম্রঞ্চ পঞ্চমম্ ।
প্রস্তারে তু ব্যামহীনং কোলাপীঠং* প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৪৯
সৌমারাখ্যাং মহাপীঠং শিবতল্পঞ্চ পীঠকম্ ।
বক্রশৈবেশ্বরং লিঙ্গং যত্র বৈ কমলা শিলা ॥৫০
কেদারক্ষেত্রং প্রথমং যত্র কেদারশঙ্করঃ ।
যত্র পিণ্ডকরং ক্ষেত্রমরুণো যত্র তিষ্ঠতি ॥৫১
দুর্গারণ্যং সোমারণ্যং ভদ্রারণ্যং তথৈব চ ।
অশীতিযোজনং ক্ষেত্রং ষট্‌ত্রিংশদ্‌যোজনায়তম্ ।
চৌহারাখ্যং মহাক্ষেত্রং যত্র গত্বা ন শোচতি ॥৫২
ব্রহ্মক্ষেত্রং কলাক্ষেত্রং রঘুক্ষেত্রং তথৈব চ ।
নন্দনং পারিজাতঞ্চ শিবারণ্যং তথা পরম্ ।৫৩
দেশারণ্যং ততঃ প্রোক্তং সপ্তপীঠমদং প্রিয়ে ।
পূর্ব্বে তু হীরিকা নাম নদী পুণ্যতমা স্মৃতা ॥৫৪

এই সকলের মধ্যগত স্থান ভোগমোক্ষপ্রদায়ক ; সোমারাখ্য মহাপীঠ ষট্‌কোণ ও ত্রিমণ্ডলযুত ।৪৮

তাম্রাখ্য সহস্রযোজন পরিমাণ বিশিষ্ট । কোলাপীঠ পরিমাণ হীন ।৪৯

তদনন্তর সৌমরাখ্যা পীঠ ও শিবতল্পপীঠ । তৎপরে বক্রশৈবেশ্বর লিঙ্গ ; তথায় কমলাশিলা অবস্থিত ।৫০

অনন্তর কেদারক্ষেত্র প্রথম ; সেখানে কেদারশঙ্কর শিব আছেন । তাহার নিকটে পিণ্ডকরক্ষেত্র, তথায় অরুণ অবস্থিত আছেন ।৫১

তদন্তর দুর্গারণ্য সোমারণ্য ও ভদ্রারণ্য । তারপর অশীতিযোজন বিস্তীর্ণ এবং ষট্‌ত্রিংশদ্ অযুত যোজন পরিমাণ বিশিষ্ট চৌহারাখ্য মহাক্ষেত্র, তথায় গমন করিলে শোক পাইতে হয় না ।৫২

তদনন্তর ব্রহ্মক্ষেত্র, কলাক্ষেত্র, রঘুক্ষেত্র ও নন্দন, পরিজাত, শিবারণ্য ।৫৩

দেশারণ্য এই সপ্তপীঠ অবস্থিত আছে । পূর্ব্বদিকে পুণ্যতমা হীরিক নদী ।৫৪

---

* ব্যাম – সাধারণতঃ দুই প্রসারিত বহুদ্বয়ের এক বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পরিমিত দৈর্ঘ্য ।

পশ্চিমে নাথকং লিঙ্গমুত্তরে কিলিপর্ব্বতঃ।
দক্ষিণে নাথবৃক্ষন্তু পীঠন্তু পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৫৫
গোযানেন ত্রিভির্ম্মাসৈস্তথা চৈব দিনত্রয়ম্।
মাসহীনন্তু প্রস্তারে ত্রিপীঠন্নাম নামতঃ[১] ॥৫৬
বারাহী প্রথমং পীঠং দ্বিতীয়ং কোলপীঠকম্।
কুমারক্ষেত্রং প্রথমং দ্বিতীয়ং নন্দনাহ্বয়ম্ ॥৫৭
তৃতীয়ং শাশ্বতীক্ষেত্রং মাতঙ্গং প্রথমং বনম্।
সিদ্ধারণ্যং দ্বিতীয়ন্তু তৃতীয়ং বিপুলং বনম্ ॥৫৮
কোটিকোটিযুতং লিঙ্গং[২] কোটিকোটিগণৈর্বৃতম্।
পঞ্চতীর্থং ভবেৎ পূর্ব্বে পশ্চিমে ধনদা নদী ॥৫৯
পঞ্চাখ্যা[৩] দক্ষিণে চৈব উত্তরে কুরুবকাবনম্।
এতন্মধ্যগতং দেবি শ্রীপীঠং নাম নামতঃ ॥৬০

ইতি যোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে চতুর্বিংশতিসাহস্র্যে
কামরূপপীঠাধিকারে দ্বিতীয়ভাগে প্রথমঃ পটলঃ।

পশ্চিমে নাথকলিঙ্গ, উত্তরে কিলিপর্ব্বত, দক্ষিণে নাথবৃক্ষপীঠ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।৫৫

গোযান দ্বারা তিনমাস তিন দিন এবং প্রস্তার (নৌকা) দ্বারা মাসহীন অর্থাৎ দুই মাস তিনদিনে পীঠে ভ্রমণ সম্পন্ন হয়।৫৬

বারাহী প্রথম পীঠ, দ্বিতীয় পীঠ কোল। কুমারক্ষেত্র প্রথম; নন্দন দ্বিতীয়, শাশ্বতীক্ষেত্র তৃতীয়। মাতঙ্গ প্রথম বন, সিদ্ধারণ্য দ্বিতীয়, বিপুল বন তৃতীয়—এই সকল কোটী-কোটী লিঙ্গ ও কোটী-কোটী গণ পরিবৃত পূর্ব্বে পঞ্চতীর্থ, পশ্চিমে ধনদা নদী ॥৫৭—৫৯

দক্ষিণে পঞ্চাখ্যা বন এবং উত্তরে কুরুবকাবন। হে দেবি! এই সকলের মধ্যগত স্থান শ্রীপীঠ নামে বিখ্যাত।৬০

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে চতুর্ব্বিংশতিসাহস্র্যে-
কামরূপাধিকারে দ্বিতীয় ভাগে প্রথম পটল সমাপ্ত।

১। মাসহীনেন পূর্ব্বোক্তকালে নোপক্রমস্ততঃ ইতি পাঠান্তরম্।
২। কোটিশশ্চ বৃতঃ লিঙ্গৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
৩। পত্রাখ্যা ইতি পাঠান্তরম্।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

নিত্যং নির্ব্বর্ত্ত্য স্বগৃহে পিতৄন্নান্দীমুখানপি।
অভ্যর্চ্চ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা পশ্চাদ্যাত্রাং সমাচরেৎ।১
উত্তরস্থগতে[১] শুক্রে সানুকূলে শুভে গ্রহে।
গুরুপিত্রোরনুজ্ঞাপ্য ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ সপ্ত ততো যাত্রাং সমাচরেৎ॥২
সিংহে ধনুষি মেষে চ ন গচ্ছেৎ পূর্ব্বপীঠকম্[২]।
তুলায়াং কুম্ভে মীনে চ ন গচ্ছেৎ পশ্চিমং বুধঃ॥৩
বৃষেঽঙ্গনায়াং মকরে ন গচ্ছেদ্দক্ষিণালয়ম্।
কর্কটে কীটমীনে চ ন গচ্ছেদুত্তরং সুধীঃ॥৪
চাপে গবাঙ্গনায়াঞ্চ ন গচ্ছেদ্বহ্নিকোণকম্।
মকরে কর্কটে মীনে নৈঋৃতং পরিবর্জয়েৎ॥৫
বায়ব্যাং কুম্ভমেষে চ চাপে চৈব বিবর্জ্জয়েৎ।
সিংহে মীনে কর্কটে চ হ্যৈশান্যান্তু ন চিন্তয়েৎ॥৬

শ্রীভগবান্ কহিলেন, নিজগৃহে নিত্যকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক পিতৃগণের অর্চ্চনা ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ সমাপনপূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত হইয়া তদনন্তর যথাবিধি যাত্রা করিবে।১

শুক্র উত্তরে অবস্থিত হইলে এবং শুভগ্রহ সকল সানুকূল হইলে, গুরু এবং পিতা মাতাদির, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সপ্ত বিপ্রবরকে ভোজন করাইয়া তদনন্তর যাত্রা করা কর্ত্তব্য।২

বুধগণ সিংহ, ধনুঃ ও মেষরাশিতে পূর্ব্বদিকে, তুলা মিথুন ও কুম্ভরাশিতে পশ্চিমদিকে।৩

বৃষ, কন্যা ও মকর রাশিতে দক্ষিণদিকে, কর্কট বৃশ্চিক ও মীনরাশিতে উত্তরদিকে গমন করিবেন না।৪

সুধীগণ, ধনুঃ, বৃষ, ও কন্যায় অগ্নিকোণে, মকর, কর্কট ও মীনে নৈঋত-কোণে।৫

কুম্ভ, মেষ ও ধনু রাশিতে বায়ুকোণে, সিংহ, মীন ও কর্কটে ঈশানকোণে গমন করিবেন না।৬

১। উত্তরস্যাং গতে ইতি পাঠান্তরম্।
২। লগ্নে সৎপূর্বপীঠকে ইতি পাঠান্তরম্।

এতৎ স্থূলং বিজানীয়াদ্ যোগিনীং* শৃণু শঙ্করি।
ন গচ্ছেন্মন্দবারে চ পূর্ব্বদেশং মম প্রিয়ে ॥৭
পশ্চিমে সবিতুর্ব্বারে দক্ষিণাং বুধবাসরে।
কুজবারে চোত্তরঞ্চ বুধো বাপি দিশং ত্যজেৎ ॥৭।৮
জীববারে তু নৈর্ঋতাং বায়ব্যাং ভৃগুবাসরে।
শনিবারে তথৈশানাং সোমে চৈব বিশেষতঃ ॥৯
পূর্ব্বদেশং মহেশানি প্রতিপন্নবতী তথা[১]।
ন গচ্ছেদ্ যা একো যাত্রাং[২] যোগিনী সম্মুখা যতঃ ॥১০
চতুর্দ্দশ্যাস্তথা ষষ্ঠ্যাং পশ্চিমন্তু বিবর্জয়েৎ।
ত্রয়োদশীং পঞ্চম্যাং চ ন গচ্ছেদ্দক্ষিণাং দিশম্ ॥১১

হে শঙ্করি! এই সকল স্থূলরূপে অবগতি করিও। এক্ষণে যোগিনী সম্বন্ধে শ্রবণ কর। হে প্রিয়ে! মন্দবারে অর্থাৎ শনিবারে পূর্ব্বদেশ, রবিবারে পশ্চিমদেশ, বুধবারে দক্ষিণদেশ, মঙ্গলবারে উত্তরদেশে গমন করবে না।৭—৮

বৃহস্পতিবারে নৈর্ঋতকোণে, শুক্রবারে বায়ুকোণে, শনিবারে বিশেষতঃ সোমবারে ঈশানকোণে যাত্রা করিবে না।৯

হে মহেশানি! যাত্রিকগণ প্রতিপদ ও নবমীতে পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিবে না, যেহেতু উহাতে সম্মুখে যোগিনী হয়।১০

চতুর্দ্দশী ও ষষ্ঠীতে পশ্চিমদিক্, ত্রয়োদশী ও পঞ্চমীতে দক্ষিণদিক,

---

* যোগিনী—যোগযুক্তা নারী, তপস্বিনী। এখানে ভগবতীর অংশসম্ভূতা সখীরূপা সহচরী আবরণ দেবতা। এই যোগিনীগণ কোটিসংখ্যক। ইহাদের মধ্যে চতুঃষষ্টি প্রধানা। দুর্গাপূজার সময় এই যোগিনীগণের পূজা করিতে হয়। দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ যোগিনীকোটিপরিবৃতায়ৈ........ইত্যাদি প্রণাম মন্ত্রটি এস্থলে স্মর্ত্তব্য। কালিকা ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি দ্রষ্টব্য।

[তিথি বিশেষে যোগিনী এক এক দিকে অবস্থান করেন। যাত্রাকালীন যাত্রিকের গন্তব্যস্থলের অবস্থান দিক এবং বার ও তিথি অনুযায়ী যোগিনীর অবস্থান দিক, এতদুভয়ের অবস্থানজনিত শুভাশুভফল যাত্রিককে যোগিনীগণ বিধান করিয়া থাকেন।

কোথাও গমনাগমন করিতে হইলে যোগিনীর অবস্থান নির্দ্দেশক জ্যোতিষিক চক্রে যোগিনীর শুভাশুভ বিধায়ক বাস বা অবস্থান বিচারপূর্ব্বক যাত্রা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগিনী সম্মুখ করিয়া যাত্রা করিতে নাই। যাত্রাদি শুভকার্য্যে যোগিনীর শেষ নয় দণ্ড অবশ্য পরিবর্জ্জনীয়। দক্ষিণ ও সম্মুখস্থ যোগিনীতে যাত্রা করিলে বধ-বন্ধনাদি হয়; বাম ও পৃষ্ঠস্থ যোগিনীতে (অর্থাৎ যোগিনী পশ্চাতে অবস্থিতা হইলে) গমন করিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। জ্যোতিস্তত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

[মার্কণ্ডেয় ·পুরাণান্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডীতে সন্নিবিষ্ট দেবীকবচ বিধৃত দশদিকে দশবিধ বিভিন্ন রূপমূর্ত্তিতে দশদিকপাল দেবতারূপেই ভগবতী বর্ণিতা হইয়াছেন। ভূতডামরাদি তন্ত্রসমূহে যোগিনীসাধন বিধি বিবৃত আছে। যথাবিধি যোগিনী-সাধন করিতে পারিলে নানাবিধ অবর্ণনীয় বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। এই যোগিনী সাধন পুরাকালে ব্রহ্মা ঠিক করিয়াছিলেন।

১। প্রতিপন্নবমী হ্যসৎ ইতি পাঠান্তরম্।

২। তত্র যাত্রা ন কর্ত্তব্যা ইতি পাঠান্তরম্।

দ্বিতীয়া দশমী চৈব বর্জয়েদ্রাক্ষসীন্দিশম্ ।
পূর্ণিমা সপ্তমী চৈব বায়ব্যাং সর্ব্বথা ত্যজেৎ ॥১২
ন গচ্ছেচ্চৈব ঐশান্যামমাবাস্যান্তথাষ্টমীম্ ।
বিষ্কম্ভঃপ্রীতিরায়ুষ্মান্ প্রতিপৎসু বিবর্জয়েৎ ॥১৩
সৌভাগ্যং শোভনশ্চৈব দ্বিতীয়াঞ্চাতিগণ্ডকে ।
সুকর্ম্মা বৈধৃতিশ্চৈব তৃতীয়ায়াং বিবর্জ্জিতঃ ॥১৪
গণ্ডোবৃদ্ধির্ধ্রুবশ্চৈব ব্যাঘাতশ্চ তথৈব চ ।
চতুর্থ্যাং বর্জয়েদ্দেবি পঞ্চম্যাং হর্ষণস্তথা ।১৫
বজ্রঃ সিদ্ধির্ব্যতীপাতো ষষ্ঠ্যাং জানীহি শঙ্করি ।
বরীয়ান্ পরিঘশ্চৈব সপ্তম্যাং পরিবর্জয়েৎ ॥১৬
শিবঃ সিদ্ধিশ্চ সাধ্যঞ্চ বর্জ্জয়েদষ্টমীতিথৌ ।
নবম্যাং শুভশুক্রো চ দশম্যাং ব্রাহ্মমেব বা ॥১৭
একাদশ্যাং তথৈন্দ্রস্তু দ্বাদশ্যাং বৈধৃতিং ত্যজেৎ ।
উত্তরাত্রয়ং ত্রয়োদশ্যাং বিশাখায়াং চতুর্দ্দশীম্ ॥১৮
মঘার্দ্রাং ভরণীঞ্চৈব পৌর্ণমাস্যাং বিবর্জয়েৎ ।
প্রতিপৎকৃত্তিকায়ান্তু* দ্বিতীয়ায়ান্তু জ্যেষ্ঠকা ।
অষাঢ়কে চ নক্ষত্রে প্রস্থানং ন কদাচন ।১৯

দ্বিতীয়া ও দশমীতে নৈর্ঋতদিক্, পূর্ণিমা ও সপ্তমীতে বায়ব্যদিক্। এবং অমাবস্যা ও অষ্টমীতে ঈশানদিক বর্জন করিবে। প্রতিপদে, বিষ্কুম্ভ প্রীতি ও আয়ুষ্মান্-যোগ বর্জ্জনীয় ।১১—১৩

দ্বিতীয়ায় সৌভাগ্য শোভন ও অতিগণ্ডক বর্জ্জনীয়। তৃতীয়ায় সুকর্ম্মা বৈধৃতি, চতুর্থীতে গণ্ড বৃদ্ধি ধ্রুব ও ব্যাঘাত[১], পঞ্চমীতে হর্ষণ[২], ষষ্ঠীতে বজ্রসিদ্ধি ও ব্যতীপাত[৩]; সপ্তমীতে বরীয়ান্ ও পরিখযোগ বর্জ্জন করিবে ।১৪—১৬

অষ্টমীতে শিব, সিদ্ধি ও সাধ্য; নবমীতে শুভ শুক্র; দশমীতে ব্রহ্ম, একাদশীতে ইন্দ্র, দ্বাদশীতে বৈধৃতি, ত্রয়োদশীতে উত্তর ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ, চতুর্দ্দশীতে বিশাখা, পৌর্ণমাসীতে মঘা, আর্দ্রা ও ভরণী ত্যাগ

---

* পক্ষতৌ কৃত্তিকা নিন্দ্যা ইতি পাঠান্তরম্।

১। ব্যাঘাত (ব্যাঘাতক, ব্যাঘাতকারী)— বিঘ্নসম্পাদক, বিঘ্ন বা প্রতিবন্ধককারী।

২। হর্ষণ—হর্ষ বা আনন্দজনক, হর্ষোৎপাদক।

৩। ব্যতীপাত—(জ্যোতিষে) অশুভযোগ বিশেষ। মহাবিপদসূচক দুর্লক্ষণ—যথা ধূমকেতু, ভূমিকম্প, উল্কাপাত প্রভৃতি।

যাত্রায়ান্তু ন দৃষ্টস্য কারণস্য বিচিন্তনম্ ।
জন্মমাসে জন্মদিনে জন্মনক্ষত্রকে তথা ।
অষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ সদাকালেষু বর্জয়েৎ[১] ॥২০
আপৎকালে চ যাত্রায়াং উষাসম্পত্তিঃ পশ্চিমে[২] ।
গোধূলিসময়ে চৈব পূর্ব্বদেশে বিজানীহি ॥২১
মধ্যাহ্নে দক্ষিণে চৈব অপরাহ্নে তথোত্তরে ।
ঐশান্যাঞ্চ তথা রাত্রৌ নৈর্ঋত্যাং সন্ধয়োর্দ্বয়োঃ ॥২২
মধ্যন্দিনে তথাগ্নেয়ে বায়ব্যাং প্রাতরেব হি ।
বারুণাদিষু যোগেষু যথাকালে সমাচরেৎ ॥২৩
বিনা জাতং দিনং[৩] তত্র অষ্টমীং নবমীং বিনা ।
প্রাচীং দিশং সমাগচ্ছেৎ যাত্রাং কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ ॥২৪
পশ্চিমে প্রাঙ্মুখঃ কুর্য্যাদ্ দক্ষিণে পশ্চিমামুখঃ ।
উত্তরে দক্ষিণামুখো যাত্রাং কুর্য্যাৎ স্বসিদ্ধয়ে ॥২৫
কুসুমং যাবকঃ শঙ্খো ভেরীবাদ্যঞ্চ ভূমিপঃ ।
গবাং শতং রথং যানং দক্ষিণে শুভগাঃ স্মৃতাঃ ॥২৬

কর্ত্তব্য। প্রতিপদে কৃত্তিকা ও দ্বিতীয়ায় জ্যেষ্ঠা, এই সকল যাত্রায় বা প্রস্থানে কখনও প্রশস্ত শুভফল প্রদায়ক নহে।১৭---১৯

যাত্রাকালে করণ বিচার কর্ত্তব্য নহে। জন্মমাস জন্মদিন ও জন্মনক্ষত্রে অষ্টমী ও নবমীতে সকল সময়েই যাত্রাদি পরিবর্জ্জনীয়।২০

আপৎকালের বিপদের সময় যাত্রায় পশ্চিমে উষায় যাত্রা শ্রেষ্ঠ, গোধূলি সময়ে পূর্ব্ব দিকে প্রশস্ত (উত্তম), মধ্যাহ্নে দক্ষিণে, অপরাহ্নকালে উত্তরে, রাত্রিকালে ঈশানকোণে, সন্ধ্যায় নৈর্ঋতকোণে। মধ্যদিনে অগ্নিকোণে, প্রাতঃকালে বায়ুকোণে এবং বারুণাদিযোগে যথাকালে যাত্রা করিবে। ইহাতে জন্মদিন অষ্টমী ও নবমী ব্যতিরেকে উত্তরমুখ হইয়া পূর্ব্বদিকে, যাত্রা কর্ত্তব্য।২১---২৪

পূর্ব্বমুখ হইয়া পশ্চিমদিকে, পশ্চিম মুখ হইয়া দক্ষিণদিকে, দক্ষিণমুখ হইয়া উত্তরদিকে যাত্রা করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়।২৫

যাত্রাকালে দক্ষিণভাগে কুসুম (পুষ্প), যাবক (কুল্মাষ), অলক্তক, আলতা, শঙ্খ, ভেরীবাদ্য,* ভূমিপতি, গো রথ ও যান শুভফলদায়ক।২৬

১। সদা যাত্রাং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২০ ইতি চ পাঠান্তরম্।

২। সন্থ্যা পশ্চিমে মত ...গোধূলিসময়শ্চৈব পূর্ব্বদেশে প্রশস্যতে ॥২১

৩। বিনা জন্মদিনং তত্র হ্যষ্টমীং··· ।

* ভেরীবাদ্য—নাকড়া, কাড়ার (ঢাক জাতীয় বাদ্য) সহিত বাদনীয় একমুখ আবদ্ধ (আবদ্ধ অর্থাৎ চর্ম্মাবৃত গ্রথিত) বাদ্যযন্ত্র।

সিদ্ধান্নং মাংসপিণ্ডঞ্চ ভক্তং ভাজনভঙ্গুরং[১]।
মৎস্যপিণ্ডং পরাহারাঃ সর্ব্বে তে দক্ষিণে শুভাঃ ॥২৭
কন্যা বৈ মিথুনং বেশ্যা পূর্ণকুম্ভাঃ স্ত্রিয়স্তথা।
চরন্তঃ পশুপক্ষাশ্চ বামতঃ শুভকরকাঃ[২] ॥২৮
অগ্রে দধি ফলং যাত্রা শুভদং পরিকীর্ত্তিতম্।
তথা ক্রৌঞ্চময়ূরাশ্চ যুগ্মং গচ্ছন্তি গচ্ছতঃ।
তদা সিদ্ধিং বিজানীয়াদন্যথা বিঘ্নমাদিশেৎ ॥২৯
গৃধ্রঃ শ্যেনাশ্চ চিল্লাশ্চ পার্শ্বং গচ্ছন্তি বৈ যদা।
ন কুর্য্যাদ্ যাত্রিকো যাত্রাং বায়সে বনসংস্থিতে ॥৩০
চ্যূতে নিষ্ঠুরসম্ভাষং গৃহগোধারুতং তথা।
ক্রন্দনং কলহং শ্রুত্বা ন গচ্ছেত্তু কদাচন ॥৩১
গুর্ব্বাদিত্যে গুরৌ সিংহে শুক্রে চাস্তমুপাগতে।
দেবতাদর্শনং যাত্রাং প্রতিষ্ঠাং নৈব কারয়েৎ ॥৩২
ব্রতারম্ভং তথোদ্বাহং গৃহপ্রাসাদিকস্তথা ॥৩৩
বাপীকূপতড়াগানি যন্ত্রস্যারম্ভণন্তথা।
আরোপয়েদ্যজ্ঞবৃক্ষস্য আরামকরণন্তা[৩] ॥৩৪
দেবব্রতবৃষোৎসর্গং যজ্ঞস্যারম্ভণন্তথা।
কর্ণবেধঞ্চ বৃদ্ধিঞ্চ স্ত্রীণামানয়নং ত্যজেৎ ॥-৩৫

এবং মাংসপিণ্ড, ভক্ত (সিদ্ধান্ন অর্থাৎ ভাত), ভঙ্গুরভাজন*, (অন্নপাত্র) মৎস্যপিণ্ড ও উৎকৃষ্ট বিবিধপ্রকার খাদ্যবস্তু দক্ষিণভাগে শুভকর হয়।২৭

বামভাগে কন্যা, দম্পতী (স্ত্রী-পুরুষ) বেশ্যা ও পূর্ণকুম্ভ-স্ত্রী এবং চরণশীল পশুপক্ষিসকল শুভকর জানিবে।২৮

অগ্রভাগে (সম্মুখে) দধি ও ফল মঙ্গলজনক। আর গমনকালে যুগল ক্রৌঞ্চ (কোঁচবক) ও ময়ূর গমন করিলে শুভফল প্রদান করে নতুবা বিঘ্নাচরণ করে।২৯

যাত্রাকালে পার্শ্বদেশে যদি গৃধ্র (গৃধিনী) শ্যেন ও চিল্ল (চিল) গমন করে তবে আর যাত্রা করা বিধেয় নয়। যদি বায়স বন সংস্থিত, (অবস্থিত আশ্রিত) বা চ্যূতবৃক্ষস্থিত হইয়া নিষ্ঠুর ভাষণ করিতে থাকে, এবং গৃহকোণে (টিকটিকির) শব্দ হয় তাহা হইলে গমন করা উচিত নয়। ক্রন্দন ও কলহ শুনিয়া কখনও যাত্রা করিবে না।৩০—৩১

গুর্ব্বাদিত্যযোগে অর্থাৎ বৃহস্পতি সিংহরাশিতে উপগত (উপস্থিত) হইলে

১। ভক্তভাজনমদ্ভুতম্।
২। চরন্তঃ পাশবোঽন্যে চ বামতঃ শুভকারকাঃ।
৩। আরম্ভো যজ্ঞবৃক্ষস্য চারামকরণন্তথা ॥৩৪

*ভাজন—পাত্র, আধার।

প্রাগদর্শনঞ্চ দেবানাং বৈ[1] ন কুর্ব্বীত কদাচন।
প্রাগারম্ভং ব্রতানাঞ্চ যাত্রাং সম্বৎসরাৎ পরম্‌ ॥৩৬
তথা ব্যালব্রতং যত্তু তথা নিত্যং ব্রজেচ্চ বৈ[2]।
ন কালনিয়মস্তত্র তথা চ রোহিণীব্রতে ॥৩৭
শিবরাত্রিব্রতে চৈব প্রয়াগস্য চ মুণ্ডনে।
দেশদাহে গ্রহাণাঞ্চ বিশুভং কর্ম্ম আরভেৎ[3] ॥৩৮
উজ্জয়িন্যামর্কশুদ্ধির্মধ্যদেশে বিধোস্তথা।
কুজশুদ্ধির্জনস্থানে ত্বরণ্যান্যাং বুধস্য চ ॥৩৯
গৌড়ে চান্ধে গুরোঃ শুদ্ধিঃ কামরূপে ভৃগোঃ স্মৃতা।
মথুরায়ামর্কজস্য রাহোরঙ্গে তু বঙ্গকে ॥৪০
ধনুর্ব্বাণং তদা তম্বদ্‌ ওড্রপীঠে ব্যবস্থিতম্‌।
জালন্ধরে চতুর্হস্তঃ ঊর্ম্মিকং হস্তপূর্ণকে[4] ॥৪১
পংক্তিহস্তং কামরূপে সৌমারে তারহস্তকম্‌।
কোলপীঠে তুর্য্যহস্তং চৌহারে দ্বিগুণং ভবেৎ ॥৪২
মহেন্দ্রে বৈ কলাহস্তং শ্রীহট্টে বহ্নিহস্তকম্‌।
উপপীঠে তু পাতালে হস্তমেব বিজানীহি ॥৪৩

এবং শুক্র অস্তগত (অদৃশ্য) হইলে. দেবতা দর্শন, যাত্রা ও প্রতিষ্ঠা, ব্রতারম্ভ, উদ্বাহ (বিবাহ, গৃহ ও প্রাসাদাদি, বাপী (পুষ্করিণী) কূপ তড়াগাদি খনন, যন্ত্রারম্ভ, যজ্ঞবৃক্ষরোপণ আরামকরণ, দেবব্রত, বৃষোৎসর্গ, যজ্ঞারম্ভ, কর্ণবেধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, স্ত্রীগণের আনয়ন করিবে না।৩২—৩৫

দেবগণের প্রথম দর্শনও তাহাতে কর্ত্তব্য নহে। ব্রতারম্ভ অর্থাৎ ব্রতের প্রথমারম্ভ, সম্বৎসরান্তে যাত্রা, বাল্যব্রত ও নিত্যব্রত কর্ত্তব্য, তাহাতে কাল-নিয়ম নাই। আর রোহিণী-ব্রত, শিবরাত্রিব্রত ও প্রয়াগে মস্তকমুণ্ডন ও দেশদাহ এই সকল বিষয়ে গ্রহাদি অশুভ থাকিলেও কর্ম্মারম্ভ করিবে।৩৬—৩৮

উজ্জয়িনীতে অর্ক (সূর্য্য), শুদ্ধি, মধ্যদেশে চন্দ্রশুদ্ধি, জনস্থানে কুজশুদ্ধি, অরণ্যে বুধশুদ্ধি, গৌড় ও অন্ধ্রদেশে গুরুশুদ্ধি, কামরূপে শুক্রশুদ্ধি, মথুরায় শনৈশ্চর শুদ্ধি, অংগ ও বংগদেশে রাহুশুদ্ধি শুভকর হয়।৩৯—৪০

ওড্রপীঠে (উৎকল দেশ) ধনুর্ব্বাণ ব্যবস্থিত আছে। জলন্ধরে চারিহস্ত, ঊর্ম্মিকে পূর্ণহস্ত, কামরূপে পংক্তিহস্ত, সৌমারে তারহস্ত (তিনহস্ত), কোল্বপীঠে তুর্য্যহস্ত (চারিহস্ত), চৌহারে দ্বিগুণ ব্যবস্থিত আছে।৪১—৪২

১। সুরাণাং দর্শনং পূর্বং।...
২। ব্যালব্রতে মহাপুণ্যে তথা নিত্যব্রতে চ বৈ।
৩। বিশুভং নৈব চিন্তয়েৎ।
৪। জালন্ধরে চতুর্হস্তমূর্ম্মিকে পূর্ণহস্তকম্‌।

রত্নপীঠে তু ষড়্হস্তং লোহিত্যাশ্চৈব তদুত্তরে।
বলদেবাশ্রমে চৈব তথা কন্যাশ্রমেষু চ।
ন যোগিনীমুখং গচ্ছেৎ স্নানধ্যানং বিবর্জ্জয়েৎ[১] ॥৪৪
যানেনার্দ্ধফলং বিন্দ্যাত্তথা ছত্রঞ্চ পাদুকে।
তীর্থযাত্রাফলং হন্তি ব্যায়ামে মাংসভক্ষণে ॥৪৫
তীর্থং প্রাপ্যানুষঙ্গেন তীর্থস্য চ ফলং ভবেৎ।
জ্ঞানেন তু তদাপ্নোতি জ্ঞানহীনে তু নিষ্ফলম্ ॥৪৬
তীর্থে চাচমনং ত্যাজ্যং পাদপ্রক্ষালনন্তথা।
শৌচমাচমনঞ্চৈব ত্বন্যতীর্থপ্রশংসনম্ ॥৪৭
অন্যতীর্থরতিঞ্চৈব সদা তীর্থেষু দূষণম্।
ন মলং নির্ব্বপেত্তীর্থে ন কেশং নির্ব্বপেৎ ক্বচিৎ ॥৪৮
ন তীর্থতীরে নিবসেদ্ দক্ষিণে তু বিশেষতঃ।
দক্ষিণে চৈব তীর্থস্য ন স্নায়াদ্ধি কদাচন ॥৪৯
তীর্থস্য চোত্তরে ভাগে চাষ্টকোটিসহস্রশঃ।
বসন্তি তত্র তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
দক্ষিণে কুণ্ডতীর্থস্য সরিতাং বামতঃ প্রিয়ে ॥৫০
তীর্থেষু ব্রাহ্মণং নৈব পরীক্ষেচ্চ কদাচন।
যত্তীর্থে যস্য দেবস্য তত্তীর্থস্য দ্বিজস্য চ[২]।
বন্দিতব্যাশ্চ পূজ্যাশ্চ তেষাং বাক্যেন পূততা ॥৫১

মহেন্দ্রে কলাহস্ত, শ্রীহট্টে বহিহস্তক এবং উপপীঠে ও পাতালে একহস্ত জানিবে; রত্নপীঠে, লোহিত্যের উত্তরে বলদেবাশ্রমে ও কন্যাশ্রমে ষড়হস্ত ব্যবস্থিত। যোগিনীমুখে গমন, স্নান এবং ধ্যান বর্জ্জন করিবে।৪৩—৪৪

যান সওয়ারী (যানবাহন) দ্বারা বা ছত্র-পাদুকাযোগে তীর্থ গমনে অর্দ্ধ-ফললাভ হয়। ব্যায়াম ও মাংসভক্ষণে তীর্থযাত্রার ফল বিনষ্ট হয়।৪৫

অনুষঙ্গক্রমে (কোনও বিশেষ প্রয়োজনে) তীর্থ প্রাপ্ত হইলে, তীর্থফল লাভ হয়; সজ্ঞানে এরূপ ঘটিলেই সেই ফললাভ হয়, নতুবা নিষ্ফল হয়।৪৬

তীর্থে আচমন, পদ প্রক্ষালন শৌচ ও অন্যতীর্থ প্রশংসা কর্ত্তব্য নহে।৪৭

এক তীর্থে গমন করিয়া অন্য তীর্থের প্রতি বিশেষ অনুরাগ বা আকর্ষণ অনুভব অনুচিত। তীর্থে মলত্যাগ ও কেশ কর্ত্তন করিতে নাই।৪৮

তীর্থতীরে ও তীর্থের দক্ষিণে নিবাস করিবে না। তীর্থের দক্ষিণে স্নান কদাচ কর্ত্তব্য নহে।৪৯

তীর্থের উত্তরভাগে, কুণ্ডতীর্থের দক্ষিণে ও নদীর বামভাগে অষ্টকোটিসহস্র তীর্থ ও পুণ্যায়তন অধিষ্ঠিত।৫০

১। যোগিনীমুখমাসাদ্য স্নানং ধ্যানং প্রতিষ্ঠাং ত্যজেৎ ॥৪৪

২। যেষু তীর্থেষু যে দেবা যে চ তত্র দ্বিজাতয়ঃ।

ন কালনিয়মঃ শ্রাদ্ধে পিণ্ডে তু বর্জ্জয়েন্মধু।
তীর্থং গত্বা ন দূরাস্তু বসেত্তীরে বিচক্ষণঃ ॥৫২
গ্রহণে চৈব তীর্থে চ তথা চ পিতৃবাসরে।
যজ্ঞারম্ভে সমাপ্তৌ চ ভূকম্পে তু বিশেষতঃ ॥৫৩
ব্রাহ্মণে দানযোগ্যা ন শ্রাদ্ধযোগ্যা ন তদ্ভবেৎ[১]।
যদ্দীয়তে মহাদানং নিষ্ফলং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৫৪
নাবাহনং ন চার্ঘ্যঞ্চ ন চাগ্নৌ হবনন্তথা।
পবিত্রসেচনং নৈব তথাক্ষয্যাবধারণম্ ॥৫৫
তীর্থশ্রাদ্ধে ন কুর্ব্বীত বাসঃসূত্রপ্রদাপনম্।
ততঃ সপ্তদশান্ পিণ্ডান্ পিণ্ডকালেষু নির্ব্বপেৎ ॥৫৬
শ্রাদ্ধং সমাপ্য পিণ্ডং হি ন দদ্যাচ্চ কদাচন।
মজ্জনং প্রতিকুণ্ডে চ প্রতিতীর্থে চ মজ্জনম্। ৫৭
দিবসে দশ চাষ্টৌ চ পঞ্চ সপ্ত ত্রয়স্তথা।
ততঃ কৃত্বাভিষেকঞ্চ তীর্থে চ প্রতিপূজয়েৎ ॥৫৮
লোহিত্যে চৈব শোণে চ গয়ায়াং বিরজেষু চ।
কন্যাশ্রমেষ্বগস্ত্যে চ পারিপাত্রে[১] তথৈব চ ॥৫৯

তীর্থমধ্যে ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করা অবিধেয়। যে যে তীর্থে যে-যে দেবতা ও দ্বিজ বাস করেন,তাঁহারাই বন্দনীয় ও পূজনীয়। ঐ দ্বিজগণের উপদেশবাক্যানুসারে তীর্থকৃত্য কর্ম্ম করিলেই পবিত্র হয়।৫১

শ্রাদ্ধে কোন কাল-নিয়ম নাই; পিণ্ড মধু বর্জ্জিত করিতে হইবে। তীর্থে গমন করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি তীর্থের দূরতীরে বাস করিবে না।৫২

তীর্থস্থলে, গ্রহণে, পিতৃবাসরে, যজ্ঞারম্ভে, যজ্ঞসমাপনে বিশেষতঃ ভূমিকম্পে ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধাদির দানযোগ্য নহেন; যদি মহাদানও করে, তাহাও নিষ্ফল হয়।৫৩—৫৪

আবাহন, অর্ঘ্যদান, অনলে হবন হোম পবিত্র সেচন (সিঞ্চন) অক্ষয্যাবধারণ, বাসসূত্র-প্রদাপন অর্থাৎ পিণ্ডোপরি ত্রিগুণিত সূত্ররক্ষা তীর্থশ্রাদ্ধে কর্ত্তব্য নয় তীর্থশ্রাদ্ধকালে সপ্তদশ পিণ্ড প্রদান করিবে।৫৫—৫৬

শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া কদাচ এই পিণ্ড প্রদান করিবে না। প্রতি তীর্থে ও প্রতি কুণ্ডে দশ, আট, পঞ্চ, সপ্ত বা তিনবার মজ্জন করা কর্ত্তব্য। অতঃপর অভিষেক করিয়া তীর্থে পূজা করিতে হইবে।৫৭—৫৮

১। ব্রাহ্মণে দানযোগ্যত্বং শ্রাদ্ধযোগ্যত্বমেব চ।

২। পারিযাত্রে ইতি পাঠান্তরম্। পারিপাত্র—মালবদেশীয় প্রান্তীয় (সীমান্তবর্ত্তী) এবং বিন্ধ্যাচলের পশ্চিমদিকস্থ পর্ব্বতঃ ইহার অপর নাম পারিযাত্র।

মুকুরাঙ্গে তু চৈকাম্রে মুণ্ডনঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
পাপরাশিস্তু কেশাগ্রে প্রযত্নেন প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৬০
তস্মাৎ শিখাং পরিত্যজ্য কর্ণমূলে চ স্থাপয়েৎ।
পক্ষান্তে চৈব মাসান্তে ষন্মাসান্তে চ বৎসরে ॥৬১
অষ্টাবষ্টৌ সমান্তে বা মুণ্ডনঞ্চ পুনশ্চরেৎ ॥৬২
ততঃ কুশময়ং বিপ্রং কৃত্বা তীর্থে নিধায় চ।
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা বান্ধবান্ স্নাপয়েদ্ বুধঃ ॥৬৩
কুশোতীতি হি মন্ত্রেণ ত্রিবারং স্নাপয়েৎ কুশৈঃ।
তীর্থস্যাস্য তুরীয়াঙ্গং ফলং প্রাপ্স্যাত্যসংশয়ম্।৬৪
গৃহীত্বা তু দ্বিজক্রোড়ং নামোচ্চারণমজ্জনে।
কৃত্বা তীর্থফলস্যার্দ্ধং ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে ॥৬৫
বরং বিক্রয়ণং মাতুর্ব্বরং বিক্রয়ণং পিতুঃ।
ন স্নাপয়েচ্চাসগোত্রং ন তীর্থেষু প্রতিগ্রহম্।৬৬
সিদ্ধক্ষেত্রেষু তীর্থেষু নাশীঃ কুর্য্যাৎ পরস্য চ।
যায়াদিতোঽন্যত্র ভুবি তিলং গাঞ্চ বিশেষতঃ ॥৬৭

লৌহিত্যতীর্থে, শোণে, গয়ায়, বিরাজক্ষেত্রে, কন্যাশ্রমে, অগস্ত্যে, পরিপাত্রে, মুকুরাঙ্গে ও একাম্রে[১] মুণ্ডন (মস্তক ক্লেশশূন্যকরণ অর্থাৎ মুড়ান) বর্জ্জন কর্ত্তব্য। পাপরাশি কেশাগ্রে অবস্থান করে, এইজন্য শিখা পরিত্যাগ করিয়া কর্ণমূলে স্থাপিত করিবে। প্রতি পক্ষান্তে, মাসান্তে, ষন্মাসান্তে বা বৎসরান্ত বা প্রতি আট বৎসরান্তে পুনর্মুণ্ডন বিধেয়।৫৯—৬২

বুধগণ কুশময় বিপ্র নির্ম্মাণ করিয়া তীর্থ রক্ষাপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখ হইয়া বান্ধবগণকে স্নান করাইবেন।৬৩

"কুশোতীতি" এই মন্ত্রে তিনবার কুশ দ্বারা স্নান করাইলে সেই তীর্থস্নানের তুরীয়াংগ অর্থাৎ পাদফল হইবে, সন্দেহ নাই।৬৪

দ্বিজক্রোড়ে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক নামোচ্চারণ করত মার্জ্জন করিলে ব্রাহ্মণের অর্দ্ধ ফল হয়।৬৫

মাতার ও পিতার বিক্রয়ও বরং ভাল, তথাপি অসগোত্রের[২] তীর্থস্থান করাইবে না এবং প্রতিগ্রহও করিবে না।৬৬

সিদ্ধক্ষেত্রে ও তীর্থে পরের আশীর্ব্বাদ কর্ত্তব্য নয়। একস্থান হইতে অন্যত্র

১। একাম্রে (একাম্র, বা একাম্র কানন)—উৎকল দেশের প্রসিদ্ধ তীর্থ; ইহার অপর নাম ভুবনেশ্বর। এই কাননে একটিমাত্র আম্রবৃক্ষ ছিল বলিয়াই ইহার এই নাম হয়।

২। অসগোত্র—অসমান গোত্র, অর্থাৎ যে একই গোত্রে উৎপন্ন নহে, সগোত্র ভিন্ন।

ন গৃহ্ণীয়াত্তু শূদ্রস্য ন তেন সহ বা বসেৎ।
যস্য যজ্ঞসা যৎ পাত্রং তস্য পাপেন লিপ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পরযজ্ঞং বিবর্জ্জয়েৎ ॥৬৮

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রে কামরূপাধিকারে দ্বিতীয়ভাগে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ।

গমন করিবে, তথাপি শূদ্রের তিল ও গো গ্রহণ করিবে না বা তাহার সহিত বাস করিবে না। যেহেতু তাহা যজ্ঞে গৃহীতব্য বা গ্রহণীয় হয় না। যে-যজ্ঞের যে-পাত্র তাহা হইলে আর পাপস্পৃষ্ট হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে পর যজ্ঞবর্জ্জন করিতে হইবে।৬৭—৬৮

সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তম শ্রীযোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে চতুর্বিংশতিসাহস্রে কামরূপাধিকারে দ্বিতীয় পটল সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীভগবানুবাচ

কামরূপং মহাপীঠং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং পরম্ ।
সদা চ সংস্থিতস্তত্র পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ ॥১
ন চিরাৎ পূজিতো দেবস্তস্মিন্ পীঠে প্রসীদতি ।
তত্তু পীঠং প্রবক্ষ্যামি শৃণু তং সাম্প্রতং প্রিয়ে ॥২
নদীশতং যাত্রাকালং[১] লিঙ্গকোটিগণাবৃতা ।
বায়ুকূটস্য চরমে ধনুর্হস্তপ্রমাণতঃ ॥৩
বায়ুরূপী স্থিতস্তত্র তস্মান্নিঃসৃত্য মারুতঃ ।
তত্তু বায়ুং সমভ্যর্চ্চ্য বায়ুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥৪
পূর্ব্বং বায়ুগিরেঃ[২] শৈলশ্চন্দ্রকূট ইতি স্মৃতঃ ।
মধ্যতশ্চৈব গোদন্তঃ ক্রান্তস্তু দক্ষিণে শুভঃ ॥৫
মাধবশ্চন্দ্রকূটে তু গোদন্তে চ জটাধরঃ ।
ষণ্মুখশ্চ জয়ন্তশ্চ হ্যশ্বক্রান্তে জনার্দ্দনঃ ॥৬
তত্তদ্বীজেন মন্ত্রেণ পূজয়েন্মধুপায়সৈঃ ।
যো বসেদ্বায়ুকূটে তু ধনানামধিপো ভবেৎ ॥৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন, কামরূপ মহাপীঠ, তাহা গুহ্য হইতেও পরমগুহ্যতর। তথায় মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত নিত্য বাস করেন।১

সেই দেবদেব এই পীঠে পূজিত হইলে অচিরাৎ প্রসন্ন হন। হে প্রিয়ে! অধুনা সেই পীঠের বিষয় বর্ণনা করিব, শ্রবণ কর।২

বায়ুকূটের শেষ, চরমভাগে (শেষ প্রান্তে) একধনু* প্রমাণ বিশিষ্ট কোটিলিঙ্গ সমাবৃত (পরিবেষ্টিত) শত নদী সংযুক্ত হইয়া প্রবাহিত।৩

তথায় বায়ুরূপ অর্থাৎ রূপবিশিষ্ট বা আকৃতিযুক্ত রূপে অবস্থিত। তাহা হইতে বায়ু নির্গত হয়। সেই বায়ুর অর্চ্চনা করিলে বায়ুলোক প্রাপ্ত হয়। বায়ুগিরির পূর্ব্বে চন্দ্রকূট শৈল, মধ্যভাগে গোদন্ত, দক্ষিণে অশ্বক্রান্ত।৪—৫

চন্দ্রকূটে মাধব, গোদন্তে জটাধর, সম্মুখে জয়ন্ত, অশ্বক্রান্তে জনার্দ্দন অবস্থিত আছেন। সেই সেই বীজমন্ত্র দ্বারা মধু ও পায়স দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিবে। যে বায়ুকূটে বাস করে, সে ধনাধিপ (মহাধনী, কুবের সদৃশ ধনৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর) হয়।৬—৮

১। যাত্রাকালে শতনদী ইতি পাঠান্তরম্।
২। পূর্ণবায়ুগিরেঃ ইতি পাঠান্তরম্।
* ধনুর্হস্ত—এক ধনু=চারিহস্ত বা দুই গজ।

চন্দ্রশৈলে নিবাসাত্তু ক্ষয়ী ভবতি নান্যথা।
পাপী ভবতি গোদন্তে অশ্বক্রান্তে তু মুক্তিমান্‌।৮
চন্দ্রশৈলস্য পূর্ব্বে তু কিঞ্চিদাগ্নেয়গোচরে।
লৌহিত্যমধ্যে দেবেশি ধনুস্ত্রিংশৎপ্রমাণতঃ ॥৯
ইন্দ্রশৈল ইতি খ্যাতস্তত্র বাসে মহাফলম্‌ ॥১০
ইন্দ্রশৈলস্য মধ্যে তু কিঞ্চিদ্দক্ষিণগোচরে।
উত্তরে চন্দ্রশৈলস্য ত্যজেৎ ষোঢ়া ধনুর্ব্বুধঃ ॥১১
ধনুস্ত্রয়ঞ্চ প্রস্তারে ধনুষঃ শতকং মতম্‌।
পঞ্চবিংশতিদৈর্ঘ্যেণ[1] চন্দ্রকুণ্ডাহ্বয়ং সরঃ।
তত্র পীত্বা চ স্নাত্বা চ নরঃ কৈবল্যমশ্নুতে।১২
চন্দ্রতীর্থং মহাতীর্থং তীর্থং পিণ্ডারকং সমে।
স্নাত্বা চানেন মন্ত্রেণ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥১৩
সুধীশবংশসম্ভূত মাধবপ্রীতিদায়ক।
সুধীশ্রবণ আহ্লাদাৎ পাপং হর নমোঽস্তু তে ॥১৪
ভৃগুপ্রায়ং সগযুতং আদিপংক্তিসমন্বিতম্‌।
তদূর্দ্ধে চ ভৃগুর্দ্দণ্ডী জান্তং শক্তিসুরান্বিতম্‌ ॥১৫
নাদবিন্দুসমাযুক্তং পুনর্জাতং সুভাবিকম্‌।
অষ্টাক্ষরঞ্চ তন্মন্ত্রমুক্ত্বা সার্ঘ্যং সমাপয়েৎ ॥১৬

চন্দ্রকূটে বাস করিলে ক্ষয়ী (ক্ষয়শীল, ক্রমে হ্রাস বা কমিয়া যাওয়া অর্থাৎ ক্ষীণ হওয়া) এবং গোদন্তে বাসে পাপী হয়। অশ্বক্রান্তে বাস করিলে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়।৯

চন্দ্রশৈলের মধ্যে, কিঞ্চিৎ আগ্নেয়কোণ বিভাগে লৌহিত্য মধ্যে বামভাগে ত্রিংশত ধনুঃ-প্রমাণ ইন্দ্রশৈল, সেখানে গমন করিলে মহাফল প্রদায়ক হয় বধুগণ ইন্দ্রশৈলের মধ্যে কিঞ্চিৎ দক্ষিণদিকে, চন্দ্রশৈলের উত্তরে ষোঢ়া (ছয়) ধনুঃ পরিত্যাগ করিবেন।১০—১১

বিস্তারে ধনুত্রয়, দৈর্ঘ্যে একশত পঞ্চবিংশতি ধনু প্রমাণ চন্দ্রকুণ্ডনামক সরোবর; মানবগণ তথায় স্নান ও পান করিলে কৈবল্যলাভ করে।১২

চন্দ্রতীর্থ মহাতীর্থ, তাহা পিণ্ডারক তীর্থের সমতুল্য, চন্দ্রতীর্থং মহাতীর্থং পিণ্ডারকং সমং এই মন্ত্রে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ বিনষ্ট (নাশপ্রাপ্ত, ক্ষয়িত) হইয়া যায়।১৩

সুধীবংশসম্ভূত মাধবপ্রীতিদায়ক, 'সুধীশ্রবণ আহ্লাদাৎ পাপং হর নমোঽস্তু তে।' এই মন্ত্র উচ্চারণ করত ভুগুপ্রায় স্বর্গযুক্ত ও আদি পংক্তি সংযুক্ত হয়; তাহার

১। পঞ্চবিংশতি চাংায়ে ইতি পাঠান্তরম্‌।

মেষে মীনে পৌর্ণমাস্যাং জপন্ কামং মনুং নিশি।
স্নাত্বা ব্রহ্মত্বমাপ্নোতি দুর্গতিঞ্চ ন বিন্দতি ॥১৭
স্নানঞ্চ দিবসে কুর্য্যান্মহাপাতকনাশনম্।
ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ যঃ স্নায়াচ্চন্দ্রপাথসি ॥১৮
অবিচ্ছিন্না স্থিতিস্তস্য যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
স এব চন্দ্রভবনং ধীরো যাতি পরং পদম্[১] ।১৯
তস্য দক্ষিণদিগ্‌ভাগে চতুর্ধনুঃপ্রমাণতঃ।
মানসং নাম তত্তীর্থং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥২০
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি মন্ত্রেণ পরমেশ্বরি ॥২১
তস্মান্ন সংশয়স্তীর্থং বিষ্ণুতুষ্টিপ্রদায়কম্।
যোগজ্ঞানাপ্তয়ে তুষ্ট্যৈ চার্ঘ্যং হর সরিৎপতেঃ[২] ॥২২

ঊর্দ্ধে ভৃগু ও দণ্ডী এবং শক্তি স্বরান্বিত জান্ত। তদনন্তর পুনর্ব্বার নাদবিন্দু সংযুক্ত সুভাবিত জান্তে অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া তৎপশ্চাৎ অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে।১৪—১৬

মেষে, মীনে ও পৌর্ণমাসীতে উপযুক্ত পরিমাণে জপ এবং স্নান করিলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। কখনও কোনকালে দুর্গতিপ্রাপ্ত হয় না।১৭

দিবভাগেই স্নান কর্ত্তব্য। দিবাস্নানে মহাপাতক* নাশ হয়। এই মন্ত্র দ্বারা যে মানব চান্দ্রতীর্থে স্নান করে, সেই বীরমানব যতকাল পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে তাবৎকাল পর্য্যন্ত অবিরাম অনবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় সর্ব্বাতীত চরম মহৎ পরম পদ প্রাপ্ত হইবে।১৮—১৯

তাহার দক্ষিণদিগ্‌ভাগে চারিধনুপ্রমাণ সর্ব্বপাপবিনাশকারী মানসতীর্থ।

কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তথায় বিহিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক স্নান করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়।২১

হে পরমেশ্বরি! এই তীর্থ যে বিষ্ণুর তুষ্টি-বিধায়ক তাহাতে সংশয় নাই। যোগজ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্ত, সরিৎ-সাগরপতির সন্তোষ বিধানের জন্য অর্ঘ্য প্রদান অবশ্য করণীয়।২২

---

* মহাপাতক—মহৎ যে পাতক (পাপ); অতীব দারুণ ভয়ঙ্কর পাপ। ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণের স্বর্ণাদি ধনাপহরণ, সুরাপান, গুরুপত্নী হরণ বা গমন এবং এইরূপ কার্য্যের সংসর্গজনিত এই পঞ্চবিধ মহাপাপ।

১। ভবতি শ্রীচন্দ্রভবনে শনৈর্যাতি পরং পদম্ ॥১৯.

২। দদ্যাৎ সরিৎপতেঃ ইতি পাঠান্তরম্।

তস্য দক্ষিণদিগ্‌ভাগেঽষ্টাবিংশতিধনুর্মিতম্ ।
অমৃতাখ্যং সরস্তত্র স্নাত্বাচ্যুতপদং ব্রজেৎ ॥২৩
বর্ষাসু চাতুরো মাসান্ যস্তত্র স্নানমাচরেৎ ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং মধ্যাহ্নে যদি শঙ্করি ॥২৪
মন্ত্রেণ স্নানং কুর্য্যাত্তু অর্ঘ্যভাবেন সাধকঃ[১] ।
অমৃতাখ্যমহাপিণ্ডদানাৎ সিদ্ধিরবাপ্যতে ।
অমৃতেঽধিবসন্ সর্ব্বং প্রাণিনাং কিল্বিষাপহম্ ॥২৫
তদ্দক্ষিণে দশধনুঃ ঋণমোচনকং সরঃ ।
গত্বা ঋণত্রয়ান্মুক্তো ভববন্ধং ন গচ্ছতি ॥২৬
ভাদ্রে ললিতসপ্তম্যাং তত্র স্নাত্বা দিবং ব্রজেৎ ।
মাঘে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং স্নাত্বা মুক্তিঞ্চ বিন্দতি ॥২৭
ঋণগ্রস্তনরান্ সর্ব্বান্ বিবিধাৎ কর্ম্মবন্ধনাৎ ।
ঋণত্রয়াম্মোচয়িত্বা ঋণমোচনকং সরঃ ॥২৮
দক্ষিণে ত্বশ্বক্রান্তস্য কিঞ্চিদাগ্নেয়গোচরে ।
ধনুরর্কপ্রমাণেন চাশ্বক্রান্তাহ্বয়ং সরঃ ॥২৯
নাগলোকাদুত্থিতশ্চ কল্কিরূপী জনার্দ্দনঃ ।
স্নাত্বা তত্রৈব বিরজে হ্যশ্বতীর্থং চকার হ ॥৩০

তাহার দক্ষিণদিগ্‌ভাগে অষ্টাবিংশতিধনু পরিমিত অমৃত নামক সরোবর, তথায় অবগাহন করিলে অচ্যুতসদন পদ প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি বর্ষাকালে চারিমাস মধ্যাহ্নকালে তথায় স্নান করে সে ব্রহ্ম লোকে গমন করে ।২৩—২৪

হে শঙ্করি! সাধকোত্তমগণ মন্ত্রসহযোগে স্নান করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে। তৎপশ্চাৎ অমৃতাখ্য পিণ্ড প্রদান করিলে সিদ্ধিলাভ ও দেবলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়। অমৃতাখ্যতীর্থে বাস করিলে প্রাণিগণ সকল প্রকার পাপ হইতে পরিত্রাণ পায় ।২৫

তাহার দশধনু দক্ষিণে ঋণমোচনক সরোবর অবস্থিত, তথায় গমন করিলে মানবগণ পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণ—এই ঋণত্রয় হইতে মুক্তি লাভ করত ভববন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ করে ।২৬

ভাদ্রমাসে ললিতাসপ্তমী তিথিতে তথায় স্নান করিলে স্বর্গলাভ এবং মাঘমাসে চতুর্দ্দশীতে স্নান করিলে মুক্তিলাভ হয় ।২৭

এই ঋণমোচনক সরোবর এইরূপে মনুষ্যগণকে বিবিধ কর্ম্মবন্ধন ও ঋণত্রয় হইতে মুক্ত করিয়া থাকে ।২৮

অশ্বক্রান্তের দক্ষিণে, কিঞ্চিৎ আগ্নেয়কোণ বিভাগে দ্বাদশধনু প্রমাণ অশ্বক্রান্ত নামক সরোবর ।২৯

কল্কিরূপী জনার্দ্দন, নাগলোক হইতে উত্থিত হইয়া সেই বিরজে স্নান করত অশ্বতীর্থ করিয়াছিলেন ।৩০

১। স্নাত্বা মন্ত্রেণ তৎপশ্চাদর্ঘ্যং দদ্যাত্তু সাধকঃ ।

মার্গস্যোত্তরে ভাগে তু তত্রার্ঘ্যং চ সমাহরেৎ ।
গন্ধতোয়েন ক্ষীরেণ মন্ত্রেনানেন যত্নতঃ ॥৩১
উত্তরে মার্গস্য তত্র অর্ঘ্যং বাপি সমাহরেৎ কলাধিকে[১] ।
গৃহাণার্ঘ্যং সক্ষীরঞ্চ মুক্তিং তত্র ভজাম্যহম্ ॥৩২
অশ্বক্রমেণ সম্ভূত পাপবিচ্যুতিকারক ।
অযুতৈকনিদানায় স্বশ্বক্রান্তায় তে নমঃ ॥৩৩
ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ স্নাত্বা যজ্ঞফলং লভেৎ ।
অশ্বমেধাধিকং পুণ্যং মৌষলস্নানমাত্রতঃ ॥৩৪
বিধিবৎ স্নানমাত্রেণ রাজসূয়ফলং লভেৎ ।
দানমক্ষয়তাং যাতি পিতৃণাস্তর্পণস্তথা ॥৩৫
বিশাখস্থো যদা ভানুঃ কৃত্তিকাসু চ পূর্ণিমা ।
স যোগঃ পদ্মকো নাম হ্যশ্বক্রান্তে সুদুর্ল্লভঃ ॥৩৬
অশ্বক্রান্তাদ্দেবতীর্থে ততঃ পৈতামহে শুভে ।
স্নানং যেঽত্র করিষ্যন্তি তেষাং লোকা মহোদয়াঃ ॥৩৭
ন স্পৃহা তেষু পুণ্যস্য কৃতস্যাপকৃতস্য চ ।
করিষ্যন্তি মহেশানি সত্যমেতদুদাহৃতম্ ॥৩৮

তথায় মার্গের উত্তরে অর্ঘ্য সমাহরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক গন্ধ-তোয় জল ও দুগ্ধ সহ 'ব্রাহ্মণে সেবিতে পুণ্যে বারাণস্যাঃ কলাধিকে। গৃহাণার্ঘ্যং সক্ষীরঞ্চ মুক্তিং তত্র ভজাম্যহং॥ অশ্বক্রমেণ সম্ভূত পাপবিচ্যুতিকারক। অযুতৈকনিদানায় অশ্বক্রান্তায় তে নমঃ'॥ এই মন্ত্রদ্বারা যত্নপূর্ব্বক পূজা বিধেয় ।৩১—৩২

এই মন্ত্রদ্বারা স্নান করিলে যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়। মৌষলতীর্থে স্নানমাত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞের অপেক্ষা অধিক ফললাভ হইয়া থাকে এবং বিধিবৎ স্নান করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয় এবং পিতৃতর্পণ ও স্নান করিলে তাহা সুফল অক্ষয় হয়। সূর্য্য বিশাখা নক্ষত্রস্থিত হইলে এবং কৃত্তিকায় পূর্ণিমা যোগ হইলে তাহাকে পদ্মকযোগ বলা হয়। অশ্বক্রান্তায় এই সকল তিথি নক্ষত্রাদির সংযোগ অতীব সুদুর্ল্লভ। অশ্বক্রান্তের অন্তর্গত দেবতীর্থ, তদনন্তর শুভদায়ক পৈতামহ তীর্থ; যাহারা এই তীর্থে স্নান করে তাহাদের অত্যুন্নত শ্রেষ্ঠ পরম মহৎলোক লাভ হয় ।৩৩—৩৭

১। ব্রাহ্মণৈঃ সেবিতে পুণ্যে বারাণস্যাঃ কলাধিকে ইতি পাঠান্তরম্।

উপপাতক—মহাপাতক অপেক্ষা লঘুপাপ। পরদার, আত্মবিক্রয়, মাতৃত্যাগ, পিতৃত্যাগ গুরুত্যাগ, কন্যাদূষণ, দারবিক্রয়, অপত্যবিক্রয়, বান্ধবত্যাগ, অভিচার, ঋণ পরিশোধ না করা, নাস্তিকতা, গো-হত্যা ইত্যাদি উনষাট্ সংখ্যক উপপাতক রূপ পাপকর্ম্ম।

তীর্থানাং পরমং তীর্থং লোকেষু ত্রিষু বিদ্যতে।
কার্ত্তিকী তু বিশেষতঃ পুণ্যাপাপহরা পরা ॥৩৯
মন্ত্রৈর্দানৈস্তপোভিশ্চ যৎ কৃত্যং জায়তে দ্বিজৈঃ।
যদা তু (যত্তস্তু) স্নানমাত্রেণ শুভৈরপি সুভাবিতৈঃ ॥৪০
দর্শনাৎ১ সুর্বিনিষ্ক্রান্তা মহাপাতকিনঃ প্রিয়ে।
উপপাতকসংসর্গাঃ স্বয়ং যান্তি মুমুক্ষয়ে২ ॥৪১
তত্রোপবাসী যক্ষস্য পুণ্ডরীকস্য যৎ ফলম্।
তৎ প্রাপ্নোতি নরঃ ক্ষিপ্রমল্পায়াসে চ (ক্ষিপ্রমনায়াসেন) শঙ্করি ॥৪২
মাঘে স্নাত্বা তিলান্ যস্তু প্রযচ্ছতি চ সদ্দ্বিজে।
যথাশক্ত্যা চ ভক্ত্যা চ স বিভোর্ভুবনে বসেৎ ॥৪৩
তত্রোপবাসং স্নানঞ্চ তদ্বৈ গব্যাশনন্তথা।
যঃ করোতি নরঃ সোঽপি মৃতে স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥৪৪
বসন্তি তৎসমীপস্থা যে চ তন্নরজাতয়ঃ।
তেঽপি তস্যানুভাবেন স্বর্গং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥৪৫

হে মহেশানি! সজ্জনগণ কহিয়া থাকেন যে, তথায় পুণ্যাপুণ্যের স্পৃহা বা আকাঙ্ক্ষা কর্ত্তব্য নহে। এই তীর্থ ত্রিলোকমধ্যে পরমোত্তম, পরমোৎকৃষ্ট; পাপপুণ্যহারিণী কার্ত্তিকীতীর্থ বিশেষরূপে অর্থাৎ অনন্যসাধারণ ফলদায়ক গুণশক্তিসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠতমা বলিয়া জানিবে। তথায় মন্ত্রদান ও তপস্যা দ্বারা যে সুকৃতিলাভ হয়, তাহা অবগাহন মাত্র কল্যাণকর ও শুভপ্রদ।৩৮—৪১

হে প্রিয়ে, শঙ্করি! উপবাসী পুণ্ডরীক যে ফললাভ করিয়াছিল তথায় উপবাস করিলে মানবগণ তৎক্ষণাৎ সেই ফললাভ করিতে পারে।৪২

যে মানব তথায় মাঘমাসে স্নান করিয়া সদ্বিপ্রগণকে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিপূর্ব্বক যথাশক্তি তিলদান করে, সে ভগবন্নিবাসে বাস করিয়া থাকে।৪৩

যে মনুষ্য তথায় উপবাস স্নান ও গব্যাশন অর্থাৎ গব্য ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ইত্যাদি ভোজন করে, মৃত্যুর পর তাঁহার স্বর্গলাভ হয়।৪৪

তাহার সমীপে যে যে মানবজাতি বাস করে সেই তীর্থের প্রভাবে তাহারা পাপীদিগের অগম্য ও পুণ্যবানদিগের অভীপ্সিত স্বর্গভূমি লাভ করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।৪৫

১। পাতকাৎ ইতি পাঠান্তরম্।
২। স্বয়ং মুক্তা ভবন্তি তে ইতি পাঠান্তরম্।

যে যচ্ছন্তি দ্বিজেভ্যোর্থং পূজনং ব্রহ্মশান্তিতঃ।
তে মৃতাসনমারূঢ়াঃ পদ্মাসনচতুর্ভুজাঃ।
ব্রহ্মণা সহ সাযুজ্যং প্রাপ্নুবন্ত্যপুনর্ভবম্ ॥৪৬
প্রায়োপবেশং যে তত্র প্রকুর্ব্বন্তি নরোত্তমাঃ।
তে হংসযানেন নরা দিবং যান্ত্যকুতোভয়াঃ ॥৪৭
নৃত্যন্তি পিতরস্তেষাং তুষ্টাশ্চৈব পিতামহাঃ।
লভন্তে তর্পণাত্তৃপ্তিং পিতুর্দ্দানাৎ ত্রিবিষ্টপম্ ॥৪৮
স্পৃষ্টাস্তু পাপিনস্তত্র মুচ্যন্তে ভববন্ধনাৎ।
ব্রহ্মণোঽনুচরো ভূয়াত্তত্র দানান্ন সংশয়ঃ ॥৪৯
অশ্বক্রান্তমনুপ্রাপ্য ন স্নানেন মনঃ ক্বচিৎ।
ভুক্তে বা যদি বাঽভুক্তে দিবা বা যদি বা নিশি[১] ।৫০
তত্তীর্থং সর্ব্বতীর্থানাং স এব প্রবরঃ মতঃ।
পাপঘ্নং পুণ্যজননং প্রাণিনাং পরিকীর্ত্তিতম্[২] ॥৫১
যে পুনর্ভাবিতাত্মানস্তত্র স্নাত্বা জনার্দ্দনম্।
পূজয়ন্তি যথাশক্তি তে প্রয়ান্তি ত্রিবিষ্টপম্ ॥৫২

যে-নর ব্রহ্মশান্তিতে ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করে এবং তথায় পূজা করে, সে অন্তকালে পদ্মাসনে আরোহণপূর্ব্বক চতুর্ভুজ হইয়া ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, আর তাহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।৪৬

যে নরোত্তমগণ তথায় প্রায়োপবেশন করে অর্থাৎ অন্নজল ত্যাগ করিয়া ব্রতাদি আচরণ করে, সে হংসবিমানে আরোহণ করিয়া অকুতোভয়ে শঙ্কাবিহীন নির্ভয়চিত্তে স্বর্গে গমন করে। তাহার পিতৃ-পিতামহগণ তৃপ্ত হইয়া হর্ষভরে নৃত্য করিতে থাকেন। তথায় তর্পণ করিলে পিতৃগণ পরিতুষ্ট এবং দান করিলে স্বর্গগামী হয়েন। পাপিগণ সেই স্থান স্পর্শ করিলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। তথায় দান করিলে ব্রহ্মার অনুচর হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই।৪৭—৪৯

দিবসে বা নিশাতে ভুক্ত বা অভুক্ত অবস্থায় অশ্বক্রান্তে স্নান করিলে মন নির্ম্মল হয়; সুতরাং জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া মোক্ষলাভ করে। সেই তীর্থ, সকল তীর্থ অপেক্ষা প্রাণিগণের অধিক পাপনাশক, পুণ্যজনক ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।৫০—৫১

---

* এখানে ৫০-৫১ শ্লোকদ্বয়ের পাঠান্তর লিখিত হইল।

১। অশ্বক্রান্তমনুপ্রাপ্য ন স্নানে ন মনোঽমলম্।
ভুঙ্‌ক্তে বা যদি বাঽভুঙ্‌ক্তে দিবা বা যদি বা নিশি ॥৫০

২। তত্তীর্থং সর্ব্বতীর্থানাং স এব প্রবরো মতঃ।
পাপঘ্নং পুণ্যজননং প্রাণিনাং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৫১

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো নিত্যং সন্নিহিতাস্ত্রয়ঃ।
অশ্বতীর্থে মহেশানি নান্যৎ পুণ্যতমং ভুবি ॥৫৩
বিরজস্তদমলং তোয়ং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্‌।
ব্রহ্মলোকস্য যৎ স্থানং ধন্যাঃ পশ্যন্তি তীর্থকম্‌ ॥৫৪
যে তু বর্ষশতং সাগ্নি অগ্নিহোত্রমুপাসতে।
কার্ত্তিকীং বা মহেশ্যেকাং তীর্থান্তে সমমেব তৎ ॥৫৫
সর্ব্বযজ্ঞফলং তুল্যং সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্‌।
অন্যোষাঞ্চৈব বেদানাং সমাপ্তিস্তেন বৈ কৃতা ॥৫৬
অশ্বক্রান্তে চ যৈর্গত্বা সন্ধ্যা চ সমুপাসিতা।
সযত্নাৎ হস্তদণ্ডেন চাশ্বক্রান্তজলেন তু ॥৫৭
ভৃঙ্গারেণ করঙ্গেণ মৃন্ময়েনাপি শঙ্করি।
আনীয় তৎ জলং পুণ্যং সন্ধ্যোপাস্তে[১] বিচক্ষণৈঃ ॥৫৮
সমাধিনা সমাধেয়া সপ্রাণায়ামপূর্ব্বিকা।
তস্যাং কৃতায়াং যৎ পুণ্যং তৎ শৃণুষ্ব বরাননে ॥৫৯

যে সকল মানব সংযতচিত্ত হইয়া তথায় অবগাহন স্নানাদি সমাপন করত জনার্দ্দনের যথাশক্তি পূজা করে, তাহাদের স্বর্গলাভ হয়।৫২

আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র নিয়তই তাহার অতি সন্নিকটে অবস্থিত থাকেন। হে মহেশানি! অশ্বতীর্থ অপেক্ষা পুণ্যতম তীর্থ ভূতলে আর নাই।৫৩

বিরজনামক অমল (নির্ম্মল) সলিল-তীর্থ ত্রিলোকখ্যাত। সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তথায় গমন করিলে ব্রহ্মলোকের সকল স্থান দর্শনের সমান ফল প্রাপ্ত হয়।৫৪

শতবৎসর সাগ্নিক হইয়া অগ্নিহোত্রের* অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় সেই তীর্থে বাস করিলে উহার সমান ফল লাভ হয়।৫৫

সেই ব্যক্তি সর্বযজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থ এবং সর্ব্ববেদপাঠ সমাপনের ফল প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।৫৬

যে দূরদর্শী জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তি অশ্বক্রান্তায় গমন করিয়া নিষ্ঠা ও যত্ন সহকারে সন্ধ্যোপাসনা করে, অথবা যে ব্যক্তি ভৃঙ্গার (গাড়ু, ঝারি), করঙ্গ বা মৃন্ময়পাত্র দ্বারা তথা হইতে জল আনয়নপূর্ব্বক সমাধি প্রাণায়াম সহযোগে সন্ধ্যোপাসনা করে, হে বরাননে! তাহার ফল শ্রবণ কর ॥৫৭—৫৯

১। আনীয় তজ্জলং পুণ্যং কৃত্বা সন্ধ্যা বিচক্ষণৈঃ ॥ ইতি পাঠান্তরম্‌।

* অগ্নিহোত্র—(১) বেদবিহিত প্রাত্যহিক হোমবিশেষ এবং তজ্জন্য নিয়ত অগ্নিরক্ষা, নিত্য বা প্রাত্যহিক হোম। (২) প্রাত্যহিক হোমকারী, সাগ্নিক। অগ্নিহোত্রী বা সাগ্নিকগণ বিবাহ করিয়া শরৎ বসন্ত বা গ্রীষ্মকালে অগ্নিস্থাপন করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় উহাতে হোম করেন। এই অনুষ্ঠান মাস বা যাবজ্জীবন সাধ্য এবং যাবজ্জীবন-সাধ্য হোমের রক্ষিত অগ্নি দ্বারা তাঁদের অন্তিমে দাহকার্য্য সমাধা করা হয়।

তেন দ্বাদশবর্ষাণি ভবেৎ সন্ধ্যা সুবন্দিতা।
অশ্বমেধফলং স্নানে পানে দশগুণস্তথা।
উপবাসেঽপ্যনন্তঞ্চ প্রাপ্নোতি সুমহৎ ফলম্ ॥৬০
তীর্থান্তরে গবাং কোটিং বিধিবদ্ যঃ প্রযচ্ছতি।
একাহং যো বসেত্তীর্থে স সর্ব্বং তৎফলং লভেৎ ॥৬১
অর্দ্ধপাদপ্রমাণেন যস্তু স্বর্ণং প্রযচ্ছতি।
স্বর্ণমানফলং তস্মৈ তস্মাদ্দদ্যামতঃ পরম্ ॥৬২
চন্দ্রশৈলং গতা ধারা জাহ্নবী সা প্রকীর্ত্তিতা।
অশ্বতীর্থস্পৃশা ধারা মজ্জনে তু বিধীয়তে ॥৬৩
চন্দ্র (ইন্দ্র) শৈল-স্পৃশা ধারা সা বিজ্ঞেয়া সরস্বতী ॥৬৪
অশ্বক্রান্তে সঙ্গমস্তু বর্ষাসু চ প্রদৃশ্যতে।
প্রয়ান্তং তদ্বিজানীয়াৎ কার্ত্তিকেষু বিশেষতঃ ॥৬৫
যস্তত্র মুণ্ডনং কুর্য্যাৎ প্রয়াগে মুণ্ডনং[১] ফলং।
অদ্যাপি দৃশ্যতে দেবি গয়াকুণ্ডে দ্বিধারকম্ ॥৬৬
ইহ লোকে দরিদ্রো যো ভ্রষ্টরাজ্যোঽথবা পুনঃ।
অশ্বক্রান্তে জলে গত্বা মনুং বৈষ্ণবকং জপেৎ।
কৃত্বা পূজোপহারঞ্চ দেবানাং পিতৃতর্পণম্ ॥৬৭

হে বরাননে! তদ্দ্বারা দ্বাদশবর্ষ সন্ধ্যোপাসনার ফল লাভ হয়। তাহাতে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞ ও তাহার জল পান করিলে দশগুণ ফললাভ এবং তথায় উপবাস করিলে পরমশ্রেষ্ঠ অনন্তফললাভ হয়। তীর্থান্তরে কোটি গোদান করিলে যে ফল হয়, সেইতীর্থে একাহ (এক দিবস) বাস করিলে সেই একই ফল লাভ হইয়া থাকে। তথায় অর্দ্ধপাদ স্বর্ণদান করিলে পূর্ণপাদ স্বর্ণদানের ফল প্রাপ্ত হয়।৬০—৬২

অশ্বতীর্থের যে-ধারা চন্দ্রশৈল পর্যন্ত গিয়াছে তাহাকে গঙ্গা বলিয়া জানিতে হইবে এবং উহাতে শাস্ত্র ব্যবস্থাপিত স্নান যথোক্তবিধানে করিলে গঙ্গাস্নানের সম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুনঃ যে-ধারা চন্দ্রশৈল স্পর্শ করে, তাহাকে সরস্বতী বলিয়া জানিবে।৬৩—৬৪

বর্ষাকালে, বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে অশ্বক্রান্তায় সঙ্গম দৃষ্ট হয়; তাহাকে প্রয়ান্ত কহে।৬৫

যে মানব তথায় মুণ্ডন করে তাহার প্রয়াগে মুণ্ডনের তুল্য ফল লাভ হয়। হে দেবি! অদ্যাবধি গয়াকুণ্ডে দ্বিধারা দৃষ্ট হয়।৬৬

১। প্রয়াগসদৃশং ফলম্ ইতি পাঠান্তরম্।

কৃত্বা পিণ্ডপ্রদানন্তু সোঽচিরাজ্জন্মবর্জ্জিতঃ।
একচক্রো ভবেদ্রাজা সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥৬৮
ইহ জন্মনি সৌভাগ্যং ধনং ধান্যং বরস্ত্রিয়ঃ।
ভবন্তি বিবিধাস্তস্য যৈর্যাত্রা কার্ত্তিকে কৃতা ॥৬৯
ইদং যাত্রাবিধানং যঃ কুরুতে কারয়েত বা।
শৃণোতি বা স পাপৈস্তু সর্ব্বৈরেব প্রমুচ্যতে ॥৭০
অগস্ত্যাগমনং যেন কৃতং যাতীহ মানবঃ।
ব্রহ্মক্রিয়াপ্রলাভেন বহুবর্ষশতেন চ।
যাত্রাং চৈত্রীং তথা কুর্য্যাদ্দেবসংস্কারমাপ্নুয়াৎ ॥৭১
কিমন্যৎ বহুনোক্তেন ন তদস্তীতি ভাবিনি।
প্রাপ্যং সংপ্রাপ্যতে তেন পাপং বা যন্ন পশ্যতি[১] ॥৭২
সর্ব্বযজ্ঞফলৈস্তুল্যং সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেবানাং সমষ্টিস্তেন বৈ কৃতা ॥৭৩
যৈর্গত্বা[২] চাশ্বতীর্থে তু স্নাত্বা সরুদ্ যথাবিধি।
পুত্রিণ্যা বৈ দুহিত্রা বা বসুভিঃ সহিতাঃ কুলে ॥৭৪
শিখরাণাং প্রদাতৄণাং যুবতীনাং ন সংশয়ঃ।
মোদতে তত্তস্য তু বৈ সর্ব্বাঙ্গং পরিপূরিতম্ ॥৭৫

পূজা, উপহার ও দেবতর্পণ, পিতৃতর্পণ এবং পিণ্ডদান করিলে, অচিরে জন্মবর্জ্জিত চক্রবর্ত্তী রাজা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।৬৭—৬৮

যাহারা কার্ত্তিকে যাত্রা করে তাহাদের ইহজন্মে সৌভাগ্য, ধন, ধান্য ও উত্তমা স্ত্রী লাভ হয়।৬৯

এই যাত্রাবিধানে যাহা কিছু কার্য্য করা যায় বা করান যায় বা শ্রবণ করা যায়, তাহাতেই মানবগণ সর্ব্ববিধ পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া থাকে।৭০

যে মানব তথায় অগস্ত্যগমন যাত্রা করে, সে বহুশতবর্ষ ব্রহ্মক্রিয়ানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হয়। আর সেই স্থানে চৈত্রীযাত্রা অর্থাৎ চৈত্র মাসে যাত্রা করিলে দেবসংস্কার প্রাপ্ত হয়।৭১

হে ভাবিনি! অধিক কথার প্রয়োজন কি? যাহা কিছু প্রাপ্যবিষয় থাকে, তৎসমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়; অধিকন্তু আর পাপদর্শন পর্য্যন্তও করিতে হয় না। ইহাতে সর্ব্বযজ্ঞফল সর্ব্বতীর্থফল, সর্ব্বদেবপূজনফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৭২—৭৩

যে মানব অশ্বতীর্থে গমন করিয়া যথাবিধি স্নান করে, সে দাতাগণের মধ্যে

১। ভবং নারং হি পশ্যতি ইতি পাঠান্তরম্।
২। যে গতাশ্চাশ্বতীর্থে তু ইতি পাঠান্তরম্।

কাশীবাসং যুগান্যষ্টৌ দিনৈকং পুরুষোত্তমে।
তদেব কোটিগুণিতং বিরজামুখদর্শনে।
তৎসদৃশং গুণং বিন্দ্যাদশ্বতীর্থে ক্ষণে ক্ষণে ॥৭৬
[1]তদ্দর্শনেন হি বিরাজতে রাজসূয়ঃ,
স্নানং জলে দশগুণং তব বাজপেয়াৎ।
[2]গণ্ডূষমাত্রমপি চার্হতি চাশ্বমেধঃ,
সর্ব্বক্রতোরধিকমপ্যধিকং ভবান্তঃ।৭৭

ইতি যোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে কামরূপাধিকারে চতুর্বিংশতিসাহস্র্যে প্রথমতমে দ্বিতীয়ভাগে তৃতীয়ঃ পটলঃ।

শ্রেষ্ঠ, বহু পুত্রকন্যা বহুধনে বর্দ্ধিত হইয়া স্ত্রীর সহিত পরিপূর্ণ সুখে এবং স্বগৃহে বা কুলে বাস করে, সন্দেহ নাই।৭৪—৭৫

আট যুগ কাশীবাস ও একদিন পুরুষোত্তমতীর্থ বাসে যে ফল হয়, বিরাজমুখ দর্শন করিলে তাহার কোটিগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। অশ্বতীর্থে ক্ষণে ক্ষণে উহার সমতুল্য ফল প্রাপ্ত হয়।৭৬

অশ্বতীর্থের দর্শনে রাজসূয়* যজ্ঞের সমান ফল, প্রতিমুহূর্ত্তে তথায় স্নান করিলে বাজপেয়যজ্ঞের‡ দশগুণ এবং গণ্ডূষমাত্র জল পান করিলে অশ্বমেধ† যজ্ঞের ফল এবং সর্ব্বযজ্ঞের অধিক ফল প্রাপ্ত হইয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে।৭৬

ইতি যোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে কামরূপপীঠাধিকারে চতুর্বিংশতিসাহস্র্যে প্রথমতমে দ্বিতীয়ভাগে তৃতীয় পটল সমাপ্ত।

———

১। এতস্য দর্শনকৃতৌ নৃপত্বয়লাভঃ।

২। গণ্ডূষমাত্রমপিবেত্তু স চাশ্বমেধঃ।

* রাজসূয়-অধীনস্থ করদরাজগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া সার্ব্বভৌম সম্রাট কর্ত্তৃক নিষ্পাদনীয় সামবেদোক্ত যজ্ঞ-বিশেষ।

‡ বাজপেয়—বৈদিক যজ্ঞবিশেষ। বাজ=ঘৃত; যজ্ঞে দেবতাগণ কর্ত্তৃক 'পেয়' ঘৃত যাহাতে। যজুর্ব্বেদশাখাধ্যাতা বাধ্যায়ী।

† অশ্বমেধ—অশ্ব+মেধ (=বলি) হয় যে যজ্ঞে। অতিমনোহর স্বর্ণবর্ণ মুখ ও শ্বেতবর্ণ কর্ণ, সমুদয় শরীর শ্যামবর্ণ ও চিক্কন, কিম্বা সর্ব্বাঙ্গ দুগ্ধফেননিভশুভ্র, কর্ণ শ্যামলবর্ণ অশ্বকে বিধিপূর্ব্বক স্নান করাইয়া জয়পত্র কপালে বাঁধিয়া একবৎসর স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে দেওয়া হয় এবং বৎসরান্তে উহাকে বধ করিয়া উহার মাংস দ্বারা হোম করা হয় এই যজ্ঞে।

চতুর্থঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

যদি প্রসন্নো মে নাথ বরার্হা যদি বা তব।
তমেকং মে বদ বিভো কস্মিন্ স্থানে ভবনামিতঃ[১] ॥১
কেষু কেষু চ হোমেষু ত্বাং পশ্যন্তি সদা দ্বিজাঃ।
নাম্না চ কতমং স্থানং শোভতে ধরণীতলে ।২

শ্রীভগবানুবাচ।

পুষ্করেঽহং সুরেশানো গয়ায়াং বৈ সুশর্ম্মদঃ।
কান্যকুব্জে বেদগর্ভো ভৃগুকক্ষে পিতামহঃ ॥৩
কৌবের্য্যাং সৃষ্টিকর্ত্তা চ নন্দিপুর্য্যাং বৃহস্পতিঃ।
প্রভাসে পদ্মজন্মা চ স্বর্গনদ্যাং[২] সুরপ্রিয়ঃ ॥৪
দ্বারাবত্যান্তু বাগ্‌দেবো নাটকে নাটকেশ্বরঃ।
নীলাচলে চ কামেশঃ পিঙ্গলো হস্তিপর্ব্বতে ॥৫
কুশাবর্ত্তে তু বিজয়ো জয়ন্তঃ পুষ্করাচলে।
ভস্মাচলে ভয়ানন্দশ্চন্দ্রকূটে চ মাধবঃ ॥৬
অন্তর্গৃহে পদ্মহস্তো মঙ্গলায়াঞ্চ ত্র্যম্বকঃ।
ভদ্রপীঠে চ দিব্যেশো হ্যশ্বক্রান্তে জনার্দ্দনঃ ॥৭

দেবি কহিলেন, হে নাথ! যদি আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমি যদি আপনার বরার্হা (বর প্রদানের যোগ্যা) ও বল্লভা হই, তবে হে বিভো! আপনার কোথায় কি নাম, তাহার শক্তি ভাব ও বিহিত কর্ম্ম (উপাসনা-ক্রমপদ্ধতি বা সাধনমার্গ) ও ফল অর্থাৎ কাম্য বিষয় বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণন করুন।১

কোন কোন স্থানে দ্বিজগণ আপনাকে দর্শন করেন, আপনি কোন কোন নামে কোন কোন স্থানে অবস্থান করিয়া তথায় ধরণীতলের শোভা সম্পাদন করেন, তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমার জানিবার প্রবলাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করুন।২

ভগবান্ কহিলেন, আমি পুষ্করতীর্থে সুরেশান, গয়ায় সুশর্ম্মদ, কান্যকুব্জে বেদগর্ভ, ভৃগুকক্ষে পিতামহ, কৌবেরীতে সৃষ্টিকর্ত্তা, নন্দিপুরীতে বৃহস্পতি, প্রভাসে পদ্মজন্মা, স্বর্গনদীতে সুরপ্রিয়, দ্বারাবতীতে বাগ্‌দেব, নাটক নামক স্থানে নাটকেশ্বব, নীলাচলে কামেশ, হস্তিপর্ব্বতে পিঙ্গল। কুশাবর্ত্তে বিজয়, পুষ্করাচলে জয়ন্ত; ভস্মাচলে ভয়ানন্দ, চন্দ্রকূটে মাধব, অন্তর্গৃহে পদ্মহস্ত, মঙ্গলায় ত্র্যম্বক, ভদ্রপীঠে দিব্যেশ, অশ্বক্রান্তে জনার্দ্দন, অহিচ্ছত্রে

১। ...বরার্হা যদি বাপ্যহম্‌'......কুত্র কিন্নাম তে মতম্‌॥১

২। স্বর্গনদ্যাং ইতি পাঠান্তরম্‌।

অহিচ্ছত্রে তুল্যানন্দঃ শ্রীশৈলে তু জগৎপ্রিয়ঃ।
কুশহস্তে পদ্মপাণি র্মানশৈলে মুনীশ্বরঃ ॥৮
শ্রীকণ্ঠে শ্রীনিবাসশ্চ শ্রূয়তাং প্রাণবল্লভে।
কন্যাশ্রমে ভবেদ্রুদ্রো মৈনাকে বিশ্বনাদকঃ ॥৯
একাম্রে চৈব নাগেশো বিরজায়াং মহেশ্বরঃ।
মুলিকাখ্যে তথা বিষ্ণুর্মহেন্দ্রে ভার্গবস্তথা ॥১০
কৌশিক্যাস্তু তথা বোধিরযোধ্যায়াস্তু ভার্গবঃ।
মণিকূটে হয়গ্রীবো বরাহো বিন্দুপর্ব্বতে ॥১১
জটাধরস্তু গোদন্তে গোমন্তে জাঙ্গলেশ্বরঃ।
পরমেষ্ঠী ব্রহ্মপুত্রে বিশ্বশৈলে তু গহ্বরঃ ॥১২
চিত্রশৈলে তু চিত্রেশো দেবিকায়াঞ্চতুর্ভুজঃ।
বৃন্দাবনে পদ্মপাণিঃ কুশহস্তস্তু নৈমিষে ॥১৩
মন্দরে চ মহাবোধির্গোপীন্দ্রো হনুপর্ব্বতে।
ভাগীরথ্যাং পদ্মগর্ভঃ কাম্পিল্লে কনকপ্রিয়ঃ ॥১৪
করণে চৈব কামারিঃ কাপোতে হব্যবাহনঃ।
বশিষ্ঠশ্চার্ব্বুদে চৈব শ্বেতনদ্যাং মনোভবঃ ॥১৫
ধবলায়াং পিনাকী চ পিচ্ছিলায়াং ত্রিবিক্রমঃ।
যজ্ঞগর্ভস্তু আগস্ত্যে উর্ব্বশ্যাং মধুসূদনঃ ॥১৬
রুক্মিণীশে হরিশ্চৈব পৈত্রিকে তু রুচিস্তথা।
বামনশ্চ গোমন্তে চ[১] কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরাহ্বয়ঃ ॥১৭
প্রজাপতিঃ প্রয়াগে চ বিদর্ভায়াং দ্বিজপ্রিয়ঃ।
গঙ্গাধরো মদ্রপীঠে[২] মাতঙ্গে চৈব ত্র্যম্বকঃ ॥১৮

তুল্যানন্দ, শ্রীশৈলে জগৎপ্রিয়, কুশহস্তে পদ্মপাণি, মানশৈলে মুনীশ্বর, শ্রীকণ্ঠে শ্রীনিবাস, কন্যাশ্রমে রুদ্র, মৈনাকে বিশ্বনাদক, একাম্রে নাগেশ, বিরজায় মহেশ্বর, মুলিকাখ্যে বিষ্ণু, মহেন্দ্রে ভার্গব, কৌশিকীতে বোধি, অযোধ্যায় ভার্গব, মণিকূটে হয়গ্রীব, বিন্দুপর্ব্বতে বরাহ, গোদন্তে জটাধর, গোমন্তে জাঙ্গলেশ্বর, ব্রহ্মপুত্রে পরমেষ্ঠী, বিশ্বশৈলে গহ্বর, চিত্রশৈলে চিত্রেশ, দেবিকায় চতুর্ভুজ, বৃন্দাবনে পদ্মপাণি, নৈমিষে কুশহস্ত, মন্দরে মহাবোধি, হনুপর্ব্বতে গোপীন্দ্র, ভাগীরথীতে পদ্মগর্ভ, কাম্পিল্লে কনকপ্রিয়, করণে কামারি, কপোতে হব্যবাহন, অর্ব্বুদে বশিষ্ঠ, শ্বেতনদীতে মনোভব, ধবলায় পিণাকী, পিচ্ছিলায় ত্রিবিক্রম, আগস্ত্যে যজ্ঞগর্ভ, উর্ব্বশীতে মধুসূদন, রুক্মিণীশে হরি, পৈত্রিকে রুচি, গোমন্তে বামন, কাশীতে বিশ্বেশ্বর, প্রয়াগে প্রজাপতি, বিদর্ভায় দ্বিজপ্রিয়,

---

১। গোমন্তে বামনশ্চৈব ইতি পাঠান্তরম্। ২। ভদ্রপীঠে ইতি পাঠান্তরম্।

ত্রিপুরারির্নন্দশৈলে পাণ্ডুশৈলে ত্রিলোচনঃ।
গঙ্গাহ্রদে ত্রিলোকেশো ভিত্তিপুর্য্যাং দিবাকরঃ ॥১৯
যমটে[১] মিঙ্গিলানাথো দারুশৃঙ্গে কলানিধিঃ।
মহালিঙ্গং দারুবনে অশোকে তু বিনাশকঃ ॥২০
হরিসেনশ্চন্দ্রকায়াং পর্ণাটে তু হ্যনন্তকঃ।
মার্কণ্ডেয়ো বটে চৈব ইক্ষুদ্বারে দিবাকরঃ ॥২১
গোকর্ণে চ বিকর্ণাখ্যো মন্দারে মধুসূদনঃ।
অষ্টোত্তরশতং স্থানং ময়া তে পরিকীর্ত্তিতম্ ॥২২
যত্র বৈ মম সান্নিধ্যং নিত্যন্তু তব সুব্রতে।
এতেষামপি যস্ত্বেকং পশ্যেৎ স[২] ভক্তিমান্নরঃ।
স্নানং বিরজসং লব্ধ্বা মোদতে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥২৩
মানসং বাচিকঞ্চৈব কায়িকং যচ্চ দুষ্কৃতম্।
তৎ সর্ব্বং বৈ শমং যাতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥২৪
যানি তানি চ সর্ব্বাণি গত্বা মাং চক্ষতে নরঃ।
মোক্ষমার্গী ভবতি চ যত্রাহং তত্র সংস্থিতঃ ॥২৫
পুষ্পোপহারৈর্ধূপৈশ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ তর্পণৈঃ।
ধ্যানেন চ স্থিরেণাশু প্রাপ্যতে পরমেশ্বরি ॥২৬

মদ্রপীঠে গঙ্গাধর, মাতঙ্গে ত্র্যম্বক। নন্দশৈলে ত্রিপুরারি, পাণ্ডুশৈলে ত্রিলোচন, গঙ্গাহ্রদে ত্রিলোকেশ, ভিত্তি-পুরীতে দিবাকর, যমটে মিঙ্গিলানাথ, দারুশৃঙ্গে কলানিধি, দারুবনে মহালিঙ্গ, অশোকে বিনাশক, চন্দ্রকায় হরিসেন, পর্ণাটে অনন্ত, বটে মার্কণ্ডেয়, ইক্ষুদ্বারে দিবাকর, গোকর্ণে বিকর্ণ, মন্দারে মধুসূদন। তোমাকে আমি এই অষ্টোত্তর শত স্থানের নাম বলিলাম।৩—২২

এই সকল স্থানে আমার ও তোমার নিত্য সান্নিধ্য আছে। হে সুব্রতে! মানুষ ভক্তিপূর্ণ হইয়া যদি ইহার একটি স্থানও দর্শন করে অথবা একটিতেও স্নান করে, তবে সে বিরজভবন অর্থাৎ রজোগুণরহিতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অনন্তকাল অক্ষয় সদানন্দে সুখে অবস্থান করে, ইহাতে সন্দেহ নাই।২৩

এবং মানসিক, বাচিক ও কায়িক যাহা কিছু দুষ্কৃত (পাপ) তৎসমস্তই প্রশমিত হইয়া যায়, তাহাতে পুনর্বিবেচনীয় আর কিছুই নাই।২৪

মনুষ্যগণ যে-যে তীর্থে গমন করিয়া আমাকে দর্শন করে ও মোক্ষ কামনা করে, সেই সেই তীর্থেই আমি সন্নিহিত থাকিয়া তাহাদিগকে মোক্ষ প্রদান করি।২৫

হে পরমেশ্বরি! পুষ্প, বলি, উপহার, ধূপদান ও ব্রাহ্মণ-তর্পণ এবং অচল ধ্যান দ্বারা আমাকে শীঘ্রই প্রাপ্ত হয়।২৬

১। যমটে ইতি পাঠান্তরম্। ২। পশ্যেদ্বৈ ইতি পাঠান্তরম্।

অশ্বক্রান্তস্যোত্তরত ঋণমোচনপশ্চিমে।
দ্বাবিংশতিধনুর্মানং ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্ ॥২৭
ক্ষেত্রং দ্বিপঞ্চকং নাম সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্।
পূজয়িত্বা তত্র রুদ্রং জ্যোতিষ্টোম-ফলং১ লভেৎ ॥২৮
ষণ্মাসান্নিয়তাহারী ব্রহ্মচর্য্যসমাহিতঃ।
উষিত্বা তত্র দেবেশি প্রাপ্স্যতি পরমং পদম্ ॥২৯
কৃতে যুগে পুষ্করাণি ত্রেতায়াং নৈমিষং মতম্।
দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রমশ্বতীর্থং কলৌ যুগে ॥৩০
তস্মাত্তদুত্তরে তীরে সাধয়েন্মানসেপ্সিতম্।
দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং তত্র দানেঽক্ষয়ং ফলম্ ॥৩১
দুষ্করং পঞ্চকে দানং পঞ্চকে সর্ব্বদুষ্করম্।
যদন্যত্র কৃতং পাপং তীর্থে যাতি চ লাঘবম্।
ন তত্তীর্থে কৃতেঽন্যত্র কদাচিদন্যো ব্যপোহতি ॥৩২
দ্বাদশাহং দশাহম্বা মাসার্দ্ধং দশ চৈব বা।
রুদ্রস্যার্দ্ধাসনগতা মেরুপৃষ্ঠে যশস্বিনী।
মহাদেবং ততো দেবী প্রণতা পরিপৃচ্ছতি ॥৩৩

অশ্বক্রান্তের উত্তরে এবং ঋণমোচনের পশ্চিমে দ্বাবিংশতিধনুঃপরিমিত সর্ব্বদেব নমস্কৃত দ্বিপঞ্চক নামে এক পরমদুর্লভ ক্ষেত্র আছে। তথায় রুদ্রদেবের পূজা করিলে জ্যোতিষ্টোমের ফল লাভ হয়।২৭—২৮

হে দেবেশি! তথায় নিয়তাহার (সংযত, নিয়ন্ত্রিত আহার), ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক ছয়মাস বাস করিলে পরমপদ লাভ হয়। সত্যযুগে পুষ্কর, ত্রেতায় নৈমিষ, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র, কলিযুগে অশ্বতীর্থ শ্রেষ্ঠতীর্থ বলিয়া জানিবে।২৯—৩০

অতএব উহার উত্তরতীরে মনোভীষ্ট সম্পূর্ণ সিদ্ধ হওয়ার বাসনায় সাধন করিবে। দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ তীর্থ, তথায় দানানুষ্ঠান করিলে অক্ষয় ফললাভ হয়।৩১

পঞ্চকতীর্থে দান দুষ্কর, পঞ্চকে সকলি অতীব কষ্টসাধ্য জানিবে। অন্যত্র-কৃত পাপ তীর্থে বিনষ্ট হয়, কিন্তু সেই তীর্থে পাপ করিলে, অন্য কোন স্থানে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।৩২

অনন্তর যশস্বিনী পার্ব্বতী, দশাহ (দশদিবস), দ্বাদশাহ (দ্বাদশ দিবস), মাসার্দ্ধ (অর্দ্ধমাস অর্থাৎ পনর দিন) এবং এই শ্রেণীর আরও অনেক প্রকার

১। জ্যোতিষ্টোম—এক প্রকার যজ্ঞবিশেষ। জ্যোতিষ্কের (সূর্য্য ও চন্দ্রাদি) গ্রহের স্তোম (স্তুতি) আছে যাহাতে।

শ্রীদেব্যুবাচ

জন্মান্তরসহস্রেষু যৎ পাপং পূর্ব্বসঞ্চিতম্।
কথং তৎ ক্ষয়মাপ্নোতি তন্মমাচক্ষ্ব শঙ্কর ॥৩৪

শ্রীভগবানুবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্ গুহ্যমনুত্তমম্।
সর্ব্বতীর্থেষু বিখ্যাতমশ্বক্রান্তমতঃ পরম্ ॥৩৫
যস্যোত্তরে তু যৎ ক্ষেত্রং ময়োক্তমবিমুক্তকম্।
এতদেব পরং জ্ঞানমেতদেব পরন্তপঃ ॥৩৬
এতদেব পরং ব্রহ্ম চৈতদেব পরং পদম্।
যথা নারায়ণঃ শ্রেষ্ঠো দেবানাং পুরুষোত্তমঃ।
যথেশ্বরাণাং গিরিশঃ স্থানানামেতদুত্তমম্ ॥৩৭
দত্তং জপ্তং হুতং শেষং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
ধ্যানমধ্যয়নং জ্ঞানং সর্ব্বং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥৩৮
অশ্বক্রান্তে পরো যোগ অশ্বক্রান্তে পরা গতিঃ।
অশ্বক্রান্তে পরো মোক্ষস্তীর্থং নৈবাস্তি তাদৃশম্ ॥৩৯
মেরুমন্দরতুল্যোঽপি রাশিঃ পাপস্য সর্ব্বশঃ।
অশ্বক্রান্তং সমাসাদ্য সর্ব্বো ব্রজতি সংক্ষয়ম্ ॥৪০

বিধানানুসারে মেরুপৃষ্ঠে বাস করিতে করিতে রুদ্রের আসনার্দ্ধে উপবেশন-পূর্ব্বক প্রণতা হইয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন।৩৩

দেবী কহিলেন, পূর্ব-পূর্ব সহস্র জন্মান্তরে সঞ্চিত যে পাপ তাহা কিরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, হে শঙ্কর! তাহা আমাকে বলুন।৩৪

ভগবান্ কহিলেন,—হে দেবি! পরমগুহ্যতম বিষয় তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। অশ্বক্রান্ততীর্থ সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক বলিয়া বিখ্যাত।৩৫

ইহার উত্তরে যে সকল ক্ষেত্র আছে, তৎসমুদায় আমি তোমাকে বলিয়াছি। এই অশ্বক্রান্তই পরমজ্ঞান, ইহাই পরমতপস্যা।৩৬

ইহাই পরব্রহ্ম এবং ইহাই পরমপদ। যেমন দেবগণের মধ্যে পুরুষোত্তম নারায়ণ শ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বরগণের মধ্যে গিরীশ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্থানসকলের মধ্যে এই অশ্বক্রান্তই শ্রেষ্ঠ।৩৭

তথায় দান, জপ, হোম, তপ, ধ্যান, অধ্যয়ন জ্ঞানাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয় বা করা যায়, তৎসমুদয়ের শুভ ফলশ্রুতি সতত অক্ষয় হয়।৩৮

অশ্বক্রান্তে পরমযোগ, অশ্বক্রান্তে পরমাগতি, অশ্বক্রান্তে পরমমোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব উহার তুল্য ফলপ্রদায়ী তীর্থ আর নাই।৩৯

অশ্বক্রান্তে গমন করিলে মেরুমন্দরাচল তুল্য পাপরাশি সমস্তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।৪০

অশ্বক্রান্তাস্থিতাঃ স্পৃষ্টাঃ পাংশুভির্বায়ুসেবিতৈঃ।
যদি দুষ্কৃতকর্ম্মাণো যাস্যন্তি পরমাং গতিম্ ॥৪১
ন সা গতিঃ কুরুক্ষেত্রে গয়াদ্বারে চ পুষ্করে।
যা গতির্বিহিতা পুংসাং হ্যশ্বক্রান্তনিবাসিনাম্ ॥৪২
ন দানৈর্ন তপোভির্ন যজ্ঞৈর্নাপি চ বিদ্যয়া।
প্রাপ্যতে গতিরুৎকৃষ্টা চাশ্বতীর্থে স লভ্যতে ॥৪৩
সংসর্গাচ্চ ভবেন্মোক্ষ ইতরাসৎপরিগ্রহাৎ।
আগস্ত্যাদপি চান্যাদি চেদমেব মহত্তরম্ ॥৪৪
ব্রহ্মহা চাপি যো গচ্ছেদশ্বক্রান্তং কদাচন।
অশ্বক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যাত্তস্য হত্যা নিবর্ত্ততে।
ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ কদাচিদপি দৃশ্যতে ॥৪৫
উত্তরং দক্ষিণং বাপি অন্যদ্বারং বিচিন্তয়েৎ ॥৪৬
সর্ব্বোঽপ্যস্য শুভঃ কালশ্চাশ্বক্রান্তে বরাননে।
মহাদানেন তল্লাভো যৎ ফলং লভতে নরঃ ॥৪৭
অশ্বতীর্থে তু কাকিণ্যাং দত্তায়াং লভতেঽক্ষয়ম্।
একাহমুপবাসং যঃ করোতীহ মম প্রিয়ে।
ফলং বর্ষসহস্রস্য লভতে মৎপরায়ণঃ ॥৪৮

মানুষ যদি পরমপাতকীও হয়, তথাপি অশ্বক্রান্তে বায়ুতাড়িত ধূলিদ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াও অর্থাৎ বায়ুর অঙ্গস্পর্শযোগেও অর্থাৎ ছোয়া লাগিয়াও পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই ।৪১

অশ্বক্রান্তনিবাসিগণ যেরূপ গতি লাভ করে, কুরুক্ষেত্রে, গয়াদ্বারে ও পুষ্করতীর্থেও তদ্রূপ গতি প্রাপ্ত হয় না ।৪২

অশ্বতীর্থে যেরূপ উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, বিদ্যাদ্বারাও সেরূপ গতিলাভ হয় না ।৪৩

অশ্বতীর্থের সংসর্গ-সংস্পর্শে মোক্ষলাভ, সৎপরিগ্রহে অর্থাৎ পূত পুণ্যজনক সাধুসংসর্গে পবিত্র পরমগতি অতীব লাভ হইয়া থাকে। অগস্ত্যাদি তীর্থ অপেক্ষা এই তীর্থ মহত্তর অর্থাৎ অতীব মহাপ্রভাব-সমন্বিত ।৪৪

ব্রহ্মঘাতী নরও যদি অশ্বক্রান্তে গমন করে, এই স্থানের মাহাত্ম্যপ্রভাব বলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতেও নিষ্কৃতি (মুক্তি) লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং তাহাদিগকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ।৪৫

হে বরাননে! উত্তর বা দক্ষিণ অথবা অন্য যে কোন দ্বার (প্রবেশ পথ) বা যে কোন কালে অশ্বক্রান্ততীর্থ শুভঙ্কর (মঙ্গলজনক) হয়।

তীর্থান্তরে গবাং কোটিং বিধিবদ্ যঃ প্রযচ্ছতি।
একাহঞ্চ বসেচ্চাত্র তয়োস্তুল্যফলং ভবেৎ ॥৪৯
প্রয়াগে মাঘমাসে তু সম্যক্ স্নানেন যৎ ফলং।
তৎফলং কোটিগুণিতমশ্বতীর্থে ক্ষণে ক্ষণে।৫০
ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ।
সেবনাচ্চৈব মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে তু শঙ্করি। ৫১
মেরুমন্দরতুল্যো হি রাশিঃ পাপস্য সর্ব্বশঃ।
অশ্বক্রান্তং সমাসাদ্য সর্ব্বো ব্রজতি সংক্ষয়ম্ ॥৫২
কীটাঃ পতঙ্গা মশকাশ্চ বৃক্ষা
জলে স্থলে যে বিচরন্তি জীবাঃ।
মণ্ডূকমৎস্যাঃ ক্রমশোঽশ্বক্রান্তে
ত্যক্ত্বা শরীরং শিবমাপ্নুবন্তি ॥৫৩
যো বসেৎ পঞ্চকে নিত্যং স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥৫৪

অন্যতীর্থে মানবগণ মহাদান দ্বারা যে-ফল লাভ করে, এই অশ্বতীর্থে কাকিনী (কাঁড় বা কৌড়ি) মাত্র দান করিয়া সেইরূপ অক্ষয়ফল লাভ করিতে পারে। হে প্রিয়ে! মৎপরায়ণ (একমাত্র আমাতেই আসক্তিযুক্ত) ব্যক্তি এইস্থানে মাত্র একদিবস উপবাস করিলে সহস্রবৎসর উপবাসের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়।৪৬—৪৮

তীর্থান্তরে বিধিপূর্ব্বক কোটিসংখ্যক গো-দান করিলে যে-ফল হয়, অশ্বক্রান্তে একদিবস উপবাস করিলে তৎসম ফললাভ হইয়া থাকে।৪৯

প্রয়াগে মাঘ মাসে সম্যক্‌রূপে (অর্থাৎ বিধিবৎ সম্পূর্ণ মনোজ্ঞরূপে) স্নান করিলে যে-ফল হয়, অশ্বতীর্থে ক্ষণে ক্ষণে তাহার কোটিকোটিগুণ ফল লাভ হয়।৫০

হে শঙ্করি! মধ্যাহ্ন বা অপরাহ্নকালে অশ্বতীর্থ সেবা (পূজার্চনা) করিলে তীর্থান্তর সেবনে ষষ্টিকোটি সহস্র এবং ষষ্টিকোটিশতগুণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অশ্বক্রান্ততীর্থ সেবায় মেরুমন্দারতুল্য সমস্ত পাপরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।৫১—৫২

কীট, পতঙ্গ, মশক, বৃক্ষ এবং মৎস্য মণ্ডূকাদি যে-যে জীব তথায় জলে বা স্থলে বিচরণ করে, তাহারা অশ্বতীর্থে দেহ বিসর্জ্জন (পরিত্যাগ) করিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পঞ্চতীর্থে নিত্য বাস করে, সে পরমাগতি প্রাপ্ত হয়।৫৩—৫৪

সর্ব্বেষামেব লোকানাং ব্রহ্মলোকোপরিস্থিতঃ[১]।
কদাচিচ্ছেৎ তৎ পদং গন্তুং স বসেদত্র দুষ্করম্ ॥৫৫
যথা সুরাণাং সর্ব্বেষামাদিস্তু মধুসূদনঃ॥
তথৈব সর্ব্বক্ষেত্রাণামাদিঃ পঞ্চকমুচ্যতে ॥৫৬
অনুলোমবিলোমাভ্যাং তথা ব্যস্তসমস্তয়োঃ।
স্নাতব্যং পঞ্চকং যচ্চ অশ্বতীর্থে বরাননে ॥৫৭
তথৈবোত্তরমারণ্যং তদেব ফলমশ্নুতে।
বিধিবদ্গম্যমানেষু সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলম্ ॥
পঞ্চকালোকনাদেব নরঃ প্রাপ্নোতি তৎফলম্ ॥৫৮
দশকোটিসহস্রাণি তীর্থানাং বৈ মহীতলে।
সান্নিধ্যমশ্বতীর্থে চ[২] মুক্তিস্থারসমীপতঃ ॥৫৯
যাবত্তিষ্ঠন্তি গিরয়ো যাবত্তিষ্ঠন্তি সাগরাঃ।
তাবৎ পঞ্চকমৃতানাং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৬০

সর্ব্বলোকের উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক অবস্থিত। পঞ্চকনিবাসী মনুষ্যগণ অভিলাষ (ইচ্ছা) করিলে, সেই ব্রহ্মপদ (অবস্থান বা আশ্রয়) প্রাপ্ত হইতে পারে।৫৫

যেরূপ মধুসূদন সকল দেবতাগণের আদি অর্থাৎ সকলের একমাত্র মূল নিদানকারণ বা হেতু, সেইরূপ পঞ্চকতীর্থ সকল তীর্থাদির আদি অর্থাৎ প্রথম বা প্রধান বলিয়া কথিত হয়।৫৬

হে বরাননে! পঞ্চকতীর্থে ও অশ্বতীর্থে অনুলোম-বিলোমক্রমে* অর্থাৎ একটি হইতে অপরটি এবং অপরটি হইতে প্রথমটি এইপ্রকারে এবং ব্যস্তসমস্তক্রমে (অতি তরান্বিত যথাপ্রোক্ত প্রণালীসম্মত) স্নান করা বিধেয়।৫৭

উহার উত্তরাণ্যে গমন করিয়া তৎসম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিধানোক্ত প্রকারে গমন করিলে সমস্ত তীর্থের যে ফল একমাত্র পঞ্চকতীর্থ দর্শনমাত্র নরগণ তত্তুল্য ফললাভ করিতে পারে।৫৮

ধরাপৃষ্ঠে দশকোটি সহস্র তীর্থস্থান আছে। অশ্বক্রান্ত তীর্থে মুক্তিস্বার সমীপে তৎসমুদায়েরই সান্নিধ্য নিকট সংলগ্নাবস্থিতি আছে।৫৯

যতদিন গিরিপর্ব্বত ও সাগরাদি অবস্থিত (বর্ত্তমান) আছে, তদবধি অর্থাৎ ততকাল পর্য্যন্ত পঞ্চকতীর্থে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত মানবগণের ব্রহ্মলোক লাভ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।৬০

১। ব্রহ্মলোকস্য চোপরি ইতি পাঠান্তরম্।

২। সান্নিধ্যমশ্বতীর্থস্য ইতি পাঠান্তরম্।

* অনুলোম—অনুক্রম, অনুকূল, যথাক্রম, প্রণালীসম্মত; প্রতিলোম—বিপরীত, উল্টা।

জন্মান্তরসহস্রৈশ্চ আজন্ম মরণান্তিকম্ ।
নির্দ্দহেৎ পাতকং সর্ব্বং সকৃৎ স্নাত্বা তু শঙ্করি ॥৬১
যোগাভ্যাসেন যস্তিষ্ঠেৎ সম্যগ্ বর্ষত্রয়ং নরঃ ।
একেন জন্মনা মুক্তিযোগম্মোক্ষঞ্চ বিন্দতি ॥৬২
ঋণমোচনান্তং[১] দেবেশি সমন্তাৎ পঞ্চকং স্মৃতম্ ।
ব্রহ্মণঃ সদনং ভদ্রে প্রসহ্যাপি সর্ব্বতঃ ॥৬৩
যত্র স্নানং জপো হোমঃ শ্রাদ্ধং দানাদিকং স্মৃতম্ ।
একৈকশো মহেশানি পুনাতি সপ্তমং (সকলং) কুলম্ ॥৬৪
অশ্বতীর্থে সমক্ষে তৎ কিঞ্চিৎ পশ্চিমগোচরে ।
ধনুরষ্টপ্রমাণেন সিদ্ধকুণ্ডমিহোচ্যতে ।৬৫
অত্র স্নাত্বোদকং পীত্বা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ।
ত্রিরাত্রোপোষিতেনাত্র একরাত্রোষিতেন বা ।
দ্বিজাতীনান্তু কথিতং তীর্থানামিহ সেবনম্ ॥৬৬
যস্য বায়ুর্বশী ভদ্রে হস্তপাদৌ চ সংযতৌ ।
অনুলেপ্য ব্রহ্মচারী তীর্থানাং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥৬৭

হে শঙ্করি! পঞ্চকতীর্থে একবার স্নান করিলে সহস্র জন্মান্তর এবং জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যে-পাপ সঞ্চিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই ভস্মীভূত হইয়া যায়।৬১

যে মানব পঞ্চকতীর্থে তিন বৎসর যোগাভ্যাস করিয়া অবস্থান করে, তাহার যোগাভ্যাসজনিত পুণ্য বলে একজন্মেই তাহার মোক্ষলাভ হয়।৬২

হে দেবেশি! ঋণমোচনক তীর্থের চতুর্দ্দিকে পঞ্চকতীর্থ অবস্থিত এবং তাহার সর্ব্বদিকেই ব্রহ্মসদন (ব্রহ্মলোক) বর্তমান।৬৩

হে মহেশানি, ঐ স্থানে স্নান, জপ, হোম ও দানাদি করিলে, তাহার এক-একটিই সপ্তমকুল (সকল কুল) পর্যন্ত উদ্ধার করিয়া থাকে।৬৪

অশ্বতীর্থের নিকটবর্তী কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিকে অষ্টধনুঃপ্রমাণ সিদ্ধিকুণ্ড ; তথায় স্নান ও জল পান করিলে, মানব সর্ব্ববিধ পাতক (পাপ) হইতে মুক্ত হয়।

দ্বিজগণ ত্রিরাত্র বা একরাত্র উপবাস করিয়া এই সকল তীর্থের সেবা অর্থাৎ তীর্থ বাস করিয়া যথাবিধি নিয়ম পালন করিবেন।৬৬

হে ভদ্রে! প্রাণবায়ু যাহার বশীভূত (আয়ত্তাধীন) এবং যাঁহার হস্তপদ সংযত অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়গণকে স্বীয় বশে আনয়ন করিয়াছেন এবং যে ব্যক্তি অনুলেপ্য অর্থাৎ তিলকাদিধারী ও ব্রহ্মচারী, সেই ব্যক্তিই তীর্থের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়।৬৭

১। ঋণমুক্তো তু ইতি পাঠান্তরম্।

সিদ্ধকুণ্ডং মহাভোগং দেবতাভিঃ সুসংস্কৃতম্ ।
পুনীহি সর্ব্বপাপেভ্যস্তীর্থবর্য্য নমোঽস্তু তে ।৬৮
ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ বৈশাখে কৃষ্ণপক্ষকে ।
ত্রয়োদশ্যাং স্নানমাত্রে পুনাত্যুভয়তঃ কুলম্ ॥৬৯
পশ্চিমে তস্য তীর্থস্য কিঞ্চিদ্ বায়ব্যগোচরে ।
চতুঃষষ্টিধনুর্ম্মানং তীর্থং ব্রহ্মসরঃ স্মৃতম্ ॥৭০
তত্র স্নাত্বা পিতৄন্ ভক্ত্যা তর্পয়িত্বা যথাবিধি ।
পাপকর্ত্তৄনপি পিতৄন্ তারয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥৭১
স্নাত্বা যাতি দ্বিজঃ সম্যক্ ততঃ সংস্কারতাং ব্রজেৎ ।
স্বয়ন্তু ব্রহ্মণা ঘট্টং ঈশ্বরপ্রিয়কাম্যয়া[১] ।৭২
স্বয়ন্তু ব্রহ্মণা স্নাতং তস্মাৎ (পাবয় পারতঃ) পাবনকারকম্ ।
ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ স্নানং কৃত্বা যথাবিধি ॥৭৩
মাঘমাসি (মাঘে মাসি) চতুর্দ্দশ্যাং শুক্লপক্ষে বিশেষতঃ ।
দত্ত্বা দানঞ্চ বিধিবদ্ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৭৪
ইন্দ্রকূটস্য কৌবের অশীতিধনুর্মানতঃ ।
রামক্ষেত্রং বিজানীয়াৎ তস্য কুণ্ডং কুলে প্রিয়ে ॥৭৫
বিল্বকুন্দপ্রমাণন্তু স্নাত্বাভ্যর্চ্য পিতৄনপি ।
তীর্থেভ্যঃ পরমং তীর্থং রামতীর্থং বরাননে ॥৭৬

'সিদ্ধকুণ্ডং মহাভোগং দেবতাভিঃ সুসংস্কৃতম্ । পুনীহি সর্ব্বপাপেভ্যস্তীর্থবর্য্য নমোঽস্তু তে' । এই মন্ত্রদ্বারা বৈশাখমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশীতে স্নানমাত্র উভয়কুলই পবিত্র করিয়া থাকে ।৬৮—৬৯

কিঞ্চিৎ বায়ুকোণে সেই তীর্থের পশ্চিমে চতুঃষষ্টিধনুপরিমাণ ব্রহ্মসরোবর। তথায় স্নান করিলে এবং ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি পিতৃগণের তর্পণ করিলে, পাপকারী পিতৃগণেরও সদ্গতি লাভ হয়, তাহাতে সংশয় বা সন্দেহ নাই ।৭০—৭১

'স্নাত্বা যাতি দ্বিজঃ সম্যক্ ততঃ সংস্কারতাং ব্রজেৎ । স্বয়ন্তু ব্রহ্মণা ঘট্টং ঈশ্বরপ্রিয়কাম্যয়া । স্বয়ন্তু ব্রহ্মণা স্নাতং তস্মাৎ পাবয় পারতঃ' ॥—এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করিলে, বিশেষতঃ মাঘমাসে শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশী তিথিতে যথাবিধি দান করিলে, ব্রহ্মলোকে পূজা প্রাপ্ত হয় ।৭২—৭৪

ইন্দ্রকূটের উত্তরে অশীতিধনুপ্রমাণ রামক্ষেত্র ; তাহার তীরে বিল্বকুন্দপ্রমাণ বহু কুণ্ড অবস্থিত ।৭৫

১। স্বয়ন্তু ব্রহ্মণা (ঘষ্টঃ-দৃষ্টঃ) ঘট্টমীশ্বরপ্রিয়কাময়া ইতি পাঠান্তরম্ ।

ব্রাহ্মণানর্চ্চয়িত্বা তু ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৭৭
তস্য তীরে মহাভাগে শ্রীরামেণ মহাত্মনা।
পিতরস্তর্পিতাঃ সর্ব্বে তীর্থবর্য্য নমোঽস্তু তে ॥৭৮
ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ বৈশাখে কৃষ্ণপক্ষকে।
একাদশ্যাং স্নানমাত্রে পুনাত্যুভয়তঃ কুলম্ ॥৭৯
তস্য পূর্ব্বে নবধনুঃ সীতাতীর্থং বরাননে।
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি স্বশরীরা দ্বিজাতয়ঃ ॥৮০
ক্রৌঞ্চঞ্চাপি মহাশ্রাদ্ধে ত্বক্ষয়ং সমুদাহৃতম্।
সীতয়া রামভদ্রেণ নির্ম্মিতং তীর্থমুত্তমম্।
তস্মাৎ পুনীহি মাং পাপাৎ মোক্ষং কুরু সুরার্চ্চিতে ॥৮১
মৌনী ভূত্বা ত্রয়োদশ্যাং তত্র স্নাত্বা মহাফলম্।
মন্ত্রেণানেন স্নাত্বা তু রত্নেনার্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো ব্রহ্মলোকে বসেন্মৃতঃ ॥৮২
দক্ষিণে চৈব সীতায়া ধনুর্দ্দশপ্রমাণতঃ[১]।
তত্রাভিষেকমাত্রাচ্চ বিজয়ী সর্ব্বদা ভবেৎ ॥৮৩
তীর্থানাং পরমং তীর্থং বিজয়ং নাম শোভনম্।
তত্র লিঙ্গং মহেশস্য বিজয়ন্নাম বিশ্রুতম্ ॥৮৪

তাহাতে স্নান ও পূজা করিলে মানব ব্রহ্মলোকে গমন করে। হে বরাননে! রামতীর্থ তীর্থসমূহের মধ্যে উত্তম।৭৬

তথায় ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিলে ব্রহ্মলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়। তস্য তীরে মহাভাগে শ্রীরামেণ মহাত্মনা। পিতরস্তর্পিতাঃ সর্ব্বে তীর্থবর্য্য নমোঽস্তু তে। এই মন্ত্রদ্বারা বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে স্নানমাত্র করিলে উভয়কুল পবিত্র হয়। সেই তীর্থের নবধনু পরিমিত স্থান ব্যবধানে সীতাতীর্থ, তথায় স্নান করিলে ব্রাহ্মণগণ স্বশরীরে স্বর্গে গমন করে।৭৭—৮০

ক্রৌঞ্চঞ্চাপি মহাশ্রাদ্ধে অক্ষয়ং সমুদাহৃতং। সীতয়া রামভদ্রেণ নির্মিতং তীর্থমুত্তমম্। তস্মাৎ পুনীহি মাং পাপাৎ মোক্ষং কুরু সুরার্চ্চিতে। এই মন্ত্রে ত্রয়োদশীতে মৌনী হইয়া তথায় স্নানের পর রত্ন দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিলে পরলোকে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করে।৮১—৮২

সীতাতীর্থের দক্ষিণে দশধনুপরিমিত বিজয়নামক সুশোভিত তীর্থ আছে। সেই তীর্থ তীর্থসমূহের মধ্যে উত্তম, তাহাতে স্নান করিলে সর্ব্বদা বিজয়লাভ প্রাপ্তি হয়। তথায় বিজয় নামে বিশ্রুত (বিখ্যাত) মহেশ লিঙ্গ আছেন।৮৩—৮৪

১। ...ধনুর্দশকমানতঃ। পাঠান্তরম্।

ষণ্মাসান্নিয়তাহারো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
উষিত্বা তত্র দেবেশি মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ ॥৮৫
তীর্থানাং পরমং তীর্থং যোগতীর্থেতি বিশ্রুতম্[১]।
সর্ব্বপাপহরং শম্ভোর্নিবাসঃ পরমেষ্ঠিনঃ।৮৬
দৃষ্টবা লিঙ্গন্তু দেবস্য যোগীশং নাম বিশ্রুতম্।
ঈপ্সিতান্ লভতে কামান্ রুদ্রস্য দয়িতো ভবেৎ ॥৮৭
দ্বাবিংশত্তু ধনুর্ম্মানং মুক্তিতীর্থং বিজানীহি[২]।
বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ স্নাত্বার্ঘ্যং বিনিবেদয়েৎ ॥৮৮
মোক্ষাভিকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈর্ব্বন্দ্যাসে পূজ্যসেহনিশম্।
যোগকুণ্ডং মহাভাগং মাং পুনাত্বমরার্চ্চিতা ॥৮৯
তস্যাতিদূরে লোকস্য বৃত্তং কুণ্ডমনুত্তমম্।
তত্রাপি স্নাত্বা বিধিবৎ সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ।৯০
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদায়াথ দানানি বিবিধানি চ।
স্নাত্বা কোলেন বীজেন তত্ত্বেনার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥৯১
পশ্চাৎ কোলেশ্বরং দৃষ্টবা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥৯২

সেই স্থানে ছয়মাস মিতাহারী (পরিমিতাহারী), সংজিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী ও সমাহিতচিত্ত হইয়া বাস করিলে সর্ব্বপ্রকার মহাপাতকাদি হইতে মুক্তি লাভ করে।৮৫

তদনন্তর যোগতীর্থ নামে খ্যাত এক সর্ব্বোত্তম তীর্থ আছে। সেই স্থানে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা ও (সর্ব্বপাপহারী) মহাদেব অধিষ্ঠান করেন।৮৬

তথায় যোগীশ নামক (মহাদেব) লিঙ্গ দর্শন করিলে অভিলাষিত বস্তুসকল সংপ্রাপ্ত হইয়া রুদ্রদেবের প্রিয় হয়।৮৭

আবার দ্বাবিংশ (বাইশ) ধনু পরিমিত মুক্তিতীর্থ আছে। মোক্ষাভিকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈ র্ব্বন্দ্যাসে পূজ্যসেহনিশং। যোগকুণ্ডং মহাভাগং মাং পুনাত্বমরার্চ্চিতা মুক্তিতীর্থে এই মন্ত্রে স্নানের পর অর্ঘ্য নিবেদন করিবে।৮৮—৮৯

তাহার অতিদূরে লোকবৃত্ত নামক এক অত্যুত্তম কুণ্ড অবস্থিত; তথায় স্নানের পর বিধিপূর্ব্বক পিতৃদেবতাগণের তর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ দান প্রদান-পূর্ব্বক কোলবীজ মন্ত্রদ্বারা স্নান সমাপনের পর যথাবিধি তত্ত্ব দ্বারা অর্ঘ্য নিবেদন করিবে।৯০—৯১

অতঃপর কোলেশ্বরকে দর্শন করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হয়।৯২

১। যোগতীর্থমিতি শ্রুতম্ ইতি পাঠান্তরম্।
২। মুক্তিতীর্থং বিজানীহি দ্বাবিংশতি ধনুর্মিতম্।

তিথিহস্তমিতং[1] কুণ্ডং দেবগন্ধর্বসেবিতম্ ।
কুণ্ডে সিততৃতীয়ায়াং গ্রামং ধান্যং ধনং লভেৎ ॥৯৩
ইন্দ্রশৈলস্য যাম্যে তু ধনুর্দ্দ্বাদশমানতঃ ।
সূর্য্যতীর্থমিতি খ্যাতং তীর্থানাং তীর্থমুত্তমম্ ॥৯৪
অদৃশ্যমূর্ত্তির্ভগবান্ সপ্তসপ্তী রথে রতঃ ।
আস্তে লোকহিতার্থায় ব্যাপী যোগতনুঃ স্বয়ম্ ॥৯৫
মহাহরশ্চ নিরতং নিবাসং কৃতবানিহ ।
তত্রৈব[2] দেবতাঃ সর্ব্বাস্তস্যাং সেব্যাঃ সমগতাঃ ॥৯৬
ভানুবীজেন স্নাত্বা তু হ্যর্ঘ্যং তারেণ দাপয়েৎ ।
রামক্ষেত্রং ততো গচ্ছেৎ সাধকঃ সিদ্ধিমানসঃ ॥৯৭
দুর্গকূপশ্বয়ন্তত্র ব্রহ্মযূপশ্চ তিষ্ঠতি ।
দুর্গকূপোদকং পীত্বা মাঘে মাসি চতুর্দ্দশী ॥৯৮
ভবেদ্ভক্ত্যা গর্ভধরা মন্ত্রাণামযুতং জপন্ ।
যূপং[3] প্রদক্ষিণীকৃত্য যস্তু শ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ ॥৯৯

তাহার পঞ্চদশহস্ত পরিমিত গন্ধর্ব্বসেবিত কুণ্ড আছে ; তথায় সিত (শুক্ল) পক্ষের তৃতীয়া তিথিতে স্নান করিলে গ্রাম ধান ও ধন লাভ হয় ।৯৩

ইন্দ্রশৈলের দক্ষিণে দ্বাদশধনু পরিমিত সূর্য্যতীর্থ নামে এক অতি উত্তম তীর্থ আছে । তথায় যোগতনু অদৃশ্যমূর্ত্তিব্যাপী ভগবান্ সপ্তসপ্তি (সূর্য্যদেব) লোকহিতের নিমিত্ত স্বয়ং অবস্থিত আছেন ।৯৪—৯৫

যখন দেবাদিদেব মহাদেব এইস্থানে সতত বাস করেন, তখন সকল দেবগণ তথায় সেব্যমানরূপে আগমন করেন ।৯৬

তথায় ভানুবীজে স্নান ও তারামন্ত্রে অর্ঘ্যপ্রদান কর্ত্তব্য । তৎপর সিদ্ধির নিমিত্ত সাধকগণ রামক্ষেত্র গমন করিবে ।৯৭

সেখানে দুর্গকূপ ও ব্রহ্মকূপ অবস্থিত । মাঘ মাসের চতুর্দ্দশীতে ভক্তিপূর্ব্বক দুর্গকূপের জল পান করিয়া অযুতসংখ্যক মন্ত্র জপ করিলে এবং তথাকার

১। তিথি—চন্দ্রকলার বৃদ্ধি, ক্ষয় বা হ্রাস দ্বারা সীমিত (সীমাবদ্ধ) সময় বা কাল, অর্থাৎ শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের ত্রিশভাগের এক এক ভাগ বা অংশ (১/৩০)। প্রতিপদ হইতে পৌর্ণমাসী (পূর্ণিমা বা অমাবস্যা) পর্যন্ত প্রত্যেক পক্ষে পঞ্চদশটি তিথি । প্রতি পক্ষের প্রতিপদাদি পূর্ণিমান্ত বা অমাকলা (অমাবস্যা) পর্য্যন্ত তিথিসংখ্যানুসারে 'তিথিহস্ত' শব্দের এখানে তাৎপর্য্য হইতেছে 'পঞ্চদশ হস্ত' ।

২। তথৈব ইতি পাঠমীক্ষতে ।

৩। যূপ—যজ্ঞীয় পশুবন্ধনার্থ কাষ্ঠস্তম্ভ ।

পিতৃংশ্চ তারয়েত্তেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১০০
কাকিনীঞ্চ ন্যসেৎ কূপে সুবর্ণং রজতস্তথা।
যস্য মিত্রস্য যদ্বিত্তং শোধয়েৎ পূর্ব্বজন্মনি ॥১০১
ততো গচ্ছেদিন্দ্রশৈলং দক্ষিণাভিমুখেন তু।
মণীশ্বরং ততঃ পশ্যেন্নির্গতাচ্চ প্রমুচ্যতে ॥১০২
বধবন্ধনযুক্তোঽপি যুক্তো বাপ্যুপপাতকৈঃ।
ইন্দ্রকূটস্থিতং দৃষ্টা মণিনাথং স বায়ুনা।
ক্ষণেন মুচ্যতে দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১০৩
চরমে লোমতীর্থস্য ধনুঃ পঞ্চপ্রমাণতঃ।
নাগতীর্থং ততো জাতং পৃথিব্যাং খ্যাতিমাগতম্ ॥১০৪
নাগকুণ্ডেতি বৈকুণ্ঠঃ স্নাত্বা নাগান্ সমর্চ্চয়েৎ[১]।
পুণ্যদং সর্ব্বতীর্থেষু সর্পাণাং বিষনাশনম্ ॥১০৫
স্নানং কুর্ব্বন্তি যে মর্ত্ত্যা ভক্ত্যা শ্রাবণপঞ্চমীম্।
ন তেষাং তৎকুলে পীড়াঃ সর্পাঃ কুর্ব্বন্তি কর্হিচিৎ ॥১০৬
শ্রাদ্ধং পিতৃণাং যে তত্র করিষ্যন্তি নরা ভুবি।
ব্রহ্মা তুষ্টঃ পরং স্থানং দাস্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১০৭

যূপ প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রাদ্ধকার্যাদি সম্পন্ন করিলে পরিণামে পিতৃগণের পরিত্রাণ ও উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়।৯৮—১০০

সেই কূপে কাকিনী (কড়ি স্বর্ণ ও রৌপ্য) নিক্ষেপ করিলে, পূর্বজন্মের মিত্র-ঋণাদি পরিশোধ হয়।১০১

তদনন্তর দক্ষিণাভিমুখে ইন্দ্রশৈলে গমনের পর মনীশ্বর দর্শন করিলে, মানবগণ সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্মুক্ত হয়।১০২

হে দেবি! ভববন্ধনযুক্ত হউক বা উপপাতকবিশিষ্টই হউক, ইন্দ্রকূটস্থিত মণিনাথকে বায়ুসহিত দর্শন করিলে, মুহূর্তমধ্যেই মানব মুক্তিলাভ করে, তাহাতে আর সন্দেহের কারণ নাই।১০৩

লোমতীর্থের চরমে (অন্তে) পঞ্চধনু পরিমিত পৃথিবীখ্যাত নাগতীর্থ আছে।১০৪

নাগকুণ্ডেতি বৈকুণ্ঠঃ, এই মন্ত্রে তথায় স্নান করিয়া নাগগণের অর্চ্চনা করিবে। এই তীর্থ সর্ব্বতীর্থ মধ্যে সর্বাধিক পুণ্যফলপ্রদ; ইহাতে স্নানাদি করিলে সকল প্রকার পাপাদি ও সর্পবিষ ক্ষয়িত বা নাশ হয়।১০৫

যে মানব শ্রাবণী-পঞ্চমীতে ভক্তিপূর্ব্বক এখানে স্নান করে, সর্পগণ তাহার কুলে কখনও পীড়াদায়ক হয় না অর্থাৎ সর্পদংশন হেতু উৎপীড়িত বা ক্লিষ্ট হয় না।১০৬

১। নাগকুণ্ডে তু বৈকুণ্ঠঃ স্নাত্বা নাগান্ সমর্চয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্।

চন্দ্রাদুত্তরতঃ শৈলশ্চতুঃষষ্টিপ্রমাণতঃ।
জলে তত্র গয়াকুণ্ডং ক্ষেত্রং তীরে তদুচ্যতে ॥১০৮
গয়াশীর্ষং পূর্ব্বভাগে ধনুর্দ্বাবিংশমানতঃ।
যাবল্লোহিত্যপর্য্যন্তমুত্তরে ব্রহ্মযোনিকম্ ॥১০৯
গয়াতীর্থং পরং গুহ্যং পিতৃব্যাপ্তাতিবল্লভম্[১]।
কৃত্বা পিণ্ডপ্রদানন্তু ন ভূয়ো জায়তে নরঃ ॥১১০
আগস্ত্যেঽস্মিন্ গয়ায়াঞ্চ তথা নীলাচলে গমে।
যাত্রাভেদে দদেৎ পিণ্ডং গয়ামথ সকৃৎ প্রিয়ে ॥১১১
শোচন্তি পিতরস্তস্য বৃথাত্র চ পরিশ্রমঃ।
গায়ন্তি পিতরো গীতং কীর্ত্তয়ন্তি মহর্ষয়ঃ ॥১১২
গয়াং যাস্যতি যঃ কশ্চিৎ সোঽস্মাকং তারয়িষ্যতি।
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রাঃ শীলবন্তো গুণান্বিতাঃ ॥১১৩
তেষাং তৎসমবেতানাং যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ব্রাহ্মণস্তু বিশেষতঃ ॥১১৪

যে মানব তথায় পিতৃশ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করে, ব্রহ্মা তাহার প্রতি প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া পরম মহৎ স্থান প্রদান করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।১০৭

চন্দ্রশৈলের উত্তরে চতুঃষষ্টিহস্ত প্রমাণ গয়াক্ষেত্র ; তাহার জলকে গয়াকুণ্ড ও তীরকে গয়াক্ষেত্র বলে।১০৮

তাহার পূর্ব্বভাগে লোহিত্য পর্য্যন্ত এবং উত্তরে ব্রহ্মযোনি পর্য্যন্ত দ্বাবিংশ ধনুঃ পরিমিত পিতৃবল্লভ পরমগুহ্য গয়াতীর্থ, তথায় পিণ্ডদান করিলে মনুষ্যগণকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।১০৯—১১০

আগস্ত্যে গয়ায় ও নীলাচলে যাত্রাভেদে পিণ্ডদান কর্ত্তব্য, কিন্তু গয়ায় একবার মাত্র পিণ্ডদান করিবে।১১১

মহর্ষিগণ বলেন, গয়ায় অনেকবার গমন করিলে বৃথা পরিশ্রমহেতু তাহার পিতৃগণ অনুশোচনা করেন।১১২

যে পিতৃগণ এই বলিয়া গান করেন যে, যে কেহ গয়া গমন করিলেই আমাদিগকে তারণ করিতে পারে অর্থাৎ গমন করিয়া তত্রত্য কৃত্য সম্পাদন করিলেই পিতৃগণের উদ্ধরণ বা উদ্ধার হয়।১১৩

মানবগণ গুণবান্, শীলবান্ বহুপুত্রের কামনা করিবে ; কারণ, তাহাদের মধ্যে একজনও গয়া গমন করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে। অতএব সকলেই বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ গয়ায় যাইয়া সমাহিতচিত্তে বিধিক্রমানুসারে

১। পিতৃণাঙ্কাতিবল্লভম্ ইতি চ পাঠঃ।

যো দদ্যাদ্বিধিবৎ পিণ্ডান্ গয়াং গত্বা সমাহিতঃ।
ধন্যাস্তু খলু তে মর্ত্ত্যা গয়ায়াং পিণ্ডদায়িনঃ।
কুলান্যুভয়তঃ সপ্ত সমুদ্ধৃতমবাপ্নুয়াৎ[১] ॥১১৫
পরাপিণ্ডপ্রদানং তু নাম্না বৈ পায়সেন তৈঃ॥
কর্ত্তব্যমৃষিভিদ্দৃষ্টং পিণ্যাকেন গৃহেন তু ॥১১৬
তিলপিণ্যাককৈর্দ্দেয়া ভক্তিমদ্ভির্নরৈঃ সদা।
শ্রাদ্ধন্তু তত্র কর্ত্তব্যমর্ঘ্যাবিধিনা বর্জিতম্[২] ॥১১৭
মূষিকগৃধ্রকাকৈশ্চ নানুদৃশ্যং চরন্তি তে।
শ্রাদ্ধং তত্তীর্থকং প্রোক্তং পিতৃণাং তুষ্টিদং পরম্ ॥১১৮
কার্য্যস্তত্র প্রযত্নেন ভুক্তিরেবাথ কারণম্ ॥১১৯
ভক্ত্যা তুষ্যন্তি পিতরস্তুষ্টাঃ কামান্ দদতি চ॥
আয়ুঃ পুত্রান্ ধনং ধান্যং কামাংস্তদন্যান্ প্রযচ্ছন্তি ॥১২০
ভক্ত্যা চারাধিতে রুদ্রে নৃণাং পিতৃপিতামহাঃ।
অকালেঽপ্যথবা কালে গয়াশ্রাদ্ধে সতীং গতিম্[৩] ॥১২১

সযত্ন শ্রদ্ধালুচিত্তে পিণ্ডদান করিবে। গয়ায় পিণ্ডদানকারী মানবগণ ধন্য, তাহারা মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয়কুলেরই সপ্তপুরুষ পর্যন্ত উদ্ধার করিয়া থাকে।১১৪—১১৫

পায়স দ্বারা পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে নামোল্লেখ পূর্বক পরাপিণ্ড প্রদান কর্ত্তব্য। ঋষিগণ বলেন যে পিণ্যাক (খেজুর, খর্জ্জুর) দ্বারা তথায় শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা বিধেয়। মানুষ ভক্তিযুক্ত চিত্তে তিল-পিণ্যাক দ্বারা অর্ঘ্য বর্জ্জিত শ্রাদ্ধ করিবে।১১৬—১১৭

মূষিক, গৃধ্র ও কাক যাহাতে তাহা দর্শন করিতে না পারে, সেই বিষয়ে সাবধান হইবে। এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণের সাতিশয় তৃপ্তি লাভ হয়।১১৮

অতএব এই স্থানে অধ্যবসায় ও সম্যক যত্ন সহকারে পিতৃগণের উদ্দেশে ভোগ প্রদান করিবে। পিতৃগণ ভোগ দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া অভিলষিত বিষয় এবং আয়ুঃ, পুত্র, ধন, ধান্য ও অন্যান্য বিবিধপ্রকার কাম্যবস্তু প্রদান করেন।১১৯—১২০

তথায় ভক্তিপূর্ব্বক রুদ্রের আরাধনা করিলে, পিতৃপিতামহাগণের সদ্গতি ও

১। সমুদ্ধৃত্য স্বরাপ্নুয়াৎ—ইতি পাঠান্তরম্।
২। শ্রাদ্ধং তু তত্র কর্তব্যমর্ঘ্যাবাহনবর্জিতং ইতি চ পাঠঃ।
৩। গয়াশ্রাদ্ধং সদা নরৈঃ ইতি পাঠান্তরম্।

প্রাপ্য চৈব সদা স্নানং কর্ত্তব্যং পিতৃতর্পণম্ ।
পিণ্ডদানঞ্চ তেনাপ্তং পিতৃণাঞ্চাতিবল্লভম্ ॥১২২
পিতরো হি নিরীক্ষন্তে গগনং সমুপাগতাঃ ।
আশয়া পরয়া ভক্ত্যা আশামেষাং প্রপূরয়েৎ ॥১২৩
বিলম্বো নৈব কর্ত্তব্যো ন চ বিঘ্নং সমাচরেৎ ।
অচ্ছিন্না সন্ততিস্তেষাং সদা কালে ভবিষ্যতি ॥১২৪
পিতরঃ পুত্রদাতারো বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কাঙ্ক্ষিণঃ ॥১২৫
তেন তেষাঞ্চ তদ্দেয়ং যথোক্তেন বিধানতঃ ।
অতঃ শ্রাদ্ধং পুরা প্রোক্তং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ।
তেন সত্বরং তৎ কার্য্যং দ্বিজৈঃ পিতৃপরায়ণৈঃ ॥১২৬
তীর্থেঽক্ষতে গৃহে বাপি সংক্রান্তৌ গ্রহণেঽপি বা ।
বিষুবে তু তথান্যত্র জন্মনক্ষত্রপীড়নে ।
এতে বৈ শ্রাদ্ধকালাঃ স্যুঃ পুরা স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥১২৭
কৃতে শ্রাদ্ধে ন বৈ পুংসাং পীড়া ভবতি দেহজা ।
ইহামুত্র কৃতং বাপি সর্ব্বং ত্যজতি দুষ্কৃতম্ ॥১২৮

প্রীতিলাভ হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রবিচারে শুভকার্য্যের পক্ষে অপ্রশস্তকাল হউক আর প্রশস্তকালই হউক মানুষ সর্ব্বকালে গয়াশ্রাদ্ধ করিবে।১২১

সেখানে সর্ব্বদা স্নান ও তর্পণ করিলে তাহা দোষজনক বা দোষোৎপাদক হয় না। তথায় পিণ্ডদান পিতৃগণের অত্যন্ত প্রিয়।১২২

গয়ায় নভোমণ্ডলে পিতৃগণ পিণ্ড প্রাপ্তির আশায় আগমন করিয়া অবস্থান করেন; সুতরাং ভক্তিসহকারে পিণ্ডদান দ্বারা তাঁহাদের আশা পূরণ করা কর্ত্তব্য।১২৩

তদ্বিষয়ে বিলম্ব করা আদৌ কর্ত্তব্য নহে. বিলম্ব করিলে অজানিত অপ্রত্যাশিত বিপত্তির জন্য কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত বা বিঘ্নিত হইতে পারে। যাঁহারা গয়ায় পিণ্ডদান করেন তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণের বংশধারা, অবিচ্ছিন্ন অখণ্ডিত ধারায় অব্যাহত থাকে। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাভিলাষী পিতৃগণ পুত্রদান করিয়া থাকেন।১২৪—১২৫

কাজেকাজেই তাঁহাদিগকে কদাচই নিরাশ করিবে না। পুরাকলে ভগবান্ স্বয়ম্ভু স্বয়ং শ্রাদ্ধের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। পিতৃপরায়ণ দ্বিজগণ সেই কার্য্য সত্বর সম্পাদন করিবেন। তীর্থে অক্ষতে বা গৃহে, সংক্রান্তি কালে (সূর্য্যাদি গ্রহের রাশান্তর গমন বা সঞ্চার) গ্রহণে বিষুবকালে, জন্মনক্ষত্র; এই সকল প্রশস্ত শ্রাদ্ধকাল, ইহা ভগবান্ স্বয়ম্ভু কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই সকল শুভকালে শ্রাদ্ধ করিলে মনুষ্যগণের দেহপীড়া হয় না। এবং ইহা—পরলোকজ সকল পাপ ও যমযাতনা, গ্রহ, চৌর,

পীড়া যাম্যা ন ভবতি গ্রহচৌরনৃপাদিজা।
দুষ্কৃতং নশ্যতে সর্ব্বং পরত্র চ গতিং শুভাম্ ।।১২৯
লভতে নাত্র সন্দেহঃ প্রজাপতিবরো যথা।
কামেশ্বরী সপ্তবেদে অশ্বক্রান্তস্তু কার্ত্তিকে ।।১৩০
মাতৃমুখ্যং গয়াশ্রাদ্ধং পিতৃমুখ্যন্তু চান্যতঃ।
পিণ্ডঞ্চ ষোড়শং দদ্যাদ্ বহুলং কারয়েৎ সুধীঃ ।।১৩১
পাতয়েৎ ক্ষীরধারাশ্চ হারুহ্য সোমপর্ব্বতম্।
সাক্ষিণঃ সন্তু মে দেবাঃ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
ময়া গয়াং সমাসাদ্য অপনীতমৃণত্রয়ম্ ।।১৩২
ততো ভের্য্যাদিশব্দেন চারুহ্য শিবিকাং নরঃ ।।১৩৩
গৃহং গত্বা সমভ্যর্চ্চ্য গৃহদেবীং যথাবিধি।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাদক্ষয্যমুপধারয়েৎ ।।১৩৪
ভুঞ্জীত ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধং দক্ষিণামুপপাদয়েৎ ।।১৩৫
অস্মিন্ পিণ্ডপ্রদানেন চাগস্ত্যে বিরজেষু চ।
দশাশ্বমেধিকে চৈব তথা বিষ্ণুপদেষু চ ।।১৩৬

নৃপাদিজনিত করপীড়া ও সর্ব্বপাপ বা দুষ্কৃত বিনষ্ট হয় এবং তাহারা পরলোকে শুভগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই।১২৬—১২৯

যেরূপ প্রজাপতির বর ব্যর্থ হয় না, তদ্রূপ ঐ সকলও কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে। কামেশ্বরী, সপ্তবেদ অশ্বক্রান্ত ও কার্ত্তিকে গমনাদি কর্ত্তব্য। গয়াশ্রাদ্ধ মাতৃমুখ্য, অন্যত্র শ্রাদ্ধ, পিতৃতুল্য জানিবে। সুধীগণ প্রথমে ষোড়শপিণ্ড প্রদান করিয়া, তদনন্তর তদধিক বহুল পিণ্ড প্রদান করিবে।১৩০—১৩১

তদনন্তর সাক্ষিণঃ সন্তু মে দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। ময়া গয়াং সমাসাদ্য অপনীতমৃণত্রয়ম্। হে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি দেবগণ, আমি গয়ায় সমাগত হইয়া ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইলাম, তোমরা সাক্ষী হও। এই মন্ত্রে সোমপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া ক্ষীর (দুগ্ধ) ধারা পাতন) করিবে। তদনন্তর ভেরী প্রভৃতি শব্দ করিয়া, নরগণ শিবিকারোহণ করিবে।১৩২—১৩৩

তৎপরে গৃহে গমন করিয়া গৃহদেবীর পূজার্চ্চনা সমাধা, ব্রাহ্মণভোজন ও অক্ষয্যাবধারণ করিবে। তদনন্তর ব্রাহ্মণগণের সহিত ভোজন করিয়া দক্ষিণাদান কর্ত্তব্য।১৩৪—১৩৫

গয়াতীর্থে, আগস্ত্যে, বিরজে দশাশ্বমেধিকে ও বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান

১। পিণ্ডান্ ষোড়শ বৈ দদ্যাৎ ইতি পাঠান্তরম্।

একত্র পিণ্ডদঃ কশ্চিৎ পুনঃ শ্রাদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ।
পুনরাকর্ষণং কৃত্বা শাপঃ পততি মূর্দ্ধনি ॥১৩৭
ত্রিদিনং পাতয়েৎ পিণ্ডং গয়ায়াঞ্চ বিশেষতঃ।
ততো মাতৃগয়ায়াঞ্চ তেবকাহমপি পাতয়েৎ।
আগস্ত্যে বিরজে চৈব পাতয়েচ্চ দিনত্রয়ম্ ॥১৩৮

ইতি যোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে কামরূপাধিকারে চতুর্বিংশতিসাহস্র্যে দ্বিতীয়ভাগে চতুর্থঃ পটলঃ।

করিবে। ইহাদের এক স্থানে পিণ্ডদান করিলে অন্যত্র শ্রাদ্ধ করিবে না। কারণ পুনর্ব্বার আকর্ষণ করিলে মস্তকে অভিশাপ বর্ষণ হয়।১৩৬—১৩৭

গয়ায় বিশেষ করিয়া তিন্ দিন পিণ্ডদান করিবে। তৎপর মাতৃগয়ায় একদিন পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। আগস্ত্যে ও বিরজে তিন দিন পিণ্ডদান করিবে।১৩৮

শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবাদে কামরূপপীঠাধিকারে চতুর্বিংশতিসাহস্র্যে দ্বিতীয়ভাগে চতুর্থ পটল সমাপ্ত।

পঞ্চম পটলঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ততঃ প্রভাতে বিমলে সাধকঃ সিদ্ধমানসঃ।
সোমশৈলস্য চৈশান্যাং দৃষ্টিমাত্রান্তরে প্রিয়ে।
মানশৈলং ততো গত্বা গচ্ছেদ্বারাণসীং সরঃ ॥১
মণীশ্বরস্য চৈশান্যে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাদিগোচরে।
ধনুঃসপ্তান্তরে চৈব কুণ্ডং বারাণসীয়কম্ ॥২
দ্বাবিংশদ্ধনুরায়ামং সর্ব্বদেবৈশ্চ সংযুতম্।
দেবী ত্রিপথগা তত্র গোমতী চ সরস্বতী ॥৩
করতোয়া দিব্যনদঃ লৌহিত্যো ঘর্ঘরস্ততঃ।
সরযূধূতপাপা চ নর্ম্মদা চ মহানদী ॥৪
দৃষদ্বতী দেবিকা চ তথা চর্ম্মণ্বতী নদী।
কৃষ্ণবেণী তথা পুণ্যা শোণঃ শোনো মহানদঃ ॥৫
কাবেরী যমুনা চৈব যে চান্যে নানুকীর্ত্তিতাঃ।
মম প্রীত্যর্থমায়ান্তি কুণ্ডং বারাণসীয়কম্ ॥৬
উদধির্গহ্বরাংশ্চৈব[১] ক্ষীরোদশ্চ তথা পয়ঃ।
ঘৃতোদশ্চৈব মদ্যোদো দধ্যোদশ্চৈব সাগরঃ ॥৭

শ্রীভগবান্ কহিলেন, তদনন্তর বিমল প্রাতঃকালে সিদ্ধাভিলাষী সাধক, সোমশৈলের ঈশানকোণে দৃষ্টিমাত্র অন্তরে অবস্থিত মানশৈলে গমনপূর্ব্বক বারাণসী সরোবরে গমন করিবে।১

মণীশ্বরের ঈশানকোণে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে সপ্তধনু প্রমাণ স্থান ব্যবধানে বারাণসীয়ক কুণ্ড অবস্থিত।২

তাহা দৈর্ঘ্যে দ্বাবিংশতিধনু পরিমিত, উহাতে দেবতাগণ সততই অবস্থান করেন। দেবী ত্রিপথগামিনী গোমতী, সরস্বতী ও করতোয়া, দিব্যনদ, লৌহিত্য, ঘর্ঘরা, সরযূ ও নির্ধৌতপাপ মহানদী নর্ম্মদা।৩—৪

দৃষদ্বতী, দেবিকা, চর্ম্মণ্বতী, পুণ্যদায়িনী, কৃষ্ণবেণী, মহানদ, শোন ও শোন, কাবেরী, যমুনা এবং অন্যান্য বহুতর নদনদী আমার প্রীতির নিমিত্ত বারাণসীয়ক কুণ্ডে আগমন করত বিদ্যমান থাকে।৫—৬

উদধি (জলধি) ও গহ্বরগণ, (গভীর গুহা), ক্ষীরোদ পয়োদ, ঘৃতোদ মধু, দধি ও সাগর, হ্রদ, সমস্ত নদী এবং বিবিধ তীর্থ —সকলই মধুমাসের (চৈত্রমাসের

১। উদধির্গহ্বরং চৈব......ইতি পাঠান্তরম্।

হ্রদাশ্চ সরিতশ্চৈব তীর্থানি বিবিধানি চ।
মধুমাসে চতুর্দ্দশ্যাং সমায়ান্তি ন সংশয়ঃ ॥৮
বৈশাখস্য তৃতীয়ায়াং সমায়ান্তি সুমধ্যমে।
স্নাত্বা তত্র দিবং যান্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥৯
জগন্মায়ে জগদ্দীপে জগৎপাপপ্রণাশিনি।
অমৃতং দেহি মে কুণ্ডে বারাণসি নমোঽস্তু তে ॥১০
ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ তব্ন্যোনার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥১১
তস্য দক্ষিণদিগ্ভাগে ধনুঃপঞ্চপ্রমাণতঃ।
দ্বাবিংশতি ধনুর্ম্মানং কুণ্ডং[১] মণিকর্ণিকাহ্বয়ম্।
মণিকর্ণ্যা সমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।১২
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব সুনিশ্চিতম্।
মণিকর্ণ্যা সমং তীর্থং নাস্তি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে ॥১৩
যুগাদিযু চ সংক্রান্তাবুপরাগে মহেশ্বরি।
স্নানং মধ্যান্দিনে কুর্য্যান্মহাপাতকনাশনম্ ॥১৪

ও বৈশাখমাসের) তৃতীয়ায় তথায় আগমন ও অবস্থান করে, সন্দেহ নাই। তথায় স্নান করিলে, মানব প্রলয়কাল পর্য্যন্ত সুরলোকে বাস এবং সুখভোগের সৌভাগ্য লাভ করে।৭—৮

জগন্মায়ে জগদ্দীপে জগৎপাপ-প্রণাশিনি। অমৃতং দেহি মে কুণ্ডে বারাণসি নমোঽস্তু তে—এই মন্ত্রদ্বারা অর্ঘ্য নিবেদন করিবে।৯—১০

তাহার দক্ষিণ দিগ্ভাগে পঞ্চধনুঃপ্রমাণ দূরে দ্বাবিংশতিধনু পরিমিত মণিকর্ণিকায় কুণ্ড অবস্থিত আছে। হে মহেশ্বরি! মণিকর্ণিকাসম তীর্থ নাই এবং হইবেও না।১১

ইহা সত্য সত্যই পুনঃপুনঃ বলিতেছি যে, ব্রহ্মাণ্ডগোলকে মণিকর্ণিকার ন্যায় ফলপ্রদ তীর্থ আর নাই, ইহা নিশ্চিতই জানিবে।১২

যুগাদিতে,* সংক্রমণে, গ্রহণকালে, মধ্যাহ্নসময়ে মণিকর্ণিকায় স্নান করিলে, মহাপাতক বিনষ্ট হয় ॥১৩

১। কুণ্ডং চ মণিকর্ণিকম্ ইতি পাঠান্তরম্।

* যুগাদিযু চ—যুগ+আদি (আরম্ভক), অর্থাৎ চারিযুগের আরম্ভক (উৎপত্তি) তিথি। জ্যোতিষশাস্ত্রমতে—(১) বৈশাখের শুক্ল তৃতীয়ায় (অক্ষয় তৃতীয়ায়) সত্যযুগের উৎপত্তি, (২) কার্ত্তিকের শুক্লা নবমী ত্রেতা যুগের, (৩) ভাদ্রের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী দ্বাপর যুগের এবং (৪] মাঘ মাসের পূর্ণিমা (মতান্তরে অমাবস্যা) কলিযুগের আরম্ভক তিথি।

মণিকর্ণি সুরশ্রেষ্ঠে মণীশ্বরি মণিপ্রিয়ে।
অঘং হর কৃতাবাসে মণিকর্ণি নমোঽস্তু তে ॥১৫
মন্ত্রেণানেন স্নাত্বা তু প্রণিপত্য প্রপূজয়েৎ ॥১৬
ঐশান্যাং মণিশৈলস্য মঙ্গলা নাম বৈ নদী।
ক্ষীরনীরবহন্তীব[১] পাপৌঘানি পুনীহি মে ॥১৭
মন্ত্রেণ স্নাত্বা দেবেশি প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ।
মণীশ্বরং ততো গত্বা ক্ষালয়েন্মনমুচ্চরন্ ॥১৮
দ্বিতীয়কমেনং স্পৃষ্টবা[২] তু তৃতীয়েনাভিপূজয়েৎ ॥
কলাহস্তদ্বয়াংশেন সিদ্ধিক্ষেত্রমিহোচ্যতে।
হংসোঽর্ঘ্যাসনমারূঢো রশ্মিবিন্দু-সমাসিতঃ (সমাযুতঃ ॥১৯
মন্ত্রোঽয়ং দেবদেবস্য ঋষির্গর্গ উদাহৃতঃ।
ছন্দোঽনুষ্টুব্ ভবো দেব ইষ্টার্থে বিনিযোজয়েৎ ॥২০
উদ্যৎ কিরীটেন্দুকলং সদৈব, বিভর্ত্তি বৈয়াঘ্রতনুশ্চতুর্ভিঃ।
শূলঞ্চ যং যঃ পরমঞ্চ বজ্রং, রক্তং ত্রিনেত্রং পরমং মৃগঞ্চ[৩] ॥২১

মণিকর্ণি সুরশ্রেষ্ঠে মণীশ্বরি মণিপ্রিয়ে অঘং হর কৃতাবাসে মণিকর্ণি নমোঽস্তু তে। এই মন্ত্রে স্নান ও প্রণিপাতপূর্ব্বক পূজা করিবে।১৪—১৫

এই মন্ত্রে প্রণামপূর্বক পূজা ও তুষ্টিবিধান করিবে। মণিপর্বতের ঈশাণ-কোণদিক্ ভাগে মঙ্গলানামধারিণী ক্ষীরসমতোয় প্রবাহিনী তুমি আমার পাপরাশি অপনীত কর। এই মন্ত্রে প্রণামপূর্বক প্রসন্ন ও তুষ্ট করিবে, পশ্চাৎ মণিশ্বর গমনান্তর (প্রোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ ও প্রক্ষালনানন্তর) অপর দ্বিতীয় মন্ত্রে 'কলাহস্তদ্বয়াংশেন সিদ্ধিক্ষেত্রম্' (অর্থাৎ এই স্থলে চন্দ্রসূর্য্য কলাদি চৌষট্টি কলাযুত হস্তদ্বয় প্রমাণ বিশিষ্ট স্থান সিদ্ধিক্ষেত্র বলিয়া কীর্তিত। হংসোঽর্ঘ্যাসন-মারূঢো রশ্মিবিন্দু সমাযুত অর্থাৎ সূর্য্যদেবের কিরণরশ্মিজাল নিগূঢ়ভাবে আকর্ষিত ও অন্তর্নিবিষ্ট আসনোপরি সমারূঢ় বিরাজমান হংসরূপের পরমাত্মা পরব্রহ্ম স্বরূপের অর্ঘ্য প্রদানানন্তর ধ্যান করিবে।১৬—১৯

দেবদেবের এই মন্ত্র ঋষি গর্গ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার ছন্দ অনুষ্টুপ্ দেবতা ভব ইষ্ট সিদ্ধি নিমিত্ত ইহার বিনিয়োগ করিতে হইবে।২০

যে দেবদেবের কিরীটস্থিত মণিখণ্ড বিনির্গত রশ্মিপ্রভায় সকলের কিরণচ্ছটা উদ্ভাসিত (প্রকাশিত) হইতেছে, যিনি নিজদেহে ব্যাঘ্রকৃত্তি (ব্যাঘ্রচর্ম্ম) ধারণ করিয়াছেন, যিনি শূল, বর, অভয় ও বজ্র এতচ্চতুষ্টয়ে শোভমান, যিনি লোহিত (রক্ত) বর্ণ ত্রিনয়নযুত বিরাজমান ॥২১

১। ক্ষীরনীরবহন্তী ত্বং পাপৌঘাচ্চ পুনীহি মাম্॥১৭
২। স্পৃষ্ট্বা দ্বিতীয়কেনৈনং ইতি পাঠান্তরম্।
৩। শূলঞ্চ যং বৈ বরঞ্চ বজ্রঃ ····· মৃগন্থম্।২১

মধ্যে দেবং পূজয়েৎ কৃত্তিবাসং ভীমং দেবং তৎ পুরস্তাৎ হরঞ্চ।
ভবং সাম্বং শক্রমধ্যে বিসংজ্ঞং, পশ্চাদ্দেবং বামনং কালসংজ্ঞম্ ॥২২
যজেচ্ছক্তীঃ পদ্মপত্রেষু দেবী, বারাণসীকীর্ত্তিতয়োঃ পুরস্তাৎ।
শ্রীকণ্ঠাদ্যন্তর্ব্বহিঃ সংযজেদ্বৈ, গুহান্ পশ্চাৎ তৎপুরস্তাদ্দিগীশান্ ॥২৩
বামেঽনন্তঃ পূজিতঃ স্যাৎ পিণাকী, দাক্ষে ভাগে কমলা সর্ব্বতশ্চ।
সিদ্ধেশাখ্যাদগ্রতশ্চ প্রপূজ্যা, স্বৈঃ স্বৈর্ম্মন্ত্রৈঃ স্বীয়কল্পোদিতৈশ্চ ॥২৪
মণিনাথগ্ধাদিলিঙ্গং ব্রহ্মপাষাণমক্ষয়ম্।
ঐশান্যাং মঙ্গলা দেবি চৈতন্মধ্যগতং প্রিয়ে ॥২৫
ক্রোশত্রয়মিদং ক্ষেত্রং মণিপীঠং সুরার্চ্চিতে।
দক্ষবক্তে চ কামেশী হয়গ্রীবস্তু পশ্চিমে ॥২৬
উত্তরে (উত্তরং) কমলং লিঙ্গমুত্তরায়াঃ সমুদ্ভবঃ।
পূর্ব্ববক্তে চ বিরজা উত্তরে কীলকোদ্ভবম্ ॥২৭
অন্যত্র বৈ কোটিদ্বয়ং[১] সর্ব্বং বামোদ্ভবং ভবেৎ।
রমণায়াঃ সমুদ্ভূতং কুণ্ডং পঞ্চশতং শতম্। ২৮
সার্দ্ধকোটিস্তথা লিঙ্গং ত্রিশতঞ্চ কলৌ যুগে।
ভূম্যন্তরস্থং লক্ষ্যঞ্চ সার্দ্ধলক্ষং জলে প্রিয়ে ॥২৯

এবং মুগস্থ অতিভীষণভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, সেই পরমদেব কৃত্তিবাস হর-মহেশ্বরের মধ্যভাগে পূজা করিবে। তদনন্তর কালসংজ্ঞক বামনের পূজা করিবার পর তৎপরস্থিতা বারাণসী কীর্ত্তি শক্তি সকলের পদ্মপত্রে পূজা করিয়া বর্হির্ভাগে শ্রীকণ্ঠাদির পূজাশেষে তৎপুরস্থিত দিগীশগণের (দিগধিপতিগণের) বামভাগে অনন্তের অর্চ্চনা করিবে। দক্ষিণভাগে পিণাকী ও সর্ব্বত কমলাদেবী এবং প্রথমে সিদ্ধেশাখ্য দেবতা—এইসকল দেবতাগণের কল্পোক্ত স্ব-স্ব মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া মণিনাথ আদিলিঙ্গ অক্ষয় ব্রহ্মপাষাণ প্রভৃতি গণের পূজা করিবে। হে দেবি! ঈশানকোণভাগে মঙ্গলাদেবী অবস্থান করেন ইহা মধ্যতম ক্ষেত্র।২২—২৫

হে সর্ব্বদেবগণপূজিতা শঙ্করি! এই মণিপীঠক্ষেত্র তিনক্রোশ পরিব্যাপ্ত। ইহার দক্ষিণমুখে কামেশী এবং পশ্চিমে হয়গ্রীব। উত্তরে উত্তরাসমুদ্ভূত কমললিঙ্গ। পূর্ব্ববক্তে আম্নায় মুখে বিরজা, উত্তরে কীলকোদ্ভব, অন্যত্র বামোদ্ভব দুই কোটি কুণ্ড এবং রমণাসম্ভব পঞ্চশত কুণ্ড। এবং দেড় (এক এবং আরও) কোটি লিঙ্গ আছে, কিন্তু কলিযুগে তিনশত লিঙ্গ বর্ত্তমান। হে প্রিয়ে! ভূম্যাভ্যন্তরে একলক্ষ, আর দেড়লক্ষ জলে। ২৭—২৯

১। অন্যত্র কোটিদ্বিতয়ং—ইতি পাঠান্তরম্।

দ্বিলক্ষং পর্ব্বতে চৈব পঞ্চলক্ষং গুহাসু চ।
ভূমিপীঠে লক্ষসপ্তং বৃক্ষমূলে তু লক্ষকম্ ॥৩০
কুণ্ডমধ্যগতং লিঙ্গমর্দ্ধলক্ষং তথৈব হি।
সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশকে চৈব কুণ্ডং লোহিত্যপাবনম্ ॥৩১
নবেন্দুশাকে দেবেশি বিদিতং সর্ব্বমেব তু।
ত্রাংশং সন্ধ্যাংশকে চৈব যদা শূদ্রো ভবেন্নৃপঃ ॥৩২
তদা কামেশ্বরী দেবী স্ফুটিতা মধ্যমাংশতঃ।
অন্তেনৈব শাকেশ্বরী স্ফুটিতা মধ্যমেঽংশকে ॥
অন্ত্যাংশে চ শাকে দেবী[১] সুব্যক্তা উর্ব্বশী তদা।
ভূশাকে মাধবে ব্যক্তা সুধাংশে বিরজা প্রিয়ে ॥৩৪
ফলং দিব্যেশ্বরত্বং যৎ রাজসূয়েন লভ্যতে।
তৎফলং প্রাপ্যতে দেবি পূজনাদ্বন্দনাৎ প্রিয়ে ॥৩৫
বায়ব্যে মানশৈলস্য বরাহো নাম পর্ব্বতঃ।৩৬
তস্য পূর্ব্বে দক্ষিণে চ নরনারায়ণং সরঃ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৩৭

পর্ব্বতে দুইলক্ষ, গুহায় পঞ্চলক্ষ, ভূমিপীঠে সপ্তলক্ষ, বৃক্ষমূলে একলক্ষ। কুণ্ডমধ্যে অর্দ্ধলক্ষ লিঙ্গ আছে। সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশকে পবিত্র লৌহিত্যকুণ্ড। তাহা নবেন্দু (ঊনিশ) শাকে সর্ব্বত্র বিদিত। সন্ধ্যায় ত্রিংশ শকে যখন শূদ্র রাজা হইবে, তখন কামেশ্বরী দেবী মধ্যমাংশে স্ফুটিতা (ব্যক্তা প্রকটিতা) হইবেন।৩০—৩৩

অনন্তর মধ্যমাংশে দেবী শাকেশ্বরী স্ফুটিতা (প্রকটিতা) হইবেন। অন্ত্যাংশকে উর্ব্বশী দেবী সুব্যক্তা হইবেন। ভূশাকে মধ্যমাংশে বিরজা দেবী প্রকট হইবেন।৩৪

হে দেবি! রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা যে দিব্যেশ্বরত্ব ফল লাভ হয়, তথায় পূজা বন্দনাদি করিলে সেই ফল লাভ করিতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই।৩৫

হে প্রিয়ে! মানবশৈলের বায়ব্যকোণে (বায়ুকোণে) বরাহ নামে এক পর্ব্বত আছে।৩৬

তাহার পূর্ব্ব দক্ষিণদিকে নরনারায়ণ সরোবর বিদ্যমান আছে। তথায় স্নান ও পান করিলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।৩৭

১। অন্ত্যাংশে চৈব শাকে চ ইতি পাঠান্তরম্।

তস্য পশ্চিমতীরে চ লিঙ্গং সোমেশ্বরং হরম্।
তীর্থং প্রভাসনামানং মৃতানাং মুক্তিদং পরম্ ॥৩৮
দেবনাৎ কৃতপিণ্ডনাং পাপর্জিতং কামং নৃণাম্[১]।
তত্র বৈনায়কং* তীর্থং বায়ব্যে ধনুরষ্টকম্ ॥৩৯
সশতং ধনুরায়ামং প্রভাসং তীর্থমুত্তমম্।
বায়ব্যে তস্য দেবেশি ধনুরর্কপ্রমাণতঃ ॥৪০
তীর্থং বিন্দুসরঃ পুণ্যং স্নানাৎ পাতকনাশনম্।
মণিসোমাচলান্তেন সহস্রপঞ্চকং ধনুঃ[২] ॥৪১
ভূলিঙ্গে চ ভবেৎ কোটিজ্যামিতা চ সরস্বতী।
ধানুষ্কোকিলকঃ শম্ভুর্লক্ষঃ কালিরুদাহৃতা ॥৪২
নাটকাচলপূর্ব্বে তু মতঙ্গো নাম পর্ব্বতঃ।
অগ্নৌ হয়াচলং যাবৎ[৩] শিবস্যান্তর্গৃহং স্মৃতম্ ॥৪৩
অন্তর্গৃহমৃতানাঞ্চ[৪] যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
অক্ষয়ং সৎকৃতং তত্র যৎকৃতঞ্চ তদক্ষয়ম্ ॥৪৪

তাহার পশ্চিমতীরে সোমেশ্বরলিঙ্গ শিব বিদ্যমান আছেন; সেই তীর্থের নাম প্রভাস। এই তীর্থ মৃতগণকে পরলোকে মুক্তি বিধান করিয়া থাকে। তথায় বায়ুকোণে অষ্টধনু পরিমিত বৈনায়কতীর্থ।৩৮—৩৯

প্রভাসতীর্থ শতধনু আয়াম (দৈর্ঘ্য) বিশিষ্ট। হে দেবি! তাহার বায়ব্য কোণে দ্বাদশধনু পরিমিত বিন্দুসরোবর নামক পাপনাশক মুক্তিদাবধায়ক অত্যুত্তম পবিত্র তীর্থ আছে। তাহা মণিসোমাচল পর্য্যন্ত পঞ্চসহস্র ধনুঃপ্রমাণ বিস্তৃত।৪০—৪১

ভূলিঙ্গে কোটিধনুপরিমিতা সরস্বতী। তথায় ধানুষ্কোকিলক শম্ভু এবং লক্ষ কালিকা আছেন।৪২

নাটকাচলের পূর্ব্বে মতঙ্গ নামে পর্ব্বত আছে। এখানে অচল পর্য্যন্ত স্থান শিবের অন্তর্গৃহ বলিয়া কথিত আছে।৪৩

যে মানব অন্তর্গৃহে প্রাণত্যাগ করে, তাহার অক্ষয় ব্রহ্মসনাতনপদ প্রাপ্ত হয় এবং তথায় যাহা কিছু সৎকার্য্য করে তৎসমুদয়ই অক্ষয় হয়।৪৪

১। কামপূরকৃতং নৃণাম্, ইতি পাঠান্তরম্।

* বৈনায়কং—বিনায়ক (গণেশ)+সম্বন্ধার্থে) অ (বিণ)—গণেশ সম্বন্ধীয়, বৈনায়ক তীর্থের নাম।

২। ধনুঃ সাহস্রপঞ্চকম্।

৩। অচলং যাবদগ্নৌ তু।

৪। অন্তর্গৃহমৃতা যে চ যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্, ইতি পাঠান্তরম্।

মণিশৈলে স্থিতা যে চ যে মৃতাস্তে পুনর্ভবাঃ ।
তত্র দানং কুরুক্ষেত্রসমং ভবতি নান্যথা ॥৪৫
অশ্বতীর্থেন্দ্রমধ্যে তু ব্রহ্মাবধিরুদাহৃতঃ ।
বরাহস্য মুখে তোয়ং দৃষ্টা মৎস্যোদরী তদা।
আষাঢ়ে বর্ষণে বিষ্ণোর্যদা মৎস্যোদরং ভবেৎ ॥ ৪৬
তদা সর্ব্বপ্রযত্নেন স্নানং কুর্য্যান্মম প্রিয়ে ।
শতজন্মকৃতং পাপং স্নানান্নশ্যতি নিশ্চিতম্ ॥৪৭
ভাদ্রে বা শ্রাবণে বাপি তদর্দ্ধার্দ্ধং লভেৎ ফলম্ ।
কার্ত্তিকে দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ ফলং দশগুণোত্তরম্ ॥৪৮
হস্তাচলস্য পূর্ব্বে তু কিঞ্চিদৈশান্যগোচরে ।
ভস্মাচলং স্থিরং ভূত্বা সমীক্ষেৎ কামমুচ্চরন্ ॥৪৯
কীলকাচরমে ভাগে নাক্রান্তং সূত্রমাপতে ॥৫০
তৎক্ষেত্রস্যোত্তরে ভাগে ধনুরর্কপ্রমাণতঃ ।
উর্ব্বশী সা[১] সমাখ্যাতা সর্ব্বকিল্বিষনাশিনী ॥৫১
মাঘে মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাঞ্চ সমাহিতঃ ।
স্নাত্বাশ্বমেধজং পুণ্যং লভতে সংক্রমেষু চ ॥৫২
দিনক্ষয়ে চ গ্রহণে ন স্নায়াদ্ধি কদাচন ।
নাশোঽপি জ্যেষ্ঠপুত্রস্য ধনস্য পরমেশ্বরি ॥৫৩

যাহারা মণিশৈলে অবস্থান করে, তাহাদিগকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। তথায় দান করিলে কুরুক্ষেত্র সমান ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥৪৫

অশ্বতীর্থেন্দ্রের মধ্যে স্থানকে ব্রহ্মাবধি বলা হয়। তথায় বরাহের মুখে জল ও মৎস্যোদরী দর্শন করিবে। আষাঢ়ের বর্ষণকালে যখন বিষ্ণুর মৎস্যোদর হয়। হে প্রিয়ে! তখন সর্ব্বপ্রযত্নে তথায় স্নান করা কর্ত্তব্য। এই স্থানে স্নান করিলে শতজন্ম কৃত পাপ নিশ্চিতই বিনষ্ট হইয়া যায়। ভাদ্রে বা শ্রাবণে অর্দ্ধেক ফল, কার্ত্তিকে তাহার দশগুণেরও অধিক ফল লাভ হয়।৪৬—৪৮

হস্তাচলের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ঈশানকোণে উত্তর পূর্ব্ব দিক অচঞ্চল দৃঢ় স্থির হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ ভস্মাচল দর্শন করিবে। কীলকের চরমভাগে আক্রান্ত (আকর্ষণ) করিবে না।৪৯—৫০

উক্ত ক্ষেত্রের উত্তরভাগে দ্বাদশধনু পরিমাণ সর্ব্বকিল্বিষ (পাপ) বিনাশিনী উর্ব্বশী তীর্থ। তথায় মাঘ-মাসের শুক্লদ্বাদশীতে এবং সংক্রমণে (সংক্রান্তিতে) সমাহিত হইয়া স্নান করিলে অশ্বমেধতুল্য ফলপ্রাপ্ত হয়।৫২

হে পরমেশ্বরি! সায়ংকালে বা গ্রহণে কদাচ তথায় স্নান করিবে না। যদি কেহ করে তাহা হইলে তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র ও ধন নাশ হয়।৫৩

১। উর্ব্বশীতি সমাখ্যাতা ইতি পাঠান্তরম্।

তারং শ্রবণশূন্যঞ্চ বারাহা (বারাহং) সশিখীস্থিতঃ।
সমার্ণকো বহ্নিজায়াঽনন্তোঽয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৫৪
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রসরাংসি চ।
উর্ব্বশ্যন্তানি সর্ব্বাণি পাপং হর নমোঽস্তু তে ॥৫৫
মন্ত্রেণ বিধিবৎ স্নাত্বা চোত্তরাশামুখেন তু।
বারুণেন চ মন্ত্রেণ দদ্যাদর্ঘ্যং বিভূতয়ে ॥৫৬
পূর্ব্বাশামজ্জনং কৃত্বা মহাঽলক্ষ্ম্যা বিমুচ্যতে।
ধনং ধান্যং প্রজাবৃদ্ধিঃ কুবেরাশাবিমজ্জনাৎ ॥৫৭
তস্যাঃ পূর্ব্বে চার্কধনুরযুতাংশং তথা পরম্‌।
সূর্য্যতীর্থমিতি খ্যাতং দেবানামপি দুর্ল্লভম্‌ ॥৫৮
ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাস্তীর্থানি চ সরাংসি চ।
মাহাত্ম্যমতুলং তস্য সূর্যকুণ্ডস্য শঙ্করি ॥৫৯
ভৃগ্বন্তং গগনং দেবি ভৃগুস্বার্গান্তিকো মনুঃ।
স্নানে চ পূজনে চার্ঘ্যং স্তুতৌ চ বিনিযোজয়েৎ ।৬০
মাসি চৈত্রে চ মাঘে চ সপ্তম্যাং রবিবাসরে।
স্নাত্বা যোঽন্যমবাপ্নোতি[১] সূর্য্যলোকঞ্চ বিন্দতি।৬১
রক্তাংশো বিংশসম্ভূত মহাপাতকনাশন।
হর্ম্মানস মহাভাগং পাপং হর নমোঽস্তু তে ॥৬২

তারাশ্রবণশূন্য, শিখি সহিত বরাহ, সমার্ণক ও বহ্নিজায়া ও উর্বশী তীর্থ আসমুদ্র সরিৎ সরোবর সহ পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে সকলে আমার পাপ অপনোদন কর। তোমাদিগকে প্রণাম। এই মূলমন্ত্রে উত্তরাভিমুখী হইয়া বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া বিভূতির জন্য বরুণমন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে।৫৪—৫৬

পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া স্নান করিলে মহা অলক্ষ্মী অর্থাৎ দারিদ্র্য চলে যায়, উত্তরাভিমুখে স্নান করিলে ধনধান্য ও প্রজাবৃদ্ধি হয়। তাহার পূর্ব্বে দ্বাদশধনু পরিমিত দশসহস্র দেবগণেরও দুর্ল্লভ বিখ্যাত সূর্য্যতীর্থ।৫৭—৫৮

ঋষিগণ, সিদ্ধগণ ও গন্ধর্ব্ব, তীর্থ ও সরোবর—সকলই সেই সূর্য্যকুণ্ডের সন্নিহিত বা নিকটবর্তী। হে শঙ্করি! কোন তীর্থের ফল মাহাত্ম্যই গুণফল যাহা তার সমকক্ষ নহে।

ভৃগ্বন্ত গগন এবং ভৃগু গর্গান্তিক মনু স্নানে ও পূজনে অর্ঘ্য ও স্তবে বিনিয়োগ করিবে।৬০

চৈত্র ও মাঘ মাসে সপ্তমীতে রবিবারে স্নান করিলে সূর্যলোক প্রাপ্ত হয়।৬১

"রক্তাংশো বিংশসম্ভূত মহাপাতকনাশন। হরমানসসৌভাগ্য পাপং হর

১। স্নাত্বা সর্বমবাপ্নোতি ইত্যপি পাঠঃ।
২। হরমানসসৌভাগ্য ইতি পাঠান্তরম্‌।

মন্ত্রেণানেন সংপূজ্য প্রণতিং সমুপাচরেৎ।
তৎপূর্ব্বে তু পঞ্চধনুঃ কামাখ্যং নাম বৈ সরঃ।
তত্র স্নাত্বা ত্রয়োদশ্যাং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াং ॥৬৩
ধাত্রীফলং মুখে কৃত্বা যস্তু স্নানং সমাচরেৎ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং রাজানং পৃথিবীপতিম্ ॥৬৪
চৈত্রে সিতত্রয়োদশ্যাং স্নাত্বা রাজ্যঞ্চ বিন্দতি।
বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ কামেনার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥৬৫
কামকুণ্ড মহাভাগ দেবীভিঃ সংস্কৃতঃ স্বয়ম্।
প্রযচ্ছ কামান্ সকলান্ পাপাচ্চ ত্রাহি সর্ব্বতঃ ॥৬৬
সূর্য্যতীর্থে চার্ঘ্যদানং যঃ করোতি বরাঙ্গনে।
শতমষ্টোত্তরঞ্চাপি সহস্রমযুতং তথা।
দ্বাদশাষ্টৌ তু দেবেশি চাশ্বমেধফলং লভেৎ ॥৬৭
মাঘে বা ফাল্গুনে বাপি স্বাহার্ঘ্যং সপ্তমীদিনে।
স্নাত্বা রব্যুদয়ে কালে কুষ্টী পাপাদ্বিমুচ্যতে ।৬৮
অপুষ্পিতা চ বিংশাহাৎ যা নারী পরমেশ্বরি।
তত্রাভ্যর্চ্চ্যার্ঘ্যদানেন সা নারী পুষ্পিতা ভবেৎ ॥৬৯

নমোঽস্তু তে"। এই মন্ত্রে পূজা ও প্রণাম করিবে। তাহার পূর্ব্বভাগে পঞ্চধনু পরিমিত কামাখ্য নামক সরোবর। ত্রয়োদশীতে তথায় স্নান করিলে, সর্ব্বকাম অর্থাৎ সর্ব্ববিধ মংগল সৌভাগ্যসম্পদ্ ও সর্ব্ব মনোভীষ্ট বস্তু লাভ হয়।৬২—৬৩

ধাত্রীফল (আমলকী ফল) মুখে করিয়া স্নান করিলে, অপুত্রকের পুত্রলাভ হয় এবং পুত্র পৃথিবীপতি রাজা হন।৬৪

চৈত্রমাসের শুক্লত্রয়োদশীতে স্নান করিলে রাজ্যলাভ হয়। 'কামকুণ্ড মহাভাগ দেবীভিঃ সংস্কৃতঃ স্বয়ং। প্রযচ্ছ কামান্ সকলান্ পাপাচ্চ ত্রাহি সর্ব্বতঃ'।—এই মন্ত্রে অর্ঘ্য নিবেদন করিবে।৬৫—৬৬

হে বরাংগনে! যে মানব সূর্য্যতীর্থে অষ্টোত্তরশতসহস্র বা অযুত অথবা দ্বাদশ বা আটটি অর্ঘ্য প্রদান করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করে।৬৭

মাঘ বা ফাল্গুনমাসের সপ্তমীদিনে সূর্য্যোদয়কালে স্নানান্তে অর্ঘ প্রদান করিলে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।৬৮

হে পরমেশ্বরি! যে নারী অপুষ্পিতা অর্থাৎ কালে (সময়ের ক্রমে) ঋতুমতী না হয়, সে তথায় অর্চ্চনাপূর্ব্বক অর্ঘ্যদান করিলে বিংশতিদিবস মধ্যে পুষ্পিতা (রজস্বলা) হইবে।৬৯

যোহর্ঘ্যন্তু মার্ত্তপাত্রেণ চাদিত্যস্য তু শঙ্করি।
সপ্তজন্মনি দারিদ্র্যম্ তেসৌ চাভিজায়তে ॥৭০
মৃতাপত্যা চ যা নারী ত্বহি সংপূজ্য ভাস্করম্।
করবীরেণ বার্কেণ তথা ধাত্রীফলেন চ।
করবীরশতং দত্ত্বা নাপুষ্পো জায়তে ক্বচিৎ[১] ॥৭১
অভাবে করবীরস্য পত্রান্যপি নিবেদয়েৎ।
রক্তং রুদ্রজটঞ্চৈব রক্তঞ্চ করবীরকম্ ॥৭২
তথা রক্তয়া দেবি শস্তং ভাস্করপূজনে।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব পুষ্পাণাং শ্রেষ্ঠঞ্চ করবীরকম্ ॥৭৩
একঞ্চ করবীরঞ্চ রক্তপদ্মসহস্রকম্।
প্রতিপুষ্পং চাশ্বমেধ-ফলং সম্যক্ প্রজায়তে ॥৭৪
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন করবীরেণ পূজয়েৎ।
অভাবে করবীরস্য ত্রিবারং বাগ্যতঃ স্মরেৎ ॥৭৫
উচ্চরেৎ করবীরেতি ন তথা কোটি-জপিতঃ (জাপ্যতঃ)।
প্রীতিঃ স্যাৎ করবীরস্য ন তথা যাতি ভাস্করঃ ॥৭৬

হে শঙ্করি! মৃৎপাত্রে আদিত্যের অর্ঘ্যদান করিলে সপ্তজন্ম শ্রীমন্তের (ঐশ্বর্য্যসৌভাগ্যসম্পদশালী ভাগ্যবানের) গৃহে জন্ম লাভ করিয়া দারিদ্র্য বা নির্ধনতা প্রাপ্ত হয় না।৭০

মৃতাপত্যা অর্থাৎ মৃতবৎসা (যে নারীর সন্তান হইয়া বাঁচে না বা জীবিত থাকে না) নারী করবীর পুষ্প সহিত অর্ক (আকন্দ) ফুল বা ধাত্রীফল (আমলকী) সহ শতকরবী দ্বারা সূর্য্যের পূজা করিলে পুত্রবতী হইয়া থাকে।৭১

করবীর অভাবে করবীর পত্রও নিবেদন করিবে। রক্ত (লাল) রুদ্রজটা ও রক্ত করবীর এবং অন্যান্য রক্তপুষ্প ভাস্কর (সূর্য্য) পূজায় প্রশস্ত, সকল পুষ্পের মধ্যে করবীর শ্রেষ্ঠপুষ্প।৭২—৭৩

একটি করবীর পুষ্প সহস্র কমল সমান ইহার প্রতিটি পুষ্পের ফলোৎপাদিকা শক্তি ও পরিমাণ এক-একটি অশ্বমেধের ফলের সমতুল্য হয়।৭৪

এই হেতু সর্ব্বপ্রযত্নেই করবীর পুষ্পে পূজা করিবে। করবীর অভাবে বাগ্যত (মৌনী) হইয়া তিনবার করবীর স্মরণ করিবে।৭৫

'করবীর' এই শব্দ উচ্চারণ মাত্র কোটিজপের সমান ফল হয়। করবীর পুষ্প দ্বারা সূর্য্যদেবের যেরূপ প্রীতি (সন্তোষ বা আনন্দ) হয়, অন্য পুষ্পে তদ্রূপ হয় না।৭৬

১। ....নাপুত্রী জায়তে কচিৎ ইতি পাঠান্তরম্।

সম্বৎসরস্য মধ্যে তু বারৈকং চৈকদা সপ্তমীব্রতং।
সূর্য্যতীর্থে পুমান্ কৃত্বা পুনাতি কুলসপ্তকম্ ॥৭৭
অপরাহ্ণং পরং কালং বিজানীহি ব্রতস্য চ।
ন্যূনাতিরিক্তে দেবেশি ন সিদ্ধির্জায়তে ভুবি ॥৭৮
দ্বিপকং বর্জ্জয়েদ্ যস্মাদ্ ঘৃতঞ্চৈব কলায়কম্।
কশেরুশৃঙ্গবেরঞ্চ লবণঞ্চ কষায়কম্ ॥৭৯
অম্লঞ্চৈব তথা তিক্তং দূষিতঞ্চ ন ভক্ষয়েৎ।
শিলাপাত্রে চ ভোক্তব্যং রৌপ্যতাম্রে কদাচ ন ॥৮০
মদনস্য দক্ষভাগে ধনুঃপংক্তিপ্রমাণতঃ।
তীর্থং গঙ্গাসরিন্নাম তত্র স্নাত্বা মহৎফলম্ ॥৮১
গঙ্গাতীরে নরঃ স্নাত্বা পিতৃন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েদ্।
ব্রহ্মলোকং সমাপ্নোতি রবিসংক্রমণে গ্রহে ॥৮২
বিষ্ণুপাদরজঃসম্ভূতে[১] গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবে সরিৎশ্রেষ্ঠে ত্রাহি মাং সর্ব্বপাতকাৎ ॥৮৩
তুলায়াং মকরে চৈব শুক্লাষ্টম্যাঞ্চ ভাবিনি।
স্নানমাত্রং নরঃ কৃত্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৮৪

সম্বৎসর মধ্যে সূর্য্যতীর্থে একবার সপ্তমীব্রত করিলে, সাত পুরুষ (বংশের প্রবর্তক হইতে গণিত বংশধরের পর্য্যায়ক্রম কাল) পবিত্র করিয়া থাকে। অপরাহ্ণকালই ব্রতের প্রশস্ত বা উৎকৃষ্টকাল জানিবে। হে দেবেশি! তাহার ব্যতিক্রম হইলে ভূতলে সিদ্ধি লাভ হয় না।৭৭—৭৮

দ্বিপক্ব কলা ও ঘৃত পরিবর্জ্জন করিবে। কশেরু, বৃক্ষাদির মূল (মুথা জাতীয় কন্দন বা) লবণ, আর্দ্রক (আদা), কষায়, অম্ল ও তিক্ত এবং দূষিত বস্তু ভক্ষণ করিবে না।৭৯

শিলাপাত্রে ভোজন কর্ত্তব্য। রৌপ্য বা তাম্র পাত্রে কদাচ ভক্ষণ করিবে না।৮০

মদনের দক্ষিণভাগে দশধনুপ্রমাণ গঙ্গাসর নামক তীর্থ আছে; তাহাতে স্নান করিলে পরমশ্রেষ্ঠ ফললাভ হয়। গঙ্গাসর তীরে রবিসংক্রমণে ও গ্রহণকালে স্নান করিবার পর দেবপিতৃগণের তর্পণ করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। তুলা, মকরে ও শুক্লাষ্টমীতে, 'ধর্ম্মদ্রবে সরিৎশ্রেষ্ঠে ত্রাহি মাং সর্ব্ব-পাতকাৎ'—এই মন্ত্রে স্নান করিলে বিষ্ণুলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়।৮.—৮৪

১। বিষ্ণুপাদরজোদ্ভূতে ইতি সমীচীনঃ পাঠঃ।

তস্য দক্ষিণদিগ্ভাগে ধনুরষ্টপ্রমাণতঃ।
আগস্ত্যং পরমং তীর্থং মৃতানাং ভুক্তিমুক্তিদম্।
যো গত্বা মজ্জতে মর্ত্যঃ সর্ব্বজ্ঞত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥৮৫
স্বয়ং দেবো মহাদেবো বিষ্ণুস্তত্র চ সংস্থিতঃ।
কামাখ্যায়াশ্চ ক্রীড়ার্থমাগস্ত্যং কুণ্ডমুত্তমম্ ॥৮৬
সর্ব্বপাপহরং শুদ্ধং বিষ্ণুব্রহ্মাদিভির্যুতম্।
দেবদানববিদ্যাধৃগ্বন্দিতং সর্ব্বকামদম্ ॥৮৭
নানারত্নাদিভির্নদ্ধং সোপানং সুমনোহরম্।
শল্যস্যোৎপাদিতং[১] কুণ্ডং মহাদেব্যাশ্চতুষ্টয়ম্ ॥৮৮
মাঘে চ কার্ত্তিকে চৈব শুক্লপক্ষে বরাননে।
দশম্যাং স্নানমাত্রেণ পুষ্করস্য ফলং লভেৎ ॥৮৯
শতজন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।
সহস্রজন্মজং পাপং বিষুবে[২] চ দিনক্ষয়ে ॥৯০
পৌষে চ কর্কটে চৈব কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহেশ্বরি।
স্নানঞ্চ বর্জ্জয়েদ্দেবি ভার্য্যাহানির্ভবেদ্ যতঃ ॥৯১

তাহার দক্ষিণদিগ্ভাগে অষ্টধনুপ্রমাণ আগস্ত্য নামক পরমতীর্থ আছে: সেখানে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে নরগণ ভোগমোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যে-নর তথায় গিয়া অবগাহন স্নান করে সে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়।৮৫

স্বয়ং মহাদেব ও বিষ্ণু তথায় অবস্থান করেন। কামাখ্যার ক্রীড়ার নিমিত্ত সর্ব্বপাপহর বিশুদ্ধ ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ সেবিত, বিদ্যাধরবন্দিত, সর্ব্বকামনাসিদ্ধিদায়ক নানারত্ন সমন্বিত মনোহর সোপানবিশিষ্ট পুণ্যতম অগস্ত্য কুণ্ড বিদ্যমান আছে মহাদেবীর কুণ্ডচতুষ্টয় শল্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত (নির্ম্মিত) হইয়াছে। হে বরাননে! মাঘ বা কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দশমীতে এথামে স্নান করিলে পুষ্কর তীর্থের ফল লাভ হয়।৮৬—৮৯

শতজন্মের কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। আর তিথিক্ষয়ে বিষুবদিবসে সহস্রজন্মশত পাপ বিনষ্ট হইলে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত পুণ্যলোক লাভ করে।৯০

হে মহেশ্বরি! পৌষে, কর্কটে ও কৃষ্ণাষ্টমীতে স্নান করিবে না, অন্যথায় অর্থাৎ তাহা করিলে ভার্য্যাহানি হয়।৯১

১। শল্যসোৎপাটনং ইতি বা পাঠঃ।
২। বিষুব (বিষুপ)—যে সময়ে দিবা ও রাত্রির মান সমান। সূর্য্যের মেষ ও তুলা সংক্রান্তি।

যথা বারাণসী পুণ্যা তথা পুণ্যা ন সংশয়ঃ।
গুহ্যতীর্থং পরং দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।৯২
এতদ্‌গুহ্যতমং ক্ষেত্রমেতদ্‌গুহ্যতরং পরং।
যত্র গত্বা নরঃ সদ্যো মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ।।৯৩
তত্র দেবো মহাদেবো যত্র দেবী সরস্বতী।
গংগাদিসরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাঃ সপ্ত চৈব হি ।।৯৪
নদাঃ শোণাদয়ো যত্র তীর্থানি চ সরাংসি চ।
কিম্বা বামে পরীতস্য কুণ্ডস্য পরমেষ্ঠিনঃ।
ন শক্যো বিস্তরাদ্বক্তুং ময়া জলজলোচনে ।।৯৫
যথা চরাচরং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং ত্রাসয়েল্লঘু।
তথা ত্রায়স্ব মাং নিত্যং তীর্থবর্য্য নমোঽস্তু তে ।।৯৬
তস্য ক্ষেত্রস্য চাগ্নেয়ে কিঞ্চিৎ পশ্চিমগোচরে।
একবিংশদ্ধনুর্ম্মানং বাসবং নাম তীর্থকম্ ।।৯৭
বাসবে পরমে তীর্থে স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্য চ বাসবম্।
শক্রবীজেন দেবেশি চেষ্টং হি সদনং ব্রজেৎ ।।৯৮
বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ পৃথব্যাং স্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
বাসবাখ্যং মহাতীর্থং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
ভবাম্ভসি নিমজ্জ্যাথ যথোক্তফলদা ভব ।।৯৯

বারাণসী যেরূপ পুণ্যময়ী, ইহাও নিঃসন্দেহে তদ্রূপ। হে দেবি! ইহা পরমগুহ্য ক্ষেত্র ।৯২

এই তীর্থ পরমগুহ্যতম, ইহাতে গমন করিলে নরগণ তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্মুক্ত হয় ।৯৩

এখানে মহাদেব, দেবী সরস্বতী, গংগাদি সরিৎগণ, সকল সমুদ্র, শোণাদি নদসকল এবং সর্ব্বতীর্থ ও সরোবরসমূহ পরমেষ্ঠী কুণ্ডের বামে বিরাজিত। হে কমললোচনে! আমি আর অধিক বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিতে সমর্থ নহি ।৯৪—৯৫

'যথা চরাচরং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং ত্রাসয়েল্লঘু। তথা ত্রায়স্ব মাং নিত্যং তীর্থবর্য্য নমোঽস্তু তে ।।' এই মন্ত্র দ্বারা তথায় পূজা ও অর্ঘ্যাদি প্রদান করিবে। সেই ক্ষেত্রের আগ্নেয় কোণে কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিকে একবিংশতিধনু পরিমিত বাসব নামক তীর্থ। পরমতীর্থ বাসবতীর্থে স্নান, শক্রবীজে বাসবের (ইন্দ্রের) পূজা করিয়া,অভিলষিত স্থানে গমন করিতে সমর্থ হয় ।৯৬—৯৮

'বাসবাখ্যং মহাতীর্থং সর্ব্বপাপ-প্রণাশনং। ভবাম্ভসি নিমজ্জ্যাথ যথোক্তফলদো ভব।" এই মন্ত্রে অর্ঘ্য নিবেদন করিবে ।৯৯

তস্য পশ্চিমতো দেবি নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্।
ধনুঃ সপ্তপ্রমাণেন রম্ভাতীর্থং মহেশ্বরি।
রম্ভাতীর্থে নরঃ স্নাত্বা রূপবানভিজায়তে ॥১০০
সহ ভর্ত্রা মৃতা ভবেৎ[১] জ্ঞানান্নারী পতিব্রতা।
রম্ভালোকঞ্চ তদনু তদন্তে ভবনং হরেঃ ॥১০১
যাতি নাস্ত্যত্র সন্দেহঃ শেষে চ গুরুবাসরে।
ব্রহ্মকর্ম্মসমুদ্ভূতে সর্ব্বকামপ্রদে শুভে ॥১০২
কামদ্রবে নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ।
স্নাত্বানেন (স্নাত্বা তু যেন) রম্ভায়ৈ মন্ত্রেণার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।১০৩
ক্ষেত্রস্য পশ্চিমে ভাগে ধনুস্ত্রিংশৎপ্রমাণতঃ।
তত্রৈব রুক্মিণীকুণ্ডং স্নাত্বা ব্রহ্মপুরং ব্রজেৎ ॥১০৪
মুখস্য ক্ষালনং কৃত্বা নারী বা পুরুষোঽপি বা।
রূপবান্ পরলোকে তু জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥১০৫
স্নানং কন্দর্পবীজেন শৃণু ক্ষালনমন্ত্রকম্।
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশানৈঃ ক্ষালিতং বদনং ত্বয়ি।
রূপবানাশ্বিনোর্যাতি রূপং সত্যেন দেহি মে ॥১০৬

হে মহেশ্বরি! তাহার পশ্চিমদিকে নাতিদূরে স্থিত সপ্তধনুপ্রমাণ রম্ভাতীর্থ। নরগণ রম্ভাতীর্থে স্নান করিলে রূপবান্ হয়।১০০

পতিব্রতা নারী ভর্ত্তার সহিত তথায় সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করিয়া প্রথমে রম্ভালোকে, তৎপর হরিলোকে গমন করিয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই।১০১

তথায় গুরুবারে "ব্রহ্ম-কর্ম্মসমুদ্ভূতে সর্ব্বকামপ্রদে শুভে। কামদ্রবে নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ।"—এই মন্ত্র দ্বারা স্নান করিয়া রম্ভকে অর্ঘ্য নিবেদন করিবে।১০২—১০৩

ক্ষেত্রের পশ্চিমভাগে ত্রিংশৎধনুপ্রমাণ সেই স্থানেই রুক্মিণীকুণ্ড। তথায় স্নান করিয়া ব্রহ্মপুরে গমন করিয়া থাকে। পুরুষই হউক আর নারীই হউক, এই তীর্থে মুখপ্রক্ষালন করিয়া নিঃসন্দেহে পরলোকে রূপ লাভ করে।১০৪—১০৫

কন্দর্প বীজমন্ত্রে স্নান কর্ত্তব্য। 'ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশানৈঃ ক্ষালিতং বদনং ত্বয়ি। রূপবানাশ্বিনোর্যাতি রূপং সত্যেন দেহি মে'।—ইহা মুখপ্রক্ষালন মন্ত্র।১০৬

১। ভর্ত্রা সহ মৃতা যাপি.........ইতি চ পাঠঃ।

বায়ব্যে তস্য ক্ষেত্রস্য[১] ধনুরষ্টকসম্মিতম্ ।
পিতৄণাং পরমং তীর্থং স্নানাদ্ যাতি পরাং গতিম্ ॥১০৭
পিতৃতীর্থ মহাভাগ স্বয়ং দেবাষ্টসংকৃত ।
তৃপ্তিহেতো র্মহাভাগ অঘোরাস্মাং পুনীহি তাঃ ॥১০৮
অত্র স্নাত্বা চ মন্ত্রেণ পিতৃমেধ*ফলং লভেৎ ।
আগস্ত্যস্য তু দক্ষে চ গত্বা স্নাত্বা স্তুতর্প্য চ ॥১০৯
ধনুর্ব্বেদপ্রমাণঞ্চ গবাক্ষগতি বৈ সরঃ ।
তত্র গত্বা চ সপ্তম্যাং পিতৄণামনৃণো ভবেৎ ॥১১০
গয়াতীর্থং মহাতীর্থং পিতৄণাং নাস্তি তৎসমম্ ।
পাবনং সর্ব্বতীর্থেষু মাং পুনীতাতিপাপতঃ ॥১১১
অনেন কৃত্বা স্নানং তু উত্তীর্য্য ধৌতবাসসা[২] ।
বিধায় তিলকং দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ ক্ষেত্রং প্রদক্ষিণম্ ॥১১২
গত্বা দশাশ্বক্ষেত্রে চ পিণ্ডং দদ্যাৎ সমাহিতঃ ।
তত্র দেবি ষোড়শকৈঃ[৩] পিতৄণামর্চ্চয়েদ্বুধঃ ॥১১৩

সেই ক্ষেত্রের বায়ুকোণে অষ্টধনু পরিমিত পিতৃগণের পরমতীর্থ . তথায় স্নান করিলে পরমাগতি প্রাপ্ত হয় ।১০৭

'পিতৃতীর্থ মহাভাগ স্বয়ং দেবাষ্টসংকৃত । তৃপ্তিহেতো র্মহাভাগ অঘোরাস্মাং পুণীহি তাঃ' । এই মন্ত্র দ্বারা তথায় স্নান করিলে পিতৃমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয় অর্থাৎ পিতৃপিতামহাদি ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ-তর্পণ অনুষ্ঠানের সমতুল্য ফল হয় ।১০৮—১০৯

আগস্ত্যের দক্ষিণভাগে গমনপূর্ব্বক স্নান তর্পণাদি করিবার পর চতুর্ধনু প্রমাণ গবাক্ষগতি তীর্থে গমন করিলে. পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্ত হয় ।১১০

"গয়াতীর্থং মহাতীর্থং পিতৄণাং নাস্তি তৎসমম্ । পাবনং সর্ব্বতীর্থেষু মাং পুনীতাতিপাপতঃ" । এই মন্ত্রে স্নানান্তর উঠিয়া ধৌত বাসযুগল পরিধান-পূর্ব্বক তিলক ধারণ করিয়া ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করিবেন ।১১১—১১২

অনন্তর দশাশ্বক্ষেত্রে গমন করত সাবধানে সমাহিতচিত্তে পিণ্ড প্রদান কর্ত্তব্য । হে দেবি, বুধগণ তথায় ষোড়শোপচার দ্বারা পিতৃগণের অর্চ্চনা করিবে ।১১৩

---

১ । তস্য ক্ষেত্রস্য বায়ব্যে........ইত্যপি পাঠঃ ।

* মেধ—যাগ, যজ্ঞ ।

২ । ধৃত্বা বৈ ধৌতবাসসী ইতি পাঠান্তরম্ ।

৩ । —ষোড়শকৈর্দেবি পিতৄন্ সংতর্পয়েদ্বুধঃ ইতি চ পাঠঃ ।

ক্ষীরেণ মধুনা চৈব পাদাপনয়নেন চ।
দক্ষিণাদিক্রমাচ্চাত্র একৈকহস্তকং চ তৎ[১]।
দেবীষোড়শকস্তত্র প্রতিদেবীং সমর্চ্চয়েৎ ॥১১৪
গয়াকূপে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবমুমাপতিম্।
আত্মানম্ তারয়েৎ সদ্যো দশপূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥১১৫
বিষ্ণুর্ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ অগস্ত্যশ্চ শতক্রতুঃ।
গণেশশ্চৈব ক্রৌঞ্চশ্চ[২] কুমারশ্চ প্রজাপতিঃ ॥১১৬
চ্যবনঃ কশ্যপশ্চৈব পুলস্ত্যশ্চ যথাক্রমাৎ (যথাক্রমম্)।
অশ্বক্রান্তস্য বৃধ্যেবমাগত্যামৃতবাসরে।
অত্র মাতুঃ পৃথক্ পিণ্ডমন্যত্র পতিনা সহ ॥১১৭
দশাশ্বমেধে যঃ পিণ্ডো নাম্না যেষাস্তু নির্ব্বপেৎ।
ভুবিস্থাশ্চ দিবং যান্তি স্বর্গাস্থা মোক্ষমাপ্নুয়ুঃ ॥১১৮
যেঽস্মৎকুলে চ পিতরো লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ[৩]।
যে চাপ্যকৃতচূড়াশ্চ[৪] যে চ গর্ভাদ্বিনিঃসৃতাঃ ॥১১৯

তদনন্তর ক্ষীর মধু ও পাদপানয়ন (গঙ্গাজল) দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। এস্থানে এক হস্ত প্রমাণ ষোড়শ দেবী আছেন। দক্ষিণাদিক্রমে সেই দেবীগণের প্রত্যেকের অর্চ্চনা কর্ত্তব্য।১১৪

নরগণ গয়াকূপে স্নান ও দেবদেব উমাপতিকে স্পর্শ করিয়া আত্মার তারণ (উদ্ধার) ও মুক্তিসাধন এবং উর্দ্ধাধো অর্থাৎ উর্দ্ধতন ও অধস্তন দশ দশ পুরুষ পবিত্র করিয়া থাকে।১১৫

বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র, অগস্ত্য, শতক্রতু (ইন্দ্র), গণেশ, ক্রৌঞ্চ, কুমার, প্রজাপতি, চ্যবন, কশ্যপ, পুলস্ত্য ও ইন্দ্র যথাক্রমে অশ্বক্রান্ত ও আগস্ত্যের এই স্থানে বাস করিতেছেন। মাতার পৃথক পিণ্ডদান কর্ত্তব্য, অন্যত্র পতির সহিত পিণ্ডদান এইস্থানে বিধেয়।১১৬—১১৭

দশাশ্বমেধে যাঁহাদের নামে পিণ্ড প্রদত্ত হয় তাঁহারা অ-স্বর্গস্থ থাকিলে স্বর্গস্থ হয় আর স্বর্গস্থ থাকিলে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়।১১৮

আমাদের কুলে যে যে পিতৃগণের পিণ্ডোদকক্রিয়া লুপ্ত হইয়াছে, যে যে অকৃতচূড়া বা যে ব্যক্তি গর্ভনিঃসৃত, যাঁহার দারপরিগ্রহ হয় নাই, যে যে ব্যক্তি

১। ......একৈকহস্তকান্তরে। ইতি চ পাঠঃ।
২। ক্রৌঞ্চশ্চৈব গণেশশ্চ ···ইতি চ পাঠঃ।
৩। পিণ্ডোদক ক্রিয়া—পিতৃলোক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত গোলাকার খাদ্যসামগ্রীর গ্রাস। মৃত ব্যক্তিগণের আত্মার উদ্দেশ্যে ও তৎপ্রীত্যর্থে সঙ্কল্পপূর্ব্বক জলদানরূপ ক্রিয়া ও তর্পণাদি অনুষ্ঠান।
৪। চূড়া—চূড়াকর্ম্ম বা চূড়াকরণ। অর্থাৎ মন্ত্রাদি সহযোগে মস্তকমুণ্ডনরূপ সংস্কার বা শুদ্ধিকরণ। বিবাহাদি দশবিধ অনুষ্ঠেয় শাস্ত্রানুষ্ঠানের অন্যতম অনুষ্ঠান।

যেষাং পাণিগ্রহো নৈব যেঽগ্নিদগ্ধাস্তথাপরে।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্ ॥১২০
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
মাতা পিতামহী চৈব তথৈব প্রপিতামহী ॥১২১
যথা পিতামহশ্চৈব[১] প্রমাতামহ এব চ।
যে চ সিংহব্যাঘ্রহতাস্তথান্যৈশ্চ প্রহৃতাশ্চ যে।
দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্বাপি তেষাং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥১২২
অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেচিন্নাগ্নিদগ্ধাস্তথাপরে।
বিদ্যুচ্চৌরহতা যে চ তেষাং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥১২৩
পশুযোনিং গতা যে চ পক্ষিকীটসরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষযোনিস্থাস্তেষাং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥১২৪
অসংখ্যজনসংস্থা যে যে নীতা যমশাসনম্।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥১২৫
জাত্যন্তরসহস্রাণি ভ্রমন্তি স্বেন কর্ম্মণা।
মনুষ্যান্তর্গতা যে চ তেষাং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১২৬

অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই এই ভূমিদত্ত পিণ্ড দ্বারা তৃপ্ত হইয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হউন।১১৯—১২০

পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, তথা মাতামহ, প্রমাতামহ এবং যে কেহ সিংহব্যাঘ্রাদি দ্বারা অথবা অন্য হিংস্রক দংষ্ট্রী ও শৃঙ্গী দ্বারা হত হইয়াছেন, আমি তাহাদিগকে পিণ্ডপ্রদান করি।১২১—১২২

যে কেহ অগ্নি দ্বারা বা অন্যবিধ আগ্নেয়াদি (আগ্নেয়াস্ত্র) দ্বারা অথবা বিদ্যুতের দ্বারা হত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে পিণ্ড প্রদান করি।১২৩

যাঁহারা পশুযোনি বা পক্ষিকীট সরীসৃপাদি যোনি অথবা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে পিণ্ড প্রদান করি।১২৪

যাঁহারা অসংখ্যজন অর্থাৎ বহুলোক পালনকারী সংস্থিত আছেন কিম্বা যাঁহারা যুদ্ধবিগ্রহ বা রণ-সংগ্রামের ফলে যমসদনে নীত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে উদ্ধারের জন্য এই পিণ্ড প্রদান করি।১২৫

যাহারা স্বীয় কর্ম্মফলে বহুসহস্র জন্মজন্মান্তর পরিভ্রমণ করিতেছেন, যাঁহারা মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মুক্তির নিমিত্ত আমি এই পিণ্ডদান করিতেছি।১২৬

১। তথা মাতামহশ্চৈব.....ইতি চ পাঠঃ।

অন্যেষাং যাতনাস্থানাং প্রেতলোকনিবাসিনাম্ ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১২৭
যেঽবান্ধবা বান্ধবাশ্চ যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা ॥১২৮
যে যে পিতৃকুলে জাতাঃ কুলে মাতুস্তথৈব চ ।
গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যে চান্যে বান্ধবাঃ স্মৃতাঃ ॥১২৯
যে যে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ ।
ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা ॥১৩০
বিরূপা বা সগর্ভা যে[১] যে চ জাতাঃ কুলে মম ।
তেষাং পিণ্ডং ময়া দত্তমক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্ ॥১৩১
যে বান্ধবা যে পিতৃবংশজাতা, মাতুস্তথা বংশভবা মদীয়াঃ ।
কুলদ্বয়েঽস্মিন্মম দাসভৃতা, ভৃত্যেস্তথৈবামৃতসেবকাশ্চ ॥১৩২
মিত্রাণি সখ্যঃ সুহৃদশ্চ সর্ব্বে, স্পৃষ্টাশ্চ দৃষ্টাশ্চ কৃতোঽপকারাঃ ।
জন্মান্তরে যে মম সঙ্গতাশ্চ, তেভ্যোঽস্তিমং পিণ্ডমহং দদামি ॥১৩৩

যাঁহারা অন্যবিধ আয়তনে অর্থাৎ চক্ষু কর্ণনাসিকাদি এবং রূপ রস ও গন্ধ প্রভৃতি স্বাদশেন্দ্রিয়াদিরও বাহিরাবস্থানে যাতনা স্তরে স্থিত, যাঁহারা প্রেতলোকনিবাসী তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত আমি এই পিণ্ড প্রদান করিতেছি ।১২৭

যাঁহারা বান্ধব বা অবান্ধব অথবা যাঁহারা অন্য জন্মে বান্ধব ছিলেন, এই পিণ্ড দ্বারা তাঁহারা সকলেই তৃপ্তিলাভ করুন ।১২৮

যাঁহারা পিতৃকুলে বা মাতৃকুলে, গুরুকুলে শ্বশুরকুলে, বন্ধুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বা অন্যরূপে বান্ধব, আর যে-কুলে পিণ্ড লোপ হইয়াছে, তৎকুলজগণ ও যাঁহারা পুত্রদারাদিবর্জ্জিত, যাঁহাদের কুলে ক্রিয়াদি লুপ্ত হইয়াছে, যাঁহারা জন্মান্ধ ও পঙ্গু, বিরূপ কুরূপ বা বিকৃতরূপ বা সগর্ভ (সহোদর), যাঁহারা আমার কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে পিণ্ড দান করিতেছি, অক্ষয্য (অক্ষয়ত্ব) অবধারিত অর্থাৎ তাঁহাদের অক্ষয়রূপ প্রাপ্ত হউক ।১২৯—১৩১

যাঁহারা পিতৃবংশোৎপন্ন ও মাতৃবংশজাত, যাঁহারা আমাদের আদিকায়, আমার কুলদ্বয়ে যাঁহারা দাস, সুত, ভৃত্য, সেবক, মিত্র, সখা, পরসখা, বৃক্ষ, পুষ্প দৃষ্ট ও কৃতাপকার এবং যাঁহারা জন্মান্তরে আমার দাস আমি তাঁহাদিগকে এই অমৃতপিণ্ড প্রদান করিতেছি ।১৩২—১৩৩

১। বিরূপা আমগর্ভাশ্চ ইতি পাঠান্তরম্ ।

সূর্য্যকুণ্ডস্য বায়ব্যে ধনুর্দ্দণ্ডান্তরে স্থিতঃ।
দেবো গদাধরস্তত্র প্রণিপত্য প্রদাপয়েৎ ॥১৩৪
সাক্ষিণঃ সন্তু মে দেবা ব্রাহ্মণা বসবস্তথা[২]।
ময়া গয়াং সমাসাদ্য পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥১৩৫
আগতোঽহং গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর।
ত্বমেব সাক্ষী ভগবাননৃণোঽহং ঋণত্রয়াৎ[৩] ॥১৩৬
পিতৃপিণ্ডস্য মধ্যে তু পিণ্ডং দদ্যাচ্চ ষোড়শ।
বর্ত্তুলং কারয়েৎ পিণ্ডং ক্ষীরধারাং সুপাতয়েৎ ॥১৩৭
গদাধরস্য বামে তু নাতিদূরেণ শঙ্করি।
তত্র মাতৃগয়া দেবি দক্ষিণেন সুতীর্থকম্ ॥১৩৮
তথা গদাধরং দেবং কেশবং পুরুষোত্তমম্।
তং প্রণম্য প্রযত্নেন ন ভূয়স্তজ্জায়তে নরঃ[৪] ।১৩৯

সূর্য্যকুণ্ডের বায়ুকোণে ধনুর্দ্দণ্ডান্তরে গদাধরদেব অবস্থিত আছেন। তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক পিণ্ডদান করিবে।১৩৪

দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ ও বসুগণ আমার সাক্ষী হউন। আমি গয়ায় আসিয়া পিতৃগণের পরিত্রাণের (মুক্তির) উপায় করিলাম। হে গদাধর! আমি পিতৃকার্য্যের নিমিত্ত গয়ায় আগমন করিলাম। হে দেব! তুমি সাক্ষী হও, আমি ঋণত্রয় (দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ) হইতে মুক্ত হইলাম।১৩৫—১৩৬

পিতৃপিণ্ডের মধ্যে ষোড়শপিণ্ড প্রদান করিবে। পিণ্ডসকল বর্ত্তুলকার করিয়া তাহাতে ক্ষীরধারা নিপাতিত করিবে।১৩৭

হে শঙ্করি! গদাধরের বামভাগে অনতিদূরে মাতৃগয়া এবং দক্ষিণে সুতীর্থক। তথায় পুরুষোত্তমদেবকে যত্নপূর্ব্বক প্রণাম করিলে মানবগণকে আর পুনর্জন্ম-গ্রহণ করিতে হয় না।১৩৮—১৩৯

১৩২-৩৩ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়স্য পাঠান্তরমিদং দৃষ্টম্। যথা—
যে বান্ধবাঃ যে পিতৃবংশজাতা, মাতুস্তথা ভূৎ ভবনাদি কায়াঃ।
কুলদ্বয়ে যে মম দাসভূতা ভৃত্যে স্তথৈবাশ্রিতসেবকাশ্চ॥
মিত্রাণি সখ্যঃ পরসখ্যশ্চ বৃক্ষাঃ পুষ্পাশ্চ দৃষ্টাশ্চ কৃতোঽপকারাঃ।
জন্মান্তরে যে মম দাসভৃত্যাস্তে চাস্তিমং পিণ্ডমহং দদামি॥

২। ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ ইতি পাঠান্তরম্।

৩। পিতৃঋণ—বিবাহাদি সংস্কার দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিলে ইহা পরিশোধ হয়।
ঋষিঋণ—ব্রহ্মচর্য্য এবং বেদাদিপুরাণশাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন দ্বারা ইহা পরিশোধ হয়।
দেবঋণ—যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা ইহা পরিশোধ হয়।

৪। ন ভয়ং জায়তে নৃণাম্ ইতি পাঠান্তরম্।

মৌনাদিত্যং মহাত্মানং কনকার্কং বিশেষতঃ।
দৃষ্ট্বা মৌনেন বিপ্রর্ষিঃ পিতৃণামনুগো ভবেৎ।
ব্রহ্মাণং পূজয়িত্বা চ ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৪০
উর্ব্বশ্যা দক্ষিণে তীরে যা শিলা তুঙ্গগা প্রভা।
সা বিজ্ঞেয়া চ গায়ত্রী পূজয়েদ্গন্ধচন্দনৈঃ ॥১৪১
প্রাতরুত্থায় গায়ত্রীমুপাগম্য তু নামশঃ।
সন্ধ্যাং কৃত্বা প্রযত্নেন সর্ব্ববেদফলং লভেৎ ॥১৪২
সাবিত্রীঞ্চৈব মধ্যাহ্নে দৃষ্ট্বা যজ্ঞফলং লভেৎ।
দশাশ্বমেধে ধনদো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥১৪৩
তত্র পিণ্ডপ্রদানেন তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী ॥১৪৪
গয়ায়াং পিতৃরূপেণ দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে বৈ ঋণত্রয়াৎ ॥১৪৫
দৃষ্ট্বা পিতামহং দেবং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৪৬
মকরে[১] বর্ত্তমানে চ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু আগস্ত্যে পিণ্ডপাতনম্ ॥১৪৭

বিপ্রর্ষিগণ, মহাত্মা মৌনাদিত্য প্রধানতঃ কনকাদিত্যকে দেখিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া পিতৃগণের অনুগামী হইবে। তথায় ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।১৪০

অত্যুন্নত ও স্বয়ং সুদীপ্ত অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রকাশবান্ উর্ব্বশীর দক্ষিণতীরে যে তুঙ্গপ্রভা শিলা আছে, তাঁহাকেই গায়ত্রী বলিয়া জানিবে, এবং গন্ধ চন্দনাদি দ্বারা তাঁহার পূজার্চ্চনা করিবে।১৪১

প্রাতঃকালে উঠিয়া গায়ত্রীর সমীপে গমনপূর্ব্বক, পরমযত্নে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিলে যথাবিধি সর্ব্ববেদপাঠ ও ক্রিয়ানুষ্ঠানের ফললাভ হয়।১৪২

এবং মধ্যাহ্নে সাবিত্রী দর্শন করিলে যজ্ঞফল লাভ করে। দশাশ্বমেধে ধনদাতা দেবদেব জনার্দ্দন অবস্থিত আছেন। তথায় পিণ্ড প্রদান করিলে নিত্যতৃপ্তি লাভ হয়।১৪৩—৪৪

গয়াধামে দেবদেব জনার্দ্দন পিতৃরূপে অবস্থিত; সেই পুণ্ডরীকাক্ষদেবকে দর্শন করিলে ঋণত্রয় হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।১৪৫

নরগণ তথায় পিতামহ দেবকে দর্শন করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।১৪৬

মকরসংক্রমণ অর্থাৎ পৌষমাসের সংক্রান্তি অর্থাৎ শেষ দিন চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণকালে আগস্ত্যতীর্থে পিণ্ডদান ত্রিলোকদুর্লভ ॥১৪৭

১। মকরসংক্রান্তি-পৌষ মাসের সংক্রান্তি (=সূর্য্যাদি গ্রহগণের রাশ্যন্তর গমন বা।

আত্মজো বা তথান্যো বা গয়াকূপেঽশ্বমেধিকে।
যন্নাম্না পাতয়েৎ পিণ্ডং তং নয়েদ্ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥১৪৮
তম্বৃহ্মকল্পিতং স্থানং বিপ্রা ব্রহ্মপ্রকল্পিতাঃ।
পূজিতৈঃ পূজিতাঃ সর্ব্বে পিতৃভিঃ সহ দেবতাঃ ॥১৪৯
তর্পয়েত্তু গয়াবিপ্রান্ হব্যকব্য[১] বিধানতঃ।
দানং নহি* পরিত্যাগো গয়ায়াস্তু বিধীয়তে ॥১৫০
যঃ করোতি মহাদানং[২] বৃষোৎসর্গং[৩] করোতি যঃ।
দশাশ্বমেধিকে পুনর্জন্ম ক্ষিপাতি[৪] মানবঃ ॥১৫১

আত্মজই হউক বা অন্য, কেহই হউক, যে গয়াকূপে অশ্বমেধকে যেই নামে পিণ্ডদান করিবে, তাহাকে সেই পুণ্যকর্ম্মের পরিণাম কর্ম্মফল শাশ্বত ব্রহ্মধামে নীত করিবে সন্দেহ নাই।১৪৮

ব্রহ্মকল্পিত বিপ্রগণ সেই ব্রহ্মকল্পিত স্থানে পূজিত পিতৃগণের সহিত দেবগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হয়।১৪৯

গয়ায় হব্যকব্যবিধানে (শাস্ত্র ব্যবস্থিত বিধি অনুসারে) বিপ্রগণকে তৃপ্ত করিবে। গয়ায় দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।১৫০ .

যে মানব দশাশ্বমেধিকে মহাদান বা বৃষোৎসর্গ করে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না।১৫১

প্রবেশ; মাসের শেষ দিন) দিবসে যেদিন সূর্য্যদেবের উত্তরায়ণ (সূর্য্যের উত্তরদিগ্বর্ত্তী অয়নে গমনারম্ভ হয়। পৌষ সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত এই ছয় মাস সূর্য্য বিষুবরেখা হইতে উত্তর দিকে গমন বা প্রবেশ করেন। বৎসরের এই ভাগ দেবতাদিগের দিবা এবং অসুরদিগের রাত্রি।

বিপরীতভাবে পহেলা শ্রাবণ হইতে পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব্বদিবস পর্য্যন্ত এই ছয় মাস কাল অসুরদিগের দিবা এবং দেবগণের রাত্রি বা নিদ্রাকাল। এই বৎসরার্দ্ধকালে সূর্য্যদেবের দক্ষিণ পথে অর্থাৎ পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থ বিষুবরেখা হইতে দক্ষিণে (দক্ষিণদিগস্থ পথে) গমন হয়। এই সময় দেবতাগণের রাত্রিকাল।

শরৎকালে যে দুর্গাপূজা হয় তখন সূর্য্যের গমনারম্ভ দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী হয়। সুতরাং সুষুপ্তি বা নিদ্রাকাল রাত্রিকালে দেবী নিদ্রিতা থাকেন বলিয়া বোধন (নিদ্রাভঙ্গকরণ, জাগান) করিয়া পূজা করিতে হয়।

১। হব্যকব্য—হোমের ঘৃত ও পিতৃশ্রাদ্ধের দ্রব্য।

(ক) হব্য—হবনীয় (হোমযোগ্য, যজ্ঞীয়) হবি (ঘৃত) এবং (খ) কব্য—পিতৃশ্রাদ্ধীয় (পিতৃশ্রাদ্ধের) দ্রব্য। অর্থাৎ যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যাদি সহযোগে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও হোমাদি কার্য্য-সমাপন।

* চৈব ইতি পাঠান্তরম্।

২। মহাদান—স্বীয় দেহের ওজন পরিমাণ পরিমাপিত স্বর্ণাদি দান।

৩। বৃষোৎসর্গ—যে শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকর্ত্তা কর্ত্তৃক চারিটি স্ত্রী-বাছুর সহ চারিটি বৃষ উৎসর্গ (দেবোদ্দেশ্যে নিবেদন) করিয়া ত্যাগ বা দান করা হয়।

৪। দশাশ্বমেধিকে চৈব পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ইতি চ পাঠঃ।

চতুঃষষ্টি ধনুর্ম্মানং ক্ষেত্রমাগস্ত্যমীরতম্।
পঞ্চপঞ্চাশতং তীর্থমন্তং তীর্থং সুমধ্যমে ॥১৫২
উর্ব্বশী চ তথা সূর্য্যঃ কামঃ পুত্রশ্চ বাসবঃ।
আগস্ত্যশ্চাশ্বমেধশ্চ তীর্থসারো গয়াবিলঃ ॥১৫৩
উদ্বন্ধনমৃতা যে চ গলপাশমৃতাশ্চ (গলপাশাম্মৃতাশ্চ) যে।
চিতিং স্পৃষ্টবা চ যা নারী ক্রিয়া তেষাং ন বিদ্যতে।
নান্ত্যেষ্টিনং চ দাহশ্চ নাশৌচং তেষু বিদ্যতে ॥১৫৪
আগস্ত্যে চ গয়ায়াঞ্চ ক্রিয়াং কুর্য্যাত্রিরাত্রকম্।
অমায়াঞ্চ সমারভ্য কুর্য্যাচ্চৈব ত্রিরাত্রকম্ ॥১৫৫
অন্যত্র চ ক্রিয়া তেষাং যঃ করোতি স দুর্ম্মতিঃ।
বিফলা চ ক্রিয়া তেষাং চরেচ্চান্দ্রায়ণং[1] ব্রতম্।
ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নোতি অন্যথা নারকী ভবেৎ ॥১৫৬
অশ্বতীর্থে কৃতং পাপং গয়ায়াস্তু বিনশ্যতি।
গয়ায়াং যৎ কৃতং পাপং রামক্ষেত্রে বিনশ্যতি ॥১৫৭

হে সুমধ্যমে! আগস্ত্যক্ষেত্র চতুঃষষ্টিধনুপরিমিত; উহাতে পঞ্চপঞ্চাশৎ অর্থাৎ পঞ্চান্ন তীর্থ আছে।১৫২

হে দেবি! উর্ব্বশী, সূর্য্য, কাম, পুত্র, বাসব, আগস্ত্য, অশ্বমেধ ও গয়াবিল এই সমস্ত তীর্থ সার (শ্রেষ্ঠ ও উত্তম)।১৫৩

যাহারা উদ্বন্ধনে ও গলফাঁস (গলায় দড়ি দিয়া) মৃত হইয়াছে, যে সকল নারী চিতাস্পর্শ করিয়াছে, তাহাদের অন্তে মৃত সৎকার (শবদাহাদি সংস্কার) ও অশৌচ ক্রিয়াদি নাই।১৫৪

আগস্ত্যে ও গয়ায় ত্রিরাত্র ক্রিয়া শাস্ত্রবিহিত, তীর্থাদিতে অনুষ্ঠেয় করণীয় অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। আমাবস্যা হইতে আরম্ভ করিয়া তিনরাত্র ক্রিয়া করিবে।১৫৫

যে দুর্ম্মতি অন্যত্র তাহাদের ক্রিয়া করে তাহার সেই ক্রিয়া বিফলা (নিষ্ফল) হয়, সে চান্দ্রায়ণব্রত করিয়া বিশুদ্ধি লাভ করিবে, নচেৎ পাতকী হইবে।১৫৬

অশ্বতীর্থে পাপ করিলে তাহা গয়ায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়, গয়াক্ষেত্রে পাপ করিলে রামক্ষেত্রে উহার বিলুপ্তি ঘটে, রামক্ষেত্রে পাপ করিলে তাহা মণিকূটে

১। চান্দ্রায়ণ—চান্দ্রমাস সম্পাদ্য চন্দ্রের তিথির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্রত বিশেষ। শুক্ল-প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত আহার নিয়মিত করিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিদিন এক-এক গ্রাস করিয়া আহার কম করিয়া শুক্লপক্ষে পূর্ণ করত, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনরূপ ব্রত।

রামক্ষেত্রে কৃতং পাপং মণিকুটে বিনশ্যতি।
মণিকুটে কৃতং পাপং নীলশৈলে বিনশ্যতি ॥১৫৮
নীলশৈলে কৃতং পাপমন্তর্গেহে বিনশ্যতি।
অন্তর্গেহে কৃতং পাপং সোমতীর্থে বিনশ্যতি ॥১৫৯
সোমতীর্থে কৃতং পাপং মঙ্গলায়াং ব্যপোহতি।
মঙ্গলায়াং কৃতং পাপমাগস্ত্যে তু বিনশ্যতি ॥১৬০
আগস্ত্যে যৎ কৃতং পাপং মন্দরে তদ্বিনশ্যতি।
মন্দরে যৎ কৃতং পাপং বজ্রলেপে বিনশ্যতি ॥১৬১
বজ্রলেপাচ্চ যৎ পাপমশ্বক্রান্তে বিনশ্যতি।
অশ্বক্রান্তে কৃতং পাপমূর্ব্বশ্যাং তদ্ব্যপোহতি ॥১৬২
মাহাত্ম্যশ্রবণে নাথ সংহিতাশ্রবণেন বৈ।
দিনং নয়েন্মহেশানি রাত্রৌ বিষ্ণুং বিচিন্তয়েৎ।
কৃত্বা বাসন্তু তত্রৈব নক্তং ভোজ্যং ন বর্ত্তয়েৎ (ন বৈ ভবেৎ) ॥১৬৩
ততোঽন্যদিবসে কাল্যা চাগস্ত্যে স্নানমাচরেৎ ॥১৬৪
ভস্মাচলং স্পৃশোধারা (স্পৃশো ধারা) সা বিজ্ঞেয়া সরস্বতী।
তত্র গত্বা মহেশানি অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥১৬৫

বিলুপ্ত হয়, মণিকুটে পাপ করিলে নীলশৈলে তাহা নাশ পায়, নীলশৈলে পাপ করিলে অন্তর্গেহে উহার পাপফল ক্ষয় হয়, অন্তর্গেহে কৃতপাপ সোমতীর্থে বিনষ্ট হয়।১৫৭—১৫৯

সোমতীর্থে কৃতপাপ মঙ্গলায় দূরীভূত হয়। মঙ্গলার কৃত পাপ আগস্ত্যে নাশ হয়। আগস্ত্যে কৃত পাপ মন্দরে বিনষ্ট হয়। মন্দরে পাপ করিলে বজ্রলেপে সেই পাপফল বিনষ্ট হয়।১৬০—১৬১

বজ্রলেপে কৃতপাপের ফল অশ্বক্রান্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অশ্বক্রান্তে কৃত-পাপের ফল উর্ব্বশীতে ক্ষয়প্রাপ্ত ও বিনষ্ট হয়।১৬২

হে মহেশানি! মাহাত্ম্যশ্রবণে ও সংহিতা (ঋক্‌বেদের মন্ত্রভাগ) শ্রবণে দিবা যাপন এবং রাত্রিকালে বিষ্ণু চিন্তন কর্ত্তব্য। তথায় বাস করিয়া রাত্রিতে আহার করা কর্ত্তব্য নহে। তদন্তর অন্য দিবসে আগস্ত্যতীর্থে স্নান করিবে।১৬৩—১৬৪

যে ধারা ভস্মাচল স্পর্শ করিতেছে, তাহাই সরস্বতী। হে মহেশানি তথায় গমন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হয়।১৬৫

বিষ্ণোর্ব্বক্ষঃস্থিতে ভদ্রে মকরন্দপ্রিয়ে শুভে।
জন্ম জন্মার্জ্জিতং পাপং হর মে পরমেশ্বরি ॥১৬৬
স্নায়াদনেন মন্ত্রেণ কার্ত্তিকীঞ্চ বিশেষতঃ ॥১৬৭
দেবস্য পূর্ব্বভাগে তু বাপী তিষ্ঠতি শোভনা।
তস্যাঃ স্বচ্ছোদকং পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬৮
আগ্নেয়ে ভস্মশৈলস্য ধনুরষ্টপ্রমাণতঃ।
পিশাচমোচনং নাম তীর্থং পরমকং শুভে[১] ॥১৬৯
পিশাচমোচনে তীর্থে পূজয়েচ্চৈব শূলিনম্‌।
ইদং দেবস্য তল্লিঙ্গং কপর্দ্দীশ্বরমুত্তমম্‌ ॥১৭০
বায়ব্যে ভস্মকূটস্য ধনুঃপঞ্চপ্রমাণতঃ ॥১৭১
কপাললোচনং নাম তীর্থেভ্যস্তীর্থমুত্তমম্‌।
পূজনীয়ং প্রযত্নেন স্তোতব্যং বিবিধৈস্তবৈঃ ॥১৭২
কপালং পতিতং তস্য স্থানে চ মম সুন্দরি।
তস্মিন্‌ স্নাতো বরারোহে ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥১৭৩

"বিষ্ণোর্ব্বক্ষঃস্থিতে ভদ্রে মকরন্দপ্রিয়ে শুভে। জন্মজন্মার্জ্জিতং পাপং হর মে পরমেশ্বরি" এই মন্ত্রদ্বারা স্নান, বিশেষ করিয়া কার্ত্তিকীস্নান করিবে।১৬৫—১৬৭

দেবের পূর্ব্বভাগে অতি সুন্দর শোভাযুক্ত এক সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহার অতিশয় নির্ম্মল জল পান করিলে কাহাকেও আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।১৬৮

হে কল্যাণি! ভস্মশৈলের আগ্নেয়কোণে অষ্টধনুঃপ্রমাণ পিশাচমোচন নামক পরম মঙ্গলকর পরমশ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে।১৬৯

এই তীর্থে ভগবান্‌ ত্রিলোচন শিবের পূজা করিবে। ইহাই দেবদেব মহাদেবের কপর্দ্দীশ্বর নামক উত্তম লিঙ্গ।১৭০

ভস্মকূটের বায়ুকোণে পঞ্চধনু পরিমাণ তীর্থসমূহ মধ্যে শ্রেষ্ঠ কপাললোচন নামক এক উত্তম তীর্থ আছে, তাহাতে সর্ব্বপ্রযত্নে বিবিধ স্তব স্তোত্র সহযোগে পূজা করিবে।১৭১—৭২

হে সুন্দরি! তথায় আমার কপাল পতিত হইয়াছে। হে বরারোহে! তাহাতে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপও বিনষ্ট হয়।১৭৩

১। পরমপাবনম্‌ ইতি পাঠান্তরম্‌।

আত্মজো বা তথান্যো বা গয়াকূপেঽশ্বমেধিকে।
যন্নাম্না পাতয়েৎ পিণ্ডং তং নয়েদ্ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥১৪৮
তদ্ব্রহ্মকল্পিতং স্থানং বিপ্রা ব্রহ্মপ্রকল্পিতাঃ।
পূজিতৈঃ পূজিতাঃ সর্ব্বে পিতৃভিঃ সহ দেবতাঃ ॥১৪৯
তর্পয়েত্তু গয়াবিপ্রান্ হব্যকব্য[১] বিধানতঃ।
দানং নহি* পরিত্যাগো গয়ায়ান্তু বিধীয়তে ॥১৫০
যঃ করোতি মহাদানং[২] বৃষোৎসর্গং[৩] করোতি যঃ।
দশাশ্বমেধিকে পুনর্জন্ম ক্ষিপতি[৪] মানবঃ ॥১৫১

আত্মজই হউক বা অন্য, কেহই হউক, যে গয়াকূপে অশ্বমেধকে যেই নামে পিণ্ডদান করিবে, তাহাকে সেই পুণ্যকর্ম্মের পরিণাম কর্ম্মফল শাশ্বত ব্রহ্মধামে নীত করিবে সন্দেহ নাই।১৪৮

ব্রহ্মকল্পিত বিপ্রগণ সেই ব্রহ্মকল্পিত স্থানে পূজিত পিতৃগণের সহিত দেবগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হয়।১৪৯

গয়ায় হব্যকব্যবিধানে (শাস্ত্র ব্যবস্থিত বিধি অনুসারে) বিপ্রগণকে তৃপ্ত করিবে। গয়ায় দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।১৫০

যে মানব দশাশ্বমেধিকে মহাদান বা বৃষোৎসর্গ করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।১৫১

প্রবেশ; মাসের শেষ দিন) দিবসে যেদিন সূর্য্যদেবের উত্তরায়ণ (সূর্য্যের উত্তরদিগ্বর্ত্তী অয়নে গমনারম্ভ হয়। পৌষ সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত এই ছয় মাস সূর্য্য বিষুবরেখা হইতে উত্তর দিকে গমন বা প্রবেশ করেন। বৎসরের এই ভাগ দেবতাদিগের দিবা এবং অসুরদিগের রাত্রি।

বিপরীতভাবে পহেলা শ্রাবণ হইতে পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব্বদিবস পর্য্যন্ত এই ছয় মাস কাল অসুরদিগের দিবা এবং দেবগণের রাত্রি বা নিদ্রাকাল। এই বৎসরার্দ্ধকালে সূর্য্যদেবের দক্ষি পথে অর্থাৎ পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থ বিষুবরেখা হইতে দক্ষিণে (দক্ষিণদিগস্থ পথে) গমন হয়। এই সম দেবতাগণের রাত্রিকাল।

শরৎকালে যে দুর্গাপূজা হয় তখন সূর্য্যের গমনাবর্ত্ত দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী হয়। সুতরাং সুষুপ্তি বা নিদ্রাকাল রাত্রিকালে দেবী নিদ্রিতা থাকেন বলিয়া বোধন (নিদ্রাভঙ্গকরণ, জাগান) করিয়া পূজা করিতে হয়।

১। হব্যকব্য—হোমের ঘৃত ও পিতৃশ্রাদ্ধের দ্রব্য।

(ক) হব্য—হবনীয় (হোমযোগ্য, যজ্ঞীয়) হবি (ঘৃত) এবং (খ) কব্য—পিতৃশ্রাদ্ধীয় (পিতৃশ্রাদ্ধের) দ্রব্য। অর্থাৎ যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যাদি সহযোগে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও হোমাদি কার্য্য-সমাপন।

* চৈব ইতি পাঠান্তরম্।

২। মহাদান—স্বীয় দেহের ওজন পরিমাণ পরিমাপিত স্বর্ণাদি দান।

৩। বৃষোৎসর্গ—যে শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকর্ত্তা কর্ত্তৃক চারিটি স্ত্রী-বাছুর সহ চারিটি বৃষ উৎসর্গ (দেবোদ্দেশ্যে নিবেদন) করিয়া ত্যাগ বা দান করা হয়।

৪। দশাশ্বমেধিকে চৈব পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ইতি চ পাঠঃ।

চতুঃষষ্টি ধনুর্মানং ক্ষেত্রমাগস্ত্যমীরতম্।
পঞ্চপঞ্চাশতং তীর্থমুক্তং তীর্থং সুমধ্যমে ॥১৫২
উর্ব্বশী চ তথা সূর্য্যঃ কামঃ পুত্রশ্চ বাসবঃ।
আগস্ত্যশ্চাশ্বমেধশ্চ তীর্থসারো গয়াবিলঃ ॥১৫৩
উদ্বন্ধনমৃতা যে চ গলপাশমৃতাশ্চ গলপাশামৃতাশ্চ যে।
চিতিং স্পৃষ্ট্বা চ যা নারী ক্রিয়া তেষাং ন বিদ্যতে।
নাস্ত্যেষ্টিনং চ দাহশ্চ নাশৌচং তেষু বিদ্যতে ॥১৫৪
আগস্ত্যে চ গয়ায়াঞ্চ ক্রিয়াং কুর্য্যাত্রিরাত্রকম্।
অমায়াঞ্চ সমারভ্য কুর্য্যাচ্চৈব ত্রিরাত্রকম্ ॥১৫৫
অন্যত্র চ ক্রিয়া তেষাং যঃ করোতি স দুর্ম্মতিঃ।
বিফলা চ ক্রিয়া তেষাং চরেচ্চান্দ্রায়ণং[১] ব্রতম্।
ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নোতি অন্যথা নারকী ভবেৎ ॥১৫৬
অশ্বতীর্থে কৃতং পাপং গয়ায়াস্তু বিনশ্যতি।
গয়ায়াং যৎ কৃতং পাপং রামক্ষেত্রে বিনশ্যতি ॥১৫৭

হে সুমধ্যমে! আগস্ত্যক্ষেত্র চতুঃষষ্টিধনুপরিমিত; উহাতে পঞ্চপঞ্চাশৎ অর্থাৎ পঞ্চান্ন তীর্থ আছে।১৫২

হে দেবি! উর্ব্বশী, সূর্য্য, কাম, পুত্র, বাসব, আগস্ত্য, অশ্বমেধ ও গয়াবিল এই সমস্ত তীর্থ সার (শ্রেষ্ঠ ও উত্তম)।১৫৩

যাহারা উদ্বন্ধনে ও গলফাঁস (গলায় দড়ি দিয়া) মৃত হইয়াছে, যে সকল নারী চিতাস্পর্শ করিয়াছে, তাহাদের অন্তে মৃত সৎকার (শবদাহাদি সংস্কার) ও অশৌচ ক্রিয়াদি নাই।১৫৪

আগস্ত্যে ও গয়ায় ত্রিরাত্র ক্রিয়া শাস্ত্রবিহিত, তীর্থাদিতে অনুষ্ঠেয় করণীয় অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। আমাবস্যা হইতে আরম্ভ করিয়া তিনরাত্র ক্রিয়া করিবে।১৫৫

যে দুর্ম্মতি অন্যত্র তাহাদের ক্রিয়া করে তাহার সেই ক্রিয়া বিফলা (নিষ্ফল) হয়, সে চান্দ্রায়ণব্রত করিয়া বিশুদ্ধি লাভ করিবে, নচেৎ পাতকী হইবে।১৫৬

অশ্বতীর্থে পাপ করিলে তাহা গয়ায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়, গয়াক্ষেত্রে পাপ করিলে রামক্ষেত্রে উহার বিলুপ্তি ঘটে, রামক্ষেত্রে পাপ করিলে তাহা মণিকূটে

১। চান্দ্রায়ণ—চান্দ্রমাস সম্পাদ্য চন্দ্রের তিথির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্রত বিশেষ। শুক্ল-প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত আহার নিয়মিত করিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিদিন এক-এক গ্রাস করিয়া আহার কম করিয়া শুক্লপক্ষে পূর্ণ করত, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনরূপ ব্রত।

রামক্ষেত্রে কৃতং পাপং মণিকূটে বিনশ্যতি ।
মণিকূটে কৃতং পাপং নীলশৈলে বিনশ্যতি ॥১৫৮
নীলশৈলে কৃতং পাপমন্তর্গেহে বিনশ্যতি ।
অন্তর্গেহে কৃতং পাপং সোমতীর্থে বিনশ্যতি ॥১৫৯
সোমতীর্থে কৃতং পাপং মঙ্গলায়াং ব্যপোহতি ।
মঙ্গলায়াং কৃতং পাপমাগস্ত্যে তু বিনশ্যতি ॥১৬০
আগস্ত্যে যৎ কৃতং পাপং মন্দরে তদ্বিনশ্যতি ।
মন্দরে যৎ কৃতং পাপং বজ্রলেপে বিনশ্যতি ॥১৬১
বজ্রলেপাচ্চ যৎ পাপমশ্বক্রান্তে বিনশ্যতি ।
অশ্বক্রান্তে কৃতং পাপমূর্ধ্বশ্যাং তদ্ব্যপোহতি ।১৬২
মাহাত্ম্যশ্রবণে নাথ সংহিতাশ্রবণেন বৈ ।
দিনং নয়েন্মহেশানি রাত্রৌ বিষ্ণুং বিচিন্তয়েৎ ।
কৃত্বা বাসন্তু তত্রৈব নক্তং ভোজনং ন বর্ত্তয়েৎ (ন বৈ ভবেৎ) ॥১৬৩
ততোঽন্যদিবসে কাল্যা চাগস্ত্যে স্নানমাচরেৎ ॥১৬৪
ভস্মাচলং স্পৃশোধারা (স্পৃশো ধারা) সা বিজ্ঞেয়া সরস্বতী ।
তত্র গত্বা মহেশানি অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥১৬৫

বিলুপ্ত হয়, মণিকূটে পাপ করিলে নীলশৈলে তাহা নাশ পায়, নীলশৈলে পাপ করিলে অন্তর্গেহে উহার পাপফল ক্ষয় হয়, অন্তর্গেহে কৃতপাপ সোমতীর্থে বিনষ্ট হয় ।১৫৭—১৫৯

সোমতীর্থে কৃতপাপ মঙ্গলায় দূরীভূত হয় । মঙ্গলায় কৃত পাপ আগস্ত্যে নাশ হয় । আগস্ত্যে কৃত পাপ মন্দরে বিনষ্ট হয় । মন্দরে পাপ করিলে বজ্রলেপে সেই পাপফল বিনষ্ট হয় ।১৬০—১৬১

বজ্রলেপে কৃতপাপের ফল অশ্বক্রান্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয় । অশ্বক্রান্তে কৃত-পাপের ফল ঊর্ধ্বশীতে ক্ষয়প্রাপ্ত ও বিনষ্ট হয় ।১৬২

হে মহেশানি ! মাহাত্ম্যশ্রবণে ও সংহিতা (ঋক্‌বেদের মন্ত্রভাগ) শ্রবণে দিবা যাপন এবং রাত্রিকালে বিষ্ণু চিন্তন কর্ত্তব্য । তথায় বাস করিয়া রাত্রিতে আহার করা কর্ত্তব্য নহে । তদন্তর অন্য দিবসে আগস্ত্যতীর্থে স্নান করিবে ।১৬৩—১৬৪

যে ধারা ভস্মাচল স্পর্শ করিতেছে, তাহাই সরস্বতী । হে মহেশানি তথায় গমন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হয় ।১৬৫

বিষ্ণোর্ব্বক্ষঃস্থিতে ভদ্রে মকরন্দপ্রিয়ে শুভে।
জন্ম জন্মার্জ্জিতং পাপং হর মে পরমেশ্বরি ॥১৬৬
স্নায়াদনেন মন্ত্রেণ কার্ত্তিকীঞ্চ বিশেষতঃ ॥১৬৭
দেবস্য পূর্ব্বভাগে তু বাপী তিষ্ঠতি শোভনা।
তস্যাঃ স্বচ্ছোদকং পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬৮
আগ্নেয়ে ভস্মশৈলস্য ধনুরষ্টপ্রমাণতঃ।
পিশাচমোচনং নাম তীর্থং পরমকং শুভে[১] ॥১৬৯
পিশাচমোচনে তীর্থে পূজয়েচ্চৈব শূলিনম্।
ইদং দেবস্য তল্লিঙ্গং কপর্দ্দীশ্বরমুত্তমম্ ॥১৭০
বায়ব্যে ভস্মকূটস্য ধনুঃপঞ্চপ্রমাণতঃ ॥১৭১
কপাললোচনং নাম তীর্থেভ্যস্তীর্থমুত্তমম্।
পূজনীয়ং প্রযত্নেন স্তোতব্যং বিবিধৈস্তবৈঃ ॥১৭২
কপালং পতিতং তস্য স্থানে চ মম সুন্দরি।
তস্মিন্ স্নাতো বরারোহে ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥১৭৩

"বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থিতে ভদ্রে মকরন্দপ্রিয়ে শুভে। জন্মজন্মার্জ্জিতং পাপং হর মে পরমেশ্বরি" এই মন্ত্রদ্বারা স্নান, বিশেষ করিয়া কার্ত্তিকীস্নান করিবে।১৬৫—১৬৭

দেবের পূর্ব্বভাগে অতি সুন্দর শোভাযুক্ত এক সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহার অতিশয় নির্ম্মল জল পান করিলে কাহাকেও আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।১৬৮

হে কল্যাণি! ভস্মশৈলের আগ্নেয়কোণে অষ্টধনুঃপ্রমাণ পিশাচমোচন নামক পরম মঙ্গলকর পরমশ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে।১৬৯

এই তীর্থে ভগবান্ ত্রিলোচন শিবের পূজা করিবে। ইহাই দেবদেব মহাদেবের কপর্দ্দীশ্বর নামক উত্তম লিঙ্গ।১৭০

ভস্মকূটের বায়ুকোণে পঞ্চধনু পরিমাণ তীর্থসমূহ মধ্যে শ্রেষ্ঠ কপাললোচন নামক এক উত্তম তীর্থ আছে, তাহাতে সর্ব্বপ্রযত্নে বিবিধ স্তব স্তোত্র সহযোগে পূজা করিবে।১৭১—৭২

হে সুন্দরি! তথায় আমার কপাল পতিত হইয়াছে। হে বরারোহে! তাহাতে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপও বিনষ্ট হয়।১৭৩

১। পরমপাবনম্ ইতি পাঠান্তরম্।

কপালেশ্বরমীশানমস্মিংস্তীর্থে ব্যবস্থিতম্ ।
তস্যোত্তরে ধনুঃপঞ্চ কপিলা নাম বৈ শিবে১ ।
তত্র স্নাত্বা বরারোহে মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥১৭৪
কপিলাহ্রদতীর্থেঽস্মিন্ স্নাত্বা সংযতমানসঃ ।
বৃষধ্বজং শিবং দৃষ্ট্বা সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥১৭৫
পূর্ব্বাশাভিমুখেনৈব আরোহেদ্ ভস্মকূটকম্ ।
বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ পূজয়িত্বা প্রশস্যতে ॥১৭৬
বৃষাচল নমস্তেঽস্তু ধর্ম্মমার্গত্রিপিষ্টপ (ত্রিবিষ্টপ) ।
আরোহয়ামি শিখরং ভস্মকূট নমোঽস্তু তে ॥১৭৭
পশ্চিমাভিমুখং যস্তু আরোহেৎ পর্ব্বতং যদি ।
দশজন্মকৃতং পুণ্যং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥১৭৮
উত্তরাভিমুখো যস্তু যশ্চ ঐশান্য স মুখঃ২ ।
ধনং পুত্রং কলত্রঞ্চ সর্ব্বং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ ॥১৭৯
অন্যদ্দ্বারং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং শুভম্ ।
বৃষধ্বজস্য মাহাত্ম্যং শৃণু দেবি বরাননে ॥১৮০

এই তীর্থে কপালেশ্বর ঈশান নামে এক শিব অবস্থিত আছেন। তাঁহার উত্তরভাগে পঞ্চধনুপ্রমাণ কপিলাতীর্থ।

হে বরারোহে! তাহাতে অবগাহন স্নান করিলে সংসারের সকল বন্ধন হইতে হইতে মুক্ত হয়।১৭৪

হে শিবে! সংযতমানস হইয়া এই কপিলাহ্রদ তীর্থে স্নান করিয়া বৃষধ্বজ নামক শিব দর্শন করিলে সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥১৭৫

পূর্ব্বমুখে ভস্মকূটে আরোহণ করিবে। 'বৃষাচল নমস্তেঽস্তু ধর্ম্মমার্গ-ত্রিপিষ্টপ। আরোহয়ামি শিখরং ভস্মকূট নমোঽস্তু তে'। অর্থাৎ হে বৃষাচল! হে ধর্ম্মমার্গের শ্রেষ্ঠভুবন স্বর্গস্বরূপ! চূড়ারোহণ করিতেছি। হে ভস্মকূট! প্রণাম তোমাকেও। এই মন্ত্রদ্বারা পূজা করিলে পুণ্যলাভ হয়। যদি কেহ পশ্চিমাভিমুখে পর্ব্বতারোহণ করে, তবে তাহার দশজন্মকৃত পুণ্য তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়।১৭৬—১৭৮

যে উত্তরাভিমুখে বা ঈশানকোণাভিমুখে আরোহণ করে, তাহার ধন, পুত্র কলত্র (স্ত্রী) সমস্ত তৎক্ষণাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ১৭৯

হে বরাননে দেবি! তোমাকে অন্য দ্বারের কথা বলিতেছি, যাহা গুহ্যাদপি গুহ্য শুভকর, সে বৃষধ্বজের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।১৮০

১। তস্যোত্তরে ধনুঃপঞ্চমন্তে বৈ কপিলা শিবে॥ ইতি পাঠান্তরম্।
২। যস্ত্বৈশান্যমুসংমুখঃ ইতি পাঠান্তরম্।

সংযুক্তা সোমবারেণ হ্যমাবস্যা ভবেদ্ যদি ।
তদা ভস্মাচলং গত্বা দেবমভ্যর্চ্য যত্নতঃ ।
কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥১৮১
গন্ধাদ্যৈঃ স্নাপয়েল্লিঙ্গং কমলৈঃ সুমনোহরৈঃ ।
পঞ্চামৃতেন তোয়েন চন্দনেন বিলেপয়েৎ ॥১৮২
মহাত্মনা ততঃ কার্য্যং মাসান্তে প্রতিপর্ব্বণি ।
বিল্বপত্রেণ সংপূজ্য রত্নতোয়েন স্নাপয়েৎ ॥১৮৩
প্রসাদেন তু মন্ত্রেণ রুদ্রপুষ্পেণ পূজয়েৎ ।
বন্ধুকেন জয়ন্তেন মালূরেণ বিশেষতঃ ॥১৮৪
ধ্যেয়ঃ প্রীতো দেবদেব পিণাকী
প্রাংশুনেত্রৈ দীপ্যমানৈস্তৃতীয়ৈঃ ।
লোলৈঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বপাপৌঘহর্ত্তা
পঞ্চাস্যং বৈ ধারয়েদ্ দেবদেবঃ ॥১৮৫
বিভ্রদ্দেহে চর্ম্ম বৈব্যাঘ্রকাণ্ডং
ভূত্যা শুভ্রং শশিকান্তং (চন্দ্রকান্তং) বপুশ্চ ।
দেব্যা গাত্রে নীলদেহো মুখঞ্চ
স্পৃশন্ পাণিং পাণিনা সুপ্রমত্তঃ[১] ॥১৮৬

সোমবার-সংযুক্ত অমাবস্যায় ভস্মাচলে গমন করিয়া শ্রদ্ধানুরাগ ও অধ্যবসায় সহকারে দেবদেবের অর্চ্চনা করিলে একবিংশতি কুল উদ্ধার ও স্বয়ং পরমপদ প্রাপ্ত হয় ।১৮১

সুমনোহর কমল ও গন্ধাদি দ্বারা সেই লিঙ্গের স্নানান্তর তাহাতে পঞ্চামৃত, জল ও চন্দন বিলেপন করিবে।১৮২

তৎপর মাসান্তে প্রতি পর্ব্বে রত্ন-তোয় দ্বারা স্নান করাইয়া বিল্বপত্রে পূজা করিবে ।১৮৩

তদনন্তর প্রসাদমন্ত্র ও রুদ্র পুষ্প, বন্ধুক (রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ), জয়ন্ত, বিশেষ করিয়া বিল্বপত্রের দ্বারা পূজা কর্ত্তব্য ।১৮৪

তারপর দেবদেব পিণাকী লোল (শিথিল, ঝোলা) ত্রিনেত্র দ্বারা দীপ্যমান, (দীপ্তিশীল, প্রকাশমান) সর্ব্বপাপৌঘহর্ত্তা (সকলপ্রকার পাপসমূহের নাশক) দেবদেব ।১৮৫

পঞ্চমুখ, ব্যাঘ্রকীর্ত্তি (ব্যাঘ্রচর্ম্ম), বিভূতিশুভ্র, চন্দ্রমাদ্বারা কমনীয় দেহ পাণি

১। স্পৃষ্ট্বা পাণিং পাণিনা সুপ্রসন্নঃ ইত্যাদি পাঠঃ ।

পর্ব্বদিন—(১) দেবপূজা বা অনুষ্ঠান বিশেষের জন্য নির্দিষ্ট দিন ; (২) সৌর মাসে বিষুবসংক্রান্তি, অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা ।

পত্রেষু পূজয়েদেতা দেবতাঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
ধাম ধর্ম্মং তথা সূক্ষ্মং বিষ্ণুং নারায়ণং হরম্ ॥১৮৭
বিজ্ঞেয়ং বিরজং বিশ্বং মধ্যাদি প্রতিপূজয়েৎ।
শক্তীঃ সংপূজয়েচ্চৈব রামাদ্যাঃ প্রোক্তলক্ষণাঃ ॥১৮৮
বাহ্যে সংপূজয়েদ্ ভক্ত্যা শ্রীকণ্ঠাদ্যাশ্চ তদ্বহিঃ।
পীঠেশাংশ্চ তথা বাহ্যে পীঠেশাংশ্চাগ্রতোঽর্চ্চয়েৎ ॥১৮৯
ত্রৈয়ম্বকেণ মন্ত্রেণ পূজয়েৎ কমলাং বিনা।
নন্দীশং মুকুটঞ্চৈব দিক্‌পালান্ পূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥১৯০
এবং সংপূজ্য দেবেশং পূজাভির্ভক্তিমান্নরঃ।
প্রণম্য পরমেশানমিদং স্তোত্রমুদাহরেৎ ॥১৯১
ওঁ নমো বিশ্ববর্ণায় হিরণ্যায় হিরণ্যবর্ণায় চ[১]।
হিরণ্যকৃতচূড়ায় হিরণ্যপতয়ে নমঃ ॥১৯২
ঈশান বজ্রসংভূত হরিকেশ নমোঽস্তু তে।
নমো বালার্কবর্ণায় জ্বলদ্রূপধরায় চ ॥১৯৩
নমোঽশুদ্ধায় শুদ্ধায় সৌভগায় ক্ষয়ায় চ।
ভবাঙ্গোজিতকেশায়[২] মুক্তকেশায় বৈ নমঃ ॥১৯৪

দ্বারা দেবীর পাণি স্পর্শ করিয়া আছেন, এরূপ নীলদেহ মহেশ্বরের ধ্যান করিবে।১৮৬

তদনন্তর পুষ্প পত্রাদি দ্বারা পরমেষ্ঠী, (মন্ত্রদাতা গুরু), দেবগণ, ধাম, ধর্ম্ম, সূক্ষ্ম, বিষ্ণু, নারায়ণ, হর, বিরজ, বিশ্বাদির পূজা করিবে। তদনন্তর উক্ত-লক্ষণ রামাদি শক্তিগণের ভক্তিপূর্ব্বক বহির্দ্দেশ পূজা করিবে। তদনন্তর বাহ্যে শ্রীকণ্ঠাদির, অগ্রভাগে পীঠগণের পূজা করিবে।১৮৭—১৮৯

ত্র্যম্বকমন্ত্র দ্বারা কমলা ব্যতিরেকে নন্দীশ, মুকুট ও দিক্‌পালগণের ক্রমানুসারে পূজা করিবে।১৯০

এইরূপে মানবগণের ভক্তিযুক্ত হইয়া দেবেশ পরমেশানকে (পরমেশ্বরকে) অর্চ্চনা করিয়া এই স্তোত্র পাঠ কর্ত্তব্য।১৯১

যিনি বিশ্ববর্ণ হিরণ্য, হিরণ্যবর্ণ হিরণ্যকৃতচূড় ও হিরণ্যপতি, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। হে ঈশান! বজ্রসম্ভূত! হে হরিকেশ! আপনাকে নমস্কার করি। যিনি বালার্কের (নবোদিত সূর্য্য) ন্যায় রক্তাভ, যিনি উজ্জ্বল রূপধারী, যিনি শুদ্ধস্বরূপ যিনি অশুদ্ধ সৌভাগ্য, অক্ষয় তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। যিনি ভবাংগ, যিনি অমিতকেশ ও মুক্তকেশ তাঁহাকে আমি প্রণাম করি। যিনি

১। ওঁ নমস্তে বিশ্ববর্ণায় হিরণ্যায় কপর্দিনে-ইত্যপি পাঠঃ।
২। বালার্কবর্ণায়•••ভবাঙ্গামিতকেশায় ইতি পাঠান্তরম্।

নমঃ ষট্‌কর্ম্মতুষ্টায় ত্রিকর্ম্ম[১] নিরতায় চ।
বর্ণাশ্রমেণ বিধিবৎ পৃথক্‌কর্ম্মপ্রবর্ত্তিনে ॥১৯৫
নমঃ শোশীয়শোশায় করণায় চ তে নমঃ।
শ্বেতপিঙ্গলনেত্রায় কৃষ্ণবক্ত্রেক্ষণায় চ ॥১৯৬
ধর্ম্মকামার্থমোক্ষায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
নমস্ত্রিশূলহস্তায় উমাকান্তায় বৈ নমঃ ॥১৯৭
ঈশানবক্ত্রসংভূত হরিকেশ নমোঽস্তু তে।
প্রসীদ পার্ব্বতীকান্ত উমানন্দায় বৈ নমঃ ॥১৯৮
ততোঽনুজ্ঞাং সমাদায় কৃতাঞ্জলিপুটস্তদা ॥
প্রণম্য পূজয়িত্বা চ ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥১৯৯
উমানন্দ নমস্তেঽস্তু পার্ব্বতীপ্রীতিবর্দ্ধন।
নির্ব্বিঘ্না যাতু মে সিদ্ধির্যস্মাৎ পূজা কৃতাদ্য মে ॥২০০
জগন্নাথ প্রসাদেন শ্রীমৎকামেশ্বরং শিবম্।
দেবেশ পূজয়াম্যদ্য আজ্ঞয়া তে মহেশ্বর ॥২০১
প্রাচ্যাং তস্য সমভ্যর্চ্চ্য বিষ্বক্‌সেনো জনার্দ্দনঃ।
দেবস্য পশ্চিমে ভাগে মাতঙ্গং নাম ক্ষেত্রকম্।
ধনুর্দ্ধাবিংশমানেন তত্র বাসান্ন শোচতি ॥২০২

ষট্‌কর্ম্মে পরিতুষ্ট, যিনি ত্রি-কর্ম্মনিরত, যিনি বর্ণাশ্রমে বিধিপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হন, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি। যিনি শোশীর ও শোশ ও করণরূপ, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। যিনি শ্বেতপিঙ্গলনেত্র ও কৃষ্ণবক্ত্রেক্ষণ (মুখ ও নেত্র কৃষ্ণবর্ণ), যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষস্বরূপ ও সর্ব্বপাপহর, যিনি ত্রিশূলহস্ত ও উমাকান্ত, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। হে ঈশানবক্ত্রসম্ভূত, হে হরিকেশ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। হে পার্ব্বতীকান্ত! প্রসন্ন হও, হে উমানন্দ! আমি তোমাকে প্রণাম করি ॥১৯২—৯৮

তদনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে অনুজ্ঞা (আদেশ, অনুমতি বা সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম ও পূজা করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।১৯৯

হে উমানন্দ! তোমাকে নমস্কার। হে পার্ব্বতীপ্রীতিবর্দ্ধন! আমি অদ্য আপনার পূজা করিতেছি, আপনি আমার (বাধাবিঘ্নবিহীন) নির্ব্বিঘ্ন সিদ্ধি করুন। হে মহেশ্বর! হে দেবেশ! হে জগন্নাথ! আমি আপনার প্রসাদে আপনার আজ্ঞায় অদ্য শ্রীকামেশ্বর শিবের পূজা করিতেছি।২০০—২০১

১। ত্রিকর্ম—(জীবিকার্থে) যাজন (পৌরহিত্য), প্রতিগ্রহ ও অধ্যাপন এবং (ধর্ম্মার্থে) যজন যোগকরণ, যজ্ঞকরণ, পূজন, দান ও বেদাধ্যয়ন।

তত্র যৎপাতকং চীর্ণং ব্রহ্মহত্যাসমং ভবেৎ।
তচ্চ যৎ সুকৃতং কিঞ্চিদগ্নিষ্টোমফলপ্রদম্* ॥২০৩
মাতঙ্গীং পূজয়েত্তত্র গন্ধাদ্যৈ র্ভক্তিমান্নরঃ।
মায়াবীজেন দেবেশি ভাবেন সুসমাহিতঃ ॥২০৪
তত্রস্থো মন্দরং পশ্যেদ্দক্ষিণাভিমুখস্তু যঃ।
স সর্ব্বকুলমুদ্ধৃত্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥২০৫
নমো মুরারীশৈলায় বিষ্ণুরূপায় বেধসে।
তান্ দৃষ্টবাথ স্বর্গস্থো ভব পাপং ব্যপোহতু[১] ॥২০৬
বীক্ষেৎ সন্ধ্যাচলং পশ্চাদ্দিনে মন্ত্রমুদীরয়েৎ।
যুগকোটিসহস্রেষু যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতম্।
ক্ষিপসি গজচক্রে চ[২] সাক্ষী ভব মতঙ্গজ ॥২০৭

তাহার পূর্ব্বভাগে বিষ্বক্সেন জনার্দ্দনকে অর্চ্চনা করিবে। দেবের পশ্চিমভাগে মাতঙ্গ নামে ক্ষেত্র আছে, উহার পরিমাণ দ্বাবিংশতি ধনু তথায় বাস করিলে শোক পাইতে হয় না।২০২

তথায় যৎকিঞ্চিৎ সামান্য পাপ করিলেও ব্রহ্মবধের তুল্য হয়, আর তথায় যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতি (পুণ্যাজন্য, সৎকর্ম্ম) করিলে, তাহা অগ্নিষ্টোমের তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে।২০৩

মনুষ্যগণ ভক্তিমান্ ও ভাবপূরিত হইয়া সমাহিতচিত্তে গন্ধাদি ও মায়াবীজ দ্বারা সেই স্থানে মাতঙ্গীর পূজা করিবে।২০৪

দক্ষিণাভিমুখী হইয়া তত্রস্থ মন্দির দর্শন করিলে সর্ব্বকুলের উদ্ধার সাধন করিয়া ব্রহ্মলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়।২০৫

আমি মন্দরশৈল (মুরারীশৈল) বিষ্ণুরূপ বিধাতাকে প্রণাম করি, তাঁহার দর্শন পূর্ব্বক সংসারের সর্ব্বপাপ দূরীকৃত করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়।২০৬

তদনন্তর দিবসে সন্ধ্যাচল দর্শন করিবে। দর্শনানন্তর 'যুগকোটি সহস্রাণি যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতং। ক্ষিপসি গজচক্রে চ সাক্ষী ভব মতঙ্গজ'।২০৭

---

* অগ্নিষ্টোম—বহু প্রজাসৃষ্টি কল্পনায় প্রজাপতি কর্তৃক প্রবর্তিত পঞ্চদিন সাধ্য বসন্তকালীন যাগবিশেষ।

১। নমো মন্দরশৈলায় বিষ্ণুরূপায় বেধসে।
তং দৃষ্টাথ স্বর্গসংস্থো ভবেৎ পাপব্যপোহনাৎ॥ ইতি চ পাঠঃ।

২।ক্ষয়োস্তি গজবক্রে চ··· ··ইতি পাঠান্তরম্।

ততোঽর্ঘ্যং ভানবে দদ্যাত্তিলবারিকুশান্বিতম্‌ ।
উত্থায় প্রণিপাতেন দদ্যাদাচমনীয়কম্‌ ॥২০৮
আদিত্যস্য ব্রতাঙ্গে তু চার্ঘ্যদানে বিশেষতঃ ।
উপবিশ্য ততো দদ্যাদন্যত্রোত্থায় দাপয়েৎ ॥২০৯
অধোমুখশ্চার্ঘ্যপাত্রং দত্বাঽর্ঘ্যান্তে বিচক্ষণঃ ।
তত্র চণ্ডেশ্বরং সূর্য্যং প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ ॥২১০
দশাশ্বমেধে নৈর্ঋত্যে দক্ষিণে মম সুন্দরি ।
ইক্ষুক্ষেপান্তরে যচ্চ সংস্থিতং কলিপর্ব্বতম্‌ ॥২১১
তত্রারোহণমাত্রেণ সুকৃতঞ্চ বিনশ্যতি ।
দুঃখিতং লিপ্যতে গাত্রে কলিঃ স্পৃশতি নান্যথা ॥২১২
কলিঃ স্পৃশতি যাং ধারাং সা ধারা মম বাহিনী ।
সর্ব্বং কলিমলং তীর্থং তথৈনং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥২১৩
মন্দরস্য হি চৈশান্যাং ধনুঃষোড়শকং নিত্যং ।
চক্রতীর্থং মহাতীর্থং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্‌ ।
গ্রহোপদোষজঞ্চৈব পাতকং যৎকৃতং বহু ॥২১৪
কৃষ্ণে শুক্লে চতুর্থ্যাঞ্চ দৃষ্ট্বা সিংহে চ চন্দ্রকম্‌ ।
তদ্দোষাঃ পাতকং যচ্চ সর্ব্বং স্নানাদ্বিনশ্যতি ॥২১৫

এই মন্ত্র দ্বারা তিল, জল ও কুশযোগে সূর্যকে অর্ঘ্যদান করিবে। তদনন্তর প্রণাম করিয়া উঠিয়া আচমনীয় প্রদান কর্ত্তব্য ।২০৯

আদিত্যের ব্রতাঙ্গে বিশেষতঃ অর্ঘ্যদানে উপবেশনপূর্ব্বক দান করিবে, অন্যত্র উত্থিত হইয়া অর্ঘ্যদান কর্ত্তব্য ।২১০

অধোমুখে অর্ঘ্যপাত্রে অর্ঘ্যদানপূর্ব্বক বুদ্ধিমান বিচক্ষণ নরগণ তত্রস্থ চণ্ডেশ্বর সূর্য্যকে প্রণিপাত করিয়া বিসর্জ্জন করিবে ।২১২

হে শোভনে ! দশাশ্বমেধের নৈর্ঋতে ও আমার দক্ষিণে ইক্ষুক্ষেপান্তরে যে কলিপর্ব্বত অবস্থিত আছে. তাহাতে আরোহণমাত্রেই সুকৃতিসকল বিনষ্ট হইয়া দুঃখপ্রাপ্ত হয় এবং গাত্রে কলির পাপস্পর্শ ঘটিয়া থাকে, ইহার অন্যথা হয় না ।

কলি যে ধারাপাতন স্পর্শ করে, সেই ধারা আমার বাহিনী জানিবে। এই তীর্থ সর্ব্বত্রই কলিমলময় ; অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিবে ।২১৩

মন্দিরের ঈশানে ষোড়শধনু পরিমিত সর্ব্বপাপপ্রণাশন চক্রতীর্থ। এই মহাতীর্থে শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীতে এবং সিংহে চন্দ্র দেখিয়া স্নান করিলে, গ্রহোপদোষজাত পাতক (পাপ) সকল, ক্রূর অর্থাৎ কুপিত গ্রহজনিত পীড়াদি ক্ষয় ও বিনষ্ট হয় ।২১৪—১৫

১। ধনুঃ ষোড়শকোন্মিতম্‌ ইতি পাঠান্তরম্‌।

অস্থীনি পাতয়েদ্ যস্তু সপ্তরাত্রৌ মম প্রিয়ে।
চক্রাঙ্কিতং ভবেদ্দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥২১৬
চক্রতীর্থে ব্রতং সর্ব্বং[১] গোপীচন্দনধারণাৎ।
প্রাপ্নোতি তৎফলং জন্তুর্মৃতো হরিপুরং ব্রজেৎ ॥২১৭
দ্বারকায়াং সমুদ্ভূত দ্বিজন্ম ভবসাগরাৎ।
তীর্থরাজ নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং ভববন্ধনাৎ ॥২১৮
স্নাত্বা তু মন্ত্রেণানেন সবিত্রেঽর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
চক্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা বেধসং[২] যস্তু পূজয়েৎ।
দশ পূর্ব্বান্ দশ পরান্ আত্মানঞ্চৈব তারয়েৎ ॥২১৯
চক্রতীর্থং স্পৃশন্ শৈলং নন্দনং নাম পর্ব্বতম্।
ধনুর্দ্বিষষ্টিমানঞ্চ পশ্চিমেনৈব সুন্দরি ॥২২০
জনার্দ্দনঞ্চ দেবেশং কলৌ বৌদ্ধস্বরূপিণম্।
তং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে পাপৈর্মহাঘোরৈঃ সুদারুণৈঃ ॥২২১

হে প্রিয়ে! যে-নর সাতরাত্রি অস্থি পাতন (নিক্ষেপ, অর্পণ) করে, তবে তিনি চক্রাঙ্কিত হন, তাহাতে সন্দেহ নাই।২১৭

চক্রতীর্থে ব্রতধারণ করিয়া গোপীচন্দন ধারণ করিলে তাহার অক্ষয় ফললাভ হয় এবং মৃত্যুর পর হরিপুরে গমন করিয়া থাকে।২১৮

"দ্বারকায়াং সমুদ্ভূত দ্বিজন্ম ভবসাগরাৎ, তীর্থরাজ নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং ভববন্ধনাৎ"—এই মন্ত্র দ্বারা স্নানানন্তর সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। নরগণ চক্রতীর্থে স্নান করিয়া বিধাতার পূজা করিলে ঊর্ধ্বতন এবং পরতন দশপুরুষ স্বীয় মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়।২১৯

যে শৈল চক্রতীর্থ স্পর্শ করিতেছে, তাহার নাম নন্দনপর্ব্বত ; তাহার পরিমাণ (চতুঃসীমাবস্থিত স্থানের পরিমাণ) দ্বিষষ্টি ধনু।২২০

হে সুন্দরি! তাহার পশ্চিমে দেবেশ্বর জনার্দ্দন আছেন। তিনি কলিতে বুদ্ধরূপী (অর্থাৎ ধ্যানলব্ধ প্রজ্ঞালোকে উদ্ভাসিত ও স্থিত এবং সকল বিষয়-জ্ঞাতঃ স্বয়ং-দীপ্ত জ্ঞানালোকে উদ্বুদ্ধ প্রবুদ্ধ ও জাগরিত), তাঁহাকে দর্শন করিয়া অতি ভয়ানক দুঃসহ পাপ হইতে বিমুক্তি হয়।২২১

১। স্বন্তু ইতি পাঠান্তরম্।
২। চক্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা বিধাতারং প্রপূজয়েৎ। ইতি চ পাঠঃ।
ব্রত—স্বর্গ সুখ, ধনৈশ্বর্য্যাদি কামনায় নিয়মিত পুণ্যজনক কর্ম্মানুষ্ঠান ; পাপক্ষয়কর কর্ম্ম নিয়ম ও সংযমাদি কর্ম্ম তপস্যা।

কর্কশং পৌণ্ড্রবর্দ্ধঞ্চ যা শিলাচক্র উদ্যতা।
মন্দরস্য চ পাশ্চাত্যে শম্ভশৈলস্য ভাবিনি।
জনার্দ্দনস্য চিহ্নঞ্চ রূপঞ্চ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥২২২
উত্তরে তস্য শৈলস্য ঐশান্যাং বিরজা তথা।
দক্ষিণে গজশৈলস্য পশ্চিমে শৈন্দ্রলিঙ্গকঃ ॥২২৩
এতন্মধ্যতমং ক্ষেত্রমাগস্ত্যং নাম বৈ ময়া।
এবং শতমিতং ক্ষেত্রং মৎসম্ভবমুদাহৃতম্ ॥২২৪
অসংশয়ং বিজানীয়াদন্যল্লোহিতমুচ্যতে।
তত্র পিণ্ডপ্রদানেন পিতৃণাং পরমা গতিঃ ॥২২৫
জনার্দ্দনস্য হস্তে চ স্বাহাপিণ্ডং সমর্পয়েৎ।
এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দ্দন ॥২২৬
পরলোকগতং মহ্যং[১] ত্বং হি দাতা ভবিষ্যসি।
কলিশেষস্য পূর্ব্বে তু ধনুরষ্টপ্রমাণতঃ ॥২২৭
সা শিলা প্রেতভাবেন পিতৃণাং তারণায় চ।
তত্র পিণ্ডপ্রদানেন ন প্রেতো জায়তে কদাচিৎ ॥২২৮

চক্রতীর্থে যে শিলা উত্থিতা হয় বা হইয়াছে, তাহাই পৌণ্ড্রবর্দ্ধ। হে ভাবিনি! মন্দরের পশ্চাতে ও শম্ভশৈলের দক্ষিণে জনার্দ্দনের রূপ-চিহ্ন মহিমাদি সবিস্তারে বিশেষভাবে কীর্তিত (কথিত) হইয়াছে।২২২

উত্তরদিকে সেই শৈলের ঈশানে বিরজা। গজশৈলের দক্ষিণে ও পশ্চিমে শৌভ্রলিঙ্গক।২২৩

ইহার মধ্যগত-ক্ষেত্র আগস্ত্যনামে বিখ্যাত। এইদিকে এইপ্রকরে শতপরিমিত ক্ষেত্র আমার সমান জানিবে।২২৪

অন্যদিকে লোহিত তীর্থ। তথায় পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণের পরমাগতি প্রাপ্তি হইবে, সন্দেহ নাই। জনার্দ্দনের হস্তে স্বাহা পিণ্ড সমর্পণ করিবে।২২৫

হে জনার্দ্দন! আমি তোমার হস্তে এই পিন্ড সমর্পণ করিতেছি, আমি পরলোকগত হইলে আপনি তাহা আমাকে প্রদান করিবেন।২২৬

কলিশেষের পূর্ব্বে অষ্টধনুপরিমত সেই শিলা। ইহা পিতৃগণের তারণকারী হয়। তথায় পিণ্ডদান করিলে কেহই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় না।২২৭—২৮

১। পরলোকগতায়াথ ইতি পাঠান্তরম্।

চক্রতীর্থস্য চাগ্নেয়ে ধনুর্দ্বন্দ্বপ্রমাণতঃ।
লিঙ্গং লোলং পরং তীর্থং তিলদুগ্ধেঃ প্রতর্পয়েৎ ॥২২৯
জনার্দ্দনং ততো বীক্ষ্য মুচ্যতে বৈ ঋণত্রয়াৎ ॥২৩০
কলিদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ ধনুরর্দ্ধপ্রমাণতঃ।
শুক্রেণ স্থাপিতং লিঙ্গং শুক্রেশং নামতঃ শ্রুতম্ ॥২৩১
দেবং শুক্রেশ্বরং দৃষ্ট্বা কো ন মুচ্যতে বন্ধনাৎ।
গোলেশ্বরং ততো দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥২৩২
অঙ্গারেশঞ্চ সিদ্ধেশং গয়াদিত্যং গজং তথা।
মার্কণ্ডেয়েশ্বরং দৃষ্ট্বা পিতৃণামনৃণো ভবেৎ ॥২৩৩
গয়াগোলেশ্বরং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা দেবং জনার্দ্দনম্।
এতন্ন কিমু পর্য্যাপ্তং নৃণাং সংশুদ্ধিকারণম্।
ব্রহ্মলোকং প্রয়ান্তীহ পুরুষাশ্চৈকবিংশতিঃ ॥২৩৪
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রং সরাংসি চ।
চক্রতীর্থং গমিষ্যন্তি বারমেকং দিনে দিনে ॥২৩৫
পৃথিব্যাঞ্চ গয়া পুণ্যা গয়ায়াং কূপকং গয়া।
কূপাদষ্টগুণং দেবি শ্রেষ্ঠা মাতৃগয়া শুভে ॥২৩৬

চক্রতীর্থের অগ্নিকোণে দুইধনু পরিমিত লোললিঙ্গ নামে পরমতীর্থ আছে। তিল ও দুগ্ধে পূজা করিয়া তাহার তৃপ্তিসাধন করিবে। তদনন্তর জনার্দ্দনের দর্শন করিলে ঋণত্রয় হইতে মুক্তি লাভ হয়।২২৯—২৩০

কলি ও দ্বাপরের সন্ধিকালে শুক্র কর্ত্তৃক একলিঙ্গ স্থাপিত হয়; এই জন্য ঐ লিঙ্গের শুক্রেশ-লিঙ্গ নাম হইয়াছে। তথায় শুক্রেশ্বর দেবকে দর্শন করিয়া, কে না বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে? তদনন্তর গোলেশ্বর দর্শন করিলে, ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। তদনন্তর অঙ্গারেশ, সিদ্ধেশ, গয়াদিত্য, গজ, মার্কণ্ডেশ্বর দর্শন করিলে পিতৃঋণ পরিশোধ হয়।২৩১—৩৩

তৎপরে গয়ায় গোলেশ্বর ও জনার্দ্দনদেবকে দর্শন করিলে, কেবল পিতৃ-ঋণই পরিশোধ হয় না, তাহাতে একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে গমন করে।২৩৪

সমুদ্র সরোবর প্রভৃতি পৃথিবীতে যে যে তীর্থ আছে, তৎসমুদয়ই প্রতিদিন এক-একবার চক্রতীর্থে গমন করিয়া ক্ষণমধ্যে থাকে।২৩৪—২৩৫

হে দেবি! পৃথিবীতে গয়া পুণ্যতমা, গয়ায় কূপগয়া, কূপ হইতে মাতৃগয়া অষ্টগুণ শ্রেষ্ঠা জানিবে।২৩৬

পুত্রো মাতৃগয়াং গত্বা হ্যনৃণো ভবতি ক্ষণাৎ।
গয়ায়াং পিণ্ডদানঞ্চ পিতৃণামনৃণো ভবেৎ ॥২৩৭
গয়ান্তং পিণ্ডদানঞ্চ গয়ান্তং তীর্থমেব চ।
পঞ্চকান্তং কামরূপং পিচ্ছিলান্তং সরিৎ শুভে।
জনার্দ্দনস্য হস্তে তু পিণ্ডং দদ্যাৎ স্বকং নরঃ ॥২৩৮
বিরজে চ তথা চাশ্বে কর্ণিবামে চ সোমকে।
জীবৎপিণ্ডপ্রদানেন স্বল্পায়ুর্জায়তে নরঃ ॥২৩৯
যত্রাগস্ত্যো মহাক্ষেত্রে স্বকং পিণ্ডং দদেত্তু যঃ।
মাসদ্বয়াধিকং বর্ষমায়ুর্যো বর্দ্ধতে ক্রমাৎ ॥২৪০
স্বহস্তেন বৃষোৎসর্গং চ করোত্যোর্দ্ধ্বদৈহিকম্।
পরলোকগতে দেবি অক্ষয়ং তদপি স্মৃতম্[১] ॥২৪১
পিত্রোশ্চ জীবতোঃ পুত্রো ন কুর্য্যাদৌর্দ্ধ্বদৈহিকং[২]।
বহুপুত্রে চৈকপুত্রে পুত্রে বা যোগসেবিতে।
ক্ষয়কুষ্ঠগতে[৩] পুত্রে ত্রিপুত্রে বা মহেশ্বরি।
চত্বারিংশৎপরো দেবি স্বয়মাত্মক্রিয়াঞ্চরেৎ ॥২৪২

পুত্রগণ মাতৃগয়ায় গমন করিয়া ক্ষণমধ্যে ঋণমুক্ত হয়। গয়ায় পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণের ঋণ শেষ হয়। গয়ায় গমন করিলে তীর্থগমন শেষ প্রাপ্ত হয়। কামরূপে গমন করিলে পঞ্চক ও পিচ্ছিলায় গমন করিলে সরিৎ শেষ হয়, আর অন্যত্র গমন করিতে হয় না। হে শুভে! মনুষ্যগণ জনার্দ্দনের হস্তে নিজপিণ্ড প্রদান করিবে।২৩৭—২৩৮

বিরজে, অশ্বক্রান্ত, কর্ণিবাম ও সোমকে জীবিতপিণ্ড প্রদান করিলে, নরগণ অল্পায়ু হয়।২৩৯

যে ব্যক্তি আগস্ত্যমহাক্ষেত্রে নিজ পিণ্ড প্রদান করে, তাহার এক বৎসরে দুইমাস আয়ুবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।২৪০

হে দেবি! যে মানব স্বহস্তে আপনার ঔর্দ্ধদৈহিক বৃষোৎসর্গ করে, সে পরলোকে গমন করিলে তাহা প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।২৪১

মাতা-পিতার বিদ্যমানে ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য করা উচিত নহে। হে মহেশ্বরি! বহুপুত্র একপুত্র বা যোগসেবিত (যোগনিরত) ক্ষয়কুষ্ঠগতপুত্র বা তিনপুত্রই বিদ্যমানে চত্বারিংশদ্‌বর্ষ বয়স্ক মানব দান ও বৃষোৎসর্গাদি আত্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। কেবল দশাহিক (দশদিনব্যাপী) কার্য্য করিবে

১। ফলং পরত্র চাপ্নোতি ন সন্দেহো মহেশ্বরি। ইতি চ পাঠঃ।
২। ইতি পাঠঃ পুস্তকান্তরে ন দৃশ্যতে।
৩। ক্ষয়ং কুষ্ঠং গতে ইতি পাঠান্তরম্।

দানঞ্চৈব বৃষোৎসর্গং কুর্য্যান্নৈব দশাহিকম্ ।
দম্পত্যোর্জীবিতোঃ কুর্য্যাদ্ বৃষোৎসর্গদ্বয়ং সদা ॥২৪৩
একত্র মণ্ডলে কুণ্ডে বৃষোৎসর্গং পৃথক্ চরেৎ ।
মৃতে কুর্য্যাদেকগুণং জীবিতোঽষ্টগুণং ফলম্ ॥২৪৪
পরগোত্রকৃতে[১] চৈব স্বল্পাল্পং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥২৪৫
উদ্যতস্তু গয়াং গন্তুং শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ[২] ।
বিধায় কার্পটীবেষং গ্রামস্যাস্য প্রদক্ষিণম্ ।
ততো গ্রামান্তরং কৃত্বা শ্রাদ্ধশেষস্য ভোজনম্ ॥
কৃত্বা প্রদক্ষিণং গচ্ছেৎ প্রতিগ্রহবিবর্জ্জিতঃ ॥২৪৬
গৃহাচ্চারত্নিমাত্রঞ্চ আগস্ত্যগমনে সতি ।
স্বর্গারোহণসোপানং পিতৃণান্তু পদে পদে ॥২৪৭
দিবা চ সর্ব্বদা রাত্রৌ আগস্ত্যে শ্রাদ্ধকৃদ্ভবেৎ ।
অশ্বতীর্থে কৃতং শ্রাদ্ধং নীলকূটে চ পঞ্চকে ।
রামাশ্রমে সোমকূটে শ্রাদ্ধী পিতৃন্ স্বর্গং ব্রজেৎ[৩] ॥২৪৮

না। দম্পতির মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই বাঁচিয়া থাকিলে, দুইটি বৃষোৎসর্গাদি ক্রিয়া করিবে। একত্রমণ্ডলে ও একই কুণ্ডে পৃথক দুই বৃষোৎসর্গ কর্ত্তব্য। মৃত অপেক্ষা জীবিতের বৃষোৎসর্গে অষ্টগুণ অধিক ফল লাভ হয়। পরগোত্রের নিমিত্ত বৃষোৎসর্গ করিলে, অল্প স্বল্প ফল হয় ॥২৪২—২৪৫

গয়াগমনে উদ্যত হইয়া যথানির্দ্দিষ্ট বিধি-ক্রমানুসারে শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। তদনন্তর গ্রামান্তর গমন করিয়া শ্রাদ্ধশেষে ভোজনপূর্ব্বক প্রদক্ষিণান্তে প্রতিগ্রহ (দানগ্রহণ) বিবর্জ্জিত হইয়া গমন করিবে। আগস্ত্য গমনে গৃহ হইতে অরত্নি (একহস্ত পরিমাণ) প্রমাণ স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া গমন কর্ত্তব্য। তাহা হইলে পদে-পদে পিতৃগণের স্বর্গারোহণ সোপান ব্যবস্থিত হয় ।২৪৬—৪৭

আগস্ত্যে সর্ব্বদাই দিবায় বা রাত্রিযোগে শ্রাদ্ধ করিবে। অশ্বতীর্থে, নীলকূটে, পঞ্চকে, রামাশ্রমে, সোমকূটে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ স্বর্গ গমন করেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।২৪৮

১। পরগোত্রকৃতং ইতি পাঠান্তরম্।
২। ঘৃতেন তু ইতি পাঠান্তরম্।
৩। পিতৃন্ শ্রাদ্ধঃ দিবঃ নয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্।

আগস্ত্যে মণ্ডনং কৃত্বা দৃষ্ট্বা দেবং জনার্দ্দনম্।
আরুহ্য মন্দরং শৈলং পুনাতি সপ্তমং কুলম্[১] ॥২৪৯
সাম্বৎসরং গয়াশ্রাদ্ধং পার্ব্বণং প্রতিপর্ব্বণি।
নিরামিষং কৃতং শ্রাদ্ধং তথা চ বিষুবদ্বয়ে[২] ॥২৫০
সপিণ্ডাঃ পিতরস্তস্য নিরাশাঃ সততং গতাঃ।
আমশ্রাদ্ধে আমমাংসং প্রদদ্যাদবিচারতঃ ॥২৫১
পিতরোঽধোমুখগতাস্তিষ্ঠন্তি ন মম প্রিয়ে।
সামিষন্তু কৃতং শ্রাদ্ধং যস্তু ভুঙ্‌ক্তে নিরামিষম্ ॥২৫২
তামিশ্রং নরকং গচ্ছেৎ পিতৃভিঃ সহ নান্যথা।
দীর্ঘং তনুময়ং কুর্যাদ্ গৃহীত্বা মম শঙ্করি ॥২৫৩
শ্রাদ্ধাচারং বিনা কুর্য্যাদ্ব্রতমেবং (ব্রতমেতন্মম) প্রিয়ে।
নিরামিষঃ কৃতী যেন কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং নিরামিষম্ ॥২৫৪
ভোক্তা নিরামিষং ভুঙ্‌ক্তে সামিষং ন কদাচন।
সদ্যো নিমন্ত্রয়েৎ শ্রাদ্ধে কর্ম্ম কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥২৫৫

আগস্ত্যে মন্ডন করিয়া জনার্দ্দনদেবকে দর্শন করিয়া মন্দরশৈলে আরোহণ করিলে, সপ্তকুল পবিত্র হয়।২৪৯

প্রতিপর্ব্বে সাম্বাৎসরিক পার্ব্বণ গয়াশ্রাদ্ধ এবং বিষুবদ্বয়ে (অয়ন সংক্রান্তিতে) নিরামিষ শ্রাদ্ধ করিলে তাহার সপিণ্ড পিতৃগণ ও অন্যান্য পিতৃগণ নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। হে প্রিয়ে! আমশ্রাদ্ধে আম কাঁচা অপক্ব) মাংস প্রদান কর্ত্তব্য, তাহাতে বিচার করিতে হয় না।২৫০—২৫১

পিতৃগণ অধোমুখ হইয়া অবস্থান করেন। সামিষ শ্রাদ্ধ করিয়া যে ব্যক্তি নিরামিষ ভোজন করেন সে পিতৃগণের সহিত তামিস্র নরকে গমন করে। হে শঙ্করি! ইহার প্রতিকারার্থ দীর্ঘতনুময় ব্রত অর্থাৎ পাপস্খালনের নিমিত্ত নিয়মিতরূপে অনুষ্ঠেয় কঠোর তপশ্চর্য্যা ও চান্দ্রায়ণাদি (এক চান্দ্রমাস সাধ্য কৃচ্ছ্রতামূলক প্রায়শ্চিত্তবিশেষ যাহাতে চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে প্রাত্যহিক আহারাদি নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়) সংযম তপস্যা করিবে।২৫২—৫৩

১। কুলসপ্তকম্ ইতি পাঠান্তরম্।

২। বিষুব—বৎসরে যে সময়ে দিবারাত্রি সমান হয়। সম্বৎসরসাধ্য (বৈদিক) গবাময়ন সত্র (যজ্ঞ) একুশদিনে সম্পাদিত হয়। উহার পূর্ব্বে দশদিন, পরে দশদিন এবং মধ্যে একদিন। মধ্যবর্ত্তী দিন বিষুব দিন। উহা বৎসরকে দুইভাগে বিভক্ত করে। বিষুব দিবসের ৬ (ছয়) মাস পূর্ব্বপক্ষ এবং পরে ৬ (ছয়) মাস উত্তরপক্ষ। কৃতশ্রাদ্ধম্ ইতি পাঠান্তরম্।

শূদ্রেণ নিন্দিতং বিপ্রং শ্রাদ্ধযজ্ঞাদিকেষু চ।
ব্রাহ্মণং ভোজয়েদ্ যস্তু ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ঠাঞ্চ শাঙ্করি ॥২৫৬
মাহিষং বৃহদাজঞ্চ ঐণং বা চামরন্তথা।
গৌধং কূর্ম্মঞ্চ শাম্বঞ্চ শাশকং সৌকরন্তথা।
বারাহঞ্চ তথা মেষং শ্রাদ্ধে দেয়ানি সর্ব্বশঃ ॥২৫৭
অকলৌ (ন কলৌ) তু গবাং মাসং সারমেয়ঞ্চ তত্ত্বতঃ।
হীনেন্দ্রিয় ছাগলঞ্চ ন বৃষ্যং তঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥২৫৮
কৃষ্ণছাগস্য মাংসেন পিতৄন্ যস্তু প্রতর্পয়েৎ।
নিরাশাঃ পিতরো যান্তি শাপং দত্ত্বা সুদারুণম্। ২৫৯
হীনেন্দ্রিয়ং ছাগমাংসৈর্যস্তু পিতৄন্ প্রতর্পয়েৎ।
মহাভয়ঙ্করং প্রোক্তং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥২৬০
মাহিষেণ দ্বাদশাব্দং তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী।
সাম্বৎসরস্তু চাজেন ছাগৈঃ শৈলেয় ষট্‌সম[1] ॥২৬১

এই ব্রত শ্রাদ্ধাচার ব্যতিরেকে সম্পাদন করিবে। যে নিরামিষভোজী, সে নিরামিষ শ্রাদ্ধ করিবে এবং নিরামিষ ভোজন করিবে, কখনও আমিষ ভোজন করিবে না। বিচক্ষণগণ শ্রাদ্ধে কর্ম্ম করিয়া সদাই (তৎক্ষণে) নিমন্ত্রণ করিবে।২৫৪—২৫৫

শ্রাদ্ধযজ্ঞে শূদ্রনিন্দিত ব্রাহ্মণভোজন করাইলে, সে বিষ্ঠাভোজন করে।২৫৬

মাহিষ, বৃহৎ অজ (ছাগ) মাংস, ঐণ (কালসারমৃগ) চামর (চমরী গাই), গোধা (গোসাপ ছোট কুমীরের ন্যায় স্থলচর প্রাণীবিশেষ) মাংস, কূর্ম্মশাম্ব (কচ্ছপ) শশক (খরগোশ) মাংস, শূকর মাংস ও বরাহ মাংস এবং মেষ মাংস—এই সকল শ্রাদ্ধে প্রদান করিবে।২৫৭

কলি ভিন্ন অপর যুগে গোমাংস ও সারমেয় মাংস বিহিত ; হীনেন্দ্রিয় ছাগল বর্জ্জনীয়।২৫৮

যে কৃষ্ণছাগের মাংস দ্বারা তর্পণ করে, তাহার পিতৃগণ নিরাশ হইয়া নিদারুণ অভিশাপ প্রদান করেন।২৫৯

হীনেন্দ্রিয় ছাগমাংস দ্বারা পিতৃতর্পণ করিলে তাহা মহাভয়ঙ্কর হয় ; অতএব তাহার পরিত্যাগ কর্ত্তব্য।২৬০

১। ষট্ শৈলজে সমাঃ ইতি পাঠান্তরম্।

চামরেণ শতং বর্ষং সাহস্রং গোধিকামিষৈঃ।
ষণ্মাসঞ্চ বরারোহে কৌর্ম্মে বৈ মাসমাত্রকম্ ॥২৬২
বারাহেণ তু ষণ্মাসং শাশকেন নবৈব তু।
দ্বাবিংশন্মাসকেনৈব ক্ষুদ্রবারাহকৈস্তথা।
শতাব্দং চামরেণৈব স্থূলমাংসন্তু বর্জ্জয়েৎ ॥২৬৩
যত্র বর্জ্যং[১] ভবেৎ পুংভিশ্চতুর্ভিঃ ষড়্ভিরেব চ।
অতিস্থূলমিতি প্রোক্তং তদিদং পূর্ব্বসূরিভিঃ ॥২৬৪
মাহিষস্য বা গব্যস্য বারাহস্য মম প্রিয়ে।
মার্গস্য বৃহদাজস্য স্থূলস্যাপি হি শস্যতে ॥২৬৫
খাড়্গং[২] পাঞ্চনখং[৩] ভক্ষ্যমভক্ষ্যং খড়্গসংযুতম্।
চতুর্নখং বারিজাতং বর্জ্জয়েচ্চ মম প্রিয়ে। ২৬৬
গোধিকাং স্বর্ণখড়্গঞ্চ চামরং রুক্ষমেব চ।
বর্জ্জয়েৎ কূর্ম্মকং বিদ্বান্ যদি চক্রেণ চিহ্নিতম্ ॥২৬৭

পিতৃগণ মাহিষমাংস দ্বারা দ্বাদশ বৎসর, অজ মাংস দ্বারা সম্বৎসর, শৈলেয় ছাগল মাংস দ্বারা ছয় বৎসর, চামর (চমরী তিব্বতী গরু) মাংসে শতবৎসর, গোধিকামাংসে সহস্র বৎসর, কূর্ম্ম মাংস দ্বারা মাসত্রয়, বরাহমাংসে ছয়মাস, শশক দ্বারা নয়মাস, ক্ষুদ্র বরাহ দ্বারা দ্বাবিংশ মাস তৃপ্ত থাকেন। পিতৃতর্পণে স্থূলমাংস বর্জ্জনীয়। ২৬১—৬৩

পূর্ব্বসূরিগণ অতি স্থূলমাংস বর্জ্জন করিয়াছেন, মহিষমাংস, বরাহমাংস মৃগমাংস ও অজমাংস স্থূল হইলেও প্রশস্ত হয়।২৬৪—৬৫

খড়্গ (গণ্ডারের) পঞ্চনখমাংস ভক্ষণীয়, খড়্গসংযুক্ত মাংস, চতুর্নখ ছাগল বারিজাত (জলজাত ও জলচর প্রাণীগণের) মাংস বর্জ্জন করিবে। যদি চক্রচিহ্নে চিহ্নিত থাকে, তবে, বিদ্বান্‌গণ গোধিকা, স্বর্ণখড়্গ, চামর, রুক্ষ ও কূর্ম্ম বর্জ্জন করিবেন।২৬৬-২৬৭

১। যত্তু ত্যক্তং—ইত্যপি পাঠঃ।

২। খড়্গ—খড়্গ (গণ্ডারের নাসিকাস্থিত খড়্গ) + (অস্ত্যর্থে) অ লোপ আছে যার অর্থাৎ গণ্ডার।

৩। পঞ্চনখ—পঞ্চন্ (পাঁচ) নখ যাহার (বহুব্রীঃ) যাদের চারি পায়ের প্রত্যেক পায়ে পাঁচটি করিয়া নখ থাকে। যেমন বিড়াল, ব্যাঘ্র, হস্তী, কুকুর, শৃগালাদি। পঞ্চনখ যুক্ত পাঁচ প্রকার—শশক, সজারু, গোসাপ, কূর্ম্ম, গণ্ডার। মনুসংহিতা মতে ইহারা ভক্ষ্য।

সিংহং শুভং রোহিতঞ্চ রাজীবং চিত্রকস্তথা।
মহাশল্কং প্রোষ্ঠিকঞ্চ পার্ব্বতীয়ঞ্চ মৎসকম্ ॥২৬৮
বৃহদ্রোহিতমৎস্যঞ্চ বৃহৎ প্রোষ্ঠীকমেব চ।
বৃহৎশল্কঞ্চ চিত্রঞ্চ শ্রাদ্ধে যত্নেন ভোজয়েৎ ॥২৬৯
মৎস্যাংশ্চ শল্কহীনাংশ্চ সর্পাকারাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ।
শল্কহীনস্য মধ্যে তু প্রদেয়ং কচকম্বয়ম্ ॥২৭০
প্রেতোধানাদিকং যচ্চ বিকৃতামারণঞ্চ যৎ১।
সর্পাস্যান্ পীবরাংশ্চৈব রজনীশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥২৭১
জীবাশং সৈলুকঞ্চৈব পদ্মকং কুঙ্কুমস্তথা।
স্বর্ণকং গ্রন্থিবর্ণঞ্চ শ্রাদ্ধে যত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥২৭২
ধূম্রঞ্চ পঞ্চকদলং শর্করাকীটসংযুতম্।
মহিষ্যাস্তু ঘৃতং ক্ষীরং তক্রং শ্রাদ্ধে বিবর্জ্জয়েৎ ॥২৭৩
নারিকেলঞ্চ তালঞ্চ খর্জ্জুরং পীনসস্তথা।
তক্রং ঘৃতং বিনা ক্ষীরং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥২৭৪
প্রদীপং বর্জ্জয়েদ্রন্ধ্রং বর্ত্ত্যাং প্রত্যক্ষতৈলকম্।
কুসুম্ভং নালিকাশাকং মালতীকুসুমস্তথা ॥২৭৫
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে পঙ্কজঞ্চ করবীরাণি বর্জ্জয়েৎ।
ন প্রদদ্যাত্তু গাঙ্গেয়ং পদ্মং রক্তজলোদ্ভবম্ ॥২৭৬

বৃহৎ রোহিত মৎস্য, সিংহ শুভ, বৃহৎ প্রোষ্ঠী (শফরী, পুঁটিমাছ) বৃহৎশল্ক (মাছের আঁশ) ও চিত্রমৎস্য শ্রাদ্ধে যত্নপূর্ব্বক প্রদান করিবে। সর্পাকার শল্কহীন (আইসবিহীন) মৎস্য বর্জ্জনীয়।২৬৮ - ২৬৯

শল্কহীনের মধ্যে কচকম্বয় দাতব্য। প্রেতোধানাদি বিকৃতাকার সর্পমুখ পীবর (স্থূল) ও রজনী মৎস্য বর্জ্জনীয়। জীবাংশ, সেলুক, পদ্মক, কুঙ্কুম, স্বর্ণক, গ্রন্থিবর্ণ, এই সকল শ্রাদ্ধে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। ধূম্র, পঞ্চকদল, শর্করা কীটসংযুক্ত মাহিষ ঘৃত এবং দুগ্ধ, আজ্য (যজ্ঞীয় ঘৃত) এই সকল শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়।২৭০—৭৩

নারিকেল, তাল, খর্জ্জুর পীনস, তক্র (ঘোল) ঘৃত ও ক্ষীর যত্নপূর্ব্বক অবশ্য পরিত্যাগ করিবে।২৭৪

রন্ধ্রযুক্ত দীপ, প্রত্যক্ষ তৈল, কুসুম্ভ, নালিকা (নালিতা) শাক, মালতীকুসুম, পঙ্কজ ও করবীর; এই সকল বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে পরিবর্জ্জন করিবে। গাঙ্গেয় ও রক্তকমল প্রদান কর্ত্তব্য নহে।২৭৫—৭৬

১। বিকৃতাকারবচ্চ যৎ ইতি পাঠান্তরম্।

বিনা বস্ত্রেণ যচ্ছ্রাদ্ধং বিনা যজ্ঞোপবীতকৈঃ।
বিনা তিলেন দেবেশি বিনা গব্যেন নিষ্ফলম্ ॥২৭৭
অভাবে চৈব বস্ত্রস্য কুশমাল্যং নিবেদয়েৎ।
অভাবে যজ্ঞসূত্রস্য সূত্রযুগ্মন্তু বিন্যসেৎ ॥২৭৮
শূদ্রশ্রাদ্ধে চ স্ত্রীশ্রাদ্ধে চ যজ্ঞসূত্রং বিবর্জ্জয়েৎ।
তাম্বূলেন কৃতং শ্রাদ্ধং বিনা চূর্ণেন শাঙ্করি।
অভাবে জীবকং দদ্যাৎ পায়সং মধুসংযুতম্ ॥২৭৯
একজাতীয়পাত্রে তু দদ্যাদন্নং সমাহিতঃ।
দৈবতং প্রথমং দদ্যাৎ পিতৃপাত্রে নিবেদয়েৎ ॥২৮০
পিতৃশেষন্তু দৈবে তু পুনরন্নং কদাচন।
নিরগ্নেরামশ্রাদ্ধে তু অন্নং ন ক্ষালয়েৎ কচিৎ[১] ॥২৮১
বৃদ্ধৌ চ ক্ষালয়েদন্নং সংক্রমে গ্রহণেষু চ।
অষ্টমুষ্টিপ্রমাণেন ব্রাহ্মণে চৈককং ক্রমাৎ ॥
অতোঽধিকঞ্চ ন্যূনঞ্চ ন দদ্যাৎ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ॥২৮২
যঃ শ্রাদ্ধং পদ্মপত্রে চ করোতি সুমনোহরে।
বর্ষাণান্তু শতং সাগ্রং তৃপ্তির্ভবতি নান্যথা ॥২৮৩
অশ্বত্থস্য ছদে দেবি ব্রহ্মপাত্রে চ শাঙ্করি।
ষণ্মাসং জায়তে তৃপ্তিরনন্তং বটপত্রকে ॥২৮৪

যজ্ঞোপবীত, তিল ও গব্য ব্যতিরেকে শ্রাদ্ধ করিলে তাহা নিষ্ফল হয়। বস্ত্রের অভাবে কুশমাল্য, যজ্ঞসূত্রের অভাবে সূত্রযুগ্ম নিবেদন করিবে।২৭৭—৭৮

শূদ্রশ্রাদ্ধে ও স্ত্রীশ্রাদ্ধে যজ্ঞসূত্র বর্জ্জন করিবে। চূণ ব্যতিরেকে তাম্বূল দান কর্ত্তব্য। তদভাবে জীবক (ওষধি বিশেষ) দান কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধে মধুসংযুক্ত পায়স প্রদান করিবে।২৭৯

সমাহিত চিত্ত হইয়া একজাতীয় পাত্রে অন্নদান কর্ত্তব্য। প্রথমে দৈবতে (দেবোদ্দিষ্ট) ও তদনন্তর পিতৃপাত্রে নিবেদন করিবে।২৮০

পিতৃশেষ কদাচ দৈবে প্রদান করিবে না। অগ্নিহীন সাধারণ আমশ্রাদ্ধে অন্ন প্রক্ষালন করিবে না।২৮১

বৃদ্ধিতে, গ্রহণে ও সংক্রমণে অন্নক্ষালন করিবে। ব্রাহ্মণে অষ্টমুষ্টিপ্রমাণ অন্ন প্রদান করিবে। শ্রাদ্ধকর্ম্মে ইহার অধিক বা ন্যূন প্রদান করিবে না।২৮২

সুমনোহর পদ্মপত্রে শ্রাদ্ধ করিলে, শতবৎসর পর্য্যন্ত পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।২৮৩

হে শঙ্করি! অশ্বত্থপত্রে ও ব্রহ্মপাত্রে (পলাশ পত্রে) ছয়মাস ও বটপত্রে অনন্ততৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন।২৮৪

১। আমশ্রাদ্ধে নিরগ্নেস্তু নান্নং প্রক্ষালয়েৎ কচিৎ ইত্যপি পাঠঃ।

মাসৈকং তাম্রপাত্রে চ রুক্মপাত্রে তু বৎসরম্।
রৌপ্যে দশগুণং প্রোক্তং খড়্গপাত্রে শতোত্তরম্ ॥২৮৫
একজাতীয়পাত্রে তু মৃতাহে শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
পার্ব্বণে চ তথা বৃদ্ধৌ পৃথক্ জাতীংশ্চ যোজয়েৎ[1] ॥২৮৬
সম্বৎসরং ভবেত্তাবদ্ ব্রীহীংশ্চৈব নিয়োজয়েৎ।
বর্ষাদ্ ভবতি যো ব্রীহিঃ প্রেতশ্রাদ্ধে বিবর্জয়েৎ ॥২৮৭
ধান্যং বর্ষাসমুদ্ভূতং তিলং যাবঞ্চ চণকঞ্চ যৎ[2]।
যজ্ঞাদৌ চ তথা শ্রাদ্ধে দ্বিঃ স্বিন্নং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥২৮৮
ষষ্টিধান্যং রাজধান্যং বৃহদ্ধান্যঞ্চ বল্লভম্[3]।
সোমধান্যং শিঘ্নধান্যং বাঙ্গং বৈ রক্তশালিকম্ ॥২৮৯
কেতুকীং কলবিষ্কঞ্চ ধান্যং নারায়ণস্তথা।
মাধবঞ্চ প্রদীপঞ্চ বিষ্ণুধান্যঞ্চ বল্লভম্ ॥২৯০
ভোগ্যধান্যমশোকঞ্চ নাগাক্ষং পঞ্চকস্তথা।
ধান্যানি শ্রাদ্ধযোগ্যানি বেদেষু চ নিয়োজয়েৎ[4]॥২৯১

তাম্রপাত্রে একমাস, স্বর্ণপাত্রে এক বৎসর, রৌপ্যপাত্রে তদপেক্ষা দশগুণ, খড়্গপাত্রে তাহার শতগুণ তৃপ্তি লাভ করেন।২৮৫

মৃত্যুদিবসে ও শ্রাদ্ধকর্ম্মে একজাতীয় পাত্র, পার্ব্বণ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে পৃথক জাতীয় পাত্র যোজনা করিবে।২৮৬

এক বৎসরের ব্রীহি (আশুধান্য) প্রদান কর্ত্তব্য ; কিন্তু একবর্ষীয় ব্রীহি প্রেতশ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়।২৮৭

বর্ষাসমুদ্ভুত ধান্য, তিল, যব ও চণক এই সকল দুইবার স্বিন্ন (ভাপান, সিদ্ধ) করিয়া, যজ্ঞাদিতে ও শ্রাদ্ধে প্রদান করিবে না।২৮৮

ষষ্টিধান্য, রাজধান্য, বৃহদ্ধান্য, সোমধান্য, শিম্নধান্য, বঙ্গধান্য, রক্তশালি, কেতকী, কলবিষ্ক, নারায়ণ ধান্য, মাধবধান্য, প্রদীপ, বিষ্ণুধান্য, বল্লভ, ভোগ্যধান্য, অশোক, নাগাক্ষ, পঞ্চক প্রভৃতি ধান্যসকল যোগ্য (উপযুক্ত) বলিয়া বেদে নিশ্চিত (নির্ণীত) আছে। অতএব ইহা শ্রাদ্ধকর্ম্মে নিয়োগ (ব্যবহার) করিবে।২৮৯-২৯১

১। নিযোজয়েৎ।
২। ধান্যং বর্ষাসমুদ্ভূতং চণকং তিলযাবকে ইতি চ পাঠঃ।
৩। বল্লভে।
৪। কথিতানি হি।

গোধূমাংশ্চ যবাংশ্চৈব অপূপাংশ্চ মহেশ্বরি।
নীবারাংশ্চ তথা শ্রাদ্ধে দেবধান্যং তথা পরম্‌।
বসন্তে রোপিতং ধান্যং যত্নেন চ বিবর্জ্জয়েৎ।২৯২
তদন্নভক্ষণাদেব পাপং সংক্রমতে নৃণাম্‌।
ভক্ষণে শ্রবণান্নস্য দরিদ্রশ্চাভিজায়তে।।২৯৩
ভক্ষণে সোমধান্যস্য ব্রতং চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।
ভক্ষণে বৃদ্ধধান্যস্য বিভবো জায়তে কিল।।২৯৪
রাজধান্যং স্নিগ্ধধান্যং ভক্ষণাদ্বিষ্ণুলোকভাক্‌।
রক্তশাল্যোদনং ভুক্ত্বা বিজয়ং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ।।২৯৫
নারায়ণং মাধবস্য ভোগঞ্চ মম সুন্দরি।
ধান্যন্তু যাদবং ভুক্ত্বা নরঃ খ্যাতিমবাপ্নুয়াৎ।।২৯৬
নিমন্ত্রিতং ব্রাহ্মণঞ্চ যদি শ্রাদ্ধে বিবর্জ্জয়েৎ।
দারুণং নরকং গচ্ছেদ্‌ যাবদাভূতসংপ্লবম্‌।।২৯৭
নিমন্ত্রিতো যঃ স্বগৃহে ভুঙ্‌ক্তে বিপ্রঃ কথঞ্চন।
স গচ্ছেৎ কালসূত্রঞ্চ শৌকরীং যোনিমাবিশেৎ।।২৯৮
নিমন্ত্রিতো ব্রতস্থশ্চ ব্রহ্মচর্য্যোঽথবা[১] পুনঃ।
নাতিক্রামেচ্চ তং শ্রাদ্ধে ন দোষো মধুভক্ষণে।।২৯৯

হে পরমেশ্বরি। গোধূম, যব, অপূপ (ঘৃতপক্ব) নীবার (তৃণধান্য, মুনি অন্ন) নিয়োগ (প্রয়োগ) ও দেবধান্য শ্রাদ্ধে যোজনা করিবে। বসন্তকালে রোপিত ধান্য যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে।২৯২

সেই অন্ন ভক্ষণ করিলে পাপ সংক্রামিত হয়। শ্রাবণান্ন ভক্ষণ করিলে দরিদ্র হয়।২৯৩

সোমধান্য ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করিবে। বৃদ্ধধান্য ভক্ষণ করিলে বিভব ধন ও ঐশ্বর্য্য হয়।২৯৪

রাজধান্য ও স্নিগ্ধধান্য ভক্ষণে বিষ্ণুলোক ভজনা (আশ্রয়) করিয়া থাকে। রক্তশালিধান্য ভক্ষণ করিলে বিজয়শ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়।২৯৫

নারায়ণ, মাধবভোগ এবং যাদব ধান্য ভক্ষণ করিয়া নরগণ খ্যাতি লাভ করে।২৯৬

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে পরিবর্জ্জন করিলে, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করিয়া থাকে।২৯৭

নিমন্ত্রিত বিপ্র যদি নিমন্ত্রণকর্ত্তার গৃহে ভোজন না করে, তবে সেই নিমন্ত্রণকারী গৃহস্বামী কালসূত্র নামক নরক গমন করত তদনন্তর শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়।২৯৮

১। ব্রহ্মচর্য্যং চ বা।

সদ্যঃকৃতং সদাধান্যং মাংসং তৈলং তথৈব চ।
ব্রতস্থভক্ষণে দেবি ন দোষঃ পিতৃযজ্ঞকে ॥৩০০
গয়াশ্রাদ্ধে প্রেতপক্ষে তথানুমরণে[১] প্রিয়ে।
গ্রহণে তীর্থশ্রাদ্ধে চ[২] ন জিঘ্রেৎ পিণ্ডকং প্রিয়ে ॥৩০১
মুক্তিতীর্থং বিনা বিপ্রা নানুগচ্ছেৎ স্বকং পতিম্।
পৃথক্ চিতা নানুগচ্ছেন্মুক্তিমার্গেষু সর্ব্বদা ॥৩০২
ক্রিয়া কার্য্যা দশাহেন অন্যত্র[৩] তু নিবারকম্।
উদ্বন্ধনমৃতশ্চৈব তথা জলগতে শবে।৩০৩
শবে পর্য্যুষিতে চৈব ক্ষয়কুষ্ঠিশবে তথা।
নানুগচ্ছেচ্চ ব্রাহ্মণ্যা মুক্তিতীর্থাদৃতে প্রিয়ে ॥৩০৪
বহুপুত্রা সগর্ভা চ তথা চৈব রজস্বলা।
পতিতা কলহা চৈব অসতীঃ ন কদাচন ॥৩০৫
ততোঽনুগমনার্থঞ্চ একাহং স্থাপয়েৎ শবম্।
অনুগচ্ছেৎ পরেদ্যুশ্চ দোষস্তত্র ন জায়তে।৩০৬

অতএব নিমন্ত্রিত ব্রতস্থ ও ব্রহ্মচারী দ্বিজকে কদাচই অতিক্রম (উপেক্ষা, ত্যাগ) করিবে না। শ্রাদ্ধে মধুভক্ষণে দোষ হয় না।২৯৯

ব্রতস্থ ব্যক্তি পিতৃযজ্ঞে সদ্যোকৃত (এই মুহূর্ত্তে এইমাত্র বা সম্পন্ন) ধান্য, মাংস ও তৈল ভক্ষণে দোষের নিমিত্ত হয় না।৩০০

হে প্রিয়ে! গয়াশ্রাদ্ধে, প্রেতপক্ষে, অনুমরণে, গ্রহণে, তীর্থশ্রাদ্ধে পিণ্ড আঘ্রাণ কর্ত্তব্য নয়।৩০১

ব্রাহ্মণী মুক্তিতীর্থ ব্যতিরেকে নিজপতির অনুগমন করিবে না। মুক্তিমার্গে সর্ব্বদাই পৃথক চিতায় অনুগমন না করিয়া এক চিতাতেই আরোহণ করিবে।৩০২

হে প্রিয়ে! ব্রাহ্মণী মুক্তিতীর্থ ব্যতিরেকে উদ্বন্ধন মৃত, জলগত শব, পর্য্যুষিত (একরাত্রি অন্তরিত, বাসি, শব) ক্ষয়কুষ্ঠযুক্ত শবের অনুগমন করিবে না।৩০৩-৪

বহুপুত্রা, গর্ভবতী ও রজঃস্বলা, পতিতা, কলহরতা ও অসতী নারী কদাচই অনুগমন করিবে না।৩০৫

১। অনুমরণ—অনু (পশ্চাৎ বা সহিত) – মরণ অর্থাৎ সহমরণ, পতির সহিত এক চিতায় অব্যবহিত পরে স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ।

২। তীর্থশ্রাদ্ধে বৈ গ্রহণে।

৩। দিশাহে চামাত্র।

৪। ...কলহাচ্যা চাপ্যসতী।

বিদেশমরণে চৈব ভর্ত্তুর্যশ্বস্তু বিদ্যতে।
তদ্দ্রব্যং হৃদয়ে কৃত্বা ক্ষত্রাদীনামনুব্রজেৎ ॥৩০৭
ভাবানুরঞ্জিতাবাথ সতী শূদ্রা ভবেৎ কদাচিৎ।
তস্যানুমরণং কুর্য্যাদ্‌ বৈশ্যস্য চ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥৩০৮
তৃতীয়ায়াং মৃতো ভর্ত্তা চতুর্থ্যাং বাপ্যনুব্রজেৎ।
ভর্ত্তুরেব তিথৌ তস্যাঃ কুর্য্যাৎ সাম্বৎসরং বুধঃ ॥৩০৯
একত্র মরণে দেবি পিণ্ডমেকত্র নির্ব্বপেৎ।
যুগপৎ কারয়েৎ শ্রাদ্ধং সমাপ্যেবং ন তদ্ভবেৎ[১] ॥৩১০
দম্পত্যোশ্চৈব পিণ্ডঞ্চ বর্ত্তুলং কারয়েন্নরঃ।
বস্ত্রেণাবরণং কুর্য্যান্মধুক্ষীরং নিপাতয়েৎ ॥৩১১
ন পিণ্ডেন সহ ক্ষীরং শুষ্কাম্রং ন কদাচন।
ন ঘৃতং মাহিষাজ্যঞ্চ ধাত্রিকং লকুচং তথা[২] ॥৩১২
দাড়িমং বীজপূরঞ্চ হ্যুর্ব্বারুকফলন্তথা।
জম্বুফলঞ্চ পদ্মাক্ষং কদলীং রামকং ত্যজেৎ ॥৩১৩
কশেরুঞ্চ যুগানঞ্চ কপিলাক্ষীরমেব চ।
তথা জম্বুফলং পক্বং শ্রাদ্ধে দেয়ানি যত্নতঃ ॥৩১৪

অনুগমনার্থ শব একাহ (একদিবস) রক্ষিত হইতে পারে। তৎপরদিবসে অনুগমন করিলে দোষ হয় না। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের এই বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যদি পতির বিদেশে মরণ হয়, তবে পতির যে বস্তু নিকটে বিদ্যমান থাকে, সেই বস্তু হৃদয়ে ধারণ করিয়া অনুগমন করিবে।৩০৬—৭

শূদ্রা যদি ভাবানুরক্তা হইয়া সতী হয়, তবে সে অনুমরণ করিতে পারে। বৈশ্যেরও অনুরূপ বিধি।৩০৮

ভর্ত্তা যদি তৃতীয়ায় মৃত হয়, তবে চতুর্থীতেও অনুমরণ করিতে পারে। যে তিথিতে স্বামীর মৃত্যু হয়, সম্বৎসর পরে সেই তিথিতে পিণ্ডদান কর্ত্তব্য।৩০৯

হে দেবি! একত্র-মরণে একসঙ্গেই মিলিতভাবে পিণ্ড প্রদান করিবে এবং একেসাথেই শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য।৩১০

পতি-পত্নীর পিণ্ড বর্ত্তুলাকার (গোলাকার) করিয়া তাহা বস্ত্রাচ্ছাদনপূর্ব্বক তদুপরি মধু ও ক্ষীর নিপাতন (নিক্ষেপ) করিবে।৩১১

পিণ্ডের সহিত ক্ষীর (দুধ), শুষ্কাম্র, ঘৃত, মহিষদুগ্ধজাত ঘৃত, ধাত্রিক, লকুচ (মন্দার), দাড়িম, বীজপূর, উর্ব্বারুক (কর্কটীফল), কাঁচা জম্বুফল, পদ্মাক্ষ, কদলীফল, রামক কখনও প্রদান করিবে না।৩১২—৩১৩

১। ন দোষভাক্‌।
২। মাহিষ্যাদ্যং চ ন ঘৃতং ধাত্রী চ লকুচং তথা।

ব্রহ্মণ্যাং সমধুক্ষীরং মূলকং করমর্দ্দকম্ ।
বিল্বঞ্চ তিন্দুকঞ্চৈব মধু চ[1] মধুরী তথা ।
জম্বুফলঞ্চ পদ্মাক্ষং জীবন্তীঞ্চ নিবেদয়েৎ[2] ।৩১৫
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শ্রাদ্ধং স্তুচবসোদিতম্ ।
কুলধর্ম্মামনুজ্ঞাভি[3] র্দাতব্যং মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ॥৩১৬
ত্রিভির্বর্ণৈর্ব্বরৈঃ শূদ্রের্দ্দেয়ং বিপ্রানুশাসনাৎ[4] ।
মন্ত্রবর্জ্জঞ্চ বিধিবদ্ বহ্নিপাক-বিবর্জ্জিতঃ ॥৩১৭
পুষ্করাদিষু তীর্থেষু পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ ।
শিখরেষু গিরীন্দ্রাণাং পুণ্যদেশে তু[5] শর্করি ॥৩১৮
সরিৎসু পুণ্যতোয়েষু সরস্সু চ নদেষু চ ।
সংগমেষু নদীনাঞ্চ সাগরেষু চ সপ্তসু ॥৩১৯
দেবতায়তনে চৈব গোষ্ঠে চ ধাত্রীমূলকে[6] ।
দিব্যপাদপমূলেষু তুলসীমধ্যগেষু চ ॥৩২০
দশার্ণেষু কুমার্য্যেষু মাগধেষু কুশেষু চ ।
বিরজস্যোত্তরে তীরে লোহিতস্য চ দক্ষিণে ॥৩২১
দক্ষিণে নর্ম্মদায়াশ্চ আগস্ত্যস্য চ দক্ষিণে ।
পূর্ব্বেষু করতোয়ায়া ন দেয়ং শ্রাদ্ধমুচ্যতে ॥৩২২

কশেরু (কেশুরী) যুগান, কপিলা কামধেনুর ক্ষীর, পক্ব জম্বুফল শ্রাদ্ধকর্ম্মে যত্নপূর্ব্বক দিতে হইবে।৩১৪

সুপারি, মধু, ক্ষীর, মূলা, করমর্দ্দক, বিল্ব, তিন্দুক, মধু, মধুরী, জম্বুফল, পদ্মাক্ষ, জীবন্তী এই সকল নিবেদন করিবে।৩১৫

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ কুলধর্ম্মানুসারে গুরু ব্রাহ্মণাদির অনুমতি লইয়া, মন্ত্রসহযোগে স্তুচবসোদিত শ্রাদ্ধ করিবে।৩১৬

শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের অনুশাসনানুসারে বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রহীন ও অগ্নিপাক বিবর্জ্জিত শ্রাদ্ধ করিবে।৩১৭

শাস্ত্রজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে পুষ্করাদি তীর্থে, পুণ্যায়তনে (পবিত্রগৃহে) গিরীন্দ্রশিখরে, পুণ্যদেশে, সরিৎসকলে (পুণ্যসলিল নদী ও নদে), নদী-সংগমে,

---

১। মধুকং। ২। নিযোজয়েৎ। ৩। কুলধর্ম্মানুসারেণ।
৪। ত্রিভির্বর্ণৈর্বরৈর্দেয়ং শূদ্রৈর্বিপ্রানুশাসনাৎ। ৫। পুণ্যদেশেষু।
৬। দেবতায়তনে গোষ্ঠে ধাত্রীমূলে তথৈব চ।

শ্রাদ্ধং দেয়ং বদন্তীহ মাসি মাসি উপক্ষয়ে।
পৌর্ণমাসীষু শ্রাদ্ধঞ্চ কর্ত্তব্যমক্ষগোচরে ॥৩২৩
নিত্যশ্রাদ্ধং সদৈবঞ্চ মনুষ্যৈঃ সহ গীয়তে।
নৈমিত্তিকং সুরৈঃ সার্দ্ধং[১] নিত্যং নৈমিত্তিকস্তথা ॥৩২৪
কাম্যানি যানি শ্রাদ্ধানি প্রতিসম্বৎসরং দ্বিজৈঃ।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং চ কর্ত্তব্যমুক্তকর্ম্মাদিকেষু চ[২] ॥৩২৫
তত্র স্নানং হি জানীহি মাতৃপূর্ব্বন্তু শংকরি।
কন্যাগতে সবিতরি দিনানি দশ পঞ্চ চ।
পার্ব্বণেন বিধানেন শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥৩২৬
যো দদাতি গুড়োর্ম্মিশ্রান্ তিলান্ বা শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
মধুনা মধুমিশ্রাণি চাক্ষয়ং তৎ প্রচক্ষতে ॥৩২৭
কৃত্তিকাসু পিতৄনর্চ্চ্য মুক্তিমাপ্নোতি মানবঃ।
অপত্যকামো রোহিণ্যাং সৌম্যে তেজস্বিতাং লভেৎ ॥৩২৮

দশার্ণদেশে, সপ্তবাসরে, দেবতায়তনে, গোষ্ঠে, ধাত্রীমূলকে, দিব্যপাদপমূলে, তুলসীমধ্যস্থলে, দশার্ণদেশে (বিন্ধ্যগিরির পূর্ব্বদক্ষিণে স্থিত দেশবিশেষে), কুমার্য্যে, মগধে ও কুশে, বিরজের উত্তর তীরে, লোহিতের দক্ষিণে, নর্ম্মদার দক্ষিণে ও আগস্ত্যের দক্ষিণে, করতোয়ার পূর্ব্বদিকে শ্রাদ্ধদান বিধেয় নহে।৩১৮—৩২২

পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, মাসে মাসে উপক্ষয়কালে (অমাবস্যা তিথিতে) শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। পৌর্ণমাসীতে অক্ষগোচরে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য।৩২৩

নিত্যশ্রাদ্ধ দৈবসহিত, নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ মনুষ্যসহিত, নিত্য নৈমিত্তিক সুরসহিত কর্ত্তব্য। দ্বিজগণ কাম্যশ্রাদ্ধাদি প্রতি বৎসরেই এবং কর্ম্মানুসারে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন।৩২৪-২৫

হে শঙ্করি! উহাতে মাতৃপূর্ব্বক স্নান জানিবে। সূর্য্য কন্যারাশিতে গমন করিলে পঞ্চদশদিনে কার্য্যকুশল জ্ঞানী পণ্ডিতগণ পার্ব্বণ বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিবেন।৩২৬

শ্রাদ্ধকর্ম্মে মন্ত্রসহযোগে গুড়মিশ্রিত তিল দান করিলে, তাহা অক্ষয় হয়।৩২৭

কৃত্তিকায় পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে, নরগণ মুক্তিলাভ করিতে পারে। রোহিণীতে পূজা করিলে অপত্য (সন্তান) লাভ, সৌম্যে (বুধগ্রহে) পূজা করিলে

১। শ্রাদ্ধং।
২। কর্ত্তব্যং কর্ম্মাকর্ম্মদিকেষু

মঘাসু চ প্রজাং পুষ্টিং সৌভাগ্যং ফল্গুনীষু চ।
অন্যেষ্বপি চ ঋক্ষেষু কর্ত্তব্যং কামচারতঃ ॥৩২৯
অপি যে পিতরো[১] যস্য মৃতাঃ শস্ত্রেণ বাহবে।
তেন কার্য্যশ্চতুর্দ্দশ্যাং তেষাং তৃপ্তিমভীপ্সতা ॥৩৩০
যদা পঞ্চদশী শ্রাদ্ধং[২] কর্ত্তব্যং কাম্যভাবতঃ।
চতুর্দ্দশ্যাং সমেতঞ্চ ষোড়শশ্রাদ্ধমিষ্যতে ॥৩৩১
দশম্যাদিকমারভ্য পঞ্চম্যাদিকমেব চ।
তদা বর্জ্যং চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ দৈবান্ সমাচরেৎ ॥৩৩২
শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্নমাবস্যাং[৩] মাসি মাসি তদা কৃচিৎ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি স নরঃ স্বর্গমশ্নুতে ॥৩৩৩
নিত্যশ্রাদ্ধে তর্পণে চ সুরার্চ্চা নিত্যপূজনে।
ভোজনে ব্রাহ্মণানাঞ্চ দক্ষিণা নহি বিদ্যতে ॥৩৩৪
শ্রাদ্ধাশক্তৌ প্রেতপক্ষে[৪] ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ প্রিয়ে।
দেবেভ্যোঽন্নং জলং দদ্যাদেবঞ্চাপি নিবেদয়েৎ[৫] ॥৩৩৫

তেজস্বিতা, মঘায় প্রজা, ফল্গুনীতে (উত্তর ও পূর্ব ফল্গুনী নক্ষত্র) পুষ্টি ও সৌভাগ্য লাভ হয়। অন্য নক্ষত্রেও স্বেচ্ছাক্রমে পিতৃতর্পণ কর্ত্তব্য।৩২৮—২৯

যাহার পিতৃগণ যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে মৃত হইয়াছে, চতুর্দ্দশীতে তর্পণ করিলে তাহাদের বিশেষ তৃপ্তিলাভ হয়।৩৩০

তখন কাম্যভাবে পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দশীতে সমবেতরূপে অর্থাৎ উভয়বিধিমতে একত্রে একসংগে ষোড়শশ্রাদ্ধ করিবে।৩৩১

দশমী হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চম্যাদি বর্জ্জনীয়। চতুর্দ্দশী তিথিতে দৈবশ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিমাসে অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে মানবগণ সকল প্রকার কামনাভিলাষ সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলাভ করে।৩৩২—৩৩

নিত্যশ্রাদ্ধে, তর্পণে, সুরার্চ্চনে, নিত্য-পূজায় ও ব্রাহ্মণভোজনে দক্ষিণা নাই।৩৩৪

হে প্রিয়ে! প্রেতপক্ষে বিহিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানাদি করিতে অপারগ হইলে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। দেবগণকে অন্নজল প্রদান করিবে।৩৩৫

১। অপি যে পিতরো যস্য মৃতাঃ শস্ত্রেণ বাহবে।
২। পঞ্চদশী।
৩। কুর্ব্বন্নমায়াং চ।
৪। প্রেতপক্ষ—গৌণ চান্দ্র আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষ। এই পক্ষে প্রত্যহ পিতৃগণের তর্পণ এবং পার্ব্বণ তিথিতে শ্রাদ্ধ (শাস্ত্র বিহিত) কর্ত্তব্য। এইহেতু ইহার নাম প্রেতপক্ষ।
৫। ...দদ্যাদ্দেবমন্নান্নিবেদয়েৎ ইত্যপি পাঠঃ।

পিত্রোশ্চ জীবতোর্দেবি যজ্ঞাদৌ শ্রাদ্ধবাসরে।
ভোজয়েদ্ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ ফলৈশ্চ বিবিধৈরপি ॥৩৩৬
অভোজিতে হতো যজ্ঞঃ শ্রাদ্ধঞ্চাপি হতং ভবেৎ।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে পার্ব্বণে চ নিত্যশ্রাদ্ধে বিবর্জ্জয়েৎ।
ব্রাহ্মণানাং বহূনাঞ্চ ভোজনং চ মহেশ্বরি ॥৩৩৭
রাজসূয়াশ্বমেধাদ্যৈ র্যদীচ্ছেদ্দুর্ল্লভং পদম্ ॥৩৩৮
গয়াং গঙ্গাং তথা গত্বা কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং বিধানতঃ।
আপ্যম্বুশাকমূলান্নৈঃ সক্তুভির্যবকন্দকৈঃ ॥৩৩৯
তাবৎ পিতৃপুরী শূন্যা যাবদ্বিষ্ণোঃ প্রবোধনম্[১]।
প্রবোধে সমতিক্রান্তে পিত্রা বা দৈবতৈঃ সহ।
নিঃশ্বস্য প্রতিগচ্ছন্তি শাপং দত্ত্বা সুদুষ্করম্ ॥৩৪০
গয়াশ্রাদ্ধং গয়াস্নানং তথা চ তিলতর্পণম্।
খড়্গপাত্রেণ দেবেশি জীবৎপিত্রা বিবর্জ্যতে ॥৩৪১
সোমবারে হ্মাবস্যাং[২] মৌনং স্নানং বিবর্জ্জয়েৎ ॥৩৪২
যস্য মাতা মৃতা দেবি তস্য মাতৃগয়া প্রিয়ে।
যদি প্রেতঃ পিতা দেবি পিতৃব্যমরণেঽপি চ।
মাতাপিত্রোর্জীবতোশ্চ নাবিচার্য্য গয়াং ব্রজেৎ ॥৩৪৩

হে দেবি! জীবিত পিতামাতাকে যজ্ঞাদিতে শ্রাদ্ধদিনে ভক্ষ্য-ভোজ্য ও বিবিধ ফল ভোজন করাইবে।৩৩৬

মাতাপিতাকে ভোজন না করাইলে যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধ সমস্তই হত (নষ্ট) হয়। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে ও পার্ব্বণে নিত্যশ্রাদ্ধে এবং বহু ব্রাহ্মণভোজন বর্জ্জনীয়।৩৩৭

রাজসূয়, অশ্বমেধাদি দুর্ল্লভপদ কামনা করিলে গঙ্গা ও গয়া গমন করিয়া, শাক-মূল জল অন্ন সক্তু যব ও কন্দদ্বারা বিধিনির্দ্দিষ্ট মত শ্রাদ্ধ করিবে।৩৩৮-৩৩৯

যে পর্য্যন্ত না বিষ্ণুর প্রবোধন (জাগরিতকরণ) হয়, তাবৎ পিতৃপুরী শূন্য থাকে। প্রবোধন হইলে পিতৃগণ ও দৈবতগণ (দেবতাবৃন্দ) অতিদারুণ অভিশাপ প্রদান করিয়া নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিগমন করেন।৩৪০

হে দেবেশি! যাহার পিতৃগণ জীবিত গয়াশ্রাদ্ধ, গয়াস্নান ও খড়্গপাত্রে তিলতর্পণ বর্জ্জন করিবে।৩৪১

সোমবারে ও অমাবস্যায় মৌনস্নান বর্জ্জনীয়।৩৪২

হে দেবি! যাহার মাতা পরলোকগতা হইয়াছে, তাহারই মাতৃগয়া হয়। হে দেবি! পিতা যদি প্রেত হয় বা পিতৃব্যের মরণ হয়, তবে গয়া গমন করিবে। পিতামাতার জীবিতাবস্থায় বিচার না করিয়া গয়া গমন করিবে না।৩৪৩

১। প্রবোধন—কার্ত্তিকী শুক্লপক্ষীয় একাদশী; ইহাকে উত্থান একাদশীও বলা হয়।
২। সোমবারে ত্বমায়াং চ মৌনস্নানং বিবর্জয়েৎ।

পিতৃপিণ্ডং প্রদদ্যাত্তু ভোজয়েচ্চ পিতামহম্ ।
প্রপিতামহপিণ্ডঞ্চ হ্যেবং শাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্ ॥৩৪৪
মৃতেষু পিণ্ডং দাতব্যং ব্রাহ্মণাংশ্চাপি ভোজয়েৎ ॥৩৪৫
সপিণ্ডীকরণং[১] নাস্তি ন চ পার্ব্বণমিষ্যতে ।
দক্ষিণাপূরণং সিদ্ধং বিরিক্তং শুভলক্ষণম্ ।
শুচিং দেশং বিরিক্তঞ্চ গোময়েনোপলেপয়েৎ ॥৩৪৬
পাবকে ভূমিভাগে চ পিতৄণাং নৈব নির্ব্বপঃ ।
শয়নীয়গৃহে দেবি আগারঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥৩৪৭
ভিক্ষুকো ব্রহ্মচারী চ ভোজনার্থমুপস্থিতঃ ।
উপবিষ্টেসু শ্রাদ্ধেষু যথাকামং প্রপূজয়েৎ ॥ ৩৪৮
সহক্রিয়াং দেশকালৌ দ্রব্যব্রাহ্মণসম্পদঃ ।
পঞ্চৈতে চ পিতৄন্ হন্তি তস্যাঙ্গে হেতুবিস্তরাৎ ॥৩৪৯
অপি বা যোজয়েদ্দেবং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্ ।
ভূয়াংসি দেবি কার্য্যাণি মানবশ্চ করোতি যঃ ।৩৫০

পিতৃ পিতামহ ও প্রপিতামহ প্রভৃতিগণকে পিণ্ড প্রদান করত ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। তাহাতে সপিণ্ডীকরণ ও পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিবে না। শাস্ত্রে এইরূপ সিদ্ধান্ত বিহিত আছে যে মৃত হইলে পিণ্ডদান এবং ব্রাহ্মণভোজন অবশ্য কর্ত্তব্য।৩৪৪—৪৫

দক্ষিণাপূরণ সিদ্ধ ও বিরিক্ত শুভলক্ষণ জানিবে। বিরিক্ত ও শুচিদেশ গোময়ে লেপন করিবে পবিত্র ভূমিভাগে অগ্নিবেষ্টিত করিয়া পিতৃগণের নির্ব্বপণ (পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ড জলাদি দান) করিবে ।৩৪৬

হে দেবি ! শয়নগৃহে পিতৃগণের আগার অর্থাৎ আলয় বা আধার স্থাপন করা উচিত বা বিধেয় নহে ; অতএব পরিত্যাগ করিবে ।৩৪৭

ভিক্ষুক ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভোজনার্থ উপস্থিত হইলে, শ্রাদ্ধকারী যথাকাম যথাশক্তি তাঁহাদের পূজা করিবে।৩৪৮

ক্রিয়া, দেশ, কাল, দ্রব্য, ও ব্রাহ্মণসম্পৎ, এই পাঁচটি পিতৃগণকে নিহত (নষ্ট) করে, তাহার অঙ্গে বিস্তার হেতু বিদ্যমান ।৩৪৯

অথবা ইহাতে বেদপারগ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবে। হে দেবি ! আমার কার্য্য বহুতর আছে, যে মানব এইরূপ মনে করে তাহার শ্রাদ্ধ কর্ম্ম পরিপূর্ণ বা

১। এই পংক্তি পুস্তকান্তরে নাই।

সপিণ্ডীকরণ—প্রেতত্বমোচনের জন্য মৃত্যুর পর একবৎসর কৃত্য শ্রাদ্ধ। পিতৃপিণ্ডের সহিত প্রেত-পিণ্ডের মিশ্রণ। সপিণ্ড—স (সমান) পিণ্ড যার । সপ্তম পুরুষান্তর্গত জাতি

ন কামমভবৎ শ্রাদ্ধং তন্ত্রেণাপি সমাপয়েৎ ।
বৈশ্যদেবস্য পূজারম্ভে[1] তত্র শ্রাদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ ॥৩৫১
প্রাসাদকরণে চৈব যাত্রায়াং গৃহকর্ম্মণি ।
ন বিদ্যতে শ্যামপক্ষে তন্ত্রস্নানং বিবর্জ্জয়েৎ ॥৩৫২

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে চতুর্বিংশতিসাহস্রে কামরূপাধিকারে দ্বিতীয়ভাগে পঞ্চমঃ পটলঃ ।

পূর্ণাঙ্গ হয় না। তাহা হইলে তন্ত্র দ্বারাও কার্য্য সমাপন কর্ত্তব্য। বৈশ্যদেবের পূজারম্ভে সেই শ্রাদ্ধ বর্জ্জন করিবে।৩৫০—৫১।

প্রাসাদ-নির্ম্মাণ, যাত্রা ও গৃহকর্ম্মে কৃষ্ণপক্ষে তন্ত্রস্নান বর্জ্জনীয়।৩৫২

শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বর-সংবাদে কামরূপ পীঠাধিকারে চতুর্বিংশতিসাহস্রে দ্বিতীয়ভাগে পঞ্চম পটল সমাপ্ত।

১। চারম্ভে।

ষষ্ঠঃ পটলঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

দ্বিতীয়ে সুদিনে দেবি যৎ কৃত্যং শৃণু পার্ব্বতি।
চক্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈ র্বিমুচ্যতে ॥১
লোহিত্যদক্ষিণং গত্বা বায়ব্যে কোলপর্ব্বতঃ।
তস্য পশ্চিমদিগ্‌ভাগে পাণ্ডুনাথো মহাবলিঃ ॥২
তস্য বায়ব্যভাগে তু ধনুর্দ্বাদশকং সরঃ।
ব্রহ্মকুণ্ডমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥৩
কিং জপৈঃ কিং তপোভিশ্চ কিং দানৈঃ কিং স্তবৈরপি।
ব্রহ্মকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা সিদ্ধিং বিন্দতি তৎক্ষণাৎ ॥৪
ঈশ্বরানুজ্ঞয়া পূর্ব্বমুষিতং ব্রহ্মণা পুরা।
স্নানার্থং সংপ্রধাবন্তি তত্তীর্থং দেবদানবাঃ ॥৫
ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাস্তীর্থানি চ সরাংসি চ।
মহাত্ম্যমুত্তমং তস্য ব্রহ্মকুণ্ডস্য সুন্দরি ॥৬

ভগবান্ পার্ব্বতীকে কহিলেন, হে দেবি! অধুনা দ্বিতীয় দিনের কর্ত্তব্য শ্রবণ কর। নরগণ চক্রতীর্থে স্নান করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়।১

তদনন্তর লোহিত্যে দক্ষিণে গমন করিয়া, বায়ুকোণে কোলপর্বতে গমন করিবে। তাহায় পশ্চিমদিগ্‌ভাগে মহাবলি পাণ্ডুনাথ অবস্থিত আছেন।২

তাহার বায়ব্যকোণে দ্বাদশধনু পরিমাণ সর্ব্বপাপ প্রণাশন (বিনাশ, ক্ষয়কারী) ব্রহ্মকুণ্ড নামক সরস্তীর্থ (সরোবর বা হ্রদ) আছে।৩

নরগণ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান সমাপন করিয়া, তৎক্ষণাৎ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। জপ, তপ, দান ও পুত্রে আর প্রয়োজন কি?৪

পুরাকালে ঈশ্বরাজ্ঞায় ব্রহ্মা ইহাতে প্রথমে অবগাহন স্নান করিয়াছিলেন। তদনন্তর দেব, দানব, গন্ধর্ব্বগণ ইহাতে স্নানার্থ গমন করিয়াছিলেন। যাবতীয় তীর্থ ও সরোবরসমূহ ইহাতে সমুপস্থিত ও সংস্থিত থাকেন। হে সুন্দরি! এই ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থের মাহাত্ম্য জানিবে।৬

১। মহানাথো।

স্নাত্বা তারেণ বিধিবদ্ দানং দদ্যাদ্ যথাবিধি।
মণিকাঞ্চনরত্নানি যথাবিভবমাত্মনঃ ॥৭
সম্ভবে সতি যো মোহান্ন স্নাতি চ নরাধমঃ।
পচ্যতে নরকে ঘোরে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥৮
তস্য দক্ষিণদিগ্‌ভাগে ধনুঃ পঞ্চপ্রমাণতঃ।
লোহিত্যং নাম তত্তীর্থং স্নানান্নশ্যতি পাতকম্ ॥৯
স্নানেন তীর্থরাজস্য তথা সর্ব্বাঘসংক্ষয়ম্।
তীর্থরাজসরঃ পুণ্যং সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্ ॥১০
ভূতলে যানি তীর্থানি সরিতশ্চ সরাংসি চ।
বিশন্তি সর্ব্বতীর্থানি সরিতশ্চ সরাংসি চ ॥১১
রাজা সমস্ততীর্থানাং সাগরঃ সরিতাং পতিঃ।
তস্মাৎ সমস্ততীর্থেষু শ্রেষ্ঠোঽসৌ সর্ব্বকামদঃ ॥১২
তমোনাশং তথা জ্যোতির্ভাস্করে হ্যুদিতে প্রিয়ে।
স্নানেন তীর্থরাজস্য তথা সর্ব্বাঘ-সংক্ষয়ম্ ॥১৩
তীর্থরাজসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
অধিষ্ঠানং সদা যত্র প্রভোর্নারায়ণস্য বৈ।
কঃ শক্নোতি গুণান্ বক্তুং তীর্থরাজস্য মে প্রিয়ে ॥১৪

তথায় তারামন্ত্রে বিধিবৎ স্নানানন্তর যথাবিধি দান করিবে। আপনার ধনসামর্থ্যানুসারে মণিরত্ন কাঞ্চন প্রভৃতি দান কর্ত্তব্য।৭

যে নরাধম সম্ভাবনা সত্ত্বেও এই তীর্থে স্নান না করে, সে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত ভয়ংকর নিবিড় ঘনান্ধকারময় নরকে পতিত হইয়া থাকে।৮

তাহার দক্ষিণদিগ্‌ভাগে লোহিত্য নামক তীর্থ; তাহাতে স্নান করিলে সকল পাপ বিনাশ হয়। তীর্থরাজে স্নান করিলে, সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। তীর্থরাজ সরোবর পুণ্যতীর্থ এবং সর্ব্বতীর্থ ফলপ্রদ।৯—১০

ভূতলে যে সকল তীর্থ সরিৎ ও সরোবর আছে, সেই সমস্তই এই তীর্থরাজে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছে।১১

সাগর যেমন সমস্ত সরিতের পতি (প্রধান), সেইরূপ এই তীর্থ তীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়ক।১২

হে দেবি! যেমন সূর্য্যদেব উদিত হইলে সমুদয় তমোরাশি বিধ্বস্ত ও ধ্বংস হইয়া জ্যোতির উদয় হয়, তদ্রূপ তীর্থরাজে স্নান করিলে সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস হইয়া যায় এবং পুণ্যের উদয় হয়।১৩

তিস্রো নবত্যযুতানি যত্র তীর্থানি সন্তি বৈ।
তস্মাৎ স্নানঞ্চ দানঞ্চ হোমং জাপ্যং সুরার্চ্চনম্।
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পুণ্যং চাক্ষয়ং ভবতি প্রিয়ে ॥১৫
নমস্তে ব্রহ্মপুত্রায় নমঃ শান্তনুসূনবে ॥
ত্রিজন্মজঞ্চ যৎ পাপং হর মে লোহিতাত্মক ॥১৬
ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ স্নাত্বার্ঘ্যং বিনিবেদয়েৎ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মন্ত্রেণানেন ভামিনি ॥১৭
তীর্থরাজবরং ষষ্ঠং হংসং বামাক্ষিসংযুতম্।
শমনং হৃদয়ং বহ্নেঃ প্রিয়াধ্রুববপুঃ সরঃ।১৮
তস্য দক্ষিণতো ভাগে নাতিদূরে চ সংস্থিতম্।
কুলং ধাম্বন্তরং যাবদ্ বিষ্ণুকুণ্ডমিতি শ্রুতম্ ॥১৯
বিষ্ণুকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা বীক্ষেত পাণ্ডুশৌনকম্।
গুরুচারুশিলারূপমগ্রে মঞ্জুসমন্বিতম্।
পঞ্চানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানুষঃ ॥২০
প্রাণস্থং সর্ব্বভূতানাং যোনিশ্চ সরিতাং পতিঃ।
বিষ্ণুকুণ্ডং নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং সর্ব্বকিল্বিষাৎ ॥২১

তীর্থরাজের সমান তীর্থ আর হয় নাই এবং হইবেও না। হে প্রিয়ে! তথায় প্রভু নারায়ণদেব স্বয়ং নিয়ত অধিষ্ঠান করেন। হে দেবি! তীর্থরাজের ফল-প্রদায়ক মাহাত্ম্য গুণ বর্ণন করিতে কে সমর্থ?১৪

তথায় তিরানব্বই অযুত তীর্থ নিরন্তর অধিষ্ঠান করিতেছে। অতএব সেই তীর্থে স্নান, দান, হোম, জপ, সুরার্চ্চন যাহা কিছু করা যায়, তৎসমুদয়ই অক্ষয় ফলদায়ক হয়।১৫

"নমস্তে ব্রহ্মপুত্রায় নমঃ শান্তনুসূনবে। ত্রিজন্মজঞ্চ যৎ পাপং হর মে লোহিতাত্মক"—এই মন্ত্র দ্বারা স্নানানন্তর অর্ঘ্য নিবেদন করিবে। হে ভামিনি! অনন্তর "তীর্থরাজবরং ষষ্ঠং হংসং বামাক্ষিসংযুতম্। শমনং হৃদয়ং বহ্নেঃ প্রিয়াধ্রুববপুঃ সরঃ॥"—এই মন্ত্র দ্বারা পরমভক্তি সহকারে পূজা করিবে।১৬—১৮

তাহার দক্ষিণভাগে অনতিদূরে বিষ্ণুকুণ্ড নামে বিখ্যাত তীর্থ অবস্থিত আছে।১৯

বিষ্ণুকুণ্ডে স্নান সমাপন করিয়া সর্ব্বপ্রথম মঞ্জুসমন্বিত সুন্দর সুমনোহর সুচারু শিলা পাণ্ডুশৌনক দর্শন করিলে, মনুষ্যগণ পঞ্চ অশ্বমেধের ফলপ্রাপ্ত হয়।২০

স্নাত্বানেন বরারোহে চৈকাদশ্যাঞ্চ ফাল্গুনে।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ ॥২২
বৃন্দারকসমঃ শ্রীমান্ রূপযৌবনগর্ব্বিতঃ।
বিমলেনার্কবর্ণেন দিব্যগন্ধর্ব্বসেবিনা।
কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥২৩
তস্য দক্ষিণকাষ্ঠায়াং কিঞ্চিন্নৈঋত্যগোচরে।
একাদশধনুর্ম্মাণং শিবকুণ্ডমিতি শ্রুতম্ ॥২৪
তত্রাভিষেকমাত্রেণ রুদ্রলোকং স গচ্ছতি।
শিবকুণ্ডে চতুর্দ্দশ্যাং মাসি মাসি মম প্রিয়ে।
স্নাত্বারুণোদয়ে কালে ন প্রেতো জায়তে ভুবি ॥২৫
তীর্থানাং পরমং তীর্থং বিষ্ণুস্নানসমুদ্ভবম্।
সরিৎপতে নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং ত্বং শিবপ্রিয়ে ॥২৬
স্নাত্বা চানেন মন্ত্রেণ হংসেনার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
ততো ব্রজেৎ পাণ্ডুশৈলং গন্ধতোয়েন স্নাপয়েৎ।
পূজয়েৎ কমলৈঃ শ্বেতৈঃ করবীরৈঃ সিতৈঃ শুভৈঃ ॥২৭

"প্রাণস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং যোনিশ্চ সরিতাং পতিঃ। বিষ্ণুকুণ্ডং নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং সর্ব্বকিল্বিষাৎ ॥" এই মন্ত্র দ্বারা ফাল্গুন মাসের একাদশীতে স্নান করিলে, সর্ব্বদুঃখ ও পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং দেবতুল্য শ্রীমান ও রূপযৌবন-সম্পন্ন এবং বিমলা সূর্য্যসদৃশ তেজঃ প্রভাবিশিষ্ট ও গন্ধর্ব্ব কর্তৃক সেবিত হইয়া এক-বিংশতিকুল উদ্ধারপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।২১—২৩

তাহার দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ নৈর্ঋতকোণে একাদশধনু পরিমিত বিখ্যাত শিবকুণ্ড আছে।২৪

তথায় স্নানমাত্রই লোকে রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। হে প্রিয়ে! প্রতি মাসে চতুর্দ্দশীতে অরুণোদয়কালে শিবকুণ্ডে স্নান করিলে, তাহাকে প্রেত হইয়া আর ভূতলে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।২৫

"তীর্থানাং পরমং তীর্থং বিষ্ণুস্নানসমুদ্ভবম্। সরিৎপতে নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং ত্বং শিবপ্রিয়ে ॥" এই মন্ত্রে স্নান করিয়া হংস মন্ত্রে অর্ঘ্য নিবেদন করিবে। তদনন্তর পাণ্ডুশৈলে গমন করিয়া সুগন্ধিত জল দ্বারা স্নান করাইয়া সুশোভন শ্বেতকমল ও শ্বেত করবীর দ্বারা পূজা করিবে।২৬—২৭

বিষ্ণবে পাদমাভাষ্য পাণ্ডুনাথায় সৎপদম্ ।
জপাদ্যন্ত নতিঃ পশ্চাদুদ্ধরেজ্ জনকাদিষু ॥২৮
চতুর্দ্দশার্ণো মন্ত্রোঽয়ং যৎ শিখান্তং সমুদীরিতম্ ।
নারদোঽস্য ঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা হরিঃ ।
বিনিয়োগশ্চ সর্ব্বার্থে কাম্যেষু চ বিশেষতঃ ॥২৯
শ্বেতঞ্চ দ্বিভুজং বিষ্ণুং শঙ্খচক্র-লসৎকরম্ ।
সর্ব্বলোকেশং বরদং[১] দেবগন্ধর্ব্বসেবিতম্ ।
ধ্যানং কৃত্বার্চ্চয়েদ্ধীমান্ পূর্ব্বপাত্রাদিতঃ ক্রমাৎ ॥৩০
লক্ষ্মীং সরস্বতীং গঙ্গাং যমুনাং নর্ম্মদাং শিবাম্ ।
বালাঞ্চ কমলাঞ্চৈব তথা সঙ্কর্ষণাদিকম্ ।
দিক্পতীংশ্চ গ্রহাংশ্চৈব বিষ্বক্সেনং প্রপূজয়েৎ ॥৩১
লোহিতে বিধিবৎ স্নাত্বা পাণ্ডুনাথং প্রপূজয়েৎ ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৩২
মন্বতরগতং সাগ্রং জরামৃত্যুবিবর্জ্জিতঃ ।
পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য কুলে সর্ব্বগুণান্বিতে ॥৩৩
জন্মপরিগ্রহং কৃত্বা প্রেতো ভবতি বৈষ্ণবঃ ।
মন্ত্রং জপ্যার্চ্চয়েদেবমিষ্টমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥৩৪

তদনন্তর পাণ্ডুনাথ বিষ্ণুকে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পূজা করিয়া প্রণাম করিলে, জনকাদি পিতৃগণের উদ্ধার হয় ।২৮

যে-সকল মন্ত্রের বর্ণ চতুর্দ্দশ তাহা শিখান্তে উচ্চারিত করিবে, উহার ঋষি নারদ, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা হরি এবং সর্ব্বার্থে বিশেষতঃ কাম্যার্থে বিনিয়োগ হয় ।২৯

তদনন্তর ধীমান্ মানব শ্বেত, দ্বিভুজ শঙ্খচক্রশোভিতকর সর্ব্বলোকেশ, বরদ, দেবগন্ধর্ব্বসেবিত বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া পূর্ব্বপাত্রাদিক্রমে অর্চ্চনা করিবে ।৩০

তৎপরে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, শিবা, বালা, কমলা এবং সঙ্কর্ষণাদি, দিক্পতিগণ, গ্রহগণ ও বিষ্বক্সেন ইহাদের সকলেরই পূজা করা কর্ত্তব্য ।৩১

বিধিপূর্ব্বক স্নানান্তে পাণ্ডুনাথের পূজা করিলে, সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া পূজাপ্রাপ্ত হয় ।৩২

তৎপরে জরামৃত্যুবিবর্জ্জিত সেই ব্যক্তি মন্বন্তরকাল অবস্থিতি করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে, পুনর্ব্বার ইহলোকে সর্ব্বগুণান্বিত সৎকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পুনশ্চ প্রেত হইয়া বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হয় ।৩৩-৩৪

১। সর্ব্বলোকেশ্বরং দেবং ।

পাণ্ডুনাথ নমস্তেঽস্তু নমস্তে মোক্ষকারক।
ত্রাহি মাং সর্ব্বলোকেশ বিষ্ণুরূপ নমোঽস্তু তে ॥৩৫
নির্মলানন্দসঙ্কাশ নমস্তে পুরুষোত্তম।
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ পাণ্ডুনাথ নমোঽস্তু তে ॥৩৬
নমস্তে হেমগর্ভায় নমস্তে গরুড়ধ্বজ।
ব্রহ্মরূপ নমস্তেঽস্তু নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥৩৭
নমস্তেঽঞ্জনসঙ্কাশ নমস্তে ভক্তবৎসল।
পাণ্ডুনাথ নমস্তেঽস্তু ত্রাহি ত্রাহি নমোঽস্তু তে ॥৩৮
নমস্তে বিবুধাবাস নমস্তে বিবুধপ্রিয়।
নারায়ণ নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং শরণাগতম্‌ ॥৩৯
নমস্তে বিবুধশ্রেষ্ঠ নমস্তে কমলোদ্ভব।
চতুর্মুখ জগদ্ধাম পাণ্ডুরূপ নমোঽস্তু তে ॥৪০
নমস্তে নীলমেঘাভ নমস্তে ত্রিদশার্চ্চিত।
ত্রাহি বিষ্ণো জগন্নাথ পাণ্ডুরূপ নমোঽস্তু তে ॥৪১
নরসিংহ মহাবীর্য্য ত্রাহি মাং দীপ্তলোচন।
বিষ্ণুরূপ নমস্তেঽস্তু পাণ্ডুনাথ নমোঽস্তু তে ॥৪২

হে পাণ্ডুনাথ! তোমাকে নমস্কার, হে মোক্ষাকারক! তোমাকে নমস্কার। হে সকল লোকের অধীশ্বর! আমাকে ত্রাণ কর। হে বিষ্ণুস্বরূপ! তোমাকে নমস্কার।৩৫

হে নির্মল আনন্দের প্রকাশক পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার। হে পদ্মলোচন পাণ্ডুনাথ! তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার।৩৬

হে হেমগর্ভরূপ, হে গরুড়ধ্বজ! তোমাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণ, তোমাকে বার বার নমস্কার।৩৭

হে অঞ্জনতুল্য, হে ভক্তবৎসল! তোমাকে নমস্কার। হে পাণ্ডুনাথ! তোমাকে নমস্কার, তুমি আমাদের রক্ষা কর, তোমাকে বারবার প্রণতি জ্ঞাপন করছি।৩৮

হে দেবগণের নিবাসস্বরূপ! তোমাকে নমস্কার। হে দেবপ্রিয়! তোমাকে নমস্কার করি। হে নারায়ণ! তোমাকে প্রণাম, তুমি শরণাগত আমাকে রক্ষা কর।৩৯

হে দেবশ্রেষ্ঠ, পদ্মোদ্ভব, তোমাকে নমস্কার। হে চতুর্মুখ, সকল জগতের আশ্রয় পাণ্ডুরূপ! তোমাকে নমস্কার করছি।৪০

হে নীলবর্ণ মেঘসদৃশ, দেবতাগণের দ্বারা অর্চিত! তোমাকে নমস্কার। হে বিষ্ণু! আমাকে রক্ষা কর। হে জগতের নাথ পাণ্ডুরূপ! তোমাকে নমস্কার।৪১

হে মহাবীর্য, দীপ্তলোচন নরসিংহ, আমাকে রক্ষা কর। হে বিষ্ণু-স্বরূপ! তোমাকে নমস্কার। হে পাণ্ডুনাথ! তোমাতে আমার প্রণতি রহুক।৪২

দেবস্য নৈঋর্তে ভাগে ধনুঃ পঞ্চপ্রমাণতঃ ।
অশ্বত্থচিহ্নিতং ক্ষেত্রং ধর্ম্মক্ষেত্রং বিজানীহি[১] ॥৪৩
সংহিতাং প্রজপেত্তত্র গীতশাস্ত্রঞ্চ সংজপেৎ ।
চতুর্দ্দশেন সংজপ্যং মন্ত্রেণৈব তু তৎফলম্ ॥৪৪
লভতে নাত্র সন্দেহ একাবর্ত্তে সহস্রকম্ ।
ক্ষেত্রস্যারোহণাদ্দেবি কুরুক্ষেত্রফলং লভেৎ ॥৪৫
দেবস্য পূর্ব্বভাগে তু ধনুস্তাবৎ প্রমাণতঃ[২] ।
স্বচ্ছাকৃতিশ্চারুশিলা সা লক্ষ্মীঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥৪৬
শ্রীবীজেন সমভ্যর্চ্চ্য মালতীকুসুমৈর্যজেৎ ॥৪৭
বিষ্ণুকুণ্ডে ততঃ স্নাত্বা লক্ষ্মীং পূজ্য[৩] বিধানতঃ ।
পৌর্ণমাস্যাং তুলার্কে তু লক্ষ্মীস্তস্যাচলা ভবেৎ ॥৪৮
তস্য দক্ষিণদিগ্ভাগে নাতিদূরে চ শাঙ্করি ।
কোলক্ষেত্রং বিজানীহি ধনুরষ্টপ্রমাণকম্ ॥৪৯
অশ্বত্থমূলে দেবেশং কৃষ্ণচারুশিলাময়ম্ ।
লোকো দৃষ্ট্বার্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৫০

এই মন্ত্রসমূহ দ্বারা পাণ্ডুনাথের অর্চ্চনা করিয়া ইষ্টমন্ত্রে পূজা করিবে। পাণ্ডুনাথের নৈঋর্তকোণে পঞ্চধনুপ্রমাণ অশ্বত্থচিহ্নিত ক্ষেত্র অবস্থিত; উহাকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া জানিবে ।৪৩

তথায় সংহিতাজপ ও গীতশাস্ত্র জপ কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দশবার (আটবার) জপ করিলে মন্ত্রসকল সফলপ্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। তথায় একাবার পাঠ অন্যত্র পাঠের সহস্রগুণ ফললাভ হয়। হে দেবি! এই ক্ষেত্রে আরোহণ করিলে কুরুক্ষেত্রতুল্য ফলপ্রাপ্ত হয় ।৪৪-৪৫

দেবের পূর্ব্বভাগে একধনু-পরিমিত স্বেচ্ছাকৃতি এক মনোহর চারুশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে, তিনিই লক্ষ্মী ।৪৬

শ্রী-বীজ দ্বারা মালতীকুসুমে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। বিষ্ণুকুণ্ডে স্নানান্তে লক্ষ্মীর পূজা করিবে। যে-নর তুলায় পৌর্ণমাসীতে তাঁহার পূজা করে, তাহার গৃহে লক্ষ্মী চিরাধিষ্ঠিতা হন ।৪৭—৪৮

হে শঙ্করি! তাহার দক্ষিণদিগ্ভাগে অনতিদূরে অষ্টধনুঃপ্রমাণ কোলক্ষেত্র জানিবে ।৪৯

যে মানব অশ্বত্থমূলস্থিত মনোহর কৃষ্ণশিলাময় দেবেশ্বরকে দর্শন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করে, সে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে ।৫০

১। প্রকীর্ত্তিতে। ২। ধনুরেকপ্রমাণতঃ। ৩। কৃত্বা।

ব্রহ্মকূটস্য ধনদে শ্রীকুণ্ডং নাম বৈ সরঃ।
ধনুর্দ্ধপ্রমাণেন তত্র স্নাত্বা শ্রিয়ং লভেৎ ॥৫১
চৈত্রে শুক্লদশম্যাঞ্চ একাদশ্যাং সিতেতরে।
মন্ত্রেণ স্নাত্বা শ্রীতীর্থে গতিমাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥৫২
শ্রীরস্তু ভগবচ্ছ্রেষ্ঠ আরোগ্যবিজয়প্রদ।
শ্রিয়ং দেহি যশো দেহি পাপং হর নমোঽস্তু তে ।৫৩
তস্য পূর্ব্বে চ দ্বাবিংশদ্ধনুরেব[১] প্রমাণতঃ।
তীর্থং কনখলং প্রোক্তং মহাপাতকনাশনম্ ।৫৪
বৈশাখস্য তৃতীয়ায়াং শুক্লপক্ষে বিশেষতঃ।
দক্ষিণামূর্ত্তিমন্ত্রেণ স্নাত্বা স্বর্গে মহীয়তে ॥৫৫
সরিৎশ্রেষ্ঠ মহাভাগ দেবগন্ধর্ব্বসেবিত।
দশজন্মার্জ্জিতং পাপং হর তীর্থ নমোঽস্তু তে ॥৫৬
তস্য দক্ষিণভাগে তু পর্ব্বতে চ মনোহরে।
ধনুর্ব্বেদপ্রমাণঞ্চ চম্পকেশং সমর্চ্চয়েৎ ॥৫৭
কনখলং উপস্পৃশ্য শুচির্ভাবসমন্বিতঃ[২]।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈশ্চ ব্রহ্মলোকং ব্রজেদ্ যতঃ ॥৫৮

ব্রহ্মকূটের উত্তরদিকে দুই ধনুপ্রমাণ শ্রীকুণ্ডনামক সরোবর আছে। তথায় স্নান করিলে শ্রী-লাভ হয়।৫১

চৈত্রমাসে শুক্ল-দশমীতে এবং কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে শ্রী-তীর্থে স্নান করিলে উত্তমাগতি প্রাপ্ত হয়।৫২

'শ্রীরস্তু ভগবৎশ্রেঠ আরোগ্যবিজয়প্রদ। শ্রিয়ং দেহি যশো দেহি পাপং হর নমোঽস্তু তে।' এই মন্ত্রে শ্রীকুন্ডে স্নান কর্ত্তব্য। তাহার পূর্ব্বে দ্বাবিংশ ধনু-প্রমাণ কনখল নামক মহাপাতকনাশন তীর্থ অবস্থিত।৫৩—৫৪

বৈশাখের শুক্লতৃতীয়ায় দক্ষিণামূর্ত্তি মন্ত্রোচ্চারণ সহযোগে তাহাতে স্নান করিলে স্বর্গলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়।৫৫

"সরিৎক্ষেত্র মহাভাগ দেব-গন্ধর্ব্বসেবিত। দশজন্মার্জ্জিতং পাপং হর তীর্থ নমোঽস্তু তে"। এই মন্ত্রে স্নান-পূজা প্রণামাদি সমাপন করিবে। তাহার দক্ষিণভাগে মনোহর পর্ব্বতে চারি ধনুপ্রমাণ দূরস্থিত চম্পকেশ্বরকে অর্চ্চনা করিবে।৫৬—৫৭

নরগণ. শুচিশুদ্ধ পবিত্রভাবসমন্বিত হইয়া কনখলে স্নানাদি সমাপন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে।৫৮

১। দ্বাবিংশদ্ধনুমাত্র ২। উপস্পৃশ্য শুচির্ভূত্বা কনখলং ভাবসংবৃতঃ।

তস্য পূর্ব্বে শুভে দেবি ধনুঃসপ্ত প্রমাণতঃ।
তীর্থং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥৫৯
পুষ্করং সর্ব্বপাপঘ্নং মৃতানাং ব্রহ্মলোকদম্।
মনসা সংস্মরেদ্ যস্তু পুষ্করন্তু মহেশ্বরি!
মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ শক্রেণ সহ মোদতে ॥৬০
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সযক্ষোরগরাক্ষসাঃ।
উপাসতে সিদ্ধসংঘা ব্রহ্মাণং পদ্মসম্ভবম্ ॥৬১
তত্র স্নাত্বা ভবেন্মুক্তো ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
পূজয়িত্বা হি বরদং ব্রহ্মাণঞ্চ প্রপশ্যতি ॥৬২
তদাভিগম্য দেবেশং পুরহূতমনিন্দিতম্।
স্বরূপো জায়তে মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে ॥৬৩
হে পুষ্কর মহাভাগ নমস্তে চ ত্রিপুষ্কর।
হূং হূঁ হোঁ সরিতাং নাথ পাপং মে হর পুষ্কর।
অনেন স্নানং কুর্য্যাত্তু অন্তেনার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥৬৪
পুষ্করস্য চ নৈর্ঋত্যে কিঞ্চিদ্বামে মম প্রিয়ে।
অষ্টবিংশদ্ধনুর্ম্মাণং[১] তীর্থং বদরিকাশ্রমঃ ॥৬৫

হে দেবি! তাহার পূর্ব্বদিকে সপ্তধনুপ্রমাণ ত্রিভুবন বিখ্যাত পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার পুষ্করনামক তীর্থ। এই তীর্থ সর্ব্বপাপবিনাশকারী এবং মৃতগণের মুক্তিপ্রদ। যে-মানব মনে-মনেও পুষ্কতীর্থের স্মরণ করে, সে, সর্ব্বপাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া শক্রের (ইন্দ্রের) সহিত আনন্দ উপভোগ করে, সন্দেহ নাই।৫৯—৬০

দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ (সর্প) ও রাক্ষসগণ তথায় আগমনপূর্ব্বক পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন।৬১

তথায় স্নান করিলে মানবগণ মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। তথায় পদ্মযোনি (ব্রহ্মার) পূজা-পূর্ব্বক বরদ ব্রহ্মাকে দর্শন করিবে।৬২

তখন অনিন্দিত দেবরাজ পুরন্দরকে (ইন্দ্রকে) দর্শন করিলে নরগণ তাঁহার স্বরূপ (অর্থাৎ প্রকৃতি, স্বভাব, তাহার সহিত অভেদ রূপ) প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বকাম ভোগ করিয়া থাকে।৬৩

"হে পুষ্কর মহাভাগ নমস্তে চ ত্রিপুষ্কর। হূং হূঁ হোঁ সরিতাং নাথ পাপং মে হর পুষ্কর।"—এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক স্নানান্তে অর্ঘ্য নিবেদন করিবে।৬৪

হে প্রেয়সি! পুষ্করের নৈর্ঋতকোণে কিঞ্চিদ্ বামে অষ্টবিংশধনুপরিমিত বদরিকাশ্রম তীর্থ অবস্থিত।৬৫

১। ধনুর্বিংশতিমানেন।

তত্র গত্বার্চ্চয়েদ্দেবং নারায়ণমনাময়ম্ ।
গোসহস্রফলং প্রাপ্য স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্য হরেদিনে ।৬৬
নারায়ণস্যাশ্রমে তু যঃ কুর্য্যাদ্রোহিণীব্রতম্ ।
একেন শতকোটীনাং ব্রতস্য[১] ফলমাপ্নুয়াৎ ॥৬৭
তত্র লিঙ্গং মহেশস্য বিভাণ্ডকমিতি শ্রুতম্ ।
সমভ্যর্চ্চ্য প্রসাদেন রুদ্রত্বমধিগচ্ছতি ॥৬৮
পঞ্চগোদাবরীং[২] তীর্থং ব্রহ্মাদ্যৈঃ সেবিতং পরম্ ।
পূজয়িত্বা তত্র রুদ্রং প্রসন্নং পরমেশ্বরম্ ॥৬৯
আরাধয়ামাস হরং পঞ্চাক্ষরপরায়ণম্ ।
পূজয়িত্বা নমস্কুর্য্যাৎ গোশতানাং ফলং লভেৎ ॥৭০
পুষ্করস্য চ পূর্ব্বে তু কুমারং নাম বৈ সরঃ ।
কুমারতীর্থে যঃ স্নায়াদ্ গাণপত্যঞ্চ বিন্দতি ॥৭১
কুমারতীর্থস্যাগ্নেয়ে পঞ্চাশদ্ধনুরায়তম্ ।
নরনারণ্যকং দেবি সর্ব্বদেবগণৈর্বৃতম্ ॥৭২
কুমারেশ পুরেবাস বিষ্ণোঃ প্রেয়স্থিতে রতঃ ।
ওঁ ওঁ ঈং হুঁ জগদ্ব্যাপ্ত[৩] পাপং হর কুমারক ।
অনেন মজ্জনং কৃত্বা সুরেশার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥৭৩

তথায় গমনপূর্ব্বক নারায়ণদেবকে অর্চ্চনা করিবে। তথায় হরির দিনে (একাদশী তিথিযুক্ত দিবসে) স্নান শেষে পূজা করিলে গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হয়। যে নর নারায়ণের আশ্রমে রোহিণীব্রতানুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে সে সেই একটি ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা শতকোটি রোহিণীব্রতের ফল লাভ করে। তথায় বিভাণ্ডক নামে বিখ্যাত মহেশের এক লিঙ্গ আছে, প্রসাদমন্ত্রে তাঁহার অর্চ্চনা করিলে রুদ্রত্ব লাভ হয়।৬৬—৬৭

পঞ্চগোদাবরী তীর্থ অতি উৎকৃষ্ট। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ উহার সেবা করিয়া থাকেন। তথায় প্রসন্ন পরমেশ্বর রুদ্রদেবকে পূজা করিয়া পঞ্চাক্ষরমন্ত্রে হরের আরাধনা করিয়া নমস্কার করিলে শত গো-দানের ফললাভ হয়।৬৮—৬৯

পুষ্করের পূর্ব্বদিকে কুমার নামক সরোবর আছে। তথায় স্নান করিলে গাণপত্য (গণাধিপত্য, দলের অধিনায়কত্ব) লাভ হয়।৭০

কুমারতীর্থের অগ্নিকোণে পঞ্চাশৎ ধনুপ্রমাণ নরনারণ্যক তীর্থ আছে। উহা সততই দেবগণে পরিবেষ্টিত থাকে ॥৭১

"কুমারেশ পুরেবাস বিষ্ণোঃ প্রেয়স্হিতে রত। ;ওঁ ওঁ ঈঁ হুঁ

১। ব্রতেন ২। পঞ্চগোদবরং। ৩। জগদ্ধ্যাত।

তত্র দেবো মহাদেবঃ স্থাণুরিত্যভিধীয়তে।
তং দৃষ্ট্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে তৎক্ষণান্নরঃ ॥৭৪
চম্পকেশস্য ধনদে ধনুর্দ্বিষষ্টিমানতঃ।
তদ্বনং চম্পকং নাম সিদ্ধব্রহ্মর্ষিবন্দিতম্ ॥৭৫
পুণ্যমায়তনং বিষ্ণোস্তত্রাস্তে পুরুষোত্তমঃ।
ব্রহ্মকূটস্য ধনদে শিলাপঞ্চকমধ্যগম্ ॥৭৬
দুর্গাকূপং মহাকূপং সর্ব্বতোদ্বারমেব হি।
দশাক্ষরেণ মন্ত্রেণ স্নাত্বা কামানবাপ্নুয়াৎ ॥৭৭
দুর্গাকূপে তথাষ্টম্যাং স্নাত্বা কামমনুং জপন্।
ত্রিঃ কৃত্বা পঞ্চমং বাথ কৃষ্ণা-বিজয়পুষ্পকৈঃ।
পূজয়িত্বা নরস্তত্র পীলুশ্রুতিধরো ভবেৎ ॥৭৮
কাকবন্ধ্যা তু যা নারী মৃতাপত্যা চ যা ভবেৎ।
সাপি সন্ততিমাপ্নোতি শরৎকালে বিশেষতঃ ॥৭৯
বন্ধুকৈঃ পূজয়েত্তত্র দেবীং কামেশ্বরীং যদি।
বিল্বপত্রেণ দেবেশি শাশ্বতীং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥৮০
সাধয়েদীপ্সিতান্ কামান্ তত্র সিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি ॥৮১

জগদ্ব্যাপ্ত পাপং হর কুমারক।" এই মন্ত্রে মৰ্জ্জন করিয়া সুরেশার্ঘ্য নিবেদন করিবে।৭২—৭৩

তথায় পঞ্চগোদাবরীতীর্থে মহাদেব 'স্থাণু' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাহাকে নরগণ দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়।৭৪

চম্পকেশের উত্তরে দ্বিষষ্টিধনু পরিমিত চম্পকনামক বন আছে। সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণ নিয়তই তাঁহার সেবা (পূজারাধনা) করেন। তাহা বিষ্ণুর পুণ্যায়তন; তথায় পুরুষোত্তম বাস করেন ব্রহ্মকূটের উত্তরদিকে শিলাপঞ্চকের মধ্যগত দুর্গাকূপ বিদ্যমান আছে। ইহা এক মহাকূপ জানিবে; ইহার সকলদিকেই দ্বার। দশাক্ষর মন্ত্রে ইহাতে স্নান করিলে সর্ব্বকামনা প্রাপ্তি হয়।৭৫—৭৭

অষ্টমীতে দুর্গাকূপে স্নানান্তে কামমন্ত্র জপ করিলে এবং কৃষ্ণবিজয় পুষ্প দ্বারা তিনবার বা পাঁচবার পূজা করিলে, নরগণ পীলু অর্থাৎ হস্তীর মত শ্রুতিধর হয়।

কাকবন্ধ্যা (যে কাকের ন্যায় একবারমাত্র সন্তান প্রসব করে অর্থাৎ একমাত্র প্রসাবিনী) বা মৃতপত্যা নারী যদি শরৎকালে পূজা করে, তবে সে সন্তানবতী হয়। তথায় কামেশ্বরী দেবীকে বন্ধুকপুষ্প ও বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করিলে শাশ্বতী (নিত্য) সিদ্ধি (মুক্তি) লাভ হয় এবং সকল অভিলষিত বস্তুসকল লাভ করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।৭৮—৮১

কৌলশ্চ বিষ্ণুশৈলশ্চ পরমেশি চ শঙ্করঃ।
ঈশশ্চ পারিজাতশ্চ কুমারশ্চ গণেশ্বরঃ।
নীলশ্চ শ্বেতভুমীত উত্তরে সংস্থিতাচলাঃ[১] ॥৮২
মধ্যে বিষ্ণুস্তথা স্থাণুঃ পর্ব্বতোঽথ বলস্তথা।
কমলশ্চ শিখা চৈব কপোতো মরুতাচলঃ ॥৮৩
পূর্ব্বে[২] পাতকুপাদিশ্চ পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
আগ্নেয়ে চাচলো দেবি হস্তিকর্ণো বিকর্ণকঃ।
অমাচলো দক্ষিণে তু মরুবকঃ প্রজেশ্বরঃ ॥৮৪
দুামন্তঃ কনকশ্চৈব বায়ব্যে নীললোহিতঃ।
মানশৈলঃ কামাহ্বয়ঃ বহ্নিরিন্দ্রঃ শতক্রতুঃ[৩] ॥৮৫
লোহিতঃ কমলশ্চৈব নৈর্ঋতে নৈঋতিস্তথা।
গন্ধর্ব্বো লাক্ষণশ্চৈব পিশাচো বিহগাচলঃ ॥৮৬
পশ্চিমে ব্রহ্মযূপশ্চ হয়মেধো গিরীশ্বরঃ।
উত্তরে উত্তরশ্চৈব তথা চোত্তরপাণ্ডুকঃ ॥৮৭
আদিত্যো বায়ুকোণে তু বায়ুর্ভল্লাতকস্তথা।
ধনদশ্চ মহীধ্রশ্চ জনকশ্চ নলস্তথা ॥৮৮
ঐশান্যাং মণ্ডলশ্চৈব অশ্বক্রান্তঃ সচন্দ্রকঃ।
যমশ্চিত্রবহশ্চৈব গ্রহশ্চৈব যথাক্রমাৎ ॥৮৯
ততো গচ্ছেন্নীলশৈলং মধ্যাহ্নে পরমেশ্বরি।
অষ্টম্যাঞ্চ ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যামথাপি বা ॥৯০

হে পরমেশি! কৌলপর্ব্বত, বিষ্ণুশৈল, ঈশ. পারিজাত, কুমার, গণেশ্বর, নীল. শ্বেতভুমীত—এই সকল পর্ব্বত উত্তরে সংস্থিত আছে।৮২

মধ্যে. বিষ্ণু, স্থাণু বল, কমল, শিখা, কপোত, মরুতাচল এবং পূর্ব্বে পাতকুপাদি অচল অবস্থিত। হে দেবি! আগ্নেয়কোণে হস্তিকর্ণ ও বিকর্ণক, দক্ষিণে অমাচল, মরুবক, প্রজেশ্বর. দুামন্ত ও কনক। বায়ব্যে নীললোহিত, মানশৈল, কামাহ্বয়, বহ্নি, ইন্দ্র,শতক্রতু।৮৩—৮৫

লোহিতক ও কমল, নৈর্ঋতকোণে নৈর্ঋতি, গন্ধর্ব্ব, লাক্ষণ, পিশাচ ও বিহগাচল, পশ্চিমে ব্রহ্মযূপ, হয়মেধ ও গিরীশ্বর। উত্তরে উত্তর, উত্তরপাণ্ডুক ও আদিত্য। বায়ুকোণে বায়ু, ভল্লাতক, ধনদ, মাহীধ্র, জনক ও নল। ঈশাণকোণে মণ্ডল, অশ্বক্রান্ত, চন্দ্রক, যম, চিত্রবহ ও গ্রহ।৮৬—৮৯

হে পরমেশ্বরি! তদনন্তর, মধ্যাহ্নকালে নীলশৈলে গমন করিবে। অষ্টমী,

---

১। স্থাচলাঃ স্থিতাঃ। ২। পূর্ব্বস্মিন্ ৩। কামাহ্বয়ো মানশৈলো বহ্নিরিন্দ্রঃ শতক্রতুঃ।

বিষুবে অয়নে বাথ রবিসংক্রমণে তথা।
পূর্ব্বদ্বারি যদা গচ্ছেৎ প্রাপ্নুয়াদ্বিপুলং ধনম্ ॥১১
উত্তরে মুক্তিকামস্তু রাজ্যকামস্তু পশ্চিমে।
যদা দক্ষিণমার্গেণ আরোহেন্নীলকূটকম্।
হৃতরাজ্যো ভবেদ্রাজা হ্যন্যেষাং জায়তে ক্ষয়ঃ ॥১২
ঐশানে তু যদা গচ্ছেৎ বিপুলাং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ।
বায়ব্যে চাগ্নিনৈর্ঋত্যে মহদ্ভয়ঙ্করং ভবেৎ ॥১৩
নীলং দশভুজং শান্তং মণিকুণ্ডলমণ্ডিতম্।
নাগহারোত্তরীয়ঞ্চ[১] বৃষভস্থং বিচিন্তয়েৎ ॥১৪
পূজয়েদ্বহ্নিবীজেন নমস্কৃত্বা বিধানতঃ।
মন্ত্রেণারোহয়েৎ শৈলমশ্বমেধফলং লভেৎ।
প্রাগ্দ্বারেণ গৃহস্থস্তু আরোহেন্নীলপর্ব্বতম্ ॥১৫
নীল হ্যেব[২] মহাবাহো ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদ।
আরোহয়ামি শিখরং পাপং হর প্রসীদ মে[৩] ॥১৬
দুর্গাকূপে তু পূর্ব্বস্যাং দেবমাম্রাতকেশ্বরম্।
ধনুস্ত্রয়ান্তরে দেবি পূজয়েৎ কেশবাদিনা ॥১৭

ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, বিষুব অয়ন বা রবি সংক্রমণে পূর্ব্বদ্বারে গমন করিলে বিপুলৈশ্বর্য্য ও ধনপ্রাপ্তি হয়।১০—১১

মুক্তিকাম ব্যক্তি উত্তরদিক্ দিয়া, রাজ্যকাম ব্যক্তি পশ্চিমদিক দিয়া, হৃতরাজ্য ব্যক্তি দক্ষিণ দিক্ দিয়া নীলকূটে আরোহণ করিলে যথাক্রমে মোক্ষ ও রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হয়। অন্যদিক দিয়া আরোহণ করিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।১২

যদি ঈশানকোণ দিয়া আরোহণ করে, তবে স্ত্রীলাভ হয়; বায়ব্যে, আগ্নেয়ে ও নৈর্ঋতে আরোহণ করিলে মহাভয় উপস্থিত হয়।১৩

নীলদেবকে দশভুজ, শান্ত, মণিকুণ্ডলমণ্ডিত, নাগহারোত্তরীয় বৃষভস্থ বলিয়া ভাবনা করিবে।১৪

বহ্নিবীজে পূজান্তে বিধিপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া মন্ত্রদ্বারা শৈলে আরোহণ করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। গৃহস্থের পূর্ব্বদ্বারে নীলপর্ব্বতে আরোহণ কর্ত্তব্য।১৫

'নীলহ্যেব মহাবাহো ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদ। আরোহয়ামি শিখরং পাপং হর প্রসীদ মে ॥' ইহাই আরোহণ মন্ত্র।১৬

হে দেবি! দুর্গাকূপের পূর্ব্বদিকে তিনধনু অন্তরে, আম্রাতকেশ্বর দেবকে, কেশবাদির সহিত পূজা করিবে।১৭

১। নাগহারোত্তরীয়াঢ্যং। ২। নীলচল।
৩। আরোহামি তচ্ছিখরং প্রসীদাঘং হরাশু মে।

তস্য দেবস্য যাম্যে তু ধনুরষ্টান্তরে প্রিয়ে।
গজাকারং[1] কৃষ্ণবর্ণং পূজয়েদ্ গণনায়কম্ ॥৯৮
তস্য পূর্ব্বেনৈব ধনুঃ সংস্থিতশ্চ ত্রিবিক্রমঃ[2]।
তং প্রণম্য নরো ভক্ত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥৯৯
তস্যাংশপঞ্চকং যাবৎ ধনুরেব[3] প্রমাণতঃ।
চত্বারিংশদ্ধনুর্মানং সৌভাগ্যং নাম বৈ সরঃ ॥১০০
ক্রীড়া পুষ্করিণী সা তু কামাখ্যায়াঃ সুরেশ্বরি।
শক্রেণোপাসিতঃ[4] পূর্ব্বং সহদেবৈঃ প্রজাপতিঃ ॥১০১
তস্য পশ্চিমতীরে চ স্নাত্বা তত্র চ মণ্ডলম্।
কৃত্বা সম্যগ্ বিধানঞ্চ উপবাসং সমাচরেৎ ॥১০২
পঞ্চকেঽন্যদিনে[5] প্রাপ্তে জলে স্নাত্বা বিধানতঃ।
ক্রীড়াপুষ্করিণীং গত্বা কামেশীং যত্নতঃ পূজয়েৎ।
পিতৄন্ সন্তারয়ত্যাশু দেবীলোকে প্রমোদতে ॥১০৩
সৌভাগ্যসরিদাবর্ত্তে বিমলে মানসপ্রিয়ে।
নমোঙ্কারো বষট্ স্বাহা পাপং হর নমোঽস্তু তে।
মন্ত্রেণ মজ্জনং কৃত্বা কামেনার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥১০৪

হে প্রেয়সি! তাহার দক্ষিণদিকে অষ্টধনু অন্তরে স্থিত, গজাকার কৃষ্ণবর্ণ গণনায়কের পূজা কর্ত্তব্য ।৯৮

তাহার এক ধনুপ্রমাণ পূর্ব্বভাগে, ত্রিবিক্রমদেব (বামনরূপী বিষ্ণু) সংস্থিত আছেন। নরগণ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলে সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হয় ।৯৯

সেই স্থান ধনুপ্রমাণ, তাহার পঞ্চমাংশে অবস্থিত। তদনন্তর চত্বারিংশদ্ধনু পরিমিত সৌভাগ্য নামক সরোবর ।১০০

সুরেশ্বরি! তাহাই কামাখ্যাদেবীর ক্রীড়াপুষ্করিণী। তথায় পূর্ব্বে ইন্দ্র দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রজাপতির পূজা করিয়াছিলেন ।১০১

তাহার পশ্চিমতীরে স্নানাদি সমাপনান্তে প্রদক্ষিণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক তথায় উপবাস করিবে ।১০২

অন্যদিবসে পঞ্চকের জলে বিধিপূর্ব্বক স্নান, ক্রীড়াপুষ্করিণী গমনান্তর কামেশ্বরীর পূজা করিলে মানবগণ পিতৃগণের মুক্তি-বিধানান্তর দেবীলোকে গমন করতঃ আনন্দলাভ করে ।১০৩

'সৌভাগ্যসরিদাবর্ত্তে বিমলে মানসপ্রিয়ে। নমোঙ্কারো বষট্ স্বাহা পাপং হর নমোঽস্তু তে।' এই মন্ত্রে মজ্জনান্তর কামমন্ত্রে অর্ঘ্য নিবেদন করিবে ।১০৪

১। গজাননঃ। ২। তস্য পূর্ব্বেণৈব ধনুঃ প্রমাণে স্যাৎ ত্রিবক্রমঃ।
৩। ধনুষো হি...। ৪। শক্রেণোপাসিতা পূর্ব্বং...
৫। পঞ্চকেঽহ্নি তথা প্রাপ্তে........

ঐশান্যে তস্য কুণ্ডস্য লৌহিত্যো নাম বৈ সরঃ।
স্নাত্বা ধ্রুবেণ দেবেশি মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥১০৫
অগ্নিকুণ্ডং কালহস্তং যামলং নাম বৈ সরঃ।
তত্র স্নাত্বা চ পার্শ্বেন রূপবান্ জায়তে ভুবি।১০৬
নৈঋর্ত্যে পঞ্চকং হস্তং সৌভাগ্যে পরমেশ্বরি।
গঙ্গাসারং[1] বিজানীয়াৎ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং জলম্ ॥১০৭
কোলামন্তর্গতং[2] কুণ্ডং সৌভাগ্যং পরিকীর্ত্তিতম্।
তিস্রঃকোট্যর্দ্ধকোটী চ দিবি ভুব্যন্তরিক্ষকে ॥১০৮
সৌভাগ্যে তানি সর্ব্বাণি মন্দীভূতে দিবাকরে।
তস্মাৎ সমাচরেৎ স্নানং কর্ত্তব্যং মকরে রবৌ ॥১০৯
তুলাবিষুবসংক্রান্ত্যাং যস্তু স্নানং সমাচরেৎ[3]।
অভার্য্যো লভতে ভার্য্যাং দেবীলোকে প্রমোদতে ॥১১০
গোধিকাকাররূপেণ ব্যক্তাব্যক্তশিলা চ যা।
অনন্তাখ্যং বিজানীয়াৎ কুণ্ডং তস্যোপরি প্রিয়ে ॥১১১

সেই কুণ্ডের ঈশানকোণে লৌহিত্যনামক সরোবর। হে দেবেশি! তথায় ধ্রুবমন্ত্রে স্নান করিলে, ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হয়।১০৫

তদনন্তর অগ্নিকুণ্ড, কালহস্ত ও যামলনামক সরোবর, তথায় পার্শ্বমন্ত্রে স্নান করিলে ভূতলে রূপবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।১০৬

হে পরমেশ্বরি! তাহার নৈঋর্তকোণে পঞ্চহস্ত গঙ্গাসরোবর; তাহাতে সর্ব্বতীর্থসম্ভূত বারি বিদ্যমান আছে।১০৭

কোলার মধ্যগত তীর্থ সৌভাগ্য নামে পরিকীর্ত্তিত। স্বর্গে অন্তরীক্ষে ও ভূতলে সার্দ্ধ ত্রি-কোটি কুন্ড আছে।; সেই সমস্তই সৌভাগ্য বলিয়া জানিবে। সূর্য্য মকরগত হইলে অর্থাৎ মকররাশিতে গমন করিলে, দিবাকর মন্দীভূত হইলে, উহাতে স্নান কর্ত্তব্য। তুলাবিষুব সংক্রমণে অর্থাৎ অয়নসংক্রান্তিতে তথায় স্নান করিলে, ভার্যাহীন ভার্য্যা লাভ করিয়া দেবীলোকে গমন করিয়া প্রমোদ প্রাপ্ত হয়।১০৮-১১০

হে প্রিয়ে! গোধিকাকার-রূপা যে ব্যক্তাব্যক্ত শিলা, তাহাই অনন্তাখ্য কুণ্ড।১১১

১। পঞ্চহস্তং তু নৈঋত্যে...গঙ্গাসরং বিজানীয়াৎ স্নাত্বা বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ।

২। কোলামধ্যগতং। ৩। তুলাবিষুবসংক্রান্ত্যাদিষু যঃ স্নানমাচরেৎ।

অনন্তাৎ পশ্চিমে পার্শ্বে পূর্ব্বে কৃষ্ণশিলা চ যা।
বরাহং তং বিজানীয়াৎ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং জলম্ ।১১২
তুলায়াং বাথ কন্যায়াং শুক্লাষ্টম্যাং বিশেষতঃ।
স্নাত্বা সংবীক্ষয়েদ্দেবী মগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥১১৩
তর্পয়েৎ পিতৃদেবাংশ্চ কাম্যানন্যাংশ্চ তর্পয়েৎ।
সর্ব্বতীর্থেষু দেবেশি ন কুর্য্যাৎ কাম্যতর্পণম্ ॥১১৪
অস্মিন্ কুণ্ডে অশ্বক্রান্তে আগস্ত্যে চ প্রয়াগকে[১]।
বারাণসীহ্রদে চৈব ভার্গবে মেরুপুষ্করে॥
গঙ্গাহ্রদে ব্রহ্মসরে দুর্গাকূপে চ ভাবয়েৎ ॥১১৫
পৃথ্বীপ্রদক্ষিণে যচ্চ ফলং প্রোক্তং মহর্ষিভিঃ।
তৎফলং প্রাপ্যতে তস্য কুণ্ডস্যৈব প্রদক্ষিণে ॥১১৬
কুণ্ডস্যাগ্নেয়ভাগে চ তুলাদূরে ব্যবস্থিতম্।
কম্বলাখ্যং শিবং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥১১৭
স্বরেণ ভাবযুক্তেন নাত্যন্তেন প্রপূজয়েৎ।
নমো নমস্তে দেবেশ মন্ত্রবিদ্ভিঃ সুপূজিত।
লক্ষ্মীকান্ত নমস্তেঽস্তু অনন্ত পুরুষোত্তম ॥১১৮

তাহাই পশ্চিমভাগে পূর্ব্বপার্শ্ব দেশে যে কৃষ্ণবর্ণ শিলা তাহাই বরাহকুণ্ড, তাহাতে সর্ব্বতীর্থসম্ভূত জল বিদ্যমান।১১২

তুলা বা কন্যায়, বিশেষতঃ শুক্লাষ্টমীতে স্নান করিয়া দেবী দর্শন করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হয়।১১৩

তথায় পিতৃগণের তর্পণ ও অন্যান্য কাম্য তর্পণ কর্ত্তব্য। হে দেবি ! সকল তীর্থেই কাম্যতর্পণ কর্ত্তব্য নহে ।১১৪

এই কুণ্ডে, অশ্বতীর্থে, আগস্ত্যে, প্রয়াগে, বারাণসী হ্রদে, ভার্গবে, মেরুপুষ্করে গঙ্গাহ্রদে, ব্রহ্মসরে ও দুর্গাকূপে কাম্য তর্পণ কর্ত্তব্য।১১৫

হে দেবি! মহর্ষিগণ পৃথিবী প্রদক্ষিণের যে ফল বর্ণনা করিয়াছেন, সেই কুণ্ড প্রদক্ষিণ করিলে, তৎসম ফল লাভ হয়।১১৬

কুণ্ডের অগ্নিকোণে তুলা পরিমিত দূরে অবস্থিত কম্বলাখ্য শিবকে দর্শন করিলে, ভববন্ধন হইতে মুক্তি হয়।১১৭

ভাবযুক্তমানসে কামমন্ত্রে প্রাণামপূর্ব্বক পূজা করিবে। হে দেবাধিদেব! আপনি মন্ত্রে পূজিত এবং মন্ত্রবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক সুপূজিত; আপনি অনন্ত পুরুষোত্তম, আপনি লক্ষ্মীদেবীর কান্ত (বল্লভ)। দেবতাদানবগন্ধর্ব্বগণ

১। কুণ্ডেঽত্র চাশ্বক্রান্তে চাপ্যগস্ত্যে চ প্রয়াগকে।

দেবদানবগন্ধর্ব্বৈঃ সদাচ্চিত-পদাম্বুজে।
নমো কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ* ॥১১৯
কৃষ্ণাকৃতিং বিষ্ণুরূপং নমস্কৃত্বা মম প্রিয়ে।
স্তুত্বা প্রদক্ষিণং কৃত্বা ততো দেবীগৃহং ব্রজেৎ ॥১২০
কৃত্বা শবাসনং জপ্ত্বা বীক্ষেত্তারেণ শাঙ্করি।
স্পৃষ্ট্বা মদনপ্রায়েণ নমঃ কামেন শাঙ্করি ॥১২১
পঞ্চামৃতেন তোয়েন স্নাপয়েৎ তু শুভৈর্জলৈঃ।
মূলমন্ত্রেণ চাচম্য পত্রেণ[১] চ বিমার্জয়েৎ ॥১২২
কামমন্ত্রং কুশীতেন লিখেদ্দক্ষে[২] মম প্রিয়ে।
বামে কামং লিখিত্বা তু তত্র পূজাং সমাচরেৎ।১২৩
দেব্যঙ্গে চিত্রকে পুষ্টিমণৌ খড্গে চ শাঙ্করি।
শ্মশানে চ মহালিঙ্গে প্রতিমায়াং জলে তথা।
যন্ত্রে তন্ত্রে শালগ্রামে মণ্ডলঞ্চ বিসর্জ্জয়েৎ।।১২৪

সর্ব্বদাই আপনার চরণকমল অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। হে পদ্মনাভ, কমলাপতি! আপনাকে নমস্কার করি। এই শ্লোকধৃত মন্ত্রদ্বারা কৃষ্ণাকৃতি বিষ্ণুরূপকে নমস্কার. স্তুতি ও প্রদক্ষিণান্তে দেবীগৃহে গমন করিবে।১১৮—১২০

হে শঙ্করি! তথায় গমনপূর্ব্বক শবাসনে জপ করিয়া তারামন্ত্রে বীক্ষণ (দর্শন) এবং মদনপ্রায় মন্ত্রে অর্থাৎ কামমন্ত্রে নমস্কার করতঃ পঞ্চামৃত তোয়ে (জল) ও শুভ শুদ্ধ পবিত্র বারি দ্বারা স্নান করাইবে। তদনন্তর মূলমন্ত্রে আচমন ও পদ্মমন্ত্রে মার্জ্জন করিবে।১২১—১২২

দক্ষিণভাগে কুশীত (লাল চন্দন) দ্বারা কামমন্ত্র লিখিতে হইবে। বামে কামমন্ত্র লিখিয়া তথায় অর্চ্চনা করিবে।১২৩

দেবীর অঙ্গে চিত্রপটে পুষ্টিমণিতে (বহুমূল্য উজ্জ্বল দীপ্তিশালী রত্ন), খড্গে, শ্মশানে মহালিঙ্গে, প্রতিমায়, জলে, মন্ত্রে, তন্ত্রে, শালগ্রামে, মণ্ডল বর্জ্জন করিবে।১২৪

---

*১১৮—১১৯ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়স্য পাঠান্তরমিতি—
নমো নমস্তে দেবেশ মন্ত্রবিদ্ সুবিভূষিতঃ।
লক্ষ্মীকান্ত নমস্তেঽস্তু অনন্ত পুরুষোত্তম ॥১১৮
দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-পাদপদ্মার্চ্চিত শুভ।
নমো দরদলিঙ্গায় কমলায় নমো নমঃ ॥১১৯

১। মন্ত্রেণ ইত্যপি পাঠঃ।
২। লিখেন্নক্ষে।

মহাহোমে মণ্ডলঞ্চ মহাপাতকমাপ্নুয়াৎ[1]।
ন গৃহ্নাতি চ তৎপূজাং পদং ত্যক্ত্বা ব্রজেৎ পুরম্ ॥১২৫
ন চ যোন্যন্তরগতং শ্মশানস্য চ পূর্ব্বতঃ।
মহামণ্ডলকং দেব্যাঃ সংস্থিতং তত্র পূজয়েৎ ॥১২৬
সপ্তাশীতিধনুর্ম্মানং লক্ষ রক্তশিলা চ যা।
অষ্টহস্তং সপুলকং লিঙ্গং লক্ষার্দ্ধসংযুতম্ ॥১২৭
চতুর্হস্তসমং ক্ষেত্রং পশ্চিমে যোনিমণ্ডলম্।
বাহুমাত্রমিতঞ্চৈব প্রস্তারে দ্বাদশাঙ্গুলম্।
আপাতালং জলং তত্র যোনিমধ্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১২৮
উর্ব্বশী যমুনাধারা কাবেরী চ সরস্বতী।
ব্রহ্মকুণ্ডে সমুদ্ভূতং মণিকূটে চ নির্ম্মলম্ ॥১২৯
যাতি নাস্ত্যত্র সন্দেহো গত্বা বারাণসীহ্রদে।
প্লাবিত্বা মণ্ডলং দেব্যা ব্যক্তং ব্রহ্মসরে প্রিয়ে ॥১৩০
মাসত্রয়াধিকে ষষ্টিবর্ষে শুষ্কবলা ভবেৎ।
দ্বিমাসং ত্রিদিনঞ্চৈব নির্ব্বিঘ্নং তিষ্ঠতি ধ্রুবম্।
ষণ্মাসং সুস্থিতে দেবি মহাবিপৎকরী স্মৃতা ॥১৩১

মহাহোমে মণ্ডল করিলে মহাপাতকী হয়। তাহাতে মণ্ডল করিলে দেবী সেই পূজা গ্রহণ করেন না সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করেন।১২৫

অন্য যোনিতেও মণ্ডল কর্ত্তব্য নহে। শ্মশানের পূর্ব্বভাগে দেবীর মহামণ্ডল সংস্থিত ; তথায় পূজা করিবে।১২৬

সাতাশী (৮৭) ধনু পরিমাণ যে লক্ষ রক্তশিলাবিশিষ্ট এবং সপুলক অষ্টহস্ত পরিমিত দিব্য লিঙ্গযুক্ত চতুর্হস্তসম ক্ষেত্র পশ্চিমে অবস্থিত আছে, তাহাই যোনিমধ্যে বাহুমাত্র পরিমিত, বিস্তারে (ব্যাপ্তি) দ্বাদশ অাঙ্গুল. জল পাতাল পর্য্যন্ত অবস্থিত আছে।১২৭ – ২৮

উর্ব্বশী, যমুনা ধারা, কাবেরী ও সরস্বতী ব্রহ্মকুণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়া মণিকূটে গমন করিয়াছে, সন্দেহ নাই।১২৯

তৎপর বারাণসীহ্রদে গমনান্তর দেবীর মণ্ডল প্লাবিত করিয়া ব্রহ্মসরোবরে ব্যক্ত হইয়াছে।১৩০

ষাট বৎসর তিন মাসে উহা শুষ্কবলা হয়। উহা (উক্ত শুষ্কাবস্থা) দুইমাস তিন দিন নির্বিঘ্নে অবস্থিত হয়। এই অবস্থা ছয় মাস অবস্থিতি করিলে বিপজ্জনক হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই।১৩১

১। মহাহোমে মণ্ডলকুম্মহাপাতকমাপ্নুয়াৎ।

কুল্যধারা[১] যদা শুষ্কা বিন্মূত্রং সন্ত্যজেদ্বহিঃ।
বর্ষে বর্ষে শুষ্কধারা যদা ভবতি শঙ্করি ॥১৩২
বাহ্যদেশে চ দুর্ভিক্ষং রোগো ভবতি নিশ্চিতম্।
গর্ভে শুষ্কে রাজ্যনাশঃ সর্ব্বে শুষ্কে ফলং শৃণু ॥১৩৩
রাজ্যভ্রষ্টো ভবেদ্রাজা পররাষ্ট্রসমাগমঃ।
এবং বহুবিধা দোষা সম্ভবন্তি বরাননে ॥১৩৪
শান্তিং কুর্য্যাদ্ বিধানেন তদ্দোষপ্রশমনায় বৈ।
ঘৃতপ্লুতৈঃ করবীরৈঃ দ্বিলক্ষং হোমমাচরেৎ।
পায়সে রক্তপদ্মৈর্ব্বা হ্যথবা শ্রীফলৈঃ সুধীঃ ॥১৩৫
কিম্বা ত্রিমধুভির্ভদ্রে গোধামাংসে দ্বিলক্ষকম্।
ত্রিমধুর্মেলানাৎ যৎ স্যাৎ শর্করামধুসর্পিষাম্ ॥১৩৬
আবর্ত্তিতেন ক্ষীরেণ ঘৃতযুক্তেন হোময়েৎ ॥১৩৭
অনন্তস্য পশ্চিমে চ অসির্নাম্না স্থিতা নদী।
তস্যা ধারা পশ্চিমে যা সা ভবেদ্ বরুণা নদী।
তস্যাঃ স্বচ্ছোদকং পীত্বা ন পুনর্জায়তে ভুবি ॥১৩৮

যখন কুল্যের শুষ্কধারা হয়, তখন বহির্ভাগে বিন্মূত্র (মলমূত্র) পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। হে শঙ্করি! যখন প্রতি বর্ষে শুষ্ক ধারা হয়, তখন তদ্বাহ্যদেশে দুর্ভিক্ষ ও রোগ হয়, সন্দেহ নাই। গর্ভশুষ্ক হইলে রাজ্যনাশ হয়, আর সর্ব্বশুষ্ক হইলে কি উহার দোষ হয় (তাহার প্রশমনার্থে বিধিবদ্ধ শাস্ত্রীয় ক্রমানুসারে শান্তি বিধান করা বিধেয়), তাহা শ্রবণ কর।১৩২—৩৩

উহাতে রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হয় এবং পররাষ্ট্র সমাগম হয় অর্থাৎ রাজ্য বহিরাগত রাজার অধিকারে চলিয়া যায়—এইরূপ নানাবিধ দোষ সংঘটিত হইয়া থাকে; সুধীগণ ঘৃতাপ্লুত অর্থাৎ ঘৃতসিক্ত করবীর দ্বারা দুইলক্ষ হোম করিবেন। অথবা রক্তপঙ্কজ (রক্তকমল) ক্ষীর (পায়স) অথবা শ্রীফল (বেল) কিম্বা ত্রিমধু বা গোধা মাংস দ্বারা দুই লক্ষ হোম করিবেন। শর্করা (চিনি), মধু ও ঘৃত, ইহাদিগের সম্মিলনকে (মিশ্রণ বা মিলিতকরণকে) ত্রিমধু বলা হয়। ঘৃতযুক্ত আবর্ত্তিত ক্ষীর দ্বারা হোম করিবে।১৩২—১৩৭

অনন্তের পশ্চিমদিকে অসি নামে এক নদী আছে। তাহার পশ্চিমে যে ধারা, তাহার নাম বরুণানদী; তাহার স্বচ্ছোদক (নির্ম্মল জল) পান করিলে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।১৩৮

১। কুল্য—কুল্যাল্পা কৃত্রিমা সরিৎ ইত্যমরঃ। অর্থাৎ কৃত্রিম কাটা খাল বা কৃত্রিম (কাটান) ক্ষুদ্র নদী।

সিদ্ধেশ্বরং কোটিলিঙ্গং হেরুকং মুক্তিমণ্ডলম্।
তথা বারাণসীক্ষেত্রং দেব্যা হ্যন্তর্গৃহং স্মৃতম্ ॥১৩৯
পুস্তকে প্রতিমায়াঞ্চ স্থণ্ডিলে চ মহেশ্বরি।
পাদুকায়াং চিত্রপটে তথা খড়্গেঽনলে জলে ॥১৪০
লৌহিত্যে চ গঙ্গায়াঞ্চ[১] সাগরে তীর্থসঙ্গমে।
প্রতিপীঠে বিল্বমূলে লিঙ্গস্থাং দেবীমর্চ্চয়েৎ ॥১৪১
কথ্যতে যা কালশিলা তৎপীঠং মণিপূরকম্।
অন্তর্গেহে মহাপীঠং[২] তদেব মণিপীঠকম্ ॥১৪২
শিলায়াং পর্ব্বতাগ্রে চ তথা পর্ব্বতগহ্বরে।
নিত্যঞ্চ পূজয়েদ্দেবীং নরো ভক্তিসমন্বিতঃ।
বারাণস্যাং পূর্ণফলং দ্বিগুণং পুরুষোত্তমে ॥১৪৩
সর্ব্বক্ষেত্রে চ তীর্থে চ কালগিরিসমং ফলম্।
কৌমারেঽষ্টগুণং প্রোক্তং চৌহারে তৎসমং ফলম্ ॥১৪৪
আর্য্যাবর্ত্তে মধ্যদেশে ব্রহ্মাবর্ত্তে শ্রীহট্টকে।
মণিপুরসমং দেবি পূজিতা ফলদায়িনী ॥১৪৫
আগস্ত্যে চাশ্বমেধিকে চতুর্গুণফলং ভবেৎ।
তস্য চতুর্গুণং দেবি জল্পেশ্বরে চ নিশ্চিতম্ ॥১৪৬

সিদ্ধেশ্বর, কোটিলিঙ্গ, হেরুক, মুক্তিমণ্ডল, বারাণসীক্ষেত্র—এই সকল দেবীর অন্তর্গৃহ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।১৩৯

পুস্তকে, প্রতিমায়, স্থণ্ডিল, পাদুকায়, চিত্রপটে, খড়্গে, অনলে, জলে, লৌহিত্যে (ব্রহ্মপুত্র নদ) গঙ্গায়, সাগরে, তীর্থসঙ্গমে, প্রতি পীঠে, বিল্বমূলে ও লিঙ্গস্থা দেবীর পূজা করিবে। যাহাকে কালশিলা বলা হয় তাহাই মণিপুরক পীঠ, অন্তর্গৃহ মহাপীঠ, তাহাই মণিপীঠ বলিয়া কথিত হয়।১৪০—১৪২

মানবগণ, ভক্তিযুক্ত হইয়া শিলায়, পর্ব্বতাগ্রে, পর্ব্বত গহ্বরে দেবীর পূজা করিবে। বারাণসীতে দেবীপূজা সম্পূর্ণ ফলদায়িনী, পুরুষোত্তমে দেবী-পূজা তাহার দ্বিগুণ ফলপ্রদানকারিণী হয়।১৪৩

সমস্ত ক্ষেত্রে ও তীর্থে পূজা করিলে কালগিরি সমান ফল হয়। কৌমারে অষ্টগুণ, এবং চৌহারে তাহার সমান ফল হয়।১৪৪

হে দেবি! আর্য্যাবর্ত্তে, মধ্যেদেশে, ব্রহ্মাবর্ত্তে, শ্রীহট্টে, দেবীর পূজা মণিপুরের সমান ফলদায়িনী হয়।১৪৫

আগস্ত্যে ও অশ্বমেধিকে তাহার চতুর্গুণ এবং জল্পেশ্বরে তাহার চতুর্গুণ ফল নির্দিষ্ট আছে।১৪৬

১। লোহিত্যে চৈব গঙ্গায়াং। ২। অন্তর্গৃহে মহাপীঠে।

বিরাজতে যত্র যোনিঃ ফলং দশগুণং স্মৃতম্।
তস্য চতুর্গুণং দেবি একাম্রে পরমেশ্বরি ॥১৪৭
মণিকূটে শতগুণং মণিশৈলে সহস্রকম্।
জলে স্থলে চাশ্বতীর্থে হ্যন্তং দশগুণং ফলম্ ॥১৪৮
জলে স্থলে কাম্যরূপে পূজনাচ্চ সমং ফলম্।
[1]কামরূপে যথা বিষ্ণুঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠো মহেশ্বরি।
কামরূপে তথা দেবি পূজা সর্ব্বোত্তমা স্মৃতা ॥১৪৯
কামরূপং দেবীক্ষেত্রং কুত্রাপি তৎসমং ন চ।
অন্যত্র বিরলা দেবী কামরূপে গৃহে গৃহে ॥১৫০
কামাখ্যায়াং মহামায়াং যঃ পূজয়তি মানবঃ।
সর্ব্বকামমিহ প্রাপ্য পরলোকে শিবো ভবেৎ ॥১৫১
ন হি তৎ সদৃশং কার্যমন্যত্র ভুবি বিদ্যতে।
বাঞ্ছিতার্থং নরো লব্ধ্বা চিরায়ুর্ভবতি ধ্রুবম্ ॥১৫২
স্নানকালে চার্দ্ধরাত্রে মহাপূজাসমাপনে।
সান্নিধ্যং মহামায়ায়াঃ নৈব গচ্ছেৎ স্পৃশেন্ন চ ॥১৫৩

যেখানে যোনিতীর্থক্ষেত্র বিরাজিত আছে, সেখানে তাহার দশগুণ ফললাভ হয়। হে পরমেশ্বরি! একাম্রে তাহার চতুর্গুণ।১৪৭

মণিকুটে তাহার শতগুণ, মণিশৈলে তাহার সহস্রগুণ। অশ্বতীর্থে, জলে বা স্থলে তাহার শতগুণ ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে।১৪৮

কামরূপের জলে স্থলে সর্ব্বত্র পূজায় সমান ফল লাভ হয়। হে প্রিয়ে মহেশ্বরি! যেমন বিষ্ণু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং লক্ষ্মী সর্ব্বোত্তমা, তদ্রূপ কামরূপে দেবীর পূজা সর্ব্বোত্তমা হয়।১৪৯

কামরূপ দেবীক্ষেত্র, তাহার সমান ক্ষেত্র আর অন্যত্র কোথাও নাই। দেবী অন্যত্র বিরলা—কদাচ দৃষ্টা হইলেও কিন্তু কামরূপে তিনি গৃহে গৃহে বিরাজিতা আছেন।১৫০

যে মানব কামাখ্যায় মহামায়ার পূজা করিয়াছে, সে ইহলোকে সর্ব্বকাম এবং পরলোকে শিবস্বরূপতা লাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই।১৫১

তাহার সদৃশ কার্য্য অন্যত্র আর কোথাও নাই। তাহাতে নরগণ বাঞ্ছিতার্থ লাভ করিয়া চিরায়ু হইতে পারে।১৫২

সিদ্ধকামেচ্ছু মানব স্নানকালে অর্দ্ধরাত্রে মহাপূজার অবসান সময়ে মহামায়ার নিকটে গমন বা স্পর্শন করিবে না।১৫৩

১। সর্ব্বশ্রেষ্ঠো যথা বিষ্ণুঃ শ্রেষ্ঠা লক্ষ্মী মহেশ্বরি ইতি সমীচীনঃ পাঠঃ।

কুমারণে মহাষ্টম্যাং নিশায়াঞ্চ দিনক্ষয়ে।
যুগাদৌ কার্ত্তিকে মাসি দেবীং পশ্যেন্ন বৈ নরঃ ॥১৫৪
দেব্যা নীরাজনং শূদ্রো হ্যারতিং বা প্রপশ্যতি।
রূপবান্ স ভবেদ্দেবি সদ্গতিং লভতে ধ্রুবম্।
বিধবা ব্রাহ্মণী পশ্যেন্ মহামায়াঞ্চ সর্ব্বদা ॥১৫৫
স্নানকালে চ মধ্যাহ্নে নির্ম্মাল্যস্য বিসর্জ্জনে।
ন পশ্যেচ্চ স্ত্রিয়ো দেবীং যুবত্যশ্চ বিশেষতঃ ॥১৫৬
পৌষাষ্টম্যাং নবম্যাঞ্চ ত্রয়োদশ্যান্তথৈব চ।
ন গচ্ছেৎ পার্ব্বতীগেহং কর্কটাদ্য-দিনত্রয়ে।
কালেষেতেষু স্পৃষ্টায়াং শাপশ্চায়ুঃক্ষয়ং লভেৎ ॥১৫৭
দীক্ষিতস্যার্চ্চনা শস্তা নাদীক্ষিতস্য চৈব হি।
অতএব চ দীক্ষার্থী রক্তাম্বরধরস্তথা ॥১৫৮
রক্তচন্দনভূষাঢ্যঃ নাগজৈস্তিলকক্রিয়ঃ।
মৃগ্যাশ্চর্ম্মণ্যুপাবিশ্য দীক্ষাং গৃহ্ণাতি ভক্তিতঃ ॥১৫৯
দীয়তে পরমং জ্ঞানং ক্ষীয়তে পাপবন্ধনাৎ।
অতো দীক্ষেতি নাম্না চ খ্যায়তে তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥১৬০

কুমারণে মহাষ্টমীতে নিশাভাগে, দিনক্ষয়ে (সায়ংকালে) যুগাদিতে বা কার্ত্তিকমাসে দেবীকে দর্শন করিবে না।১৫৪

যে-শূদ্র দেবীর নীরাজনা বা আরতি দর্শন করে সে রূপবান হইয়া সদ্গতি লাভ করে। বিধবা ব্রাহ্মণী সতত মহামায়াকে দর্শন করিবে।১৫৫

স্নানকালে, মধ্যাহ্নে, নির্ম্মাল্য বিসর্জ্জনকালে স্ত্রীগণ বিশেষতঃ যুবতীগণ, দেবীকে দর্শন করিবে না।১৫৬

হে ভদ্রে! পৌষমাসে অষ্টমী, নবমী ও ত্রয়োদশীতে, কর্কটের প্রথম তিন দিন পার্ব্বতীর গৃহে গমন করিবে না। ঐ সকল সময়ে স্পর্শ করিলে অভিশাপ প্রাপ্ত এবং দর্শন করিলে আয়ুক্ষয় হয়।১৫৭

দীক্ষিত ব্যক্তিরই পূজাদি প্রশস্ত, অদীক্ষিতের পক্ষে তৎসমুদায় প্রশস্ত নহে। অতএব দীক্ষাপ্রার্থী মানব রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক রক্তচন্দনে বিভূষিত হইয়া, নাগজের (নাগকেশর, জাফ্রান) কুঙ্কুম তিলক ধারণপূর্ব্বক মৃগচর্ম্মে উপবেশন করত ভক্তিযুক্তচিত্তে দীক্ষা গ্রহণ করিবে।১৫৮—১৫৯

পরমজ্ঞান দান করেন এবং পাপবন্ধন ক্ষয় অর্থাৎ ছেদন করেন বলিয়া তত্ত্বচিন্তক ঋষিগণ 'দীক্ষা' এই নাম খ্যাত অর্থাৎ দীক্ষা নামের গুণোৎকৃষ্টতা কীর্ত্তন করিয়াছেন।১৬০

১। মৃদ্ধ।

মনসা ক্রিয়য়া বাচা যচ্চ পাপমুপার্জ্জিতম্ ।
নিঃশেষং নাশয়িত্বা চ পরং জ্ঞানং প্রদাস্যতি ॥
অতো দীক্ষেতি লোকেঽস্মিন্ কীর্ত্ত্যতে শাস্ত্রকোবিদৈঃ ॥১৬১
বিজ্ঞানফলদা চাদ্যে দ্বিতীয়ে লয়কারিণী ।
তৃতীয়ে মুক্তিদা প্রোক্তা ততো দীক্ষেতি গীয়তে ॥১৬২
দ্বিধা দীক্ষা চ সাধারা নিরাধারা তথৈব চ ।
নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে যস্যাং চৈবাধিকারিতা ॥১৬৩
সাধারা চ সা প্রোক্তা নিরাধারা চ মুক্তিদা ।
নির্ম্মলা সা চ বিজ্ঞেয়া কথ্যতে তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥১৬৪
কুণ্ডঞ্চ মণ্ডলং কৃত্বা সৎপাত্রেভ্যঃ প্রদীয়তে ।
ততো দীক্ষা ফলবতী অন্যথা বিফলা ভবেৎ ॥১৬৫
অপাত্রেভ্যঃ প্রদত্তা চ দীক্ষা সাপি মহেশ্বরি ।
মনোব্যাপারমাত্রেণ নির্বীর্য্যা ভবতি ধ্রুবম্ ॥১৬৬
অপুত্রো মৃতপুত্রশ্চ কুণ্ডো বা বামনস্তথা ।
কুনখী শ্যাবদন্তশ্চ অধিকাঙ্গঃ স্ত্রিয়া জিতঃ ।
আচার্য্যো যো ভবেদ্দেবি তৎসকাশাৎ কদাচ ন ॥১৬৭

কর্ম্ম ও বাক্য দ্বারা যে পাপ অর্জ্জিত হইয়াছে তৎসমুদায় নিঃশেষে (সম্পূর্ণভাবে) নাশ করিয়া পরমজ্ঞান প্রদান করে, এই নিমিত্তই শাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিতগণ ইহার 'দীক্ষা', এই নাম কীর্ত্তন করেন ।১৬১

প্রথমে বিজ্ঞানফলদা, দ্বিতীয়ে লয়কারিণী, তৃতীয়ে মুক্তিদা—এই নিমিত্ত 'দীক্ষা' এই নাম সংগীত (কীর্ত্তিত) হইয়া থাকে ।১৬২

দীক্ষা দুই প্রকার—সাধারা ও নিরাধারা । নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যে যাহার অধিকারিতা (জ্ঞান, প্রবেশ বা বিজ্ঞতা) আছে, তাহাই সাধারা ।১৬৩

যাহা মুক্তিদা—যাহা নির্ম্মলা, তাহা নিরাধারা জানিবে । কুণ্ড ও মণ্ডল বিরচন (নির্ম্মাণ) পূর্ব্বক সৎপাত্রে দীক্ষা প্রদান করিলে তাহাই ফলবতী হয় ।১৬৪—৬৫

অপাত্রে দীক্ষা প্রদান করিলে মনের ব্যাপার অর্থাৎ যুক্তিতর্ক প্রয়োগ দ্বারা বিশ্লেষণপূর্ব্বক গৃহীত দীক্ষাকার্য্যে তত্ত্ব-নিরূপণ, চিন্তামাত্র তাহা নিশ্চিতই নির্বীর্য্যা হইয়া যায় ।১৬৬

হে দেবি ! অপুত্র, মৃতপুত্র, কুণ্ড (সধবা স্ত্রীর উপপতি-জাত পুত্র বা সন্তান, পতি বিদ্যমান থাকিতে স্ত্রীর জারজপুত্র), বামন, কুনখী (বিকৃত বা কুৎসিত রোগাক্রান্ত নখযুক্তা), শ্যাবদন্ত কৃষ্ণবর্ণ দন্ত, দন্তের উপর দন্ত), অধিকাঙ্গ (অতিরিক্ত-অঙ্গ-বিশিষ্ট) স্ত্রী-জিত (স্ত্রীর বশীভূত) আচার্য্যের নিকট দীক্ষাগ্রহণ উচিত নয় ।১৬৭

সুমূর্ত্তিশ্চ কুলীনশ্চ জ্ঞানাচারো গুণৈর্যুতঃ।
সময়াচারবিচ্চৈব মন্ত্রং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥১৬৮
ন গৃহ্লীয়াৎ দেবি দীক্ষাং সত্যমেতৎ ব্রবীমি তে।
মাতামহাৎ পিতুশ্চৈব মন্ত্রং ন গৃহ্ণীয়ান্নরঃ॥
স্বপ্নলব্ধং স্ত্রীদত্তঞ্চ[১] সংস্কারেণৈব শুধ্যতি ॥১৬৯
স্বপ্নলব্ধমন্ত্রসিদ্ধ্যৈ গুরোঃ প্রাণং নিবেশয়েৎ।
বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিত্বা গ্রহণং তথা।
ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নোতি অন্যথা বিফলং ভবেৎ ॥১৭০
অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
রবেঃ সংক্রান্তিদিবসে যুগাদ্যায়াং[২] সুরেশ্বরি ॥ ১৭১
মনবন্তরাসু তিথিষু চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ।
মহাপূজাদিনে বাপি শিষ্যশুদ্ধিদিনেষু চ।
গৃহ্ণীয়াৎ প্রযতো ভূত্বা ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।১৭২
দেবীপূজাবিধৌ যস্তু মনুষ্যো ভক্তিতৎপরঃ।
স এব দীক্ষাং নান্যস্তু সর্ব্বশাস্ত্রার্থতৎপরঃ ॥১৭৩
চৈত্রে দুঃখায় দীক্ষা স্যাৎ বৈশাখে সর্ব্বসিদ্ধিদা।
জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুপ্রদা সা স্যাৎ আষাঢ়ে বহুবৎসকা ॥১৭৪

সুন্দরাকৃতি, কুলীন, জ্ঞানাচার, গুণবান্ ও সময়াচারবিদ্ ব্যক্তিই দীক্ষা প্রদান করিবেন।১৬৮

পিতা ও মাতামহের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করা অনুচিত। স্বপ্নলব্ধ ও স্ত্রীদত্ত মন্ত্র সংস্কার (শোধন) দ্বারা শুদ্ধ হয়।১৬৯

স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র সিদ্ধ করিতে হইলে কলসে গুরুর প্রাণ নিবেশিত (একাগ্রভাবে সংস্থাপিত) করিবে, তদনন্তর বটপত্রে কুঙ্কুমদ্বারা মন্ত্র লিখিয়া উহা গ্রহণ করিবে; তাহাতেই মন্ত্র শুদ্ধ হয়, অন্যথা নিষ্ফলা হয়।১৭০

ভক্তিশ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিগণ সংযতমানস (একাগ্রচিত্ত) হইয়া, অয়নে, বিষুবে, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণে, রবির সংক্রান্তি দিবসে, যুগাদ্য দিবসে, মনবন্তরায়, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী তিথিতে, মহাপূজায় বা শিষ্যের শুদ্ধির দিবসে দীক্ষাগ্রহণ করিবে।১৭১-৭২

যে মনুষ্য দেবীর পূজায় ভক্তিতৎপর হয়, সেই সর্ব্বশাস্ত্রার্থতৎপর ব্যক্তির দীক্ষাই সফলা জানিবে।১৭৩

চৈত্রে দীক্ষা দুঃখপ্রদায়ক, বৈশাখে সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক, জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুপ্রদা, আষাঢ়ে বহুবৎসদায়িনী।১৭৪

১। স্ত্রীপ্রদত্তং।
২। যুগাদৌ চ।

শ্রাবণে বহুহানিঃ স্যাৎ ভাদ্রে চ দুঃখদা মতা।
আশ্বিনে সর্ব্বসিদ্ধ্যৈ সা কার্ত্তিকে জ্ঞানবৃদ্ধিদা ॥১৭৫
শুভকৃন্মার্গশীর্ষে চ পৌষে জ্ঞানবিনাশিনী।
মাঘে চ মেধাবৃদ্ধিঃ স্যাৎ ফাল্গুনে সর্ব্বশস্যকৃৎ ॥১৭৬
গ্রহণে চ মহাতীর্থে নাস্তি কালস্য নিশ্চয়ঃ।
গয়ায়াং ভাস্করক্ষেত্রে বিরজে চন্দ্রপর্ব্বতে ॥১৭৭
কোঙ্কনে চ মতঙ্গে চ তথা কন্যাশ্রমেষু চ।
ন গৃহ্নীয়াত্ততো দীক্ষাং তীর্থেষ্বেতেষু পার্ব্বতি।
কর্ত্তব্যং দীক্ষিতৈঃ শিষ্যৈর্গুরোঃ শাসনমুত্তমম্ ॥১৭৮
দেবতাহৃদয়ো যঃ স্যাদ্ গুরুপূজাপরায়ণঃ।
পুরশ্চরণাচারী স্যাৎ বিশুদ্ধাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৭৯
মন্ত্রতন্ত্র[১]-পুরাণানি ভারতঞ্চ গয়াদিষু।
প্রাপ্তমিত্যেব মানোঽপি[২] গুরুণাজ্ঞাপিতঃ সদা ॥১৮০
ন স্ত্রী-হিংসা চ কর্ত্তব্যা প্রসঙ্গং চ মহেশ্বরি ॥১৮১
সযবং চক্রবাকঞ্চ ক্রৌঞ্চং পারাবতন্তথা।
নীলশৈলাদি শৈলশ্চ সদা তস্য প্রিয়ো ভবেৎ ॥১৮২

শ্রাবণে বহুহানিকারী, ভাদ্রে দুঃখদায়িনী, আশ্বিনে সর্ব্বসিদ্ধিদা ও কার্ত্তিকে জ্ঞানবৃদ্ধিপ্রদা।১৭৫

মার্গশীর্ষে (মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমাবিশিষ্ট মাস, অর্থাৎ অগ্রহায়ণমাসে) শুভকরী, পৌষে জ্ঞাননাশিনী, মাঘে মেধাবৃদ্ধিকারী, ফাল্গুনে সর্ব্বশস্য-(ধান্য) দায়িনী হয়।১৭৬

গ্রহণে ও মহাতীর্থে কালনির্ণয় নাই। গয়ায়, ভাস্করক্ষেত্রে, বিরজে, চন্দ্রপর্ব্বতে, কোঙ্কনে, মতঙ্গে, কন্যাশ্রমে—এই সকল তীর্থে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। দীক্ষিত শিষ্যগণ গুরুর উত্তম আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।১৭৭—৭৮

যে শিষ্য ইষ্টদেবতাকে হৃদয়ে করিয়া গুরুপূজাপরায়ণ, পুরশ্চরণকারী, বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হয়, সে-ই যথার্থ শিষ্য : সে গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, মন্ত্র-তন্ত্র পুরাণাদি অধ্যয়ন ও মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ এবং গয়াগমনাদি সকল কার্য্যই করিয়া থাকে।১৭৯—৮০

হে মহেশ্বরি ! স্ত্রী-হিংসা ও স্ত্রীলোক-বিষয়ক প্রসঙ্গ করা তাহার কর্ত্তব্য নয়।১৮১

১। মন্ত্রযন্ত্র পুরাণানি।
২। গচ্ছত্যধীতে বিধিবদ্……।

ইত্যেবং দীক্ষিতেনৈব কর্ত্তব্যং দিবসন্তথা১ ।
রাত্রৌ ভুক্ত্বা তথা যত্নাৎ ধ্যাত্বা সংপূজয়েদ্বুধঃ ॥১৮৩
ততোঽপি পূর্ব্বদিবসে হবিষ্যং বা নিরামিষম্‌ ।
ভুক্ত্বা পরস্মিন্‌ দিবসে হবিষ্যঞ্চ সমাচরেৎ ॥১৮৪
চরুং পক্ত্বা তু ভাগার্দ্ধং দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ ।
তদর্দ্ধং গুরবে দদ্যাৎ শিষ্টন্তু স্বয়মেব হি ॥১৮৫
ভুঞ্জ্যাচ্চ গুরুণা সার্দ্ধং সর্ব্বদীক্ষাস্বয়ং বিধিঃ ।
মন্ত্রং দত্ত্বা গুরুশ্চৈবাপ্যুপবাসী যদা ভবেৎ ॥১৮৬
মোহান্ধকারনরকে কৃমির্ভবতি নান্যথা ।
দীক্ষাং কৃত্বা যদা মন্ত্রী উপবাসং চরেদ্‌ যদি ।
তস্য দেবঃ সদা রুষ্টঃ শাপং দত্ত্বা ব্রজেৎ পুরম্‌ ॥১৮৭

ইতি যোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দ্বাবিংশতিসাহস্র্যে
দ্বিতীয়ভাগে ষষ্ঠঃ পটলঃ ।

যব, চক্রবাক, ক্রৌঞ্চ, পারাবত ও নীলশৈলাদি পর্ব্বতসকল তাহার প্রিয় হয় ।১৮২

দীক্ষিত ব্যক্তি এইরূপে দিবাবিধি সমাপন করতঃ পূজা ধ্যান সমাপনপূর্ব্বক রাত্রিযোগে সানুরাগ মন্ত্রযোগের সহিত ভোজন করিবে ।১৮৩

তাহার পূর্ব্বদিবসে হবিষ্য বা নিরামিষ ভোজন করিয়া পরদিবসে হবিষ্য করিবে ।১৮৪

চরু রন্ধনান্তে দেবতাকে অর্দ্ধভাগ নিবেদনপূর্ব্বক তদর্দ্ধভাগ গুরুকে নিবেদন করিয়া অবশিষ্ট স্বয়ং গুরুর সহিত ভোজন করিবে ।১৮৫

সর্ব্বদীক্ষাতেই এই বিধি । গুরু মন্ত্র প্রদান করিয়া যদি উপবাস করেন, তবে তিনি মাহান্ধকার নরকে কৃমি হইয়া বাস করিবেন । ১৮৬

শিষ্য দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যদি উপবাস করে, তবে দেবতা তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে পুনরায় ফিরিয়া যান ।১৮৭

যোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে চতুর্ব্বিংশতিসাহস্র্যে
দ্বিতীয়ভাগে ষষ্ঠ পটল সমাপ্ত ।

---

১ । ইত্যেবং দীক্ষিতে লোকৈঃ কর্ত্তব্যং কর্ম নিত্যতঃ ।
রাত্রৌ সুখেন ভোক্তব্যং ধ্যাত্বা সংপূজ্য যত্নতঃ ॥১৮৩

সপ্তমঃ পটলঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

শোভনে নির্জ্জনে দেশে নিগূঢ়ে শুভমণ্ডপে।
পুষ্পপ্রকরসংকীর্ণে গন্ধপুষ্পাদিবাসিতে ॥১
তৃতীয়বর্জ্জিতে দেশে পশুদৃষ্টিবিবর্জ্জিতে।
ফলিকাদৌ ততো মন্ত্রী মন্ত্রং তত্র[১] সমুদ্ধরেৎ ॥২
বিনা যন্ত্রং সমুদ্ধরেৎ স্বল্পাল্পফলদং মতম্।
যন্ত্রে সমুদ্ধরেন্মন্ত্রং সম্পূর্ণং বা প্রপূরিতং[২] ॥৩
ন ভূমৌ বিলিখেদ্বর্ণং পুস্তকে তু সমালিখেৎ।
ন ভূমৌ পুস্তকং স্থাপ্যমাহরেড্ডাকিনী ততঃ[৩] ॥৪
ভূকম্পে গ্রহণে চৈব ত্বক্ষরং বাথ পুস্তকম্।
ভূমৌ তিষ্ঠতি দেবেশি জন্মজন্মনি মূর্খতা।
তদা ভবতি দেবেশি তস্মাত্তং পরিবর্জ্জয়েৎ[৪] ॥৫
বংশেনানুল্লিখেদ্বর্ণং[৫] তস্য হানির্ভবেদ্ ধ্রুবম্।
তাম্রসূচ্যা হি বিভবো ভজতে ন ক্ষয়ং ভবেৎ। ৬

শ্রীভগবান্ কহিলেন, তদনন্তর মন্ত্রী শিষ্য, সুশোভন নিগূঢ় নির্জ্জন, তৃতীয় বর্জ্জিত, পশুদৃষ্টিবিরহিত, পুষ্পসমূহসমাকীর্ণ, গন্ধপুষ্পাদিবাসিত প্রদেশে শুভমণ্ডপে ফলিকাদি তীর্থে মন্ত্র উদ্ধার করিবে।১-২

যন্ত্র ব্যতিরেকে মন্ত্র উদ্ধার করিলে অতি অল্প ফল হয়। যন্ত্রে মন্ত্র উদ্ধার করিলে সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণরূপে ফললাভ হয়।৩

বর্ণ ভূমিতে না লিখিয়া পুস্তকে লিখিবে। পুস্তক ভূমিতে রাখিয়া দিবে না, তাহা হইলে ডাকিনীগণ হরণ করে।৪

হে দেবেশি। ভূকম্পে, গ্রহণে, পুস্তক বা অক্ষর ভূমিতলে রাখিলে জন্মমূর্খতা প্রাপ্ত হয়। অতএব, হে দেবেশি! কদাচিৎ তাহা করিবে না।৫

১। সম্যক্।
২। সমুদ্ধারং বিনা যন্ত্রমত্যল্পফলদং মতম্।
যন্ত্রে সমুদ্ধরেন্মন্ত্রং সম্পূর্ণফলদং স্মৃতম্ ॥৩
৩। যতঃ।
৪। ভূমৌ সংস্থাপ্য দেবেশি স মূর্খো জন্মজন্মনি।
পরং ভবতি দেবেশি তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৫
৫। বংশেন ন লিখেদ্বর্ণং...। তাম্রসূচ্যা হি বিভবং ভজতে ত্বক্ষয়ং নরঃ ॥৬

মহালক্ষ্মীপ্রদা চৈব সুবর্ণস্য শলাকিকা।
বৃহন্নলস্য সূচ্যা বৈ মতিবৃদ্ধিশ্চ জায়তে ॥৭
তথৈবাগ্নিময়ে দেবি পুত্রপৌত্রধনাগমঃ।
রৈত্যেন[১] বিপুলা লক্ষ্মীঃ কাংস্যেন মরণং ভবেৎ ॥৮
অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণেন দশাঙ্গুলমিতেন বা।
চতুরঙ্গুলসূচ্যা বা যো লিখেৎ পুস্তকং শুভে।
তত্তদক্ষরসংখ্যানে স্বল্পায়ুর্যাতি বৈ দিনে।৯
মানং বক্ষ্যে পুস্তকস্য শৃণু দেবি সমাসতঃ।
মানেনাপি ফলং বিন্দ্যাদমানে শ্রীর্হতা ভবেৎ ॥১০
হস্তমাত্রং মুষ্টিমাত্রমাবাহ্যং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
দশাঙ্গুলং তথাষ্টৌ চ ততো হীনং ন কারয়েৎ ॥১১
বেধদ্বয়ং মুষ্টিহস্তে বাহুমাত্রে চিরন্তনম্।
সমভাগে মহেশানি হস্তাদাবুপবন্ধকম্[২] ॥১২
অষ্টাঙ্গুলং পরিত্যজ্য মধ্যে বেধং চ কারয়েৎ।
প্রাদেশাদৌ ভবেদ্রাজা দ্ব্যঙ্গুলে বা সমাচরেৎ ॥১৩

যে ব্যক্তি বংশলেখনী দ্বারা বর্ণলিখন করে, তাহার নিশ্চয়ই হানি (ক্ষতি) হয়। তাম্রসূচ দ্বারা লিখিলে অক্ষয়বৈভব লাভ হয়।৬

সুবর্ণ শলাকা দ্বারা মহালক্ষ্মী লাভ হয়। বৃহৎ নল সূচিকা দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি হয়।৭

হে দেবি! অগ্নিময়ে (সুবর্ণাদিতে) পুত্রপৌত্রলাভ ও ধনাগম, পিতলদ্বারা বিপুল লক্ষ্মীলাভ হয় এবং কাংস্য দ্বারা মরণ হয়।৮

অষ্টাঙ্গুল বা দশাঙ্গুল অথবা চার আঙ্গুল সূচ দ্বারা পুস্তক লিখিলে তাহার অক্ষর-সংখ্যানুসারে দিনে দিনে স্বল্পায়ু হইয়া থাকে।৯

হে কল্যাণি! পুস্তকের পরিমাণ সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। পরিমাণ অনুসারে পুস্তক লিখিলে ফললাভ, পরিমাণ না করিয়া পুস্তক লিখিলে শ্রী নাশ হয়।১০

হস্তমাত্র ও মুষ্টি-হস্ত, বহিঃপর্যন্ত দ্বাদশাঙ্গুল অথবা দশাঙ্গুল বা আট আঙ্গুল, ইহা অপেক্ষা ন্যূন করিবে না।১১

মুষ্টিহস্তমানে বেধ দ্বয়, (বিঁধ, ছিদ্র, বিদ্ধকরণ) চিরন্তন পুস্তক বাহুমাত্র মানে কর্ত্তব্য। হে মহেশ্বরি! হস্তাদিতে সমভাগে বন্ধন করিবে। আট

১। রৈত্যেন—রীতি (পিত্তল) + য (উৎপন্নার্থে) পিত্তলনির্মিত।

২। হস্তাজ্জারপবন্ধকম।

পুস্তকস্য চ আদ্যন্তে যস্তু বেধং ন কল্পয়েৎ।
ভার্য্যাহানির্ভবেদাশু ধনানাং বা ক্ষয়ো ভবেৎ ৷১৪
ভুর্জ্জে বা তেজপত্রে বা হ্যথবা তালপত্রকে।
নাত্যন্তং গুরু দেবেশি পুস্তকং কারয়েৎ প্রিয়ে ॥১৫
সম্ভবে স্বর্ণপত্রে চ তাম্রপত্রে চ শাঙ্করি।
অন্যে বৃক্ষত্বচি দেবি তথা কেতকিপত্রকে ॥১৬
মৃত্তাম্রপাত্রে রৌপ্যে বা বটপত্রে বরাননে।
অন্যপত্রে বহুদলে লিখিত্বা যঃ সমভ্যসেৎ ॥১৭
স দুর্গতিমবাপ্নোতি ধনহানির্ভবেদ্ ধ্রুবম্।
দেবস্য লিখনং কৃত্বা যঃ পঠেৎ ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥১৮
পুস্তকং বা গৃহে স্থাপ্যং বজ্রপাতো ভবেদ্ধ্রুবম্।
দগ্ধরন্ধ্রে ভবেৎ পীড়া বর্ত্তুলং শুভদং ভবেৎ।
চতুষ্কোণে বিপ্লবস্তু ত্রিকোণে মরণং ভবেৎ ॥১৯
সত্যেঽক্ষরে স্থিতঃ শম্ভুঃ শূলপাণিস্ত্রিলোচনঃ।
প্রজাপতির্দ্বাপরে চ ত্রেতায়াং সূর্য্য এব চ।
কৃতে যুগে পিণাকী চ কলৌ লিপ্যক্ষরে হরিঃ ॥২০

আঙ্গুল পরিত্যাগপূর্ব্বক মধ্যভাগ বিদ্ধ করিবে। প্রাদেশাদি (বৃদ্ধাঙ্গুলি হইতে তর্জ্জনীর বিস্তার) পর্য্যন্ত দুই আঙ্গুল পরিত্যাগপূর্ব্বক বেধন কর্ত্তব্য, এই ভাবে পুস্তক তৈয়ারী করিয়া পূজা করিলে রাজ্য লাভ হয়।১২—১৩

যে ব্যক্তি পুস্তকের আদ্যন্ত বেধ না করে, শীঘ্রই তাহার ভার্য্যাহানি বা ধনক্ষয় হয়।১৪

ভূর্জ্জপত্রে বা তেজপত্রে অথবা তালপত্রে কিঞ্চিৎ পুরু করিয়াও পুস্তক করাইবে।১৫

হে প্রিয়ে! সম্ভব হইলে স্বর্ণপত্রে অথবা তাম্রপত্রে পুস্তক লেখা কর্ত্তব্য। অন্য বৃক্ষত্বকে, কেতকীপত্রে, মৃৎপত্রে, তাম্রপত্রে, রৌপ্যপত্রে বা বটপত্রে, কিম্বা অন্য বহুদল পত্রে লিখিয়া, যে অভ্যাস করে।১৬—১৭

তাহার নিশ্চয়ই ধনহানি হয় এবং দুর্গতিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। দেবের লিখন করিয়া যে পাঠ করে, সে ব্রহ্মঘাতী হয়।১৮

ঐ পুস্তক গৃহে রাখিলে উহাতে বজ্রপাত হয়। দগ্ধ করিয়া রন্ধ্র করিলে পীড়া হয়। বর্ত্তুল (গোলাকার) রন্ধ্রই শুভদায়ক, চতুষ্কোণে উপদ্রব এবং ত্রিকোণ রন্ধ্রে মরণ হইয়া থাকে।১৯

সত্যযুগে অক্ষরে শূলপাণি ত্রিলোচন শম্ভু, দ্বাপরে প্রজাপতি, ত্রেতায় সূর্য্য, সত্যযুগে পিণাকী ও কলিযুগে লিপ্যক্ষরে হরি অধিষ্ঠিত আছেন।২০

আরম্ভে চ সমাপ্তৌ চ লিখিতং প্রতিপূজয়েৎ।
হরিঞ্চ গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ব্বস্ত্রৈশ্চ সুমনোহরৈঃ ॥২১
যাবদক্ষরসংখ্যানং প্রতিপত্রে চ শাঙ্করি।
ভবেদ্ যুগসহস্রাণি স্বর্গলোকে বসেচ্চিরম্ ॥২২
বেতনঞ্চ ন গৃহ্নীয়াৎ লিখিত্বা পুস্তকস্য চ[১]।
যাবদক্ষরসংখ্যানং তাবচ্চ নরকে বসেৎ ॥২৩
ব্যঞ্জনং ক্ষিতিমারূঢ়ং[২] বামনেত্রেন্দুসংযুতম্।
মহাবীজং বিজানীয়াৎ জপম্মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥২৪
প্রণবাৎ প্রণবং বক্ষ্যে বষড়ন্তে চ ঠদ্বয়ম্।
স্বয়ং বদেৎ স্বরান্তে চ নতিঞ্চৈব হৃদাত্মকম্ ॥২৫
আদ্যমেব গৃহস্থস্য প্রণবং সর্ব্বমন্ত্রকে।
আদ্যন্তবর্ণসংস্থস্য আত্মজ্ঞানবিবৃদ্ধয়ে[৩] ॥২৬
মন্ত্রবিদ্যাবিভাগে তু দ্বিবিধং জায়তে প্রিয়ে।
মন্ত্রাঃ পুংদেবতাঃ প্রোক্তা বিদ্যা স্ত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ ॥২৭
পুংমন্ত্রা হুঁ ফড়ন্তাঃ স্যুঃ দ্বি-ঠান্তাশ্চ স্ত্রিয়ো মতাঃ।
নপুংসকা নমোহন্তাঃ স্যুর্মনবশ্চ ত্রিধা মতাঃ ॥২৮

লিখনের আরম্ভে ও সমাপনে মনোহর গন্ধপুষ্প বস্ত্রাদি দ্বারা হরির পূজা করিলে, প্রতিপত্রে যত পর্য্যন্ত বা পরিমাণ অক্ষর সংখ্যা আছে তত পর্য্যন্ত যুগসহস্র স্বর্গলোকে বাস করে।২১-২২

পুস্তক লিখিয়া বেতন গ্রহণ করিলে, যাবৎসংখ্যক অক্ষর পুস্তকে বিদ্যমান থাকে, ততযুগ নরকে বাস করিতে হয়।২৩

ব্যঞ্জন ক্ষিতি আরূঢ়, বামনেত্র ও ইন্দু সংযুক্ত অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু সংযুক্ত 'ক্ষ্ঁ' মহাবীজ জানিবে, তাহা জপ করিলে মুক্তিলাভ অবশ্য হয়।২৪

প্রণবের (ওঁ-কার) পর প্রণব উচ্চারণ করিয়া বষট্-এর পরে ঠ-দ্বয়ের উচ্চারণ-পূর্ব্বক হৃদাত্মক মন্ত্রে নমস্কার করিবে। গৃহস্থের সকল মন্ত্রের আদিতেই প্রণব প্রযোজ্য। আদ্য ও অন্ত্যবর্ণের পর প্রণবোচ্চারণ আত্মজ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত হয়।২৫—২৬

মন্ত্রবিদ্যা বিভক্ত হইয়া দুইপ্রকার হয়। পুং দেবতার উদ্দেশে যাহা প্রযুক্ত হয়, তাহাই মন্ত্র এবং স্ত্রীদেবতার উদ্দেশে যাহা প্রযুক্ত হয়, তাহাই বিদ্যা।২৭

পুংদেবতার মন্ত্রান্তে হুঁ ফট্ প্রযুক্ত হয় এবং স্ত্রীদেবতার মন্ত্রান্তে ঠদ্বয় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। নপুংসক মন্ত্রের অন্তে নমঃ এই পদ প্রযুক্ত হয়। এইরূপে বিভক্ত-হওয়া-নিবন্ধন মন্ত্র তিন প্রকার জানিবে।২৮

১। বেতনং যশ্চ গৃহ্নীয়াল্লিখিত্বা লেখনস্য চ।
২। ব্যঞ্জনং ক্ষতমারূঢ়ং।
৩। আদ্যন্তয়োস্তু প্রণবো হ্যাত্মজ্ঞান-বিবৃদ্ধয়ে।

এতৎছন্যা ভবেদ্বিদ্যা মহাশব্দেন কীর্ত্তিতা।
পরমেষ্ঠী ঋষিশ্ছন্দো গায়ত্র্যাঃ সমুদাহৃতম্।
দেবতা ত্রিপুরাখ্যাতা সর্ব্বার্থে বিনিযোজয়েৎ ॥২৯
বিধিনা স্থাপয়েদ্দেবীং পাণিনা প্রথমং প্রিয়ে।
মুখপ্রক্ষালনং কৃত্বা পুনঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥৩০
দিনদ্বয়ান্তরে দেবি উত্থায়াষ্টদিনান্তরে।
তৈলেনোদ্বর্ত্তনং কুর্য্যাৎ কষায়েনাতিরূক্ষয়েৎ[১] ॥৩১
পক্ষান্তে চৈব মাসান্তে মহাস্নানং সমাচরেৎ।
মূলবীজেন দেবেশি দ্রব্যমন্ত্রেণ বা প্রিয়ে ॥৩২
বৈদিকেনাথ মন্ত্রেণ মায়য়া বা সমাচরেৎ।
কলসৈঃ স্নাপয়েৎ পশ্চাদর্ঘ্যস্নানমনন্তরম্ ॥৩৩
অর্ঘ্যস্নানং ততঃ কৃত্বা পুনঃ স্নানং করোতি চ।
দেবীলোকাচ্চ্যুতি ভূর্য়াদ্ধনহানিশ্চ জায়তে ॥৩৪
বারিণা প্রথমং স্নানং ক্ষীরেণ তদনন্তরম্।
দধ্না ঘৃতং পিণ্ডদ্বয়ং[২] শর্করাঞ্চ গুড়ং মধু।
তিলক্ষীরৈ র্দধিতৈলৈ র্মধুক্ষীরেণ স্নাপয়েৎ ॥৩৫

ইহা ব্যতীত শূন্যবিদ্যা মহাশব্দে কীর্ত্তিত হয়। পরমেষ্ঠী ঋষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, দেবতা ত্রিপুরাখ্যা এবং ইহা সর্ব্বার্থে বিনিয়োগ করিবে।২৯

হে প্রেয়সি! দেবীকে বিধিপূর্ব্বক স্থাপিত করিয়া প্রথমে হস্তদ্বারা মুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক স্নান করাইবে।৩০

হে দেবি! তদনন্তর দুই দিন অন্তরে উত্থিত হইয়া অষ্টদিনান্তরে তৈলদ্বারা উদ্বর্ত্তন (হরিদ্রা, তিল, বেসন ইত্যাদি গন্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা বিলেপন) করিয়া কষায় দ্বারা অতি রূক্ষ করিবে।৩১

পক্ষান্তে এবং মাসান্তেও দেবীর মহাস্নান কর্ত্তব্য। হে দেবি! মূল বীজমন্ত্রে বা দ্রব্যমন্ত্রে অথবা বৈদিক মন্ত্রে কিম্বা মায়ামন্ত্রে দেবীর ঐ স্নানাচরণ করিবে। তদনন্তর কলসে স্নান করাইয়া অর্ঘ্যস্নান করাইবে।৩২—৩৩

অর্ঘ্যস্নানের পর পুনর্ব্বার স্নান করাইলে সে দেবীলোক হইতে চ্যুত (ভ্রষ্ট, পতিত) হয় এবং তাহার ধনহানি হইয়া থাকে।৩৪

১। কষায়—হরিতকী ইত্যাদির নির্য্যাস।
(ক) কষায়ো রসভেদে চ নির্য্যাসে চ বিলেপনে।
অঙ্গরাগে চ ন স্ত্রী স্যাৎ সুরভৌ লোহিতে ত্রিষু। (মেদিনী)
(খ) কটুতিক্ত কষায়াস্তু সৌরভেঽপি প্রকীর্ত্তিতা। (হলায়ুধ)

২। দধিযুতস্য পিণ্ডে দ্বে।

উষ্ণোদকং ফলঞ্চৈব তথা চৈব কুশোদকম্ ।
গন্ধোদকঞ্চ রত্নানামুদকং পুষ্পতোয়কম্ ।
বিল্বোদকং সপ্তপত্রং রক্তপুষ্পোদকস্তথা ॥৩৬
স্বর্ণশঙ্খোদকঞ্চৈব তাম্রাধারমনন্তরম্ ।
ঘটোদকং কুশঞ্চৈব অর্ঘ্যস্নানং সমাচরেৎ ॥৩৭
পঞ্চগব্যেন যো দেবীং তথা দুগ্ধকুশোদকৈঃ ।
স্নাপয়েদ্বিবিধৈর্ম্মন্ত্রৈর্ব্রহ্মস্নানং হি তৎ স্মৃতম্ ॥৩৮
কপিলাপঞ্চগব্যেন তথা ক্ষীরযুতেন চ ।
স্নানং শতগুণং প্রোক্তং তথা চেক্ষুরসেন চ ॥৩৯
ক্ষীরেণ স্নাপয়েদ্‌যস্তু শ্রদ্ধাভক্তি-সমন্বিতঃ ।
কামাখ্যাং বিধিবদ্দেবি ইন্দ্রলোকে[১] মহীয়তে ॥৪০
ঘৃতাভ্যঙ্গেন দেবাঙ্গং ঘৃতেন বিধিবৎ প্রিয়ে ।
দশপূর্ব্বান্ দশপরান্ আত্মানঞ্চ বিশেষতঃ ।
ভবার্ণবাৎ সমুদ্ধৃত্য দুর্গালোকে মহীয়তে ॥৪১

বারি (জল) দ্বারা প্রথম স্নান, তদনন্তর ক্ষীর (দুগ্ধ) দ্বারা, তৎপরে দধি দ্বারা, ঘৃত পিণ্ডদ্বয়, শর্করা গুড় মধু তিল, ক্ষীর দধি, তিল ও মধুক্ষীর দ্বারা ক্রমশঃ স্নান করাইবে ।৩৫

তদনন্তর উষ্ণোদক, ফল, কুশোদক, রত্নোদক, পুষ্পতোয়, বিল্বোদক, সপ্তপত্র, রক্তপুষ্পোদক, স্বর্ণ শঙ্খোদক, তাম্রাধার, ঘটোদক (ঘটের জল) ও কুশদ্বারা ক্রমে অর্ঘ্যস্নান করাইবে ।৩৬—৩৭

পঞ্চগব্য দ্বারা, দুগ্ধ, কুশোদক দ্বারা বিবিধমন্ত্রে দেবীকে স্নান করাইলে তাহাই ব্রহ্মস্নান বলিয়া কথিত হয় ।৩৮

হে দেবি ! ক্ষীরযুক্ত কপিলা ও পঞ্চগব্য এবং ইক্ষুরস দ্বারা স্নান করাইলে শতগুণ ফল লাভ হয় ।৩৯

হে দেবি ! যে মানব শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত হইয়া ক্ষীর দ্বারা কামাখ্যাদেবীকে স্নান করায়, সে ইন্দ্রলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই ।৪০

হে প্রিয়ে ! ঘৃতদ্বারা বিধিপূর্ব্বক দেবীর অঙ্গ অভ্যঙ্গ (গায়ে মাখিয়া স্নান করিবার জন্য সুগন্ধযুক্ত চূর্ণ বা চন্দনাদি পঙ্ক) বিলেপন বা মর্দ্দন করাইলে, বংশপরম্পরায় পূর্ব্ব (ঊর্দ্ধতন) দশ পুরুষ ও পর (অধস্তন) দশ পুরুষ এবং আপনাকে ভবার্ণব হইতে উদ্ধার করিয়া দুর্গালোকে গমনপূর্ব্বক পূজা প্রাপ্ত হয় ।৪

১। সুরলোকে

স্নাপয়েদ্বিধিবদ্ যস্তু দধ্না দূর্ব্বাক্ষতেন চ।
রাজতেন বিমানেন শিবলোকে মহীয়তে ॥৪২
কামাখ্যাং স্নাপয়েদ্ যস্তু নবীনেক্ষুরসেন চ।
গরুড়েন বিমানেন বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥৪৩
স্নাপয়েচ্চৈব যো দুর্গাং গন্ধচন্দনবারিণা।
চন্দ্রাংশুনির্ম্মলঃ শ্রীমান্ চন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥৪৪
সুগন্ধিপুষ্পতোয়েন স্নাপয়িত্বা নরঃ ক্বচিৎ।
নাগলোকং সমাসাদ্য ক্রীড়তে সহ পন্নগৈঃ ॥৪৫
স্নাপয়িত্বা তু কামেশীং শ্রুতয়া[১] হেমবারিণা।
সৌবর্ণযানমারূঢ়ো মোদতে বসুভিঃ[২] সহ ॥৪৬
রত্নোদকেন বিধিবৎ স্নাপয়েদ্ যস্তু মানবঃ।
স দিব্যযানমারুহ্য মোদতে হরিণা সহ ॥৪৭
দ্রোণপত্রং বিল্বপত্রং করবীরোৎপলানি চ।
স্নানকালে প্রযোজ্যানি দেবীপ্রীতিকরাণি চ ॥৪৮
এষামেকতমং স্নানং কৃত্বা[৩] বৈ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ভগবত্যৈ নরো ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৪৯

যে-নর দধি ও অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) দ্বারা দেবীর স্নান সম্পাদন করে, সে বিমানে আরোহণপূর্ব্বক বিরাজিত হইয়া শিবলোকে গমন করিয়া থাকে।৪২

যে-নর নব ইক্ষুরসে স্নান করায়, সে গরুড়-বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুর সহিত প্রমোদ (আনন্দ, মোদ) লাভ করে।৪৩

যে-নর, গন্ধচন্দনবারি দ্বারা দুর্গাদেবীর স্নান সম্পাদন করে, সে চন্দ্রাংশুতুল্য নির্ম্মল ও শ্রীমান হইয়া চন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক পূজিত হইয়া থাকে।৪৪

যে নরগণ সুগন্ধিত পুষ্পবারি দ্বারা দেবীর স্নানকার্য্য সম্পাদন করে, তাহারা নাগলোকে গমনপূর্ব্বক পন্নগ (সর্প) গণের সহিত সানন্দে ক্রীড়া করে।৪৫

যে মানব পরিস্রুত হেমবারি দ্বারা কামাখ্যাদেবীর স্নান সমাপন করে, সে সুবর্ণ বিমানে আরোহণ করতঃ বসুগণের সহিত প্রমোদ (ভ্রমণানন্দ) প্রাপ্ত হয়।৪৬

যে মানব রত্নোদক দ্বারা বিধিপূর্ব্বক দেবীর স্নান সম্পন্ন করে, সে দিব্য যানারোহণে হরির সহিত আনন্দ লাভ করে।৪৭

স্নানকালে দ্রোণপত্র, বিল্বপত্র, করবীর ও উৎপল প্রদান করিলে তাহা দেবীর উত্তম আনন্দদায়ক এবং প্রীতিকর হয়।৪৮

১। স্রুতং বো।

২। বসুভিঃ—সংখ্যায় ইঁহারা আট। যথা, ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভব।

৩। দত্ত্বা।

স্নাপয়েদ্ যস্তু বৈ দেবীং নরঃ কর্পূরবারিণা।
স গচ্ছতি[১] পরং স্থানং যত্র কামেশ্বরী স্থিতা ॥৫০
পিতৄনুদ্দিশ্য যো দেবীং ক্ষীরেণ মধুনাথবা।
স্নাপয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥৫১
তৃপ্তা ভবন্তি পিতরস্তস্য বর্ষশতদ্বয়ম্।
পঞ্চামৃতস্য প্রত্যেকং ফলানাঞ্চ শতং শতম্ ॥
শতঞ্চ বারিকুম্ভানাং মহাস্নানে নিয়োজয়েৎ ॥৫২
অপাং কুম্ভশতেনৈব তৈলস্যাপি ত্রিভিঃ পলৈঃ।
মাঞ্জিষ্ঠন্তু মহাস্নানমেবমাহুর্মনীষিণঃ ॥৫৩
মধ্যমন্তু তদর্দ্ধেন স্নানং যত্র বিধীয়তে।
তদৰ্দ্ধন্তু কনিষ্ঠং স্যাদতো হীনং ন কারয়েৎ ॥৫৪
এবং যঃ কারয়েৎ স্নানং নরঃ কশ্চিৎ কদাচন।
সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপাৎ তৎক্ষণাদেব হীয়তে ॥৫৫
আয়ুর্বলং যশো বর্চ্চঃ সৌভাগ্যং পুষ্টিরেব চ।
স্নাপয়িত্বা তু কামাখ্যাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৬

শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ঐ সকল স্নানের মধ্যে যে-কোন এক প্রকার স্নান করাইলে ভক্তিমান্ বিষ্ণুলোকে গমনপূর্ব্বক পূজাপ্রাপ্ত হয়।৪৯

যে নর, কর্পূরবারি দ্বারা দেবীকে স্নান করায় সে কামেশ্বরীর অধিষ্ঠিত স্থানে গমন করিয়া থাকে।৫০

যে ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশে ক্ষীর বা মধু দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক দেবীকে বিধিবৎ স্নান করায়, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর।৫১

তদ্বারা তাহার পিতৃগণ দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত তৃপ্ত থাকেন। পঞ্চামৃতের এক একটি, শত শত ফল, শত জলকুম্ভ মহাস্নানে নিয়োজিত করিবে।৫২

শত কুম্ভবারি ও তিন পল [৪ তোলা] তৈল ও মঞ্জিষ্ঠায় (রক্তবর্ণা লতা) স্নান করাইলে,মনীষিগণ তাহাকেই মহাস্নান বলেন।৫৩

তাহার অর্দ্ধ দ্বারা মধ্যম স্নান এবং তদর্দ্ধ দ্বারা স্নান করাইলে কনিষ্ঠ (নিকৃষ্ট) স্নান হয়। ইহার অপেক্ষা ন্যূন কর্ত্তব্য নয়।৫৪

যে নর এইরূপে যখন স্নান করায়, সে নিঃসন্দেহে তৎক্ষণাৎ সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হয়।৫৫

কামাখ্যাদেবীকে স্নান করাইয়া মানবগণ আয়ু, বল, যশ, কান্তি, সৌভাগ্য ও পুষ্টিলাভ করে, ইহা সুনিশ্চিত ও সংশয়াতীত সত্য।৫৬

১। যাতি।

এবং যস্তু মহাস্নানং করোতি ভক্তিমান্নরঃ।
শরীরারোগমায়ুষ্যং প্রাপ্নোতি শ্রিয়মুত্তমাম্ ॥৫৭
দশতোলকমানেন দ্রব্যাণাঞ্চ[১] পৃথক্ পৃথক্।
চতুষ্টোলিকয়া বাথ হীনস্নানং বিধীয়তে ॥৫৮
অষ্টাঙ্গুলং মুখং তস্য একবিংশাঙ্গুলোদরম্।
অরত্নিমাত্রমুৎসেধং মণিকুণ্ডং তদুচ্যতে ॥৫৯
গবাক্ষমার্গে সূর্য্যস্য যা রশ্মিঃ সা হি লেখিকা।
লেখিকাষ্টৌ ভবেদ্ধূলি ধূলিরষ্টৌ চ সর্ষপঃ ॥৬০
সর্ষপাণাং চতুষ্কেণ রক্তিকেত্যভিধীয়তে।
রক্তিকানাং বিংশকস্তু পাদকং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৬১
তোলিকা চ চতুষ্পাদৈশ্চতুস্তোল প্রসৃতি*তঃ[২]।
প্রসৃতী দ্বে কর্ষকঞ্চ দ্বে কর্ষে তু পলং ভবেৎ ॥৬২
পলার্দ্ধেন ভবেন্মুক্তির্দ্বিমুক্তির্গুড়কং মতম্।
এবং স্নানং ততঃ কৃত্বা গাত্রং সম্মার্জ্জয়েৎ সুধীঃ ॥৬৩
চন্দনেন সুগন্ধেন কারয়েত্তিলকং সুধীঃ।
কটিসূত্রঞ্চ বস্ত্রঞ্চ যজ্ঞসূত্রং নিবেদয়েৎ ॥৬৪

যে নর, ভক্তিযুক্ত হইয়া এইরূপ মহাস্নান নিষ্পন্ন করে, সে শারীরিক আরোগ্য, আয়ু ও উত্তমা স্ত্রী লাভ করে।৫৭

প্রত্যেকে দশ-তোলক পরিমিত পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য এবং হীন-স্নানে প্রত্যেক চার তোলক পরিমিত পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য প্রয়োগ করিবে।৫৯

যাহার মুখ আট আঙ্গুল, উদর একবিংশতি অঙ্গুলি পরিমিত এবং যাহার অরত্নিমাত্র উৎসেধ (বিস্তার) তাহাকে মণিকুণ্ড বলা হয়। গবাক্ষমার্গে যে সূর্য্য-রশ্মি তাহাই লেখিকা, অষ্ট লেখিকায় একধূলি, অষ্ট-ধূলিতে এক সর্ষপ।৬০

চারি সর্ষপে এক রক্তিকা, বিংশ রক্তিকায় এক পাদক। চারি পাদে এক তোলিকা, চারি তোলিকায় এক প্রসৃতি, দুই প্রসৃতিতে এক কর্ষক, দুই কর্ষকে এক পল।৬১—৬২

অর্দ্ধপলে এক মুক্তি, দুই মুক্তিতে এক গুড়ক। এইরূপে স্নান করাইয়া সুবুদ্ধি সুধীগণ গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিবেন।৬৩

১। দ্রব্যাণাং তু।

২। তৈলিকৈকা চতুষ্পাদৈঃ প্রসৃতিস্তচ্চতুষ্টয়াৎ।

*প্রসৃতি—এক অঞ্জলির অর্দ্ধ; অর্দ্ধাঞ্জলি। কোঁকড়ান করতলের নাম প্রসৃতি। দুই প্রসৃতিতে এক অঞ্জলি। 'পাণির্নিকুব্জঃ প্রসৃতস্তৌ যুতাবঞ্জলিঃ পুমান্' ইত্যমরঃ।

ময়ূরপিচ্ছসঙ্কাশং স্নিগ্ধচারুসুকেশিকম্ ।
চিন্তয়েৎ লম্বোষ্ঠীং দেবীং রক্তনেত্রাং সুবস্ত্রিতাম্[১] ॥৬৫
যচ্চ বৈ লোহিতং চাস্যং সুব্যক্তং কজ্জলপ্রভম্ ।
ত্রিপুরেশি সমাখ্যাতং ত্রৈলোক্যনিলয়ং পরম্ ॥৬৬
সম্ভুক্তং নরকেশেন পূর্ব্বং বক্তমনুত্তমম্ ।
মৃত্তিকায়াং মহেশানি লক্ষ্মীকামো বিভাবয়েৎ ॥৬৭
করালং যত্তু বৈ বক্ত্রং কৃষ্ণং দক্ষিণগোচরম্ ।
কামাখ্যেতি চ বিখ্যাতং দিব্যদংষ্ট্রাসমন্বিতম্ ॥৬৮
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদঞ্চৈব সর্ব্বার্থস্য চ সাধকম্ ।
দেবস্য দক্ষিণেনৈব পীতবক্ত্রং বিচিন্তয়েৎ ॥৬৯
কৌবেরীনিলয়ং যচ্চ বদনং শ্যামলং শিবম্ ।
শতবীতাংগাভিধং যদদ্ভুতং ভুবনেশ্বরি ॥৭০
অব্যক্তং রুচিরং দিব্যং কুব্জিকা-বদনোত্তমম্ ।
নরকেশেন সম্ভুক্তং ধ্যেয়ং বিজয়কাঙ্ক্ষিভিঃ ॥৭১
শঙ্খস্ফটিকসঙ্কাশং তাম্বুলাদ্রং সমন্বিতম্[২] ।
সর্ব্বজ্ঞানময়ং জ্ঞেয়ং কালং বাগীশ্বরীমুখম্ ॥৭২

তদনন্তর সুগন্ধচন্দনে তিলক করিয়া দিয়া কটিসূত্র, বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্র নিবেদন করিবে।৬৪

ময়ূরপুচ্ছসংকাশা, স্নিগ্ধ চারুকেশসম্পন্না, লম্বোষ্ঠী, রক্তনেত্রা, সুবস্ত্রসম্পন্না দেবীকে চিন্তা করিবে।৬৫

হে ত্রিপুরেশ্বরি ! যে লোহিত ও সুব্যক্ত কজ্জলপ্রভ বক্ত্র, অর্থাৎ যাহার মুখ-মণ্ডলের বর্ণ অসিত (কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট), শ্যামল মেঘবর্ণ সদৃশ, তাহা ত্রৈলোক্যনিলয় বক্ত্র নামে বিখ্যাত। এই অত্যুত্তম বক্ত্র নরকেশ্বর প্রথমে সম্ভোগ করিয়াছিলেন। হে দেবেশি ! লক্ষ্মীকাম ব্যক্তি এই মৃত্তিকাস্থিত বক্ত্রের পূজা করিবে।৬৬—৬৭

দক্ষিণদিকে দিব্যদংষ্ট্রাসমন্বিত করাল কৃষ্ণবক্ত্র আছে, তাহা কামাখ্যাবক্ত্র নামে বিখ্যাত। সেই সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক ও সর্ব্বার্থসাধক দেবের দক্ষিণদিকে পীতবক্ত্র চিন্তা করিবে।৬৮—৬৯

হে ভুবনেশ্বরি! উত্তরদিকে যে শ্যামল, শিবদ (মঙ্গলদায়ক) অদ্ভুত বদন আছে, তাহাই শতবীতাংগ নামে বিখ্যাত জানিবে। বিজয়াকাঙ্ক্ষিগণ অব্যক্ত, রুচির (মধুরোজ্জ্বল মনোহর) দিব্য এবং উত্তম নরকেশ কর্তৃক সম্ভুক্ত কুব্জিকানন ধ্যান করিবে।৭০—৭১

১। ময়ূরপিচ্ছসঙ্কাশং স্নিগ্ধচারুসুকেশিকম্।
লম্বোষ্ঠীং চিন্তয়েদ্দেবীং রক্তনেত্রাং সুবাসসম্॥৬৫

২। মনোহরম্।

বৃষভাঙ্কেণ ভৃঙ্গেণ নিপীতং মধুসঞ্চয়ম্ ।
ঈশানং বদনং দেব্যাশ্চিন্ত্যং সর্ব্বজ্ঞতার্থিভিঃ ॥৭৩
সূর্য্যকোটিসহস্রাংশু যদ্বক্ত্রমূর্দ্ধজং[১] প্রিয়ে ।
পীঠং কামেশ্বরং তদ্বৎ বিজ্ঞেয়ং পরমং মহৎ ॥৭৪
পরং জ্যোতির্ম্মুখং ভদ্রে নরকেশেন চুম্বিতম্ ।
ভবপাশ[২] বিনাশায় কেবলং তদ্বিভাবয়েৎ ॥৭৫
ত্রিপুরা দেবতা চাস্য কামাখ্যাস্য গণাম্বিকে ।
এতা মণ্ডলসংস্থাশ্চ দেব্যঃ শক্তিসমন্বিতাঃ ॥৭৬
সিংহচর্ম্মোত্তরাসঙ্গা কামাখ্যা বিপুলোদরা[৩] ।
বৈয়াঘ্রচর্ম্মবসনা যথা[৪] চৈব হরোদরা[৫] ॥৭৭
পরমানন্দসম্ভূতা সাট্টহাসা মহোৎসবা ।
সুনন্দালোকনপ্রীতা ব্যক্তাষ্টাদশলোচনা ॥৭৮
চারুমাণিক্যসংপূর্ণ-কুণ্ডলদ্বয়শোভিতা ।
রৌদ্রাকারৈস্তথা রৌদ্রী ভৃঙ্গালী সহমালিকা ॥৭৯
মুকুটকোটিসুভ্রাংশুঃ কমলজ্যোতিরাজিতা ।
নানামণিগণাকীর্ণ-কণ্ঠভূষণধারিণী ॥৮০
মৃণালকোমলৈঃ স্নিগ্ধা যুক্তা দ্বাদশবাহুভিঃ ।
অস্থিরত্নাঞ্চিতৈর্দ্দিব্যৈঃ পদ্মকর্দমমালিভিঃ ॥৮১

বিশুদ্ধ স্ফটিকসদৃশ প্রভাযুক্ত, সর্ব্বজ্ঞানময়, কালরূপিণী বাগেশ্বরীর মুখ, তাম্বুল ও আদ্রক (আদা) সংযুক্ত জানিবে ।৭২

যাহাতে দিব্যমধু সঞ্চিত রহিয়াছে সেই বৃষভাঙ্ক অর্থাৎ মহাদেবরূপ ভৃঙ্গ দ্বারা নিঃশেষে পীত, ঈশান নামক দেবীর মুখ, সর্ব্বজ্ঞাভিলাষী মানবগণ নিয়তই চিন্তা করিবে ।৭৩

হে প্রেয়সি ! কোটিসূর্য্যের মত প্রকাশমান উন্নত যে মুখমণ্ডল, তাহা পরমমহান্ পীঠরূপ কামেশ্বরীর মুখ বলিয়া জানিবে ।৭৪

হে ভদ্রে ! নরকেশ্বর অর্থাৎ মহাদেবের দ্বারা চুম্বিত পরমজ্যোতিযুক্ত মুখের ধ্যান করিলে নরগণ ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে ।৭৫

হে গণমাতঃ ! কামাখ্যার দেবতা ত্রিপুরা । এই সকল শক্তি-সমন্বিতা দেবীগণ কামাখ্যামণ্ডলে অবস্থিত আছেন ।৭৬

কামাখ্যাদেবী সিংহচর্ম্মোত্তরাসঙ্গা (সিংহচর্ম্ম-পরিধানানুরাগাভিলাষযুক্তা) ও বিশালোদরা ব্যাঘ্রচর্ম্মবসনা, পরমানন্দসম্ভূতা, সাট্টহাসা, মহোৎসবা, সুনন্দা, আলোকনপ্রীতা, ব্যক্তাষ্টাদশলোচনা, চারুমাণিক্য-মণ্ডিত কুণ্ডলদ্বয়ে সুশোভিতা ও রৌদ্রাকৃতি (প্রচণ্ড উগ্রভীষণাকারা) রৌদ্রী ভৃঙ্গালীযুক্তমালিকা, মুকুটকোটি-

---

১। যদ্বক্ত্রং তূর্দ্ধজং। ২। ভবাম্বুধি। ৩। বিপুলোদরী।
৪। তথা। ৫। হরোদরী।

কর্তৃকাশবদম্ভোলি-সূত্রচক্রাংশুমাংস্তথা।
ষড়্ভিশ্চ বাহুভির্ধত্তে দক্ষিণৈর্বাহুভিঃ শৃণু ॥৮২
কোদণ্ডমুণ্ডখট্বাঙ্গ-মৃণালনলিনীরজং[১]।
কপালং পুস্তকং ঘণ্টাং মুণ্ডমালানিবীতিনীম্[২] ॥৮৩
তুলাকোটিপরাক্রান্তা পাদপদ্মচরাশ্রিতা।
সিংহাসনোর্ধ্বং সংসুপ্তা শবাসনকৃতাশ্রয়া ॥৮৪
মণিপ্রভাবিধানেন শিবেন পরমেষ্ঠিনা।
নবকেশেন সংশ্লিষ্টা কামাখ্যা পরমেশ্বরী ॥৮৫
এবং ধ্যানং ন্যসেদ্দেবি মাতৃকাং পরমেশ্বরীম্।
সনামগ্রহনক্ষত্রং শ্রীকণ্ঠন্যাসপূর্ব্বকম্।
পীঠন্যাসং কলান্যাসং মন্ত্রন্যাসং সমাচরেৎ ॥৮৬

শুভ্রাংশুকমলজ্যোতিরাজিতা, সুশোভিতা—নানা-মণিগণাকীর্ণ কণ্ঠভূষণধারিণী, মৃণালকমলসম কোমল-স্নিগ্ধা ও দ্বাদশবাহুযুক্তা তাঁহার গলদেশে অস্থিরত্ন-নির্ম্মিত দিব্য-পদ্মমালা লম্বমানা হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছে; তাহার কর্ণদেশে সূত্র-নিবদ্ধ শবযুগল আন্দোলিত হইতেছে; দক্ষিণভাগের ও বামভাগের ছয় বাহু দ্বারা যাহা ধারণ করিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর। কোদণ্ড (ধনু), মুণ্ড, খট্বাঙ্গ (খাটের পায়ার ন্যায় মুগুর বা গদা) মৃণালনালনীরজ (মৃণালনাল যুক্ত জলপদ্ম) কপাল ও পুস্তিকা, ঘণ্টা, মুণ্ডমালা, মালিকা ও ধনুর্ব্বাণ, বর ও অভয়, এই সকল ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন, কোটী-কোটী সুরবৃন্দ পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সিংহাসনের অর্দ্ধভাগে প্রসুপ্ত-শবাসন আশ্রয় করিয়াছেন এবং মণিপ্রভ পরমেষ্ঠী নবকেশ শিব কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা হইয়া পরমেশ্বরী বিরাজিত রহিয়াছেন।৭৭-৮৫

এইরূপে মাতৃকা পরমেশ্বরীর ধ্যান করিবে। নাম গ্রহ-নক্ষত্রযুক্ত শ্রীকণ্ঠ-ন্যাসপূর্ব্বক কলান্যাস, পীঠন্যাস ও মন্ত্রন্যাস করিয়া দশ প্রকার যন্ত্র সংস্থাপন-

---

১। মৃণালনালনীরজ:—মৃণাল—মৃণ্ (হিংসায়) + (ক) ল (ন্), র্ম। হিংস্যতে ভক্ষণাদ্যর্থং বং ইত্যমরটীকা। ভক্ষণাদির জন্য হিংসিত হয়। গ্রামাঞ্চলে পদ্মকন্দ (মূল) ও পদ্মের গেঁড় ভক্ষিত হয়। মৃণাল শালুকদণ্ডের মত কণ্টকহীন করিয়া রন্ধন করিয়া খায়। মৃণালের সূত্রে মাল্যাদি রচনার জন্যও হিংসিত হয়। কন্দ হইতে নির্গত পদ্মমূল যাহা মৃত্তিকায় প্রবেশ করে। ইহা কণ্টকহীন। কিন্তু কন্দ হতে উর্দ্ধগত দণ্ডাকার অংশকে নাল বা মৃণাল বলা হয়।

নাল—মৃণাল পদ্মের কণ্টকযুক্ত ডাঁটা।

নীরজ—জলজাত; জলজ কমল বা পদ্ম।

২। কোদণ্ডমুণ্ড খট্বাংগমৃণালনালনীরজম্। ইতি চ পাঠান্তরম্ পুস্তকান্তরে।

যন্ত্রং সংস্থাপ্য দশধা সংস্কৃত্য চ যথাবিধি ।
বিকিরান্ বিকিরেত্তত্র পীঠপূজাং সমাচরেৎ ॥৮৭
পূর্ব্বাদিক্রমযোগেন[১] গণেশঞ্চ গণাধিপম্ ।
গণনাথং গণক্রীড়ং গদী সর্গান্তিকো মনুঃ ॥৮৮
পূর্ব্বে শ্রিয়ং পূজয়েচ্চ গোবটং তদনন্তরম্ ।
মন্ত্রান্তরেণ দীর্ঘেণ তারযুক্তেন চার্চ্চয়েৎ ।৮৯
ক্রীড়াসরো দক্ষিণে তু মন্দরং বামনেত্রকম্ ।
রশ্মিবিন্দুসমাযুক্তং লোহজঙ্ঘন্তু পশ্চিমে ।
নারসিংহেন বীজেন ক্ষেত্রেশং পরিপূজয়েৎ ॥৯০
উত্তরে ভূতনাথঞ্চ মন্দরেণ সমন্বিতম্ ।
গৌরীপুত্রঞ্চ বটুকং তথা সময়পুত্রকম্ ॥৯১
জ্ঞানপুত্রং সময়পুত্রং পূর্ব্বাদিষু যথাক্রমাৎ ।
হংসেত্যনেন মন্ত্রেণ ধ্যাত্বা রক্তেন চার্চ্চয়েৎ ॥৯২
শান্তিকানাং দ্বারপালং তথা বিন্দুকলা পরা ।
নিবৃত্তিশ্চ কলা পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠা চ কলা ততঃ ॥৯৩
মায়াবীজেন পূর্ব্বাদিং তত্র বৈ হেতুকাদিকম্ ।
হেতুকং ত্রিপুরঘ্নঞ্চ অগ্নিবেতালকন্তথা ॥৯৪
বায়ব্যাদিক্রমেণৈব কালঞ্চৈব করালকম্ ।
একপাদং তথা ভীমং চতুর্ণাং গগণং মনুঃ ॥৯৫

পূর্ব্বক,যথাবিধিসংস্কার সাধন করিয়া তথায় বিকির বিক্ষিপ্ত করিয়া পীঠপূজা সম্পাদন করিবে ।৮৬—৮৭

অতঃপর পূর্ব্বাদিক্রমযোগে গণেশ, গণাধিপ, গণনাথ গণক্রীড়কে সর্গান্তিক মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। পূর্ব্বে শ্রীদেবীর, তদনন্তর গোবটের পূজা কর্ত্তব্য। তারযুক্ত দীর্ঘ মন্ত্রান্তর দ্বারা এই অর্চ্চনা সম্পন্ন করিবে ।৮৮-৮৯

দক্ষিণে ক্রীড়াসরোবর মন্দর ও বামনেত্রক, পশ্চিমে রশ্মিবিন্দুসংযুক্ত লোহজঙ্ঘ নারসিংহ মন্ত্র দ্বারা ক্ষেত্রেশ্বরের পূজা করিবে ।৯০

উত্তর হইতে পূর্ব্বাদিক্রমে মন্দর সমন্বিত ভূতনাথ, গৌরীপুত্র, বটুক, জ্ঞানপুত্র সময় পুত্র। 'হংস' মন্ত্র দ্বারা ইহাদের ধ্যান করিয়া রক্ত মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে ।৯১—৯২

তদনন্তর শান্তিগণের দ্বারপাল ও পরমা বিন্দুকলা, তৎপরে নিবৃত্তিকলা মায়াবীজ দ্বারা তথায় ঐ সকলের এবং হেতুকাদিক, হেতুক, ত্রিপুরঘ্ন ও অগ্নিবেতালকের পূজা করিবে। তৎপর বায়ব্যাদিক্রমে, কাল করালক, একপাদ

১। পূর্ব্বদিষু চ বৈ ক্রমাৎ।

অসিতাঙ্গাদয়শ্চৈব[১] ব্রাহ্মী সিদ্ধ্যাদিসংযুতাঃ।
চর্চ্চিকাদশকং পূজ্যং ষট্‌কোণে ভূভগাদিতঃ ॥৯৬
ষট্‌কোণাগ্রে চ মদনং রতপুত্রীং স্বপার্শ্বয়োঃ।
পঞ্চবাণাংস্তথা চাগ্রে গ্রহাংশ্চৈব চ দিক্‌পতীন্ ॥৯৭
আসনং পূজয়িত্বা চাপ্যুপর্য্যুপরি ভাবতঃ।
ধ্যাত্বা চারোপয়েদ্দেবীমিমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥৯৮
এহ্যেহি পরমেশানি সান্নিধ্যমিহ মণ্ডলে।
কুরুষ্ব জগতাং মাতঃ সংসারার্ণবতারিণী ॥৯৯
মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে।
শব্দব্রহ্মময়ি স্বচ্ছে কামেশ্বরি প্রসীদ মে ॥১০০
কামেশস্যাবাহনং কুর্য্যাদিতি[২]মন্ত্রেণ শাঙ্করি।
নমো ভবায় সর্ব্বায় রুদ্রায় বরদায় চ ॥১০১
পশূনাং পতয়ে চৈব সর্ব্বানন্দাত্মনে সদা।
ত্রিজটায় ত্রিশীর্ষায় সদা ত্রিশূলধারিণে[৩] ॥১০২

ও ভীম—এই চারি দেবের গগন মন্ত্রে পূজা কর্ত্তব্য। তদনন্তর ষট্‌কোণভাগাদি-ক্রমে অসিতাঙ্গাদি ও সিদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মাদি চর্চ্চিক ও দশকের পূজা করিবে।৯৩—৯৫

ষট্‌কোণাগ্রে মদন, রতিপুত্রী, স্বপার্শ্বদ্বয়ে পঞ্চবাণ, অগ্রে গ্রহগণ ও দিক্‌পতিগণ, এই সকলের ধ্যান করত আসনপূজা করিয়া উপর্য্যুপরিভাবে আরোপণ করিবে। অনন্তর দেবীর প্রতি, এই মন্ত্র উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য।৯৬—৯৮

হে পরমেশ্বরি, অদ্য এই মণ্ডলে সন্নিধান কর (আগমন কর)। হে জগন্মাতা, তুমিই এই সংসারার্ণবে ত্রাণকারিণী। মহাপদ্মবনে তোমার স্থিতি হউক, অর্থাৎ অবস্থান কর। তুমি সর্ব্বকারণানন্দবিগ্রহ অতিপবিত্র নির্ম্মল শুভ্র শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী কামেশ্বরী, তুমি আমার প্রতি সুপ্রসন্না হও।৯৯—১০০

হে শঙ্করি! তদনন্তর জলমূর্ত্তি শিবকে প্রণাম, সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বব্যাপ্ত এবং সকল কার্য্য-কারণের মূলীভূত ও সর্ব্বজ্ঞ শিবকে প্রণাম, সর্ব্বাভীষ্টদ শিবকে নমস্কার, ভীষণ উগ্র সংহারমূর্ত্তি শিবকে নমস্কার, মায়াবন্ধ অযুক্ত মানবগণের পরিত্রাতা মুক্তিদাতা মহেশ্বরপশুপতিনাথকে প্রণাম, সর্ব্বানন্দাত্মা (সহৃদয়াভ্যন্তরে

১। অসিতাঙ্গ—কৃষ্ণবর্ণদেহ। অষ্টভৈরবের এক ভৈরব। অষ্টভৈরব যথা—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত, কুপিত, ভীষণ, সংহার—শিবের ভীষণ ভয়ানক অষ্টমূর্ত্তি।

২। আবাহয়ামি কামেশমিতি।

৩। ত্রিশূলবরধারিণে

ত্রিনেত্রায় ত্রিকালায় ত্রিপুরঘ্নায় বৈ নমঃ।
নমশ্চণ্ডায় মুণ্ডায় বিশ্বদণ্ডধরায় চ ॥১০৩
লোহিতায় চ ধূম্রায় নীলকণ্ঠায় বৈ নমঃ।
নমস্ত্রিপুররূপায় বিরূপায় নমো নমঃ।
সূর্য্যায় সূর্য্যপতয়ে সিদ্ধনাথায় বৈ নমঃ ॥১০৪
তস্মাদরণ্যোত্তরতো নাতিদূরে ব্যবস্থিতা।
খর্ব্বা শ্বেতা কৃষ্ণবর্ণা গোধিকায়াঃ শিলা যতঃ।
পশ্চিমে তু শিবস্তস্য পূর্ব্বপূর্ব্বং বিজানীহি ॥১০৫
গয়াতীর্থশ্চাপ্যুদরে চোত্তরে পরিকীর্ত্তিতম্।
চতুর্ব্বর্গপ্রমাণেন শীর্ষে চৈব গয়াশিরঃ ॥১০৬
শীর্ষপার্শ্বে রামগয়া রামপিণ্ডস্তু দক্ষিণে।
পুচ্ছে তু মানসং তীর্থং দক্ষিণে তু মহানদী ॥১০৭
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত বিধিপূর্ব্বেণ কর্ম্মণা।
তস্যোত্তরে ত্বিষুক্ষেপযুগস্যৈবান্তরে প্রিয়ে ॥১০৮
তীর্থপ্রেতশিলাখ্যঞ্চ শ্রাদ্ধে স্বর্গং নয়েৎ পিতৃন্।
মহানদ্যাং কৃতে শ্রাদ্ধে পিতরঃ স্বর্গমাপ্নুয়ুঃ ॥১০৯
তথাক্ষয়বটে শ্রাদ্ধী ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্।
গয়াতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১১০

দৃশ্যাদৃশ্য সর্ব্ববিষয়ে বিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দানুভূতিময় শিবকে নমস্কার, জটাজূটধারী শিবকে নমস্কার, ত্রিশীর্ষযুক্ত ত্রিশূলধারী ত্রিলোচন ত্রিকালজ্ঞ (ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান) ত্রিপুরহন্তারক শিবকে নমস্কার। এই মন্ত্র দ্বারা কামেশের আহ্বান করিবে ॥১০১—১০৪

সেই অরণ্যের উত্তরে নাতিদূরে খর্ব্বা শ্বেত কৃষ্ণবর্ণা গোধিকার শিলা, তাহার পশ্চিমে শিব আছেন। এই প্রকার পূর্ব্বে পূর্ব্বে ব্যবস্থিত জানিবে।১০৫

উদরে উত্তরভাগে গয়াতীর্থ, চতুর্ব্বর্গ প্রমাণে শীর্ষে (মস্তকে) গয়াশির, পার্শ্বে রামগয়া, দক্ষিণে রামপিণ্ড ও পশ্চাদ্ভাগে মানসতীর্থ এবং দক্ষিণে মহানদী।১০৬—১০৭

তথায় বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম (শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান) সমাপন করত স্নান করিবে। তাহার উত্তরে ইক্ষুক্ষেপদ্বয়ান্তরে প্রেতশিলা নামক তীর্থ, তথায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ স্বর্গপ্রাপ্ত হন। মহানদীতে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ স্বর্গে গমন করেন। অক্ষয়বটে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। নরগণ গয়াতীর্থে স্নান করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।১০৮—১১০

আত্মযোনি র্মহেশানি গয়ায়ান্তু তিলৈর্বিনা।
পিণ্ডনির্ব্বপণং শেষমপি কুর্ব্বন্তি মানবাঃ ॥১১১
পশ্চিমে বাসুদেবস্য ধনুরষ্টাদশান্তরে।
দীর্ঘাকারং পঞ্চকোণমুত্তরং মুনিসংস্কৃতম্ ॥১১২
উত্তরে মানসে শ্রাদ্ধী ন ভূয়ো জায়তে নরঃ।
দক্ষিণে কোটিলিঙ্গস্য চতুষ্কোণশ্চ যঃ শিবঃ ॥১১৩
দক্ষিণং মানসং[১] তদ্ধি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
দক্ষিণে মানসে শ্রাদ্ধী ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄন্ ॥১১৪
মহানদ্যাং কৃতে শ্রাদ্ধে ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄন্।
শ্রাদ্ধী রামহ্রদে দেবি ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄন্ ॥১১৫
গয়াশিরে পিণ্ডদানাৎ গয়াপুচ্ছে তথোত্তরে।
ত্রিদিনং পাতয়েৎ পিণ্ডং কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥১১৬
কাঙ্ক্ষন্তি পিতরঃ পুত্রান্ নরকাদ্ভয়ভীরবঃ।
গয়াং গচ্ছতি যঃ কশ্চিদস্মান্ সন্তারয়িষ্যতি[২] ॥১১৭
পশ্চিমে কামনাথস্য সপ্তধন্বন্তরে স্থিতাম্।
দৃষ্ট্বা দীর্ঘেশ্বরীং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দেববদ্ভুবি মোদতে ॥১১৮

হে মহেশানি! আত্ম-সম্বন্ধী ব্যক্তি গয়ায় তিল ব্যতিরেকে শেষ পিণ্ড নির্ব্বপণ (পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ড জলাদি দান) করিবে।১১১

বাসুদেবের পশ্চিমে অষ্টাদশধনু অন্তরে (ব্যবধানে) দীর্ঘাকার মুনিসংস্কৃত পঞ্চকোণ উত্তর অবস্থিত।১১২

উত্তর মানসে শ্রাদ্ধ করিলে নরগণকে আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কোটিলিঙ্গের দক্ষিণে চতুষ্কোণ যে শিব আছেন, তাহাই সর্ব্বপাপ-বিনাশক দক্ষিণমানস। দক্ষিণমানসে শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।১১৩-১১৪

মহানদীতে এবং রামহ্রদে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।১১৫

গয়াশিরে ও উত্তরে গয়াপুচ্ছে যদি তিন দিন পিণ্ডদান ও পিণ্ডপাতন করে, তবে আপনকুল উদ্ধার করিতে পারে। পিতৃগণ নরকভয়ে ভীত হইয়া পুত্রগণের কামনা করেন; তাহাদের মধ্যে যে-কেহ গয়ায় গমন করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিতে সক্ষম।১১৬—১১৭

কামনাথের পশ্চিমে সপ্তধনু প্রমাণ দূরে অবস্থিতা সর্ব্বকামফলপ্রদা দীর্ঘেশ্বরী

১। দক্ষিণে মানসে।
২। গয়াং গচ্ছতি যঃ কশ্চিন্নরোঽস্মাস্তারয়িষ্যতি।

মায়াবীজেন দেবেশীমষ্টম্যাং প্রতিপূজয়েৎ।
সর্ব্ববিদ্যা*মবাপ্নোতি বংশ্যানামগ্রণীর্ভবেৎ ॥১১৯
কল্পবৃক্ষং ততো গত্বা তিন্তিড়ীসংজ্ঞকং তরুম্।
প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ ॥১২০
ওঁ নমো ব্যক্তরূপায় সর্ব্বদেবস্তুতায় চ।
শিবাধিষ্ঠানরূপায় তিন্তিড়ীবৃক্ষরূপিণে ॥১২১
প্রশস্তঃ সর্ব্বমন্ত্রেষু কাম্যে মোক্ষে চ দক্ষিণে।
বামহস্তস্য সংস্পর্শে মালায়াং গ্রহণে তথা ॥১২২
ভূগতশ্চ পরৈঃ স্পৃষ্টশ্ছিন্নে সম্বৎসরান্তরে।
সংস্কুর্য্যান্মালিকাং দেবি তাম্রপাত্রে নিবেশয়েৎ ॥১২৩
গায়ত্র্যা প্রথমং প্রোক্ষ্য পঞ্চগব্যৈরনন্তরম্।
পশ্চাত্তেনৈব মন্ত্রেণ হুঁ সিদ্ধ্যৈ নম ইত্যত ॥১২৪
গন্ধোদকেন তৎপশ্চাৎ গন্ধপুষ্পৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ।
কুম্ভত্রয়েণ সংস্থাপ্য রক্তপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥১২৫

দেবীকে দর্শন করিলে ষষ্টিসহস্রবৎসর দেবতুল্য হইয়া ভূতলে মহানন্দে কাল যাপন করে।১১৮

হে দেবি! মায়াবীজমন্ত্র দ্বারা অষ্টমীতে পূজা করিলে, সর্ব্ববিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া মানবগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য (প্রধান) হয়।১১৯

তদনন্তর তিন্তিড়ী নামক কল্পবৃক্ষের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া, প্রকটিত (প্রকাশিত) সর্ব্বদেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত ও সংকীর্ত্তিত তিন্তিড়ীবৃক্ষ (তেঁতুল গাছ) রূপ কল্পবৃক্ষাধিষ্ঠিত পরব্রহ্মস্বরূপ শিব তোমাকে প্রণাম। এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে।১২০-১২১

এই মন্ত্র কাম্য, মোক্ষ ও দক্ষিণা (অর্থাৎ ধর্ম্মীয় ক্রিয়াকর্ম্মানুষ্ঠানান্তে পুরোহিতকে প্রদেয় অর্থাদি দেওয়ার কার্য্যে) প্রভৃতি সর্ব্বকার্য্যেই প্রশস্ত। বামহস্ত দ্বারা স্পর্শপূর্ব্বক মালা গ্রহণ করিলে, ভূতলে পতিত হইলে, অন্য কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, ছিন্ন হইলে অথবা একবৎসর পুরাতন হইলে মালার সংস্কার কর্ত্তব্য। হে দেবি! মালাসংস্কার করিতে হইলে, প্রথমে ঐ মালিকা তাম্রপাত্রে নিবেদন করত গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা প্রক্ষালনপূর্ব্বক পঞ্চগব্য প্রদান করিয়া তৎপর সেই মন্ত্রে এবং 'হুঁ সিদ্ধৈ নমঃ'। এই মন্ত্র দ্বারা গন্ধোদকে অর্থাৎ সুগন্ধিত জল দ্বারা

---

*সর্ব্ববিদ্যা—যে জ্ঞান ও বিদ্যা (বিপরীত অবিদ্যা) দ্বারা ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থ ও বিষয়ের তত্ত্ব-বোধ-জ্ঞান লাভ করা যায়।

যবক্ষারবলিং দত্বা দেবপ্রাণং নিবেশয়েৎ।
তদানীয় স্পৃশেন্মালামন্তরীক্ষেষু বিন্যসেৎ ॥১২৬
আনীয় রাত্রৌ পীঠে চ স্থাপয়েন্মালিকাং ততঃ।
গন্ধচন্দনকং দত্বা তথা দূর্ব্বাক্ষতানি চ।
পুনর্দ্দেবস্য পীঠে চ তদ্রাত্রে চ নিবেশয়েৎ ॥১২৭
শতং সাহস্রকঞ্চৈব অযুতং নিযুতন্তথা।
লক্ষঞ্চৈব তথা কোটিং জপহোমস্য মানকম্ ॥১২৮
প্রতিমানে চাষ্টহস্তং সর্ব্বপর্ব্বণি[১] সংজপেৎ।
অথবা চাষ্টভির্ব্বীজৈস্ত্রীণি তত্রাপি যোজয়েৎ ॥১২৯
মালে মালে মহামালে সর্ব্বত্রৈকস্বরূপিণি।
চতুর্ব্বর্গ-স্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মালে সিদ্ধিদা ভব ॥১৩০
পুষ্করীসখীবীজস্ত্বং সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মান্বিতস্তথা।
আকাশশশিসংযুক্তং সিদ্ধ্যৈ হৃদয়সংজ্ঞকম্ ॥১৩১
এষ পঞ্চাক্ষরো মন্ত্রো মালায়াঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
গ্রহণে স্থাপনে চৈব পূজনে বিনিযোজয়েৎ ॥১৩২

এবং তৎপরে পৃথক্‌ভাবে রক্তগন্ধপুষ্পে তিন কুম্ভের উপরে স্থাপন করিয়া রক্তপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে।১২২—১২৫

অনন্তর যবক্ষার বলিপ্রদান করিয়া দেবপ্রাণ নিবেশিত (বিন্যাস, স্থাপন) করিবে। তখন মালা আনিয়া স্পর্শ করিয়া ঝুলান বা লটকান অবস্থায় রাখিবে।১২৬

তদনন্তর রাত্রিযোগে মালা আনিয়া পীঠে সংস্থাপনপূর্ব্বক গন্ধ, চন্দন ও দূর্ব্বাক্ষত (দূর্ব্বা ও আতপ চাউল) প্রদান করিয়া সেই রাত্রে পুনর্ব্বার দেবপীঠে নিবেশিত (স্থাপিত) করিবে।১২৭

তদনন্তর শত, সহস্র, অযুত, নিযুত, লক্ষ বা কোটি জপ হোম কর্ত্তব্য। ঐ মালা পরিমাপে আটহাত হইবে। এবং সর্ব্বপর্ব্বেই অষ্ট অথবা ত্রিবীজ-এর সংযোগে জপ কর্ত্তব্য।১২৮ – ১২৯

হে মালে ! হে মহামালে ! তুমি সর্ব্বস্বরূপিণী। পুরুষের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বিষয়সমূহ তোমাতেই স্থিত। অতএব চতুর্ব্বর্গ প্রদান কর। "পুষ্করীসখী-বীজস্ত্বং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মান্বিতং তথা। আকাশশশিসংযুক্তং সিদ্ধ্যৈ হৃদয়-সংজ্ঞকম্" ।১৩০-১৩১

১। সর্ব্বপর্ব্বণি—দেবতাবিশেষের পূজা বা অনুষ্ঠান বিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট দিন। যথা—সংক্রান্তি, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা।

শিবং জপাদৌ বিন্যস্য জপান্তে তু স্তুতিং পঠেৎ।
বলিদানং ততঃ কুর্য্যাৎ দদ্যাদ্বিভবমাত্মনঃ।
অনুলোম-বিলোমেন মূলমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥১৩৩
অম্বে অম্বিকে মন্ত্রেণ তথা পৌরাণিকেন চ।
জয় কামেশি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি ॥১৩৪
জয় সর্ব্বগতে দেবি কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে।
বিশ্বমূর্ত্তে শুভে শুদ্ধে বিরূপাক্ষি ত্রিলোচনে ॥১৩৫
ভীমরূপে শিবে বিদ্যে কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে।
মায়াজয়ে জয়ে জম্ভে ভূতাক্ষি ক্ষুভিতেঽক্ষয়ে।
মহামায়ে মহেশানি কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥১৩৬
ভীমাক্ষি ভীতিদে দেবি সর্ব্বভূতক্ষয়ঙ্করি।
করালী বিকরালী চ কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥১৩৭
কালী করালী বিক্রান্তে কামেশ্বরি হরপ্রিয়ে।
সর্ব্বশাস্ত্রভূতে[১] দেবি কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥১৩৮
কামরূপপ্রদীপা চ নীলকূটনিবাসিনী।
নিশুম্ভশুম্ভমথনি কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥১৩৯

ইহাই মালার পঞ্চাক্ষর মন্ত্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। গ্রহণ, স্থাপন দেবতা বা মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা ও পূজনে, এই মন্ত্র বিনিয়োগ (প্রয়োগ) করিবে।১৩২

জপের প্রারম্ভে শিবকে সংস্থাপিত করিয়া জপান্তে স্তুতিপাঠ কর্ত্তব্য। তদনন্তর আপনার বিভবানুসারে পূজোপহার বলি প্রভৃতি প্রদান করিবে। তৎপরে অনুলোম (যথাবিধি বা প্রণালীবদ্ধ ক্রমানুসারে) বিলোমক্রমে (অনুলোমের বিপরীত ক্রম-বিধি অনুসারে) জপান্তে মূলমন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে।১৩৩

তদনন্তর হে অম্বে! হে অম্বিকে! পৌরাণিক মন্ত্রে পূজা করিয়া স্তবস্তুতি পাঠ করিবে। স্তুতি যথা—হে কামেশি! হে চামুণ্ডে! ভূতাপহারিণি। অর্থাৎ জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রিবিধ সন্তাপ (দুঃখ) নাশকারিণী! তোমার জয় হউক। হে সর্ব্বগতে দেবি! তোমারই জয় হউক! হে কামেশ্বরি (সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাত্রী)! তোমাকে প্রণাম করি। হে বিশ্বমূর্ত্তে! শুভে! শুদ্ধে! বিরূপাক্ষি! ত্রিলোচনে! ভীমরূপে! শিবে, বিদ্যে, কামেশ্বরি, তোমাকে প্রণাম করি। হে মায়াজয়ে! জয়ে! হে জম্ভে! ভূতাক্ষি! হে ক্ষুভিতে! অক্ষয়ে! হে মহামায়ে! হে মহেশ্বরি! তোমাকে প্রণাম। হে কামেশ্বরি! হে ভীমাক্ষি! ভীতিদে! দেবি! হে সর্ব্বভূতক্ষয়ঙ্করি!

১। সর্ব্বশাস্ত্রাস্থুধে।

কামাখ্যে কামরূপস্থে কামেশ্বরি হরপ্রিয়ে।
কামাংশ্চ দেহি মে নিত্যং কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥১৪০
রুধিরাসবপানাঢ্যবক্তে ত্রিভুবনেশ্বরি।
মহিষাসুরবধে[১] দেবি কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥১৪১
ছাগতুষ্টে মহাভীমে কামাখ্যে সুরবন্দিতে।
জয় কামপ্রদে তুষ্টে কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥১৪২
ভ্রষ্টরাজ্যো যদা রাজা নবম্যাং নিয়তঃ শুচিঃ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং উপবাসী নরোত্তমঃ ॥১৪৩
সম্বৎসরেণ লভতে রাজ্যং নিষ্কণ্টকং পুনঃ।
য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা তব দেবি সমুদ্ভবম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পরং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥১৪৪
কামেশ্বরি দেবি সুরাসুরপ্রিয়ে,
প্রকাশিতাম্ভোজনিয়ন্ত্রিতে নমঃ।
সুরারিরক্ষাবিঘ্নপাটনোৎসুকে[২],
ত্রয়ীময়ে দেবি নমামি ত্বাম্ ॥১৪৫

তুমি করালী ও বিকরালী! তোমায় প্রণাম। হে কামেশ্বরি! হে করাল বিক্রান্তে! হরপ্রিয়ে! হে কামেশ্বরি! হে সর্ব্বশাস্ত্ররূপিণি! দেবি! কামেশ্বরি! তোমাকে প্রণাম। তুমি কামরূপপ্রদীপস্বরূপা, তুমি নীলাচলনিবাসিনী, হে শুম্ভ-নিশুম্ভমর্থনি! কামেশ্বরি! তোমাকে প্রণাম।১৩৪ - ১৩৯

হে কামরূপস্থে! কামাখ্যে! হে হরপ্রিয়ে! কামেশ্বরি! আমার মনস্কামনা সতত পূর্ণ করুন। হে কামেশ্বরি! আমি তোমাকে প্রণাম করি।১৪০

হে রুধিরাসবপানাঢ্যবদনে ভুবনেশ্বরি! হে মহিষাসুর-বিনাশিনি! দেবি! কামেশ্বরি! আমি তোমাকে প্রণাম করি।১৪১

হে মহাভীমে! হে ছাগতুষ্টে! সুরবন্দিতে! কামাখ্যে! তুমি জয়যুক্ত হও। হে কামদে! তুষ্টে! কামেশ্বরি! আমি তোমাকে প্রণাম করি।১৪২

এইরূপে কামাখ্যার স্তুতি করিলে সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হয়। রাজা রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া নিয়ত শুচি তথা উপবাসী হইয়া অর্থাৎ সর্ব্বদা নিষ্ঠাসহকারে বিধিনিয়মাদি পালনপূর্ব্বক অষ্টমী নবমী ও চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিলে এক বৎসরমধ্যেই নিষ্কণ্টক রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হন। হে দেবি! তোমার এই উত্তম স্তব যে মানব শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরমনির্ব্বাণ লাভ করে।১৪৩-১৪৪

১। মহিষাসুরসংহর্ত্রি।
২। সুরারিতেজোবধভূষ্টমানসে।

সিতাসিতে* রক্ত‡পিশঙ্গবিগ্রহে
রূপাণি যস্যাঃ প্রতিপান্তিতানি।
করে কপালে চ বিকল্পিতানি।
শুভাশুভানামপি তাং নমামি ॥১৪৬
কামরূপসমুদ্ভূতে কামপীঠাবতংসকে।
বিশ্বাধারে মহামায়ে কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥১৪৭
অব্যক্তবিগ্রহে শান্তে সন্ততে কামরূপিণি।
কালগম্যে পরে শান্তে কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥১৪৮
সুষুম্নান্তরালস্থা চিন্ত্যতে জ্যোতিরূপিণী[২]।
প্রণতোঽস্মি পরাং বীরাং কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥১৪৯

হে সুরাসুরপ্রিয়ে! দেবি কামেশ্বরি! হে প্রকাশিতমুখাম্ভোজে! হে নিয়ন্ত্রিতে দেবি! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে দেবাদি-ব্রহ্মবিষ্ণুকুলপাটনোৎসুকে! ত্রয়ীময়ে দেবি! আমি তোমাকে প্রণাম করি।১৪৫

হে সিতাসিতে! শোণিতপিশঙ্গ-বিগ্রহে দেবি! তোমার বিবিধ রূপ প্রতিভাত হইতেছে এবং করে ও কপালে শুভাশুভের বিকল্পিত (বিবিধ, অনেক) রূপ বিভাষিত, (প্রকাশিত) হইতেছে, হে দেবি, কামেশ্বরি! আমি তোমাকে প্রণাম করি।১৪৬

হে কামরূপসমুদ্ভূতে! হে কামপীঠাবতংসরূপিণী! (কামপীঠের ভূষণস্বরূপা) বিশ্বাধারে! মহামায়ে! কামেশ্বরি দেবি! আমি তোমাকে প্রণাম করি।১৪৭

হে অব্যক্ত-বিগ্রহে ধ্যানগম্যে! শান্তে! সন্ততে! কামরূপিণি! হে কালগম্যে (অনুভবে জ্ঞায়মানা) পরমে (একমাত্র মহতী প্রধানতম সাধ্যা) শান্তে! হে কামেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার করি।১৪৮

যিনি সুষুম্নার অন্তরালস্থিতা জ্যোতিরূপিণী হইয়া যোগীজনধ্যায়িতা (স্মৃতা, বিচিন্তিতা) সেই পরমাবীরা (শ্রেষ্ঠা বীরাচারিণী) কামেশ্বরীদেবীকে আমি প্রণাম করি।১৪৯

---

‡ শোণিত পিশঙ্গ (পিশঙ্গ = পিঙ্গল = নীল ও পীত, এতদুভয়ের মিশ্রবর্ণাভাযুক্ত।
* সিতাসিত—সিত (শ্বেত, শুভ্র) + অসিত। অর্থাৎ শ্বেত ও অ-শ্বেত বর্ণদ্বয়ের মিশ্রাভাযুক্ত।
১। সিতাসিতে রক্তপিশঙ্গবিগ্রহে
রূপাণি যস্যাস্তব ভান্তি সর্বতঃ।
করে কপালে চ বিকল্পিতানি।
শুভাশুভানামন্বিতে নমামি ॥১৪৬
২। ত্বং সুষুম্নান্তরালস্থা চিন্ত্যসে জ্যোতিষানঘে।

দংষ্ট্রাকরালবদনে মুণ্ডমালোপশোভিতে।
সর্ব্বতঃ সর্ব্বগে দেবি কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥১৫০
প্রত্যুষে স্নানকালে চ ভোজনে দন্তধাবনে।
তথা বিগতবস্ত্রে চ দশনং ন তু সংস্পৃশেৎ ॥১৫১
মধুমাসে ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং বৃষস্য চ।
ন স্ত্রী দেবীং স্পৃশেজ্জাতু তদ্দিনে দর্শনং ত্যজেৎ ॥১৫২
দর্শনে ভয়দং বিন্দ্যাৎ শাপঃ পততি মূর্দ্ধনি।
এবং জ্যৈষ্ঠসিতাষ্টম্যাং কুমারো নাবলোকয়েৎ ॥১৫৩
কুমার্যশ্চ সুরূপাশ্চ সাধকো ন কদাচন।
ন রাত্রৌ সংস্পৃশেন্নারীং বলিং বৈ ন স্পৃশেৎ কচিৎ।
লিঙ্গস্থাঞ্চ মহাদেবীং কদাচিদপি ন ব্রজেৎ ॥১৫৪
বিপ্রাণাং ক্ষীরবলয়ঃ শাল্যন্নং বাথ পায়সম্।
ঘৃতপ্লুতং চর্ব্ব্যফলং পুষ্পং তস্য ঘৃতান্বিতম্ ॥১৫৫
দদ্যাৎ ক্ষীরঞ্চ দুগ্ধান্নং ভক্তান্নং বা নিবেদয়েৎ।
শাল্যন্নং বাথ সমধু কৃসরং* খণ্ডমোদকম্ ॥১৫৬

হে কামেশ্বরি! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে অতীব ভয়াল দশনাননে হে মুণ্ডমালাসুশোভিতে! সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বপ্রকারে সকলবিষয়ে সর্ব্বত্রস্থিতা সর্ব্বব্যাপিনী সর্ব্বত্রগামিনী তুমি, হে দেবি! কামেশ্বরি! আমি তোমাকে প্রণাম করি।১৫০

কামেশ্বরীর এইরূপ স্তুতি ও নমস্কার কর্ত্তব্য। স্নানকালে, প্রত্যুষে, ভোজনে ও দন্তধাবনে, বস্ত্র পরিবর্ত্তনে, দন্ত স্পর্শ করিবে না।১৫১

চৈত্রমাসের ত্রয়োদশীতে ও বৃষের অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠমাসের চতুর্দ্দশীতে স্ত্রীগণ দেবীকে স্পর্শ করিবে না এবং তদ্দিবসে দর্শনও করিবে না।১৫২

দর্শন করিলে ভয় উপস্থিত এবং মস্তকে অভিশাপ পতিত হয়। এইরূপে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাষ্টমীতে কুমারগণ এবং সুরূপা কুমারীগণ দেবীকে দর্শন করিবে না। সাধকও রাত্রিকালে নারীস্পর্শ করিবে না এবং পূজাদ্রব্য স্পর্শ করাইবে না। লিঙ্গস্থিতা মহাদেবীর নিকট কখনও গমন করিবে না।১৫৩—১৫৪

ক্ষীরভোগ, শালি অন্ন, পায়স, ঘৃতাপ্লুত (ঘৃত দ্বারা আর্দ্রীকৃত, ঘৃতাসিক্ত) চর্ব্ব্যফল ও সঘৃত ঘৃতযুক্ত) পুষ্প, ক্ষীর, দুগ্ধান্ন, ভক্তান্ন (ভাত) মধুসহিত কৃশর ও খণ্ড মোদক—এই সকল দ্রব্য বিপ্রগণ নিবেদন করিতে পারিবেন।১৫৫—১৫৬

---

* কৃশর (কৃসর)—চাউল, ডাল, আদা, হিং একত্র মিশ্রিত করিয়া জলে রন্ধিত (পাক করা) মিশ্রিতান্ন।

রাজ্ঞাং হি পশবঃ শস্তা বৈশ্যানাং ব্রীহয়স্তথা।
ক্ষৌদ্রং বৃষলজাতীনাং সর্ব্বেষাং পশবোঽথবা ॥১৫৭
নিবেদয়েৎ শোণতুণ্ডং মানুষং বা লুলায়কম্ ।
বারাহং বা ছাগলং বা চামরং বরুণস্তথা।
মেষঞ্চাথ বারাহঞ্চ গোধিকাঞ্চ নিবেদয়েৎ ॥১৫৮
চামরাণাঞ্চ দশকাচ্ছাগলৈকং বিশিষ্যতে।
দশভিশ্ছাগলৈরেব কূর্ম্ম একঃ প্রশস্যতে ॥১৫৯
কূর্ম্মস্য চ শতেনাপি শশকৈকং বিশিষ্যতে।
শশকস্য সহস্রাত্তু বরাহস্তু বিশিষ্যতে ॥১৬০
দ্বিসহস্রবরাহেভ্যো মাহিষং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
দ্বে সহস্রে লুলায়স্য খড়্গমেকং বিশিষ্যতে ॥১৬১
খড়্গিনান্তু সহস্রেণ মানুষং চাতুলং ফলম্ ।
দ্বে সহস্রে মানুষস্য শোণতুণ্ডং প্রশস্যতে[১] ॥১৬২
দ্বে শতে শোণতুণ্ডস্য শ্বেতগ্রীবঃ প্রশস্যতে।
শ্বেতগ্রীবশতেনাপি গোধিকাপি বরং মতম্[২] ॥১৬৩

রাজগণের পশু প্রদান এবং বৈশ্যগণের ব্রীহি (আশুধান্য) দান, শূদ্রগণের মধু, অথবা সকলের পক্ষেই পশু দান কর্ত্তব্য।১৫৭

শূদ্রগণ শোণতুণ্ড (বানর), অথবা মনুষ্য বা মহিষ বলি কিম্বা বরাহ, ছাগল, চামর, বরুণ বা মেষ সহ বরাহ বা গোধিকা নিবেদন করিবে।১৫৮

দশ চামর হইতে এক ছাগল বিশেষ (উৎকৃষ্ট) হয়। দশ ছাগল অপেক্ষা এক কূর্ম্ম আরও প্রশস্ত।১৫৯

শত কূর্ম্ম অপেক্ষা এক শশক (খরগোস) প্রশস্ত, সহস্র শশক অপেক্ষা এক বরাহ বিশিষ্ট ফলদায়ক।১৬০

দুইসহস্র বরাহ অপেক্ষা এক মহিষ শ্রেষ্ঠ, দুইসহস্র মহিষ অপেক্ষা এক খড়্গী (গণ্ডার) শ্রেষ্ঠ।১৬১

সহস্র খড়্গী অপেক্ষা এক মনুষ্যে অতুল ফলপ্রদ হয়। দুই সহস্র মনুষ্য অপেক্ষা এক শোণতুণ্ড (বানর) অধিক প্রশস্ত।১৬২

দুইশত শোণতুণ্ড অপেক্ষা এক শ্বেতগ্রীব প্রশস্ত, একশত শ্বতগ্রীব অপেক্ষা এক গোধিকা শ্রেষ্ঠ।১৬৩

১৬২-৬৩ শ্লোকদ্বয়স্য পাঠান্তরম্ যথা—

১। খড়্গিনাং তু সহস্রাত্তু মানুষং চাতুলং ফলম্।
দ্বিসহস্রমনুষ্যেষু শোণতুণ্ডঃ প্রশস্যতে ॥১৬২

২। দ্বে শতে শোণতুণ্ডেভ্যঃ শ্বেতগ্রীবঃ প্রশস্যতে।
শ্বেতগ্রীবশতাচ্চাপি গোধিকৈকা বরা মতা ॥১৬৩

গোধিকানাং শতাদ্দৈব নরস্য চ কুমারকঃ।
পশূনাঞ্চৈব ষন্মাসাৎ পরতশ্চ বলির্ভবেৎ ॥১৬৪
ছাগলং কৃষ্ণশ্বেতং বা দ্বিবর্ষাৎ পরতো যদি।
সংজাতে গুগ্‌গুলুশ্রাদ্ধে শোণাখ্যং জম্বুকস্তথা ॥১৬৫
স্নানং গন্ধমৃগঞ্চৈব ছাগলঞ্চ পার্ব্বতীয়কম্।
মূষকঞ্চ করালঞ্চ ক্ষুদ্রমার্জ্জারমেব চ ॥১৬৬
কাকোলং কালবিষ্কঞ্চ রাজহংসঞ্চ শারিকম্।
শুকং গৃধ্রঞ্চ কোকিলং ময়ূরং চিত্রকস্তথা ॥১৬৭
অশ্বঞ্চ বেণুপৃষ্ঠঞ্চ কৃষ্ণপারাবতঞ্চ যৎ।
বৃহৎ কপোতকঞ্চৈব খঞ্জরীটস্তথৈব চ ॥১৬৮
বকঞ্চৈব বলাকঞ্চ প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ।
সংহারে বলিদানেন স্ত্রিয়স্তু ন বিচারয়েৎ ॥১৬৯
মিথুনে দীয়মানে তু ন দোষো জায়তে প্রিয়ে।
শ্মশানে মহিষং দদ্যাদ্দেবকস্য চ সন্নিধৌ ॥১৭০
স যাতি ব্রহ্মলোকঞ্চ শিববদ্ভুবি চ মোদতে।
অন্তর্গৃহে মৃতানাঞ্চ[১] স যাতি ব্রহ্মশাশ্বতম্ ॥১৭১

শত গোধিকা অপেক্ষা এক নরকুমার শ্রেষ্ঠ জানিবে। পশুগণের বয়ঃক্রম ছয় মাস হইলেই বলিযোগ্য হয়।১৬৪

কৃষ্ণ শ্বেত ছাগ দুই বৎসর হইলে, আর শোণাখ্য, জম্বুক (শৃগাল) স্নান, গন্ধ, গন্ধমৃগ পার্ব্বতীয় ছাগ এই সকল গুগ্‌গুলুশ্রাদ্ধ হইলে বলিযোগ্য হয়। মূষক, করাল, ক্ষুদ্র মার্জ্জার বিড়াল।১৬৪

কাকোল (দাঁড়কাক), কলবিষ্ক (চড়ুই) রাজহংস, শারিক, শুক, গৃধ্র, কোকিল, ময়ূর, চিত্রক, অশ্ব বেণুপৃষ্ঠ, কৃষ্ণ পারাবত (কবুতর) বৃহৎ কপোত (বড় কবুতর), খঞ্জরীট, বক, বলাক—এই সকল যত্নপূর্ব্বক পরিবর্জ্জন করিবে। একসঙ্গে বলিদানে স্ত্রী জাতীয় পশু বা প্রাণী বলি প্রদান করিলে তজ্জনিত পাপের বিচার করিতে হয় না।১৬৫—১৬৯

মিথুন (স্ত্রী-পুরুষ) প্রদান করিলে তাহাতে দোষ হয় না। হে প্রিয়ে! শ্মশানে দেবতার সন্নিধানে মহিষ প্রদান কর্ত্তব্য।১৭০

তাহা হইলে সে ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং ভূতলে শিবতুল্য প্রমোদিত (প্রফুল্ল ও হর্ষযুক্ত) থাকে। যাহারা অন্তর্গৃহে (বড় গৃহের অভ্যন্তরস্থ গৃহ, গর্ভগৃহ) মৃত হয়, তাহারা শাশ্বত ব্রহ্মপদ লাভ করে।১৭১

১। অন্তর্গৃহে তু যো হন্যাৎ।

অদ্যাপি দৃশ্যতে ব্রহ্ম যস্তু দক্ষিণতঃ প্রিয়ে।
যততে নাত্র সন্দেহো জ্ঞানদাতা সদাশিবঃ ॥১৭২
তস্মাদ্দক্ষিণকর্ণেন ভূমৌ পততি বৈ নরঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি যুক্তো বাপ্যুপপাতকৈঃ ॥১৭৩
শ্মশানে বলিদানে তু মুক্তো গচ্ছেৎ শিবালয়ম্।
অকামো বা সকামো বা প্রাণাংস্ত্যজতি তত্র বৈ।
ত্যক্তদেশোঽপি ভবতি স্বয়মেব গণেশ্বরঃ ॥১৭৪
পরদেশার্জ্জিতং বাথ কৃত্বা দত্বা বলিং নৃপঃ।
মহাপাতকিনং চৌরং মূর্খং বা চৈকবীরকম্।
ব্রহ্মদ্বিষং স্ত্রীজিতং চ প্রযত্নেন ন যোজয়েৎ ॥১৭৫
মণিমুক্তাসুবর্ণানাং দেবে দত্তানি যানি চ[১]।
ন নির্ম্মাল্যং দ্বাদশাহং তাম্রপাত্রং তথৈব চ ॥১৭৬
পট্টী শাটী চ ষন্মাসং নৈবেদ্যং দত্তমাত্রতঃ।
মোদকং কৃসরঞ্চৈব যামার্দ্ধেন[২] মহেশ্বরি ॥১৭৭

হে প্রিয়ে! অদ্যাপিও দক্ষিণদিকে ব্রহ্মদৃষ্ট হয়, তথায় শিবের উপাসনা করিলে তিনি অবশ্যই জ্ঞান দান করেন, সন্দেহ নাই।১৭২

সেইহেতু নরগণ দক্ষিণকর্ণে ভূমিতে পতিত হয়। মহাপাতকযুক্তই হউক অথবা উপপাতকযুক্তই হউক, শ্মশানে বলিদান করিলে মুক্ত হইয়া শিবালয়ে গমন করে। অকাম হউক বা সকামই হউক, তথায় প্রাণত্যাগ করিয়া সেই দেশ পরিত্যাগ করিলেই স্বয়ং গণেশ্বর হয়।১৭৩—১৭৪

নৃপগণ পরদেশ হইতে আনীত, মহাপাতকী, চৌর, মূর্খ বা বংশের একমাত্র বীর, স্ত্রীজিত (স্ত্রৈণ), ব্রহ্মদ্বেষী, এই সকলকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করিবে।১৭৫

মণিমুক্তা-প্রবাল-সুবর্ণাদি ও তাম্রপাত্র দেবতাকে প্রদানান্তর দ্বাদশ দিবস পর্যন্ত নির্ম্মাল্য করিবে না অর্থাৎ দেবস্থান হইতে অন্যত্র লইবে না।১৭৬

পট্টী (রেশমীবস্ত্র) ও শাড়ী ছয় মাস দেবস্থানে রক্ষিতব্য, নৈবেদ্য দত্তমাত্র, মোদক, কৃশর যামার্দ্ধ (অর্দ্ধ প্রহর) থাকিতে পারে।১৭৭

১। মণিমুক্তাসুবর্ণাদি দেবে দত্তং তু যস্তবেৎ।

২ যামার্দ্ধ—যাম + অর্দ্ধ, অর্থাৎ একযাম পরিমিত সময়ের অর্দ্ধেক। এক অহোরাত্রের এক-অষ্টমাংশ, অর্থাৎ এক প্রহর। সাড়ে সাত দণ্ডে এক প্রহর, অর্থাৎ তিন ঘণ্টা। সুতরাং অর্দ্ধযাম-এর অর্থ হইল দেড় ঘণ্টা।

পট্টবস্ত্রং ত্রিমাসাচ্চ যজ্ঞসূত্রমহঃ স্মৃতম্ ।
যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং পরমান্নং তথৈব চ ॥১৭৮
মস্তকং রুধিরঞ্চৈব অর্দ্ধরাত্রেণ পার্ব্বতি ।
মুহূর্ত্তং দধি দুগ্ধঞ্চ আজ্যং যামেন শাঙ্করি ॥১৭৯
করবীরমহোরাত্রং বিল্বপত্রং তথৈব চ ।
জবাবন্ধুকমাল্যঞ্চ নির্ম্মাল্যং সার্দ্ধমাসকে[১] ॥১৮০
মাল্যং বৈ করবীরস্য পদ্মস্য[২] বিল্বকস্য চ ।
মাসার্দ্ধেন মহেশানি তাম্বুলং দত্তমাত্রতঃ ॥১৮১
খর্জ্জুরং পনসং দ্রাক্ষাং মাতুলুঙ্গঞ্চ শাবকম্ ।
কদলীং নাগরঙ্গঞ্চ তথা জাম্বুফলানি চ ।
শালুকং মধুকঞ্চৈব প্রযত্নেন নিবেদয়েৎ ॥১৮২
ফলং বিল্বঞ্চ দাড়িম্বং জয়ন্তীং কর্কটীস্তথা ।
ত্রিপুরঞ্চৈব বার্ত্তাকী দেবীপ্রীতিকরাণি চ ॥১৮৩
ন নির্ম্মাল্যঞ্চ দাড়িম্বং তথা বিল্বফলং প্রিয়ে ।
সৌগন্ধিকঞ্চৈব দলং প্রযত্নেন নিয়োজয়েৎ ॥১৮৪
কদলীং বীজপূরঞ্চ দুগ্ধং পক্বং নিবেদয়েৎ ।
কন্দুপক্বং কশেরুঞ্চ জম্ববালং প্রিয়ং ভবেৎ ॥১৮৫

রেশমীবস্ত্র তিনমাসে, যজ্ঞসূত্র একাহে (কেবলমাত্র এক দিবস), অন্ন ও পরমান্ন যাবৎ উষ্ণ থাকিবে, তৎপরে নির্ম্মাল্য করিবে।১৭৮

মস্তক ও রুধির অর্দ্ধরাত্র পরে, দধি ও দুগ্ধ মুহূর্ত্তকাল পরে, আজ্য (যজ্ঞীয় ঘৃত), বিল্বপত্র এক প্রহর পরে। করবীর মাল্য, পদ্মমাল্য ও বিল্বমাল্য দেড় মাসান্তে এবং তাম্বুল দত্তমাত্রই নির্ম্মাল্য করিবে।১৭৯—১৮১

খর্জ্জুর, পনস, দ্রাক্ষা, মাতুলুঙ্গ (টাবা নেবু), শাবক, কদলী (কলা) নাগরঙ্গ (নারাঙ্গা লেবু), জম্বুফল, শালুক, মধুক—এই সকল যত্নপূর্ব্বক নিবেদন করিবে।১৮২

বিল্বফল, দাড়িম্ব, জয়ন্তী, কর্কটী, ত্রিপুর, বার্ত্তাকী, এই সকল দেবীর প্রীতিকর। হে প্রিয়ে! দাড়িম্ব বিল্বফল নির্ম্মাল্য নহে, সৌগন্ধিক নীলোৎপল (নীলপদ্ম দল, পাঁপড়ি) যত্নপূর্ব্বক নিয়োজিত করিবে।১৮৩-১৮৪

কদলী বীজপূর দুগ্ধে পক্ব করিয়া নিবেদন করা উচিত। কন্দু পক্ব, কশেরু ও জম্ববাল দেবীর প্রীতিকর।১৮৫

১। মাসকম্। ২। পদ্মানাং।

আর্দ্রকং লবণঞ্চৈব জীরকং পিপ্পলীয়কম্।
জাতীকোষং তিন্দুকঞ্চ দেব্যাঃ প্রিয়তরং মহৎ ॥১৮৬
রামরম্ভাফলং পুষ্পং কদলীং ধূম্রতাপিতাম্।
ন যোজয়েন্মহাদেব্যৈ উৎপলস্য চ বীজকম্।
ধান্যং শ্রাবণকং মর্ত্ত্যং দ্বিঃস্বিন্নঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥১৮৭
নারিকেলং সুবর্ণাভং নারিকেলঞ্চ বামকম্।
নিবেদয়েন্মহাদেব্যৈ তোয়ন্তস্য বিশেষতঃ ॥১৮৮
নারিকেলঞ্চ ভাণ্ডীরং দৈবে শ্রাদ্ধে বিবর্জ্জয়েৎ।
বকুলস্য ফলং পক্বং পদ্মস্য চ ফলন্তথা ॥১৮৯
নিয়োজয়েন্মহাদেব্যৈ চান্দ্রায়ণফলং লভেৎ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি পুষ্পাধ্যায়ং সমাসতঃ ॥১৯০
ঋতুকালোদ্ভবৈশ্চৈব মল্লিকাজাতিপুষ্পকৈঃ।
সিতরক্তৈস্তথা পুষ্পৈনীলৈঃ পদ্মৈশ্চ পাণ্ডুরৈ ॥১৯১
কিংশুকৈস্তগরৈশ্চৈব জবাকনকচম্পকৈঃ।
বকুলৈশ্চৈব মন্দারৈঃ কুন্দপুষ্পৈঃ কুরণ্টকৈঃ ॥১৯২
ধুস্তূরকাদিযুক্তৈশ্চ বন্ধুকাগস্ত্যসম্ভবৈঃ।
মদনৈঃ সিন্ধুবারৈশ্চ দূর্ব্বাঙ্কুরসুকোমলৈঃ[১] ॥১৯৩
পত্রৈশ্চ তুলসীনাঞ্চ বিল্বপত্রৈঃ সুকোমলৈঃ।
করবীরস্য মাধ্যস্য সহস্রাণি দদাতি যঃ।
সকামান্ প্রাপ্য চাভীষ্টান্ দেবীলোকে মহীয়তে ॥১৯৪

আদা, লবণ, জীরক, পিপুল (গোলমরিচ জাতীয় ফলবিশেষ), জাতীকোষ ও তিন্দুক (গাবগাছ) দেবীর মহাপ্রিয়তর ॥১৮৬

রামরম্ভাফল, পুষ্প, কদলী ও উৎপলবীজ ধূম্রতাপিত করিয়া দেবীকে প্রদান করা কর্ত্তব্য নয়। দুইবার স্বিন্ন (সিদ্ধ করা) শ্রাবণক ধান্য ও মর্ত্ত্য বর্জ্জনীয় ।১৮৭

নারিকেল ও সুবর্ণাভ নারিকেল, বামক বিশেষতঃ নারিকেল-জল মহাদেবীকে নিবেদন করিবে ।১৮৮

দৈব এবং শ্রাদ্ধ কার্য্যে নারিকেল ও ভাণ্ডীর বর্জ্জনীয়। দেবীকে পক্ব কুলফল ও পদ্মফল প্রদান করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রতের ফল লাভ হয়। হে দেবি! পুষ্পাধ্যায়ের সংক্ষেপে বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ।১৮৯—১৯০

যথা ঋতুসমুৎপন্ন মল্লিকা, জাতি, শ্বেত ও রক্ত পুষ্পসকল এবং নীল পাণ্ডরপদ্ম, কিংশুক, তগর, জবা, কনক, চম্পক, বকুল, মন্দার, কুন্দপুষ্প,

---

১। দূর্ব্বাঙ্কুরদলৈস্তথা।

একেন করবীরেণ পদ্মানাং দ্বে সহস্রকম্‌ ।
নোৎসৃজ্য দদ্যাৎ পুষ্পাণি বনস্থানি কদাচন১ ॥১৯৫
ন শক্নুবন্তি বৈ দেব্যাঃ সমাকর্ষিতুমুদ্যতাঃ২ ।
একৈকং কুসুমং যক্ষা রক্ষন্তি দশ বৈ যতঃ ॥ ১৯৬
তথা যক্ষাঙ্গনাঃ পঞ্চ সর্ব্বতঃ কুসুমাবৃতাঃ ।
তস্মাদাহৃত্য কুসুমং দদ্যাদ্দেবান্‌ পিতৄনপি ॥১৯৭
কুর্য্যাৎ পুষ্পগৃহং তত্র কামাখ্যোপরি শঙ্করি ।
ইহ কামানবাপ্নোতি দুর্গালোকে মহীয়তে ॥১৯৮
করবীরসজাতীয়ং পূজয়েৎ যস্তু শাঙ্করি ।
অগ্নিষ্টোমফলং লব্ধ্বা সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥১৯৯
পূজয়িত্বা নরো ভক্ত্যা চণ্ডিকাং পদ্মমালয়া ।
জ্যোতিষ্টোমফলং প্রাপ্য সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥২০০

করণ্টক। ধুস্তুরে বন্ধুক, বক, মদন, সিন্ধুবার সুকোমল দূর্ব্বাঙ্কুর, তুলসীপত্র, সুকোমল বিল্বপত্র দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। যে নর সহস্র করবীর ও কুন্দপুষ্প দেবীকে প্রদান করে, সে সর্ব্বাভীষ্ট ও সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইয়া দেবীলোকে গমনপূর্ব্বক পূজা লাভ করে।১৯১—১৯৪

একটি করবীর পুষ্প দুই সহস্র পদ্মের সমান। বনস্থ পুষ্প উৎসর্গ না করিয়া, কখনও দেবীকে প্রদান করিবে না। যেহেতু দেবীগণ ঐ পুষ্প আকর্ষণ করিতে উদ্যতা হইয়া সমর্থা হন না। দশ-দশ যক্ষ এবং পাঁচ পাঁচ যক্ষ-যক্ষিণীগণ এক একটি কুসুম রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব পুষ্প আহরণ করিয়া দেব ও পিতৃগণকে প্রদান করিবে।১৯৫—১৯৭

হে শঙ্করি! তথায় কামাখ্যায় একটি পুষ্পগৃহ কর্ত্তব্য। এইরূপে পুষ্প প্রদান করত, ইহলোকে সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইয়া দুর্গালোকে গমনপূর্ব্বক পূজা লাভ করে।১৯৮

হে শঙ্করি! যে-নর করবীর ও তজ্জাতীয় পুষ্প দ্বারা পূজা করে, সে অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যলোকে গমনপূর্ব্বক আনন্দ উপভোগ করে।১৯৯

নরগণ ভক্তিপূর্ব্বক পদ্ম-মালায় চণ্ডিকার পূজা করিয়া জ্যোতিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যলোকে গমনপূর্ব্বক পূজা প্রাপ্ত হয়।২০০

১। একং স্যাৎ করবীরং তু পদ্মানাং দ্বিসহস্রকম্‌।
নির্ম্মাল্যং ন ধৃতে দদ্যাৎ পুষ্পাণি বনজানি চ ॥১৯৫
২। ন শক্নুবন্তি বৈ দেব্যাঃ সংগৃহীতুং সমুদ্যতাঃ।

বকপুষ্পং সজাতিন্তু[১] তথা রুদ্রজটস্য চ।
বাজপেয়স্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি নান্যথা ॥২০১
সর্ব্বেষামেব পুষ্পাণাং প্রবরং নীলমুৎপলম্।
নীলোৎপলসহস্রেণ যস্তু মালাং প্রযচ্ছতি।
দুর্গায়াং বিধিবদ্দেবি তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥২০২
বর্ষকোটিসহস্রাণি বর্ষকোটিশতানি চ।
দেব্যা অনুচরো ভূত্বা রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥২০৩
বক্রধান্যোদ্ভবং যচ্চ সূক্ষ্মধান্যোদ্ভবন্তথা।
রাজধান্যোদ্ভবঞ্চৈব রক্তধান্যোদ্ভবন্তথা ॥২০৪
শস্তং তণ্ডুলমক্ষুণ্ণং সপ্তাষ্টনবসংখ্যয়া।
দুর্ব্বাঙ্কুরসমেতঞ্চ ভগবত্যৈ নিবেদয়েৎ।
অষ্টম্যাং বা নবম্যাং বা সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥২০৫
গন্ধানুলেপনং দত্ত্বা জ্যোতিষ্টোমফলং লভেৎ ॥২০৬
কুঙ্কুমেন বিলিপ্যার্ঘ্যং গোসহস্রফলং লভেৎ।
চন্দনাগুরুকর্পূরৈঃ শুক্লপুষ্পৈঃ সুকুঙ্কুমৈঃ।
বিলিপ্তাং পূজয়েদ্দুর্গাং বহ্নিষ্টোমফলং[২] লভেৎ ॥২০৭
নিম্বপত্রঞ্চ কুন্দঞ্চ তমালামলকীদলম্।
কহ্লারং তুলসীঞ্চৈব পদ্মঞ্চ হানিপুষ্পকম্[৩] ॥২০৮

বক ও তজ্জাতীয় পুষ্পে এবং রুদ্রজটার দ্বারা পূজা করিলে, বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে।২০১

সকল পুষ্পের মধ্যে নীলোৎপল (নীল পদ্ম) শ্রেষ্ঠ। যে-ব্যক্তি সহস্র নীলোৎপলের মালা দুর্গাকে যথাবিধি প্রদান করে, হে দেবি! তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর।২০২

সে শতকোটি-সহস্রকোটি বৎসর দেবীর অনুচর হইয়া রুদ্রলোকে পূজিত হইয়া থাকে।২০৩

বক্রধান্যোদ্ভূত, সূক্ষ্মধান্যজাত, রাজধান্যোৎপন্ন এবং রক্তধান্যোৎপন্ন অক্ষুন্ন (অচূর্ণিত) তণ্ডুল প্রশস্ত। তাহাদের সপ্ত-অষ্ট-নব সংখ্যক তণ্ডুল দূর্বাঙ্কুরের সহিত অষ্টমী বা নবমীতে দেবীকে প্রদান করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়।২০৪—২০৫

দেবীকে গন্ধানুলেপন প্রদান করিলে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ফল এবং কুঙ্কুম বিলেপিত অর্ঘ্য প্রদান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও কুঙ্কুমে বিলিপ্ত শুক্ল পুষ্প দ্বারা দুর্গাদেবীর পূজা করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হয়।২০৬—২০৭

১। সজাতীয়ং। ২। পূজয়েদ্দুর্গামগ্নিষ্টোমফলং। ৩। পদ্মকাহানিপুষ্পকম্।

এতৎ পর্য্যুষিতং ন স্যাৎ যচ্চান্যৎ কলিকাত্মকম্ ।
ন দুষ্যেৎ ছিন্নভিন্নঞ্চ জাতিপুষ্পঞ্চ শাঙ্করি ॥২০৯
পদ্মদূর্ব্বাঙ্কুরঞ্চৈব তুলসীদলমেব চ ।
আশু পর্য্যুষিতং ন স্যাৎ কুসুমস্য চ শাঙ্করি[১] ॥২১০
নার্চ্চয়েৎ ঝিণ্টিপুষ্পেণ পীতেন তগরেণ চ ।
শ্বেতৌড্রেণ চ কৃষ্ণেন বিজয়েন ন চার্চ্চয়েৎ ॥২১১
ত্রিলক্ষং প্রজপেন্মন্ত্রং পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে ।
ন্যাসঞ্চ তর্পণঞ্চৈব হোমং পঙ্ক্ত্যষ্টকঞ্চরেৎ ।
জিতেন্দ্রিয়ো মহেশানি সোঽগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥২১২
শুক্লপক্ষে নবম্যান্তু অষ্টম্যাং[২] পরমেশ্বরীম্ ।
ত্রিকালং পূজয়েদ্ যস্তু চতুর্দ্দশ্যাং মম প্রিয়ে ॥২১৩
স গচ্ছতি পরং স্থানং যত্র দেবী ব্যবস্থিতা ।
ক্রীড়য়িত্বা চিরং কালং রাজা ভবতি ভূতলে ॥২১৪
স্নানোপবাসনিয়মঃ পূজাজাগরমার্জ্জনৈঃ ।
সর্ব্বকালেষু সর্ব্বেষু কামেশীং যস্তু পূজয়েৎ ॥২১৫
বিমানবরমারুহ্য ধ্বজমালাকুলস্তথা ।
ব্রহ্মলোকং নরো যাতি মোদতে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥২১৬

নিম্বপত্র, কুন্দ, তমালদল ও আমলকীদল, কহ্লার, তুলসী, পদ্ম ও হানিপুষ্প এই সকল পুষ্প ও অন্যান্য কলিকাত্মক পুষ্প পর্য্যুষিত (বাসী) হয় না। হে শঙ্করি! ছিন্নভিন্ন জাতি পুষ্প, পদ্ম, দূর্ব্বাঙ্কুর ও তুলসীর দল দূষিত হয় না। হে শঙ্করি! কুসুম আশু পর্য্যুষিত হয় না।২০৮—১০

ঝিণ্টিপুষ্প, (ঝাঁটি ফুল) পীত তগর, শ্বেত ওড্র ও কৃষ্ণবর্ণ বিজয় পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে না।২১১

পুরশ্চরণ সিদ্ধির নিমিত্ত ত্রি-লক্ষ (তিন লক্ষ) জবাফুল, মন্ত্রজপ, ন্যাস, তর্পণ, হোম ও পংক্ত্যষ্টকের (একশত আট) অনুষ্ঠান করিলে সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হয়।২১২

হে প্রিয়ে! যে মানব শুক্লপক্ষের অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশীতে ত্রি-কালে পরমেশ্বরীর পূজা করে, সেই মানব দেবীর অধিষ্ঠিতপরমস্থানে গমন করে। তথায় সুদীর্ঘকাল ক্রীড়া করিয়া তদনন্তর ভূতলে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে।২১৩—১৪

যে নর সর্ব্বকালেই স্নান উপবাস নিয়মপরায়ণ হইয়া পূজা জাগরণ ও মার্জ্জনাদি দ্বারা কামেশ্বরীর পূজা করে, সে ধ্বজমালাসুশোভিত বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া নিত্যকাল (অনন্তকাল) আনন্দ উপভোগ করে।২১৫—২১৬

১। কুসুমং চৈব শাঙ্করি। ২। চাপ্যষ্টম্যাং।

অতো ভক্তিরতো ভূত্বা বিভবাদ্ বিত্তবিস্তরৈঃ।
পূজয়েৎ সততং দুর্গাং মহাপুণ্যফলেচ্ছয়া ॥২১৭
অয়নে বিষুবে চৈব ষড়শীতিমুখে প্রিয়ে।
চাতুর্মাস্যে চ বিধিবৎ পূজয়িত্বা চণ্ডিকাম্।
তৎ ফলং লভতে দেবীং নবম্যাং কার্ত্তিকস্য চ ॥২১৮
মাসি চাশ্বযুজে দেবীং শুক্লপক্ষে মহেশ্বরীম্।
নবম্যাং পূজয়েদ্ যস্তু তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥২১৯
অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি নাত্র কিঞ্চিৎ প্রপদ্যতে ॥২২০
হনূতীর্থোত্তরে চ একবিংশধনুর্মিতম্।
মুক্তিমণ্ডপকো[1] নাম স্থানং পরমদুর্লভম্ ॥২২১
স্থিত্বা তু প্রজপেত্তত্র পরাং গতিমবাপ্নুয়াৎ।
তত কৃতাঞ্জলির্মুদ্রাং কৃত্বা দেবীং প্রসাদয়েৎ ॥২২২
নমস্তে সর্ব্বদেবেশি ভক্তানাং ভয়হারিণি।
সংসারসাগরে মগ্নং ত্রাহি মাং পরমেশ্বরি ॥২২৩
এবং প্রসাদ্য তাং দেবীং দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ।
ততোঽর্চ্চয়েদ্ গুরুং ভক্ত্যা পুষ্পগন্ধানুলেপনৈঃ ॥২২৪

এই কারণে সতত ভক্তিনিরত হইয়া বৈভব বিস্তার অনুসারে মহাপুণ্যফল লাভেচ্ছায় দুর্গা দেবীর নিরন্তর পূজা করিবে ।২১৭

হে প্রেয়সি ! অয়নে বিষুবে (পুণ্যকালে) ষড়শীতিমুখে ও চারিমাসে সবিধি (বিধিপূর্ব্বক) চণ্ডিকা পূজা করিয়া যে ফল লাভ হয়, কার্ত্তিকমাসের নবমীতে দেবীর পূজা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের নবমীতে দেবীর পূজার ফল শ্রবণ কর ।২১৮—২১৯

সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠানের যে ফল, সেই ফল লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই ।২২০

হনূতীর্থের উত্তরে এক-বিংশতিধনু পরিমিত মুক্তিমণ্ডপিক নামে এক পরমদুর্ল্লভ স্থান আছে ।২২১

তথায় সংস্থিত হইয়া জপ করিলে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া মুদ্রা দ্বারা দেবীকে প্রসন্ন করাইবে ।২২২

হে সর্ব্বদেবেশি ! হে ভক্তভয়হারিণি ! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। আমি সংসারসাগরে নিমগ্ন, হে পরমেশ্বরি ! আমাকে পরিত্রাণ করুন ।২২৩

১। মুক্তিমণ্ডপিকঃ।

কুমারীং ভোজয়েত্তত্র জাগরং কারয়েন্নিশি।
মাহাত্ম্যঞ্চ মহাদেব্যা গীতিকাংশ্চাপি কারয়েৎ ॥২২৫
ধ্যায়ংস্তুবন্ পরাং দেবীং প্রেরয়েদ্রজনীং[১] বুধঃ।
মাসি মাসি তথাষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ ॥২২৬
গোধূলিসময়ে দেবীং নয়েৎ কামেশ্বরালয়ম্।
রথে বা শিবিকায়াং বা দৃষ্টা তত্র কদাচন।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দেবীলোকে মহীয়তে ॥২২৭
মুণ্ডিমণ্ডপিকাং নীত্বা পূজয়েদ্ যস্তু শাঙ্করি।
দশাশ্বমেধে যৎ পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥২২৮
ন কুর্য্যাদ্দিবসে যাত্রাং ন চ রাত্রৌ মহানিশি।
শরৎকালস্য সপ্তম্যাং গচ্ছেন্নগরদক্ষিণে ॥
সায়ংকালে মহেশানি সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥২২৯
অষ্টম্যাং পূজয়িত্বা চ নবম্যাং স্রোতকে[২] জলে।
যশ্চৈব স্নাপয়েদ্দেবীং দিবসে চ ন দূষ্যতি ॥২৩০

এইরূপে দেবীকে প্রসন্ন করাইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। তদনন্তর ভক্তিসহকারে পুষ্প, গন্ধ ও অনুলেপন দ্বারা গুরুপূজা সমাপনপূর্ব্বক তথায় কুমারীভোজন করাইয়া রাত্রি জাগরণ করিবে। মহাদেবীর মাহাত্ম্য পাঠ ও গীতিকা গান করাইবে।২২৪—২২৫

এইরূপে ধ্যান ও স্তবাদি দ্বারা বুধগণ দেবীর প্রসন্নতা বিধান করিবেন। প্রতিমাসের অষ্টমীতে বিশেষতঃ চতুর্দ্দশীতে গোধূলি সময়ে রথে বা শিবিকায় আরোহণ করাইয়া মহাদেবীকে কামেশ্বরালয়ে লইয়া যাইবে।২২৬

তথায় দেবীদর্শন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া দেবীলোকে পূজ্য হয়।২২৭

যে-মানব দেবীকে মুক্তিমণ্ডপিকে লইয়া গিয়া পূজা করে, সে দশাশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।২২৮

দিবসে বা রজনীযোগে অথবা মহানিশায় দেবীকে লইয়া যাত্রা করিবে না। শরৎকালের সপ্তমীতে সায়ংকালে নগরের দক্ষিণভাগে দেবীকে লইয়া গিয়া পূজা করিলে সর্ব্বযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়।২২৯

অষ্টমীতে পূজা করিয়া নবমীতে স্রোতজলে দেবীকে স্নান করাইবে। দিবসে স্নান করাইলে দোষের নিমিত্ত হয় না।২৩০

১। নিনয়েৎ।
২। স্রোতসো।

ততঃ স্পৃষ্ট্বা রথে দেবীং ন শোকো জায়তে ভুবি।
স্কন্ধে দেবীং বহেদ্ যস্তু অশ্বমেধঃ পদে পদে।
তস্মাৎ প্রযত্নতো ভূত্বা শিবিকাং কারয়েদ্ বৃহৎ[1] ॥২৩১
ত্রিংশদ্ধন্বন্তরে দেব্যাঃ স্নানার্থং পর্ব্বতস্তথা।
পশ্যেৎ কামেশ্বরং দেবং ভূমিপীঠে ব্যবস্থিতম্ ॥২৩২
তস্যোত্তরে কামসরো ভানুহস্তপ্রমাণতঃ।
তত্র কামাসনং জপ্ত্বা স্নাত্বা কামানবাপ্নুয়াৎ ॥২৩৩
কামকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা যঃ পশ্যেৎ কামমীশ্বরম্।
ন তস্য পুনরাবৃত্তী রুদ্রলোকে মহীয়তে। ২৩৪
চতুর্ভুজং শূলহস্তং খট্বাঙ্গঞ্চ বরাভয়ম্।
পদ্মস্থং পূজয়েদ্দেবং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥
দক্ষিণামূর্ত্তিমন্ত্রেণ পূজয়েচ্চ প্রসাদয়েৎ ॥২৩৫
ওঁ নমঃ শিবায় তন্নিশাময়ায় নমঃ
শিবায় শিবার্চ্চিতায় তুভ্যং কৃপাপরায়
নমো মায়াগহনাশ্রয়ায় নমোঽস্তু।
শোষায় মহান্ধকারায় নমঃ শরণ্যায়।
নমো গণায় নমোঽস্তু ভীমগণানুগায়।
নমোঽস্তু নানাভুবনাদিকর্ত্রে ॥২৩৬

তদনন্তর রথস্থিতা দেবীকে স্পর্শ করিলে, ভূতলে আর শোক প্রাপ্ত হয় না। যে শিবিকাস্থিতা দেবীকে স্কন্ধে বহন করে, পদে পদে তাহার অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। সেইহেতু যত্নপূর্ব্বক দেবীর বৃহৎ শিবিকা প্রস্তুত করাইবে।২৩১

ত্রিংশৎধনু ব্যবধানে দেবীর স্নানার্থ পর্ব্বত অবস্থিত। তথায় ভূমিপীঠে অবস্থিত কামেশ্বরদেবকে দর্শন করিবে। তাহার উত্তরে দ্বাদশহস্ত প্রমাণ কামসরোবর অবস্থিত; তথায় স্নানানন্তর কাম ও আসন মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বকাম লাভ করিতে পারে।২৩২—২৩৩

যে মনুষ্য কামকুণ্ডে স্নান করিয়া কামেশ্বর দর্শন করে তাহাকে আর পুনরাবৃত্তি করিতে হয় না; সে রুদ্রলোকে পূজ্য হয়।২৩৪

চতুর্ভুজ, শূলহস্ত, খট্বাঙ্গ, বরাভয়ধারী পদ্মস্থিত দেবকে পূজা করিলে সর্ব্বপাপ বিনাশ পায়। দক্ষিণমূর্ত্তি মন্ত্র দ্বারা কামেশ্বরদেবকে পূজন ও প্রসাদন করিবে।২৩৫

যিনি মঙ্গলময়, রাত্রিরূপ, পরম কৃপালু, মায়ার অধিপতি, শোষকরূপ

১। তস্মাৎ প্রযত্নতো গুর্ব্বীং শিবিকাং কারয়েৎ বুধঃ।

স্নাপয়িত্বা ঘৃতক্ষৌদ্রৈর্গন্ধৈর্দীপৈশ্চ পূজয়েৎ।
কনকৈর্ব্বিল্বপত্রৈশ্চ রক্তরুদ্রজটৈরপি।
জয়শব্দৈস্তবৈশ্চৈব নানানৈবেদ্যবেদনৈঃ ॥২৩৭
চৈত্রে মাসি ত্রয়োদশ্যাং শুক্লায়াং কামমীশ্বরম্।
যে পশ্যন্তি সুরশ্রেষ্ঠং তে যান্তি পরমং পদম্ ॥২৩৮
অষ্টম্যাঞ্চ নিশাভাগে নয়েৎ কামেশ্বরীগৃহম্।
অত্র সংপূজয়েদ্দেবং দেব্যা সহ বিশেষতঃ।
অগ্নিষ্টোমফলং তস্য লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥২৩৯
দর্শনাৎ ফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কামেশ্বরীং ততঃ।
যং যং প্রার্থয়তে তত্র তত্তদেব ন সংশয়ঃ ॥২৪০
কম্বলস্য চ যামে তু[১] দেবী দেবেন সঙ্গতা।
ধনুরষ্টান্তরে ভদ্রে যজেৎ কোটীশ্বরীং পরাম্ ॥২৪১
দৃষ্ট্বা চ ন স্পৃশেদ্দেবীং পুত্রার্থী ন কদাচন।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥২৪২
ইতি যোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে চতুর্বিংশতিসাহস্র্যে
দ্বিতীয়ভাগে সপ্তমঃ পটলঃ।

মহান্ধকাররূপী, শরণাগতের রক্ষক, গণাধিপতি, ভয়ঙ্কর পিশাচাদি যার অনুগত, যিনি নানা ভুবনের আদিকর্তা, সেই শিবকে নমস্কার করি।২৩৬

এই মন্ত্রে স্নান করাইয়া ঘৃত মধু গন্ধ দীপাদি দ্বারা পূজা করিবে। কনক বিল্বপত্র, রক্তরুদ্রজটে এবং 'জয়' শব্দে স্তব ও নানা নৈবেদ্য নিবেদন করিবে।২৩৭

চৈত্রমাসের শুক্ল ত্রয়োদশীতে পূজা করিয়া যে ব্যক্তি সুরেশ্বর কামেশ্বর দর্শন করে, সে পরমপদ লাভ করে। অষ্টমীর রাত্রিভাগে কামেশ্বরদেবকে কামেশ্বরী গৃহে লইয়া গিয়া তথায় দেবীর সহিত তাঁহার পূজা করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই। তথায় কামেশ্বরী দেবীকে দর্শন করত যে যে-ফল প্রার্থনা করে, তৎসমুদায়ই প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।২৩৮—২৪০

কম্বলের দক্ষিণে অষ্টধনু দূরে কোটীশ্বরীদেবী দেবের সহিত একত্র অবস্থান করেন, তথায় পরমাদেবী কোটীশ্বরীর পূজা কর্ত্তব্য।২৪১

পুত্রার্থী মানব, তথায় দেবীকে দর্শন করিবে কিন্তু স্পর্শ করিবে না। এইরূপে তথায় দেব ও দেবী কোটীশ্বরীর পূজা করিলে সর্ব্বপাপ পরিমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করিয়া পূজা প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।২৪২

যোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বর-সংবাদে
দ্বিতীয় ভাগে সপ্তম পটল সমাপ্ত।

১। কম্বলস্য তু বামে চ।

অষ্টমঃ পটলঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

ততোঽস্মিন্ দিবসে দেবি প্রায়াদাকাশবাহিনীম্।
লোকচক্ষুরিতি খ্যাতাং সর্ব্বপাপহরাং শুভাম্ ॥১
দেব্যা দক্ষিণতশ্চৈব ইক্ষুক্ষেপদ্বয়ান্তরে।
ত্রিধারা দৃশ্যতে তত্র মধ্যধারা সরস্বতী ॥২
দক্ষিণে বারুণা ধারা উত্তরে যামুনা স্মৃতা।
যামুনে চ কৃতস্নানে[১] মুচ্যতে ঘোরকিল্বিষাৎ ॥৩
সরস্বত্যাং কৃতস্নানো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।
বারুণায়াং কৃতস্নানো মুক্তিমাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥৪
ত্রিধারাসঙ্গমঃ যত্র অনন্তঃ পরিদৃশ্যতে।
আকাশগঙ্গা সা দেবী মহাপাতকনাশিনী ॥৫
নমো দেবি সহস্রাক্ষে ভববন্ধ-প্রণাশিনি।
নীলশৈলস্থিতে ভদ্রে পাপং মে হর জাহ্নবি।
অনেন স্নানং[২] কৃত্বা তু শব্দবীজেন পূজয়েৎ ॥৬
তস্যাঃ কৌবেরদিগ্‌ভাগে নাতিদূরে ব্যবস্থিতঃ।
শুক্লাকৃতিশ্চারুরূপো বাসুদেবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৭

শ্রীভগবান বলিলেন, হে দেবি! অনন্তর এই দিবসে সর্ব্বপাপবিনাশিনী কল্যাণদায়িণী লোকচক্ষু নামে বিখ্যাতা আকাশবাহিনীতে গমন করিবে। তথায় দেবীর দক্ষিণ দিকে ইক্ষুক্ষেপদ্বয়া অন্তরে যেই ত্রিধারা দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যধারার নাম সরস্বতী।১—২

দক্ষিণে বরুণাধারা ও উত্তরে যমুনাধারা প্রবাহিত হইতেছে। যমুনাধারায় স্নান করিলে ঘোরতর পাপ হইতে মুক্ত হয়। সরস্বতী ধারায় স্নান করিলে বিষ্ণুলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়। বরুণায় স্নান করিলে উত্তমামুক্তি লাভ হয়।৩—৪

যেখানে ত্রিধারা অনন্তরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাকেই মহাপাতকনাশিনী দেবী আকাশগঙ্গা বলিয়া জানিবে।৫

হে দেবি সহস্রাক্ষে! ভববন্ধন-বিনাশিনি! হে কল্যাণি! তুমি নীলপর্ব্বতে অবস্থিতা; হে জাহ্নবি! তুমি আমার সকল পাপ হরণ কর। এই মন্ত্র দ্বারা স্নান করিয়া শব্দবীজ মন্ত্রে তাঁহার পূজা করিবে।৬

তাঁহার উত্তরদিকে অনতিদূরে শুভাকৃতি, মনোরম রূপ বাসুদেব অবস্থিত আছেন।৭

১। কৃতে স্নানে। ২। স্নানং চাবেন।

স্মরেণ পূজয়েল্লিঙ্গং গন্ধাদ্যৈঃ পায়সৈরপি ।
দ্বাদশ্যাং কার্ত্তিকে মাসি দৃষ্টবা মুক্তিঞ্চ বিন্দতি ।
রাত্রৌ জাগরণাদত্র মুচ্যতে সর্ব্বপাতকম্ ॥৮
দক্ষিণে চৈব গঙ্গায়াশ্চতুর্ধন্বন্তরে স্থিতঃ ।
মহাশ্মশানে ভগবান্ ক্রীড়তে স্ত্রীগণৈঃ সহ ॥৯
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ঋষয়ঃ সহচারণাঃ ।
প্রসাদনার্থং দেবস্য নিত্যমায়ান্তি চাদৃতাঃ ॥১০
তত্রারাধ্য মহাদেবং ভাবভূতৈর্গণেশ্বরম্ ।
প্রাপ্তবান্ গাণপত্যং হি দেবানামপি দুর্লভম্ ॥১১
অদ্যাপি দৃশ্যতে তত্র প্রত্যহং মহদদ্ভুতম্ ।
নিঃক্ষিপ্য মানুষাস্থীনি ভস্মীভূতঃ প্রজাপতিঃ । ১২
তত্র গত্বা মহাদেবং যঃ পূজয়তি মানবঃ ।
দিব্যলোকমবাপ্নোতি ভিন্নদেহো ন সংশয়ঃ ॥১৩
কার্ত্তিকে মাসি শুক্লায়াং চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ ।
সংপূজ্য তত্র দেবেশং সর্ব্বপ্রীতং পিতামহম্ ।
তাবৎ প্রীত্যা তু সর্ব্বেষাং রুদ্রস্যানুচরো ভবেৎ ॥১৪

স্মরমন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি ও পায়স দ্বারা লিঙ্গ পূজা করিবে। কার্ত্তিকমাসের দ্বাদশীতে তাঁহাকে দর্শন করিলে মুক্তিলাভ হয় ।৮

এখানে রাত্রি জাগরণ করিলে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয়। গঙ্গার দক্ষিণে চারিধনু দূরে অবস্থিত ভগবান মহাশ্মশানে স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়া করেন ।৯

দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, ঋষিগণ, চারণগণ দেবের প্রসাদনার্থ (তুষ্টিসাধন ও প্রসন্নকরণ) নিত্যই আদরে (প্রেম-প্রীতি-ভক্তিযুক্তমানসে) আগমন করে ।১০

তথায় ভক্তিযুক্ত হইয়া মহাদেব-গণপতির পূজা (সাধনা) করিলে, দেবদুর্লভ গাণপত্য লাভ হয় ।১১

অদ্যাপি তথায় অপরূপ বিস্ময়কর নৈসর্গিক প্রকৃতির দৃশ্যসৃষ্টি প্রকট হয়। মনুষ্যাস্থিসকল নিক্ষেপ করিলে ভস্মীভূত হইয়া প্রজাপতি হয় ।১২

যে মানব তথায় গমন করিয়া মহাদেবের পূজা করে, সে অন্যদেহে দিব্যলোক প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই ।১৩

কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষে বিশেষ করিয়া চতুর্দ্দশীতে সর্ব্বপ্রীত পিতামহ দেবেশ্বরের পূজা করিলে, তাঁহাদের সকলের প্রীতিবশাৎ (প্রীতির কারণে) রুদ্রের অনুচর হয় ।১৪

ত্র্যংশশ্চ দৃশ্যতে তত্র উত্তরাঙ্গং হরং শ্রুতম্ ।
পশ্চিমাঙ্গং হেরুকঞ্চ বিষ্ণুরূপিণমব্যয়ম্ ॥১৫
ভৈরবী দক্ষিণাংশশ্চ ত্রিপুরেত্যভিধীয়তে ।
প্রদানেন তু মন্ত্রেণ পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ।
বাজিমেধস্য যজ্ঞস্য লভতে ফলমুত্তমম্ ॥১৬
কুলাদ্যেন ত্রিকুণ্ডেন পূজয়েদ্ ভক্তিমান্নরঃ ।
মহাবিদ্যামবাপ্নোতি পূজনান্নাত্র সংশয়ঃ ॥১৭
হেরুকং দ্বাদশবর্ণেন[১] বাসুদেবস্বরূপিণম্ ।
সর্ব্বলোকেশ্বরো যাতি জাতিশ্রেষ্ঠোঽভিজায়তে ।১৮
রুধিরৈর্ম্মাংসমদ্যৈশ্চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ।
রজন্যাং সংপ্রদদ্যাত্তু কূর্ম্মমাংসং কদাচ ন ॥১৯
চামরং মদ্গুরং মৎস্যং প্রযত্নেন বিসর্জ্জয়েৎ ।
চিঞ্চাং মুক্ত্বা নীলশৈবং বিশাকং বা প্রমাদতঃ ।
মহাভয়ঙ্করং বিন্দ্যাৎ স্পৃষ্ট্বা শাপং প্রযচ্ছতি ॥২০
ন স্পৃশেৎ সপ্তরাত্রঞ্চ শাকং কামেশ্বরি প্রিয়ে ।
চান্দ্রায়ণত্রয়ং কৃত্বা ততঃ শুদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥২১

তথায় মহাদেবের তিন অংশ দৃষ্ট হয়—উহার উত্তরাঙ্গ হর, পশ্চিমাঙ্গ বিষ্ণুরূপী অব্যয় এবং দক্ষিণাঙ্গ ভৈরবী ত্রিপুরা নামে কথিত হন। প্রসাদ-মন্ত্রে পরমেশ্বরের পূজা করিলে, বাজিমেধ যজ্ঞের উত্তম ফল লাভ হয় ।১৫—১৬

ভক্তিমান্ নরগণ কুলাদি ত্রিকুণ্ড মন্ত্রে পূজা করিলে, পূজনফলে মহাবিদ্যা প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই ।১৭

বাসুদেবরূপী হেরুককে দ্বাদশবর্ণ মন্ত্রে পূজা করিলে সর্ব্বলোকের ঈশ্বর ও জাতিশ্রেষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন ।১৮

রুধির মাংস ও মদ্য দ্বারা পরমেশ্বরীর পূজা করিবে। রজনীতে কূর্ম্মমাংস কখন প্রদান করিবে না ।১৯

চামর ও মদ্গুর মৎস্য যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। প্রমাদবশত নীলশৈব বা চিঞ্চাশাক (শাক বিশেষ) ভোজন করিলে মহাভয় উপস্থিত হয়, তাহাতে দেবতা অভিশাপ প্রদান করেন ।২০

হে প্রিয়ে! কামেশ্বরি! সাত রাত্রি শাক স্পর্শ করিবে না। তাহা হইলে তিনটি চান্দ্রায়ণব্রত পালন করিয়া তবে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে ।২১

১। দশবর্ণেন।

রাজীবং চ রজনীঞ্চ[১] শাকং চামরসম্ভবম্ ।
ভুক্ত্বা প্রমাদতো দেবি তদেবং ব্রতমাচরেৎ ॥২২
কর্কন্ধুং শর্করাযুক্তং দম্ভশাকং তথৈব চ ।
কুষ্মাণ্ডং পার্ব্বতীয়ঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥২৩
অষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ ত্রয়োদশ্যাং বিশেষতঃ ।
একবিংশতিসূত্রেণ তথা ত্রিগুণিতেন চ । ২৪
ত্রিগুণেত্যেকযোগেন পদে তু ত্রিংশকং মতম্ ।
কোষতঃ পট্টসূত্রেণ অভাবে রক্তকং ন্যসেৎ ॥২৫
অন্যং ন দর্শয়েন্মালাং ন স্পৃশেদ্বামপাণিনা ।
বাণপ্রস্থো যতিশ্চৈব ব্রহ্মচারী তথা প্রিয়ে ।
বিষ্ণুমন্ত্রস্য জাপ্যে তু সুমন্ত্রস্যাপি চ প্রিয়ে ॥২৬
বামহস্তে ততো ধৃত্বা সপ্তবীজাক্ষরং প্রিয়ে ।
সঞ্জপেদ্দক্ষিণেনৈব প্রতিবীজং বরাননে ।২৭
বরদায় গৃহদ্বারে তিন্তিড়ীকায় বৈ নমঃ ।
সহস্রাম্মুচ্যতে পাপাৎ জীর্ণত্বচমিবোরগঃ ॥২৮
কামেশ্বরস্য পৃষ্ঠে তু যাবৎ সিদ্ধেশ্বরঃ স্থিতঃ ।
তদন্তর্গতখণ্ডঞ্চ ছায়ারুদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥২৯

রাজিব, রজনী ও চামরসম্ভব শাক প্রমাদবশতঃ ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে ।২২

কর্কন্ধু ও শর্করাযুক্ত দম্ভশাক ও পার্ব্বতীয় কুষ্মাণ্ড, বিশেষ করিয়া অষ্টমী নবমী ও ত্রয়োদশীতে যত্নপূর্ব্বক পরিবর্জ্জন (ত্যাগ) করা উচিত ।২৩—২৪

একবিংশতিসূত্রের তিনগুণ একত্রযোগে বা একত্রে ত্রিংশকমাল্য হয় । কোষের পট্টসূত্র দ্বারা, তদভাবে রক্ত (লাল) সূত্রে মাল্য গ্রন্থন করিবে ।২৫

অন্যকে সেই মালা দেখাইবে না এবং তাহা বামহস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে না । বাণপ্রস্থ যতি ও ব্রহ্মচারী বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিয়া বামহস্তে ধরিয়া সপ্তবীজাক্ষর জপ করিয়া ডান হাতে প্রতিটি বীজ জপ করিবে ।২৬—২৭

'বরদায় গৃহদ্বারে চ দেবায় তিন্তিড়ীকায় বৈ নমঃ ।' এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলে, জীর্ণত্বক্ হইতে সর্প যেমন খোলস ত্যাগ করে, সেরূপ পাপ হইতে লোকে মুক্ত হয় ।২৮

হে বরাননে ! কামেশ্বরের পশ্চাদ্ভাগে যেখানে সিদ্ধেশ্বর অবস্থিত, তাহার অন্তর্গত খণ্ডস্থান 'ছায়ারুদ্র' নামে খ্যাত হইয়া থাকে ।২৯

---

১ । রাজীবং রজনীং চৈব ।

স্থানং দেহি পরিত্যাগশ্ছায়া চাত্র বিধীয়তে[১]।
য করোতি বৃষোৎসর্গং তস্মিন্ ক্ষেত্রে বরাননে।
অগ্নিষ্টোমশতং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৩০
মাঘে মাসি মহেশানি ছায়ারুদ্রে তিলৈর্ব্বিনা।
পিণ্ডনির্ব্বপণং কৃত্বা পিতৃণামনৃণো ভবেৎ ॥৩১
ততো বিন্ধ্যাচলং গত্বা কৃষ্ণা রক্তা চ যা শিলা।
বিন্ধ্যেশী সা সমাখ্যাতা পূজয়েৎ কমলাদিনা ॥৩২
কামেশ্বর্য্যাশ্চ মন্ত্রেণ সা পূজ্যা পরমেশ্বরি।
গবাময়ুতদানেন যৎফলং যত্র পার্ব্বতি।
তৎফলং লভতে সত্যং বিন্ধ্যেশীদর্শনেন চ ॥৩৩
তস্যাঃ পূর্ব্বোত্তরে দেশে ইক্ষুক্ষেপশতাধিকে।
আকাশগঙ্গা চিহ্নে তু যা শিলা সুরদীর্ঘিকা ॥৩৪
দক্ষিণেন চ তস্যাগ্রং কিঞ্চিদুচ্চে চ সংস্থিতা।
যা খ্যাত্যা ললিতা কান্তা ব্রহ্মহত্যাপহারিণী।৩৫
অশ্বত্থং নন্দিরূপঞ্চ মূলে কূর্ম্মাকৃতিঃ শিলা।
দৃষ্ট্বা নরশ্চ তং দেবং ন পশ্যত্যেব পাতকম্ ॥৩৬

ছায়া এই স্থানকে কখনই পরিত্যাগ করে না। হে বরাননে! সেই ক্ষেত্রে বৃষোৎসর্গ করিলে, শত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই।৩০

হে মহেশানি! ছায়ারুদ্রক্ষেত্রে মাঘমাসে তিল ব্যতিরেকে পিণ্ড প্রদান করিয়া নরগণ পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়।৩১

তদনন্তর বিন্ধ্যাচলে গমনপূর্ব্বক যে রক্তবর্ণ শিলা দর্শন করিবে, তাহাই বিন্ধ্যেশ্বরী নামে বিখ্যাতা। কমলাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবার পর কামেশ্বরীর মন্ত্রে পুনর্ব্বার পূজা করিবে। হে পরমেশ্বরি! পার্ব্বতি! অযুত (দশ হাজার) গো-দান করিলে যে ফল হয়, বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যেশী দর্শন করিলে সেই ফল লাভ হয়, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই।৩২—৩৩

তাহার পূর্ব্বোত্তরদেশে শত ইক্ষুক্ষেপ অন্তরে আকাশগঙ্গা চিহ্নিতা যে সুরদীর্ঘিকা শিলা আছে, দক্ষিণে তাহার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উচ্চে সংস্থিত রহিয়াছে, সেই কমনীয়া ব্রহ্মহত্যাপাপনিবারিণী শিলার নাম ললিতা।৩৪—৩৫

তথায় নন্দিরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। তাহার মূলে কূর্ম্মাকৃতি শিলা বিদ্যমান। নরগণ সেই দেবকে দর্শন করিলে তাহাদের সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট হয়।৩৬

১। স্থানে চাত্র সদাচ্ছায়া জায়তে চ মহেশ্বরি।

তত্র যোনিগতং লিঙ্গং চতুর্হস্তপ্রমাণতঃ।
গতিপ্রদীপিকাকারং কুণ্ডং সর্ব্বাঘনাশনম্।
তত্র ব্যাসেশ্বরং দেবং দৃষ্ট্বা নয়তি[১] পাতকম্ ॥৩৭
ব্যাসতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ললিতাং যোঽভিপূজয়েৎ।
অশ্বমেধসহস্রস্য তৎফলং লভতে মহৎ ॥৩৮
বিংশদ্ধন্বন্তরে প্রাচ্যাং বনদাবধি চিহ্নিতম্[২]।
পদ্মপত্রাকৃতিপত্রং নির্য্যাসৈরুপচিহ্নিতম্ ॥৩৯
তস্য মূলে স্থিতা দেবী উচ্চাবরণরূপিণী।
তস্যাঃ সম্পূজনাদেব গ্রহদোষৈর্ন লিপ্যতে ॥৪০
বৃক্ষং স্পৃষ্ট্বা ভক্তিমতী বন্ধ্যা গর্ভধরা ভবেৎ।
ছিন্নহস্তো লভেৎ হস্তং কালেনাঙ্গং লভেৎ পুনঃ ॥৪১
দাড়িমস্য চ পূর্ব্বে তু নাতিদূরে প্রতিষ্ঠিতম্।
নবহস্তমিতং রুন্ধ্রং তদ্দেবং ভুবনেশ্বরম্।
পূজয়েৎ কামবীজেন বিজয়ী জায়তে নরঃ ॥৪২

তথায় চতুর্হস্ত প্রমাণ যোনিগত লিঙ্গ এবং প্রদীপাকার সর্ব্বপাপবিনাশকারী এক কুণ্ড আছে. তথায় ব্যাসেশ্বরদেবকে দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।৩৭

যে-নর ব্যাসতীর্থে স্নান করিবার পর দেবী ললিতার পূজা করে, সে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের মহাফল প্রাপ্ত হয়।৩৮

তাহার পূর্ব্বদিকে বিংশতিধনু অন্তরে বনদা নামক পদ্মপত্রাকৃতিপত্র বিশিষ্ট নিঃসৃতরসস্রাবিত এক দাড়িম্ব বৃক্ষ আছে। তাহার মূলদেশে (গোড়ায়) উচ্চাবরণরূপিণী দেবী আছেন ; তাঁহার পূজা করিলে, নরগণ গ্রহদোষে (গ্রহের প্রতিকূল প্রভাবে) লিপ্ত (জড়িত) হয় না।৩৯-৪০

বন্ধ্যা নারী ভক্তিমতী হইয়া সেই বৃক্ষ স্পর্শ করিলে গর্ভবতী হয়। ছিন্নহস্ত হস্তলাভ ও অন্যান্য হীনাঙ্গও কালক্রমে সেই অঙ্গ লাভ করিতে পারে।৪১

দাড়িমের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে নবহস্তমিত রুন্ধ্র প্রতিষ্ঠিত আছে ; তথায় ভুবনেশ্বরদেব অবস্থিত। কামবীজ মন্ত্রে তাঁহার পূজা করিলে, নরগণ বিজয় লাভ করে।৪২

১। নির্বাতি।
২। বিংশদ্ধন্বন্তরে প্রাচ্যাং বনদো নাম দাড়িমঃ।
পদ্মাপত্রাকৃতিদলো নির্য্যাসেনোপচিহ্নিতঃ ॥৩৯

তস্য বায়ব্যভাগে তু অগস্ত্যস্যাশ্রমে শুভে।
দেবং গদাধরস্তত্র পূজয়েৎ কুসুমাদিনা ॥৪৩
নাতিদূরে তু দেবস্য যা শিলা শ্বেতমুজ্জলম্।
জল্পেশং তং মহালিঙ্গং পূজয়েত্তাবদুচ্চরন্ ॥৪৪
সৌভাগ্যে বিধিবৎ স্নাত্বা জল্পেশং যস্তু পূজয়েৎ।
অগ্নিষ্টোমফলস্তস্য ভবিষ্যতি মম প্রিয়ে ॥৪৫
পশ্চিমে তস্য পাতালভুবনাধিপচিহ্নিতম্।
একবিংশতিভূভাগে স্থিতস্তত্র সদাশিবঃ।
তং প্রণম্য নরো ভক্ত্যা ন ভূয়ো জায়তে ক্বচিৎ ॥৪৬
তস্য দেবস্য ভূভাগে শঙ্করি কালহস্তকে।
গোবিন্দপর্ব্বতে রম্যে শুক্লবর্ণেন যা শিলা ॥৪৭
গোবিন্দং তং বিজানীয়াৎ পূজয়েদ্ধরিবাসরে।
তস্য পূর্ব্বে নবধনুর্যা শিলা শোণসন্নিভা ॥
শরণেশী সমাখ্যাতা মহাপাতকনাশিনী ॥৪৮
শিবাচলে চ তুঙ্গে চ প্রকটাখ্যা পরা শিবা।
তাঞ্চ সম্পূজ্য যত্নেন মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ॥৪৯

তাহার বায়ুকোণে অগস্ত্যের শুভকর আশ্রমে গদাধরদেব অবস্থিত আছেন, কুসুমাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে।৪৩

তাহার অনতিদূরে, যে শ্বেতবর্ণ শিলা আছে, তাহাই জল্পেশ মহালিঙ্গ। মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। সৌভাগ্যে বিধিপূর্ব্বক স্নানানন্তর জল্পেশের পূজা করিলে, তাহার অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়।৪৪—৪৫

হে প্রিয়ে! তাহার পশ্চিমে পাতালভুবনাধিপ নামে সদাশিব আছেন। নরগণ যদি তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা ও প্রণাম করে, তবে তাহাদিগকে পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।৪৬

হে শঙ্করি! সেই দেবের কালহস্তক ভূভাগে মনোহর গোবিন্দপর্ব্বতে শুক্লবর্ণ যে শিলা আছে তাঁহাকে গোবিন্দ বলিয়া অবগত হইবে; হরিবাসরে (একাদশী তিথিতে) তাঁহার পূজা কর্ত্তব্য। তাহার পূর্ব্বে নবধনুপরিমিত শোণবর্ণা যে শিলা তাহা পাতকনাশিনী শরণেশী নামে বিখ্যাতা।৪৭—৪৮

উচ্চতর শিবাচলে প্রকটা নামে পরমাশিবা আছেন। যত্নপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলে মহালক্ষ্মী লাভ হয়।৪৯

বিন্ধ্যাচলস্যোত্তরে চ ইষুক্ষেপনবান্তরে।
মহালক্ষ্মীঃ স্থিতা তত্র সিতপুষ্পেণ পূজয়েৎ ॥৫০
শ্রীপর্ব্বতে মহেশানি শ্রীকুণ্ডে স্নানমাচরেৎ।
স্নাত্বা কুণ্ডে ধ্রুবে নাম পৌর্ণমাস্যাং তথাশ্বিনে।
দৃষ্ট্বা সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা ধরণ্যামীশ্বরো ভবেৎ ॥৫১
গৌতমস্যাশ্রমং গত্বা সংপূজ্য বৃষভধ্বজম্‌।
নরো ন নিরয়ং গচ্ছেৎ পাপস্য চ ক্ষয়ো ভবেৎ ॥৫২
পশ্চিমাদুত্তরং তাবৎ যাবদ্দক্ষিণমানসম্‌।
তদন্তর্গতক্ষেত্রে চ নাতিদূরে চ শাঙ্করি।
গত্বা তত্র সমভ্যর্চ্য ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥৫৩
তত্রৈব সরসস্তীরে হংসতীর্থমনুত্তমম্‌।
দ্বাদশাদিত্যমভ্যর্চ্য উত্তমাং দীপ্তিমাপ্নুয়াৎ ॥৫৪
রেবন্তং পূজয়িত্বাথ গতিং প্রাপ্নোত্যনুত্তমাম্‌।
অভ্যর্চ্যেন্দ্রং মহৈশ্বর্য্যং গৌরি সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৫৫
সর্ব্বান্‌ কামানবাপ্নোতি সংপূজ্য পুরুষোত্তমম্‌।
নারায়ণন্তু সংপূজ্য নরাণামধিপো ভবেৎ ॥৫৬

বিন্ধ্যাচলের উত্তরে নব-ইক্ষুক্ষেপ অন্তরে মহালক্ষ্মী অবস্থিতা আছেন। শ্বেতপুষ্পে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে।৫০

হে মহেশানি! শ্রীপর্ব্বতে শ্রীকুণ্ডে স্নান করিয়া আশ্বিনমাসের পৌর্ণমাসীতে (পূর্ণিমায়) ধ্রুবকুণ্ডে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে ধরণীশ্বর হয়।৫১

গৌতমের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক বৃষধ্বজের পূজা করিলে মানবগণকে আর নিরয় (নরক) ভোগ করিতে হয় না; তাহাদের সকল পাপ ক্ষয় হইয়া যায়।৫২

হে শঙ্করি! তাহার অনতিদূরে পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ মানসের মধ্যে এক ক্ষেত্র আছে। তথায় গমনপূর্ব্বক পূজা করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।৫৩

সেই সরোবরের তীরে অত্যুত্তম হংসতীর্থ। তথায় দ্বাদশাদিত্যের অর্চ্চনা করিলে উত্তম দীপ্তি লাভ হয়।৫৪

অনন্তর রেবন্তদেবের পূজা করিলে মানব উত্তমাগতি লাভ করিয়া থাকে। হে গৌরি! তথায় ইন্দ্রদেবের অর্চ্চনা করিলে মহৈশ্বর্য্য ও সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়।৫৫

পুরুষোত্তমের পূজা করিয়া সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হয়। নারায়ণের পূজা করিলে নরগণের অধীশ্বর হয়।৫৬

দৃষ্ট্বা নত্বা নারসিংহং সংগ্রামে বিজয়ী ভবেৎ।
বরাহং পূজয়িত্বা তু ভূমিং রাজ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥৫৭
সোমনাথং সমভ্যর্চ্চ্য রুদ্রলোকে মহীয়তে।
পাণ্ডুকূটস্য যা ধারা সা ধারা নর্ম্মদা নদী।
তস্যাং স্নাত্বা চতুর্দ্দশ্যাং বাজিমেধঞ্চ বিন্দতি ॥৫৮
শিববিষ্ণ্বোর্মধ্যগতা যা চ যোনির্ব্বিনিঃসৃতা।
মহানদী সা বিজ্ঞেয়া সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ॥৫৯
নিতম্বধনয়োর্ম্মধ্যে সা ধারা পরমেশ্বরি।
মঙ্গলা নাম সা ধারা সর্ব্বমঙ্গলকারিণী ॥৬০
বিল্বশ্রীপর্ব্বতান্তে চ যা ধারা সা সরস্বতী।
তস্যাঃ স্বচ্ছোদকং পীত্বা কবীনামগ্রণীর্ভবেৎ ॥৬১
মতঙ্গস্য চ যা ধারা নর্ম্মদা সা ন সংশয়ঃ।
কামকুণ্ডস্য যা ধারা কামগঙ্গা সমুচ্যতে ॥৬২
কামাখ্যায়াশ্চ যা ধারা সা গঙ্গা পরকীর্ত্তিতা।
নন্দিকুণ্ডস্য যা ধারা সা জ্ঞেয়া চ মধুস্রবা ॥৬৩
কামধেনোশ্চ যা ধারা সা বিজ্ঞেয়া সুধর্ম্মিণী।
পদ্মশৈলস্য যা ধারা সা গঙ্গা উর্ব্বশী স্মৃতা ॥৬৪

নরসিংহকে দর্শন ও প্রণাম করিলে সংগ্রামে বিজয়ী হয়। বরাহদেবের পূজা করিলে ভূমিরাজ্য প্রাপ্তি হয়।৫৭

সোমনাথের অর্চ্চনা করিলে রুদ্রলোকে গমনপূর্ব্বক পূজা প্রাপ্ত হয়। পাণ্ডুকূটের যে ধারা তাহাই নর্ম্মদা নদী, তাহাতে চতুর্দ্দশীতে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়।৫৮

শিব ও বিষ্ণুর মধ্যগতা হইয়া যে যোনি বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহাকেই সর্ব্ব-পাপবিনাশিনী মহানদী বলিয়া জানিবে।৫৯

হে পরমেশ্বরি! নিতম্ব ও ধনের মধ্যে যে ধারা তাহাই সর্ব্বমঙ্গলসাধিনী মঙ্গলা নদী। তাহার স্বচ্ছবারি পান করিলে কবিগণের অগ্রণী হয়।৬০—৬১

মতঙ্গের যে ধারা তাহাই নর্ম্মদা, ইহাতে সন্দেহ নাই। কামকুণ্ডের যে ধারা তাহাই কামগঙ্গা নামে কথিত হয়।৬২

কামাখ্যার যে ধারা তাহাই গঙ্গা নামে পরিকীর্ত্তিত। নন্দিকুণ্ডের যে ধারা তাহাকে মধুস্রবা বলিয়া জানিবে।৬৩

কামধেনুর যে ধারা তাহাই সুধর্ম্মিণী। পদ্মশৈলের যে ধারা তাহা উর্ব্বশী-গঙ্গা নামে বিখ্যাতা।৬৪

নীলকুণ্ডস্য যা ধারা সুভদ্রা পরিকীর্ত্তিতা।
ব্যাসকুণ্ডস্য যা ধারা চন্দ্রভাগা চ সা স্মৃতা ॥৬৫
শক্রশৈলস্য যা ধারা উর্ব্বশী সা নিগদ্যতে।
সোমকুণ্ডস্য যা ধারা নদী বৈতরণী চ সা ॥৬৬
যমশৈলস্য যা ধারা সা চ গোদাবরী স্মৃতা।
ভণ্ডীশস্য চ যা ধারা স্নাত্বা পীত্বা প্রণম্য চ।
অগ্নিষ্টোমশতস্যাপি লভতে ফলমুত্তমম্ ॥৬৭
ধর্ম্মারণ্যং ততো গত্বা স্নাত্বা রামহ্রদে প্রিয়ে।
কোটিলিঙ্গং ততো বীক্ষেৎ[1] প্রাপয়েদামরীং তনুম্ ॥৬৮
কামস্যোত্তরে দেশে ত্রিংশদ্ধস্বন্তরে প্রিয়ে।
কোটিলিঙ্গন্তু যঃ পশ্যেদ্বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥৬৯
প্রাণদণ্ডায় নিত্যায় নমস্তে লোহিতায় চ।
নমঃ সহস্রশীর্ষায় কোটিলিঙ্গ নমোঽস্তু তে ॥৭০
নমো গিরিপতে নিত্যং গিরিবৃক্ষপ্রিয়ায় চ।
নমো যজ্ঞাধিপতয়ে কোটিলিঙ্গ নমোঽস্তু তে ॥৭১
ইত্যনেন তু সংপূজ্য জবাপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ।
পায়সঞ্চ বলিং দত্বা স্তুত্বা জপ্ত্বা বিসর্জ্জয়েৎ ॥৭২

নীলকুণ্ডের যে ধারা তাহার নাম সুভদ্রা। ব্যাসকুণ্ডের যে ধারা তাহা চন্দ্রভাগা।৬৫

শক্রশৈলের যে ধারা তাহা উর্ব্বশী নামে কথিত হয়। সোমকুণ্ডের ধারার নাম বৈতরণী।৬৬

যমশৈলের ধারাই গোদাবরী নামে পরিকীর্ত্তিত। ভণ্ডীশ্বরের ধারায় স্নান, তাহার বারি পান ও তাহাকে প্রণাম করিলে শত অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়।৬৭

তদনন্তর ধর্ম্মারণ্যে গমন করিয়া রামহ্রদে স্নান সমাপনান্তে কোটিলিঙ্গ দর্শন করিলে দেবদেহ প্রাপ্ত হয়।৬৮

কামের উত্তরদেশে ত্রিংশৎধনু অন্তরে কোটিলিঙ্গ অবস্থিত, তাহা দর্শন করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়।৬৯

পাপীগণের পক্ষে যমতুল্য, নিত্য অবিনাশী লোহিতবর্ণ প্রভুকে নমস্কার। কোটিলিঙ্গধারণকারী প্রভু আপনাকে নমস্কার। আপনি সহস্রশীর্ষযুক্ত, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। হে কৈলাসনাথ! কৈলাসের বৃক্ষ নিত্য আপনার প্রিয়, আর আপনি যজ্ঞাধিপতি, অতএব আমি আপনাকে নমস্কার করি। এই মন্ত্রে জবাপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া পায়স নিবেদনপূর্ব্বক স্তব ও জপ করত বিসর্জ্জন করিবে।৭০—৭২

১। পশ্যেৎ।

তস্য দক্ষিণপার্শ্বেন যা শিলা পার্শ্বসংগতা।
বেতালং তং মহাদেবং বামে বিষ্ণুং দ্বিকর্ণকম্।
পুষ্পাঞ্জলিং গৃহীত্বা তু পঠেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥৭৩
ধর্ম্মকামার্থমোক্ষায় ক্রূরায় কথনায় চ।
সাংখ্যায় সাংখ্যমুখ্যায় বেতালায় নমো নমঃ ॥৭৪
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়ায় পীতবস্ত্রধরায় চ।
ব্রহ্মা ত্বমেব বিশ্বেশ ব্রহ্মরূপ নমোঽস্তু তে ॥৭৫
তস্যাগ্রতো ব্রহ্মযোনিং গত্বা চ মন্ত্রমুচ্চরন্[1]।
ব্রহ্মযোনিং বিবেদ্ যস্তু[2] ন পুনর্যোনিমাবিশেৎ ॥৭৬
তির্য্যগ্‌যোনিং ন গচ্ছেত্তু ব্রহ্মণঃ পদমাবিশেৎ।
শিববল্লভদেশে তু মোক্ষমার্গনিবোধকে ॥৭৭
নিঃসৃতো ব্রহ্মযোনিং তাং[3] গণেশং দ্বারি পূজয়েৎ ॥৭৮
প্রসন্নো দেবদেবেশ ত্রাহি মাং যোনিসঙ্কটাৎ।
মহাকায়ং শিলোচ্ছ্রেষ্ঠং মন্ত্রেণানেন সাধকঃ ॥৭৯
নমো লম্বোদর শ্রেষ্ঠ দেবানামিষ্টদায়ক।
অখিলাখ্য প্রভো নাথ নমস্তে যোনিসঙ্কট ॥৮০

তাহার দক্ষিণভাগে পার্শ্বসংগতা, অর্থাৎ কোটিলিঙ্গের দক্ষিণভাগের সহিত মিলিত ও যুক্ত যে শিলা-তাহাকে বেতাল মহাদেব এবং বামভাগস্থিত বেতালকে দ্বিকর্ণক বিষ্ণু বলিয়া জানিবে। পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণপূর্ব্বক অনন্যচিত্ত হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে।৭৩

আপনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এবং মোক্ষস্বরূপ; আপনি ব্রহ্মা শিব ও ব্রহ্ম-স্বরূপ; পীতবস্ত্র পরিধানকারী, এবং কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম যজ্ঞোপবীতধারী, দুষ্টগণের দুঃখদাতা, আপনি সাংখ্য তথা মুখ্য সাংখ্য বেতালরূপ এবং আপনি ব্রহ্মা বিশ্বেশ, ব্রহ্মস্বরূপ; আপনাকে নমস্কার।৭৪—৭৫

এই মন্ত্রে পূজাদি কর্ত্তব্য। তাহার সম্মুখে ব্রহ্মযোনি—তথায় গমনপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণসহ পূজা করিলে আর তির্য্যগ্ যোনিতে প্রবিষ্ট হইতে হয় না। সে কখনও তির্য্যগ (কীট্ পতঙ্গাদি) যোনি প্রাপ্ত হয় না, সে নিশ্চিতই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মযোনি হইতে নিঃসৃত (নির্গত) হইয়া সাধক মোক্ষমার্গের বোধক (সূচক) ব্রহ্মযোনি এবং শিববল্লভদেশে গমন করিয়া 'হে দেবেশ! আমার প্রতি সদয় হউন; আমায় যোনি-সঙ্কট হইতে অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ করুন।' এই মন্ত্রে দ্বারস্থিত শিলোৎশ্রেষ্ঠ মহাকায় গণেশের পূজা কর্ত্তব্য।৭৬—৭৯

১। গত্বা তন্মন্ত্রমুচ্চরন্। ২। বিশেদ্ যস্তু। ৩। ব্রহ্মযোনেস্তু।

ততো গচ্ছেন্মুক্তিমার্গং শক্রস্যাভিমুখে যদি।
বামদক্ষিণপার্শ্বে দ্বে যুগে চ সত্যসম্ভবে ॥৮১
ঊর্দ্ধং কৃতযুগঞ্চৈব পার্শ্বে ত্রেতা চ দ্বাপরঃ।
বলিবক্তে্র স্থিতং লিঙ্গং গুপ্তাখ্যং ভুবনেশ্বরম্।
তং প্রণম্য নরো ভক্ত্যা প্রাপ্নুয়াদৈশ্বরং পদম্ ।৮২
চতুর্যুগং নমস্কৃত্য স্পৃষ্টা দেবং কপর্দ্দিনম্[১]।
ন জায়তে পুনর্গর্ভে যুগদোষৈর্ন লিপ্যতে ॥৮৩
যুগানামধিপঃ সো হি জগজ্জাতিস্বরূপধৃক্।
তদ্যুগে যৎ কৃতং পাপং ত্রাহি ত্বং পরমেশ্বর ॥৮৪
সংভূতির্ভূতিপর্য্যাপ্তঃ ত্রেতাযুগনরেশ্বরঃ।
তদ্যুগে যৎ কৃতং পাপং তদ্ব্যপোহতু ভূমিজম্ ॥৮৫
সত্যাসাধনসত্যশ্চ নরনারায়ণাত্মকঃ।
হেতুভূতঃ কৃতাদীনাং সত্যধর্ম্ম নমোঽস্তু তে ॥৮৬

'হে লম্বোদর, আপনার রূপাকৃতি অতীব সুদৃশ্য ও মনোহর। আপনি দেবতাগণের মনোভিলাষ সফলকারী ইষ্টদায়ক, পূর্ণমনোরথপ্রদায়ক। হে অখিলেশ্বর, হে যোনিসঙ্কট, অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরূপ যাতায়াতের ক্লেশ হইতে পরিত্রাতা (উদ্ধারকর্ত্তা)! প্রভো! আপনাকে নমস্কার।' এই মন্ত্রে তাহারা প্রণাম করিবে ।৮০

তদনন্তর শক্রাভিমুখে অর্থাৎ ইন্দ্রের নিকট গমনপূর্ব্বক মুক্তিমার্গে গমন কর্ত্তব্য। বামপার্শ্বে ও দক্ষিণপার্শ্বে সত্য-সম্ভব দুই যুগ—ঊর্দ্ধে কৃতযুগ (সত্যযুগ) এবং পার্শ্বে ত্রেতা ও দ্বাপর। বলিবক্ত্রস্থিত গুপ্তাখ্য ভুবনেশ্বর লিঙ্গকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণামান্তে মানব ঈশ্বরপদ প্রাপ্ত হয় ।৮১—৮২

চতুর্যুগকে নমস্কার করিয়া কপর্দ্দিদেবকে (শিবকে) স্পর্শ করিলে মানবগণকে পুনর্ব্বার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে এবং যুগ দোষে লিপ্ত (সম্বন্ধিত বা জড়িত) হইতে হয় না ।৮৩

যিনিই জগজ্জাতি অর্থাৎ জগতের জন্ম ও উৎপত্তির মূলীভূত কারণস্বরূপধারী যুগাধীশ্বর, তিনিই সত্যসাধনে সত্য ও নরনারায়ণাত্মক। তিনি কৃতাদির হেতুভূত অর্থাৎ কৃতাকৃত কার্য্যাদির কার্য্যকারণ। হে পরমেশ্বর! আপনি আমায় পরিত্রাণ উদ্ধার) করুন। হে ঈশ্বর! আপনি আমার তত্তদ্যুগকৃত ভূমিজ পাপক্ষয় বিধান করুন। হে সত্যধর্ম্ম! আমি আপনাকে প্রণাম করি ।৮৪—৮৬

১। কপর্দ্দিনম্—কপর্দ্দ (শিবের জটাজুট)+ইন্ (স্ত্য)—ইতি কপর্দ্দিন্ অর্থাৎ শিব।

বিজয়াদৌ বাস্য রাজ্ঞাং যুগচক্রাবলীশ্বর।
নমামি সততং ভক্ত্যা পাপং হর নমোঽস্তু তে ॥৮৭
পঞ্চাক্ষরেণ মন্ত্রেণ পূজয়েচ্চ কপর্দ্দিনম্।
রাজসূয়াশ্বমেধস্য তৎফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥৮৮
কামধেনুং ততো দৃষ্টা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
পূজয়িত্বা নমস্কৃত্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥৮৯
সৌরভায়ৈ[২] নমস্তুভ্যং কামগে[৩] কামচারিণি।
ধেনুরূপা চ সা দেবী মম পাপং ব্যপোহতু ॥৯০
সন্দিষ্টা চ কুরুক্ষেত্রে রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
তুলাপুরুষদানেন যৎ ফলং সমুদাহৃতম্।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি কামধেনোশ্চ দর্শনে ॥৯১
দক্ষিণাং গুরবে দদ্যাৎ সবিত্রেঽর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
শান্তিং কৃত্বা ততো দেব্যা আসনং কুর্য্যাদনন্যধীঃ[৪] ॥৯২
উত্থায় সূর্য্যং সংবীক্ষ্য পঠেন্মন্ত্রদ্বয়ং প্রিয়ে।
নমোঽস্তু কাল্যৈ গিরিজায়ৈ কামেশ্বর্য্যৈ নমোঽস্তু তে ॥৯৩

হে যুগচক্রাবলীশ্বর! আপনিই বিজয়াদিতে রাজগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া থাকেন. আপনি আমার পাপ হরণ করুন, আমি আপনাকে ভক্তিসহকারে নমস্কার করিতেছি।৮৭

এইরূপ স্তবস্তুতি ও প্রণাম করিয়া পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে কপর্দ্দিদেবের (শিবের) পূজা করিলে নরগণ রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়।৮৮

তদনন্তর কামধেনু দর্শন করিয়া নরগণ সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সর্ব্ব-মনোভীষ্ট পূর্ণ হয়। তাঁহার পূজা ও প্রণাম শেষে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে।৮৯

'হে গো-রূপা দেবি! তুমি (কামনাভীষ্টদায়িকা) সুরভী। আপন ইচ্ছানুসারে বিচরণকারিণী, আমি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমার পাপ নাশ কর।' এই মন্ত্র দ্বারা প্রণাম ও বন্দনা করিবে।৯০

কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণকালে তুলাপুরুষ দান করিলে যে ফল হয়, কামধেনুর দর্শন করিলে তাহার সমান পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।৯১

হে দেবি! তদনন্তর গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়া সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান কর্ত্তব্য। তৎপরে শান্তি করিয়া অনন্যচিত্তে আসন করিবে। অতঃপর উত্থাপন-পূর্ব্বক সূর্য্য সন্দর্শন করতঃ মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে—

১। চার্চ্য। ২। সৌরভেয়ি।
৩। কিমগে। ৪। বিদধীত চ।

নমোঽস্তু দেব্যৈ গিরিসম্ভবায়ৈ, নমোঽস্তু গৌর্য্যৈ বৃজিনান্তকায়ৈ।
অতীর্থে তীর্থনিষ্ঠেভ্যো ব্যাসাদিভ্যো নমো নমঃ[১]।
গণেভ্যো রক্ষকেভ্যশ্চ ক্ষত্রেশেভ্যো নমো নমঃ।
পৌন্ড্রবিঘ্ন নমস্তেঽস্তু নমস্তে কালভৈরব।
নমস্তে দক্ষিণামূর্ত্তে দণ্ডপাণে নমোঽস্তু তে।
তীর্থং গত্বোপবাসঞ্চ শ্রাদ্ধং চ জপকর্ম্ম চ।
করিষ্যতীতি বিশ্বাস এতৎ সিদ্ধেস্তু লক্ষণম্ ॥৯৪

শ্রীদেব্যুবাচ।

যো নরঃ পাপকর্ম্মা চ ক্ষেত্রেঽস্মিন্নিবসেৎ সদা।
সুরাদিপাতকাদ্ ঘোরাৎ স কিং মোক্ষং গমিষ্যতি ॥৯৫

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

পুণ্যক্ষেত্রে স্থিতো যো বৈ পাতকেষু[২] রতঃ সদা।
যোনিং প্রবিশ্য তির্য্যক্চাং বর্ষাণামযুতং ভবেৎ[৩] ॥৯৬
পরা পুরেবং[৪] তত্রৈব জ্ঞানং সম্পদ্যতে ততঃ।
মোক্ষং গমিষ্যতি সোঽপি গুহ্যমেতন্মম প্রিয়ে ॥৯৭

হে মহাবিদ্যে কালী, হে পর্ব্বতনন্দিনী পার্ব্বতি! কামেশ্বরী! তোমাকে নমস্কার। হে গিরিসম্ভবে দেবি হে গৌরী দেবি! তুমি সর্ব্বভীষ্টদায়িকা, পূর্ণফল-প্রদায়িনী, তোমাকে প্রণাম। হে দেবি! তুমি পাপীদিগের বিনাশকারিণী, তুমি তীর্থ-প্রতিষ্ঠাকারিণী, তোমাকে নমস্কার। ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণকেও নমস্কার, সর্ব্বজনগণ, গণাধিপতি ও সংরক্ষকগণকে নমস্কার। হে দণ্ডপাণি, হে কালভৈরব! আপনি দক্ষিণামূর্ত্তি দুষ্টজনের, কার্য্যবিঘ্নকারী। অতএব আপনাকে নমস্কার। তীর্থে গমন করিয়া উপবাস, শ্রদ্ধা, জপকর্ম্ম ও বিশ্বাস কর্ত্তব্য। এই সকল সিদ্ধিরই লক্ষণ জানিবে।৯২—৯৪

দেবী কহিলেন, যে নর পাপকর্ম্মে রত হইয়া এই ক্ষেত্রে বাস করে, সে ব্যক্তি কি সেই ঘোরপাতক হইতে মোক্ষলাভ করিতে পারে?৯৫

ঈশ্বর কহিলেন, যে মানব নিয়ত ঘোরপাপকর্ম্মে আসক্ত ও লিপ্ত হইয়া পুণ্যক্ষেত্রে বাস করে, সে অযুত বৎসর তির্য্যগ্‌যোনিতে প্রবেশ করিয়া তদনন্তর উত্তমপুরে বাস করিয়া তথায় জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া মোক্ষলাভ করে। হে প্রিয়ে, ইহা আমার গুহ্য বিষয় জানিবে।৯৬—৯৭

১। নমোঽস্তু তে। ২। পাতকে তু।
৩। তির্য্যগ্‌যোনিং প্রবিশ্যাথ বর্ষাণামযুতে বসন্।
৪। পুণ্যে পুরে · মোক্ষং প্রাপ্নোত্যেব · প্রিয়ে।

সুলভেহন্যত্র লৌহিত্যে পঞ্চস্থানেষু দুর্লভঃ।
অগস্ত্যস্য মহাতীর্থে মণিকর্ণহ্রদে তথা
অপুনর্ভবে চন্দ্রকুণ্ডে স্থানপঞ্চকমীরিতম্ ॥৯৮
অক্ষতেন বিশেষেণ শতমার্গসহস্রকৈঃ।
ক্ষেত্রবাহ্যস্থিতৈঃ শূন্যৈঃ কশ্চিদ্বিশেষরক্ষিতাঃ[১] ॥৯৯
কালাখ্যো রণভদ্রশ্চ সৌরভশ্চ মহাবলঃ।
বেতালশ্চ বিকণ্টশ্চ এতে পূর্ব্বে স্থিতা গণাঃ ॥১০০
একজঙ্ঘো নলশ্চৈব কন্দর্মালিপ্তবিগ্রহঃ।
ঘণ্টাকর্ণস্ততোর্দ্ধ্বশ্চ দক্ষিণং পার্শমাস্থিতাঃ ॥১০১
বলনাশো ভীষণশ্চ পশ্চিমায়াং ব্যবস্থিতঃ।
পঞ্চমো লোহিতাক্ষশ্চ নন্দনশ্চ তথা মতঃ ॥১০২
কেশবশ্চক্রপাণিশ্চ ধনদস্যোত্তরা গণাঃ।
মধুনো মধুকশ্চৈব জয়ন্তশ্চ মধুশ্রিয়ঃ ॥১০৩
অবিশেষেণ রক্ষন্তি ত্রয়ঃ কামেশ্বরীং স্থিতাঃ।
গণেশঃ কালদণ্ডশ্চ বিকর্ণশ্চ কপিধ্বজঃ।
দ্বারং রক্ষতি বৈ সর্ব্বং মণ্ডপঞ্চ স্বয়ং হরঃ ॥১০৪
কন্দর্পো মকরন্দশ্চ প্রবলশ্চানুদোধরঃ।
সোমশ্চ বিপুলশ্চৈব অশ্বতীর্থে স্থিতা গণাঃ ॥১০৫
শতসাহস্রযক্ষিণ্যো মুক্তিদ্বারঞ্চ রক্ষন্তি[২]।
দশসাহস্রকশ্চৈব অন্তর্গেহঞ্চ[৩] রক্ষতি ॥১০৬

হে দেবি! অন্যত্র বাস সুলভ, কিন্তু লৌহিত্য, অগস্ত্য তীর্থ, মণিকর্ণহ্রদ, অপুনর্ভব ও চন্দ্রকুণ্ড—এই পঞ্চস্থানে বাস দুর্লভ।৯৮

তীর্থের শত সহস্রমার্গে ক্ষেত্রবাহ্যে ও শূন্যমার্গে অক্ষত শরীরে অবস্থিত হইয়া রক্ষকগণ বিশেষরূপে তীর্থ করেন।৯৯

কাল, রণভদ্র, মহাবল, সৌরভ, বেতাল, বিকণ্ট—প্রভৃতিগণ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত গণ, একজঙ্ঘ, নল, কন্দর্মালিপ্ত বিগ্রহ, ঘণ্টাকর্ণ—এই সকল উর্দ্ধে ও দক্ষিণপার্শ্বে স্থিত গণ, বলনাশ ও ভীষণ পশ্চিমদিকে অবস্থিত, পঞ্চম লোহিতাক্ষ, নন্দন, কেশব, চক্রপাণি—ইহারা উত্তরে অবস্থিত—মধুন, মধুক ও মধুশ্রীক জয়ন্ত, এই তিনজন কামেশ্বরীর নিকটে থাকিয়া তীর্থরক্ষা করেন।১০০—১০৩

গণেশ, কালদণ্ড, বিকর্ণ ও কপিধ্বজ—ইহারা সর্ব্বদা দ্বার রক্ষা করেন এবং স্বয়ং মহাদেব মণ্ডপ রক্ষা করেন।১০৪

কন্দর্প, মকরন্দ, প্রবল, অনুদোধর, সোম ও বিপুল—এইসকল 'গণ' অশ্ব-

---

১। গণৈশ্চৈবাভিরক্ষিতাঃ। ২। মুক্তিদ্বারস্য রক্ষকাঃ। ৩। অন্তর্গেহস্য রক্ষকম্।

কুব্জতীর্থং ততো হ্যষ্টৌ সহস্রৈর্দশভির্যুতৈঃ।
তীর্থে প্রসাদকরণে ধর্ম্মারম্ভে বিশেষতঃ।
ব্রতযজ্ঞসমারম্ভে বিঘ্নানি নিবসন্তি বৈ।১০৭
তেষাং সংপূজয়েদাদৌ বলিভির্মোদকাদিভিঃ[১] ॥
অন্যথা জায়তে বিঘ্নমিতি জানীহি মে প্রিয়ে॥১০৮
অথাপরাণি বিঘ্নানি শরীরে নিবসন্তি বৈ।
যানি জ্ঞানঘ্নানি তান্ শৃণুষ্ব মম প্রিয়ে[২] ॥১০৯
কশ্চিন্নিবর্ত্তকো দেবি কশ্চিৎ প্রবর্ত্তকস্তথা॥১১০
সন্নিকর্ষং বিদূরম্বা সহস্রং লক্ষমেব বা।
পাপানুস্মরণঞ্চৈব আলস্যঞ্চাপি দূষণম্॥১১১
শোকমোহজরাব্যাধিস্তারুণ্যং ধননাশকম্।
কলহং ভার্য্যয়া সার্দ্ধং দুর্ভিক্ষং গৃহসঙ্কটম্॥১১২
নানাব্রতসমাকীর্ণং ধার্ম্মিকোঽস্মীতি মানসঃ।
প্রাপ্তশোকস্ত্বধর্ম্মস্য করণে হীনপাতকম্॥১১৩
বৃক্ষপত্রঞ্চ তুলসীং ধাত্রীং বৃক্ষফলং তথা।
শালগ্রামশিলাখণ্ডং প্রতিমাং দারুজাং তথা॥১১৪

তীর্থে অবস্থিত শতসহস্র যক্ষিণীগণ মুক্তিদ্বার রক্ষা করেন এবং দশসহস্র যক্ষিণী অন্তর্গেহ রক্ষা করেন।১০৫—১০৬

দশসহস্র যক্ষিণী কুব্জতীর্থ রক্ষা করেন। তীর্থে প্রসাদকরণে বিশেষতঃ ধর্ম্মারম্ভে, ব্রতযজ্ঞারম্ভে বিঘ্নসমূহ উপস্থিত হয়।১০৭

তাহাকে মোদকাদি বলি দ্বারা প্রথমে পূজা করিতে হয়, ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।১০৮

হে প্রিয়ে! অপর বিঘ্নসমূহ শরীরে বাস করে। হে প্রেয়সি! সেই সকল বিঘ্ন জ্ঞাননাশক, তাহা তুমি শ্রবণ কর।১০৯

হে দেবি! ইহাদের কেহ নিবর্ত্তক (নিবারক)—কেহ প্রবর্ত্তক (প্রারম্ভক, আরম্ভসূচক বা জ্ঞাপক)।১১০

সন্নিকর্ষ ও বিদূর সহস্র এবং লক্ষবার পাপানুস্মরণ, আলস্য, পরদূষণ (পরদেষী ও পরদূষক), শোক, মোহ, জরা, ব্যাধি, তারুণ্য, ধননাশ, ভার্য্যার সহিত কলহ, দুর্ভিক্ষ, গৃহসঙ্কট, বহুব্রতানুসরণ, 'আমি ধার্ম্মিক' এইরূপ বুদ্ধি, শোকত্ব (মানসিক অনুশোচনা) অধর্ম্মকরণে পাপহীনত্ব জ্ঞানরোধ বা বুদ্ধি,

---

১। তেষাং সম্পূজনং চাদৌ বলিভির্মোদকাদিভিঃ।
২। জ্ঞানঘ্নানি মনঃস্থানি শৃণু তানি মম প্রিয়ে।

মানুষং ব্রাহ্মণঞ্চৈব স্বয়ম্ভুং বর্ত্তুলং শিবম্।
শঙ্খশম্বুকভেদঞ্চ খড়্গস্য মাংসসম্ভবম্[১] ॥১১৫
দৃষ্ট্বা পরং[২] ভবেদেবং তীর্থজাতং জলন্তথা।
গঙ্গায়াং বা নদীরূপং পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভূমিকা ॥১১৬
ইত্যেতানি চ বিঘ্নানি সংযান্তি চ পুনঃ পুনঃ।
মন এবাত্র নিত্যং স্যান্মন এবাত্র কারণম্।
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ॥১১৭
তন্নিষ্ঠং তৎপরং জাতং তন্মুখ্যং দুঃখকারণম্।
চিত্তমন্তর্গতং দুষ্টং তীর্থে স্নানে নিষিধ্যতে ॥১১৮
পঠেদ্ যঃ শৃণুয়াদ্বাপি ভুক্তিমুক্তমবাপ্নুয়াৎ।
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং কীর্ত্ত্যর্থী কীর্ত্তিমাপ্নুয়াৎ ॥১১৯
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যা জয়ার্থী লভতে জয়ম্।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপঞ্চ পাপশুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ[২] ॥১২০
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং কন্যা বিন্দতি সৎপতিম্।
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ভোগার্থী ভোগমাপ্নুয়াৎ ॥১২১
কাব্যার্থী চ কবিত্বঞ্চ সারং নিঃসার আপ্নুয়াৎ।
জ্ঞানার্থী লভতে জ্ঞানং সর্ব্বসংসারমুদ্গরম্ ॥১২২

তুলসীকে বৃক্ষপত্র, ধাত্রীফলকে বৃক্ষফল জ্ঞান, শালগ্রামকে শিলাখণ্ড জ্ঞান, প্রতিমায় কাষ্ঠবুদ্ধি, ব্রাহ্মণে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান, স্বয়ম্ভু শিবে বর্ত্তুলত্ববুদ্ধি (গোলপিণ্ড) শঙ্খকে শামুকবিশেষ মনে করা খড়্গে মাংসজ্ঞান, তীর্থে জলবুদ্ধি, গঙ্গায় নদীবুদ্ধি, পুণ্যক্ষেত্রে ভূমিবুদ্ধি অর্থাৎ সাধারণ মৃত্তিকা মনে করা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বিঘ্নসৃষ্টিকারী মনোভাব বা বুদ্ধি বারম্বার মনে উপস্থিত হইতে থাকে। মনই নিত্য, মনই উহাতে কারণ, মনই, মনুষ্যগণের বন্ধন ও মোক্ষের (মুক্তির) হেতুভূত কারণ। মনোমধ্যস্থ দুষ্টভাবে নিষ্ঠা, তৎপরতা এবং অভিমুখীনতা হইলে তাহা দুঃখের কারণ হয়। মনোজাত দুষ্টভাব তীর্থাবগাহন করিতে নিষেধ করিয়া থাকে।১১১—১১৮

যে ব্যক্তি তাহা পাঠ বা শ্রবণ করে, সে ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই প্রাপ্ত হয়—পুত্রার্থী পুত্র, কীর্ত্তি (যশ) প্রার্থী কীর্ত্তি লাভ করে।১১৯

বিদ্যার্থী বিদ্যা, জয়ার্থী জয়, বন্ধ্যা পুত্র, (কুমারী) কন্যা উত্তম পতি, মোক্ষার্থী মোক্ষ, ভোগাভিলাষী ভোগ, কাব্যার্থী সারাৎসার কবিত্ব, জ্ঞানার্থী সর্ব্বসংসারমুদ্গরস্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মহত্যাদিপাপকারীগণ সেই সকল

১। খড়্গ মাংসাদিসম্ভবম্।
২। নির্ম্মলং নাশমাপ্নুয়াৎ ॥১২০

ইদং স্বস্ত্যয়নং[১] ধন্যং যোগিনীনাম তন্ত্রকম্ ।
নাকালে মরণং তস্য শ্লোকমেকন্তু যঃ পঠেৎ ।
শ্লোকার্দ্ধপঠনাদস্য দুষ্টগ্রহক্ষয়োঃ[২] ভবেৎ ॥১২৩

ইতি যোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে চতুর্বিংশতিসাহস্র্যে
দ্বিতীয়ভাগে অষ্টমঃ পটলঃ

পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এই যোগিনীতন্ত্র স্বস্ত্যয়নস্বরূপ ও ধন্য (শ্লাঘ্য ও প্রশংসনীয়); ইহার একটিমাত্র শ্লোক পাঠ করিলে অকালে মরণ হয় না। শ্লোকার্দ্ধমাত্র পাঠ করিলে দুষ্টগ্রহ ক্ষয় হয়।১২৩

যোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে চতুর্বিংশতি-সাহস্র্যে
দ্বিতীয়ভাগে অষ্টম পটল সমাপ্ত।

১। স্বস্ত্যয়ন—কু (কুপিত) গ্রহ প্রশমনার্থ (শান্তকরণার্থ) ও শান্তিকামনায় শাস্ত্রবিহিত হোমাদি এবং মঙ্গলজনক কর্ম্মানুষ্ঠান।

২। গ্রহদোষক্ষয়ো।

নবমঃ পটলঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নির্ম্মলং ভুবি দুর্ল্লভম্।
লিঙ্গশতাষ্টকযুতং[১] হরিক্ষেত্রসমং শুভম্ ॥১
বিষ্ণুপুষ্করকং ক্ষেত্রং শতাষ্টতীর্থসংযুতম্[২]।
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণং নরনারীসমন্বিতম্ ॥২
বিদ্বান্নিকরভূয়িষ্ঠং ধনধান্যাদিসংযুতম্।
গৃহাণাং পুরসংযুক্তং[৩] ভুবি চত্বারভূষিতম্[৪] ॥৩
নানামণিগণাকীর্ণং নানারত্নোপশোভিতম্।
পুরাট্টালকসংকীর্ণং বীথীভিঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥৪
রাজহংসনিভৈঃ শুভ্রৈঃ প্রাসাদৈরুপশোভিতম্।
স'ততোঽপি জলৈর্ধৌতং সুরাভাণ্ডমিবাশুচিঃ ॥৫
যদি বসতি গুহায়াং পর্ব্বতাগ্রে চিরম্বা,
যদি ধরতি ত্রিদণ্ডং ভস্ম বাচ্ছাদনং বা।
যদি পঠতি পুরাণং বেদসিদ্ধান্ততত্ত্বম্।
যদি হৃদয়মশুদ্ধং সর্ব্বমেতদ্বিরুদ্ধম্ ॥৬

শ্রীভগবান্ কহিলেন, দেবি! শ্রবণ কর, ভূতলে দুর্ল্লভ, অতি নির্ম্মল, হরিক্ষেত্রসম শুভকর, অষ্টাধিক শত লিঙ্গযুক্ত ও অষ্টাধিক শত তীর্থ-সম্বলিত বিষ্ণুপুষ্কর নাম এক পুণ্যক্ষেত্র আছে। ঐ স্থান হৃষ্টপুষ্টজনগণে পরিপূর্ণ। তথায় দিব্যকান্তি নরনারীগণ ও বহুবিধ বিদগ্ধ বিদ্বদ্ জন বাস করিয়া থাকেন। ঐ স্থান ধনধান্যে ও চত্বরে (প্রাঙ্গণে) শোভিত, গৃহাদিতে পরিপূর্ণ এবং নানাবিধ মণিরত্ন সুশোভিত। ঐ স্থানে প্রাসাদতুল্য গৃহাদিযুক্ত বিপণি সমূহ এবং জলবিধৌত শুভ্রাকার প্রাসাদসমূহ শোভা পাইতেছে। মন ও চিত্ত যদি পবিত্র বিশুদ্ধ হয়, তবে সকল স্থানই পুণ্যময় ও পবিত্র হয়। যদি মন অশুদ্ধ হয়, তবে তাহা সুরাভাণ্ডের ন্যায় সতত অশুচি (অশুদ্ধ) থাকে।১—৫

যদি মানবগণ পর্ব্বতশীর্ষে বা পর্ব্বত গুহায় বাস, ত্রিদণ্ড ধারণ, ভস্ম মাখান বা লেপন এবং বেদসিদ্ধান্ততত্ত্ব ও পুরাণ পাঠ করে, তথাপি হৃদয় অশুদ্ধ হইলে তাহা নিষ্ফল এবং পরিপন্থী ও প্রতিকূল হয়।৬

১। লিঙ্গৈঃ শতাষ্টকৈর্যুক্তং।

২। তীর্থাষ্টশতসংযুতম্।

৩। গোপুরৈর্যুক্তং।

৪। প্রাকারভূষিতম্।

ন তীর্থানি ন দানানি ন ব্রতানি ন চাশ্রমাঃ।
দুষ্টাশয়ঃ দুষ্টরতিঃ প্রণষ্টো ব্যাধিতো যথা ॥৭
ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য যত্র তত্র বসেন্নরঃ।
তত্র তস্য কুরু ক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করং গয়া ॥৮
ন লঙ্ঘয়েৎ পানধর্ম্মং দেশধর্ম্মং ন লঙ্ঘয়েৎ।
যস্মিন্ পীঠে য আচারঃ স আচারো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥৯
ওড্রে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে পীঠে চ বরবর্ণিনি।
অন্নং ন দূষয়েৎ তত্র ব্রাহ্মণেন চ বৃত্যতা[১] ॥১০
স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং যোনিদোষং পানদোষং[২] ন গণ্যতে।
বিবাহব্যত্যয়স্তত্র পারিবিত্তি র্ন দূষ্যতি।
শয়নঞ্চৈব শেষে[৩] তু স্ত্রীজনসহিতো ভবেৎ ॥১১
জালন্ধরে মহেশানি দূষয়েন্মৎস্যমাংসকম্।
পাদুকায়াং বিশুদ্ধিশ্চ শুভ্রং তক্রঞ্চ গর্হিতম্ ॥১২
পূর্ণসন্ধ্যা সধর্ম্মেন কালধর্ম্মো ন বিদ্যতে।
সর্ব্বেশো যোগিনীপীঠে ধর্ম্মঃ কৈরাতজং মতং[৪] ॥ ১৩

তাহার তীর্থ, দান, ব্রত, আশ্রম, সকলই নিরর্থক ও নষ্ট হয়। দুষ্ট (অশুভ) আশা ও দুষ্ট রতি (আসক্তি) মনুষ্যকে ব্যাধির ন্যায় বিনষ্ট করে।৭

ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করিয়া যেখানে সেখানে বাস করিলেও সেইস্থান তাহার পক্ষে কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ ও গয়াস্বরূপ। পানধর্ম্ম ও দেশধর্ম্ম লঙ্ঘন করিবে না। যেই পীঠে যেরূপ আচার নির্দিষ্ট, সেই পীঠে তাহাই বিধি।৯

হে বরবর্ণিনি! ওড্রক্ষেত্রে ও পুরুষোত্তমে অন্ন ও ব্রাহ্মণের বৃত্যতা, স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট (স্পর্শদোষ), যোনিদোষ, পানদোষ গণনীয় বা ধর্ত্তব্য নহে। বিবাহব্যত্যয় ও পারিবিত্ত অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কনিষ্ঠের বিবাহ দোষের কারণ বলিয়া গণ্য হয় না। স্ত্রীলোকদিগের সন্নিধানে অর্থাৎ অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া কথোপকথন ও শয়নাদি দূষণীয় নহে।১০—১১

হে মহেশানি! জালন্ধরে মৎস্য, মাংস, পদে পাদুকা পরিধান ও শুভ্র তক্র (ঘোল) গর্হিত।১২

পূর্ণাসন্ধ্যা আর কালধর্ম্ম নাই। সর্ব্বেশ যোগিনীপীঠে কিরাত ধর্ম্ম প্রচলিত।১৩

১। শ্লোকোঽয়ং ন দৃশ্যতে পুস্তকান্তরে।

২। যোনিদোষাঃ পানদোষে।

৩। শেষং।

৪। কৈরাতজো মতঃ ইতি চ পাঠ। কিরাত—প্রাচীন বনজাতি বিশেষ। পর্ব-হিমালয়স্থ প্রদেশ বিশেষ—ভুটান, সিকিম ও মণিপুর ইত্যাদি ভূভাগ।

কামরূপেণ সন্ন্যাসস্তথা দীর্ঘং মতং প্রিয়ে।
ন ত্যজেৎ সামিষং দেবি ব্রহ্মচর্য্যমতং[1] ন চ ॥১৪
সংসর্গপাতকেনৈব[2] স্ত্রীধর্ম্মে ধর্ম্মমাশ্রস।
ন শ্মশ্রুদর্শনং স্ত্রীণাং তাম্বূলাশা সদা ভবেৎ ॥১৫
হংসপারাবতং ভক্ষ্যং কূর্ম্মবারাহমেব চ।
কামরূপে পরিত্যাগাদ্দুর্গতিস্তস্য সম্ভবেৎ ॥১৬
হীনাচারস্তু সৌমারে সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী।
তত্র নারী সদা রুদ্ধা তত্র রাজা সুপুণ্যবান্ ॥১৭
কোল্বপীঠে জাতিধর্ম্মান্ স্বজাত্যুক্তেন বর্ত্তয়েৎ।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারেণ স্বরূপং স্বনিরূপকম্ ॥১৮
মহেন্দ্রে[3] চৈব যোগী চ ব্রহ্মজ্ঞানী সুবুদ্ধিমান্।
শ্রীহট্টে পানবিপুলং[4] ন চান্নস্য পরিক্রিয়ঃ ॥১৯
এতৎ সর্ব্বং সমাখ্যাতং যৎপৃষ্টং হি ত্বয়াধুনা।
নাশিষ্যায়[5] ন দাতব্যং দেবব্রাহ্মণনিন্দকে ॥২০

হে দেবি! হে প্রিয়ে কামরূপে দীর্ঘতম সন্ন্যাস। তথায় আমিষ (মাংস) পরিত্যাগ করে না, সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য মতও নাই।১৪

স্ত্রীলোকদিকের ধর্ম্মকর্ম্মে পাতকের সংসর্গ নাই। স্ত্রীলোকগণের পক্ষে শ্মশ্রু দর্শন নাই, তাহারা সততই তাম্বূল চর্ব্বণ করে।

কামরূপে হংস, পারাবত, কূর্ম্ম ও বরাহ ভক্ষ্য। এই সকল তথায় পরিত্যাগ করিলে দুর্গতিপ্রাপ্ত হয়।১৬

সৌমারে নরগণের সংস্কার ও আচার আচরণাদি অতীব কদর্য্য ও জঘন্য। তাহারা সর্ব্বভক্ষী ও সর্ব্ব-বিক্রয়ী; তথায় নারী সর্ব্বদাই নিরুদ্ধ (অবরুদ্ধ অর্থাৎ অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) এবং রাজা সুপুণ্যবান জানিবে।১৭

কোল্বপীঠে স্বজাত্যুক্ত মতে জাতিধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম আচারে তাহারা স্বয়ং নির্দ্ধারিত করিয়া আচরণ করে।১৮

মহেন্দ্রে সুবুদ্ধি (শ্রেষ্ঠবুদ্ধিসম্পন্ন) ব্রহ্মজ্ঞানী যোগী বাস করেন। শ্রীহট্ট পানবহুল, অর্থাৎ লক্ষ্মীর আধিপত্য (সকলের অপেক্ষা অধিক); তথায় অন্ন পরিক্রিয়া নাই, ইহার তাৎপর্য্যার্থ. তথায় অন্নের জন্য কোন প্রকার চিন্তাভাবনা করিবার অবসর নাই, অর্থাৎ অন্নের কোন প্রকার অপ্রাচুর্য্য নাই।১৯

১। ব্রহ্মচর্য্যমতো। ২। সংসর্গাৎ পাতকং নৈব।
৩। মহেন্দ্রে—জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত পর্বতশ্রেণী। পুরাণোক্ত সপ্তদ্বীপের একটি (ভারতবর্ষ উহার অন্তর্গত)।
৪। পানবৈপুল্যং। ৫। নাশিষ্যে চ প্রদাতব্যং।

পিশুনায় ন দাতব্যং[1] দেবভক্তি[2] বিবর্জ্জিতে।
দাতব্যং ভক্তিযুক্তায় স্বধর্ম্মনিরতায় চ ॥২১
নীলৈ রক্তৈস্তথা শুভ্রৈঃ প্রাসাদৈরুপশোভিতম্।
রক্ষিতং শস্ত্রসংঘৈশ্চ পরিখাভিরলঙ্কৃতম্ ॥২২
সিতৈ রক্তৈস্তথা পীতৈঃ কৃষ্ণৈ-ান্যৈশ্চ বর্ণকৈঃ।
ধূম্রৈঃ সমীরণৈধূম্রৈঃ পতাকৈশ্চ স্বলঙ্কৃতম্ ॥২৩
নিত্যোৎসবপ্রমুদিতং নানাবাদিত্রনিঃস্বনম্।
বীণাবেণুমৃদঙ্গৈশ্চ ক্ষেপণীভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ২৪
দেবতায়তনৈর্দ্দিব্যৈঃ প্রাকামোদ্যানমণ্ডিতৈঃ[3]।
পূজাবৈচিত্র্যরচিতৈঃ সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥২৫
স্ত্রিয়স্তত্র প্রমুদিতা দৃশ্যন্তে তনুমধ্যমাঃ।
হারভারার্পিতগ্রীবাঃ[4] পদ্মপত্রায়তেক্ষণাঃ ॥২৬
পীনোন্নতকুচযুগাঃ[5] পূর্ণচন্দ্রসমাননাঃ।
স্থিরালকাঃ সুকপোলাঃ কাঞ্চীনূপুরনাদিতাঃ ॥২৭

হে দেবি! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তৎসমুদায় কীর্ত্তন (গুণাদি বর্ণনা) করিলাম। ইহা ব্রাহ্মণ-নিন্দক, অশিষ্য, খল, বেদভক্তি-বিবর্জ্জিত ব্যক্তিদিগকে কস্মিনকালেও প্রদান করিবে না, কেবল ভক্তিযুক্ত ও স্বধর্ম্মনিরত ব্যক্তিকেই উহা প্রদান করিবে।২০—২১

হে দেবি! নীল, রক্ত ও শুভ্রবর্ণ প্রাসাদমণ্ডলে পরিশোভিত, শাস্ত্রসমূহে পরিরক্ষিত, পরিখালঙ্কৃত। শ্বেত-রক্ত-পীত কৃষ্ণ ধূম্রাদি বিবিধবর্ণবিশিষ্ট পতাকাবলী দ্বারা পরিশোভিত।২২—২৩

বিবিধ বাদিত্র (বাজনা) ধ্বনি নিনাদিত, নিত্যোৎসবে প্রমোদিত (আমোদ-আহ্লাদ বিলাসবহুল জীবন), বীণাবেণু মৃদঙ্গ ক্ষেপণীগণে অলঙ্কৃত, দিব্যদেবায়তনবিশিষ্ট প্রভৃত উদ্যান পরম্পরায় পরিমণ্ডিত, বিবিধ পূজোপকরণে সর্ব্বত্র পরিশোভিত।২৪—২৫

অপুনর্ভব নামে এক মনোহর পুণ্যপ্রদ তীর্থক্ষেত্র আছে। তথাকার স্ত্রীলোকগণ মধ্যমতনুবিশিষ্ট এবং নিয়ত (সদা) প্রমুদিত (আমোদিত ও প্রফুল্ল), ঐ আকর্ণ আয়তলোচনা রমণীগণের গ্রীবাদেশ মনোহর হারাবলী দ্বারা শোভায়মানা, তাহাদের কুচযুগল (স্তনদ্বয়) পীন (স্থূল) ও উন্নত আনন

১। পিশুনে নৈব দাতব্যং। ২। বেদভক্তি। ৩। প্রকৃষ্টোদ্যানমণ্ডিতৈঃ।
৪। হারভারাঙ্কিতগ্রীবাঃ ৫। কুচদ্বন্দ্বাঃ

সুকল্পচারুজঘনাঃ কর্ণান্তায়তলোচনাঃ ।
নানাজলাশয়ৈশ্চান্যৈঃ পদ্মিনীশতমণ্ডিতৈঃ ॥২৮
সরোবরৈর্মনোজ্ঞৈশ্চ প্রসন্নসলিলৈস্তথা ।
কুমুদৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ তথা নীলোৎপলৈঃ শুভৈঃ ॥২৯
কদম্বৈশ্চক্রবাকৈশ্চ তথৈব জলকুক্কুটৈঃ ।
কারণ্ডবোৎকরৈর্হংসৈস্তথা নৈর্জলচারিভিঃ[১] ॥৩০
এবং নানাবিধৈর্বৃক্ষৈঃ পুণ্যৈর্নানাবিধৈ রবৈঃ ।
নানাজলাশয়ৈশ্চান্যৈঃ শোভিতং তৎসমন্বিতম্[২] ॥৩১
আস্তে তত্র স্বয়ং দেবো হয়গ্রীবো জনার্দ্দনঃ ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতশ্চ সরাংসি চ ।
পুষ্করিণ্যস্তড়াগানি বাপ্যঃ কুণ্ডাশ্চ সাগরাঃ ॥৩২
তেভ্যঃ পূর্ব্বং সমাহৃত্য জলানি চ পৃথক্ পৃথক্ ।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় রুদ্রঃ সোমো গণৈঃ সহ ॥৩৩
তীর্থং পুনর্ভবো নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে বরাননে ।
চকার কার্মিভিঃ সার্দ্ধং ততোঽপুনর্ভবং স্মৃতম্ । ৩৪

মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, কপোল মনোহর, অলকাবলী স্থিরতর, জঘনদেশ সুচারু ও সুমনোহর, লোচনযুগল আকর্ণবিস্তৃত। তাহাদের কাঞ্চী (কটিভূষণ, মেখলা) ও নূপুরনিস্বনে নিনাদিত হইয়া ঐ স্থান জনগণের মনোহরণ করিয়া থাকে ।২৬—২৮

ঐস্থান শতশত কমলরাজি পরিশোভিত. প্রসন্ন নির্ম্মল সলিলবিশিষ্ট জলাশয় (সরোবরে) অত্যন্ত মনোহর। ঐ জলাশয়সমূহ কুমুদ, পুণ্ডরীক, নীলোৎপল প্রভৃতি সুশোভন জলজপুষ্পে এবং কদম্ব চক্রবাক জলকুক্কুট (জলমুরগী পানকৌড়ী) কারণ্ডব (বালিহাঁস) হংস প্রভৃতিগণের মনোহর কলকণ্ঠ (মৃদু মধুর অস্ফুট কণ্ঠস্বর) জলচরগণে সমলঙ্কৃত রহিয়াছে ।২৯—৩০

ঐ সকল জলাশয়তটস্থ বিবিধ কলকণ্ঠ-পক্ষিকুল নিনাদিত (শব্দায়মান) নবীন প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিশোভিত বৃক্ষসমূহে এই স্থান অন্যান্য বহুতর জলাশয়ে অলঙ্কৃত রহিয়াছে ।৩১

তথায় স্বয়ং দেব জনার্দ্দন হয়গ্রীব বসতি করিতেছেন। ভূমণ্ডলে যেসব তীর্থ, সরিৎ সরোবর ও পুষ্করিণী, তড়াগ, বাপী, কুণ্ড ও সাগর আছে, তাহাদিগ হইতে পৃথক্ পৃথক্ জল আহরণ করিয়া সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত, সর্ব্ব গণ-সহিত রুদ্র ও সোম এইস্থানে অবস্থিতি করেন ।৩২—৩৩

১। কারণ্ডবোৎকরৈর্হংসৈস্তথৈব স্থলচারিভিঃ ।
২। তৎ সমন্ততঃ ।

অস্মিংশ্চ বিপুলে ক্ষেত্রে মাঘে মাসি মম প্রিয়ে।
যস্তত্র যাত্রাং কুরুতে বিপুলে বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিধিবৎ সরসি স্নাত্বা ততঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥৩৫
দেবানৃষীন্মনুষ্যাংশ্চ পিতৃন্‌ সন্তর্পয়েত্ততঃ।
তিলোদকেন বিধিবন্নামগোত্রবিধানতঃ।
স্নাত্বৈবং বিধিবত্তত্র সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥৩৬
গ্রহোপরাগে বিষুবে সংক্রান্ত্যাময়নে তথা।
যুগাদৌ ষড়শীনাঞ্চ[১] তথান্যে চ শুভে তিথৌ[২] ॥৩৭
যস্তত্র দানং বিপ্রেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ধনাদিকম্‌।
অন্যতীর্থাচ্ছতগুণং ফলন্তু প্রাপ্নুবন্তি বৈ[৩] ॥৩৮
পিণ্ডং তত্র প্রযচ্ছন্তি পিতৃভ্যঃ[৪] সরসস্তটে।
পিতৃণামক্ষয়াং তৃপ্তিং তৎ কুর্ব্বন্তি ন সংশয়ঃ ॥৩৯
ধনুষাষ্টপ্রমাণঞ্চ কুণ্ডমানং প্রকীর্ত্তিতম্‌।
বরাহকাময়োর্মধ্যে তত্তীর্থং সর্ব্বকামদম্‌ ॥৪০

হে বরাননে! সেই অপুনর্ভব তীর্থক্ষেত্রে কাম্য বস্তুর উপভোগ করিয়া বাস করিলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম অপুনর্ভব হইয়াছে।৩৪

হে প্রেয়সি! মাঘমাসে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া যে মানব এই বিপুল (মহৎ) তীর্থক্ষেত্রে যাত্রা করে এবং শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত হইয়াছে।৩৫

সরসীজলে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া দেব, ঋষি, মনুষ্য ও পিতৃগণের তর্পণ এবং যথাশাস্ত্র নাম-গোত্র বিধানে তিলোদকে স্নান করে, সে ছিয়াশী যুগাদি তিথিতে নিঃসন্দেহে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই।৩৬

গ্রহণে, বিষুবে সংক্রমণে, অয়নে, ষড়শীতি যুগাদিতে ও অন্যান্য শুভ তিথিতে যে ব্যক্তি তথায় বিপ্রগণকে ধনাদি দান করে, তবে সে অন্যান্য তীর্থ অপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল লাভ করে সন্দেহ নাই।৩৭—৩৮

যে নর, তথায় সর (হ্রদ, সরোবর) তটে পিতৃগণকে পিণ্ড প্রদান করে, তদ্দ্বারা তাহার পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হয়, সন্দেহ নাই।৩৯

বরাহ ও কামরূপের মধ্যস্থিত সর্ব্বকামপ্রদ সেই কুণ্ডের পরিমাণ অষ্টধনু।৪০

১। ষড়শীত্যাঞ্চ। ২। তথান্যস্মিন্‌ শুভে তিথৌ।
৩। ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ। ৪। স্বপিতৃভ্যঃ সরস্তটে।

পুনর্ন ভবনং যস্মাদপুনর্ভবং ততঃসরঃ।
তত্র স্নাত্বা নরো যাতি ভাস্করস্যালয়ং প্রতি ॥৪১
ন পুনর্জায়তে জন্তুর্যস্মাৎ ত্বয়ি নিমজ্জনাৎ।
অতঃ স্নামি মহাতীর্থ পাপং হর নমোঽস্তু তে।
অনেন স্নানং কুর্য্যাত্তু পশ্যেদ্দেবং ত্রিলোচনম্ ॥৪২
গোকর্ণঞ্চ বিকর্ণঞ্চ যোগীশং সর্ব্বকামদম্ ॥
গোকর্ণং বৃষভাকারং বিকর্ণং পুরুষাকৃতিম্ ॥৪৩
অধস্তাচ্চৈব যোগানাং যোগজ্ঞানং ততঃ পরম্।
উত্তরে চ সরস্তীরে পর্ব্বতে ভদ্রকাশকে ॥৪৪
যা শিলা পৌত্রবিত্তা চ মধ্যে শোণচ্যুতিঃ প্রিয়ে।
পঞ্চধন্বন্তরে যাবদ্ধরবীথীতি ক্ষেত্রকম্[১] ॥৪৫
তস্যাঃ শৈবশিলায়াস্তু স্বভাগে দেবতাত্রয়ম্।
সম্পাদ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা গন্ধৈঃ পুষ্পৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ।
চতুর্দ্দশ্যাঞ্চ মিথুনে মৃতে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥৪৬
ত্রিশূলাভয়হস্তায় জটাভারবিধারিণে।
বৃষধ্বজায় দেবায় গোকর্ণায় নমো নমঃ। ৪৭
যুগরূপায় দেবায় চন্দ্রহস্তায় বিষ্ণবে।
গদাশার্ঙ্গকহস্তায় বিকর্ণায় নমো নমঃ ॥৪৮

উহাতে স্নান করিলে পুনর্জন্ম হয় না বলিয়া উহার নাম অপুনর্ভব। তথায় (তোমার জলে) স্নান করিয়া মানব ভাস্করালয়ে গমন করে।৪১

'হে তীর্থরাজ তোমার জলে অবগাহন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না, এই নিমিত্ত তোমার জলে স্নান করিতেছি। তুমি আমার পাপ অপগত (দূরীভূত) কর।' এই মন্ত্রে স্নান করিয়া ত্রিলোচনদেবকে দর্শন কর্ত্তব্য।৪২

তদনন্তর গোকর্ণ, সর্ব্বকামপ্রদ যোগীশ ও বিকর্ণ। গোকর্ণের আকার বৃষভের ন্যায়, আর বিকর্ণের গঠনাকৃতি পুরুষসদৃশ।৪৩

এখানে যোগীশ সন্দর্শনে যোগীগণের পরম যোগজ্ঞান লাভ হয়। সরসীর উত্তরতীরে ভদ্রকোশ নামক পর্ব্বতোপরি পৌত্রবিত্তা শিলা এবং মধ্যভাগে শোণচ্যুতি শিলা বিদ্যমান। উহার পঞ্চধনু অন্তরে হরবীথি নামে এক বিখ্যাত ক্ষেত্রে আছে। ৪৪—৪৫

সেই শৈবশিলার স্ব স্ব ভাগে ঐ তিনটি দেবতা আছেন। আষাঢ়মাসে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা করিলে মোক্ষ লাভ হয়।৪৬

১। পঞ্চ ধন্বন্তরে যাবৎ ক্ষেত্রং স্যাৎ হরবীথিকম্।

মহেশায় বৃষস্থায় জ্ঞানরূপায় জ্ঞানিনে।
ধর্ম্মজ্ঞায় স্বরূপায় যোগীন্দ্রায় নমোস্তু তে ॥৪৯
অপুনর্ভবপূর্ব্বে তু নবধনুস্তরায় চ[১]।
সপ্তধনুন্তরং যাবৎ কুণ্ডং বারাণসীয়কম্।
তত্র স্নাত্বা মহেশানি মৃতে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥৫০
চৈত্রে কামত্রয়োদশ্যাং মন্ত্রেণানেন যত্নতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স গচ্ছেৎ ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥৫১
সর্ব্বতীর্থেষু যৈঃ স্নানং কৃতং বর্ষশতৈরপি।
সকৃদ্ বারাণসীকুণ্ডে তৎফলং লভতে ক্ষণাৎ ॥৫২
তস্য পূর্ব্বে পঞ্চধনু দৈর্ঘ্যমানেন শাঙ্করি।
মার্কণ্ডেয়হ্রদো নাম তত্র স্নাত্বা ব্রজেচ্ছিবম্ ॥৫৩
উত্তরেণ সরস্তীরে মার্কণ্ডেশ্বর-সংজ্ঞিতম্।
যে বা পশ্যন্তি চ স্নাত্বা কুণ্ডে মাহেশ্বরং ততঃ ॥৫৪
আদিত্যমর্চ্চিতং তত্র দেবদেবং ত্রিলোচনম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিমানবরমাস্থিতঃ ॥৫৫

ত্রিশূল ও অভয় বরদহস্তযুত, জটাভারধারী বৃষধবজ গোকর্ণদেবকে নমস্কার। যুগরূপস্বরূপ চন্দ্রধারণকারী বিষ্ণু এবং গদা ও শার্ঙ্গধনুর্ধারী বিকর্ণদেবকে নমস্কার। জ্ঞানস্বরূপ (যিনি কেবল জ্ঞানের বিষয় এবং যাহাতে সকল জ্ঞান নিহিত আছে, অর্থাৎ যিনি জ্ঞানাধার) বৃষভস্থ সেই মহেশ্বর এবং জ্ঞেয় (যাহাকে জানিতে হইবে), ধর্ম্মের মর্ম্ম ও তত্ত্ববিদ্ ধর্ম্মস্বরূপ যোগীন্দ্রকে নমস্কার। এই মন্ত্রাদি সহ যথাক্রমে প্রণাম সমাপন কর্ত্তব্য। ৪৭—৪৯

অপুনর্ভবের পূর্ব্বভাগে নবধনু অন্তরে, সপ্তধনু পর্য্যন্ত বিস্তৃত বারাণসীয়ক কুন্ড। হে মহেশানি! মানব তথায় স্নান করিলে মৃত্যুর পর তাহার নিশ্চিত মোক্ষলাভ হয়।৫০

চৈত্রমাসের কামত্রয়োদশীতে মন্ত্রপাঠ সহকারে তথায় স্নান করিলে, মানব সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সুনিশ্চিতই ব্রহ্মপদ লাভ করে সন্দেহ নাই।৫১

সর্ব্বতীর্থে শত বৎসর স্নান করিয়া যে ফল হয়, বারাণসীকুণ্ডে একবারমাত্র স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।৫২

হে শঙ্করি! তাহার পঞ্চধনু অন্তরে (ব্যবধানে) মার্কণ্ডেয় হ্রদ, তথায় স্নান করিলে শিবত্ব লাভ হয়। হ্রদে উত্তরতীরে মার্কণ্ডেয় নামে মহেশ্বর আছেন। ঐ সরোবরে স্নান করিয়া দেবদেব ত্রিলোচন ও আদিত্যের অর্চ্চনা করিলে মানব

১। নবধনুস্তরাৎ পরম্।

উদ্গীয়মানো[1] গন্ধর্ব্বৈঃ শিবলোকং ব্রজেত্তু বৈ।
তিষ্ঠতাত্র প্রমুদিতঃ কল্পমেকং বরাননে[2] ॥৫৬
মার্কণ্ডেয়ো মুনিশ্রেষ্ঠ-স্তপস্তেপে মহামতিঃ।
মার্কণ্ডেয়হ্রদো নাম পাপং মম হ্রদো হর ॥৫৭
অনেন মজ্জনং কৃত্বা কুর্য্যান্মুণ্ডস্য মুণ্ডনম্।
শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন উপবাসং সমাচরেৎ ॥৫৮
ততঃ প্রভাতে বিমলে নিত্যং নির্ব্বর্ত্ত্য সাম্প্রতম্।
গোকর্ণস্য বিকর্ণস্য নাতিদূরে মহেশ্বরি ॥৫৯
কুণ্ডং ব্রহ্মসরো নাম একবিংশতিমানতঃ।
তত্র স্নাত্বা শ্রমহরং ন পুনর্ভবমাদিশেৎ ॥৬০
মুক্তয়ে সর্ব্বপাপানাং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
ব্রহ্মকুণ্ড মহাভাগ ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ ॥৬১
স্নাত্বা চানেন মন্ত্রেণ সরসোঽস্যৈব পশ্চিমে।
কৃষ্ণাখ্যশৈলরূপশ্চ বরাহো নাম নামতঃ ॥৬২

সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিমানে গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক উপগীয়মান হইয়া শিবলোকে গমন করে। হে বরাননে! তথায় সহাস্যচিত্তে এক কল্প সময় অবস্থান (বাস) করে।৫৪-৫৬

'মহামুনি মার্কণ্ডেয় প্রথম এই সরসীতরে তপস্যার অনুষ্ঠানাদি আচরণ করেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ মহামুনি মার্কণ্ডেয়স্থানে সাধনাদি করিলে তাঁহার মার্কণ্ডেয়-হ্রদ নাম হয়। হে সরোবর। তুমি আমার হৃদয়াভ্যন্তরস্থ সকল পাপ হরণ (নাশ) কর।'

এই মন্ত্রে মজ্জন করতঃ মস্তক মুণ্ডন করিবে। সেই স্থানে স্বীয় অভীষ্ট-লাভের নিমিত্ত সানুরাগ উদ্যম ও প্রয়াস সহকারে শ্রাদ্ধ এবং উপবাস অবশ্য কর্ত্তব্য।৫৭-৫৮

হে মহেশ্বরি! তদনন্তর বিমল প্রাতঃকালে নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া, গোকর্ণ ও বিকর্ণের নাতিদূরে অবস্থিত একবিংশতি ধনু পরিমিত ব্রহ্মসরোবর নামক এক তীর্থ আছে; সেই কল্মষহর তীর্থে স্নান করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না।৫৯—৬০

সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা সর্ব্বপাপ প্রনাশন ও মুক্তিলাভার্থ প্রথম ইহা নির্ম্মাণ করেন। অতএব, হে মহাভাগ ব্রহ্মকুণ্ড, সরসী! তুমি আমাকে সংসার-

---

১। গীয়মানোঽথ। ২। ব্রজেত্তু।

তং প্রণম্য নরো ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকে প্রমোদতে ॥৬৩
পিশঙ্গরোমাঞ্চিততুঙ্গকায়[১] দংষ্ট্রাগ্রভাগে চ ধরাধরায় ।
নীলাচলাঙ্ককলেবরায়[২] মহাবরাহায় নমো নমস্তে ॥৬৪
গোকর্ণস্য তদৈশান্যাং ইষুক্ষেপত্রয়ান্তরে ।
সদনে পর্ব্বতে রম্যে গত্বা পশ্যেচ্চ শঙ্করম্ ॥৬৫
কেদারাখ্যং মহাদেবং সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্ ।
তং লিংগমব্যয়ং দৃষ্ট্বা শ্রদ্ধয়া সুসমাহিতঃ ॥৬৬
পূজয়িত্বা তু তং ভক্ত্যা গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্ম্মনোহরৈঃ ।
ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্নমস্কারৈস্তথা স্তবৈঃ ॥৬৭
দণ্ডবৎপ্রণিপাতৈশ্চ নৃত্যগীতাদিভিস্তথা ।
সংপূজ্য তং বিধানেন শিবলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥৬৮
মদন সাগরশ্রেষ্ঠ সুখসৌভাগ্যদায়ক ।
আরোহয়ামি শিখরং পাপং হর নমোঽস্তু তে ॥৬৯
পূর্ব্বাশাভিমুখো ভূত্বা গত্বা কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ।
ক্ষণেনৈব সমুদ্ধৃত্য শিবলোকং স গচ্ছতি ॥৭০

সাগরে রক্ষা কর। এই মন্ত্রে তথায় স্নান করিয়া, ঐ সরোবরের পশ্চিমস্থিত কৃষ্ণাখ্যশৈলরূপ বরাহ নামে দেবতা আছেন।৬১—৬২

তাঁহাকে ভক্তিযুক্তহৃদয়ে পূজা করিলে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া আনন্দ লাভ করে।৬৩

অতঃপর যিনি পিঙ্গলবর্ণ রোমরাজিযুক্ত এবং যাঁহার দন্তাগ্রোপরি ভূমণ্ডল বিরাজমান এবং নীলাচল সদৃশ যাঁহার দেহাবয়ব, সেই বরাহদেবকে নমস্কার। এই মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে তাঁহাকে প্রণাম কর্ত্তব্য।৬৪

গোকর্ণের ঈশানকোণে ইষুক্ষেপত্রয় অন্তরে রম্যপর্ব্বতে মন্দিরস্থিত শঙ্কর দর্শন কর্ত্তব্য।৬৫

তিনিই সর্ব্বদেবনমস্কৃত (নমস্য, প্রণম্য), কেদারাখ মহাদেব দর্শন কর্ত্তব্য। সেই অনাদি অনন্ত অব্যয় লিংগ দর্শনের পরে শ্রদ্ধাভক্তি সমাযুক্ত ও একাগ্রচিত্তে সমাহিত হইয়া সানুরাগ হৃদয়ে মনোহর গন্ধপুষ্প, দীপ, নৈবেদ্য, নমস্কার, স্তব, নৃত্য গীত এবং প্রণিপাতাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলে মানব শিবলোক গমন করিয়া থাকে।৬৬—৬৮

হে সাগরশ্রেষ্ঠ মদন! তুমি সর্ব্বসুখ সৌভাগ্য প্রদাতা, তোমার শিখরাগ্রে আরোহণ করিতেছি। তুমি আমার সর্ব্ববিধ পাপ ক্ষয় কর, তোমাকে প্রণাম।৬৯

১। তুলকায়। ২। নীলচলোদ্ভাসিকলেবরায়।

শিবং শুক্লবর্ণং শ্বেতবৃষভারূঢ়ং পদ্মাসনস্থম্ ।
শ্বেতনাগযজ্ঞোপবীতিনং বরদাভয়হস্তম্ ।
সোমসূর্য্যাগ্নিচক্ষুষং জটামুকুটচন্দ্রশেখরম্ ।
সিতভস্মাঙ্গলেপনং অর্দ্ধনারীশ্বরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ।
সদ্যবাম তৎপুরুষে অঘোর ঈশানম্ ।
সদ্যঃ পশ্চিমং ডমরু খড়্গাদিধারিণম্ ।
খড়্গগোক্ষীরয়োর্ব্বর্ণং উত্তরং বামদেবকম্ ।
শঙ্খচক্রধারিণং তপ্তহেমাভবর্ণম্ ।
পূর্ব্বং তৎ পুরুষং গদাপদ্মধরং পরম্ ।
স্বচ্ছসিন্দূরাভং দক্ষিণেঽঘোরং ত্রিশূলম্ ।
কপিলবিটঙ্কদংষ্ট্রং নীলমেঘাঞ্জনোপমম্ ॥৭১
এবং কেদারাখ্যং শিবং ধ্যাত্বা শিবতন্ত্রোক্তেন মার্গেণ ।
পূজয়িত্বা প্রতিপুষ্পাঞ্জলিং গৃহীত্বা প্রতিমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥৭২
নমশ্চন্দ্রার্দ্ধচূড়ায় নমঃ খট্বাঙ্গধারিণে ।
নমোঽস্তু শূলহস্তায় কেদারায় নমো নমঃ ॥৭৩
সর্ব্বলোকেশ্বরং দেবং মোক্ষকারণমব্যয়ম্ ।
নিষ্কলং পরমং দেবং প্রণতোঽস্মি পুরাতনম্ ॥৭৪

এই মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বাভিমুখে প্রদক্ষিণ করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে নিষ্কৃতি ও পরিত্রাণ লাভ করিয়া শিবলোক গমন করিয়া থাকে ।৭০

কেদারাখ্য শিব শুক্লবর্ণ, শ্বেতবৃষভারূঢ়, পদ্মাসনস্থ, শ্বেত নাগযজ্ঞোপবীতী, বরদাভয়হস্ত, সোমসূর্য্যাগ্নিচক্ষুঃ, জটামুকুট চন্দ্রশেখর, শ্বেতভস্মানুলেপন, অর্দ্ধনারীশ্বর, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনেত্র, তৎপুরুষ, বাম, ঈশান, সদ্য, পশ্চিম, শঙ্খচক্রধারী, খড়্গ গোক্ষীরবর্ণ, উত্তর, বামদেব, ডমরু খড়্গাদিধারী, তপ্তহেমাভবর্ণ, পূর্ব্ব, গদাপদ্মধর, পরমস্বচ্ছ, সিন্দূরাভ, দক্ষিণ, অঘোর, ত্রিশূল, কপিল, বিটঙ্কদংষ্ট্র, নীলমেঘাঞ্জনোপম এইরূপে কেদার নামে আখ্যাত শিবের ধ্যান করিয়া শিবতন্ত্রোক্ত মন্ত্র দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া পূজা করিবে ।৭১—৭২

যাঁহার মস্তকোপরি অর্দ্ধচন্দ্র শোভমান, যিনি খট্বাঙ্গধারী, হস্তে ত্রিশূলধারী

১। অস্য শ্লোকস্য পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে ।
সদ্যোজাত-বামদেবতৎপুরুষাঘোরেশানাভিধম্।
পশ্চিমে ডমরুখড়্গাদিধারিণং খড়্গো-
গোক্ষীরয়োর্বর্ণমুত্তরে বামদেবকম্।
শঙ্খচক্রধারিণং তপ্তহেমাভবর্ণং পূর্ব্বে
তৎপুরুষং গদাপদ্মধরং পরং স্বচ্ছ-
সিন্দূরাভং দক্ষিণেঽঘোরং ত্রিশূলধরং
কপিলবিটঙ্কদ্রংষ্ট্রং নীলমেঘাঞ্জনোপমম্॥৭১

সর্ব্বেষামেব গোপ্তারং নমস্তে শম্ভুমব্যয়ম্ ।
শব্দাতীতং গুণাতীতং নমস্তে শম্ভুমব্যয়ম্ ॥৭৫
ইতি প্রসাদনং কৃত্বা কেদারস্য চ পশ্চিমম্ ।
গত্বা ব্রহ্মবটং বৃক্ষমচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ ॥৭৬
কেদারঞ্চ নমস্কৃত্য কল্পবৃক্ষং ততঃ পুনঃ ।
দশজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥৭৭
নমোঽব্যক্তস্বরূপায় মহামলয়বাসিনে ।
মহেন্দ্রস্যোপরিষ্ঠায় ন্যগ্রোধায় নমো নমঃ ॥৭৮
কেদারস্য চ কৌবেরে ইষুক্ষেপত্রয়ান্তরে ।
পৌষ্পকে নগরে ক্ষেত্রে কমলাক্ষহরং ভজেৎ ॥৭৯
সংসারসাগরে মগ্নং পাপগ্রস্তমচেতনম্ ।
ত্রাহি মাং ভগনেত্রঘ্ন ত্রিপুরারে নমোঽস্তু তে ॥৮০
নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ ।
ত্রিপুরারে নমোঽস্তু কমলেশ নমোঽস্তু তে ॥৮১
দক্ষিণে কল্পবৃক্ষস্য ইক্ষুক্ষেপান্তরে প্রিয়ে ।
ছত্রাকারো গিরির্যোঽসৌ স গিরিঃ পারিপাত্রকঃ[১] ॥
তস্যারোহণমাত্রেণ ন পুনর্জায়তে ভুবি ॥৮২

কেদার নামধেয় শিবকে নমস্কার। এই মন্ত্রে প্রণামপূর্ব্বক সর্ব্বলোকেশ্বর, দেব, মোক্ষকারণ, অব্যয়, নিষ্কল পরম পুরাতন দেবকে আমি প্রণাম করি।৭৩—৭৪

অখিলের রক্ষাকর্ত্তা অব্যয় শম্ভুকে নমস্কার। শব্দাতীত গুণাতীত অব্যয় শম্ভুকে নমস্কার।৭৫

এইপ্রকার স্তব ও স্তুতি প্রণাম দ্বারা তাঁহার প্রসাদন (তুষ্টিসাধন) করিবে। তদনন্তর কেদারের পশ্চিমদিকে ব্রহ্মবট বৃক্ষের নিকট গমন করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ (নির্দ্দোষ সমাপ্তি) কর্ত্তব্য।৭৬

এইরূপে কেদার ও কল্পবৃক্ষকে নমস্কার করিলে দশজন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।৭৭

অব্যক্ত স্বরূপবান্ মহামলয়াচলোপরি (মহামলয় পর্ব্বতোপরি) অবস্থিত ন্যগ্রোধ (বটবৃক্ষ), আমি তোমাকে প্রণাম করি। এই মন্ত্রে বটবৃক্ষকে নমস্কার করিবে।৭৮

কেদারের উত্তরদিকে তিন ইষুক্ষেপ ব্যবধানে পৌষ্পক নগরক্ষেত্রে কমলাক্ষ মহাদেবকে আরাধনা করিবে।৭৯

১। পারিযাত্রকঃ।

অষ্টষষ্টিষু শৈলেষু মধ্যে উন্নতকো[1] গিরিঃ।
মন্দরাখ্যন্তু তং শৈলং গত্বা তত্র সমাহিতঃ ॥৮৩
পূর্ব্বভাগে চ শৈলস্য স্থিতো মধুরিপুহরিঃ।
দর্শনাত্তস্য দেবস্য কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥৮৪
কেদারমুদকং পীত্বা কামধেনুং স্পৃশেদ্ যদি।
পূজয়েৎ কেশবং ভক্ত্যা ন ভূয়ো জায়তে ক্বচিৎ ॥৮৫
অনুত্তমোত্তমং ক্ষেত্রং শৈলং মন্দারকং প্রিয়ে।
ককুদেশ্বরং হরং দৃষ্ট্বা স যাতি পরমাং গতিম্ ॥৮৬
ব্রহ্মেশ্বরশ্চ তত্রৈব হোমমধ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
ব্রহ্মেশ্বরং নমস্কৃত্য ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ ॥৮৭
ভাবভূতেশ্বরং দৃষ্ট্বা কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্।
মুচ্যতে পাপসংঘৈশ্চ শিবলোকে মহীয়তে ॥৮৮
সংপূজয়েচ্ছিবং যস্তু মন্দারে ক্ষেত্রপর্ব্বতে।
জন্মার্জ্জিতস্য পাপস্য[2] দর্শনাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্ ॥৮৯

হে ত্রিপুরারি! পাপগ্রহ প্রভাবে অভিভূত ও দমিত, সংসারসাগরে নিমগ্ন, রোগ, শোক, মোহান্ধকারাচ্ছন্নতা নিবন্ধন অচেতন আমাকে রক্ষা কর। হে শান্ত জ্ঞানমূর্তি শিব! তুমি সর্ব্বপাপ বিনাশকারী। হে ত্রিপুরারি, হে কমলেশ্বর! আমি তোমাকে প্রণাম করি। এই মন্ত্রে তাঁহার পূজা ও প্রণাম কর্ত্তব্য। অনন্তর কল্পবৃক্ষের দক্ষিণে ইক্ষুক্ষেপদ্বয় অন্তরে ছত্রাকার গরি ও পরিপাত্রক গিরি, অষ্টষষ্টি শৈলমধ্যে অধিক উচ্চ—তাহাতে আরোহণ করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।৮০—৮২

তদনন্তর মন্দরাখ্য শৈলে গমনপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া পূর্ব্বভাগস্থিত মধুরিপু হরিকে দর্শন করিলে শতকুল উদ্ধার হয়।৮৩—৮৪

কেদারোদক পান, কামধেনু স্পর্শ ও ভক্তিপূর্ব্বক কেশবের পূজা করিলে ভূমণ্ডলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।৮৫

হে প্রিয়ে! মন্দারক শৈল অত্যুত্তম ক্ষেত্র তথায় ককুদেশ্বর হরকে (শিবকে) দর্শন করিলে পরমগতি প্রাপ্ত হয়।৮৬

সেইস্থানেই ব্রহ্মেশ্বর হোমমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ব্রহ্মেশ্বরকে নমস্কার করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।৮৭

পুনঃ ভাবভূতেশ্বরদেবকে দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া শিবলোকে গমনপূর্ব্বক পূজা প্রাপ্ত হয়।৮৮

যে নর মন্দারে ও ক্ষেত্রপর্ব্বতে শিবপূজা করে, তাহার দর্শনমাত্রেই জন্মার্জ্জিত পাপসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।৮৯

১। হৃত্যুন্নতো। ২। তস্য জন্মার্জ্জিতং পাপং।

প্রয়াগে সঙ্গমে স্নাত্বা যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তৎ ফলং লভতে চাগ্র্যং সহস্রগুণমেব হি ॥৯০
ধর্ম্মেশ্বরস্য দেবস্য কূপস্তিষ্ঠতি চাগ্রতঃ।
তত্র স্নানেন দেবেশি পিণ্ডনির্ব্বপণেন চ।
গোসহস্রফলং সম্যক্ লভতে চ বরাননে ॥৯১
পারিপাত্রস্যোত্তরতো ধনুর্ব্বিংশান্তরে প্রিয়ে।
কপিলস্যাশ্রমে রম্যে সংপশ্যেৎ কপিলেশ্বরম্ ॥৯২
তং সংপূজ্য নরো ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।
পারিপাত্রে[১] স্থিতং দেবং সর্ব্বাঘভয়নাশনম্।
তেষাং কিঞ্চিদ্ভয়ং নাস্তি ঘোরে সংসারসাগরে ॥৯৩
পিশাচমোচনং নাম তীর্থং তস্য চ পূর্ব্বতঃ।
ধনুরেকাদশান্তে চ তত্রৈব[২] কালভৈরবঃ ॥৯৪
কৃষ্ণং গৌরং বৃষাকারং[৩] পূর্ব্বভাগে গতং[৪] প্রিয়ে।
পিশাচমোচনে তীর্থে পূজয়ামাস শূলিনম্ ॥৯৫
ইত্থং দেবস্য তল্লিঙ্গং কপর্দ্দীশ্বরমুত্তমম্।
পূজনীয়ং প্রযত্নেন স্তোতব্যং বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥৯৬
ব্যাঘ্রেশ্বরস্য দেবস্য দক্ষিণে বরবর্ণিনি।
স্বয়ম্ভুস্তত্র লিঙ্গং বৈ দেবানামপি দুর্লভম্।

মানবগণ প্রয়াগসঙ্গমে স্নান করিয়া যে ফল লাভ করে তথায় অগ্রভাগে ধর্ম্মেশ্বরের যে কূপ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতে স্নান ও পিণ্ড নির্বাপণ (পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ড জলাদি দান) করিলে গোসহস্রের (সহস্র গো-দানের) সমান ফল লাভ হয়।৯০—৯১

হে বরাননে! পরিপাত্রের উত্তরে বিংশতিধনু অন্তরে, মনোহর কপিলাশ্রমে কপিলেশ্বর শিব দর্শনান্তে ও ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করিলে বিষ্ণুলোকে পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরিপাত্রস্থিত সর্বপাপবিনাশন দেবকে দর্শন করিলে তাহাদের ঘোরসংসারসাগরেও কিছুমাত্র ভয় থাকে না।৯২—৯৩

তাহার পূর্ব্বদিকে একাদশ ধনু অন্তরে পিশাচমোচন নামক তীর্থ; তথায় কালভৈরব অবস্থিত আছেন।৯৪

এই পিশাচমোচন তীর্থের পূর্ব্বভাগস্থিত বৃষভাকৃতি কৃষ্ণ গৌর শূলী মহাদেবের পূজা কর্ত্তব্য।৯৫

তদনন্তর তাঁহার কপর্দ্দীশ্বর নামক উত্তম লিঙ্গ যত্নপূর্ব্বক স্তব দ্বারা পূজনীয়।৯৬

হে বরবর্ণিনি! ব্যাঘ্রেশ্বরের দক্ষিণস্থিত দেবদুর্লভ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ পূর্ব্বমুখে

১। পারিযাত্রে ২। তত্রাস্তে ৩। কৃষ্ণং গৌরবৃষাকারং
৪। পূর্ব্বভাগগতং।

পূর্ব্বমুখন্তু তং লিঙ্গং[১] শ্রেষ্ঠস্থানমুদাহৃতম্ ।
কৃত্তিবাসেশ্বরং প্রাপ্য সংসারে বিগতজ্বরঃ ॥৯৭
সংসারভয়নির্ম্মুক্তাঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতাঃ ।
সুখেন মুক্তিমায়ান্তি যথার্হন্তি[২] যতস্তথা ॥৯৮
ব্যাঘ্রেশ্বরস্য চৈশান্যে ধনুর্দশপ্রমাণতঃ ।
কৃত্তিবাসেশ্বরং প্রাপ্তং লিঙ্গযোনিপ্রতিষ্ঠিতম্ ।
কৃত্তিবাসেশ্বরো দেবো দ্রষ্টব্যশ্চ[৩] পুনঃ পুনঃ ॥৯৯
যদীচ্ছেত্তারকং জ্ঞানং শাশ্বতং চামৃতং পদম্ ।
এতৎ সর্ব্বৈশ্চ কর্ত্তব্যং যদীচ্ছেৎ পরমাত্মনঃ ॥১০০
মদলাচলস্যেশানে ইক্ষুক্ষেপত্রয়ান্তরে ।
বাণেশ্বরস্তু বিখ্যাতঃ সপ্তপাতালভেদকঃ ॥১০১
বৎসরং তত্তু লিঙ্গানাং সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমম্ ।
তৎ প্রণম্য নরো ভক্ত্যা বৎসরান্মুচ্যতে পরম্ ॥১০২
তস্য দেবস্য বায়ব্যে নানাবর্ণেন[৪] যা শিলা ।
গরুড়াখ্যং মহালিঙ্গং পূজয়েদ্ গরুড়ং নরঃ ॥১০৩

প্রতিষ্ঠিত আছেন। এইস্থান শ্রেষ্ঠতর জানিবে। কৃত্তিবাসেশ্বরদেবকে দর্শন করিলে সংসারজ্বর অর্থাৎ ত্রিতাপ জ্বালা যন্ত্রণা বিদূরিত হয়।৯৭

সংসারভয় ও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সুখে যথাযোগ্য মুক্তিলাভ করে।৯৮

ব্যাঘ্রেশ্বরের ঈশানকোণে দশধনু পরিমিত কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গযোনি প্রতিষ্ঠিত আছে। মানবগণ যদি আত্মার তারণকারণ শাশ্বত অমৃতপদস্বরূপ জ্ঞানের কামনা করে, তবে কৃত্তিবাসেশ্বরদেবকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে হইবে। এই সকল কার্য্য সকলেরই করণীয়।৯৯—১০০

মদলাচলের ঈশানকোণে তিন ইক্ষুক্ষেপ অন্তরে সপ্তপাতালভেদক বিখ্যাত বাণেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।১০১

এই বৎসরকলিঙ্গ সকল উত্তমের উত্তম। এই বাণেশ্বরদেবকে প্রণাম ও পূজা করিলে মানুষ এক বৎসর মধ্যে মুক্ত হয়।১০২

সেই দেবের বায়ুকোণে নানাবর্ণের যে শিলা আছে, উহাই গরুড়াখ্য মহালিঙ্গ; নরগণ গরুড়দেবের পূজা করিবে। সেই দেবের দর্শন করিলে শত গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়।১০৩—১০৪

১। লিঙ্গং পূর্ব্বমুখং তত্তু ২। যথার্হন্তে
৩। কৃত্তিবাসেশ্বরং দেবং দৃষ্ট্বা চৈব। ৪। নানাবর্ণা তু।

দর্শনাত্তস্য দেবস্য গোশতস্য ফলং লভেৎ ॥১০৪
নমস্তে পক্ষিরাজেন্দ্র বাসুদেবহিতে রত।
অনুজ্ঞাং দেহি পক্ষীশ ত্বমেতদ্দর্শনং প্রতি ॥১০৫
প্রণিপত্য পঠেন্মন্ত্রং পশ্চিমস্যান্তরে মহৎ।
বিষ্ণোরায়তনং প্রাপ্য নরঃ শিবজলে শুভে।
স্নাত্বা চ মুণ্ডনং কৃত্বা ধ্যাত্বা বিষ্ণুং ক্ষপেন্নিশাম্ ॥১০৬
ততঃ প্রভাতে দেবেশি মণিকূটস্য উত্তরে।
বল্লভাখ্যা নদী পুণ্যা সর্ব্বপাপপ্রমোচনী ॥১০৭
তত্র স্নাত্বা চতুর্দ্দশ্যাং মাঘে বা ফাল্গুনেঽথ বা।
বল্লভায়াঞ্চ দেবেশি মহাপাতকনাশনম্ ।১০৮
বল্লভায়াং নরঃ স্নাত্বা নীলকণ্ঠস্য দর্শনাৎ।
ন স্পৃশতীহ পাপানি সপ্তজন্মকৃতান্যপি ।১০৯
ভস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা সাদরমাধবম্।
যত্র তত্র স্থিতো বাপি সংসারে ন পুনর্বিশেৎ ॥১১০
সংসারে সর্ব্বতস্তস্য গঙ্গা ত্বায়তনং ভবেৎ ॥১১১
বরাহবিবরং দৃষ্ট্বা নরব্রজ্যা মহানদী।
অশোকমলসঞ্জাতা কোলদণ্ডবিনিঃসৃতা ॥১১২

ভগবান বাসুদেব বিষ্ণুর হিতকারী হে পক্ষীরাজ! তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তুমি আমাকে অনুমতি প্রদান কর। এই মন্ত্র পাঠ ও প্রণাম শেষে পশ্চিমদিকে বিষ্ণুর আয়তনে পক্ষীরাজকে ও বিষ্ণুকে দর্শন করিবার জন্য যাইয়া স্নানান্তে মস্তক মুণ্ডন করতঃ বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া রাত্রি যাপন করিবে। ১০৫—১০৬

হে দেবেশি! তদনন্তর প্রভাতকালে মণিকূটের উত্তরভাগে সর্ব্বপাপ-প্রমোচনী (মুক্তিকারক) বল্লভা নদী প্রবাহিতা ।১০৭

সেই পবিত্র নদীতে মাঘ ও ফাল্গুন মাসের চতুর্দ্দশীতে স্নান করিলে মহাপাতক নাশ হয় ।১০৮

বল্লভা নদীতে স্নান করিয়া নীলকণ্ঠের দর্শনের ফলে মানব সপ্ত জন্মকৃত পাপ স্পর্শ করে না ।১০৯

সেই তীর্থে স্নান করিয়া সাদর মাধবকে দর্শন করিলে যে যেখানেই থাকুক না কেন তাহাকে আর সংসারে প্রবেশ করিতে হয় না ।১১০

সংসারের সকল স্থানই তাহার নিকট গংগায়তন (গঙ্গাতট বা দেবলোক) স্বরূপ হয় ।১১১

নন্দিনী পঙ্কজা চৈব নদী মধুমতী পরা।
মণিকূটে চ সংযাতা তস্য তত্রাধিকং ফলম্ ।।১১৩
নমোঽস্তু তে পুণ্যজলে নমঃ সাগরগামিনি।
নমস্তে পাপবিমলে নমো দেবি শিবপ্রদে ।।১১৪
অপুনর্ভবজলে স্নাত্বা বিশেদ্গোকর্ণমীশ্বরম্।
স্বর্গদ্বারঞ্চ তত্রৈব ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ।।১১৫
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রঃ সর্ব্বদেবৈর্নিরূপিতঃ।
স্বর্গদ্বারং মহাপুণ্যং সমারোহেৎ সুদুর্ল্লভম্ ।।১১৬
দশলক্ষণযুক্তায় চতুষ্পাদায় চারবে।
অর্ঘ্যং দদামি ধর্ম্মায় স্বর্গদ্বারনিবাসিনে ।।১১৭
তত্র গত্বা যুগ্মহস্তং নমস্কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
হ্রদে বারাণসীয়ে চ মার্কণ্ডেয়সরে তথা।
স্নাত্বা কামেশ্বরং দৃষ্ট্বা কল্পবৃক্ষং নমেত্ততঃ ।।১১৮
স্নাত্বা পশ্চাদ্দুর্ল্লভায়াং ততো হরিগৃহং ব্রজেৎ।
যোঽর্চ্চাং তীর্থে চ বিধিবৎ করোতি নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ।।১১৯

অতঃপর বরাহবিবর দর্শন করিবে। তদনন্তর মহানদী নরব্রজ, অশোকমল-সঞ্জাতা যাহা কোলদণ্ড হইতে বিনির্গত হইয়াছে।১১২

তদনন্তর নন্দিনী পঙ্কজা ও পরমোৎকৃষ্টা মধুমতী নদী—এই নদী মণিকূট হইতে উৎপন্না; ইহাতে স্নান করিলে অধিকতর ফল লাভ হয়।১১৩

হে পুণ্যতোয়শালিনি! তোমার গতি সাগরাবধি। তুমি পাপনাশকারিণী কল্যাণদায়িনী। এই কারণে তোমাকে প্রণাম। —এই মন্ত্রে অপুনর্ভব সলিলে স্নান করিয়া ঈশ্বর গোকর্ণে প্রবেশ করিবে।১১৪—১১৫

সেই স্থানেই স্বর্গদ্বার। তাহা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রাদি সকল দেবগণ নিরূপণ (নির্ণয়) করিয়াছেন। সেই মহাপবিত্র সুদুর্লভ স্বর্গদ্বারে আরোহণ অবশ্য কর্ত্তব্য।১১৬

এখানে দশলক্ষণযুক্ত চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বিগ্রহবান, অর্থাৎ যাহাতে এই সকল শুদ্ধ তত্ত্বলক্ষণ প্রকাশমান সেই ধর্মতত্ত্বের নিমিত্ত স্বর্গদ্বারনিবাসী ধর্ম্মকে আমি এই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি। ১১৭

—এই মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করিবে। তদনন্তর, বারাণসীর হ্রদে ও মার্কণ্ডেয় সরোবরে স্নান করিয়া কামেশ্বর দর্শনপূর্ব্বক কল্পবৃক্ষে প্রণাম পূর্ব্বক তৎপরে দুর্লভায় স্নান করিয়া হরিগৃহে গমন করিবে।

মণিকূটস্য পূর্ব্বে তু নাতিদূরে মহেশ্বরি।
বিষ্ণুপুষ্করকং নাম সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং জলম্ ॥১২০
তত্র স্নাত্বা বরারোহে বিপুলাং লভতে শ্রিয়ম্।
পুষ্করাকারমাস্থায় স্থিতোঽসৌ বসুধাতলে ॥১২১
মর্ত্ত্যলোকহিতার্থায় পাপং মে হর পুষ্কর।
স্নাত্বা চানেন মন্ত্রেণ বারুণং তত্র সংজপেৎ ॥১২২
দদ্যাদর্ঘ্যঞ্চ বিধিবদারোহেদপি কূটকম্।
মণিকূটাচলে বিষ্ণুর্হয়গ্রীবস্বরূপধৃক্।
শতবাহুপ্রমাণঞ্চ অচলোঽষ্টকসহস্রকম্।
মন্ত্রেণারোহয়েদ্দেবি পীতপুষ্পেণ পূজয়েৎ ॥১২৩
ততঃ স বিষ্ণুদেহঞ্চ দ্বারিকঞ্চ[১] প্রসাদয়েৎ ॥১২৪
দণ্ডহস্ত মহাবাহো কালদৈত্যনিষূদন।
দ্বারপাল নমস্তেঽস্তু কপাটং[২] দেহি মে সদা ॥১২৫

যে মানব নিয়তেন্দ্রিয় (নিয়ত বশীভূত বা সংযত ইন্দ্রিয় যাহার, সংজিতেন্দ্রিয়) হইয়া এই তীর্থে পূজার্চ্চনা করে, সে একবিংশতিকুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে প্রাপ্ত হয়।১১৮—১১৯

হে মহেশ্বরি! মণিকূটের পূর্ব্বে অনতিদূরে বিষ্ণুপুষ্কর নামে সর্ব্বতীর্থ-বারি পরিপূরিত এক তীর্থ আছে।১২০

হে বরারোহে! তথায় স্নান করিলে বিপুল (মহৎ) শ্রী লাভ হয় এবং এই পদ্মতুল্য রূপ ধারণ করিয়া অবনীমণ্ডলে অবস্থান করে।১২১

হে পুষ্করতীর্থ! মর্ত্তলোকবাসীগণের কল্যাণের নিমিত্ত আমার পাপ হরণ কর। এই মন্ত্রে স্নান করিবার পর বারুণ মন্ত্র জপ করিয়া শাস্ত্রোক্তবিধানে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া কূটারোহণ করিবে। বিষ্ণু মণিকূটাচলে হয়গ্রীবরূপধারী হইয়া অবস্থিত আছেন। তথায় শতবাহুপ্রমাণ অষ্টসহস্র অচল (পর্ব্বত) আছে; মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাতে আরোহণ করিয়া পীত পুষ্প (হলুদবর্ণ পুষ্প দ্বারা পূজা কর্ত্তব্য।১২২—১২৩

তদনন্তর সেই ব্যক্তি বিষ্ণুদেহ দ্বারিকের (দ্বারপাল) প্রসাদন (প্রসন্নকরণ, তুষ্টিসাধন) করিবে।১২৪

হে দণ্ডহস্ত মহাবাহো! কালদৈত্যনিসূদন দ্বারপাল! আমি তোমাকে নমস্কার করি, তুমি আমাকে দ্বার প্রদান কর।১২৫

১। বিষ্ণুদেহং দ্বারিকং তত্র।   ২। প্রবেশং।

পীতঞ্চ দ্বিভুজং শান্তং মণিকুণ্ডলমণ্ডিতম্ ।
চক্রবাণধরং শুক্লং সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতম্ ॥১২৬
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং মণিশৈলং ত্রিলোচনম্ ।
ধ্যাত্বা তৎপীঠকে মন্ত্রমারোহেৎ শিখরং তদা ॥১২৭
মণিকূট গিরিশ্রেষ্ঠ পীতবর্ণ ত্রিলোচন ।
ত্বদাদ্যারোহণং কৃত্বা দ্রক্ষ্যামি ভবনন্তথা ॥১২৮
তং পূর্ব্বাভিমুখেনৈব উত্তরাভিমুখেন বা ।
আরোহেন্মণিশৈলঞ্চ বর্জ্জয়েদন্যদিম্মুখম্ ॥১২৯
গত্বা বিন্ধ্যাচলং পশ্চাৎ কৃত্বা তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্ ।
প্রবিশ্য সংযতো ভূত্বা ধৌতবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
মূলেন স্নাপয়েদ্দেবং সৌগন্ধিকজলৈঃ শুভৈঃ ॥১৩০
কর্পূরবাসিতৈঃ স্নিগ্ধৈঃ সুগন্ধিকুসুমাদিভিঃ ।
চন্দনাগুরুপদ্মানি যানি কাম্যানি কানিচিৎ ।
কৃত্যানি কুণ্ডমালিখ্য তজ্জলে স্নানমাচরেৎ ।১৩১
সিতামলজলৈশ্চৈব তোয়ৈঃ কোষ্ণোদকেন চ ।
উষ্ণেন বারিণা চৈব ক্রমাৎ পঞ্চামৃতেন চ ॥১৩২
ত্রিসিতেন ত্রিগন্ধেন ত্রিজলেন মম প্রিয়ে ।
প্রীত্যর্থং তস্য দেবস্য স্নানং দেবি সমাচরেৎ ॥১৩৩

পীতবর্ণ, দ্বিভুজ, শান্তমণিকুণ্ডলমণ্ডিত, চক্র-বাণধর, শুক্ল, সর্ব্বদিক পরিবেষ্টিত, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন মণিশৈল ত্রিলোচনকে ধ্যান করিয়া উহার পীঠে 'হে পীতবর্ণ ত্রিনয়ন গিরিশ্রেষ্ঠ মণিকূট আমি অদ্য এখন তোমার শিখরোপরি আরোহণ পূর্ব্বক সমস্ত মন্দির দর্শন করিতেছি।' এই মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শিখরোপরি আরোহণ করিবে।১২৬—১২৮

পূর্ব্বাভিমুখী বা উত্তরাভিমুখী হইয়া (অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে বা উত্তরদিকে মুখ করিয়া) মণিশৈলারোহণ কর্ত্তব্য ; অপরাভিমুখে আরোহণ পরিহার করিবে।১২৯

তদনন্তর বিন্ধ্যাচলে গমনপূর্ব্বক বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিবে। তৎপর ধৌত (প্রক্ষালিত) বস্ত্রাদি পরিহিত, জিতেন্দ্রিয় ও সংযতচিত্ত হইয়া, মূলমন্ত্র দ্বারা কর্পূরাবাসিত সুগন্ধিত জলে দেবতার স্নান করাইয়া চন্দন অগুরু পদ্মাদি দ্বারা কাম্যকার্য সমাপন পূর্ব্বক কুণ্ড লিখিয়া সেই জলে স্নানাচরণ করাইবে।১৩০—১৩১

শুভ্র নির্ম্মল পরিস্রোদক ঈষদুষ্ণতোয়ে, উষ্ণ জল ও পঞ্চামৃতে, ত্রিসিত, ত্রিগন্ধ, ত্রিজলে স্নান করাইবে। হে প্রিয়ে! ইহাতে দেবতা অত্যন্ত প্রীত ও

ত্রিসিতং চন্দনং পদ্মং উশীরং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
নিত্যং মলয়জং মর্ত্ত্যং ত্রিগন্ধং সুমনোহরম্ ॥১৩৪
তীর্থোদকং গন্ধতোয়ং[১] কর্পূরস্যোদকন্তথা ।
ত্রিজলঞ্চ মহেশানি স্নাপয়েদন্তরান্তরে । ১৩৫
স্নাপয়িত্বা যথোক্তেন তথা স্নানং সমাচরেৎ ।
অর্ধস্নানং ততঃ কুর্য্যাদ্বিধিজ্ঞঃ পরমেশ্বরি ॥১৩৬
অষ্টোত্তরসহস্রৈস্তু সুবর্ণঘটিতৈর্ঘটৈঃ ।
তণ্ডুলৈঃ স্নাপনং কুর্য্যাৎ কর্পূরাদিবিমিশ্রিতম্ ॥১৩৭
অশক্তস্তু শতং কুর্য্যাদ্দশধা সুরসুন্দরি ।
তাম্রৈর্বা রজতৈর্বাপি অথবা সতি সম্ভবে ।
মার্ত্তিকৈর্বা ঘটৈঃ স্নানমশক্তস্তু সমাচরেৎ ॥১৩৮
স্নানাৎ পূর্ব্বং মহেশানি তীর্থং গত্বা মহেশ্বরি ।
তস্মাচ্চ জলমাহৃত্য কুম্ভে কৃত্বা বিধানবিৎ ॥১৩৯
গন্ধং পুষ্পং ততো দত্ত্বা পুনর্মন্ত্রং জপেত্ততঃ ।
অমৃতীকরণং কুর্য্যান্মুদ্রাং তত্র চ দর্শয়েৎ ॥১৪০

প্রসন্ন হয়েন। চন্দন, পদ্ম ও উষীর, (খস্‌খস, বেনার মূল) এই তিনটির সংমিশ্রণের নাম ত্রিসিত। নিত্যগন্ধ, মলয়জ গন্ধ ও মর্ত্ত্যগন্ধ, ইহাদের মিশ্রিত নাম ত্রিগন্ধ। ১৩২—১৩৪

তীর্থোদক, গন্ধতোয় ও কর্পূরোদক, ইহাদের সম্মিলিত জলই ত্রিজল। এই তিনের দ্বারাই পরে পরে স্নান করাইবে।১৩৫

এইরূপে যথোক্ত ক্রমে স্নান করাইয়া স্নানাচরণ করিবে। হে পরমেশ্বরি! শাস্ত্রোক্ত ক্রম বিধান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা পারঙ্গম ব্যক্তি তৎপরেই অর্ধস্নান করাইবে।১৩৬

তদনন্তর স্বর্ণ নির্মিত ঘটদ্বারা অষ্টোত্তরসহস্র তণ্ডুল সহিত কর্পূরাদি মিশ্রিত জল দ্বারা স্নান করাইবে।১৩৭

অসমর্থ ব্যক্তি দশবার স্নান করাইবে। যে ব্যক্তি ঘটে স্নান করাইতে অপারগ, তাম্র অথবা রৌপ্য নির্ম্মিত ঘটে—তাহাও অসম্ভব হইলে—মৃত্তিকা নির্মিত ঘটেও স্নান করাইতে পারে।১৩৮

হে মহেশানি! স্নানের পূর্ব্বে তীর্থে গমন করিয়া উহার জল আনয়ন-পূর্ব্বক কুম্ভস্থ করিয়া গন্ধপুষ্পাদি প্রদানের পরে শাস্ত্রবিহিত বিধানে মন্ত্র জপ করিয়া অমৃতীকরণ ও মুদ্রা প্রদর্শন করিবে।১৩৯—১৪০

১। গাঙ্গতোয়ং।

ষড়ঙ্গং বিন্যসেত্তত্র অবগুণ্ঠ্য ততোঽর্চ্চয়েৎ।
মহোৎসবং ততঃ কৃত্বা স্নানার্থং দেবদক্ষিণে।
স্থাপয়েৎ স্নানশেষে তু দেববুধ্যা ক্ষিপেত্তনৌ ॥১৪১
উদ্বর্ত্তনং[১] প্রতিদিনং কর্ত্তব্যঞ্চ দিনান্তরে।
দিনত্রয়ান্তরে বাপি সর্ব্বকালে বিশেষতঃ ॥১৪২
তিলোদ্ভবেন তৈলেন সুগন্ধেন মম প্রিয়ে।
ফলেন চ পলার্দ্ধেন তদর্দ্ধেনাপি যত্নতঃ।
স্নেহৈর্ব্বা রজনীভিশ্চ তণ্ডুলোদ্বর্ত্তনাদিভিঃ।
সংস্থাপ্য দেবদেবেশং বিল্বপত্রেণ শাঙ্করি ॥১৪৩
সংঘৃষ্টগাত্রং পত্রৈর্ব্বা অপামার্গস্য মূলকৈঃ।
গুচ্ছকৈ র্নলপুষ্পস্য কূর্চ্চং কুর্য্যান্মহেশ্বরি ॥১৪৪
কুশেন চামরেণাথ গোবালেন বিশেষতঃ।
উশীরং কূর্চ্চকং দত্ত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৪৫
দত্ত্বা গোবালকং কূর্চ্চং সর্ব্বান্ পাপান্ ব্যপোহতি।
দত্ত্বা চ চামরং কূর্চ্চং শ্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥১৪৬

পরে ষড়ঙ্গবিন্যাস ও অবগুণ্ঠন (আবেষ্টন) প্রদানপূর্ব্বক পূজান্তে মহোৎসব করিয়া স্নানার্থ দেবতার দক্ষিণে রাখিয়া তাহার পরেই স্নান করাইবে। স্নানের পর দেবতার শরীরে জল নিক্ষেপ কর্ত্তব্য।১৪১

প্রতিদিন দিনান্তরে উদ্বর্ত্তন (হরিদ্রা, তিল, চন্দনগুড়া প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যাদি বিলেপন, গাত্রমার্জ্জন সুগন্ধি তৈল ও চন্দনাদি দ্বারা গাত্রশোধন, মার্জ্জন, ঘর্ষণ, স্নেহজাতীয় দ্রব্যাদি লেপন) কর্ত্তব্য, বিশেষত সর্ব্বকালে তিন দিন অন্তর উদ্বর্ত্তন করিবে।১৪২

হে প্রেয়সি! পল, পলার্দ্ধ পরিমিত সুগন্ধযুক্ত তিল তৈলে, অথবা স্নেহতন্ডুলাদি দ্বারা দেবদেবকে বিল্বপত্রে স্থাপন করতঃ উদ্বর্ত্তন বিলোপন (ঘর্ষণ ও মার্জ্জন) কর্ত্তব্য।১৪৩

অপামার্গের (আপাং গাছ) পত্র বা মূল দ্বারা অথবা নলপুষ্পের কুর্চ্চক দ্বারা কুর্চ্চন করিবে।১৪৪

কুশ, চামর, গোবাল (তন্তু বিশেষ) উশীর (বেনার মূল) কুর্চ্চক প্রদান করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে পরিমুক্ত হয়।১৪৫

গোবালকের কুর্চ্চক (কূচী) দান করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। চামর কুর্চ্চক প্রদান করিলে অত্যুত্তম শ্রী লাভ হয়।১৪৬

১। উদ্বর্ত্তন—হরিদ্রা, তিল, বেসন প্রভৃতি ও গন্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা বিলেপন, ঘর্ষণ ও মজ্জন (নিমজ্জন স্নান)।

ন বরাহস্য রোমেণ ন বংশেন কদাচন।
গবয়স্য তথাশ্বস্য রোমন্তু পরিবর্জ্জয়েৎ ॥১৪৭
লিংগে বা প্রতিমায়াং বা শালগ্রামে তথৈব চ।
ন কূর্চ্চয়েৎ প্রতিদিনং পঞ্চাহে সংতমে তথা ॥১৪৮
মাসান্তে বাথ পক্ষান্তে কূর্চ্চয়েন্মম সুন্দরি।
অয়নে বিষুবে চৈব ভৌমবারে দিনক্ষয়ে ॥১৪৯
দ্বাদশ্যাং রাহুগ্রস্তে চ তৈলস্নানং ন কারয়েৎ ॥১৫০
নৈর্ঋতে কূর্চ্চয়েদ্দেবি ন বরাঙ্গে মুখে ততঃ।
নাসিকান্তে তথা গুহ্যে লিঙ্গে চ পুলকেষু চ ॥১৫১
বস্ত্রেণ মার্জ্জয়েদ্দেবি কার্পাসেনাথ চন্দনৈঃ।
রক্তবস্ত্রে ভবেৎ কুষ্ঠী পাণ্ডুব্যাধিমবাপ্নুয়াৎ ॥১৫২
পটৈশ্চক্ষুষমাপ্নোতি নীলী রক্তৈঃ ক্ষয়ং ব্রজেৎ।
পরিধাপ্য ততো বস্ত্রং স্বর্গসূত্রদ্বয়ন্তথা ॥১৫৩
কটিবেষ্টনকং দদ্যান্নানারত্নাদি ভূষণম্।
পরিধানং বিধায়ৈবং স্নানং যঃ কুরুতে নরঃ ॥১৫৪
পূজাকালে ভোজনে চ স্নানে চৈব বিশেষতঃ।
সোঽপি নাশমবাপ্নোতি ধননাশস্তথৈব চ ॥১৫৫

বরাহ রোম, বংশ গবয় (গলকম্বলবিহীন গো জাতীয় বন্য পশুবিশেষ) রোম ও অশ্বরোম পরিবর্জ্জন করিবে।১৪৭

হে সুন্দরি! লিঙ্গে বা প্রতিমায় অথবা শালগ্রামে প্রতিদিন কূর্চ্চন করণীয় নহে। পঞ্চ বা সপ্তদিন পরে কর্ত্তব্য।১৪৮

মাসান্তে বা পক্ষান্তে কূর্চ্চন করিবে। অয়নে, বিষুবে, কুজবারে, দিনক্ষয়ে, দ্বাদশীতে গ্রহণে তৈলস্নান করাইবে না।১৪৯—১৫০

হে দেবি! বরাঙ্গে (মস্তক) বা মুখে নাসিকান্তে গুহ্যে লিঙ্গে বা পুলকে কূর্চ্চন অকর্ত্তব্য।১৫১

হে দেবি! কার্পাসবস্ত্র বা চন্দন দ্বারা মার্জ্জনা করিবে। রক্তবস্ত্রে মার্জ্জনা করিলে কুষ্ঠী ও পাণ্ডুব্যাধিগ্রস্ত হয়।১৫২

রেশমী বস্ত্র দ্বারা মার্জ্জনায় চাক্ষুষ্য (নির্ম্মল দৃষ্টি) লাভ হয় কিন্তু নীল বা রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র দ্বারা মার্জ্জনা করিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর বস্ত্র পরিধানের পরে স্বর্গ সূত্রদ্বয় ও বহুমূল্যবান বস্ত্র ও কটিবেষ্টন এবং রত্নাদি ভূষণ প্রদান করিবে। এইপ্রকারে পরিধান করাইয়া বা পূজাকালে ভোজনে, বিশেষত স্নানকালে যে ব্যক্তি স্নান করে, সে নাশ-প্রাপ্ত এবং তাহার ধননাশ হয়।১৫৩—১৫৫

মলয়জেন গন্ধেন গোপীচন্দনকেন বা।
বিল্বকাষ্ঠোদ্ভবেনাথ তুলসীকাষ্ঠকেন বা ॥১৫৬
পদ্মকেন তমালেন তথা রোচনয়াথ বা।
পিধায় তিলকং দেবি শ্রেষ্ঠমেব ক্রমেণ চ ॥১৫৭
চতুঃসমণ্ডাতিসমং দ্বিসমঞ্চ সুরেশ্বরি।
অত্রালিপ্য ততো দেহং অয়নেন বিসর্জয়েৎ ॥১৫৮
শীতে রাত্রৌ পুনঃ স্নানেনানুলিপ্য সুগন্ধিভিঃ।
ললাটে তু বিশেষেণ বরাঙ্গে ন কদাচন ॥১৫৯
চতুঃসমঞ্চ ত্রিসমং দ্বিসমঞ্চ সুরেশ্বরি।
পাদে পৃষ্ঠে তথা নেত্রে ন দদ্যাদনুলেপনম্ ॥১৬০
চতুর্লগ্নে হতা লক্ষ্মীঃ মুখলগ্নে হৃতশ্রিকঃ।
দরিদ্রঃ করলগ্নে চ পদলগ্নে ধনক্ষয়ঃ ॥১৬১
লিঙ্গস্য পুলকান্তে তু ন দদ্যাচ্চন্দনং প্রিয়ে।
পদ্মপত্রে বিল্বপত্রে করবীরদলে তথা।
তত্র দদ্যাচ্চন্দনঞ্চ লিঙ্গে পুনশ্চ সম্ভবে ॥১৬২

অনন্তর মলয়জ গন্ধ অথবা গোপীচন্দন বিল্বকাষ্ঠোদ্ভব চন্দন বা তুলসীকাষ্ঠ-জাত চন্দন, কিম্বা পদ্মক তমাল বা গোরোচনা দ্বারা তিলক করাইবে। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জানিবে।১৫৬—১৫৭

হে সুরেশ্বরি! চতুঃসম প্রতিবারে বা দ্বিসমরূপে প্রতিবারে দুইবার (বিগ্রহ) দেবতার শরীর লেপন করিবে। অয়নকালে এই আলেপন বর্জ্জনীয় বলিয়া জানিবে।১৫৮

শীতকালের রাত্রিতে পুনঃস্নান সময়ে সুগন্ধি লেপন অবিধেয়। বিশেষতঃ ললাটে বা উত্তমাঙ্গে লেপন কখনও কর্ত্তব্য নহে।১৫৯

হে সুরেশ্বরি! চতুঃসম (চারবার প্রতিবারে) বা ত্রিসম (তিনবার প্রতিবারে) অথবা দ্বিসমরূপে দুইবার চরণ, পৃষ্ঠ ও নেত্রে অনুলেপন প্রদান করিবে না।১৬০

নেত্রে লাগাইলে লক্ষ্মীনাশ, মুখে শ্রী-নাশকর, হস্তে দারিদ্র্য ও পদে ধনক্ষয় হয়।১৬১

হে প্রিয়ে! লিঙ্গের পুলকান্তে চন্দন প্রদান অকর্ত্তব্য (অনুচিত)। হে দেবি! লিঙ্গে ও তৎপুলকে সম্ভব হইলে পদ্মপত্রে, বিল্বপত্রে বা করবীরদলে চন্দন দান করিবে। হে দেবি! নেত্রাঞ্জন বিশেষ করিয়া কজ্জল প্রদান কর্ত্তব্য নহে ১৬২।

নেত্রাণি নাঞ্জয়েদ্দেবি কজ্জলৈশ্চ বিশেষতঃ।
মালতীপত্রসম্ভূতং তিলতৈলেন চায়সে।
তাপয়েৎ পাতয়েদ্দেবি কজ্জলং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১৬৩
নীরাজনেন যঃ পূজাং করোতি বরবর্ণিনি।
অমৃতং প্রাপ্নুয়াৎ সোঽপি ইহ লোকে পরত্র চ ॥১৬৪
অথ শুদ্ধজলং যস্তু যো ন কুর্য্যাৎ সুরার্চ্চিতে।
সোঽপি মূঢ়ো ভবেদ্রোগী ক্ষিপ্রং বা নাশমাপ্নুয়াৎ ॥১৬৫
লিঙ্গে বা প্রতিমায়াম্বা পূর্ব্বমেব মম প্রিয়ে।
নরৈঃ সংমার্জ্জয়েদ্ যন্ত্রং কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্ ॥১৬৬
সংস্পৃশেৎ প্রতিমাং ভদ্রে মাঞ্চ লিঙ্গস্বরূপিণম্ ॥১৬৭
ওঁ নমো নারায়ণায়েতি যে বদন্তি মনীষিণঃ।
কিং কার্য্যং বহুমন্ত্রৈর্ব্বা মন্ত্রৈ র্বিভ্রমকারকৈঃ ॥১৬৮
ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
যজংস্তেনৈব মন্ত্রেণ সূক্তেন পুরুষেণ বা ॥১৬৯
দ্বাদশাক্ষরবীজেন কৃষ্ণবীজেন পূজয়েৎ।
ব্যস্তেন চ সমস্তেন অনুলোমবিলোমকৈঃ।
প্রযুক্তৈর্বহুভির্মন্ত্রৈ[১] র্মন্ত্রেণ বৈষ্ণবেন চ।
তত্রার্কচন্দ্রবহ্নীনাং মণ্ডলানি বিচিন্তয়েৎ ॥১৭০

মালতীপত্রসম্ভূত বা আয়স (লৌহময় অর্থাৎ লৌহনির্ম্মিত) পাত্রে তিলতৈল দ্বারা তাপিত করিয়া পাতিত করিলে তাহাই কজ্জল হয়। ১৬৩

হে দেবি বরবর্ণিনি ! নীরাজনা (আরতি) দ্বারা যে পূজা করে, সে ইহলোকে পরলোকে অমৃত (মুক্তি) প্রাপ্ত হয়। ১৬৪

হে সুরার্চ্চিতে দেবি ! যে মূঢ় দেবপূজায় জলশুদ্ধি না করে, সে রোগী হইয়া শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ১৬৫

হে প্রিয়ে ! লিঙ্গে বা প্রতিমায় প্রথমেই নীর (জল) দ্বারা যন্ত্র সম্মার্জ্জন করিয়া প্রদক্ষিণ কর্ত্তব্য। ১৬৬

হে ভদ্রে ! প্রতিমা ও লিঙ্গরূপী আমাকে স্পর্শ করিবে। ১৬৭

যে সুবুদ্ধিযুক্ত মনস্বী ব্যক্তি 'ওঁ নমো নারায়ণায়'—এই মন্ত্র উচ্চারণ করে, তাহার বিভ্রমকারক বহুমন্ত্রের আর প্রয়োজন কি ? ১৬৮

'ওঁ নমো নারায়ণায়',—এই মন্ত্র সারাৎসার সৎ ও সর্ব্বার্থসাধক। এই মন্ত্র বা পুরুষসূক্ত দ্বারা পূজন করিবে। ১৬৯

১। প্রযুক্তৈর্বহুভির্মন্ত্রৈর্বিষ্ণুর্মন্ত্রেণ চৈব হি—ইতি পাঠান্তরঃ পুস্তকান্তরে।

২৬

ততো বিচিন্ত্য হৃদয়ং ওঁকারং জ্যোতিরূপিণম্ ।
কর্ণিকায়াং সমাসীনং জ্যোতিরূপস্বরূপিণম্ ।
অষ্টাক্ষরং ততো মন্ত্রং প্রবর্দশিত যথাক্রমম্ ॥১৭১
কেশবাদি পুরঃ কৃত্বা দ্বাদশাক্ষরকং ন্যসেৎ ।
চতুর্ভুজং মহাসত্ত্বং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥১৭২
চিন্তয়িত্বা ততো যোগং জ্যোতীরূপং সনাতনম্ ।
ততঃ আবাহয়েন্মন্ত্রং[১] ক্রমশোধিতমানসঃ ॥১৭৩
মীনরূপো বরাহশ্চ নারসিংহোঽথবা পুনঃ ।
আয়াতু দেবো বরদো মম নারায়ণোঽগ্রতঃ ॥১৭৪
সুমেরোঃ পাদপীঠে চ পদ্মকল্পিতমাসনম্ ।
সর্ব্বসত্ত্বহিতার্থায় তিষ্ঠ ত্বং মধুসূদন ॥১৭৫
ত্রৈলোক্যপতীনাং পতয়ে দেবদেবায় ।
অর্ঘ্যোঽয়ং হৃষীকেশায় বিষ্ণবে নমঃ ॥১৭৬
স্বপাদ্যং পাদয়োর্দেব পদ্মনাভ সনাতন ।
বিষ্ণো কমলপত্রাক্ষ গৃহাণ মধুসূদন ॥১৭৭

দ্বাদশাক্ষর বীজ ও কৃষ্ণবীজ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে ! ব্যস্ত, সমস্ত, অনুলোম ও বিলোম দ্বারা বিহিত বহুমন্ত্র এবং বৈষ্ণব মন্ত্র সহযোগে পূজা করিবে। সেই মণিকূটে চন্দ্রসূর্য্য ও বহ্নিমণ্ডল চিন্তা করত হৃদয় মন্ত্র ও জ্যোতিরূপী ওঙ্কার মন্ত্র ও কর্ণিকায় সমাসীন জ্যোতিরূপ-স্বরূপ অষ্টাক্ষর মন্ত্র যথাক্রমে উচ্চারণ কর্ত্তব্য ।১৭০—১৭১

কেশবাদি পুরস্কার (মন্ত্রাদি দ্বারা সংশোধন, বিশুদ্ধিকরণ ও অর্চ্চনা) করিয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র ন্যাস করিবে। তদনন্তর ক্রমানুসারে শোধিতমানস হইয়া চতুর্ভুজ, মহাসত্ত্ব, কোটিসূর্য্যসম প্রভাশীল যোগজ্যোতিঃরূপ সনাতনকে চিন্তা করিয়া আবাহান মন্ত্র পাঠ করিবে ।১৭২—১৭৩

হে নারায়ণস্বরূপ মীন, বরাহ ও নৃসিংহ দেবগণ! সর্ব্বজীবের হিতার্থে আপনি এখানে আগমন করুন। হে মধুসূদন! সুমেরুপর্ব্বতোপরি পদ্মাসনে বিরাজিত (সমাসীন) হইয়া অবস্থান করত অভীষ্ট সিদ্ধ (পূর্ণ) করুন। ইহাই আবাহন মন্ত্র ।১৭৪—১৭৫

ত্রৈলোকেশ্বরগণাধিপতি স্বামিন্! দেবাদিদেব ! হে হৃষীকেশ! হে বিষ্ণো! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপ্রদান কর্ত্তব্য ।১৭৬

১। মন্ত্রৈঃ ইতি পাঠান্তরম্।

মধুপর্কং মহাদেব ব্রহ্মাদ্যৈঃ কল্পিতং তব।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পুরুষোত্তম ॥১৭৮
মন্দাকিন্যাস্তু তে বারি জলপানং হরাশুভম্।
গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্ ॥১৭৯
ত্বমাপঃ পৃথিবী চৈব জ্যোতিস্ত্বং বহ্নিরেব চ।
লোকসম্বিত্তিমাত্রেণ বারিণা স্নাপয়াম্যহম্ ॥১৮০
দরবস্ত্রসমাযুক্তে[1] যজ্ঞবর্ণ[2]-বিভূষিতে।
স্বর্ণবর্ণপ্রভেদেন বাসসী তব কেশব ॥১৮১
শরীরং তে লেপয়ামি চেষ্টাস্বেব চ কেশব।
ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্[3] ॥১৮২
ঋগ্বেদাদিষু মন্ত্রেণ[4] শোধিতং পদ্মযোনিনা।
সাবিত্রীগ্রন্থিসংযুক্ত-মুপবীতমনক্ষতম্।
সূর্য্যশ্চন্দ্রশ্চ বিদ্যুচ্চ ত্বমেবাগ্নিস্তথৈব চ।
ত্বমেব জ্যোতিষান্দেব[5] দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥১৮৩

হে বিষ্ণো! এই পাদ্য আপনার চরণকমলোদ্ভূত (জাত, উৎপন্ন), হে কমলনেত্র! হে পদ্মনাভ! হে অবিনাশিন্! এই পাদ্য আপনি গ্রহণ করুন। এই মন্ত্রে পাদ্য প্রদান কর্ত্তব্য। ইহাই পাদ্যদান।১৭৭

হে পুরুষোত্তম ভগবন্! ব্রহ্মাদি দেবগণকর্ত্তৃক আপনার উদ্দেশ্যে মধুপর্ক যেরূপ কল্পিত হইয়াছিল, হে দেবদেব মহাদেব! আপনি আমার ভক্তিতে নিবেদিত ইহা তদ্রূপ গ্রহণ করুন। এই মন্ত্রে মধুপর্ক প্রদান কর্ত্তব্য। ইহাই মধুপর্ক।১৭৮

পাপহরণকারী মন্দাকিনীর নির্ম্মল জল ভক্তিযুক্তহৃদয়ে আপনার আচমনের জন্য আমি নিবেদন করিতেছি। আপনি ইহা গ্রহণ করুন। এই মন্ত্রে আচমনীয় প্রদান করিবে। ইহাই আচমনীয়।১৭৯

আপনি জল, পৃথিবী, জ্যোতিঃ ও অগ্নিস্বরূপ। সদাচার নিমিত্ত আপনাকে এই শুদ্ধ জলে স্নান সমাপন করাইতেছি, এই মন্ত্রে স্নান করাইবে। ইহাই স্নানবিধি।১৮০

যজ্ঞসূত্র এবং বহুমূল্য স্বর্ণসূত্র সমলঙ্কৃত দুই বস্ত্র, হে কেশব! আপনাকে প্রদান করিতেছি। এই মন্ত্র পাঠ সহ বস্ত্রদান কর্ত্তব্য।১৮১

হে কেশব! উত্তমোত্তম অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম সুগন্ধি দ্রব্যাদি সহযোগে তোমার তনু বিলেপিত করিতেছি। অতএব তুমি মৎপ্রদত্ত সুগন্ধি দ্রব্যসমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয়দেহে লেপন কর। এই মন্ত্রে বিলেপন দান করিবে।১৮২

১। বহুচিত্রসমাযুক্তে। ২। যজ্ঞসূত্রবিভূষিতে। স্বর্ণসূত্রপ্রভেদেন।
৩। প্রতিগৃহ্যানুমন্যতাম্। ৪। ঋগ্বেদাদিগমন্ত্রেভ্যঃ ৫। জ্যোতিষাং জ্যোতির্দীপোঽয়ম্।

অন্নং পঞ্চবিধঞ্চৈব রসৈঃ ষড়্‌ভিঃ সমন্বিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা নৈবেদ্যং তব কেশব ॥১৮৪
পূর্ব্বদলে বসেদ্দেবো যাম্যে সঙ্কর্ষণো বসেৎ।
প্রদ্যুম্নঃ পশ্চিমে চৈব তথৈশান্যে ত্রিবিক্রমঃ ॥১৮৫
তথা চ বাসুদেবস্য গরুড়ং পুরতো ন্যসেৎ।
তথা মহাগদাঞ্চৈব ন্যসেদ্দেবস্য দক্ষিণে ॥১৮৬
ততস্তু বেদধনুষী ন্যসেদ্দেবস্য বামতঃ।
দক্ষিণে বসুধা দেবী বাম্ময়ং তত্র বিন্যসেৎ ॥১৮৭
শ্রীস্তু দক্ষিণতঃ স্থাপ্যা পুষ্টিং স্বোত্তরতো ন্যসেৎ।
বনমালাঞ্চ পুরতঃ শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ ততঃ।
বিন্যসেৎ হৃদয়াদীনি বিন্যসেচ্চ চতুর্দ্দিশম্ ॥১৮৮
ততোঽপি দেবদেবস্য কোণেনৈব তু বিন্যসেৎ।
পীঠেশানং পূজয়েত্তু[১] তচ্ছক্তীরপি বাহ্যতঃ ॥১৮৯
গ্রহাংশ্চ দিক্‌পতীংশ্চৈব দদ্যাৎ পুষ্পবলিত্রয়ম্।
এবং সংপূজ্য দেবেশং মণ্ডপস্থং জনার্দ্দনম্।
লভেদভিমতাম্ কামান্ নরো নাস্য তু সংশয়ঃ[২] ॥১৯০

পদ্মনাভ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্রাদি সহযোগে শোধিত সাবিত্রী গ্রন্থিযুক্ত অক্ষত (অচ্ছিন্ন) এই উপবীত তুমি গ্রহণ কর। হে দেব! তুমি সূর্য্য চন্দ্র সৌদামিনী (তড়িৎ) তথা অগ্নিস্বরূপ এবং সকল তারকাদির অধিপতি, তুমি এই দীপ গ্রহণ কর। এই মন্ত্র পাঠ সহকারে দীপদান কর্ত্তব্য।১৮৩

হে কেশব! ষড়্‌রস সমন্বিত পঞ্চপ্রকার অন্ন দ্বারা প্রস্তুত নৈবেদ্য আমি আপনাকে ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে নিবেদন করিতেছি। আপনি উহা গ্রহণ করুন। এই মন্ত্র দ্বারা নৈবেদ্য প্রদান করিবে।১৮৪

পূর্ব্বে দেব, দক্ষিণে সংকর্ষণ, পশ্চিমে প্রদ্যুম্ন, ঈশানকোণে ত্রিবিক্রম বাস করেন।১৮৫

এবং গরুড় বাসুদেবের পূর্ব্বে বাস করেন, তদনন্তর দক্ষিণে মহাগদা, বামে বেদ ও ধনুঃ, বসুধাদেবী ও ধর্ম্ম এইরূপ চিন্তা করিয়া ন্যাস করিবে।১৮৬—১৮৭

লক্ষ্মীকে দক্ষিণদিকে রাখিয়া পুষ্টিকে অন্যদিকে ন্যাস করিয়া প্রথমে বনমালা তৎপরেই শ্রীবৎসকৌস্তুভ এবং হৃদয়াদি—এই চারিদিকে বিন্যাস করিবে।১৮৮

তদনন্তর দেবদেবের কোণে বিন্যাস করিয়া পীঠেশানের ও তাঁহার শক্তি-সকলের বাহ্যভাগে (বহির্ভাগে) পূজা করিয়া গ্রহ ও দিক্‌পতিগণকে পুষ্প দ্বারা তিনবার বলিত্রয় প্রদান করিবে। এইরূপে মণ্ডপস্থ জনার্দ্দন দেবেশ্বরকে পূজা করিলে

১। ঈশানংপূজয়েৎ পীঠে। ২। লভেদভিমতান্ ইত্যাদি পংক্তিঃ পুস্তকান্তরে নাস্তি।

অনেনৈব বিধানেন মণ্ডপস্থং হয়াননম্‌ ।
পশ্যেত্তু পূজিতং যস্তু ন বিঘ্নং বিষ্ণুমব্যয়ম্‌ ॥১৯১
সকৃদপ্যর্চ্চিতো যেন বিধিনানেন কেশবঃ ।
জন্মমৃত্যুজরাভীতঃ স বিষ্ণোঃ পদমাপ্নুয়াৎ ॥১৯২
যঃ স্মরেৎ সততং ভক্ত্যা হয়গ্রীবমতন্দ্রিতঃ ।
দ্বে সন্ধ্যে অন্বহং তস্য শ্বেতদ্বীপঃ প্রকল্পিতঃ ॥১৯৩
ওঁকারাদিসমাযুক্তো নমস্কারপ্রদীপিতঃ ।
সারশ্চ সর্ব্বতত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে ॥১৯৪
অনেনৈব বিধানেন মণ্ডপস্থং হয়াননম্‌ ।
পূজয়িত্বা তু দেবেশি গন্ধং পুষ্পং নিবেদয়েৎ ॥১৯৫
এবমস্য প্রকুর্ব্বীত যথোদ্দিষ্টক্রমেণ তু ।
মুদ্রাং তত্র নিবধ্নীয়াৎ যথোক্তক্রমযোগতঃ ॥১৯৬
জপঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ।
অষ্টাবিংশতিরষ্টৌ বাথাষ্টোত্তরশতন্তথা ॥১৯৭
কাম্যে চৈবাধিকং কুর্য্যাল্লক্ষকোট্যধিকং প্রিয়ে ।
শ্রীবৎসং পদ্মশঙ্খে চ গদাং গরুড়মেব চ ॥১৯৮

মানবগণ, আকাঙ্ক্ষিত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সকল প্রকার কামনা বাসনা পূর্ণ হয়। এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।১৮৯—১৯০

যে মানব এই প্রকার বিধানে মণ্ডপস্থ অব্যয় বিষ্ণু হয়গ্রীবদেবের পূজা দর্শন করে, তাহার কোন বিঘ্নই হয় না।১৯১

এই বিধান দ্বারা কেশবদেবের একবার মাত্র পূজা করিলেই সে ব্যক্তি জন্ম, জরা ও মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়।১৯২

যে নর ভক্তিমান ও অতন্দ্রিত (তন্দ্রাহীন, সদাজাগ্রত) হইয়া নিরন্তর হয়গ্রীব-দেবকে স্মরণ মনন করে, আমি তাহার নিমিত্ত দুই সন্ধ্যা চিন্তা করিয়া শ্বেতদ্বীপ রচিত করিয়া রাখি।১৯৩

যাহা ওঁকারাদিসংযুক্ত নমস্কারাদিযুক্ত সর্ব্বতত্ত্বের সার, তাহাই মন্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়।১৯৪

হে দেবি! এই বিধান অনুসারেই গন্ধপুষ্প নিবেদনপূর্ব্বক যথোক্তক্রমে মণ্ডপস্থ হয়ানন দেবকে পূজা করিবে।১৯৫

তদনন্তর বিধানোক্ত ক্রমানুসারে মুদ্রাবন্ধন ও মূল মন্ত্র অষ্ট, অষ্টাবিংশতি বা অষ্টোত্তর শতবার জপ কর্ত্তব্য—এবং কাম্য (অভীষ্ট সিদ্ধার্থ) কর্ম্মে

চক্রং শঙ্খঞ্চ শার্ঙ্গং চ হ্যষ্টৌ মুদ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অর্চ্চনীয়ং ন জানন্তি হরের্মন্ত্রান্ যথোদিতান্ ।১৯৯
হিরণ্যগর্ভমন্ত্রেণ পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ।
বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ পরমেশং সমর্চ্চয়েৎ ।।২০০
ওঁ নমোঽস্তুনন্তায় বিশুদ্ধচেতসে নমঃ স্বরূপায়।
সহস্রবাহবে সহস্ররশ্মি-প্রবরায় বেধসে হয়াস্যরূপায়।
নমো বেধসে হয়াস্যরূপায় নমো নমস্তে[১] ।।২০১
বিশালদেহায় বিশুদ্ধকর্ম্মণে সমস্তবিশ্বার্ত্তিহরায় শম্ভবে।
নমোঽস্তু সূর্য্যানলতীক্ষ্ণতেজসে হয়াস্যরূপায় নমো নমস্তে ।।২০২
অনাদিদেবাচলশেখর প্রভো নমো বিভো ভূতপতে মহেশ্বর।
মরুৎপতে সর্ব্বপতে জগৎপতে ভুবনপতে সদা নমঃ[২] ।।২০৩
জলেশ নারায়ণ বিশ্বশঙ্কর ক্ষিতীশ বিশ্বেশ্বর বিশ্বলোচন।
শশাঙ্কসূর্য্যায়তবিশ্বমূর্ত্তয়ে হয়াস্যরূপায় নমো নমস্তে ।।২০৪

লক্ষ জপ, কোটি জপ কর্ত্তব্য। হে প্রিয়ে! পদ্ম, চক্র, শ্রীবৎস, গদা, গরুড়, চক্র, শঙ্খ ও শারঙ্গ—এই অষ্ট প্রকার মুদ্রা জানিবে।১৯৬—১৯৯

যদি কেহ অর্চ্চনার মন্ত্র না জানে তবে সে 'হিরণ্যগর্ভ' এই মন্ত্র দ্বারা পরমেশ্বরের পূজা করিবে। আলোচ্যমান মন্ত্র দ্বারা পরমেশ্বরের পূজা করিবে।২০০

হে অনন্তমূর্ত্তি, অতিশয় নির্ম্মল বিশুদ্ধদেহ, সহস্রবাহু, সহস্রকিরণালোক-রশ্মিধারী, হে সুন্দরমূর্ত্তি হয়গ্রীবদেব! আপনাকে প্রণাম।২০১

হে বিশালবপুধারী, বিশুদ্ধকর্ম্ম, সকল বিশ্বার্ত্তিহারী, হে শম্ভো! সূর্য্যা-নলসম তীক্ষ্মতেজা, হয়স্বরূপ আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।২০২

হে অনাদিদেব! হে অচলশেখর! প্রভো! হে ভূতপতে! বিভো! মহেশ্বর! হে মরুৎপতে! হে সর্ব্বপতে! হে জগৎপতে! হে ভগবন্, হে মহেশ্বর! আমি তোমাকে নিরন্তর নমস্কার করিতেছি।২০৩

হে জলেশ! নারায়ণ! বিশ্বশঙ্কর (বিশ্বকল্যাণকর্ত্তা)! হে ক্ষিতীশ! বিশ্বেশ্বর! বিশ্বলোচন! হে শশাঙ্ক, সূর্য্যসমায়তমূর্ত্তে! হে হয়াস্যরূপ! আমি তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি।২০৪

১। নমোঽস্তুনন্তরূপায় বিশুদ্ধচেতসে নমঃ স্বরূপায় সহস্রবাহবে।
সহস্ররশ্মিপ্রবণায় বেধসে হয়াস্তরূপায় নমো নমস্তে।২০১ ইতি পাঠঃ পুস্তকান্তরে।
২। মরুৎপতে সর্ব্বপতে জগৎপতে নমো নমস্তে ভগবন্মহেশ্বর ।।২০৩ ইত্যপি পাঠান্তরঃ তন্ত্রান্তরে।

শ্বেতায় পুষ্পকসরোবরপ্রদায় বিদ্যাক্ষিসহকারিচতুর্ভুজায় ।
লৌহিত্যানির্ম্মিতবাসকর্ত্রে তুরঙ্গবদনায় নমো নমস্তে ॥২০৫
শক্রায় মণিপর্ব্বতমন্দিরায় পীতাক্ষ-রাক্ষসরক্তবৃংহমুক্তিদায় ।
ভক্তোঽস্মি মানদায় পুস্তকধারিণে ! সোপদ্যোদ্ধর পিতৃগণঞ্চ হরে
নমস্তে ॥২০৬

শুদ্ধায় মুক্তায় মণিরঞ্জিতায় প্রলম্ববাহুকমলাসনায় ।
ততোঽঘনাশনপুরঘাতকায় হয়াদ্যরূপায় নমো নমস্তে ।২০৭
জয়তি বরদপাশ পুস্তকব্যস্তহস্তো
বিধৃতসিতসরস্তোমোক্ষদানং বিভর্ত্তি ।
শশধরশুভসমূর্ত্তির্ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ী
প্রণতসুরনরেভ্যো বাজীবক্ত্রো* মুরারিঃ ॥২০৮

হে শ্বেতরূপে ! পুষ্পকসরোবরপ্রদ ! হে বিদ্যাক্ষিসহকারি চতুর্ভুজ ! হে লোহিত্যানির্ম্মিত বসবাসকারিন্ ! তুরঙ্গবদন ! আমি তোমাকে নমস্কার করি ।২০৫

হে শক্র ! হে মণিপর্ব্বতমন্দির ! হে পীতাক্ষরাক্ষসরক্তবৃংহমুক্তিদ ! হে মানদ ! হে পুস্তকধারিন্ ! হে পিতৃগণোদ্ধারিন্ হরে ! আমি আপনার একান্ত ভক্ত, আমি আপনাকে নমস্কার করি ।২০৬

হে শুদ্ধ ! মুক্ত ! হে মণিরঞ্জিত ! প্রলম্ববাহো কমলাসন ! হে অঘনাশন পুরঘাতক ! হে হয়াদ্যরূপ ! আমি তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি ।২০৭

যাহার হস্ত সমস্ত পাশপুস্তক গ্রহণে বরাদানে সিতসরোজ (শ্বেতকমল) ধারণে ও মোক্ষদানে ব্যগ্র রহিয়াছে, যাহার মঙ্গলময় মূর্ত্তি শশধরসদৃশ, যিনি ভোগমোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন, যাহার নিকট সুর-নরগণ সকলেই প্রণত, সেই বাজিবক্ত্র মুরারি জয়যুক্ত হউন ।২০৮

এতেষাং শ্লোকানাং পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে ।

১। শ্বেতায় ভক্তাভয়কারণায় বিদ্যাক্ষিণে চৈব চতুর্ভুজায় ।
লোহিত্যকর্ত্রে বিবুধেশ্বরায় তুরঙ্গকণ্ঠায় নমো নমস্তে ।।২০৫
শক্রায় চৈব মণিপর্ব্বতমন্দিরায় পীতাক্ষপক্ষিসহিতায় চ মুক্তিদায় ।
ভক্তোঽস্মি তে পুস্তকধারিণেঽহ পিতৄন্ সমভ্যুদ্ধর দেবদেব ।।২০৬
শুদ্ধায় মুক্তাদি-বিভূষিতায় প্রলম্ববাহবে কমলাসনায় ।
ততোঽঘনাশায় পুরান্তকায় হয়াসারূপায় নমো নমস্তে ।।২০৭
জয়তি বরদপাশঃ পুস্তকব্যস্তহস্তো বিধৃতসিতসরোজো মোক্ষদোঽনন্তমূর্ত্তিঃ ।
শশধরশুভমূর্ত্তির্ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ী প্রণতসুরনরেভ্যো বাজিবক্ত্রো মুরারিঃ ।।২০৮

*বাজীবক্ত্র—হয়ানন, বাজী—(অশ্ব) সদৃশ বক্ত্র (মুখ) যাহার. বাজী—অশ্ব, ঘোড়া, বক্ত্র—আনন, বদন, মুখ ।

ইড়াসুর হয়গ্রীব মুরারে মধুসূদন।
মণিকূটকৃতাবাস হয়গ্রীব নমোঽস্তু তে ॥২০৯
জন্মকোটিকৃতং পাপং কল্পকোটিশতানি চ[১]।
হয়াস্যদর্শনাদেব ন যাস্যে ভাস্করং ভয়ম্ ॥২১০
ইদং দেবি সপ্তস্তোত্রং স্তুতিপাঠং সমাচরেৎ।
প্রদক্ষিণত্রয়ং কুর্য্যাৎ পদ্মাকারং নমোঽস্তু তে ॥২১১
দক্ষিণাদুত্তরং গত্বা দেবস্য চ মহেশ্বরি।
হস্তাঞ্জলিং ততো বধ্বা ভ্রাময়িত্বা নমেত্ততঃ ॥২১২
প্রত্যেকং প্রণমেদ্দেবি দণ্ডবৎ প্রণিপাতয়েৎ।
ন যো নমেৎ ভ্রমিত্বা চ হ্যপরাধো ভবেত্তদা ॥২১৩
অবদ্ধাঞ্জলিনা যস্তু নমস্কারং করোতি সঃ।
মোহান্ধকারনরকে পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥২১৪
পত্রান্তরে চ প্রণমেন্মূর্ধ্না ন চ ক্ষিতিং স্পৃশেৎ।
শপন্তি দেবতাস্তস্য বিফলং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥২১৫

হে ইড়াসুর! হয়গ্রীব! হে মুরারে! হে মধুসূদন! হে মণিকূটকৃতাবাস (মণিকূটে অবস্থান বা বাসকারী)! হে হয়গ্রীব! আমি তোমাকে প্রণাম করি।২০৯

কল্পকোটিশতকৃত ও কোটিজন্মকৃত পাপসমূহ হইতে হয়গ্রীব দর্শনে আমি নিস্তার পাইলাম। আমি আর ভাস্করতনয়ের (শনি) ভয় করি না।২১০

এই সপ্তস্তোত্র পাঠানন্তর তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া পদ্মাকারে প্রণাম করিবে।২১১

হে মহেশ্বরি! দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমনান্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া ভ্রমণান্তে নমস্কার কর্ত্তব্য।২১২

হে দেবি! প্রত্যেক প্রণামে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিবে। যে ব্যক্তি ভ্রমণপূর্ব্বক প্রণাম না করে, তাহার অপরাধ হয়।২১৩

যে মানব বদ্ধাঞ্জলি না হইয়া প্রণাম করে. সে মোহান্ধকার নরকে পচে, এ বিষয়ে সংশয়ে নাই।২৪

যে নর, মস্তকদ্বারা ক্ষিতি স্পর্শ না করিয়া পত্রান্তরে কোন আবরণের উপর) প্রণাম করে, দেবগণ তাহাকে অভিশাপ প্রদান করেন, তাহার সমস্তই নিষ্ফল হয়।২১৫

১। জন্মকোটিকৃতং পাপং কল্পকোটিকৃতং তথা।
হয়াস্যদর্শনাদেব নেস্নাদ্ভাস্করজাদ্ ভয়ম্ ॥২১০
স্তুতেঃ পাঠং সপ্তবারং পঠিত্বা তত্র ভক্তিতঃ।
প্রদক্ষিণাত্রয়ং কুর্য্যাৎ পদ্মাকারং নমেত্ততঃ ॥২১১

প্রণামো দেবদেবস্য যাবন্তো মূর্ত্তিকাঃ প্রিয়ে।
শরীরে বা মহেশানি তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥২১৬
যাবন্তো রেণবস্তস্য যাবৎকালঞ্চ তিষ্ঠন্তি[১]।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥২১৭

শ্রীদেব্যুবাচ।

ব্রূহি মে দেবদেবেশ মম কান্ত জগৎপতে।
মণিকূটে স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্থাপিতঃ কেন বৈ পুরা ॥২১৮

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু দেবি মহাভাগে আগমং বেদসন্নিভম্।
কথয়ামি পুরাবৃত্তং প্রতিমায়াশ্চ সম্ভবম্ ॥২১৯
প্রবৃত্তে চ মহাযজ্ঞে প্রাসাদে দেবনির্ম্মিতে।
চিন্তয়ার্ত্তো মহীপালঃ প্রতিমার্থমহর্নিশম্ ॥২২০
কেনোপায়েন দেবেশং সর্ব্বেশং লোকভাবনম্[২]।
সর্গস্থিত্যন্তকর্ত্তারং পশ্যামি পুরুষোত্তমম্ ॥২২১
চিন্তাদুঃখময়ো রাজা দিবারাত্রৌ ন শেরতে[৩]।
ন ভুঙ্‌ক্তে বিবিধান্ ভোগান্ ন চস্নানং প্রসাধনম্ ॥২২২

হে দেবি! মহেশানি! তথায় দেবদেবের যত সংখ্যক মূর্ত্তি আছে, তাহাদিগকে প্রণাম করিলে তাহার ফল শ্রবণ কর।২১৬

তাহার যে পরিমাণ রেণুসকল যতকাল অবস্থিত হয়, তত সহস্রবৎসরকাল সে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া পূজা প্রাপ্ত হয়।২১৭

দেবী কহিলেন, হে দেবদেবেশ, জগৎপতে, প্রিয়তম বল্লভ! পুরাকালে কোন ব্যক্তি মণিকূটে এই বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট স্বমুখে বর্ণন করুন।২১৮

ভগবান কহিলেন, হে মহাভাগে দেবি! বেদসন্নিভ আগমস্বরূপ শাস্ত্র দ্বারা (অর্থাৎ শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে) প্রতিষ্ঠাপিত প্রতিমার পুরাবৃত্ত (প্রাচীন বৃত্তান্ত) বিবৃত করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর।২১৯

দেবনির্ম্মিত প্রাসাদে মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে মহীপাল প্রতিমার জন্য দিবারাত্র চিন্তা করিতে লাগিলেন।২২০

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে আমি কি উপায়ে সেই দেবেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর, লোকপাবন ত্রাণকর্তা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারী পুরুষোত্তমকে দেখিতে পাইব।২২১

১। যাবন্তো রেণবস্তস্য যাবৎ তিষ্ঠন্তি তত্র বৈ—ইতি পাঠঃ পুস্তকান্তরে।
২। লোকপাবনম্। ৩। চিন্তাদুঃখময়ো রাজা ন শেতে স্ম দিবানিশম্।

শৈলশৃঙ্গস্তরুর্বাপি প্রশস্তো বা মহীতলে।
বিষ্ণোঃ প্রতিমাযোগ্যায়[১] সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতঃ ॥২২৩
এতৈরেব প্রমাণন্তু দয়িতং যৎ সুরার্চ্চনম্।
তৎ কেন বা করিষ্যামি চাজ্ঞাপয়তু মে প্রভো ॥২২৪
কুশানাস্তীর্য্য সুপ্তো চ ইন্দ্রদ্যুম্নো মহাবলঃ।
হরিধ্যানপরো ভূত্বা সুষ্বাপ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥২২৫
সুপ্তস্য তস্য নৃপতে র্বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ।
আত্মানং দর্শয়ামাস সুপ্তস্তস্মৈ[২] চ চক্রভৃৎ ॥২২৬
দদর্শ স তু ভূপালো দেবদেবং জগদ্গুরুম্।
শঙ্খচক্রধরং দেবং গদাপদ্মাগ্রপাণিনম্ ॥২২৭
যুগান্তাদিত্যবর্ণাভং নীলবৈদূর্য্যসন্নিভম্।
সুপর্ণ[৩]-পৃষ্ঠমাসীনং ষোড়শার্দ্ধভুজং শুভম্ ॥২২৮
ক্রতুনানেন দানেন ধিয়া ভক্ত্যা চ তে নৃপ।
তুষ্টোঽস্মি তে মহীপাল ত্বয়া কিমনুশোচসি[৪] ॥২২৯

রাজা দিবারাত্র এই চিন্তায় চিন্তান্বিত হইয়া শয়ন, বিবিধ ভোগ্যভোগ, স্নান ও ভোজন, মণ্ডন, প্রসাধনাদি পরিত্যাগ করিয়া চিন্তানিমগ্ন রহিলেন।২২২

যে শৈলশৃঙ্গই হউক বা তরুই হউক, বিষ্ণুর প্রতিমার নিমিত্ত ধরাতলে যাহা সর্ব্বলক্ষণযুক্ত, তাহাই প্রশস্ত হইবে।২২৩

দেবপূজায় প্রিয় ও প্রমাণসিদ্ধ হইবে, তাহা আমি কিরূপে সম্পাদন করিব, প্রভু! আমাকে আদেশ করুন।২২৪

এইরূপ চিন্তা ভাবনা করিয়া মহাপরাক্রমশালী ইন্দ্রদ্যুম্ন সংজিতেন্দ্রিয় হইয়া কুশাস্তীর্ণ শয্যায় শ্রীহরির ধ্যানপরায়ণ হইয়া নিদ্রা-নিমগ্ন হইলেন।২২৫

মহীপাল নিদ্রাভিভূত হইলে, জগদ্গুরু চক্রধারী বাসুদেব তাহাকে দর্শন দান করিলেন।২২৬

সেই ভূপাল, জগৎগুরু, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী যুগান্তকালীন সূর্য্যসমপ্রভাযুক্ত নীলবৈদূর্য্যবর্ণ সুপর্ণ গরুড় পৃষ্ঠাসীন (পৃষ্ঠোপরি আরূঢ় হইয়া) অষ্টহস্তযুক্ত শুভ মঙ্গলময় দেবদেবকে দর্শন করিলেন। নারায়ণ কহিলেন, হে বীর! আমি তোমার এই যজ্ঞ, বুদ্ধি ও ভক্তিতে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। তুমি আর অনুশোচনা আক্ষেপ, খেদ বা দুঃখ করিও না।২২৭—২২৯

১। প্রতিমাযোগ্যা যঃ লক্ষণলক্ষিতঃ ইত্যপি পাঠঃ পুস্তকান্তরে।
২। সুপ্তে তস্মৈ।
৩। সুপর্ণ—সু (সুন্দর) পর্ণ (পক্ষ বা ডানা) যাহার এই অর্থে, অর্থাৎ গরুড়।
৪। ভবান্ কিমনুশোচতি।

যদত্র প্রতিমাং রাজন্ জগৎপূজ্যাং সনাতনীম্ ।
স্থাপয়িষ্যসি হে ধীর তদুপায়ং[1] ব্রবীমি তে ॥২৩০
সাগরস্য জলস্যান্তে নানাদ্রুমবিভূষিতে ।
বেলাভি[2] র্হন্যমানস্তু ন চাসৌ কম্পতে দ্রুমঃ ।২৩১
পরশুহস্তস্থামাদায়[3] উর্ম্মিমন্তু ততো ব্রজেৎ ।
একাকী বিহরন্ রাজন্ সত্যং পশ্যসি পাদপম্ ॥২৩২
ইতি কিঞ্চিৎ সমালোচ্য ছেদয়ন্নবিশঙ্কিতঃ ।
পশ্চিমায়তনং বৃক্ষং প্রাতরদ্ভুতদর্শনম্ ।
ছিত্বা তৈলরসং দত্বা তদা ভূপাল চানয় ॥২৩৩
কুরু তৎপ্রতিমাং দিব্যাং জহি চিন্তাং বিমোহিনীম্ ।
এবমুক্ত্বা মহাবাহু র্গতোঽদর্শনং[4] হরিঃ ॥২৩৪
স চাপি স্বপ্নমালোচ্য পরং বিস্ময়মাগতঃ ।
তাং দিশং সমুদীক্ষ্যৈব স্থিতস্তদ্গতমানসঃ ॥২৩৫
ব্যাহরন্ বৈষ্ণবং মন্ত্রমুক্তৈশ্চৈব তদাত্মকম্ ।
প্রভাতায়াং রজন্যান্তু স ততোঽনন্যমানসঃ ॥২৩৬

হে ধীর ! তুমি এখানে জগৎপূজ্যা সনাতনী প্রতিমা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবে, তাহার উপায় তোমাকে বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর ।২৩০

নানাবৃক্ষ পরিশোভিত সমুদ্রসৈকতে তরঙ্গাভিঘাত প্রাপ্ত হইয়াও যে বৃক্ষ কম্পিত হইবে না সেই তরঙ্গোদ্বেলিত বেলাভূমিতে উর্ম্মিমান হইয়া পরশুহস্তে একাকী বিচরণ করিতে করিতে, হে রাজন্ ! তুমি সত্য সত্যই তথায় বৃক্ষ দেখিতে পাইবে ।২৩১—২৩২

তুমি আমার বাক্য বিচার-বিবেচনান্তে নিঃসঙ্গ হইয়া (একাকী) পশ্চিমদিগস্থ সেই অদ্ভুত-দর্শন বৃক্ষ প্রাতঃকালে ছেদন করিয়া আনয়ন কর ।২৩৩

তৎপর উহাতে তৈল রস প্রদানপূর্ব্বক তাহা আনয়ন করতঃ তদ্দ্বারা দিব্য-প্রতিমা নির্ম্মাণ কর ; আর তুমি বিমোহিনী চিন্তা করিও না। এই বলিয়া মহাবাহু হরি, অন্তর্হিত হইলেন ।২৩৪

পুনঃ রাজা স্বপ্ন আলোচনা করিয়া বিস্মিত হইলেন। তদনন্তর তিনি তদ্গতমানসে তদাত্মক বৈষ্ণবমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন ।২৩৫

১। তস্যোপায়ং।
২। বীচিভির্হন্যমানস্তু।
৩। গত্বা পরশুহস্তশ্চ উর্ম্মিমন্তং।
৪। মহাবাহুরন্তর্দ্ধানং গতো হরিঃ।

স স্নাত্বা সাগরে রম্যে যথাসম্যগ্ বিধানতঃ[১] ।
তং দদর্শ মহাবৃক্ষং যথা তেজস্বিনং দ্রুমম্ ॥২৩৭
মোহান্তকং দূরারোহং পুণ্যং বিফলমেব চ ।
মহোচ্ছ্রায়ং মহাকায়ং প্রসুপ্তঞ্চ জলান্তিকে ॥২৩৮
নীলরত্নাগ্র্যবর্ণাভং নামজাতিবিবর্জ্জিতম্ ।
নররাজস্তথা বিষ্ণোর্দ্রুমং দৃষ্ট্বা মুদান্বিতঃ ॥২৩৯
পরশুনা শাতয়ামাস নিশাতনতয়ৈব হি ।
সপ্তধা দ্রুমরাজস্তং নিপপাত মহীতলে[২] ॥২৪০
ওড্রদেশে মূলভাগং কল্পয়ামাস বৈ বিভুঃ ।
তদূর্দ্ধখণ্ডং কাশ্মীরে কবন্ধাকারমেব চ ॥২৪১
আদিত্যং তং বিজানীয়াৎ রামেণ স্থাপিতং পুরা ।
শোণাদিত্যং তদূর্দ্ধাঙ্গং শক্রেণ স্থাপিতং প্রিয়ে ॥২৪২
শিলারূপং মহেশানি স্থাপিতং গুরুণা ততঃ ।
ভাগদ্বয়ং কামরূপে ভাগৈকং মলয়ে গিরৌ ॥২৪৩
মণিকূটে ততোর্দ্ধঞ্চ স্থাপিতং বরুণেন হি ।
প্রাচ্যাং নন্দীশমৈশান্যে মৎস্যাক্ষো নাম মাধবঃ ॥২৪৪
শিলাময়ো দারুময়ঃ কুবেরেণৈব স্থাপিতঃ ।
মহাবরাহনামা চ যোঽষ্টাদশভুজৈর্যুতঃ ॥২৪৫

রজনী প্রভাত হইলে, অনন্যমানস সেই রাজা মনোহর সাগরতটে গমনপূর্ব্বক জলান্তিকে, প্রসুপ্ত, তেজস্বী, মোহান্তক, দূরারোহ, পুণ্যবিফল, মহাকায়, মহোচ্চ সেই মহাবৃক্ষ দর্শন করিলেন ।২৩৬—২৩৮

ঐ বৃক্ষ নীলোজ্জলবর্ণ এবং নাম-জাতি-বর্জ্জিত । নররাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুর সেই বৃক্ষ দর্শন করিয়া মুদান্বিত (প্রসন্নচিত্ত) হইলেন ।২৩৯

এবং তীক্ষ্ম পরশুদ্বারা ছেদনপূর্ব্বক সেই দ্রুমরাজকে সাতখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন ।২৪০

দেবদেব বিভু ওড্রদেশে তাহার মূল কল্পনা করিয়া তথায় মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন । তাহার উর্দ্ধখণ্ড কবন্ধাকার, রাম তাহাকে কাশ্মীর দেশে আদিত্যরূপে-স্থাপিত করিলেন, হে প্রিয়ে ! তাহার উর্দ্ধভাগ, শক্র কর্ত্তৃক শোণিতাদিত্যরূপে-স্থাপিত হইল ।২৪১—২৪২

---

১ । যথাবিধি মহাযশাঃ ।
২ । চিচ্ছেদাসৌ পরশুনা নিশাতেন তদৈব হি ।
সপ্তধা দ্রুমরাজং তং পাতয়ামাস ভূতলে ॥২৪০ ইত্যপি পাঠঃ পুস্তকান্তরে ।

হয়াখ্যো মণিকূটে চ মাধবাখ্যো ব্যবস্থিতঃ।
সম্ভবঃ কথিতো দেবি প্রাপণং শৃণু পার্ব্বতি ॥২৪৬
ইঙ্গুদীফলবিল্বানি বদরামলকানি চ।
খর্জ্জূরং পনসঞ্চৈব তথা তালফলানি চ ॥২৪৭
দাড়িমং কদলীঞ্চৈব প্রযত্নেন নিয়োজয়েৎ।
লকুচং মধুকং যুক্তং তথা পূগফলানি চ।
বীজপূরঞ্চ মধুরং কর্কন্ধুঞ্চ নিবেদয়েৎ ॥২৪৮
মূলকস্য চ শাকঞ্চ রাজকস্য তথৈব চ।
ফলং যস্য বিশালঞ্চ তস্য শাকং প্ররোহকম্ ॥২৪৯
বাস্তুকস্য চ শাকঞ্চ পালঙ্গস্য মম প্রিয়ে।
বিলয়ানি প্রিয়াণ্যন্যান্ তথা চ[১] তিন্তিড়ীফলম্ ॥২৫০
কুষ্মাণ্ডং পার্ব্বতীয়ঞ্চ তথা চারণসম্ভবম্।
কদলং বীজপূরঞ্চ[২] রামকং পৌত্রকন্তথা।
অকালপনসঞ্চৈব তথান্যদপি বর্জ্জয়েৎ ॥২৫১

তদূর্দ্ধভাগ গুরু কর্ত্তৃক শিলারূপে স্থাপিত হইল, তদূর্দ্ধভাগদ্বয় কামরূপে, তৎপরভাগ মলয়াচলে, তদূর্দ্ধ ভাগ পূর্ব্বদিকে মণিকূটে নন্দীশ্বরূপে সংস্থাপন করিলেন। ঈশানকোণে কুবের মৎস্যাক্ষ নামক শিলাময় দারুময় মাধবকে মহাবরাহনামা ও অষ্টাদশভুজাবিশিষ্টরূপে সংস্থাপিত করিলেন।২৪৩—২৪৫

মণিকূটে হয়াখ্য ও মাধব নামক বিভু অবস্থিত আছেন। হে দেবি! সম্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি বিষয় বলা হইল। এক্ষণে প্রাপণ অর্থাৎ সানুরাগ সাগ্রহ সম্প্রীতি সহকারে প্রদেয় দ্রব্য ও বস্তু সম্বন্ধে শ্রবণ কর।২৪৬

ইঙ্গুদীফল, জিয়াপোতা, হিঙ্গোট বেল, বদর (কুল) আমলক, খর্জ্জুর, পনস (কাঁঠাল), তালফল, দাড়িম্ব ও কদলী যত্নপূর্ব্বক নিয়োজিত করিবে। লকুচ (মাদার ফল), মধুক (মহুয়া), পূগফল, বীজপূর (টাবালেবু), মধুর, কর্কন্ধু নিবেদন করিবে।২৪৭—২৪৮

মূলকের শাক, রাজকশাক, যাহার ফল বিশাল তাহার শাক ও কলিকা কোরক (কুঁড়ি), বাস্তুক শাক, পালঙ্গ শাক, তিন্তিড়ী ফল (আম্লি, তেঁতুল), পার্ব্বতীয় কুষ্মাণ্ড, চারণসম্ভব কদল ও বীজপুর, রামক ও পৌত্রক, অকাল পনস এইরূপ অন্যান্য ফল বর্জ্জনীয়।২৪৯—২৫১

১। প্রিয়াণ্যন্যান্যথো বৈ—ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

২। বরিপুরঞ্চ।

ধান্যানাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি উপযোগাংশ্চ শাঙ্করি।
একচিত্তং সমাধায় প্রাপণং শৃণু পার্ব্বতি ॥২৫২
সোমধান্যং বৃহদ্ধান্যং রক্তশালিকমেব চ।
রাজধান্যং ষষ্টিকঞ্চ দেববল্লভকস্তথা। ২৫৩
চণকং কোদ্রবঞ্চৈব বর্জ্জয়েন্মম সুন্দরি।
ক্ষারঞ্চ কৃষ্ণক্ষীরঞ্চ বর্ণঞ্চ[1] মার্ত্তিকোদ্ভবম্ ॥২৫৪
লবণং প্রাচি সম্ভূতং তথোত্তরসমুদ্ভবম্।
পশূনাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি বন্যানাং গ্রামবাসিনাম্ ॥২৫৫
যেন যান্যুপভোগ্যানি গব্যং দেবি পয়োমৃতম্।
মার্গং মাৎস্যং তথা ছাগং শালনং শাশকস্তথা ॥২৫৬
এতৈস্তু প্রাপণং দদ্যাদ্বিষ্ণোশ্চৈব প্রিয়াবহম্[2]।
মাহিষং বর্জ্জয়েন্মাংসং ক্ষীরং দধি ঘৃতস্ততঃ[3] ॥২৫৭
পক্ষিণাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি যে প্রযোজ্যা মম প্রিয়ে।
হারিতঞ্চ ময়ূরঞ্চ নায়কং বার্ত্তকস্তথা ॥২৫৮
কপিলশ্চৈব চাষশ্চ কাককুক্কুটকৌ শিরঃ।
বন্যকুক্কুটশ্চৈব শরারুশ্চ কপোতকঃ ॥২৫৯
বিল্বকঃ কুলিকশ্চৈব রক্তপুচ্ছশ্চ টিট্টিভঃ।
কৃষ্ণমৎস্যাশনশ্চৈব পত্রিণাং চ বিশিষ্যতে ॥২৬০

হে শঙ্করি! ধান্যসকলেরও উপযোগ (প্রয়োগ, ব্যবহার) বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে অবহিত (নির্বিষ্ট মনোযোগী) হইয়া শ্রবণ কর।২৫২

সোমধান্য, বৃহদ্ধান্য, রক্তশালি, রাজধান্য, ষষ্টিক, দেববল্লভ, চণক, কোদ্রব— হে সুন্দরি! এই সকল ধান্য বর্জ্জন করিবে। ক্ষার, কৃষ্ণক্ষীর, মৃত্তিকোদ্ভব বর্ণ। বর্ণক, প্রাচ্য ও উত্তরসম্ভূত লবণ (ক্ষারী লবণ) প্রযোজ্য নহে। গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের উপযোগ (ব্যবহার) কথিত হইতেছে, শ্রবণ কর।২৫৩—২৫৫

গব্যদুগ্ধ, মৃগ, মৎস্য, ছাগ, শালন-শশক-মাংস প্রদান করিলে বিষ্ণু প্রসন্ন হয়েন, অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রীতিকর হয়। মহিষের মাংস, ক্ষীর (দুধ) দধি ও ঘৃত বর্জ্জন করিবে।২৫৬—২৫৭

পক্ষিগণের মধ্যে যাহা প্রযোজ্য (প্রদেয়, ব্যবহার্য্য) তাহা শ্রবণ কর। হারিত, ময়ূর নায়ক, বর্ত্তক, কপিল চাষ, কাক, কুক্কুট, শিরঃ বন্যকুক্কুট, শরারি কপোতক, বিল্বক, কুলিক, রক্তপুচ্ছ, টিট্টিভ, কৃষ্ণমৎস্যাশন, এই সকল পক্ষিগণের মধ্যে প্রশস্ত।২৫৮—২৬০

১। বর্ণং বৈ। ২। প্রিয়ঙ্করং। ৩। ঘৃতং তথা।

অভক্ষ্যাঞ্চৈব মাংসঞ্চ যথা[1] পঞ্চনখস্য চ।
চিত্রমৎস্যং রোহিতঞ্চ মাংসকং চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥২৬১
মহাশল্যঞ্চ রাজীবং সিংহতুণ্ডকং মহেশ্বরি।
মৎস্যান্যেতানি দেয়ানি বিভালীঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥২৬২
জালপাদাংশ্চ সকুলান্ দেবি বারাহকস্তথা।
কৌসুম্ভশাকং পিণ্যাকং রক্তপাদাংশ্চ কেশরান্ ॥২৬৩
শোভাঞ্জনং রক্তশেলুং কোমুকং তিন্দুকং তথা।
পূতিকং কানকঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥২৬৪
যথোক্তং সাধয়েন্মন্ত্রং যোগী ধ্যানপরায়ণঃ।
অভক্ষ্যং বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বং দেবতাধ্যানসাধনে ॥২৬৫
হবিষ্যাশী শুচিভূর্ত্বা মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অহর্নিশং জপেদ্বিদ্যাং তদ্গতেনান্তরাত্মনা ॥২৬৬
স ভবেৎ কালিকাপুত্রঃ সর্ব্বত্র নির্ভয়ো ভবেৎ।
রহস্যং পরমং দেবি তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্ ॥২৬৭

ইতি যোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে চতুর্বিংশতিসাহস্রে
দ্বিতীয়ভাগে নবমঃ পটলঃ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

অভক্ষ্য পঞ্চনখ মাংস, চিত্রমৎস্য, রোহিত মাংস, এই সকল বর্জ্জন করিবে।২৬১

মহাশল্প, রাজীব ও সিংহতুণ্ডক দাতব্য (প্রদেয়)। কিন্তু বিভালী, জলপাদ (হংস), শকুল ও বরাহক প্রদেয় (দানযোগ্য) নহে।২৬২

সাধকোত্তমগণ, কৌসুম্ভশাক, পিণ্যাক, রক্তপাদ, কে[illegible] [illegible]ভাঞ্জন, রক্তশেলু, কেমুক, তিন্দুক, পূতিক ও কানক বর্জ্জন করিবে।২৬৩—২৬৪

যোগীগণ ধ্যানপবায়ণ হইয়া সর্ব্বদেবতার সাধনেই অভক্ষ্যসমূহ বর্জ্জন পূর্ব্বক হবিষ্যাশী ও শুচি শুদ্ধ এবং মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ হইয়া অন্তরাত্মার সহিত তদ্গতচিত্তে অহর্নিশ বিদ্যা জপ করিবে।২৬৫—২৬৬

তাহা হইলেই সে ব্যক্তি কালিকার পুত্র ও সর্ব্বত্র নির্ভয় হইবে। হে দেবি ! এই আমি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ রহস্য প্রকাশ করিলাম।২৬৭

যোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বর-সংবাদে চতুর্বিংশতিসাহস্রে
দ্বিতীয়ভাগে নবম পটল সমাপ্ত।

॥ গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

১। যথা।

নবভারত তন্ত্রপ্রকাশ গ্রন্থমালা

তন্ত্রতত্ত্ব—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রণীত ॥ ৩০'০০
ভূতডামরতন্ত্র—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় ॥ ৬'০০
কুলার্ণবতন্ত্র—ডঃ উপেন্দ্রকুমার দাস ॥ ৩০'০০
পরশুরামকল্পসূত্র— ঐ ॥ ৩৫'০০
তোড়লতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী ॥ ৬'০০
সরস্বতীতন্ত্র—গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ও সতীশচন্দ্রসিদ্ধান্তভূষণ ॥ ৩'০০
ষট্‌চক্রনিরূপণ— ঐ ॥ ৫.০০
গুপ্তসাধনতন্ত্র—শ্রীমৎ হরিহরানন্দ ॥ ৫'০০
অন্নদাকল্পতন্ত্র— ঐ ॥ ৬'০০
জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র—শ্রীসুকুমার চট্টরাজ তন্ত্ররত্ন ॥ ৩'০০
তারারহস্য—শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ গিরি তীর্থাবধূত বিরচিত ॥ ১০'০০
নির্ব্বাণতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ ॥ ৫'০০
সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী নবতীর্থ ॥ ৬'০০
ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ ॥ ৬'০০
মাতৃকাভেদতন্ত্র— ,, ,, ,, ॥ ৭'০০
বগলামুখীতন্ত্র—শ্রীমৎ ক্রিয়ানন্দ মহাভারতী সম্পাদিত ॥ ৫'০০
কুব্জিকাতন্ত্র—শ্রীজ্যোতির্লাল দাস সম্পাদিত ॥ ৬'০০
মায়াতন্ত্র— ,, ,, ,, ॥ ৬'০০
কুমারীতন্ত্র— ,, ,, ,, ॥ ৪'০০
কামধেনুতন্ত্র— ,, ,, ,, ॥ ৮'০০
যোনিতন্ত্র— ,, ,, ,, ॥ ৬'০০
যোগিনীতন্ত্র—শ্রীমহৎ স্বামী সর্ব্বেশ্বরানন্দ সম্পাদিত ॥ ২৫'০০
তন্ত্রাভিধান—অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত ॥ ২৫'০০
নিরুত্তরতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী নবতীর্থ সম্পাদিত ॥ ৬'০০
জ্ঞানার্ণবতন্ত্র— ঐ (যন্ত্রস্থ)
মন্ত্রমহোদধি—অধ্যক্ষ শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত

প্রকাশিত হইয়াছে—

দেবী পুরাণ—২৫'০০
কালিকাপুরাণ—৩৫'০০

শীঘ্রই প্রকাশিতব্য—

দেবীভাগবত ॥ ॥ অগ্নিপুরাণ ॥